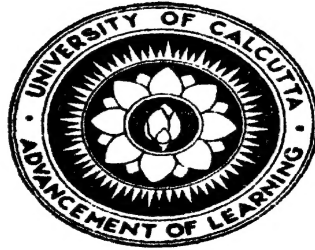


দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম.এ.
কর্তৃক সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৮

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg. No. 936B—August, 1938—500

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল.,

ব্যারিস্টার-এট-ল, এম.এল.এ. মহোদয়ের করকমলেষু

আপনার অনুগ্রহে দীন চঞ্জীদাসের পদাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থও আপনারই করকমলে অর্পণ করিয়া সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিলাম।

বিনোদ

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

ভূমিকা

চণ্ডীদাস-সমস্যা

সমস্যা ব্যাধিবিশেষ। ব্যাধির প্রশমনার্থ যেমন তাহার নিদানের অনুসন্ধান করিতে হয়, চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানকল্পেও সেইরূপ এই সমস্যা-সৃষ্টিব-হেতু-নির্ণয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। কোন্ সূত্র অতীতের গর্ভে বসিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার অমিয়মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পর যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে ভক্ত, সাধক ও রসিকগণ তাঁহার কবিতা আশ্বাদন করিয়া কংই না পরিতৃপ্ত হইয়াছেন! বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে অননুসাধারণ বিশেষত্ব আছে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু চণ্ডীদাস-সমস্যার প্রথম আবির্ভাব প্রকৃত পক্ষে আধুনিক যুগেই হইয়াছে। এই সময়েই শিক্ষাবিস্তার এবং মুদ্রাযন্ত্র-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যখন চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন ইহার মধ্যে ভাব, ভাষা ও ভণিতা-ঘটিত নানা-প্রকার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছিল। ঐ সকল গ্রন্থে আদি, কবি, বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি ভণিতা-যুক্ত পদ সন্নিবিষ্ট দেখিয়া এই প্রশ্নই মনে উদ্ভিত হইয়াছিল যে, এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভণিতার অন্তরালে একাধিক কবির অস্তিত্ব বর্তমান রহিয়াছে কিনা? ষাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নীলরতনবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী ১৯২১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া-ছিলেন—“একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই যে পদটা চণ্ডীদাসের হইল, ইহা বিবেচনা করা অন্তায়। এমন লোক অনেক ছিল, ষাঁহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া ঢালাইয়া দিয়াছে। কথাগুলি যে সত্য, সে বিষয়ে মত-বৈধ থাকিতে পারে না।” (ঐ, ৪-৫ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদ-সম্বন্ধে একটা সন্দেহের উদয় হইয়া-ছিল। তারপর ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কৃত হয়। এই পুথি ১৩১৮ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্ম আহুত হয়, এবং নীলরতনবাবু চণ্ডীদাসের ভূমিকায় দেখা যায়, (ঐ, ২৪ পৃঃ) ইহা মূলাংশের মুদ্রণকার্য্য : ৩২১ সালেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, যদিও ঐ গ্রন্থ দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে বড়ু চণ্ডীদাস-সম্বন্ধায় সমস্যা উদ্ভব হইয়াছিল।

প্রায় এই সময়েই দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণে জন্মলীলা নামক পুথির আবিষ্কারে সমস্যাটি আর জটীলাকার ধারণ করে। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তা

মহাশয় কর্তৃক এই পুথির বিবরণ ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—“আমি যে ভাবে দেখিয়াছি, তাহাতে এখানিকে (অর্থাৎ জন্মলীলাকে) সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুকুও সাহস হয় না।” (এ, ৬০ পৃঃ)।

অতএব দাঁড়াইল এই যে, প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভণিতায়ুক্ত পদ ত ছিলই, ইহা ব্যতীত বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এবং দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পুথিদ্বয়ও চণ্ডীদাস-সমস্তাকে ঘনীভূত করিয়া দিল।

প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন পদগুলিতে গায়ক, লেখক, বা সংগ্রহকারণের ভুলভ্রান্তি বা অসাবধানতাবশতঃ সংঘটিত সমস্তার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পুথিদ্বয় সম্বন্ধে ত এত সহজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ ইহারা উভয়েই কাব্য-গ্রন্থ, ইহাদের মধ্যে ধারাবাহিক রচনার নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে, অথচ ভাব, ভাষা এবং রচনা-রীতি-সম্বন্ধে পদাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত জন্মলীলার বিশেষ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত শ্যেগোক্ত দুই গ্রন্থে ভণিতার ধারাও বিভিন্ন প্রকারের, অতএব তাহারা যে একই কবির রচিত, এইরূপ সিদ্ধান্তে সহসা উপনীত হওয়া যায় না। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—“তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেঁম ?” প্রকৃত-পক্ষে এই সময় হইতেই চণ্ডীদাস-সমস্তা জটীলাকার ধারণ করে।

এই সকল সমস্তার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমাধানেরও চেষ্টা চলিতেছিল। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকা হইতে উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পদাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার অসঙ্গতির কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া—“এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে”—এইরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ চণ্ডীদাস একজনই ছিলেন, তবে যে পদাবলীতে নানা প্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ অশ্লের পদ চণ্ডীদাসের নামে চালিয়া গিয়াছে বলিয়া সামঞ্জস্য-রক্ষা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পরে ১৩২১ সালে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পুথির পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—“চণ্ডীদাসের স্থবিখ্যাত পদাবলী ব্যতীত চণ্ডীদাসের নামে ইতিপূর্বে আর দুইখানি কাব্যের কথা সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। একখানির পরিচয় দিয়াছেন চট্টগ্রামের মুনসী আব্দুল করিম। সে গ্রন্থখানির নাম রাখার কলঙ্কভঞ্জন। * * * যতক্ষণ পর্য্যন্ত অণু প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্নের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন চণ্ডীদাস নামের কবির জোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একেবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিন জন, অথবা দুই জোড়া অথবা চারিজন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।” (এ, ৬০-৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, প্রবন্ধকার অনেক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করিয়া চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি এক এক চণ্ডীদাসকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া দিয়াছেন।

ইহার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৩২৩ সালে

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—“কৃষ্ণকীর্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে” (ঐ, ২৬ পৃঃ), অর্থাৎ একজন চণ্ডীদাসই জীবনের প্রথমভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এবং পরিনত বয়সে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তথাপি একটা সন্দেহ যে বসন্ত-বাবুর মনে জাগরিত হইয়াছিল, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কারণ ইহার পরেই তিনি লিখিয়াছেন—“তবে কি পদকর্তা চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা দুই পৃথক্ কবি?” (ভূমিকা, ২৯ পৃঃ)। আবার ঐ গ্রন্থেরই ভূমিকায় রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—“চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড় চণ্ডীদাস, বামুলার আদেশে গান-বচনায় নিপুণ, রামা রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্তবাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই, সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল। সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের কৃষ্ণায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।” (ঐ, ৭ পৃঃ)। ইহা হইতেও দেখা যায় যে, রামেন্দ্রবাবু আসল ও নকল চণ্ডীদাসের কল্পনা করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসকেই খাঁটি চণ্ডীদাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারই ভাষা রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে আর এক সমস্যার উদ্ভব

হইয়াছে—কে আসল, কে নকল? শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হইবার পরে ইহা লইয়া প্রবল বাণ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, আজও তাহার সম্পূর্ণরূপে অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে বাহাই হউক, এইরূপে নানাভাবে চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছিল।

ইহার অল্পকাল পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি আমাদের হস্তগত হয়। ইহাতেও আমরা দীন চণ্ডীদাস-রচিত প্রায় দুই সহস্র পদসম্বন্ধিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাই। ইহা আলোচনা করিয়া যেভাবে আমরা দীন চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা ১৩৩৩ এবং ১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানের প্রথম সূত্র। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আমাদের বড় চণ্ডীদাস-সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইয়াছে, কারণ সমস্যাটি এরূপ জটিলাকার ধারণ করিয়াছে যে, প্রচলিত-পদাবলী-সম্বন্ধীয় বিচারে বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসকে বাদ দেওয়া চলে না। উক্ত চণ্ডীদাসদ্বয়ের সমস্যা ব্যতীত প্রচলিত পদাবলীর মধ্যেও ভাব ও ভণিতা-ঘটিত বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান-কল্পে এক দিকে যেমন বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা অপরিহার্য, অপর দিকে সেইরূপ প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত বহু সমস্যার নিরসনও প্রয়োজনীয়। প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় এই সকল সমস্যা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার কালে আমাদের প্রদানতঃ ঐ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস-ভণিতার অধিকাংশ পদই এই দ্বিতীয়খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, অতএব পদাবলীর অন্তর্গত বাবতীয়

সমস্তা লইয়াই এখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী কিরূপে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। চণ্ডীদাস স্বহস্তে যে পুথি লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই, ইহা পাইবার কোন আশাও আমরা করিতে পারি না। যদি ইহা পাওয়া যাইত তাহা হইলে কবির নিজের সাক্ষ্যই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যাইত। তৎ-পরিবর্তে আমরা এখন পাইতেছি অশ্রের দ্বারা লিখিত অনুলিপি মাত্র, তাহাও কবির জীবনান্তের কত পরে, এবং কিরূপ আদর্শে লিখিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই, কারণ লিপিকরণ এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অতএব এই জাতীয় কতকগুলি পুথির উপরেই আমাদের প্রাচীনতঃ নির্ভর করিতে হইতেছে। প্রাচীনকালে যে সকল পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাতেও আদর্শ পুথি-সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংগ্রহকারণ গায়ক বা ভক্তের নিকট হইতেও পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে গায়ক বা ভক্তের স্মৃতি বা জ্ঞানের উপরেই তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা যে সম্পূর্ণরূপে অত্রান্ত তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সে যাহাই হউক, এইরূপভাবে প্রাচীন কালে বহু পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। আধুনিক যুগের প্রথম অবস্থায় যঁাহারা পদ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ ছিল ঐ সকল প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থ। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়-কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তিনি ইহার

কিছু কিছু সন্ধান রাখিয়া গিয়াছেন। সংগ্রহ-গ্রন্থ-গুলিতে বিভিন্ন কবির পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে এক এক কবির পদ খুঁজিয়া বাহির করিয়া পৃথক্ ভাবে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির পদাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য প্রাথমিক যুগের মুদ্রিত পদাবলীতে পদ-গুলি বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহা হইতে এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে, চণ্ডীদাস বিচ্ছিন্নভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কাবাগ্রন্থ বা পালার অনুলিপি হইতেও পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই ভাবেই চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্মালীর পদগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নালরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও অনেক পালা হইতে পদ সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব প্রধানতঃ সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং দ্বিতীয়তঃ আখ্যায়িকামূলক পালা অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীদাস-সমস্তার উদ্ভব এই সকল প্রাচীন পুথি হইতেই হইয়াছে, এজন্য ইহার সমাবানের উপকরণ যে ঐ সকল পুথিতেই বর্তমান রহিয়াছে, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতেছি—প্রথমতঃ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর পুথি, দ্বিতীয়তঃ ধারাবাহিক পালাগানের পুথি বা কবির রচিত গ্রন্থাদির অনুলিপি। চণ্ডীদাস-সমস্তার সমাধান-কল্পে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন এই সকল প্রাচীন পুথি অবলম্বন করিয়া কিভাবে চণ্ডীদাস-সমস্তার সমাধান করা যাইতে পারে, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদাবলীর বিভিন্ন পুথির তুলনামূলক আলোচনা। কোন একটি পদ

এই সকল পুথিতে যদি বিভিন্নরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল পুথি লিখিত হইবার কালে ইহা নানাভাবে পরিষ্কৃত হইয়া গিয়াছিল। অতএব ইহার আদিক্রম-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে। যদি পুথিগুলি তারিখযুক্ত থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সাহায্যে পদের প্রাচীনতম রূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর হইত বটে, কিন্তু তাহাই যে আদিক্রম তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যাইত না। কাব্য কবি-কল্পক পদ-রচনার কত পরে কি ভাবে তাহার সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচনার বিষয় বটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পদ-কল্পতরু লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে (তরু, ভূমিকা, .৫ পৃঃ)। এবং ইহার পূর্ববর্তী কোন কোষগ্রন্থেই তরুর ন্যায় এত অধিক সংখ্যক চণ্ডীদাসের পদ সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব চণ্ডীদাসের পদ-বিচারে তরুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার সঙ্কলন-সম্বন্ধে দানলীলা-অধ্যায়ের এক স্থানে বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন—“পূর্বাপর-মনোহরসাহি-শ্রীসংকীর্তনানুসারেণ এতদ্-গীত-সংগ্রহঃ। তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি, কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ।” (তরু, ২য় খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি গান শুনিয়াও পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আবার—“নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া” (তরু, ৪র্থ খণ্ড, ২৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তিনি যে পদকল্পতরু সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পর্যটনের সময়ে হয়ত প্রাচীন পুথি হইতে পদ আহরিত হইয়াছিল, এবং গায়ক বা ভক্তগণের নিকট হইতেও পদ সংগৃহীত হইয়া থাকিবে, কিন্তু চণ্ডীদাসের কোন

পদটি তিনি কি ভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া যান নাই। ইহার অভাবে সঙ্কলিত প্রত্যেক পদের আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, অথচ পদের প্রাচীনতম রূপ নির্ণয় করিবার পক্ষে ইহাই সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়। চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে যেরূপ জটিলাকার ধারণা করিয়াছে তাহাতে পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত পদগুলি বৈষ্ণবদাসের সময়ে কিরূপ ছিল একমাত্র ইহা জানিয়াই এখন আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, ঐ পদগুলি কোথায় কি ভাবে ইহার পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এত সীমায় পৌঁছিয়াই আমাদেরকে অশ্রান্ত আদর্শ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাচীন পুথিতেই এই সকল আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং বিভিন্ন পুথিতে পদগুলি কি ভাবে সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহার তুলনামূলক আলোচনা সমস্তা-নিরসনের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু” ইত্যাদি পদটি তরুতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (ঐ ৮-৭ সং পদ), এবং নী-র দুইটি পাঠান্তরেও জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায় (নী, ১৩৯ পৃঃ), আবার কোন কোন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া না-তে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল পুথির আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না, অতএব তরুর সহিত ইহার প্রাচীনতম রূপ-সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিবার কোন সুযোগ পাওয়া যাউতেছে না। কিন্তু যে সকল গ্রন্থ বা পুথিতে এই পদটি পাওয়া যাইতেছে তন্মধ্যে তরুই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহা ধরিয়া লইলে পদের প্রাচীনতম আদর্শে যে ইহা জ্ঞানদাসের ভণিতায় চলিতেছিল, এবং পরবর্তী কালে ইহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে

পারা যায়। তরু অপেক্ষা প্রাচীনতর আদর্শ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞানদাস নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, সন্দেহ-স্থলে পদের পাদ-টীকায় আমরা বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, “পদটি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই উভয়ের ভণিতাতেই মিলিতেছে।” (৬৭৫ পৃ: দ্রষ্টব্য)। কিন্তু “ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে” ইত্যাদি পদটি (নৌ-২২১) তরুতেও চণ্ডীদাসের ভণিতায় সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ৪০৩ সং পদ), আবার এই পদটিই রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। পদকল্পতরুর সঙ্কলনের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে রসমঞ্জরী সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া সতীশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (তরুর ভূমিকা, ৪৭ পৃ:)। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর সমসাময়িক চক্র-পাণির অধস্তন পঞ্চম পর্যায়ের বংশধর গোপালদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার পুত্র পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী যে তরুর পূর্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব তরুর পূর্ববর্তী একখানি গ্রন্থে ইহা অশ্লের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। এখন এই উভয় গ্রন্থের আদর্শ-সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। পীতাম্বরদাস তাঁহার পিতার পদটি রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অতএব কবি এবং তাঁহার রচনার সহিত যে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। অপরপক্ষে ইহাও বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবদাস রসমঞ্জরী গ্রন্থের সহিত পরিচিত থাকিলে এই পদটি সঙ্কলন করিবার কালে কখনও ইহাকে চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচার করিতে পারিতেন না। করিলেও এই সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। মোট কথা তাঁহার আদর্শ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই

জানিতে পারি না। বোধ হয় বৈষ্ণবদাস কোন গায়ক বা ভক্তের নিকট হইতে পদটি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এই অবস্থায় তাঁহার আদর্শ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে। অতএব রস-মঞ্জরীর সাক্ষ্যকেই এখানে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ এই পদটির উল্লেখ করিয়া পিতাপুত্রের উপর চৌধ্যাপবাদ আরোপ করিয়াছেন। পরে ইহা বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

তারপর প্রচলিত পদাবলীতে আদি ও কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার কয়েকটি পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে। প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল পদের ভণিতার কোনই স্থিরতা নাই। “এ দেশে বসতি নাই যাব কোন দেশে” ইত্যাদি পদটি নী, তরু, এবং কয়েকখানা প্রাচীন পুথিতেও পাওয়া যায়। তরু এবং রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাসে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে, অথ দুইখানি পুথিতে কবি বা দ্বিজ উল্লেখ করা ভণিতা পাওয়া যায় না, কিন্তু নীতে এবং অথ একখানি পুথিতে কবি-ভণিতা মিলিতেছে। অর্থাৎ চারিটি আদর্শে কবি-ভণিতা নাই, কেবল দুইটি আদর্শে ইহা পাওয়া যাইতেছে (প্রথমখণ্ড, ভূমিকা, ১/১-১/০ সং পৃ: দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় কবি-ভণিতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কবি চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এই ভাবে আমরা প্রথম-খণ্ডের ভূমিকায় কবি ও আদি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ সকল পদের ভণিতার কোনই স্থিরতা নাই, অতএব তাহা সন্দেহের অতীত নহে (ঐ, ১/০-১/০ সং পৃ: দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন প্রাচীন পুথির আলোচনা-দ্বারা এই ভাবে চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যার সমাধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত কোন পদের সহিত কবির রচিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পদের বা পালার সাদৃশ্য নির্ণয়। সে সকল কবির কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন পদাবলীই পাওয়া যায়, কোন ধারাবাহিক পালা বা আখ্যায়িকামূলক কাব্যগ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাদের পদসম্বন্ধীয় বিচারে এইভাবে আলোচনার কোনই সুযোগ নাই। এইরূপ কবিগণের পদগুলি বিভিন্ন পুথিতে কি ভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে একমাত্র তাহাই উল্লিখিত প্রণালীতে পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, অতএব তাঁহার পদসম্বন্ধীয় বিচারে কাব্যগ্রন্থের উপরে নির্ভর করিতে পারা যায়। তাহা হইলে সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের মূল ঐ বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে নিবন্ধ রহিয়াছে কিনা তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত একটি পদকে যদি মূল কাব্যের অন্তর্গত কোন শাখায় বিশৃঙ্খল করা যায়, তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সঙ্কলিত রাসলীলার “রমণীমোহন বিলসিতে মন” ইত্যাদি পদটি গ্রহণ করা যাইতেছে। ইহা পদকল্পতরুর ১১৯২ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। আবার এই পদটিকেই দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের ১০৮২ সংখ্যক পদরূপে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবদাস-কর্তৃক সঙ্কলিত পদের মূল ঐ কাব্যগ্রন্থে নিহিত আছে, অর্থাৎ যে কোন আদর্শ হইতেই তিনি পদটি সংগ্রহ করিয়া থাকুন না কেন, ইহা যে প্রথমে ঐ কাব্যগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। (এই সম্বন্ধীয়

বিস্তৃত আলোচনা মহারাসের প্রবেশিকায় ৪১২-৪১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে চণ্ডীদাস-বিষয়ক অনেকগুলি সমস্যার সমাধানের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, পদকল্পতরুর শ্রী সংগ্রহগ্রন্থে চণ্ডীদাসের মূল কাব্যগ্রন্থের পদ আহরিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ চণ্ডীদাসের যে রচনা হইতে এই পদটি আহরিত হইয়াছে তাহা দীন চণ্ডীদাস রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। তৃতীয়তঃ চণ্ডীদাস-রচিত রাসলীলার প্রারম্ভসূচক দুইটিমাত্র পদ পদকল্পতরুর উদ্ধৃত আছে বলিয়া চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটিমাত্র পদই রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ ধারণা করিবার কোনই স্বেচ্ছা নাই, কারণ রাসের বিস্তৃত বর্ণনা ইহাদের পরবর্তী পদগুলিতেই রহিয়াছে। চতুর্থতঃ নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত রহিয়াছে। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত ধারাবাহিক পালার আকারে রচিত, অতএব তাহারা যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং মূল আখ্যায়িকা হইতে তাহার প্রারম্ভসূচক পদ দুইটিকে পৃথক করিয়া বিবেচনা করা যায় না। অতএব ঐ পালাটি যে দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পঞ্চমতঃ এই পালাতে ভণিতার যে গরমিল রহিয়াছে ইহা-দ্বারা তাহারও সমাধান হইয়া যাইতে পারে। এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থের ৪১৬-৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এখানে আমরা কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। “রমণী মোহন বিলসিতে মন” ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুর দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১০৮২ সংখ্যক পদে দ্বিজ-ভণিতা দৃষ্ট হয় না।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, পদকল্পতরুতেই পদটি পরিবর্তিত আকারে সঙ্কলিত রহিয়াছে, কিন্তু মূল গ্রন্থে ইহার প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপে এই একটিমাত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি সমস্তার সমাধান করা যাইতে পারে।

তৎপর “সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম” ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পদটি গ্রহণ করা যাউক। এই পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ রাধিকার কর্ণে শ্যাম-নাম শুনাইয়াছিল। যদি তাহার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পদটি পূর্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃ আমাদের মনে যে সকল প্রশ্ন উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ কে শুনাইয়াছিল, কি অবস্থায় শুনাইয়াছিল ইত্যাদি বহু সমস্তা অপূর্ণ রহিয়া যায়। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস-রচিত পূর্বাগের বৃহৎ পালাতে দেখা যায় যে, সুবল রাধার কর্ণে কৃষ্ণ-নাম শুনাইয়াছিলেন, এবং নী-র ৩৯ সংখ্যক পদে পাদটীকায় নীলরতনবাবু লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাধিকার চেতন হইল এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন—“সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম” ইত্যাদি। অতএব যে পদটিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যাইতেছিল, তাহা যে মূল আখ্যায়িকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। ঐ আখ্যায়িকা বাদ দিয়া এই পদটির প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু এই পদে দ্বিজ-ভণিতা দৃষ্ট হয়। দীন চণ্ডীদাস-রচিত আখ্যায়িকার মধ্যে এই পদের দ্বিজ-ভণিতা যে পরবর্তী আরোপমাত্র, তাহা বুঝিতেও কষ্ট হয় না। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস-সমস্তার সমাধানকল্পে তাঁহার কাব্যের আদর্শ গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ—পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত পদের সহিত পূর্ববর্তী কবিগণের রচনার তুলনামূলক আলোচনা।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ “কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে” ইত্যাদি রাধার পূর্বাগের পদটি গ্রহণ করা হইল। পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এই পদটি কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত হইতে পারে না, কারণ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার পূর্বাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা নাই, এবং ঐ গ্রন্থে রাধার পূর্বাগ বর্ণিতও হয় নাই। দীন চণ্ডীদাসের পূর্বাগের পালাতেও বংশীধ্বনি-শ্রবণে রাধার পূর্বাগের উদ্ভবের পরিকল্পনা নাই। অতএব চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে এই পদটি সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে না। কিন্তু পদকল্পতরুতে পূর্বাগ-পর্যায়ে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে। ইহাতে এক সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে দেখা গেল যে, পদটি বিদগ্ধমাধব নাটকের একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ মাত্র, এবং ঐ অনুবাদ করিয়াছিলেন যদুন্দন দাস। ইহারই শেষ ভাগে চণ্ডীদাসের ভণিতা বসাইয়া ইহাকে চণ্ডীদাসের নামে চালান হইয়াছে (এই গ্রন্থের ৫৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিদগ্ধ-মাধব নাটক এবং ইহার অনুবাদের সন্ধান না মিলিলে এই পদটি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে পূর্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অনেকে পদকল্পতরুকারকে সর্বতোভাবে অশ্রান্ত মনে করিয়া থাকেন। ইহাও বলা হয়, তিনি কি ভাঙ্গরূপে না জানিয়া পদগুলি সঙ্কলিত করিয়াছেন? এইরূপ ধারণা যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা এই জাতীয় পদের আলোচনায় ধরা পড়ে। তথাপি এমন কথাও কেহ বলে না যে, ইহার সর্বত্রই ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহা ভুল রহিয়াছে, তাহা ধরা পড়িলে, স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ—পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা

চণ্ডীদাস-সমস্যা-সমাধানের এক প্রধান সূত্র। এই উপায়ে অতি সহজেই পদগুলিকে স্মৃষ্টিলাভ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা পূর্ব-রাগের পদগুলি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হই-তেছি। নীলরতনবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাখার রূপ-বর্ণনার অনেকগুলি পদ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পদ-বণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে দুই প্রকারের পদ রহিয়াছে—প্রথমতঃ বনশ্যুপু-দেখার পদ, দ্বিতীয়তঃ স্নানের ঘাটে দেখার পদ। পূর্বরাগের আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়, কৃষ্ণ প্রথমে রাখাকে বনশ্যুপু-দেখিয়াছিলেন, পরে স্নানের ঘাটেও তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই পদগুলি স্বস্থানচ্যুত অবস্থায় একত্র সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এইজন্য পূর্বরাগের পালাতে ইহাদিগকে পৃথক করিয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা উচিত। এই সম্বন্ধায় বিস্তৃত আলোচনা ৫০৮ এবং ৫৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৎপর রাসলীলার পালাটি গ্রহণ করা যাউক। দশ চণ্ডীদাস রাসের যে দুইটি পালা রচনা করিয়া-ছিলেন তাহা পদমধ্যেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, অথচ নীলরতনবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত রাসের একটি পালাতেই ঐ দুইটি পালার পদ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কবির উক্তি এবং পদবণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইগ সহজে ধরা পড়ে। এই প্রণালীতে বিচার করিয়া আমরা দুইটি পালাকে পৃথক ভাবে এই গ্রন্থমধ্যে স্থাপন করিয়াছি। এই সম্বন্ধায় বিস্তৃত আলোচনা “মহারাস” এবং “রাস-লীলা”র প্রবেশিকাতে করা হইয়াছে (৪১২-৪১৭, ৪৭৫-৪৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু ঐ দুইটি প্রবেশিকা এই ভূমিকার অংশস্বরূপ গ্রহণীয় এবং পাঠ্য।

অন্তের পদ যে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে, অথবা অশু কবি যে পদ রচনা করিয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছেন, ইহার সন্ধানও প্রধানতঃ পদ-বণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই মিলিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ “হাম সে অবলা হৃদয় অখলা ভালমন্দ নাহি জানি” ইত্যাদি পদটি (৭২× সং পদ দ্রষ্টব্য) গ্রহণ করা হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, চণ্ডীদাস এই পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা? বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকর্তনে এই পদের স্থান নাই, কারণ তিনি রাখার পূর্বরাগ বর্ণনা করেন নাই, এবং কৃষ্ণলীলাও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীর সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রচলিত পদাবলীতে পূর্বরাগের পালা পাওয়া গিয়াছে। বিশাখা পটে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অঙ্কিত করিয়া রাখাকে দেখাইবার কালে তাঁহার হৃদয়ে পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল ইহাতে একরূপ আখ্যায়িকার আভাসও পাওয়া যায় না। পালার প্রথমার্ধে দেখা যায়, বাজিকর-বেশে সুরল যাইয়া রাখার মনে কৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত করিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয়ার্ধেও তিনি পাটদার হইয়া রাখাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়াছেন। অতএব এই পালাতে বিশাখার পট দেখাইবার প্রসঙ্গই নাই, কিন্তু বিদগ্ধমাধব নাটকে রহিয়াছে। ৭২৪ সং পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই পদটি উক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ-মাত্র। চণ্ডীদাস যে এইরূপ আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই তাহাও পূর্বরাগের পালা হইতে বুঝিতে পারা যায়। অতএব একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, অশু কোন লোক-কর্তৃক রচিত বিদগ্ধমাধবের ভাবানুবাদের পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যে এই জাতীয় অনেক পদ রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পদ-বণিত

বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সহজে ধরা যাইতে পারে।

“ভাল হইল আরে বঁধু আসিলা সকালে” ইত্যাদি পদটি লইয়া ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, পদকল্পতরুর পূর্ববর্তী রাসমঞ্জরী গ্রন্থে ইহা অশ্লের ভণিতায় পাওয়া যায়। তথাপি একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাস-রচিত পদটি গোপালদাস নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, ইহাও বিবেচনার বিষয় বটে। পদটি খণ্ডিতা-পর্যায়ের অন্তর্গত। কোন নায়িকার সঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া তাহার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করত যদি নায়ক অপর নায়িকার নিকটে প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া শেষোক্ত নায়িকা খণ্ডিতা-দশা প্রাপ্ত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, অশ্ল নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গে থাকি চাই, এবং প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হওয়া চাই, নতুবা খণ্ডিতা হয় না, ইহাই রসশাস্ত্রের সূত্র। উদ্ধৃত পদটিতেও এই সকল অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। এখন নীলরতনবাবু-কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর পদগুলি পর্যবেক্ষণ করা যাউক। ঐ গ্রন্থে খণ্ডিতা-পর্যায়ে অনেকগুলি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। পালার আকারেই যে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা পদগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই ধারণা জন্মিয়া থাকে। সঙ্গতানুযায়ী রাখার সচিত মিলিত হইবার জন্ম কৃষ্ণ চলিয়াছেন, পথে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণকে নিজের কুঞ্জ লইয়া গেলেন। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া কৃষ্ণ আসিয়া রাখার নিকট প্রভাতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার পরে আলোচ্য পদটিতে এবং পরবর্তী ৬টি পদে চন্দ্রাবলীর, ভোগচিহ্ন উল্লেখ করিয়া রাখা কৃষ্ণের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। পালাটিতে তৎপর কৃষ্ণের উত্তর

এবং রাখিকার প্রত্যুত্তর প্রভৃতি বর্ণিত রহিয়াছে। এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে, এক কথারই পুনরুক্তি করিয়া কবি উক্ত ৭টি পদই রচনা করিয়াছিলেন কি না? পদগুলিতে প্রভাতে আসিবার কথা, এবং নায়িকার ভোগচিহ্নের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাই একমাত্র এই সকল পদের বিশেষত্ব। কবি রসশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী পদমধ্যে এই সকল বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন মাত্র। অতএব একই কবি একই ভাবের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না, কারণ ইহা কবোর প্রয়োজনাত্মিক অনাবশ্যক পুনরুক্তি মাত্র। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, “ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে” ইত্যাদি পদটি যেমন গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ “ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাকু” ইত্যাদি পদটি নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় (৯০৯ সং পদ দ্রষ্টব্য), “হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস” ইত্যাদি পদটির অনুরূপ পদও নরোত্তম ও গোবিন্দদাসের ভণিতায় মিলিতেছে (৯১০ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এবং “বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি” ইত্যাদি পদের স্থায় আর একটি পদ নরহরির ভণিতায় পাওয়া যায় (৯১১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অবশিষ্ট তিনটি (৯১২-৯১৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) অশ্লের ভণিতায় পাওয়া যায় নাই। ইহাদের একটি চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করিলেও আখ্যায়িকার ক্রমভঙ্গ হয় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গোপালদাস-রচিত পদই চণ্ডীদাসের নামে চলিতেছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। পদটিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলে ইহার প্রকৃত স্বরূপ ধরা কষ্টকর হয় বটে, কিন্তু পালার মধ্যে স্থাপন করিয়া অশ্ল পদের সহিত তুলনা করিলেই ইহার সঙ্গন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে।

এইভাবে পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভুলনামূলক আলোচনা-দ্বারা চণ্ডীদাস-সম্বন্ধীয় অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বস্তুতঃ বিষয়-বস্তু লইয়া আলোচনা করিলেই অতি সহজে সত্য-নির্ধারণের সুযোগ পাওয়া যায়। এই জন্য পদ-বিচারে সর্বত্রই ইহাকে প্রধান সূত্ররূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত কবিত্বের মাপকাঠিতে কবি বাছাই করিবার একটা ধারণাও অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“মণীন্দ্রবাবু * * * দীন চণ্ডীদাস শীর্ষক তিনটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রণেতা বড় চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বহস্ততা উদ্ভবক্রমে প্রমাণিত করায়, দীন চণ্ডীদাস, বিহু চণ্ডীদাস ও শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায়ুক্ত বহুসংখ্যক এক শ্রেণীর পদের কৃতিত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ঘটয়া থাকিলেও পদামৃতসমুদ্র, পদ-কল্পতরু, কীর্তনানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ উক্ত চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট এবং সাধারণ সমাদৃত পদের কৃতিত্ব-নির্ণয়ের সমস্তা যে জটিল, সে জটিলই রহিয়া গিয়াছে” (ঐ, ১৯ পৃঃ) ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মহাশয় চণ্ডীদাস-ভণিতার কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের কথাই বলিতেছেন, এবং ঐ সকল পদ-সম্বন্ধে ধারণা তাঁহার পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই জন্মিয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মনামা প্রভৃতি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদ-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সতীশবাবু যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, সেগুলি সবই সংগ্রহ-গ্রন্থ, এবং এই জাতীয় গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত গ্রন্থমাত্র। সংগ্রহকারণগণ উৎকৃষ্ট পদগুলি

নির্বাচিত করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে বিষয়বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। এই রীতি প্রাচীন যুগে অনুসৃত হইয়াছিল, বর্তমান যুগেও হইয়া থাকে। অতএব এইভাবে সংগৃহীত পদ-সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে তাহাদের মূলের অনুসন্ধান করাই যুক্তিসঙ্গত। “প্রথম প্রহর নিশি” ইত্যাদি পদটি নী-তে সম্ভোগ-স্মৃতি-পর্যায়ের সঙ্কলিত রহিয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইবার পরে বুঝিতে পারা গেল, ইহা বাধা-বিবাহের পদ। “কে না বাঁশী নাএ বড়াই কালিনী নই কুলে” ইত্যাদি পদটিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিলে পূর্ববরাগের পর্যায়ের স্থাপন করা যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পাঠে জানা যায় যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে বংশীখণ্ডের পদ, অতএব ইহাকে পূর্ববরাগের পর্যায়ের স্থাপন করা উচিত নহে, কারণ গ্রন্থমধ্যে ইহার পূর্বের বহুবার বাধাক্ষেত্রের মিলন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। অতএব মূলের অনুসন্ধান না করিয়া কেবল ভাবের দিকে চাহিয়া পদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে যে নানা প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তারপর পদকল্পতরুতে রাসের প্রারম্ভ-মূচক দুইটি মাত্র কাবছময় পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে বলিয়া আখ্যায়িকামূলক, অতএব কবিত্বসম্পদে অপেক্ষাকৃত হীনস্তরের রাসের অন্যান্য পদের জন্য দ্বিতীয় এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত কি? এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে (ঐ, ১৬৯-১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সতীশবাবু আরও লিখিয়াছেন—“চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি’ মধ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদ বড় জোর ৪০-৫০টির অধিক হইবে না। বাকী মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক পদই যে মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দীন চণ্ডীদাসের, ইহা বেশ বুঝা গিয়াছে” (তরুর ভূমিকা,

১০২ পৃঃ)। যদি তাহাই ৩য়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ পদই যদি দীন চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যগত ১০৫০টি পদের জগৎ আর একজন চণ্ডীদাসের কল্পনাও করা যাইতে পারে না। কারণ দীন চণ্ডীদাসের যাবতীয় রচনাই আখ্যায়িকামূলক, ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কবিদ্বয় উৎকৃষ্ট পদগুলি সুসমাপ্ত কুসুমবৎ প্রস্তুতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আশ্রয়বিক্ষেপে অস্তিত্ব গম্বীকার করা যায় না। যে কবি দুই সহস্রাধিক পদ রচনা করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে তন্মধ্যে ১০৫০টাও উৎকৃষ্ট পদ-রচনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, হই কি বিশ্বাসযোগ্য? এই সকল উৎকৃষ্ট পদ-সম্বন্ধে সতীশবাবুর ধারণা কি তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তরুর ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—“চণ্ডীদাসের ‘দীন কিশোরী মেঘের বিজুরী’ ইত্যাদি ও ‘খীর বিজুরী বরণ গোরী’ ইত্যাদি ত্রীকৃষ্ণের পূর্ববরণ-বিষয়ক পদ দুটি প্রসিদ্ধ প্রথম পদটিকে আমরা চণ্ডীদাসের চলন-সই মধ্যম শ্রেণীর পদ, আর ‘খীর বিজুরী’ ইত্যাদি পদটাকে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট প্রথমশ্রেণীর পদ বলিয়া বিবেচনা করি।” (ঐ, ৯২ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ববরণের পালা রচনা করিয়াছেন দীন চণ্ডীদাস, আর ঐ পালার অন্তর্গত ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে পদ রচিত হইয়াছে, তৎস্বয়ং অথ এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা হইয়াছে। কবিই কি আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যাইতে পারে? পদ-বর্ণিত ঘটনাই তাহার ভিত্তি, তাহাই অবলম্বন করিয়া কবিই কবিতা উঠে, অতএব কবিত্বের বিচারে মূল আখ্যায়িকা নিস্কল হওয়া যায় না। বিশেষতঃ উক্ত দুইটি পদই যে সন্দেহজনক, তাহা নানাভাবে বিচার করিয়া পদগুলির পাদটীকায়

প্রদর্শিত হইয়াছে। “খীর বিজুরী” ইত্যাদি পদটি গোপালদাসের ভণিতাতেও পাওয়া যাইতেছে। অতএব নিছক কবিত্বের মাপকাঠি বিচার করিয়া এই জাতীয় পদ লইয়া অথ এক চণ্ডীদাসের কল্পনা করিতে পারা যায় না।

প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পূর্ববরণের রূপ-বর্ণনায়, ভাবসম্মিলনে, এবং আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ের প্রধানতঃ কবিদ্বয় পদগুলি সান্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্ববরণের রূপ-বর্ণনার পদগুলি ঐ আখ্যায়িকার ভিত্তির উপরেই রচিত হইয়াছে, অতএব ঐ সকল পদ যদি কোন চণ্ডীদাস রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূল আখ্যায়িকার রচয়িতা চণ্ডীদাসই করিয়াছেন, অথবা পরবর্তী কোন কবি বা কোন চণ্ডীদাস করিয়া থাকিবেন, এজন্য পূর্ববর্তী এক চণ্ডীদাসের পারিকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রকৃতপক্ষে ঐ পদগুলি যে অষ্টম সন্দেহজনক, তাহা পদগুলির পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এই ভূমিকার পরবর্তী অংশেও ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। ভাবসম্মিলনের পদ-সম্বন্ধীয় প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই যে চণ্ডীদাস পালার আকারে পদ রচনা করিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়াছেন, এবং পরে বৃন্দাবনে আনিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনও সংঘটন করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি রাধার আত্মনিবেদন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক-সূচক পদ রচনা করেন নাই কি? তাহা না করিলে যে ঐ পালাটি অসম্পূর্ণ হই থাকিয়া যায়! তথাপি ইহাও বিশ্বাস করা যায় না যে, একই কবি ঐকই ধরণের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন, কারণ ইহা কাব্যের প্রয়োজনাত্মিক অনাবশ্যক পুনরুক্তি মাত্র। চণ্ডীদাসের রচনা পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি প্রায় সর্বত্রই আখ্যায়িকাকে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছেন, যেখানে

ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেখানেই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। পূর্ববরাগের পালা-সম্বন্ধীয় যে আলোচনা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই ইহার স্পষ্ট নিদর্শন মিলিতে পারে।

দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকামূলক পদগুলির প্রত্যেক লক্ষ্য করিয়া সতীশবাবু তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কবির পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন যে,—“একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থ-মধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে সেগুলি পারশিষ্টে স্থান দেওয়া কর্তব্য” (শ্রীকবী ভূমিকা, ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আর তাঁহার এই নির্দেশ অবলম্বন করিয়া কোন কোন গ্রন্থে চণ্ডীদাসের একটি পালা পারশিষ্টেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই কবিই যে আক্ষেপানুরাগের নিশানা দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই ভূমিকার পরবর্তী অংশে পদর্শিত হইবে। পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের যতগুলি পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাধিক পদই এই আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ভুক্ত। অতএব চণ্ডীদাসের সরল তরল প্রাঞ্জল রচনার যে ধারণা সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার উৎপত্তিতে আক্ষেপানুরাগের পদগুলি, কবির অগাণ্ড বাবতীয় রচনা অপেক্ষা কম সাহায্য করে নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কুল যেমন গাছের সবত্রট প্রস্ফুটিত হয় না, সেইরূপ গ্রন্থমধ্যে কবিত্ব-বিকাশেরও স্থানাস্থান রহিয়াছে। বিশালস্তুর আক্ষেপ ইহার ক্ষুরণের অগুণ্ডম উপযুক্ত স্থল : বিশ্বাবিভালয়ের ২৩৮৯ সং পৃথি হইতে একটি পদের কয়দশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার নমুনা প্রদর্শিত হইল :—

কি কাজ করিণু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে ।
এ ঘরে বসিত নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে ॥

যেমন বাউল হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ ।
তেমত করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন ॥
পরের পরাণ হরিতে নাগর
পাতয়ে কতক ফান্দ ।
কোন কুলবতী পীষিতি করিয়া
এ চিত্তে ধৈরজ বান্দ ॥
(৭৫৭ সং পদ)

পাঠকগণ ইহাতে সরল তরল প্রাঞ্জল রচনার আশ্রয় পাইবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। আক্ষেপানুরাগে, মাগুবে, এবং রাসের অন্তর্গত মান-বিপ্রাণ্ড সন্নিবিষ্ট অগাণ্ড পদের ভাবসাদৃশ্যও ইহাতে দৃষ্ট হইবে। যে কবির আখ্যায়িকামূলক পদগুলি পারশিষ্টে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই কবিই যে এই সকল ভাবমগ্ন পদ রচনা করিতে পারেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। অতএব নিচক কবিত্বের হিসাবে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। পদ-বিচারে অগুণ্ডরচনা-নিরপেক্ষ কবিত্বের সূত্র অবলম্বন করা বিড়ম্বনা-মাত্র। এইজন্য প্রধানতঃ বিষয়-বস্তুর উপরেই গুরুত্ব অর্পণ করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

চণ্ডীদাসের কাব্য-বিশ্লেষণ

এমন সময় ছিল, যখন এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, চণ্ডীদাস কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, কোন কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন নাই। বর্তমান কালেও অনেকে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া চণ্ডীদাসের পদ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিবিধ কোষ-গ্রন্থের সাহায্যে চণ্ডীদাসের পদগুলি প্রথমতঃ আমাদের

নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিল বলিয়া যে এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা উপরে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু নীলরতনবাবু অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়া অনেকগুলি পালাগানের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল পুথি অবলম্বন করিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। পুথিগুলির বিবরণ তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (ঐ, ২-৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে দেখা যায় যে, তিনি তিনখানি পুথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইখানিতে রাসলীলার পালা, আর একখানিতে রাসলীলা ব্যতীত অষ্টাশ্রয় পালাও ছিল। ইহা ব্যতীত চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আব্দুল করিম রাধার কলঙ্কভঞ্জন পালার সন্ধান দিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯ম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রাচীন পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯৪৯ সংখ্যক পুথি হইতে বোম্বাই মুস্তফী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা নামক পালার বিবরণ প্রকাশিত করেন (১৩২১ সালের সা-প-প দ্রষ্টব্য)। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৩৪ সালের ভারতবর্ষে “দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাগুর পদাবলী” শীর্ষক প্রবন্ধেও একটি পালার অংশবিশেষের পরিচয় প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিশালাতেও আমরা পালাগানের কয়েকখানি পুথির সন্ধান প্রাপ্ত হই। তন্মধ্যে ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতেই যে দুইখানি পুথির পত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা ৩৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল (ঐ, ২১৪-২১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ সং পুথিতেও একটি পালার পদ সংগৃহীত রহিয়াছে (১৩৩৪ সালের সা-প-প, ৫-৯৭ পৃঃ

দ্রষ্টব্য), এবং ২৫৬৬ সং পুথিতে রাসলীলার পালাটিও পাওয়া যাইতেছে (এই গ্রন্থের ৪১২-৪১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অবশেষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়েব নিকট হইতে সংগৃহীত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পুথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার পবেও অনেকগুলি পালার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ৩/ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমরা দেখিতে পাঠতেছি যে, চণ্ডীদাস-রচিত পালার পদের ১১ খানি পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সকল পুথিতে কি কি পালা পাওয়া যাইতেছে, এখন তাহাই দেখা যাউক। নীলরতনবাবু রাসলীলার তিনখানি পুথি পাইয়াছিলেন। আবার এই পালারই অধিকাংশ পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং ২৩৮৯ সং পুথিতেও ইহার সন্ধান মিলিতেছে। অতএব এক রাসলীলার পদ-সম্বন্ধিত পাঁচখানি পুথি পাওয়া গেল। সাহিত্য-পরিষদের ১৯৪৯ সং পুথিতে জন্মলীলার ৩৩টি পদ পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পুথিতে ঐ পদগুলির অতিরিক্ত ১০২ সং পদ পর্য্যন্ত (প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত আরও অনেকগুলি পালা পাওয়া যাইতেছে। নীলরতনবাবু-কর্তৃক সংগৃহীত একখানি পুথিতে পূর্বরাগের পালার প্রথমংশ পাওয়া গিয়াছে, আর ঐ পালারই শেষের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯৯ সং পুথিতে পাওয়া যায়। অতএব পূর্বরাগের পালারই দুইখানি পুথি পাওয়া যাইতেছে। তারপর নীলরতনবাবুর পুথিতে গোষ্ঠলীলার যে পালা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ হইতে জানা যায়, ইহাতে দানলীলা, নৌকা-লীলা, বনভোজন, যশোদার বাৎসল্য, রাস, কৃষ্ণের মথুরায় গমন এবং ব্রজে পুনরাগমন প্রভৃতি পালা-গুলি ছিল (তাহার গ্রন্থের ভূমিকা, ৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৮৯ সং পুথিতেও পূর্বরাগ, গৌণ-রাস, মহারাস, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি পালার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত পদাবলীতে সঙ্কলিত ষাটতীয় পালাই বিভিন্ন পুথিতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, অথবা এই সকল পুথিতে যে সকল পালা পাওয়া যায় নাই, তদতিরিক্ত কোন পালা প্রচলিত পদাবলীতে পাওয়া যায় না। পালাগুলি বিভিন্ন পুথিতে পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৮৯ সং পুথি দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার এক বহুৎ কাব্যগ্রন্থের অঙ্গীভূত ছিল। এই বিষয়ের আলোচনা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, (ঐ, ২১/-৩/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তথাপি পাঠকগণের বুদ্ধিবীর সুবিধার জন্য এই গ্রন্থের দুইখণ্ডে সঙ্কলিত পদগুলি লইয়াই এখানে পুনরালোচনা করা হইতেছে।

চণ্ডীদাসের দুই সহস্রাধিক পদসম্বন্ধিত যে বিরাট কাব্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহা কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন ঐ গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে কি না, ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অনেকগুলি পালার সমবায়ে এই কাব্য রচিত হইয়াছে, এবং পদগুলি ১ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। ইহাতে গ্রন্থ এবং কবির একত্ব প্রমাণিত হয়। তারপর প্রথম খণ্ডের ৫০ সংখ্যক পদে আছে—

বৃন্দাবন-রস- রস আশ্বাদিতে

কাম্বল গোলক-হরি।

একথা অনেক কহিব নিস্তারে

জে লীলা জখন করি ॥

এবে কহি শুন বালালীলা-রস

পাছেতে মধুর রস। ইত্যাদি

(প্রথমখণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কবি সমগ্র কুম্বলীলা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন, প্রথম ভাগে বালালীলা, এবং দ্বিতীয় ভাগে মধুররসাত্মক লীলা। তন্মধ্যে প্রথমে বালালীলা বর্ণনা করিয়া তিনি পরে মধুর রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহাই কবির উক্তি। উদ্ধৃত পদাংশে কুম্বলীলার পালার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কংসবধের জন্ম ক্রীকেশ্বর জন্ম বর্ণনা করিয়া কবি এই সূত্র-বিচ্ছাস করিয়াছেন, এবং পরবর্তী পদগুলিতেও পুতনাবধাদি-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাগবতাদি পুরাণে কেশ্বর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধ পর্য্যন্ত ঘটনামূলক বালালীলার অন্তর্গত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরাণ-বর্ণিত ঐ সকল ঘটনা অবলম্বনে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কবি বালালীলার মধ্যে পরিয়া লইয়াছেন কাব্যের মধ্যে এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রন্থে এই পালার কিয়দংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, মধুর রস-সম্বন্ধে কবির ধারণা কি তাহাও তিনি উদ্ধৃত পদাংশে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা বৃন্দাবন-রস আশ্বাদন করিবার জন্য কেশ্বর জন্ম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানি যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রচিত হইয়াছিল তাহা কবির উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়। পালাবন্ধ যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেও এই দুই পালার অন্তর্ভুক্ত পদ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০৮৯ সংখ্যক পুথির ৪৮০ সং পদ হইতে বৃন্দাবন-রস আশ্বাদন করিবার জন্য কুম্ব-জন্মের পালাটি আরম্ভ হইয়াছে। অতএব বালালীলা-বর্ণনায় গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে ৪ টি পদ রচিত হইয়াছিল, পরবর্তী পদগুলি দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তর্গত। এই সূত্র অবলম্বন

করিয়াই চণ্ডীদাসের পদাবলী দুইখণ্ডে প্রকাশিত যখন দূতেরা আসিয়া বলিল—
হইল।

এখন প্রথমখণ্ডে সন্নিকর্ষিত পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহাদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—১ হইতে ১০ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, ১০৩ হইতে ১৯২ সং পদ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং ১৯৩ সং পদ হইতে তৃতীয় ভাগের আরম্ভ। প্রথম ভাগের ১০২টি পদে কতকগুলি ধারাবাহিক পালা পাওয়া যায়, যথা—
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পূতনা, শকট ও তৃণাবর্জবধ, নামকরণ, মৃত্তিকাতক্ষণ, ইন্দ্রপূজা। পদগুলি ঘটনাপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত, এবং পালাগুলির মধ্যেও সংযোজক সূত্র বর্তমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে তাঁহাকে নন্দের ভবনে রাখিয়া নন্দের কন্যা আনয়ন করিবার পরে যখন কংসের আদেশে ঐ শিশু শিলার উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সে আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়া গেল—

তোমারে বধিবে সেই সে পুরুষ
গোকুলে জন্মিল সে।
(২৮ সং পদ)

তখন কংস—

ধরিল ধরণী এই বাক্য শুনি
তেজিল আহার পানি।
আনি দূতগণে সভারে চাপিল
চণ্ডীদাসে কহ' পুণি।
(ঐ)

সে দূতগণকে আদেশ করিল—

কালি জে জন্মিল গোকুল-নগরে
তাহারে আনিবে হেৰ্ণা।
(২৯ সং পদ)

কালি নিশাকালে একটা ছাআল
জসদা প্রসবে সুখে। (ঐ)

তখন—

শুনি কংস তবে চর আদেশিল
গোপনে জাইবে ত্বরা।
আনিবে ছাআলে নিবিড়ে কাড়িয়া
নাহিক জানএ কারা ॥ (ঐ)

কিন্তু চরেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া তাহারা আর তাঁহাকে অপহরণ করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে নন্দ পুত্রের জন্মোৎসব সম্পন্ন করিলেন। একদিন মহাদেব আসিয়া বলিয়া গেলেন, স্বয়ং ভগবান্ শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু কংসের ভয় দূর হইতেছে না—

মধুপুরে কংস সজা করি বৈসে
ডাকিএ বান্ধবগণে।

(৫৫ সং পদ)

তাহারা পূতনাকে পাঠাইবার পরামর্শ দিল। প্রথমে পূতনা এবং পরে শকটাসুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। তখন—

পূতনা মরিল স্ত্রনি কংসাসুর
চিন্তিত হইয়া আছে।
তারপরে স্ত্রনে সকট-ভঞ্জন
আসি দূত কহে কাছে ॥

(৭০ সং পদ)

আবার পাত্রমিত্রগণের সজা বসিল। তাহার পরামর্শ দিল—

তূর্ণাবর্জ বিরে আন ডাক দিয়া
সুন রাজা নৃপমুনি।

(৭৪ সং পদ)

শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্জকেও বধ করিলেন। ইহার পরে নামকরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। কবি বালালীলা আগে বর্ণনা করিবেন বলিয়াছিলেন, এখানেও পুরাণ অনুসরণ করিয়া ইন্দুপূজার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বালালীলা বর্ণিত রহিয়াছে। কি কি পুরাণ অবলম্বন করিয়া কবি এই সকল আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখও ১০, ১১ এবং ৪৬ সং পদে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাগের ১০৩ হইতে ১৯২ সং পর্য্যন্ত ৯০টি পদে দানলীলা, নৌকালীলা, ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নগ্রহণ, ধেনুবৎসশিশুহরণ, যশোদার বাৎসলা, এবং রাই-রাখাল, এই ৬টি পালা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পালার মধ্যে সংযোজক সূত্রও বর্তমান রহিয়াছে। দানলীলার শেষ পদে যমুনার তীরে আসিয়া গোপীগণ বলিতেছেন—

যেমন সকলে পার হৈয়া যাব
ইহার উপায় বল।

এবং—

এ বোল বলিতে কাফ আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায়।
(১৫৯ ক সং পদ)

তখন বড়াই বলিল—

কানুর চরণে দিনতি করহ
পার করে গুণমাণ।
(নৌকালীলার প্রথম, অর্থাৎ ১৫০ সং পদ)।

তৎপর ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট অন্নগ্রহণ পালার প্রথম পদেই আছে—

হেথা কানু যত পাব করি গোপী
গোষ্ঠেতে পড়িল মন।
(১১৭ সং পদ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নৌকালীলার পবেই এই পালা কবি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্তী পালা “ধেনুবৎসশিশুহরণ”। ইহার প্রথম পদেও রহিয়াছে—

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বেলা।
(১২৩ সং পদ)

অতএব এই পালাটিও বনভোজনের পালার পরেই রচিত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে। ইহার পরে যশোদার বাৎসলা নামক পালা। তাহার প্রথম পদেই আছে—

আজুকার গোষ্ঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল।
(১৮১ সং পদ)

এখানেও দেখা যাইতেছে যে, শিশুহরণের ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এই পালাটির আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে “রাই-রাখাল” নামক পালা। ইহারও প্রথম পদে আছে—

এইমত নিতি বনে বিহরয়
অপার বাহার লীলা।
(১৮৭ সং পদ)

কিন্তু এই পালার শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই (১৯২ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার শেষাংশ পরিশিষ্ট (৪) রূপে মুদ্রিত হইল। অতএব দানলীলা হইতে আবিস্কৃত করিয়া “রাই-রাখাল” পর্য্যন্ত ৬টি পালাই এইভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিধায় যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তৃতীয় ভাগে অক্রুরাগমনের পালা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে আছে অক্রুরের গোকুল-যাত্রা (১৮৩ পৃঃ), শ্রীরাধিকার স্বপ্ন (১৮৯ পৃঃ), যশোদার বিলাপ

(২০ পৃঃ), গোপী-বিলাপ (২০৫ পৃঃ) এবং তদন্তর্গত ছত্রিশ অক্ষরের করুণা (২১২ পৃঃ), রাখাল-বিলাপ (২৩৫ পৃঃ), কৃষ্ণের মথুরায় যাওয়ার সময়ে গোপীগণের বিলাপ (২৪৪ পৃঃ), কৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় গমন (২৫৬ পৃঃ), রজকের বস্ত্রহরণ এবং কংসবধ (২৬৪-২৬৮ পৃঃ), দৈবকী-বসুদেবের করুণা, নন্দবিদায় (২৭৭ পৃঃ), নন্দ ঘোষের গোকুল-গমন ও যশোদার খেদ (২৭২ পৃঃ), শ্রীরাধিকার শোক (২৮১ পৃঃ), দ্বিতীয় মথুরায় গমন এবং কৃষ্ণের প্রতি উক্তি (২৮১ পৃঃ), কৃষ্ণের বৃন্দাবনে আগমন এবং মিলন (২৯৭ পৃঃ), অবশেষে রাধার আত্ম-নিবেদন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর। এই সকল পালা ঘটনাপরম্পরায় যেভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি মূলতঃ পুরাণ অনুসরণ করিয়া আখ্যায়িকাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কবি নিজেও ইহার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন -

আর যত লীলা বিস্তার আছে

ভাগবত-সুখকলী।

সংক্ষেপ রচনা কিছু কিছু আছে

কেবল ফুটক বলি ॥

(১৯৯ সং পদ)

অর্থাৎ ভাগবত-বর্ণিত লীলাই তিনি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন। উক্ত পদটিতেই আছে -

আর পরমাদ পড়িল সংশয়

গোকুলে নন্দের ঘরে।

এ কথা না জানে কৃষ্ণ বলরাম

গোষ্ঠের লীলাতে ভোলে ॥

অর্থাৎ তাঁহারা গোষ্ঠে গিয়াছেন, এই সময়ে অক্রুর নন্দগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরবর্তী পালাগুলি এই একটিমাত্র ঘটনার ক্রমিক পরিণতিতে

উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এই সকল পালা যে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই স্থানে আমরা কবির সম্বন্ধে কোনই আলোচনা করিতেছি না (ইহা পরে দ্রষ্টব্য), কিন্তু কবির কথা বাদ দিয়া কেবল তাঁহার রচনা লইয়া বিচার করিলেও যে এই সকল পালাসম্বন্ধিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু উক্ত তিন ভাগ পালার মধ্যে দুইটি সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়া গিয়াছে। প্রথম ভাগের ১০২টি পদের মধ্যে কোথাও রাধার নাম নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পদটিতেই দেখা যায় যে, ইহার পূর্বেই রাধাকৃষ্ণ পরম্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। এই পরিচয় কি ভাবে হইয়াছিল, পদাবলী হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (ঐ, ২১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই সকল পদ ইহার পূর্বে ছিল বলিয়া ধারণা করা যায়।

অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পদাবলীর মধ্যস্থিত সংযোজক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে ১৯৩ সং পদের পূর্বে। ইহার পূর্ববর্তী 'রাই-রাখাল' নামক পালাটি যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে তাহা ১৯২ সং পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। তারপর ১৯ সং পদের প্রথমই আছে -

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল

উঠিল শ্যামকন্দ।

এখানে যে কোন বিশেষ রাত্রির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। নীলরতনবাবু এই পালাটি রাস-লীলার পরে স্থাপন করিয়াছেন। রাসের কিছু পরেই কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন, অতএব ইহার

পূর্বেই রাসের পালাটি ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। কবি যে রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মহারাসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৪১২-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে বাছিয়া ভাগবতের অনুকরণে রচিত পালার পদগুলি পৃথক্ পালারূপে এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে (১৭৫-৫০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পালাটিই অক্রুরাগমনের পূর্বে স্থাপিত ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বস্ত্রহরণ, অঘাসুরাদির নিধন, বিষপানগ্ৰেতু রাখালগণের মুচু ও পুনর্জীবন-লাভ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখও অনেক পদে পাওয়া যায় (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ২১১/০-২১৬/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভাগবত-বর্ণিত বালালীলার প্রায় যাবতীয় ঘটনার উল্লেখই এই গ্রন্থে রহিয়াছে। আগে বাল্য-লীলা বর্ণনা করিবেন বলিয়া কবি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের আলোচনা দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং এই সকল পালা যে একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত, এবং পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ আছে বলিয়া একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাহা স্পষ্টই ধারণা করা যাইতে পারে।

এখন দ্বিতীয় খণ্ডের পদগুলি লইয়া বিচার করা যাউক। প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যেভাবে বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাব-সম্মিলনে আসিয়া তাহার পূর্ণ পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে, অতএব নূতন কিছু অবতারণা না করিয়া আর ঐ আখ্যায়িকা লইয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কবির কাব্যের নিদর্শন অনুযায়ী ৪৭৯ সং পদের মধ্যেই গ্রন্থ এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে দুই সহস্রাধিক পদ ছিল, অতএব কাব্যের ঃ অংশের অধিক পদ এখনও অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ইহা কি ভাবে রচিত হইয়াছিল তাহা

প্রধান বিবেচ্য বিষয়। গ্রন্থের ৫০ সংখ্যক পদে কবি বলিয়াছেন—

বৃন্দাবন-রস— রস আশ্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।
একথা অনেক কহিব বিস্তারে
জে লীলা জখন করি ॥

অতএব গ্রন্থের প্রথম ভাগেই তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের সূত্র বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃন্দাবন-রস আশ্বাদন করিবার জন্ম কৃষ্ণজন্মের আখ্যায়িকা লইয়া গ্রন্থের এই অংশের বর্ণনা আরম্ভ হইবে, এবং ইহাতে নানাভাবে মধুর রসও বর্ণিত হইবে। বস্তুতঃ ৪৮০ সং পদ হইতেই মধুর রস আশ্বাদন করিবার জন্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃন্দাবন লইয়া দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যেও সংযোজক সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। ইহা দ্বারা গ্রন্থের একই এবং কবির অভিন্নতাটাই প্রমাণিত হইতেছে।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যায়িকা-বিন্যাস-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ২৮০/০-৩/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কবি প্রথমেই পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন (৪২২-২৩ সং পদ)। গোলকের কৃষ্ণকল্পবৃক্ষে এক অমৃত-ফল উৎপন্ন হইয়াছিল (১২৪ সং পদ)। দেবতাগণ সেই ফল আশ্বাদন করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া (৪২৫ সং পদ) এক শুক পাখিকে গোলকে পাঠাইয়া দিলেন। শুক ফল লইয়া উড়িল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষুর চাপে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া গেল (৪২৬ সং পদ)। ইহা শুনিয়া দেবতাগণ বড়ই বিবাদিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে নারদ আসিয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্র মন্ডন

করিবার উপদেশ দিলেন (৪২৭-৪২৯ সং পদ) । তখন সকলে মিলিয়া সুখের সাগর মন্ডন করিয়া 'পী', রসের সাগর হইতে 'রি,' এবং প্রেমের সাগর হইতে 'তি'র উদ্ধার-সাধন করিলেন (৪৩০-৪৩২ সং পদ) । তৎপর সকলে গোলোকে যাইয়া ফলটি কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলিলেন (৪৩৮ সং পদ) । দেবতারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ বলিলেন যে, এই ফল রাধার সম্পত্তি, রাধাই এই পীরিত্তির মর্শ্ব অবগত আছেন । দ্বাপরে তিনি নন্দগৃহে এবং রাধা বৃষভানুর চিত্তাক্রমে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন ব্রজলীলায় এই রসের আন্বাদন জগতে প্রচারিত হইবে । দেবতারা মর্ন্তে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন (৪৩৯-৪৪১ সং পদ) । এই আখ্যায়িকা মাথুরের ভূমিকারূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন । কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিরহে রাধা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন এক সখী পীরিত্তির উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া রাধাকে সান্ত্বনা দিতেছেন (৪৪৫ সং পদ) । তারপর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে পুনরায় আসিবেন কিনা, ইহা জানিবার জন্য এক দেয়াসিনীর নিকট এক সখীকে প্রেরণ করা হইল । তিনি বলিলেন— “শুভ লক্ষণই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ শীঘ্রই মথুরায় আগমন করিবেন (৪৪৬-৪৪৯ সং পদ) । তৎপর এক গণক-দ্বারা গণনা করান হইল, তিনিও শুভ ফলেরই ইঙ্গিত করিলেন (৪৫০ সং পদ) । ইহার পরে রাধার বিরহদশা বর্ণিত হইয়াছে (৪৫২-৪৫৪ সং পদ) । এই সময়ে রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া কৃষ্ণেরও পুনঃস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে (৪৫৫-৪৫৮ সং পদ) । তখন তিনি উদ্ধবকে দূতরূপে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন । পরবর্তী পদগুলিতে উদ্ধবের দৌত্য বর্ণিত হইয়াছে

(৪৫৯-৪৮৭ সং পদ) । ইহার পরে ৮১টি পদ পাওয়া যায় নাই । পরবর্তী পদগুলিতে দেখা যায়, কৃষ্ণ রাধার নিকটে এক হংসকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন (৪৮৮-৪৯৫ সং পদ) । ইহার পরে ২৭টি পদ পাওয়া যায় নাই । তৎপর রাধা কৃষ্ণের নিকটে এক কোকিলকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন (৪৯৬-৫০৭ সং পদ) । মধ্যবর্তী অপ্রাপ্ত ৫০টি পদের পরে দেখা যায় সুবল মথুরাতে গিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন (৫০৮-৫১১ সং পদ) । তৎপর ৩১৯টি পদ পাওয়া যায় নাই । ইহারই মধ্যে মাথুরের পালা শেষ হইয়া গিয়াছে । এই পদগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ৪৮০ হইতে ৭২৬ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে । অতএব মাথুর পর্য্যায়ের কবি (৭২৬ - ৪৭৯ =) ২৪৭টির অধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন, কারণ পরবর্তী যে ৩১৯টি পদ পাওয়া যাইতেছে না, তাহাদের মধ্যেও মাথুরের পদ ছিল বলিয়া ধারণা করা যায়, যেহেতু ৭২৬ সং পদেও (এই গ্রন্থের ৫১১ সং পদ দ্রষ্টব্য) এই পালাটি শেষ হয় নাই ।

তৎপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ১০৪৫ হইতে ১০৭৯ সংখ্যক ৩৩টি গোণ-রাসের পদের সন্ধান পাওয়া যায় । ১০৮০ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন—

“গোণরাস কহিল এবে কহি মহারাস” ইত্যাদি (৪ : ৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) । অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার পূর্ববর্তী পদগুলি কবি গোণরাসের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন । পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, এই সকল পদে প্রথমতঃ সঙ্কেত, পরে মিলন বর্ণিত হইয়াছিল । এইভাবে নানা প্রকার চন্দ্রবেশে কখনও রাধার ঘরে, কখনও শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে, কখনও দিবাভাগে, কখনও রাত্রিতে রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন । তরু এবং নী-তে স্বয়ং-দৌত্য-

পর্যায়ে চণ্ডীদাসের যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা গৌণরাসের পদ। এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে গৌণরাসের প্রবেশিকায় আলোচিত হইয়াছে (৩৮১-৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ২৩৮৯ সং পুথিতে প্রাপ্ত ১০টি পদের মধ্যে ১০৪৫-১০৫১ সংখ্যক ৭টি পদ গৌণরাসের পালার প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইল (৫১২-৫১৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর ২৭টি পদ পাওয়া যায় নাই। এই অপ্রাপ্ত অংশে তরু এবং নী হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৭টি পদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। তথাপি ৮টি পদের অভাব রহিয়া গিয়াছে। ইহার পরে গৌণরাসের সমাপ্তিসূচক ৩টি পদ ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির পদবিলাস অনুযায়ী স্থাপিত হইয়াছে (৫৩৬-৪৩৮ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গৌণরাসের পালার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি-সূচক পদগুলি ২৩৮৯ সং পুথিতেই পাওয়া যাইতেছে, কেবল মধ্যবর্তী কয়েকটি পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে কবি মহারাসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নী-তে মুদ্রিত রাসলীলার পালাতে যে দুইটি পালার পদ একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা মহারাসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৪১২-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ঐ দুইটি পালা পৃথক করিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। তন্মধ্যে ভাগবত অনুসরণ করিয়া যে পালা রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রথম খণ্ডে অকুরাগমনের পূর্বে স্থাপিত হইবে (৪৭৫-৫০৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পালাটি পূর্ববর্তী কবি-গণকে অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহাই দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত (৭১৮-৪৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে মহারাসের পালায় ১০৮৪ সং পদ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই পদগুলি রাসের প্রারম্ভসূচক পদ মাত্র। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে,

এবং ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নীল-রতনবাবু-কঙ্ক প্রকাশিত রাসলীলার পালাতে, ও নী-তে ইহার পরেও রাসের অনেকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল আদর্শ হইতে সংগ্রহ করিয়া পরবর্তী পদগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। পদগুলি ঘটনাপরম্পরায় পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহা বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না যে, ইহার একই পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব সমগ্র পালাটি যে একই কবি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল পদের ভণিতায় যাহা কিছু গরমিল রহিয়াছে তাহা এই গ্রন্থের ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহার পরে পূর্ববাগের পালায় চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের ১৮৬১ সং পদ পাওয়া যায়। নী-তে পূর্ববাগের যে পালা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, কারণ ইহার ৪৩ সং পদে কবি নিজেই বলিয়াছেন—

সূর্য্যপূজা ছলে

আনি মিলাইব

তবে সে পরশ হব।

ললিতা বিশাখা

সব সখা সঙ্গে

আনিয়া মিলায়া দিব ॥

(এই গ্রন্থের ৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)

অতএব এই পালার প্রথমাংশ মাত্র নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ১৮৬১ হইতে ১৯০৬ সংখ্যক পদে এই পালারই শেষের অংশ পাওয়া যাইতেছে (এই গ্রন্থে ৭৩৭-৭৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এই পদগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, ইহার পালায় প্রথমাংশের ন্যায় কৃষ্ণ-সুবল-বচিৎ আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং সুবলের চক্রান্তে রাধা সখীগণের সঙ্গে আসিয়া পূজার ছলে কৃষ্ণের সহিত মিলিত

হইয়াছেন। অতএব পালার প্রথমাংশে কবি রাধা-
কৃষ্ণের মিলনের যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, এখানে
তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মিলনের পরে
কৃষ্ণ নিজের স্তবলকে বলিতেছেন—“তোমা হইতে
মিলি রাধা অনেক যতনে” (৭৪৪ সং পদ)।
এইজন্য নবাবিকৃত পদগুলি যে পালার প্রথমাংশের
পরিশিষ্ট মাত্র, স্তুরাং একই পালা এবং কাব্য-
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা
যায়।

ইহার পরে ১১০৬ সং পদে দেখা যায়, কবি
পূর্বরাগের পালা শেষ করিয়া যুগলমধুরস-
বর্ণনার সূচনা করিয়াছেন (৭৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)।
তৎপর “অথ বিপ্রলম্ব” পরিচয়ে ১১০১ সং পদ
আরম্ভ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি
যুগলমধুরসকে বিপ্রলম্ব ও স্তুরাং এই দুই ভাগে
ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত
আলোচনা যুগলমধুরসের প্রবেশিকায় করা হইয়াছে
(৫৭২-৫৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১১০৭ সং পদের পরে
৯২টি পদ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী ১১৯৯-২০০২
সংখ্যক পদে রাধার নিজের প্রতি আক্ষেপ বর্ণিত
হইয়াছে। অতএব গ্রন্থের এই অংশেই যে
আক্ষেপানুরাগের পদগুলি ছিল তাহাও বুঝা
যাইতেছে। বস্তুতঃ আক্ষেপানুরাগ বিপ্রলম্বেরই
পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ইহার
নামকরণ হইয়াছে (উক্ত প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)।
চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের নির্দেশানুযায়ী এই-
ভাবে পদগুলি পালার আকারে এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে। বস্তুতঃ কবি পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিবিধ
পালার আকারেই তাহার বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা
করিয়াছিলেন। ইহার অন্তর্গত দ্বিতীয় খণ্ডের
প্রারম্ভে ছিল মাথুরের পদ, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-
দৌত্যপর্যায়ভুক্ত গৌণরাসের পদ, এবং তাহার

পরে মহারাস, পূর্বরাগ ও যুগলমধুরসের অন্তর্ভুক্ত
আক্ষেপানুরাগের পদ। অতএব দেখা যাইতেছে
যে, প্রচলিত পদাবলীতে যে সকল পালা মুদ্রিত
হইয়াছে, তাহাদের সকলই এই বৃহৎ কাব্যের
দুই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্তুরাং চণ্ডীদাসের
নামে প্রচলিত যাবতীয় পদাবলীর মূল যে এই
কাব্যগ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ
নাই।

কাব্য-রচনার সম্বন্ধ-নিরূপণ

কোন কবি এই বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন
সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে এই কাব্যের
মধ্যে গ্রন্থ-রচনার সময়-সম্বন্ধীয় কোন নির্দেশ পাওয়া
যায় কিনা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া
যাইতেছে। এখানে আমরা সময়কে যুগ-নির্দেশক
দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতেছি—প্রথমতঃ
চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগ, দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যপরবর্তী যুগ।
চৈতন্যদেব যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন,
তাহার ভাবধারার কতকগুলি অনন্যসাধারণ
বিশেষত্ব ছিল। গোপামিগণ ইহাতে অনেক নূতন
তত্ত্বের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবর্তী
কালেও ইহা বিবিধ শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া
পড়িয়াছিল। প্রধানতঃ এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই
আমাদিগকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এখন
আমরা গ্রন্থের পদগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে
চেষ্টা করিব যে, ইহাদের মধ্যে সময়-নির্দেশক কোন
বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

১। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কংস-বধের জন্ম কৃষ্ণ-
জন্মের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু
দেবগণকে তাহার জন্মের পূর্বেই নিজ নিজ অংশে
জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (ভা, ১০।১।১৮ ;

বিষ্ণু-পু, ৫।১।৬১)। এই গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ
রহিয়াছে, যথা—

“জন্ম লেহ গিয়া সতে আগে হয়।
জনম লবহ পুনি।”
(প্রথম খণ্ড, ১২ সং পদ)

কিন্তু ইহার পূর্বের তিনি নিজের জন্ম-সম্বন্ধে
বলিতেছেন—

“ব্রজ-শিশুগণ দ্বাদশ গোপাল
কাহারে কহিব আগে।
পশ্চাৎ আমার গমন হইব
জাইব পশ্চাৎ ভাগে ॥”
(ঐ)

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবতা বলিলেন—

“ব্রহ্মা হর আদি দ্বাদশ দেবতা
ধরিব বালক-কায়।”
(ঐ)

অবশেষে—

“দ্বাদশ বালক আগে জনমিল
বাড়এ গোপের কুলে।
গোলোক-ঈশ্বর পাছু জনমিল
দিন চণ্ডীদাস-বলে ॥”
(ঐ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দ্বাদশ গোপালের
ধারণা কবির মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।
পুরাণে দেবগণের জন্মগ্রহণ করিবার কথা আছে
বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নাই,
এবং কোন্ দেবতা কোন্ গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ নাই। ভক্তিরসামৃত-
সিন্ধুতে গোপালগণ সূর্য, সখা, প্রিয়সখা ও নর্মসখা-
পর্যায়ে চারি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে (পশ্চিম-

বিভাগ, ৩য় লহরী দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে প্রিয়সখা ও
নর্মসখাগণের মধ্য হইতে সুবলাদি প্রধান বার জনকে
লইয়া পরবর্তী কালে দ্বাদশ গোপালের ধারণার
সৃষ্টি হইয়াছিল। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইহার পরে
আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-
দেবের ভক্তগণের মধ্যে বার জনকে তাঁহারা শ্রীদাম,
সুদাম, সুবল প্রভৃতি গোপালগণের অবতার বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—অভিরাম ঠাকুর শ্রীদাম,
সুন্দরানন্দ সুদাম, গৌরীদাস পণ্ডিত সুবল, ইত্যাদি।
প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেবের বার জন ভক্তও এখন
দ্বাদশ গোপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।
আবার কৃষ্ণের সখাগণের মধ্যে যাহারা উক্ত দ্বাদশ
গোপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত
হন, ব্রজলীলায় তাঁহারা দ্বাদশ গোপাল। অতএব
এই পরিকল্পনাটি যে চৈতন্যপরবর্তী যুগেই সৃষ্ট
হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব একটি
পদেও কবি দ্বাদশ গোপালের উল্লেখ করিয়াছেন।
মহাদেব শিশু কৃষ্ণকে দেখিতে গিয়াছিলেন। নন্দের
গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি—

“তেজিয়া নন্দের মন্দির, হর সে
হইলা ব্রজের বালা।
কতি গেল তার সে শিক্ষা ডম্বর
করে শিশু সঙ্গে খেলা ॥
দ্বাদশ গোপাল তার মুখ্য জন
ইহো সে সুবল সখা।
কৃষ্ণ অন্বেষণ জোগীর ভূষণ
গেছিল করিতে দেখা ॥”
(৪৯ সং পদ)

কবি এখানে সুবলকেই দ্বাদশ গোপালের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং এই ধারণার
বশবর্তী হইয়া তাঁহার আখ্যায়িকার সর্বত্রই

সুবলকে কৃষ্ণের অতি বিশ্বস্ত সখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, অনেক সখাই তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে, তথাপি তিনি সুবলের স্বন্ধে হাত দিয়া চলিয়াছেন—

“সুবল সঙ্গেতে তার কাঁধে হাত

আরোপি নাগর-রায়।

(১০৪ সং পদ, দানলীলা)

অশ্রুত—

“ঐ যায় কানু রাম বাম পাশে
সুবলের করে ধরি।”

(১০৬ সং পদ, দানলীলা)

কৃষ্ণ দানলীলা করিবেন বলিয়া ছল ধরিয়াছেন, কিন্তু অশ্রুত সখারা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল—

“ইঞ্জিত জানিয়া সুবল বুঝিল
পাতিতে দানের ছলা।”

(১১২ সং পদ, দানলীলা)

নৌকালীলার পর কৃষ্ণ রাখালগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অশ্রুত কেহই তাঁহার চতুরতা বুঝিতে পারিল না, এক মাত্র সুবল বলিলেন—

“সুবল বলিছে হাসিতে হাসিতে
কানুর পানেতে চেয়ে।

চোরা ধেনু বনে রাখিতে নারিয়া
বুলেছ অনেক খেয়ে ॥

আমি সব জানি তোমার চরিত
ইহারা বুঝবে কে।”

(১৪৮ সং পদ, যজ্ঞপত্নীর অন্নগ্রহণ)

“রাই-রাখাল”-লীলা করিবেন বলিয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠে গেলেন না, শয্যাতেই শুইয়া রহিয়াছেন, তখন

“সুবল যাইয়া কানু জাগাইয়া
কহিছে মধুর বাণী।”

এবং কৃষ্ণের উত্তর শুনিয়া—

“সুবল জানল কানুর চরিত
কহিতে লাগল তায়।”

(১৮৭ সং পদ, রাই-রাখাল)

মথুরায় যাইবার কালে কৃষ্ণ সখাগণের নিকট বিদায় লইতেছেন, তখন সুবলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

“শুনহ সুবল মরম বেদন
তোমারে না দেখি যবে।

হিয়া জর জর করয়ে অশ্রুত
দেখিলে জুড়াই তবে ॥”

(১৮০ সং পদ)

কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়া রাজা হইয়াছেন, কিন্তু সেখানেও স্বপ্নে সুবলের সহিত কথা বলিতেছেন—

“এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
কহিতে কাহিনী যত।

সুবল না দেখি নিশির সপন
সেহ ভেল অশ্রুচিত ॥”

(৪৫৬ সং পদ, মাথুর)

তৎপর সুবল যাইয়া কৃষ্ণের সহিত মথুরায় মিলিত হইয়াছেন।

“চণ্ডীদাস কহে - সুবলের স্তুতি
দেখিয়া নাগর-রায়।

করেতে ধরিয়া নিল উঠাইয়া
আলিঙ্গন ভেল তায় ॥”

(৫০৯ সং পদ)

ইহার পরে সমগ্র পূর্বরাগের পালাটি সুবল-স্বচিত আখ্যায়িকা লইয়া রচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থের সর্বত্রই সুবলের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কবি কাব্যের প্রথম-
ভাগে সুবলকে মুখ্য সখারূপে গ্রহণ করিয়া যে
কল্পনার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র গ্রন্থেই তাহার
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে গ্রন্থের একত্বই
সূচিত হইয়া থাকে। ষাটগোপালের উল্লেখের
সহিত এই কল্পনার সূত্র জড়িত আছে বলিয়া গ্রন্থ-
রচনার সময়-সম্বন্ধে ইহা অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ
প্রদান করে।

২। উজ্জ্বলনীলমণির সহায়ভেদ-প্রকরণে পাঁচ
প্রকার সহায়ের উল্লেখ রহিয়াছে—যথা—চৈটক,
বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নন্দসখ (ঐ, ৪৯ পৃঃ)।
পূর্ববরাগের পালাতেও সখাগণের পর্যায়-বিভাগের
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

“নন্দসখাগণ বসি পঞ্চজন
সুবল ত্রিবিট তথা।
এ মধুমঙ্গল বিদূষক-দল
কহেন মরম কথা ॥
এ পীঠমর্দন তেঁই সে সৃজন
কঁহিতে লাগিল তায়।”
(৬৮৫ সং পদ)

অন্যত্র—

“সুবল ত্রিবিট এ পীঠ-মর্দন
মধুমঙ্গলের সনে ॥
কহে বিদূষক— “শুনহে সুবল
নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।”
(৬৯০ সং পদ)

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার সহায়ভেদের মধ্যে এখানে
প্রিয়নন্দসখ, বিট, পীঠমর্দ ও বিদূষক এই চারি
পর্যায়ের সখার উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু তাহাই
নহে, এখানে বিটজাতীয় তিন জনের উল্লেখও দৃষ্ট
হয়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের রসশাস্ত্রে বিটের উল্লেখ

রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নাই।
ইহা রূপগোস্বামীই করিয়াছেন। ঐতএব ত্রিবিটের
ধারণা যে চৈতন্যপরবর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।
আবার চৈতন্য-পূর্ববর্তী রসশাস্ত্রের মধ্যে কতক-
গুলিতে পীঠমর্দ, বিট ও বিদূষক এই তিন জাতীয়
(দশরূপ, ২:১২-১৩, ইত্যাদি), এবং কোন কোন
গ্রন্থে ইহাদের সহিত চৈটক-জাতীয় সহায়েরও উল্লেখ
দৃষ্ট হয় (সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ)। উজ্জ্বল-
নীলমণির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সহায়কগণ সখার
পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং নন্দসখাগণের
সহিত তাঁহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।
তন্মধ্যে বিদূষক মধু-মঙ্গলের উল্লেখ এখানে বিশেষত্ব-
সম্বিত। বিদগ্ধমাধবদি নাটকে মধুমঙ্গলের উল্লেখ
রহিয়াছে। তিনি সান্দীপনি মুনির পুত্র, পিতার
আদেশে কৃষ্ণের সহচর হইয়াছিলেন। (বিদগ্ধ-
মাধব, ২৮ পৃঃ)। রূপ গোস্বামীর গ্রন্থেই বিদূষক
মধুমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের অন্য
একটি পদেও মধুমঙ্গলের উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের
সহিত মিলনাশ্তে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

“শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুধ কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি ॥”
(৯২৫ সং পদ)

মধুমঙ্গল যে ব্রাহ্মণ, গোপ নহেন, এই তত্ত্বও কবি
অবগত আছেন। এই জন্যই তাঁহাকে ভোজন
করাইয়া অন্যান্য মঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া
হইয়াছে। এই সকল কারণে ইহা চৈতন্য-পরবর্তী
যুগে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

৩। বিদগ্ধমাধবদি নাটকে পৌর্ণমাসীর
সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অঙ্গুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের “রাই-রাখাল” পালাতেও পৌর্ণমাসীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

“যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিক্সা আপনি মাগিয়া ॥”

(১১০ সং পদ)

অন্যত্র —

“যোগমায়া তখন
রাখাল সাজহ রাই।”

(১৮৯ সং পদ)

বিদগ্ধমাধবে ইনি সান্দীপনি মুনির মাতা, এবং দেবর্ষি নারদের শিষ্যা (ঐ, ১৯-২০ পৃঃ)। গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহাকেই যোগমায়া পৌর্ণমাসী বলা হইয়াছে (১১০ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই জন্ম এই পদেও চৈতন্য-পরবর্তী প্রভাবে লক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

৪। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বন করিয়া গোস্বামিগণ বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব-সম্বন্ধে প্রথমখণ্ডের ভূমিকার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ১১৮/০-১১৮/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এখানে তাহার সারমর্ম সঙ্কলিত হইল :—

(ক) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা মাধুর্যময়। দাস্ত, সখ্যা, বাৎসল্য ও মধুরভেদে ইহা চতুর্বিধ। বৃন্দাবন-লীলা বলিতে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধুরসাত্মক এই চতুর্বিধ লীলাই বুঝিয়া থাকেন।

(খ) মধুরস আশ্বাদন করিবার জন্ম কৃষ্ণজন্মের হেতু চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই তত্ত্বরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

(গ) গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমমার্গীয় উপাসক। তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন যে, এই প্রেমের শ্রেষ্ঠ

অভিব্যক্তি মহাতাবে, এবং শ্রীরাধা মহাতাব-স্বরূপিণী।

এই সকল তত্ত্ব নানাভাবে এই গ্রন্থমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-জন্মের হেতু নির্ণয় করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

“বৃন্দাবন-রস-
রস আশ্বাদিতে
জন্মিল গোলক-হরি।”

(প্রথম খণ্ড, ৫০ সং পদ)

ইহা “প্রেম-রস-নির্ঘাস করিতে আশ্বাদন” এই কথারই পুনরুক্তি মাত্র। দ্বিতীয় “রস” শব্দটি “নির্ঘাসের” পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুনরায় এই পদেই কবি বলিতেছেন :—

“ব্রজরস লাগি
হইঞা বিজোগি
পুরুব বৃত্তান্ত কথা।

তার মর্ম লাগি
এই সে বিজোগি
জন্মি ব্রজেশ্বর-যুথ।

সেই সে কারণে
জনম এ স্থানে
এই সে গোকুল-লীলা।

মধু আশ্বাদন
করি পুন পুন
করিব জুগতি খেলা ॥”

(ঐ)

গোপীগণের সহিত রসকেলিই যে গোকুল-লীলা এবং ইহা যে মাধুর্য্য-ভাবাত্মক, আর ইহাই যে ব্রজরস বা বৃন্দাবন-রস নামে অভিহিত হয়, এই তত্ত্বও কবি অবগত আছেন।

অন্যত্র :—

“বালক করিয়া সঙ্গে চরাইব ধেনু ॥

ব্রজলীলা.....ব বিস্তার।

তথির কারণে এই কৃষ্ণ অবতার ॥”

করিব বালক-খেলা শ্রীবৃন্দাবনে।

আনন্দে বে.....গোপিনির সনে ॥

এইমত ব্রজলীলা করিব সদায় ।

এই লীলা কৃষ্ণলীলা চণ্ডিদাস কয় ॥

(প্রথমখণ্ড, ৮৭ সং পদ)

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণজন্মের দুইটি মুখ্য হেতু নির্দেশ করিয়াছেন—(১) প্রেম-রস-নির্ঘাস-আস্বাদন, (২) রাগমাগীয় ধর্মপ্রচারণ। এই দুই প্রকার কার্যই এখানে কৃষ্ণাবতারের কারণরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। আর মাধুর্যের অন্তর্গত সখ্য ও মধুরের উল্লেখ করিয়া কবি এখানে কৃষ্ণলীলা বা ব্রজলীলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্তত শুদ্ধ মাধুর্যেরও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে—

ব্রজবাসী-বাল্য ভাল পেয়ে মেলা

কানাই সঙ্গেতে খেলে ।

ভাই, ভাই, বলি কাঁধে করে লয়ে

চরায় ধেমুর পালে ॥

না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর

বিহরে গোলোকপতি ।

নয়ন ভরিয়া চাঁদমুখ দেখে

আনন্দে এ দিবারাতি ॥

স্নেহভরে সেই নন্দযশোমতী

করিয়া বালক-ভাব ।

পতিভাবে গোপী পীরিতি করিয়া

তার শেষে হরি লাভ ॥

কানাই রাখাল করিয়া মানল

গোকুলপুরের লোক । ইত্যাদি

(প্রথমখণ্ড, ২০৫ সং পদ)

শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবের বর্ণনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন, যথা—

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।

এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি ॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ।

অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন ॥

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে সন্ধে আরোহণ ।

তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম ॥

এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার ।

(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)

পূর্বেবাক্ত উল্লেখ ঈশ্বরভাব-বর্জিত প্রীতির বর্ণনায় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের এই শিক্ষার প্রভাব পড়িয়াছে। শুদ্ধ দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুরভাবের প্রীতির যে সকল বিশেষত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি (প্রথমখণ্ডের ভূমিকা, ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আর রাখার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য যে কৃষ্ণ গোলোক চাঁড়িয়া বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ এই গ্রন্থমধ্যে অনেক পদেই স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যথা—

গোলোক-বিহার পরিহারি রাখা

গোকুলে গোপের ঘরে ।

তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া

আইনু তোমার তরে ॥

(প্রথমখণ্ড, ১৪১ সং পদ)

রাই, তুমি সে আমার গতি ।

তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি

গোকুলে আগার স্থিতি ॥

(ঐ, ১১২ সং পদ)

তোমার কারণে নন্দের ভবনে

রাখিয়ে ধেমুর পাল ।

গোলোক তেজিয়া গোকুলে বসতি

ইহাই জানিবে ভাল ॥

(ঐ, ৪০৯ সং পদ)

রাই, তোমার মহিমা বড়ি ।
 গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিয়া
 আইলুঁ তথাই ছাড়ি ॥
 রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
 বুঝিতে নারিয়াছি ।
 তাহার কারণে নন্দের ভবনে
 জনম লভিয়াছি ॥
 (প্রথম খণ্ড, ৪১০ সং পদ)

রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
 ভজিতে রাখার লেহা ।
 গোকুলে জনম তখির কারণ
 ধরিয়া কালিয়া দেহা ॥
 (দ্বিতীয়খণ্ড, ৪৪৩ সং পদ)

আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে
 ব্রজের মহিমা কিছু শুন ।
 লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব সঙ্গে
 রাই দরশন-আশ হেন ॥
 অশ্রু অবতার কালে অশ্রুর বধিল হেলে
 রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু । ইত্যাদি
 (ঐ, ৫৪১ সং পদ)

এই জাতীয় বিবৃতি কেবল যে পৃথক পৃথক পদেই
 দৃষ্ট হয় তাহা নহে, চণ্ডীদাস ইহা লইয়া একখানি
 আখ্যায়িকাও রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের
 প্রারম্ভেই মাথুরের ভূমিকারূপে (৪২২-৪৪৪ সং পদ
 দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণ-জন্মের এই নূতন হেতু নির্দেশিত
 হইয়াছে। গোলোকের কল্পবৃক্ষে উৎপন্ন অমৃতফল
 আনিবার কালে ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সাগরে
 পড়িয়া যায়। দেবগণ সমুদ্র-মন্ডনে পী-রি-তি রূপে
 ইহার উদ্ধার সাধন করিয়া ভগবানকে অর্পণ করিলে
 তিনি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলেন; তৎপরে বলেন

যে, এই প্রেম রাখার সম্পত্তি, রাখাই ইহার মর্ম
 অবগত আছেন, যথা—

সেই সে কিশোরী জানয়ে পীরিতি
 আর সে জানব কতি ।
 (৪৩৯ সং পদ)

এবং—

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
 আর না জানয়ে কেহ ।
 (৪৪০ সং পদ)

অতএব তাঁহাকেই আমি পীরিতি সমর্পণ করিলাম—
 সেই সে জানয়ে পীরিতি-মরম
 তারে কৈল সমর্পণ ।
 (৪৩৯ সং পদ) ।

এখন—

চল সবে মর্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
 বসুদেব দৈবকী-উদরে ।
 (৪৪১ সং পদ)

তখন এই রসের আশ্বাদন আমরা গ্রহণ করিতে
 পারিব। অশ্রু অবতারে আমি রসতত্ত্ব জানিতে
 পারি নাই, এখন এই তত্ত্বের জন্ম আমি গোকুলে
 জন্মগ্রহণ করিতেছি (পূর্বোক্ত উল্লেখ দ্রষ্টব্য) ।
 ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রজরসসম্বন্ধীয়
 যাবতীয় তত্ত্বই কবি অবগত ছিলেন ।

১। উজ্জলনীলমণিতে পূর্বরাগ, যান, প্রবাস
 ও প্রেমবৈচিত্র্য ভেদে বিশ্রলস্ত চতুর্বিধ বলা
 হইয়াছে, কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তী সকল রসশাস্ত্রেই
 প্রেমবৈচিত্র্যের পরিবর্তে করুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।
 অতএব বুঝা যায় যে, করুণ-বিশ্রলস্তের স্থানে
 গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমবৈচিত্র্যের পরিকল্পনা

করিয়াছেন। পরে ইহা হইতেই যে আক্ষেপানু-
রাগের ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা যুগল-
মধুরসের প্রবেশিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে (৫৭১-
৫৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থের প্রেমবৈচিত্র্য এবং
আক্ষেপানুরাগের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং কবি এই
উভয় পর্যায়ভুক্ত পদই রচনা করিয়াছেন। মথুরা
হইতে কৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। একটি
সখী ভুল করিয়া রাধাকে গিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ
আসিয়াছেন। উৎফুল্ল হইয়া আসিয়া রাধা উদ্ধবকে
দেখিয়া বড়ই বিষাদিত হইয়া পড়িলেন, এবং নানা
প্রকারে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহারই
উল্লেখ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা-দরশ-বশে।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ ঝরে ॥
সেই সে বৈচিত্র রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবের রস। ইত্যাদি
(দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৭৬ সং পদ)

অতএব কবির উক্তিহেই দেখা যায় যে, তিনি
প্রেমবৈচিত্র্য বর্ণনা করিতেছেন; ইহার ব্যাখ্যাও
তিনি উক্ত উল্লেখ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রিয়
ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদভয়ে-যে
পীড়া অনুভূত হয়, তাহাই প্রেমবৈচিত্র্য (উজ্জ্বল-
নীলমণি, ৯১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যেমন—

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর ॥
(তরু, ৭৬৬ সং পদ)

এখন প্রশ্ন এই যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উপস্থিত নাই,
অতএব প্রেমবৈচিত্র্য কি প্রকারে হয়? ইহার

উত্তর স্বরূপ পূর্ববর্তী একটি পদে কবি নিজেই
বলিয়াছেন—

নেতের গোচর না হয়ে গোচর
গোচর দেখিল যবে।
হরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে ॥
(৫৭০ সং পদ)

অর্থাৎ চক্ষু না দেখিলেও কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া
হর্বের উৎপত্তিতে তাঁহাকে দেখার কাজই হইয়াছে,
কিন্তু আসেন নাই দেখিয়া পুনরায় বিষাদিত হওয়াতে
বিরহদশা উপস্থিত হইল। কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণের
অনুপস্থিতিও কল্পনা করা যায় না, কারণ—

বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে
নাগর আছয়ে ইথি।
(৪৭০ সং পদ)

অতএব এখানেও “ভাবনা-দরশ-বশে” অর্থাৎ কৃষ্ণ
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, প্রথমে এইরূপ ধারণার
বশবর্তী হইয়া পরে তাঁহার অদর্শনে যে বিরহদশার
উদ্ভব হইল, তাহা প্রেমবৈচিত্র্যের “ক্ষেণেক দরশে,
ক্ষেণেক পরশে, ক্ষেণেক বিরহ ঝরে” অবস্থারই
অমুরূপ। এই জন্যই কবি এই বিরহানুভূতিকে
প্রেমবৈচিত্র্যের পর্যায়ভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা-দরশ-বশে। ইত্যাদি
(৪৭৪ সং পদ)

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রেমবৈচিত্র্যের
সংজ্ঞাও কবি অবগত ছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির
পরবর্তী কালেই ইহা সম্ভবপর।

তারপর যুগলমধুরসের প্রবেশিকায় আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, প্রেমবৈচিত্র্য হইতেই পরবর্তীকালে আক্ষেপানুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। কবি এই গ্রন্থ-মধ্যে আক্ষেপানুরাগেরও সংজ্ঞা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

আর কি এমন হইব মিলন
সে হেন পিয়ার সনে ।
তাহার কারণে পীরিতি-আক্ষেপ
করিল আপন মনে ॥

(দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪৬ সং পদ)

অর্থাৎ বিরহাবস্থায় আপন মনে যে পীরিতি (বা অনুরাগ)-ব্যঞ্জক আক্ষেপ করা হয়, তাহাই আক্ষেপানুরাগ। এখানে “পীরিতি-আক্ষেপ” আক্ষেপানুরাগের সমনাম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, কবি শুধু সংজ্ঞা দিয়াই সম্বন্ধ রহিয়াছেন, না এই জাতীয় পদও রচনা করিয়াছেন। আক্ষেপানুরাগ বিপ্রলস্তের পর্যায়ভুক্ত। প্রচলিত পদাবলীতে মুদ্রিত আক্ষেপানুরাগের পদের সুর, এবং ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য মাথুরপালার অন্তর্ভুক্ত অনেক পদেই লক্ষিত হইয়া থাকে (৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৯, ৪৮০ ইত্যাদি সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথিতে ১৯৯৯-২০০২ সংখ্যক যে চারিটি পদ রহিয়াছে (৭৫৪-৭৫৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) তাহাতে রাখার নিজের প্রতি আক্ষেপ বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আক্ষেপানুরাগের অন্তর্গত একটি বিভাগের বিষয়ীভূত। অতএব চণ্ডীদাস যে, প্রেমবৈচিত্র্য ও আক্ষেপানুরাগের পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।

প্রচলিত পদাবলী লইয়া আলোচনা করিলেও এই সম্বন্ধীয় বাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে।

পদকল্পতরুতে আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের ১৭৪টি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৬৩টি অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। সমগ্র তরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতার পদ ১১৮টি, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার অর্ধাধিক পদই আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ভুক্ত, এবং ইহাতে ইহার অন্তর্গত আট বিভাগের পদই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রেমের প্রতি (প্রকৃত পক্ষে পীরিতির প্রতি) আক্ষেপ বিভাগে তরুতে যে ২৯টি পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে (ঐ, ৮৭০-৮৯৮ সং পদ দ্রষ্টব্য), তন্মধ্যে তিনটিমাত্র পদে জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায়, অবশিষ্ট ২৬টি পদেই চণ্ডীদাস-ভণিতা দৃষ্ট হয়। যে কবি পীরিতির উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা রচনা করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, এবং ঐহার গ্রন্থে সর্বত্রই প্রেম পীরিতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে, তাহার রচনায় যে পীরিতি-বিষয়ক পদের আধিক্য থাকিবে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ইহাও দ্রষ্টব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কয়েকবার পীরিতি, শব্দটি প্রীতি বা সন্তোষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু নিগূঢ় প্রেমের অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব এই সকল পদ বড় চণ্ডীদাসকেও আরোপ করা যায় না। এই কবি যে, চৈতন্যপরবর্তীযুগে অবিভূত হইয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

৬। ললিতমাধব নাটকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমনকালীন ঘটনার সাদৃশ্য এই গ্রন্থেও লক্ষিত হয়। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন— “সখি, কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছি, ঐ স্বপ্নেই আমার চৈতন্য-সম্পাদনী জাগ্রদশা আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বপ্নে দেখিলাম, একজন চুরাত্মা রাজদূত বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রথের দ্বারা (এই বলিয়া অর্কোক্তি করিলেন) (ললিতমাধব, ১৭৭পৃঃ)।

এই গ্রন্থেও এইরূপ স্বপ্নবিবরণ রহিয়াছে। অমৃত—

রাধা বলিতেছেন—

আজুর নিশির স্বপন দেখিল
অতি অদভূত বাণী ।

শুনহ সজনী তোমরা চেতনী
কি হয়ে নাহিক জানি ॥

নিশি-অবশেষে যুমে অচেতন
হেনক সময় কালে ।

রগ-আরোহণ করি একজন
আইল গোকুলপুরে ॥

কহিতে লাগিল সব বিবরণ
অক্রুর আমার নাম ।

কৃষ্ণ বলরাম আনিতে যতনে
এ কংসরাজার ধাম ॥

এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে ।

চণ্ডীদাস বলে নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে ॥

(প্রথম খণ্ড, ২০৭ সং পদ)

এখানেও রাধার কথা সমাপ্ত হয় নাই, ললিত-মাধবেও ইহা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়াছেন, সেই সময়ে রাধা “ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে রথাগ্রে গমন করিয়া লুপ্তিত হইতেছেন! ক্ষণকাল বাষ্পাকুললোচনে হরিমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন” (ললিতমাধব, ১৪৩ পৃঃ)।

এই গ্রন্থেও আছে—

এত বলি বিনোদিনী রাই ।

ক্ষেণে ক্ষেণে ধরণী লোটাই ॥

অচেতন চেতন না হয় ।

শ্যামপানে নয়ন থাপায় ॥

(প্রথম খণ্ড, ২৯৮ সং পদ)

দু'বাহু পসারি

নবীন কিশোরী

পড়ল রথের তলে ।

(ঐ, ২৯৫ সং পদ)

ললিতমাধবে আছে—“রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ পশ্চিমধ্যে শ্রীরাধার খেদাঘিত বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া, পদ্ম হইতে যক্রপ মকরন্দপাত হয় তাহার শ্যায় স্বীয় নয়নযুগল হইতে ঘন ঘন অশ্রুবিন্দু মোচন করিতে লাগিলেন।” (ঐ, ১৪৫ পৃঃ)

এই গ্রন্থে আছে—

রমণীমোহন

ছিলে সে নয়ন

গলয়ে প্রেমের ধারা ।

কটাক্ষ ইঞ্জিতে

চাহিয়া সে ভিতে

পড়িয়া রহল সারা ॥

(ঐ, ২৯৯ সং পদ)

এবং—

রাই-মুখ হেরি

নাগর মুরারি

রোদন বেদন পেয়া ।

রাধার বেদন

হেরিয়ে সঘন

রথের উপরে রয়া ॥

(ঐ, ৩০০ সং পদ)

৭। রাসের পরে গোপীগণ কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

কোন কোন গোপী

নিজ সেবালকে

সেবন করিছে গাঢ় ।

এ অর্ঘ্য রমণী

কুলের কামিনী

সকলি হইয়া ছাড়া ॥

অফ অফ সখী গুণের আর্ন্তিক
মোক্ক সক্ষ অফ লিখি ।
এ কুঞ্জ-কুটীর কুটীর ভিতর
বেকত আছেয়ে সখি ॥
(৫৮৯ সং পদ)

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা ।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা ।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাচের কোটি সুখ হয় ॥
(ঐ, মধোর অফ্টমে)

অর্থাৎ—সখীগণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা সেবাকেই
শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃতে রাধাকে সেচন
করেন । এই ধারণার উদ্ভব চৈতন্যপরবর্তীযুগেই
হইয়াছে, এবং ইহারই সারমর্ম উক্ত উল্লেখের
প্রথম দুই পঙ্ক্তিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে
হয় ।

তারপর সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি
অফ সখী যে যুথেশ্বরী বলিয়া মুখ্যা, এই তত্ত্বও
উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্য-
পরবর্তী যুগেই প্রচারিত হইয়াছিল (ঐ, ৯৭ পৃঃ
দ্রষ্টব্য) ।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার ।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ।
রাধাসাধ্য কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায় ॥
(ঐ, মধোর অফ্টমে)

এই তত্ত্বই উক্ত উল্লেখের শেষ দুই পঙ্ক্তিতে
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ।

৮। উজ্জ্বলনীলমণির চতুঃষষ্টি রসবিবৃতিতে
পূর্বরাগাদি প্রধান আট রসের প্রত্যেকটি পুনরায়
অফবিধ করিয়া ৬৪টি রসের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয় ।
ইহার উল্লেখ এই গ্রন্থেও রহিয়াছে, যথা—

অফ রস অফ গুণে ইহা লাগি আশ্বাদনে
আর যত উপরস পিছু ।
প্রধান এই অফরস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি ।
(৪৪১ সং পদ)

আটরস চৌসট তরতম নিলট
আট আট বসু বেদে ।
(৪৪২ সং পদ)

এই আট রস প্রধান মানহ
আট আট গুণ পৈশে ।
যে করিল ইহা * পদের বর্ণনা
চৌষষ্টি আছেয়ে রসে ॥
(৫১০ সং পদ)

অফ অফ মোক্ক রসে রসে রস
ত্রিগুণ গুণের গুণে ।
(প্রথম খণ্ড, ১৬৬ সং পদ)

৯। রূপ গোস্বামী কর্তৃক উজ্জ্বলনীলমণি ও
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্যাখ্যাত রসের ধারাই যে
চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে অনুসৃত
হইয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এ পর্য্যন্ত স্বীকার
করিয়া আসিয়াছেন । অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই
যে, চণ্ডীদাসের পদ-ব্যাখ্যায় ষাঁহারা উজ্জ্বল-
নীলমণিকেই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন,
তাঁহারা এই চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে
স্থাপন করিবার নির্দেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন না !

১০। চণ্ডীদাসের “দীন” ভণিতা লক্ষ্য করিয়া
হয়ত কেহ বলিতে পারেন—‘বৈষ্ণব কবিরা অনেক

সময় দৈশ্য বুঝাইতে “দাস,” “দীন,” “দীনহীন” প্রভৃতি উপাধি ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বলে পদকল্পতরুর “দীন বামনদাস,” “দীন গোবিন্দদাস,” “দীনশোনদাস,” “দীনহীন রামানন্দ দাস,” “পাপী রাধামোহনদাস,” “দীন কৃষ্ণদাস,” * * * প্রভৃতি বহু পদে দৈশ্যব্যঞ্জক উপাধির বৃষ্টি দৃষ্ট হয়।’ এখন দ্রষ্টব্য এই যে, যে সকল কবির নাম এখানে করা হইল তাঁহারা সকলেই ত চৈতন্যপরবর্তী, অথবা সমসাময়িক এবং তাঁহার প্রভাবাধিত। ইহা দ্বারা পদাবলীর অন্তর্গত “দীন” ভণিতা কোন্ যুগের বিশেষত্বজ্ঞাপক তাহা বুঝিতে পারা যায় না কি? আর পদকল্পতরুর দৃষ্টান্তই যদি অবলম্বনীয় মনে করা হয়, তাহা হইলেও ঐ গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের রচয়িতা কোন কবিকে চৈতন্যদেবের প্রভাববিমুক্ত করিয়া চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় কি? প্রচলিত বাঙ্গালা পদাবলীর উৎপত্তি কত দিনের এই প্রশ্নও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পদকল্পতরুতে যে সকল কবির বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই চৈতন্যের সমসাময়িক অথবা পরবর্তী যুগের কবি। অতএব ঐ সকল পদের সমধর্মী প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীও চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে স্থাপন করিতে পারা যায় না।

উপরে কয়েকটি প্রধান বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা হইল, তাহাদের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়াই চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পূর্ববরাগের পালাতেও অনেকগুলি কবিত্বময় পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিদগ্ধমাধবের শ্লোকের ভাবানুবাদের পদও রহিয়াছে। সেগুলি সন্দেহজনক বলিয়া এখানে আলোচিত হইল না।

নতুবা ইহাও বলা যাইত যে, যে কবি বিদগ্ধমাধবের শ্লোক-অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন, তিনি কখনও চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে আবির্ভূত হন নাই। কিন্তু যাঁহারা সন্দেহের অবকাশে চণ্ডীদাসকেই ঐ সকল পদের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বাধা হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কবি রূপ গোস্বামীর পরবর্তী যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পদাবলীর রচয়িতা কে?

এখন কবির সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, কোন্ কবি এই পদাবলী রচনা করিয়াছেন? মহম্মদ ঘোরীর সিংহাসনানুগ্ৰহের একদিন পূর্বে (প্রবাসী, ১৩৪২, ৩১৭ পৃঃ) যে চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার বিদ্যাপতির সহিত এক চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহাও বলা হয়, এবং তিনিই নাকি জীবনের প্রথম ও শেষ ভাগে দুই প্রকার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাসের কথা, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন দীর্ঘ জীবন কেহই লাভ করিতে পারে না, যাহার ফলে বিদ্যাপতির সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উজ্জ্বল-নীলমণি রচিত হইবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে জীবিত থাকা এবং পদ-রচনা সম্ভবপর হয়। অতএব সেই চণ্ডীদাস যে এই পদাবলী রচনা করেন নাই, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তবে কিনা চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে যে, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদ আশ্রয়ন করিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল পদের স্পষ্ট নির্দেশ কোন গ্রন্থেই

পাওয়া যায় না।* এই অবস্থায় হারান জিনিষের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শে রচিত পদাবলীকে সেই চণ্ডীদাসের সম্পত্তি বলিয়া চিহ্নিত করা যুক্তিস্কৃত নহে। আবার এইরূপ স্থলে পৌর্বাপর্য্য বিচার না করিয়া কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না, যেমন গোবিন্দ-লীলামৃতের শ্লোক মহাপ্রভু পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন গ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও, ইতিহাস ইহা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া দিতে পারে যে, ঐ উক্তির মূলে কোনই সত্য নিহিত নাই। সে যাহাই হউক, চৈতন্যপরবর্তী চণ্ডীদাসই আমাদের আলোচনার বিষয়, পূর্ববর্তী চণ্ডীদাসগণের সংবাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। অতএব ঐ সকল চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়া আমরা পদাবলীর উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছি। পদাবলীতে বড়ু, আদি, কবি, দ্বিজ, ও দীন ভণিতায়ুক্ত পদ রহিয়াছে। এই সকল ভণিতার মূল্য কি, এবং প্রচলিত পদাবলীতে এই সকল পদের স্থান কতটুকু তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই প্রকৃত কবির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর সহিত ইহার ভাব, ভাষা, আদর্শ ও রসবিশ্লেষণ প্রভৃতি কোন বিষয়েই

* “হা হা প্রাণ-প্রিয় সখি, কি না হৈল মোরে” ইত্যাদি পদটি পরবর্তীকালে চণ্ডীদাসের ভণিতায় এক টুকরা কাগজে আবিষ্কৃত হইয়াছে! ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় (ঐ, ৯৬-৯৭ পৃ: দ্রষ্টব্য) এই পদের ভণিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাহাই হউক এই পদটি যখন কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই, এবং প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও পাওয়া যায় না, তখন ইহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে।

যে মিল নাই, তাহা এ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অতএব এই গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে, অতএব বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কি পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু ইহাই দেখিতে চাই, প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন পদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে কি না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী বলিয়া ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবার পক্ষে বিশেষ অনুরায় রহিয়াছে। তথাপি নানা কারণে এইরূপ অদলবদল হইতে পারে। প্রথমতঃ প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত অনেকগুলি পদ আমরা বিবিধ সংগ্রহ-গ্রন্থের সাহায্যে শ্রাব্য হইয়াছি। এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ আহৃত থাকিতে পারে, এবং তাহা হইতে প্রচলিত পদাবলীতেও স্থান লাভ করিতে পারে, যেমন “প্রথম প্রহর নিশি” ইত্যাদি পদটি রূপান্তরিত আকারে পদাবলীতে পাওয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এক কাব্যের অনুকরণে রচিত পদ অপর কাব্যেও সন্নিবিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অনুকরণ মাত্র, মূল পদরূপে ইহাকে গ্রহণ করা যায় না। দানলীলার পালা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পদাবলীতেও পাওয়া যায়। হইতে পারে, এক গ্রন্থ অবলম্বনে অপর গ্রন্থে পদ রচিত হইয়াছে, আবার ইহাও সম্ভবপর যে, উভয় গ্রন্থেই কোন প্রাচীন আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহাই দ্রষ্টব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যান্য অংশের সহিত সর্বতোভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই এই পালাটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আবার প্রচলিত পদাবলীতেও ইহার অন্তর্ভুক্ত

অশ্রান্ত পালার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই দানলীলা রচিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মূল রচনাই হউক, কি অক্ষুরণই হউক যে গ্রন্থের মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট থাকে, সেই গ্রন্থের বিশেষত্ব রক্ষিত করিয়াই ইহা স্থাপিত হয়। এই জন্ম দুইখানি গ্রন্থ পরস্পর বিভিন্নধর্মী হইলে একগ্রন্থের কোন পদের ভাষা বা ভণিতা পরিবর্তিত করিলেই ইহা অপর গ্রন্থের পদে পরিণত হয় না, যেমন “সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম” ইত্যাদি পদটির “সই” স্থানে “বড়াই” এবং “শ্যাম” স্থানে “কারু” বসাইয়া ইহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদে পরিণত করিতে চেষ্টা করা বৃথা, কারণ এইরূপ পরিবর্তনেও ভাব ও বিষয়বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা সম্ভবপর হয় না। তৃতীয়তঃ ইহাও হইতে পারে যে, দুইটি কাব্য সাধারণে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি পদ রচনা করিয়াছেন, তৎপরে যে কোন কারণেই হউক ঐ সকল পদ এক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায়ুক্ত পদ-সম্বন্ধে বিচার করিবার কালে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ঐ সকল পদ সঙ্কলিত, না অক্ষুরণ-জাত, না অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা রচিত। এইরূপ ক্ষেত্রে ভণিতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে।

“প্রথম প্রহর নিশি” ইত্যাদি পদটি পদাবলীতে সঙ্কলিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ইহা পাওয়া যাইতেছে, এবং ঐ গ্রন্থে একটা পালার মধ্যে পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত অবস্থায় পদটি রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় যে, ঐখানেই ইহা স্বস্থানে গাধিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু পদাবলীতে ইহা সঙ্কলিত পদ মাত্র। অতএব সংগ্রহগ্রন্থের সাহায্যে যে ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে আহৃত হইয়া পদাবলীতে স্থান

লাভ করিয়াছে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

বাসকসজ্জা-পর্যায়ের তরুতে “বঁধুর লাগিয়া শেজ বিচারলু” ইত্যাদি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ. ২৮২ সং পদ; এই গ্রন্থের ৯৩৭ সং পদ)। পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, রাখা গহন বনে কোন কুঞ্জ সাজাইয়া কৃষ্ণের জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন, এবং সঙ্গে কোন সখী রহিয়াছে। এইরূপ কোন আখ্যায়িকার কল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোথাও হিঁল বলিয়া ধারণা করা যায় না। বিশেষতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত সখীসম্বোধনের পদমাত্রই সন্দেহজনক।

বাসকসজ্জার আর একটি পদও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, যথা—“সে যে বৃষভানু-সুতা” ইত্যাদি (তরু, ৩৩১; এই গ্রন্থের ৯৩৮ সং পদ)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ হইলে “সাগর-দুহিতা,” এবং “শ্যাম” স্থানে “কারু” ইত্যাদি থাকিত। এইপ্রকার অসঙ্গতি উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। এই পদের পাদটীকায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছি, এই পদ এবং পূর্ববর্তী পদের সহিত গীতগোবিন্দের ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা যে কোন সময়ে যে কোন কবির দ্বারা রচিত হইতে পারে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশেষত্ব কিছুই নাই।

তরুর ৫৭৫ সং পদটিও (এই গ্রন্থের ৯৩৬ সং পদ) বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। ইহা মানের পদ। সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে আনাইয়া রাখা মান করিয়াছেন, এবং কোন সখী তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কল্পনার বহির্ভূত

তরুর ১৯৬৬ এবং ১৯৯৩ সং পদদ্বয়েও বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। এই দুইটি পদ প্রথমখণ্ডের পরিশিফে ২ ও ৩ সংখ্যক পদরূপে টীকা সহ মুদ্রিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, রাখা

এক সখীকে দূতীরূপে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়াছেন। তৎপরে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া মাতাপিতা এবং সখীগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। পরে সখ্য, স্বাস্থ্য ও মধুরভাবের বশ্য বহিয়াছে। ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কল্পনার বহির্ভূত। ১৩৪৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডাক্তার শহীদুল্লাহ আমাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন (ঐ, ৩৫-৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই জাতীয় পদে ভগিতা অপেক্ষা বর্ণিত বিষয়ের মূল্যই বেশী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ অনুকৃত হইতে পারে, কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোন পালার মধ্যে অপরিবর্তিত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। এই জন্ম প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খাঁটি পদ সংগৃহীত হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে। ভাষার জন্ম নহে, কারণ পদাবলীতে ব্রজবুলি ও মৈথিলী ভাষায় রচিত পদের অভাব নাই, অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অবিকৃত রাখিয়াও পদ সংগৃহীত হইতে পারিত। আসল কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাবধারা ও বর্ণনারীতিই বিভিন্ন ধরনের। ইহা পূর্ববর্তী সংগ্রহকারগণ ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা বড় চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুকরণে আধুনিক ভাবধারায় রচিত পদগুলি লইয়া টানা হিঁচড়া চলিতেছে! ইহা সমস্যা নহে, কাল্পনিক সমস্যা-সৃষ্টি মাত্র। প্রচলিত পদাবলীর অঙ্গে এই জাতীয় কতকগুলি পদ আগাছার ন্যায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এক একটি পালার মধ্যে দুই একটি করিয়া পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ মাত্র, ইহাদের বিলোপেও মূল আখ্যায়িকার কোনই অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই জন্ম আমার বড় চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি সাধারণতঃ পরিশিষ্টে স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাহাতে পদাবলীর অঙ্গচ্ছেদ হয় নাই। অতএব

ইহার মূল পদাবলীর অঙ্গ নহে। বস্তুতঃ দ্বিজ বা দীন ভণিতার পদাবলীর মধ্যে বড় চণ্ডীদাস ভণিতার পদ যাহা আছে, তাহা যে সঙ্কলিত পদমাত্র ইহা অতি সহজ সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায় এই সকল অসম্বন্ধ কয়েকটি পদের রচয়িতা হিসাবে বড় চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করিলেও, শত শত পদাবলীর পদের রচয়িতা-হিসাবে তাহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এখন আদি ও কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই সকল পদ বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রাচীন পুথির উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আদি চণ্ডীদাস-ভণিতার দুইটি, এবং কবি চণ্ডীদাস-ভণিতার তিনটি পদ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন পুথিতে এই সকল ভণিতার কিছুই স্থিরতা নাই (ঐ, ১/০—১/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তারপর এই কয়টি পদ প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত রহিয়াছে, কোন পদাবলীর রচনার পক্ষে ইহার অপরিহার্য্য নহে। সূত্ররং মূল পদাবলীর রচয়িতা-সম্বন্ধীয় বিচারে ইহাদের দাবী উপেক্ষণীয়।

অতএব একমাত্র অবশিষ্ট রহিলেন দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস। প্রত্যেক পালার মধ্যে এই সকল ভণিতায়ুক্ত পদের প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়, এবং আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি, দীন চণ্ডীদাস যে এই সকল পালার রচনা করিয়াছিলেন তাহার নির্দেশও তিনি কাব্যমধ্যে স্পষ্টভাবেই দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একই পালার মধ্যে দ্বিজ এবং দীন এই উভয় প্রকার ভণিতাই দৃষ্ট হয়। ঘটনাপরম্পরায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদসমষ্টি এক একটি পালার মধ্যে একই কবির রচিত তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব

এইরূপ একই পালার মধ্যে বিভিন্নজাতীয় ভণিতা থাকিতে পারে না। যদি থাকে তাহা নিশ্চয়ই পরবর্তী যোজনা, এ জন্ম কবি দায়ী নহেন। এই সকল বিষয় প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে (ঐ, ৮০/০-৮২/০ সং পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, প্রথম .-১০২ সং পদের মধ্যে যেখানে কবির বিশেষত্ব-স্বাপেক্ষ ভণিতা আছে, তথায় সর্বত্রই দীন, একটি পদেও “দ্বিজ” পাওয়া যায় না। ইহার পবেই গোষ্ঠালীলা। তন্মধ্যে পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি ৬টি পালা (১০৩-১১২ সং পদ দ্রষ্টব্য) পর পর সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (প্রথমখণ্ড ১১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী অক্রুরাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবসম্মিলন পর্য্যন্ত পালাগুলিও পরস্পর সংযোজক সূত্রে আবদ্ধ। অতএব ইহারা যে একই কবির রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যেও ভণিতার ধারা এইরূপ :—১১১ সং পদে নী-তে দ্বিজ, কিন্তু এই পদেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৯৫, ২৩৯৪ সং পুথিদ্বয়ে দীন ভণিতা রহিয়াছে। অতএব এই দ্বিজ বা দীন বিশেষণে যে একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর ১১৫ সং পদে দ্বিজ, কিন্তু সেই পালাতেই ১৩৪ সং পদে নী-তে দ্বিজ, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৫ ও ২৩৯৪ সং পুথিদ্বয়ে দ্বিজ, বা দীন কোন ভণিতাই নাই। আবার ১৩৮ সং পদে ২৯৮ সং পুথিতে আছে দীন, ২৩৯৪ সং পুথিতে দ্বিজ, কিন্তু নী-তে দ্বিজ বা দীন কিছুই নাই। তৎপরে ১৪৬, ১৪৯(ক), ১৫২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৯৯, ২০৯, ২৩৫, ২৮৯ প্রভৃতি সংখ্যক পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু ১৬৩, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০৩, ২০৬, ২২৩, ২২৯, ২৪২, ২৮৮, ২৯১ প্রভৃতি সংখ্যক পদে দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়।

এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা প্রথম-খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম—“প্রথমখণ্ডের চারি শতাধিক পদের মধ্যে এমন একটি পদও নাই, যাহা হইতে দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে।”

পদকল্পতরুর ভূমিকায় আমাদের এই সিদ্ধান্ত অগ্ৰভাণে গ্রহণ করিয়া সতীশ বাবু লিখিয়াছেন— ‘দীন চণ্ডীদাসের পুথিতে কচিৎ কোনও পদে “দ্বিজ” চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। অবশ্য একথা বলিলে “দ্বিজ চণ্ডীদাস” ভণিতার সকল পদই ‘দীন’ চণ্ডীদাসের রচিত, একরূপ সিদ্ধান্ত হয় না; কেন না, উহাতে Undistributed Middle নামক একটা fallacy হইয়া পড়ে।’ (ঐ, ৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সতীশবাবু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখিয়া যাক্তে পারেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, আমরা পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভণিতা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। একরূপ করিলে অবশ্যই প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইতে হয় যে, সর্বত্রই দ্বিজ স্থানে দীন রহিয়াছে, নতুবা Undistributed Middle নামক fallacy হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা ত পদগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করি নাই, এক একটা পালা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। একটা পালা যে একই কবির রচিত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না, অতএব তন্মধ্যগত ভণিতার বিভিন্নতার জন্ম প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয় না। দীন চণ্ডীদাসের পালার মধ্যে যদি কোন পদে দ্বিজ ভণিতা থাকে, তাহা হইলে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, ঐ পদ দীন

চণ্ডীদাসই রচনা করিয়াছেন, দ্বিজ ভণিতা পরবর্তী আরোপ মাত্র। এ জন্ম দ্বিজ ভণিতার প্রত্যেক পদ লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয় না। এখানে কেবল পালাবন্ধ রচনার কথাই বলা হইয়াছে, বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ-সম্বন্ধেই Undistributed Middle নামক fallacy-র কথা উঠিতে পারে।

এখন দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাউক। ইহার ৪১২ হইতে ৫১১ সংখ্যক ৯০টি পদের সর্বত্রই দীন ভণিতা রহিয়াছে, কোথাও দ্বিজ নাই। তৎপরে গৌণরাসের পালা। ইহার ভণিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৫১২, ৫১৫, ৫৩৬ ও ৫৩৭ সংখ্যক পদে দীন ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ৫৯, ৫২২, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩৩ ও ৫৩৫ সংখ্যক ছয়টি পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়, এবং ৫৩২ ও ৫৩৪ সংখ্যক দুইটি পদে বাণুলী ও ধোবানীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৯ এবং ৫৩৩ সংখ্যক পদদ্বয়ের পাঠান্তরে দ্বিজ ভণিতা নাই, এবং ৫২৭ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে দ্বিজ স্থানে দীন রহিয়াছে। তৎপর মহারাসের পালা। ইহার প্রবেশিকায় তদন্তর্গত পদগুলির ভণিতা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে (৪১৬-৪১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই পালার ৫৭৮, ৬০০, ৬০১, ৬০৭, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৭০, ৬৭২, ৬৭৩ ও ৬৭৪ সংখ্যক ১৩টি পদে দীন ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু ৫৪১, ৫৪৬, ৫৫৭, ৫৫৬, ৫৭৪, ৫৮৩, ৫৯৩, ৫৯৬, ৫৯৭, ৬২১, ৬২৭ ও ৬৫৯ সংখ্যক ১২টি পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

ইহার পরে পূর্বরাগের পালা। ইহার প্রথমংশ নীলরতনবাবুর সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'পদাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে এবং পরবর্তী অংশ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া গিয়াছে (৫০৭-৫০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সমগ্র পালাটির মধ্যে ৬৭৭, ৬৯৫, ৬৯৮, ৭০০, ৭০৩, ৭০৮, ৭০৯ এবং ৭২৯ সংখ্যক ৮টি পদে দ্বিজ, এবং ৭১৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪১, ৭৪৩ ও ৭৫৫ সংখ্যক ৬টি পদে দীন ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। ইহাই মূল আখ্যায়িকার অবস্থা। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, পালার প্রথমমাংশে দ্বিজ ভণিতাই রহিয়াছে, এবং ইহার মধ্যেই চৈতন্য-পরবর্তী বিশেষত্বজ্ঞাপক দ্বাদশ-গোপাল, গধুমঙ্গল, ত্রিবিট প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং বিদগ্ধমাধবের প্রভাবজ্ঞাত "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম" এই উৎকৃষ্ট পদটিও পাওয়া যায়। কিন্তু শেষের অংশে সর্বত্রই দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। তবে কি দুই কবি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া একই পালা রচনা করিয়াছেন, না একই পালাতে, যে কোন কারণেই হউক, দুই প্রকার ভণিতা আরোপিত হইয়াছে? পালাটি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, দ্বিজ ভণিতায়ুক্ত প্রথমমাংশে সূর্যাপূজা ছলে আনিয়া রাখাক্ষের মিলন সংঘটন করাইবার উক্তি রহিয়াছে (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য), আবার দীন ভণিতায়ুক্ত এই পালারই শেষের অংশে পূজার ছলেই রাখাক্ষের মিলন সংঘটিত করাইয়া পালার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। উভয়দিকেই কৃষ্ণ-স্বল ঘটিত এক আখ্যায়িকারই ক্রমিক পরিণতি দৃষ্ট হয়। অতএব এই দুই অংশ-সমন্বিত সমগ্র পালাটি যে একই কবি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন কবি কে? দ্বিজ, না, দীন? ইহা নির্ধারণ করিবার জন্ম অণু কোন প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যখন দেখা যায় যে, এই পালারই শেষের অংশ দীন চণ্ডীদাস রচিত বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এবং কৃষ্ণ-স্বল-ঘটিত পূর্ব-রাগের পালা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া

নির্দেশ কবি ঐ কাব্যের মধোই দিয়া গিয়াছেন, তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, পালাটি প্রকৃত পক্ষে দীন চণ্ডীদাসই রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে মাত্র।

ইহার পরে যুগলমধুররসের পালা। তদন্তর্গত বিশ্রলস্ত-পর্যায়ের আক্ষেপানুরাগের পদগুলিই কবিত্বের হিসাবে উৎকৃষ্ট। এই পর্যায়ের ধারাবাহিক পালা রচনা করিবার সুযোগ নাই। কবি রসশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিষয়টিকে আটভাগে ভাগ করিয়া বিচ্ছিন্নভাবেই পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই সুযোগে এই পর্যায়ের নানা প্রকার ভণিতায়ুক্ত পদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা যাইবে। উপরে এই যে ভণিতার ধারা প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসই মূল পদাবলী রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ এই দুই বিশেষণে একই কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিজ ভণিতা জাতি-বাচক, আর দীন ব্যক্তিত্ব-সূচক। যিনি দীন, তিনি দ্বিজও হইতে পারেন। এ জন্ম এই দুই প্রকার বিশেষণে একজনকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু কবি নিজে যে এক প্রকার ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, কবির নিজের ভণিতা কি ছিল সেই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত কোন নির্দেশ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় কি না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৮৯ সংখ্যক পুথিতে দুই সহস্রাধিক পদ-সমন্বিত যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্গত যাবতীয় পালাই কবি নিজে রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সর্বত্রই দীন ভণিতা

রহিয়াছে, একটি পদেও দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি প্রকৃতপক্ষে নিজেকে দীন বিশেষণেই প্রচার করিয়া-ছিলেন, কখনও দ্বিজ ভণিতা গ্রহণ করেন নাই, দ্বিজ পরবর্তী আরোপ মাত্র। এই জন্ম এই গ্রন্থ “দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী” আখ্যায় অভিহিত হইয়া মুদ্রিত হইল। তথাপি কেহ যদি কবিকে দ্বিজ চণ্ডীদাস আখ্যায় অভিহিত করিলে সন্দেহ হন, আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি—“মহাশয়, ষাঁহাকে বামুন বলি, তাঁর গায়েই ঐ নামাবলি।”

অতএব মূল পদাবলীর রচয়িতা-হিসাবে অল্প কোন চণ্ডীদাসের কল্পনা করা যায় না। বিভিন্ন পালার সমষ্টিতেই প্রচলিত পদাবলী গঠিত হইয়াছে। ইহার শাখা-শাখায় স্থানে স্থানে দুই-একটি অল্পপ্রকার ভণিতায়ুক্ত পদ সন্নিবিষ্ট থাকিলেও তাহা দ্বারা মূল পদাবলীর রচয়িতা নির্ণীত হইতে পারে না, বরং ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মূল আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল পদ পরবর্তী কালে রচিত হইয়া পদাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে। ইহার পদাবলীর অঙ্গ নহে, অঙ্গজ কুন্তুম মাত্র। এখন আমরা এই সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কবিত্বময় কতকগুলি পদের রচয়িতা-হিসাবে অল্প এক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা হইয়া থাকে। এই ধারণা সঙ্গত কি না, সেই সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্ম প্রথমতঃ পূর্ববরাগের পালাটিই গ্রহণ করা হইল। ইহার মধ্যে রূপ-বর্ণনার পদগুলিই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ পদের সংখ্যা ১৩টি (৬৭৯-৬৮৪, ৭৩০-৭৩৬ সং পদ দ্রষ্টব্য)। নী-তে ৪ হইতে ১৬ সংখ্যায় চিহ্নিত হইয়া ইহার মুদ্রিত হইয়াছে। পদকল্পক্রেতে ইহাদের ৬টি মাত্র পদ সঙ্কলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ১৯৮, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২১০ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

নানা কারণে এই পদগুলি সন্দেহজনক বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। প্রথমতঃ রূপ বর্ণনার পদে কৃষ্ণ বক্তা, এবং সুবল শ্রোতা। পালার প্রারম্ভেই অর্থাৎ ৬৭৬-৭৮ সংখ্যক তিনটি পদে (নী, ১-৩ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণ সুবলের নিকট রাখার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ৬৮৫ সং পদে (নী, ১৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণের কথা শুনিয়া সুবল প্রত্যুত্তর দিতেছেন। অতএব কৃষ্ণ এবং সুবলকেই যে বক্তা ও শ্রোতরূপে গ্রহণ করিয়া কবি পালাটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় রূপ-বর্ণনার এই সকল পদে “সখী” বা “সই” জাতীয় সম্বোধন রহিয়াছে কেন? কৃষ্ণ ত কোন সখীর নিকটে এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছেন না, অথচ দেখা যাইতেছে যে, পালার অন্তর্গত আঞ্জিনায় দেখার ঘটনা অবলম্বনেই পদগুলি রচিত হইয়াছে, কিন্তু রচয়িতা সুবলের কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন! ইহা পালা-রচয়িতা কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয়তঃ পালার প্রথম দুইটি পদে (৬৭৬-৬৭৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) রাখার রূপ-বর্ণনার পরে তৃতীয় পদে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

দেখিয়া মূরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগিল তাই।
যেই সে দেখিল তখন হইতে
কিছু না সন্ধিৎ পাই ॥
ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
স্নাত সুবল সখা। ইত্যাদি
(৬৭৮ সং পদ)

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রূপ-বর্ণনা শেষ করিয়া এখন নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পরে ৬৮৫ সংখ্যক পদটি পাঠ করিলেই আখ্যায়িকার ক্রম রক্ষিত হয়।

অতএব মধ্যবর্তী রূপ-বর্ণনার ৬টি পদ এই পালার পক্ষে অত্যাবশ্যিক নহে। আবার এই সকল পদই সখী-সম্বোধনে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে “সুবল” ছিল, পরে পৰিবর্তিত হইয়াছে, ইহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ কোন পুথিতেই এই সকল পদে সুবল-পাঠ পাওয়া যায় নাই। ইহা এই ধারণার অনুকূল নহে। তৃতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, একই কবি একই বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়া এই ভাবের এতগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা। এই সকল পদ-রচনায় যে মৌলিকত্ব নাই, তাহা আমরা পাদটীকায় প্রদর্শন করিয়াছি, কারণ সংস্কৃত কাব্যনাটকাদিতে নায়িকার রূপ-বর্ণনায় এই জাতীয় উপমার প্রয়োগই লক্ষিত হইয়া থাকে। ৫১৫ পৃষ্ঠায় অত্র এক কবির রচিত একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই গতানুগতিক রীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। অনেকে এই পদগুলির অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, চণ্ডীদাসের অনন্যসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন এই সকল পদে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, যিনি এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন, তিনি অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র, সংস্কৃত কাব্য-ভাণ্ডার যথেষ্ট লুণ্ঠন করিয়া মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কল্পনার মৌলিকত্ব নাই, কিন্তু অনুকরণের কৃতিত্ব রহিয়াছে। অতএব কবিত্বের কথা মনে হইলেই প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে, কাহার কবিত্ব? পদ-রচয়িতার, না পূর্ববর্তী কবিগণের? এই সকল ধার করা জিনিষের মোহে অভিভূত হইবার কোনই কারণ নাই।

চতুর্থতঃ—এই পদগুলিকে বড় চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না। আমরা ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতেছি না, কারণ অনেকে হয়ত বলিবেন যে, যুগে যুগে গায়ক ও লিপিকরদিগের

দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া ভাষা বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু পদবর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। রাধাকে আঙ্গিনায় বা স্নানের ঘাটে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ কোন আখ্যায়িকা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বড়াইল মুখে রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া (চক্ষু দেখিয়া নহে) কৃষ্ণের হৃদয়ে অভিলাষ জাগরিত হয়। অতএব এই সকল পদের স্থান শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই। উক্ত গ্রন্থের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ছিল, কল্পনা করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, কারণ তাহা সম্পূর্ণই “হয়ত” পর্য্যায়ভুক্ত।

পঞ্চমতঃ ভণিতাদি লইয়া আলোচনা করিলেও সন্দেহ গাঢ়তর হয়—

“খির বিজুরি সম যে গৌরী” ইত্যাদি পদটি (১৩২ সং পদ দ্রষ্টব্য) রসকল্পবল্লা গ্রন্থে গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পূর্বরাগ বর্ণনায় চণ্ডীদাস যে সংযম ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই প্রশংসার্হ। স্নান করিতে যাইবার সময় রাধার সহিত যখন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল, তখন উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়াছিল মাত্র, এবং রাধা কৃষ্ণের রূপ মানন-পটে আক্লিত করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন (১১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ সাবধানা কবির পক্ষে রাধাকে স্নানের ঘাটে বসাইয়া নানাপ্রকার চঞ্চলতার পরিচয় প্রদান করান সম্ভবপর নহে। ইহা যে অল্প কোন কবির উদ্ভট কল্পনা প্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুদক্ষ শিল্পী আদর্শকে নানা প্রকার কৃত্রিম ভঙ্গীতে সুদৃশ্য করিয়া যেমন স্বায় শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করেন, এই পদেও সেইরূপ কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ ভঙ্গী বর্ণনার পদ, মনে হয় যেন সিনেমার চিত্র গৃহীত

হইতেছে। অতএব ইহার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হইলেও ইহাকে দীন চণ্ডীদাসের পদরূপে আমরা চিহ্নিত করিতে পারি না (উক্ত পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৩৩ সং পদটি তরু এবং নী-তে “সজনি” সম্বোধনে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার চতুর্থ পঙ্ক্তিতেই রহিয়াছে—

শুনহে পরাণ সুবল সাক্ষাতি
কো ধনা মাজিছে গা ?

অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পদের মধ্যেই কৃত্রিমতার নিদর্শন বর্তমান আছে। সুবল-সম্বোধনের এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, অথচ ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিলে ভণিতায় বাশুলীর উল্লেখ থাকিত না, কারণ এই জাতীয় ভণিতার ধারা শিনি কখনও অবলম্বন করেন নাই। অতএব ইহা কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত নহে। প্রকৃত পক্ষে পদটি জগন্নাথ ও লোচনদাসের ভণিতায় অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যাইতেছে! ইহার কেহ ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন।

“হাম সে অবলা, হৃদয় অখলা” ইত্যাদি পদটি (৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পূর্বরাগ বর্ণিত হয় নাই, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীর সাহায্যেও কৃষ্ণলালা অমুগ্ধিত হয় নাই, অতএব এই পদটিকে উক্ত গ্রন্থের কোথাও স্থাপন করা যায় না। আবার বিশাখা পট দেখাইয়া রাধার মনে পূর্বরাগ জাগরিত করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন আখ্যায়িকার আভাসও প্রচলিত পদাবলীর পূর্বরাগের পালাতে নাই, কিন্তু বিদগ্ধমাধবে রহিয়াছে। ইহা যে উক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদের পদ মাত্র, তাহা এই

পদের পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, অন্য কোন লোক কর্তৃক রচিত এই পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। “সোনার নাভিনী, এমন যে কেনি” ইত্যাদি পদটিও (৭২৩, ৭২৩ ক সংখ্যক পদদ্বয় দ্রষ্টব্য) কোন চণ্ডীদাসের রচিত নহে। পাদটীকায় ইহা আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি (৫৫৬-৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহার পূর্বে ১৩৩৬ সালের প্রবাসী-পত্রের আমরা ইহাকে জাল পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। তথাপি নচ-তে এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের পদরূপে প্রথমেই স্থাপিত হইয়াছে! ইহার ভণিতা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ১৩৪৩ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ডাক্তর শগীহুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছেন—“বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সহিত মিল নাই। শ্রীরাধার পূর্বরাগ বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের বিপরীত। * * অধিকন্তু প্রমাণ “বড়ু”র পাঠান্তর “এই” আছে।” কিন্তু আমাদের প্রদত্ত পাঠান্তরে দুইখানি পুথিতে “বড়ু” বা “এই” কিছুই নাই। উক্তের সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন—“পূর্বরাগ এই পর্য্যায় আখ্যা আমাদের দেওয়া। উহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডের পদের সহিত সামঞ্জস্য বিद्यমান।” যে কবি রাধার পূর্বরাগ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহার ভণিতায়ুক্ত একটা বিচ্ছিন্ন পদ তাঁহাকে আরোপ করিতে পারা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। নায়িকার পূর্বরাগ আগে বর্ণনা করিতে হয়, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এই পদটিকে প্রথমে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার সে ব্যতিক্রমও সম্ভবপর তাহা ৫১০-৫১১ পৃষ্ঠার টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রচলিত পদাবলীর পূর্বরাগের পালায় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যখন শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগই আগে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন একটা

মামুলী ধারণার বশবর্তী হইয়া এই পদটিকে প্রথমে স্থাপন করিবার কোনই কারণ নাই। বংশীখণ্ডের পদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিবার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বংশীখণ্ডের সমগ্র পালাটিই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই পদটি নাই। আর যদি ভাবসাদৃশ্য থাকিয়াই থাকে, তবে তাহা অনুকরণই বলা যাইতে পারে, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। “বাড়িয়া ভাস্মিবে তোর মাথা” এই অংশটিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগের আদিমতার পরিচায়ক বলা হইয়াছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি আমার ছাত্র শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, শ্রীহট্টে সংগৃহীত একখানি পুথি হইতে দ্বিজ গুরুদাস ভণিতায়ুক্ত একটি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে আছে—

রাই, এমন কেন বা হলে।

ঘরে আসি নাহি খায় সদা মেঘপানে চায়
কোথায় বা কিবা দেখে এলে ॥

একে কুলবতী নারী তাহে তোর কুল বৈবী
সদা মরে গুরুজন-ডরে।

সুনিলে এসব কথা বাড়িয়া ভাস্মিবে মাথা
তবে কি থাকিতে দিবে ঘরে ॥ ইত্যাদি

ইহার সহিত আলোচ্য পদটির (৭২৩ ক সংখ্যক পদের) ৯-১৪ পঙ্ক্তির ভাব-সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। এই ভাবের পদ যে কোন কবি যে কোন সময়ে রচনা করিতে পারেন। এ জন্ম বড়ু চণ্ডীদাসকে বিশেষরূপে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার পদের শেষভাগে রাধাকে “বড়ুয়ার বধু” বলা হইয়াছে, কিন্তু পূর্বরাগের পালাতে রাধা সর্ব্বত্রই বৃষভাসু-দুহিতা, অভিমম্ব্যুর সহিত যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, ইহার আভাসও এই পালাতে পাওয়া যায়

না। অতএব এই উক্তিও অতীব সন্দেহজনক।
(পদটির পাদটীকাও দ্রষ্টব্য)।

যষ্ঠতঃ—পূর্ববরাগের পালায় দুইবার যমুনা-স্নানের
প্রসঙ্গ রহিয়াছে। প্রথমবার যমুনা-স্নানের সময়ে
রাধার সঙ্গে একজনমাত্র সখী ছিল, যথা—

তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
যমুনা সিনান লাগি।

৭১১ সং পদ

কিন্তু ইহার পরেই কবি বলিয়াছেন—

সূর্য্যপূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব ॥

৭১৩ সং পদ

অংশেষে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার পরে
রাধা সখীগণের সঙ্গে পুনরায় যমুনার স্নান করিতে
চলিয়াছেন—

চলল যমুনা-সিনান-আশে।
সহচরিগণ রাধারে পুছে ॥

৭৪৩ সং পদ

কিন্তু ইহার পরবর্তী পদেই পালাটি শেষ হইয়া
গিয়াছে, অতএব এই পালাতে স্নানের আর কোন
প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না। সূত্রাং রাধার
স্নান-কালীন রূপ-বর্ণনার পদ পালার মধ্যে যাহা
কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা প্রথম স্নানের প্রসঙ্গেই
রহিয়াছে, দ্বিতীয় স্নানের প্রসঙ্গে নহে। অথচ ৭৩৪
সং পদে আছে—

সখীগণ সঙ্গে যায় কত সঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।

ছ

আবার ৭১৭ সং পদেও আছে—

“আজু গিয়াছিলুঁ যমুনা-সিনানে
দুই চারি সখী সঙ্গ।

কিন্তু অগ্র—

সঙ্গে কেহো নাই শুন ওরে ভাই
মদনে করিল ভোর।

৭৩০ সং পদ

এখন, যে কবি রাধাকে একজনমাত্র সখীর সঙ্গে
যমুনা-স্নানে পাঠাইয়াছেন, তিনি পুনরায় নিজেই
“সখীগণের” অথবা “সঙ্গে কেহো নাই” এই প্রকার
বিরুদ্ধ ভাবাত্মক উক্তি করিতে পারেন কি? এই
সকল পদে যে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য
রক্ষিত হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে,
অর্থাৎ পালার অন্তর্গত ঘটনাবিশেষ অবলম্বন করিয়া
অগ্র কেহ এই সকল পদ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধার পূর্ববরাগ পর্যায়ে স্থাপিত ৭১৪ সং
পদের অনুরূপ একটি পদ জ্ঞানদাসের ভণিতাতেও
পাওয়া যায়, এবং ইহাতে বিদগ্ধমাধবের প্রভাবও
লক্ষিত হয় (টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭১৫ সং পদে বিদগ্ধ-
মাধবের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না (টীকা
দ্রষ্টব্য)। ৭১৬ সং পদেও বিদগ্ধমাধবের প্রভাব
পড়িয়াছে। অতএব এই সকল পদ চৈতন্যপূর্ববর্তী
চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া ধারণা করা
যাইতে পারে না।

৭২৭ সং পদের প্রথম দুই পঙ্ক্তি এই—

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।

নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন।

অর্থাৎ বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণের অবস্থার সংবাদ
লইয়া এক সখী রাধার নিকট যাতায়াত করিতেছে।
এই কল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই, দীন চণ্ডীদাসের

পূর্বরাগের পালাতেও নাই। ৬২৮ সং পদেও সখীর উক্ত প্রকার উক্তি রহিয়াছে, অথচ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পদটি রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৪৬ সং পদেও বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা দৃষ্ট হয়। বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার যে অবস্থা হইয়াছে তাহাই এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ হয়তঃ ইহাকে শ্রীকৃষ্ণকৌর্তনের বংশীধ্বনের পদ বলিয়া মন্তব্য করিতে পারেন। কিন্তু বংশীধ্বনের সমগ্র পালাটিই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই পদটি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ইহা যে বিদগ্ধমাধবের প্রভাব-জ্ঞাত তাহাও পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পদটীকে সন্দেহজনক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ৭৪৭ সং পদেরও এই অবস্থা (ইহার টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্বরাগের পালায় সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ কবিত্তময় পদ লইয়া এখানে আলোচনা করা হইল। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মূল আখ্যায়িকার সহিত ইহাদের নানা প্রকার অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এইজন্য পদগুলিকে অতীব সন্দেহজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। বস্তুতঃ মূল আখ্যায়িকার সহিত পদবর্ণিত বিষয়ের তুলনা করিলেই নকল ধরা পড়ে। ইহা নকল ধরবার এক প্রধান সূত্র। কিন্তু খাঁটি পদে ভাব-বৈষম্য থাকে না, অতএব সেই সকল পদ-বিচারে নকলের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। আবার নকলকারী যদি ভাবের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিয়া পদ রচনা করেন, তাহা হইলে সেই নকল ধরাও কষ্টকর হয়, যেমন প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে স্থাপিত ৯ সং পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট ১০ সং পদটিও (নিষেধ নিলজ বনমালি, ইত্যাদি, ৭৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য) যে এই জাতীয় তাহা

পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অনেক নকল-কারী এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে না, অতএব তাহাদের পদে সাধারণতঃ ভাব-বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভণিতা এবং কবিত্তই এই সকল স্থলে প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে।

এখন আক্ষেপানুরাগের পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই অধ্যায়টি পালার আকারে রচিত হয় নাই। রসশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী বিষয়টিকে আট ভাগে ভাগ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি, রাধার নিজের প্রতি প্রভৃতি পর্যায়বিভাগে পদগুলি রচিত হইয়াছে, এবং সমগ্র অধ্যায়টিতে রাধার আক্ষেপই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। পদগুলি কবিত্তে উৎকৃষ্ট স্থানীয় বটে, কিন্তু আখ্যায়িকামূলক পালার আকারে রচিত হয় নাই বলিয়া এক এক পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবেই সঙ্কলিত রহিয়াছে। অতএব এই পদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে ইহাদিগকে পালার মধ্যে স্থাপন করিয়া বিচার করা চলে না, বিভিন্ন প্রাচীন পুথিতে ইহারা কি রূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াই আমরাদিগকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। নিম্নে পদগুলির টীকা হইতে সঙ্কলিত করিয়া ইহাদের ভণিতার বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে ৭৫৮-৭৬৮ সংখ্যক ১১টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩টি পদে দ্বিজ ভণিতার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের দুইটির ভণিতা পাঠান্তরে কিরূপ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ৭৫৯ সং পদে (কি মোহিনী জান বঁধু ইত্যাদি) নী এবং তরুতে বাশুলীর উল্লেখ করা দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু নী-র পাঠান্তরে এবং বিশ্ববিভ্যালয়ের ২৯২ সং পুথিতে দ্বিজ

ভগিনী দৃষ্ট হয় না, আবার তরুর পাঠাস্তরেও বাশুশীর উল্লেখ নাই। ইহা ব্যতীত কোন কোন পুথিতে ভবানন্দ, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতির ভগিনীও মিলিতেছে। ৭৬১ সং পদে (যখন পীরিতি কৈলা, ইত্যাদি) নী-তে দ্বিজ, তরুতে “কবি”, এবং উক্ত ২৯২ সং পুথিতে ধোবানী-চরণ ধ্যানকারী চণ্ডীদাস রহিয়াছে। ৭৬৬ সংখ্যক পদটি নী ভিন্ন অগ্নত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহার দ্বিজ ভগিনীর পাঠাস্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই পর্যায়ে স্থাপিত অধিকাংশ পদের ভাবসাদৃশ্য যে প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত অগ্নাত্র পদেও দৃষ্ট হয়, তাহা টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বংশীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে ৭৬৯-৭৭৬ সংখ্যক ৮টি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫টি পদে দ্বিজ ভগিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৭৭০ এবং ৭৭১ সং পদদ্বয় তরু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খানি পুথিতে একই পদরূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। যদি ইহাই পদের আদিক্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ৭৭০ সং পদের ভগিনী পরবর্তী আরোপ মাত্র। আবার ৭৭১ সং পদের দ্বিজ ভগিনী নীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনখানি পুথিতে, এবং নচ'র দুইটি পাঠাস্তরেও পাওয়া যায় না, অথচ একখানি পুথিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভগিনীও রহিয়াছে। ৭৭৬ সং পদে বড়ু, দ্বিজ, ও দীন এই তিন প্রকার ভগিনীই পাওয়া যায়। ৭৭৪ এবং ৭৭৫ সং পদদ্বয় নী ভিন্ন অগ্নত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া দ্বিজ ভগিনীর স্বরূপ বুঝা যাইতেছে না।

শিঙ্গের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে ৭৭৭-৭৯১ সংখ্যক ১৬টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২,

৭৮৩, ৭৮৪, এবং ৭৯১ সং পদে বড়ু, আর ৭৮৭ সং পদে তরুতে “ইথে চণ্ডীদাস বড়ু”, নী-তে “ইথে চণ্ডীদাস কবি”, এবং পাঠাস্তরে—“কবি—বড়ু”, ২৯১ সং পুথিতে “চণ্ডীদাস মার্ত্ত”, ২৯৮ সং পুথিতে “চণ্ডীদাস তবে”, ২৯২ এবং ২৯৩ সং পুথিতে “বড়ু চণ্ডীদাস”, অগ্নত্র “দ্বিজ চণ্ডীদাস” প্রভৃতি ভগিনী পাওয়া যায়। আবার পদটি যদুনাথ দাস, জ্ঞানদাস ও নরহরির ভগিনীতেও মিলিতেছে। ৭৮৩ সং পদে দ্বিজ, দীন, এবং বড়ু এই তিন প্রকার ভগিনীই পাওয়া যায়। ৭৮৪ সং পদের একটি পাঠাস্তরে বড়ু ভগিনী দৃষ্ট হয় না। ৭৯১ সং পদের দুইটি পাঠাস্তরে বড়ু ভগিনী পাওয়া যায় না, আবার পয়ার ছন্দে রচিত এই পদের অনুরূপ আর একটি পদেও বড়ু ভগিনী নাই (৭৯১ সং পদ ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য)। ৭৮০ এবং ৭৮১ সং পদদ্বয়ে বড়ু ভগিনী থাকিলেও ভাবে যে ইহারা প্রচলিত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত অগ্নাত্র পদের সহিত সাদৃশ্যসম্বিত তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ৭৮৭ সং পদে দ্বিজ এবং বড়ু ভগিনী পাওয়া যায়, আবার কোন কোন পাঠাস্তরে ঐরূপ বিশেষত্বজ্ঞাপক কিছুই দৃষ্ট হয় না (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

সখীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে ৭৯২-৮৪০ সংখ্যক ৪৯টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৭৯২ সং পদে নী এবং তরুতে দ্বিজ ভগিনী দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খানি পুথিতে দ্বিজ নাই। নচ'র অনেক পাঠাস্তরেও “দ্বিজ” পাওয়া যায় না। এবং একটি পাঠাস্তরে দ্বিজ শ্যামদাসের ভগিনী রহিয়াছে।

৮০১ সং পদে তরুর পাঠাস্তরে “বড়ু”, ৯৮ সং পুথিতে “দ্বিজ”, এবং তরু, নী ও অগ্ন ট্র

খানি পুথিতে শুধু “চণ্ডীদাস”, আবার অল্পত্র রাজীবলোচনের ভণিতা পাওয়া যায়।

৮১১ সং পদে নী এবং তরুতে “দ্বিজ”, দুই খানি পুথিতে “কবি”, একখানি পুথিতে কেবল “চণ্ডীদাস”, এবং অল্পত্র “কবি দ্বিজ” ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত “বাম্বুলী” সহ “দ্বিজ” ভণিতাও মিলিতেছে।

৮১২ সং পদে নীতে বাম্বুলী সহ “কবি”, তরুতে “দ্বিজ”, এবং তিনখানি পুথিতে কেবল “চণ্ডীদাস” ভণিতা দৃষ্ট হয়।

৮৩২ সং পদটি তরুতে জ্ঞানদাসের পদরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

৮৩৪ সং পদটি একমাত্র নীতেই পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৮২১ এবং ৮৩৮ সং দুইটি পদে বাম্বুলী সহ চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৪১টি পদে সর্বত্রই কেবল চণ্ডীদাস।

দূতীর প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে মাত্র একটি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে (৮৩১ সং পদ), তাহাও দ্বিজ ও দীন ভণিতায় পাওয়া যায়।

বিশ্বাতার প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে ৮৪২-৮৪৭ সংখ্যক ৬টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে—

৮৪২ সং পদে “কবি”, “দ্বিজ”, এবং শুধু চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৪৫ সং পদে বাম্বুলীর সহিত দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। পদটি বোধ হয় তরু হইতে নীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল, কারণ অল্পত্র ইহা পাওয়া যায় নাই।

৮৭৫ সং পদে বাম্বুলীসহ চণ্ডীদাস ভণিতা রহিয়াছে।

৮৪৬-৭ সং পদদ্বয়ে “দ্বিজ চণ্ডীদাস” আছে।

কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে একটিমাত্র পদ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাও কেবল “চণ্ডীদাস” ভণিতায় পাওয়া যায়।

গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

এই পর্যায়ে ৮৪৯-৮ ৪ সংখ্যক ৬টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে—

৮৫১ সং পদে তরুতে “দ্বিজ”, পাঠান্তরে “কবি”, নীতে বাম্বুলী ও চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৫২ সং পদের পাঠান্তরে যদুনাথ দাসের ভণিতা মিলিতেছে।

৮৫৪ সং পদে “দ্বিজ”, এবং পাঠান্তরে বলরাম দাসের ভণিতা রহিয়াছে।

প্রেমের প্রতি আক্ষেপ

ইহার পরে পীরিতির প্রতি আক্ষেপ পর্যায়ে ৮৫৫-৮৯৬ সংখ্যক ৪২টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮৫৮ সং পদে বাম্বুলী ও চণ্ডীদাস, ৮৫৯ সং পদে “দ্বিজ” ও পাঠান্তরে কেবল চণ্ডীদাস পাওয়া যায়।

৮২২ সং পদে বাম্বুলীকে নাম্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে স্থাপন করা হইয়াছে।

৮৬৩ সং পদে বাম্বুলী ও চণ্ডীদাস।

৮৬৪ সং পদে বাম্বুলীর চরণ বন্দনা করিয়া কবি রজক-নারীর উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন।

৮৭০ সং পদে বাম্বুলী ও চণ্ডীদাস।

৮৭২ সং পদে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভণিতা পাওয়া যায়।

৮৭৫ সং পদে “দ্বিজ চণ্ডীদাস” আছে।

৮৭৬ সং পদে চণ্ডীদাস ও নরহরির ভণিতা রহিয়াছে।

৮৮২ সং পদে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

৮৮৫ সং পদে “বড়ু” ও “বড়ু দ্বিজ” চণ্ডীদাস পাওয়া যায়।

৮৮৮ সং পদে “দ্বিজ” “দীন” এবং জসদানন্দনের ভণিতা রহিয়াছে।

৮৯০ সং পদে “দ্বিজ”, ৮৯২ সং পদে “বড়ু”, এবং ৮৯৪-৯৬ সংখ্যক তিনটি পদে “দ্বিজ” ভণিতা দৃষ্ট হয়। এই পদগুলি নী ভিন্ন অগ্ৰত পাওয়া যায় নাই।

উপরে এই যে ভণিতার বিশৃঙ্খলতা প্রদর্শিত হইল, ইহা সংঘটিত হইবার কারণ কি? যেখানে দ্বিজ ও দীন পরস্পর অদল-বদল হইয়া বসিয়াছে, সেখানে এইরূপ পরিবর্তনের মর্ম গ্রহণ করা যায়, কারণ পালাবন্ধ রচনাতেও ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত একই পদের পাঠান্তরে কবি, বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়, সেখানেই সন্দেহের উদ্রেক হয়, কারণ বড়ু কখনও নিজেকে দ্বিজ বা দীনরূপে প্রচারিত করেন নাই, আবার দীনও বাশুলীসংযুক্ত বড়ু ভণিতা ব্যবহার করেন নাই। বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত পদ সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য পালাবন্ধ রচনার সাক্ষ্যই গ্রহণ করিতে হয়, অতএব বাশুলীর উল্লেখ করা দ্বিজ বা দীন ভণিতায় যে বড়ুর আংশিক বিশেষত্ব সংক্রামিত রহিয়াছে, তাহা প্রামাণিক ভণিতার ধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার জন্য কবিকে দায়ী করা যায় না, কারণ প্রত্যেক কবিই তাঁহার নিজের স্বাতন্ত্র্য সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, নতুবা ভণিতার

উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত। পরবর্তী কালে যখন লোকে দ্বিজ, দীন, বড়ু এবং বাশুলীর সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তখন তাহাদের অসাধনতা বা খেয়াল বশতঃ এই সকল মিশ্র ভণিতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বিভিন্ন প্রাচীন পুণিতে ইহারা বিভিন্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে। কবি ভণিতাই ধরা যাউক। এক এক পুণিতে ইহার বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। কোথাও “কবি”, কোথাও “দ্বিজ”, আবার কোথাও কেবল চণ্ডীদাস! আদি ভণিতাও এই জাতীয়। ইহাতে কবির সন্ধান মিলে না, কেবল কৃত্রিমতার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। তৎপর দ্বিজ ভণিতা। পালাবন্ধ রচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, “দ্বিজ” ও “দীন” দ্বারা একই কবিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আক্ষেপান্তুরাগের পর্যায়েও বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত যে সকল পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, উপরে ইহাদের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রায় সর্বত্রই এই সকল পদের পাঠান্তরে নানা প্রকার অসামঞ্জস্য বর্তমান রহিয়াছে। অতএব এই জাতীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এখানেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। দ্বিজ কখনও ধোয়ানীর চরণ ধ্যান করিতেছেন, কখনও বাশুলীর আদেশের দোগাই দিয়াছেন, কখনও বড়ুর সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কখনও “কবি”র সহিত মিতালী করিয়াছেন, কখনও অগ্ৰত কবির প্রতিভূ সাজিয়াছেন, আর অধিকাংশ স্থানেই দীনের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ইহা তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে। ১৩৪১ সালের “বিচিত্রায়” শ্রীধরু নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রাচীন পুথির

ভণিতার ধারা আলোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেও ভণিতার এই জাতীয় বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয় (ঐ, ৬৬৭-৮ পৃঃ)। অতএব সর্ব্বঘটে বিরাজিত বলরূপী এই ভণিতা সম্বন্ধে মনে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। প্রচলিত পদাবলীতে ইহাই দ্বিজ ভণিতার স্বরূপ! দীন ভণিতার সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই ইহার অসারতা উপলব্ধি হইবে।

পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—“মণীন্দ্র বাবু ‘দীন চণ্ডীদাস’ ভণিতার পদে যখন লিপিকরদিগের ভ্রম-প্রমাদ মানিতে সম্মত নহেন, তখন ‘দ্বিজ’ চণ্ডীদাসের পদগুলিতেই কি জন্ম লিপিকরদিগের ভুল বলা যাইবে?” (ঐ, ৯৪ পৃঃ)। উল্লিখিত আলোচনা পাঠ করিলেই ইহার সম্ভোষণজনক উত্তর মিলিতে পারে।

অবশেষে বড়ু ভণিতার পদগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আক্ষেপানুরাগের নিশানা দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে পদ রচিত হয় নাই। আক্ষেপানুরাগের ধারণার উৎপত্তিও বহু পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে। ষাঁহার বড়ু চণ্ডীদাসকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই পর্য্যায়ভুক্ত পদের রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করাও সম্ভব নহে। কবিত্বের হিসাবে যে সকল পদ “অবিসংবাদিত ভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের” বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহাদের অধিকাংশই এই আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ভুক্ত। ভাবমুখর বিরহের এই পদগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায় না। আবার এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরেও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার কল্পনা করিতে যাওয়া যে সম্পূর্ণই ‘অনাবশ্যক, তাহা “কানু নাহি আইল মোর ঘরে” ইত্যাদি পদটি

লইয়া আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার—

“চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়য়ে গো”
(৪ পঙ্ক্তি)

তুঁ—“দহন সমান মানে নিশি শশাকে”
(কৃঃ কীঃ, ৩৭৮ পৃঃ)

অথবা—“হয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি
তনুতে তনুদাহম্” (গীতগোবিন্দ, ৪:৭)

এবং—“বিষ লাগে মলয়েরি বাত”
(৫ পঙ্ক্তি)

তুঁ—“গরল সমান মানে মলয় পবনে”
(কৃঃ কীঃ, ৩৭৯ পৃঃ)

অথবা—“গরলমিব কলয়তি মলয়সমোরম্”
(গীতগোবিন্দ, ৪:২)

এবং—“সরস চন্দন ঘন আগুন লাগয়ে গো”
(৬ পঙ্ক্তি)

তুঁ—“সরস চন্দন-পক্ষে, আল,
দেহে বিষম শকে”
(কৃঃ কীঃ, ৩৭৮ পৃঃ)

অথবা—“সরসমস্ফণমপি মলয়জপঙ্কম্
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।”
(গীতগোবিন্দ, ৪:১২)

এবং—“কুল হেরি কুল শরাঘাত”
(৭ পঙ্ক্তি)

তুঁ—“করে মনসজ শর কুসুম শয়নে”
(কৃঃ কীঃ, ৩৭৯ পৃঃ)

অথবা—“কুসুমবিশিখশরতল্লমনল্লাবিলাসকলা-
কমনীয়ম্”

(গীতগোবিন্দ, ৪:৪)

এবং—“বন্ধের পঙ্করে মোর আশুন লাগয়ে গো
দারুণ কুহু কুহু রা”

(৮-৯ পঙ্ক্তি)

তুঁ—“ডালে বসি কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ।

যেহু লাগে কুলিশের ঘাএ ।”

(কঃ কীঃ, ৩৪২ পৃঃ) ।

এইরূপ ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা সঙ্গত, না, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা গীতগোবিন্দের অনুকরণজাত বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ছিল এই পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত পদটিকে অনুকরণজাত বলিয়া সনাক্ত করা যাইতে পারে। অনুকৃত এবং মূল পদের বিভিন্নতা এইরূপে ধরা যায়। আর একটি পদ লইয়াও এখানে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে স্থাপিত ৬ সংখ্যক পদটিতে বড়ু ভণিতা পাওয়া যায়। ইহার পাদটীকায় আমরা পদটিকে সন্দেহজনক বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার শেষ আট পঙ্ক্তি এইরূপ—

যাও সহচরি মথুরামণ্ডলে

বলিও আমার কথা ।

পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে

জানিয়া আইস হেথা ॥

বিধুমুখী-বোলে সহচরী চলে

নিদয় নিঠুর-পাশ ।

সহচরী সনে ভণয়ে ভৎসয়ে

কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

সম্প্রতি শ্রীহট্টে প্রাপ্ত একখানি পুথি হইতে একটি পদ আমার ছাত্র শ্রীমান বতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

এম, এ, আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রথম ৪ পঙ্ক্তি এইরূপভাবে আছে—

জাহ সহচরি মথুরা নগরে

আমার বচন শুন ।

বন্ধুয়া এ দেশে আসে কি না আসে

বারেক বারতা জান ॥

এবং শেষ ৪ পঙ্ক্তি—

বিধুমুখী বোলে সহচরী চলে

নিদয় নিঠুর পাশ ।

সহচরি সাথে ভচ্ছিয়া কহিতে

চলে ধনঞ্জয় দাস ॥

এই ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে। ধনঞ্জয়ের ভণিতা না পাওয়া গেলেও প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত উক্ত পদটি নানা কারণেই সন্দেহজনক। প্রথমতঃ পদটি সখী-সম্বোধনেই আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ রাধা কোন সখীকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। ইহা কৃষ্ণকীর্তনের ভাব-বিরুদ্ধ, কারণ সেখানে আগরা দেখিতে পাই যে, একমাত্র বড়ুই দূতীর কার্য্য করিয়াছেন। তারপর, মুদ্রিত পদের ভণিতার শেষ দুই পঙ্ক্তি অর্থহীন, অগচ শ্রীহট্টে প্রাপ্ত পুথির পাঠ সহজবোধ্য। কিন্তু সম্পূর্ণ পদটি অন্নের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে না। এমনও হইতে পারে যে একাধিক পদের খণ্ডিতাংশ লইয়া মুদ্রিত পদটি গঠিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, পদটি পূর্বেই সন্দেহজনক পর্যায়ে আমরা স্থাপন করিয়াছিলাম, এখন এই সমস্ত-সমাধানের কিছু সূত্রও পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত বড়ু ভণিতার পদগুলি লইয়া এই ভূমিকার পূর্ববর্তী অংশে এবং প্রত্যেক পদের পদটীকায় আলোচনা করিয়া আমরা প্রদর্শন

করিয়াছি যে, নানাকারণেই ঐ সকল পদ সন্দেহ-জনক। বস্তুতঃ দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস-রচিত প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে বড়ু ভণিতার পদের স্থান নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশেষত্ব লইয়া বিশেষজ্ঞগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিয়াছেন—“বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় ‘কহে’ ‘ভণে’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই, তিনি ‘গাইল’, ‘গাএ’ এই দুইটি ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। রাখার পিতামাতার নাম সাগর গোয়ালা এবং পদ্মিনী, রাখার নামান্তর চন্দ্রাবলী, রাখার পূর্বরাগ নাই, বরং পরম বিরাগ আছে, রাখার কোন সখীর নাম নাই, কৃষ্ণের কোন সখার নাম নাই।” (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩ সাল, ২৭ পৃঃ)। আর একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—“এই গ্রন্থে কৃষ্ণ নাই, শ্যাম নাই,— এই গ্রন্থে নাই সে রাখা, যিনি রাখা-নামে সাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণে উম্মাদিনীপ্রায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতেন, নাই সে রাখার প্রেম-তন্ময়ী-ভাব। এই গ্রন্থে ব্রজের রাখাল নাই, সুবল সখী নাই, অন্তরঙ্গ পাণপ্রিয়া নর্দমসখী নাই, ললিতা-বিশাখা নাই”, ইত্যাদি। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সত্যশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণ-কীর্তনে পরবর্তী রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, প্রভৃতি রস-পর্গ্যায় নাই। শ্রীরাখার শ্বশুর-ননদী জটীলা-কুটিলার নাম নাই, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখী নাই” ইত্যাদি। (তরুর ভূমিকা, ৯১ পৃঃ)।

অতএব কেবল ভণিতার বিভিন্নতার জন্ম নহে, কিন্তু ভাবে, বর্ণনা-রীতিতে এবং ভাষা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্হিত পদাবলীর বিভিন্নতা অতি স্পষ্টভাবেই লক্ষিত হইয়া থাকে।

এইজন্য প্রচলিত পদাবলীর শাখা-প্রশাখায় বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদমাত্রই সন্দেহের উদ্বেক করে। আরার ঐ সকল পদে যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিছু কিছু ভাবসাদৃশ্যও থাকে, তবে তাহা যে উক্ত “কানু নাহি গাইল মোর ঘরে” ইত্যাদি পদের ন্যায় অনুকরণজাত, কিন্তু মূল পদ নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। অতএব প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের দাবী উপেক্ষণীয়।

উপসংহার

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই—

১। প্রচলিত মূল পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে একমাত্র দীন (ভণিতান্তরে দ্বিজ) চণ্ডীদাসকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হইয়া দুই সহস্রাধিক পদাবলী পদে ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

৩। প্রচলিত পদাবলীর শাখা-প্রশাখায় বড়ু আদি, কবি প্রভৃতি ভণিতায়ুক্ত যে সকল পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহা মূল পদাবলীর অঙ্গ নহে, অঙ্গজ কুসুম মাত্র। পদগুলি কবিত্বে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় হইলেও তাহাদের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মূল পদাবলীর রচয়িতা হিসাবে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা করা যায় না।

দীন চণ্ডীদাসের পরিচয়

দীন চণ্ডীদাসের পরিচয় কি, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। আমরা ইহাই মাত্র বলিতে পারি যে, কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে। কালিদাসের পরিচয় আমরা কতটুকু জানিতে পারিয়াছি? কিন্তু তাঁহার গ্রন্থগুলিই বলিয়া দেয় যে, কালিদাস নামে এক কবি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। সেইরূপ দীন চণ্ডীদাসের কাব্যই তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। “চণ্ডীদাস” নাম বা উপাধিধারী একাধিক লোকের অস্তিত্বের কথা সুবিদিত। ঝারবঙ্গ জেলার উচ্চৈখ্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া নাকি এক চণ্ডীদাস সরস্বতীর আরাধনা করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। জনৈক আলঙ্কারিকের নাম ছিল চণ্ডীদাস। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিসিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্যপ্রকাশদীপিকা রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ ভাব-চন্দ্রিকা রচয়িতা আর একজন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায় (কৃঃ কীঃ, ভূমিকা, ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী পদকর্তা এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রণেতার নাম ছিল অনন্ত, এবং উপাধি ছিল চণ্ডীদাস, যথা—

অনন্ত নামে বড় চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে।

(ঐ, ২১৩ পৃঃ)।

নরোত্তমবিলাস হইতে নিম্নলিখিত দুই পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন—

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্বগুণে।

পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥

এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা ১৩৩৬ সালের “মানসী ও মর্ম্মবাণী”তে লিখিয়াছিলাম—“এই স্থানে আমরা যে চণ্ডীদাসকে পাইতেছি তিনি সর্ব-গুণালঙ্কৃত, তार्কিক, এবং দীনবন্ধু ছিলেন, ইহাই মাত্র জানা যায়। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের মত একজন কবিকে উল্লেখ করিতে যাইয়া লেখক যে তাঁহার কবিত্বশক্তিভ্রাপক বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই, ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব এই

প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কবি দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তম-শিষ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না।” (ঐ, ৫৬৭ পৃঃ)। প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসেও এক চণ্ডীদাসের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

ধরু চৌধুরী শাখা আর চণ্ডীদাস।

(পঞ্চপুঙ্গ, ১৩৩৬, ১৩৮২ পৃঃ)

এইজন্য ইঁহাকেও নাম্নুর বা ছাতনার এক চণ্ডীদাস বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে কি? আবার নরোত্তম বন্দনার পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাইকেল বাল্মীকির বন্দনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বাল্মীকির শিষ্য বলা যাইতে পারে না। নরোত্তম-বন্দনার পদটি খাঁটি হইলে, একমাত্র ঐ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহাই বলা যাইতে পারে যে, দীন চণ্ডীদাস নরোত্তমের পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে দীন চণ্ডীদাস নাম্নুর না ছাতনার ইহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে ইহা নিঃসন্দেহ-রূপে বলা যাইতে পারে যে, বিদ্বন্ধমাধবাদি গ্রন্থ, এমন কি চৈতন্য-চরিতামৃত বঙ্গদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত হইবার পরে দীন চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কারণ পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, এই সকল গ্রন্থের প্রভাব তাঁহার পদাবলীতে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত “ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি” গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সিদ্ধান্ত করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত পদ একটিও পাওয়া যায় না।” (তরু, ভূমিকা, ১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তারপর প্রাচীন সংকীর্তনামৃতেও চণ্ডীদাসের একটি

পদও সঙ্কলিত হয় নাই। ইহারই উল্লেখ করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“আশ্চর্যের বিষয়, যে চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অশ্ব-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।” (তরুর ভূমিকা, ৫ পৃঃ)। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয়, দীন চণ্ডীদাসের পদ ঐ সময়ে তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। তৎপর পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল পদের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহজনক হইলেও দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্য হইতে যে পদকল্পতরু-গ্রন্থে পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এই অবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ১৭০০ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ প্রচলিত পদাবলীতে আহরিত হইবার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া সংগ্রহকারগণ বর্জন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ঐ গ্রন্থের প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না।

স্থানাভাব বশতঃ সহজিয়া পদগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। চণ্ডীদাস-ভগিনীতায়ুক্ত যাবতীয় সহজিয়া পদ লইয়া এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, গ্রন্থমধ্যে এবং নাম-সূচীতে গ্রন্থশেষে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইল। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ভাষার অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সর্বদা উৎসাহদানে আমাকে এই কার্যে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

এ জগৎ তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয় বলিয়াই মনে করি। সূচীপত্রগুলি আমার ছাত্র শ্রীমান বিনয়েন্দ্র সরকার এম, এ, এবং মুহম্মদ ইদ্রিস আলি বি, এ, প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মজল হউক, ইহাই কামনা করি।

আমার অসাধনতাবশতঃ গ্রন্থমধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংশোধন সন্নিবিষ্ট হইল—

৩৪১ পৃষ্ঠায় ৪৪২ সংখ্যক পদের “দ্রষ্টব্য” অংশে “দুই জাতীয়” স্থানে “এই জাতীয়” হইবে।

৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫-১০ পঙ্ক্তির টীকার—“স্বথবা প্রেমের বিচিত্রতা (স্বপ্নে) দর্শনে, স্পর্শনে এবং তদন্তে বিরহে বর্ণিত হইয়াছে” এই উক্তি অনাবশ্যক।

৫৬২ পৃষ্ঠায় ১০ম পঙ্ক্তির টীকার সহিত যোগ করিতে হইবে—“কিন্তু পদের শেষভাগে দেখা যায় যে, কবি স্নানের ঘাট হইতে ঘরে প্রত্যাবর্তনের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তখন সখা সঙ্গে ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।”

৫৬৭ পৃষ্ঠার ১৭ পঙ্ক্তির ২১১ সংখ্যা ৭১১ হইবে।

৫৬৮ পৃষ্ঠার ১২-১৩ পঙ্ক্তির টীকায় “কবিকর” “করিকর” হইবে।

৬০৫ পৃঃ—“পীরিতি শব্দটিও কৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয় নাই” লিখিত আছে। ইহা “অধুনা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই” এইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

৬১১ পৃঃ—“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯ সং পুপি হইতে বটু চণ্ডীদাসের ভগিনীতায়ুক্ত নিম্নোক্ত পদটি আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম” লিখিত আছে। ঐ পুথির

যাবতীয় পদ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কি কারণে যে ঐ পদটি ইহাতে মুদ্রিত হয় না, তাহা এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই।

প্রথম খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠার ১৬ পঙ্ক্তির “নাথে” শব্দে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব প্রদত্ত টীকা সঙ্গত হয় নাই।

ষবনিকা

এই গ্রন্থ-সম্পাদনের সহিত আমার অনেক বিবাদস্মৃতি বিগড়িত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা

আমি জীবনে একদিনও ভুলিতে পারি নাই, তাহার উল্লেখ না করিয়া আজ সমাপ্তির ষবনিকা টানিয়া দিতে পারিতেছি না।—“স্নেহের মর্গ, গ্রন্থ যখন মুদ্রিত হইতেছিল, তখন সুর-সংযোগে তুমি পদগুলি পাঠ করিতে, এবং জিজ্ঞাসা করিতে— ‘বাবা, কবে ছাপা শেষ হইবে?’ এখন আর তোমাকে দেখিতে পাই না, তোমার সেই কণ্ঠস্বরও কর্ণে প্রবেশ করে না। কিন্তু যেখানেই থাক আমার তৃপ্তির জন্ম একবার ইহা পড়িয়া দেখিও, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অশ্রুবিन्दুগুলিও গণিয়া দেখিতে চেষ্টা করিও।”

শ্রীকৃষ্ণার্ণবমস্ত

পদ-সূচী

পদের প্রথম পঙ্ক্তি

অ	
অকণ্ঠ্য বেদনা সহি কহনে না যায়	২৮১
অক্রুর চরণে পড়িয়ে করয়ে	১২৫
অশুর চন্দন চূষা দিব কার গায়	২৮০
অগো সহি কে জানে এমন রীত	৬২৫
অজ প্লবিত মরম সহিত	৫৭৫
অহুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পুরে	৪৫৮
অতি আনাগোনা বিষম বাজনা	১২৭
অতি সে আকুল দেখিয়া বিকল	৫০০
অতি সে পিরিতি যে করে যুভতি	৩৩৭
অহুরাগে রাধা বেধিত অন্তরে	২৮৫
অনেক তপের ফলে বিহি আনি দিল মোরে	২৭৬
অনেক সাধের পরাণ-বধুরা	৩০৯
অসীম সুসর সাজল সুন্দর	৪৬৩

অ্যা

আই সেই সখী ভেটে চন্দ্রমুখী	২৯৪
আইস ধনী রাধা ভূমি তম্বু আধা	১৪৫
আগল শ্রম অতি ভরে	৪২৭
আগুনি জালিয়া মরিব পুড়িয়া	৬১৮
আগে আছে আর আর কহি শুন	৩৭০
আগে কহিয়াছি পুরাণ-কথন	৩৬৬
আগে খেলে গুণী লশ অবতার	৫২৮
আগেতে রাখিল * *	৯৪
আগো বড়াই কি দেখ কদম্বতলে	১৪৯
আগো রাধার কি হল অন্তরে ব্যথা	৫৪৬
আজি গিআছিলাম জমুনা-সিনানে	৭৩৬
আজু দান যোর হইল সফল	১৪৫
আজু বড় যোর শুভদিন দিল	১৮৭

পত্রাক পদের প্রথম পঙ্ক্তি

পত্রাক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাক
...	আজু বড় যোর শুভ দিন দিল	৩৫৫
...	আজুক শয়নে ননদিনী সনে	৭২৪
...	আট রঞ্জে আট গুণের মহিমা	৪৬০
...	আন ছলা করি জলেরে যাই	৩৮৮
...	আনন্দ ছাড়িয়া আনল জারল	২২৩
...	আনন্দে জসদা জুগিরে লইআ	৫৪
...	আনন্দে নাহিক ওর	৩৮৬
...	আনিল আমিয়া-পানা হুধে মিশাইয়া	৬০৯
...	আপন মন্দিরে প্রবেসিবা যাত্র	৪২
...	আপন বসন ঘুচাই তখন	৪০৫
...	আপন শিখ হাম আপন হাতে কাটিছ	৭১৮
...	আপনা আপনি ভাবিছি রজনী	৬৫২
...	আপনা খাইছ সোনা যে কিনিতে দিলুঁ	৬৬৭
...	আমরা সরল পীরিতি গরল	৬৭১
...	আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে	২১১
...	আমার পিয়ার কথা কি কহিব সহি	৭৩০
...	আমার বাসনা না হইল তোষণা	৬২৭
...	আমার মনের কথা শুনলো সজন	৬২৫
...	আমিত অবলা তাহে এত জালা	৬৪৮
...	আর এক গোপী যাইতে বাহিরে	৪৮৪
...	আর এক দিন সখী শুভিয়া আছিছ	৭২৫
...	আর এক বাণী শুন বিনোদিনী	৩২৫
...	আর এক বাণী শ্রবণ করহ	৭৭
...	আর এক শুন পরম নিগুণ	১৬৫
...	আর কহি শুন অদভুত কথা	১৬৪
...	আর কি পরাণে জীব	২০১
...	আর কি বলিব সখি	৬৩০
...	আর কি মিলিব মোরে পিয়া গুণনিধি	৬৯৭
...	আর কি শুনিব তার বাণী	২৭৬

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
আর কি সফল হব যোর	৩৭২	এই পরমাদ ব্যথিত হইলা	৪২৮
আর খেলে খেলা বাজিকর-বালা	৫০	এই বলি তবে গোলক-ইশ্বর	৬১
আর বা কেমনে ঘর বাব মেনে	১৬৬	এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে	৬২৪
আর সুন রাজা ইহার উপায়	৭৮	এই মত নিতি বনে বিহরয়	১৭৮
আর সুন রাজা পুরুষ কখন	৭২	এই মত সব গোপের রমণী	৪৮৪
আরে যোর আরে যোর বিনোদ রায়	৫০২	এই মত সিন্ধু সজে নন্দের নন্দন	১০৪
আরে যোর আরে যোর সোনার বঁধুর	৭০৪	এই মন্ত্র ঝাড়ে	৮২
আরে যোর বাছনি কানাই	২০৩	এই রূপে নব নাগর রসিক	৪৫৪
আরে যোর বাছনি ছুলাল	২৭০	এই রূপে হর ভোলা মহেশ্বর	৭৫
আসিতে অক্রুর দেখি অকভুত	১২১	এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত	৪৬৮
আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল	৭০৮	এক এক দেহ দেহের গণন	৬৭১
আসি সহচরি কহে ধীরি ধীরি	৭০২	এক করে ধরি রোপল অক্ষুর	৩৬৯
আহা আহা বঁধু তোমার	৭০৫	এক গোপী ছিল পতির শয়নে	৪৮৩
আহা মরি মরি পরাণ-পুথলি	১৭৭	এক জালা ঘরে হইল আর জালা কাহু	৬২২
		এক তরুণের দেখ উপজল	৭৪০
		এ কথা কহিতে সব স্বর্গীগণ	১২০
ইকু রোশিণু গাছ যে হইল	৬৩২	এ কথা কহিল আগম পুরাণে	৫২
ইখানে কি কর হুজনে বসিয়া	৩৮০	এ কথা জননী কিছুই না জানে	৫৩৩
ইহার বিস্তার ভাগবতে আছে	১৬৪	এ কথা পরোক্ষে যখন স্তনল	২৬৭
		এ কথা যখন স্তনিল বশোদা	১২৩
		এ কথা স্তনল শ্রবণ ভরিয়া	২৭৭
		এ কথা স্তনিয়া কৃষ্ণ বলরাম	২৬৫
		এ কথা স্তনিয়া গদ গদ হৈয়া	২৪৩
		এ কথা স্তনিয়া নন্দের বিরহ	২৭১
		এ কথা স্তনিয়া বলে কংস রাঅ	৪৩
		এ কথা স্তনিয়া বিনোদিনী	৫০১
		এ কথা স্তনিয়া বিরিকির 'দেবা	২১
		এ কথা স্তনিয়া রাধা বিনোদিনী	৪২৩
		এ কথা স্তনিয়া শ্রাম-মুখ চেয়া	৪২২
		এ কথা স্তনিয়া সহচরী আপে	৫৩৭
		এ কথা সকল স্তনিতে জসদা	৬১
		এ কথা স্তনিঞা মুক-সনাতন	৩৩৩
		এক দিন গোচারণে	৫১০
		এক দিন বর নাগর-শেষর	৭২৬

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
এক দিন বসি নাগর রসিয়া	এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয় ...	৫৭৫
এক দিন মনে রভস কাজ	এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে ...	১৮৭
এক দিন যাইতে ননদিনী সনে	এ সব বচন শুনিঞা উজ্বল ...	৩৬৪
একবার চাহ মায়ের পানে	এস ভাই সখা দেহ যোরে দেখা ...	১৬৯
এক ভাব দেখে উজ্বল হইল		
একলি মন্দিরে আছিল সুন্দরী		
এক সাযর তাহার উপর	ঐছন ধরণী তিলেক দাগুহাই ...	১৩
এক সুকপাখী অমিয়ার ফল	ঐছন পীরিত্তি করিয়া এ রীতি ...	৪১০
একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে	ঐছন রমণী মুরলী গুনিয়া ...	১৮২
একে কাল হৈল যোর নয়লি যৌবন	ঐছন শুনহৈতে মুগধ রমণী ...	৭২৪
একে যে সুন্দরী কনক পুতলি		
একে হাম হব বনবাসী		
এ ঘর দুয়ারে বেন লাগে বিষ	ওকি অপরূপ দেখি ধনি ...	৫১৫
এতদিন ছিলে কোথা	ওঝা বেজা আন গিয়া ...	৫৫৮
এত বলি ষিনোদিনী রাই	ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি ...	৩২৫
এত বলি যত বালকমণ্ডল	ওহে ও কুবুজার বজু ...	২৮৮
এত শুনি ধনি রাজার নন্দিনী	ওহে নাথ কি করিয়া গেলে ...	৪৯৮
এ তিন আখর নামটি যাগাব	ওহে বড়ই বিষম বিরহ-নারা ...	২৮৭
এথা নন্দবরে আনন্দ বাধাই		
এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব		
এ দেশে বসাত নাই যাব কোন দেশে	কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি ...	৬০৬
এ ধনি এ ধনি বচন শুন	কতি সে কোকিল বায়ন ভথত ...	৩৬৯
এ নব নাগর গুণের সাগর	কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে ...	৫৭৬
এ বোল বলিয়া বিস্মিত হইয়া	কনক বরণ করিয়া মনে ...	৭০৭
এ বোল শুনিয়া বুকভাঙ্গু রাজা	কনক বরণ কিয়ে দরপণ ...	৫৬৮
এ বোল শুনিয়া স্তবল সাজাত	কমল নয়ন দেখান সুরণ ...	১৬৯
এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া	কমল নয়নে বরিখে সঘনে ...	৩৭০
এমন পীরিত্তি কভু দেখি নাই শুনি	করপুট হইয়া গদগদ ভাবে ...	১৯৫
এমন পীরিত্তি কভু নাহি দেখি শুনি	করষোড়ে আছে বসুমতী দেবী ...	৮
এমন বেশে গোকুল-দেশে	করি করযোড় কহিতে লাগল ...	৭
এমন রূপের ছটা	কহ কহ দেখি কেমন মথুরা ...	৩৬৮
এর আগেতে রয়া	কহিএ সজনি শুন ...	৩৪৮
এস এস বজু করুণার সিদ্ধ	কহিও তাহার ঠাই ...	৭১৩
এ সখি শুন যোর বোল	কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে ...	৭১৩
		কহিছে বড়ই শুন ধনী রাই ...	১০২

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
কহিতে লাগিল তবে ...	৫৭৩	কান্নু কহে শুন আমার বচন ...	৪৮৭
কহিতে লাগিলা গর্গ ...	২১	কান্নু কহে শুন গোপি আমার বচন...	১৩০
কহিমু কাহার আগে ...	৫৮৪	কান্নু কহে শুন বাখাল যতেক ...	১৭৪
কহে কংসাসুর শুনহ অসুর ...	৬৬	কান্নু পরিবাদ মনে ছিল সাধ ...	৬৮৪
কহে জ্ঞত গোপ কান্নুর গোচর ...	১০৩	কান্নুর আরতি পীরিতি ভাবিতে ...	২৭৮
কহে তবে নন্দ পুনঃ পুনঃ বানি ...	৮৯	কান্নুর পীরিতি চন্দনের রীতি ...	৬৬৫
কহে তবে পুন পুতুনা রাক্ষসী ...	৭২	কান্নুর পীরিতি পাইয়া পঃশ ...	৪৫১
কহে দেবগণ সরল বচন ...	৩৩৬	কান্নুর পীরিতি মরণের সাধী ...	৬৬৮
কহে ধনি রাধা কেন তুমি হেথা ...	৪৩৬	কান্নুর বচন শুনি গোপীগণ ...	১৩১, ৪৮৮
কহেন কারণ নন্দের নন্দন ...	১৭৩	কান্নু সে জীবন জাতিপ্রাণধন ...	৬৪৫
কহেন গোলক-ঈশ্বর হরসে ...	২২	কান্নু সে নিদান করল জখন ...	৩৬৯
কহেন বচন এ যত্ননন্দন ...	২৩৭	কান্দিআ আকুল দুঃখ হইল ...	৭৩
কহেন ভাগিনি তবে সুন নন্দরাণি ...	১০২	কান্দিতে লাগিলা রাণি কোথা গেলে ...	৮৭
কহে নর্দসখী শুন চক্রমুখ ...	৩৪৪	কালজল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে ...	৬২২
কহেন সকল প্রভুর গোচর ...	৩৩৭	কালী গরলের জালা আর তাহে অবলা ...	৫৯৬
কহেন সুবল তবে মধুর বচন ...	৫৭০	কালার জালাটি বড় উপজল ...	৪৩৬
কহে পঞ্চজন শুনহ রাজন ...	৫৪১	কালার পীরিতি গরল সমান ...	৬৯২
কহে পরীক্ষিত কহ শুকদেব ...	৮৪	কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী ...	৫৯৭
কহে পাত্রগণ বিচার করিয়া ...	৮৫	কালী হৈল ঘর আন কৈল পর ...	৪৩৯
কহে বলরাম এক নিবেদন ...	২৬৯	কালি জে জাম্বল গোকুল-নগরে ...	৪৪
কহে বসুদেব শুন নন্দবোব ...	৬৭	কালি বলি কালী গেল মধুপুরে ...	২৮০
কহে বসুমতি শুন প্রাণপতি ...	১৫	কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া ...	৬১৩
কহে বসুমতী লক্ষ্মীর আদেশে ...	১২	কালিয়া চঞ্চল ...	৭৪৬
কহে বাজিকর খোললা বিস্মর ...	৫৩৬	কালিয়া বরণ ধরিলে যতনে ...	১৩৭
কহে যজুর্মান শুনহ সজান ...	৪৪৪	কালিয়া বরণ নিরমিণ যার ...	৭৪৪
কহে সুবদনী শুন গো সজানি ...	৭৭১	কালিয়া বরণ হিরণ পিকন ...	৫৫৯
কংস নরপাত করিল আরতি ...	১৮৬	কালিয়া বরণে এত পরমাদ ...	১৩৬
কংসরাজ নরপাত জনম লাভিয়া ক্ষিত ...	৪	কাহারে কহিব হুথ কে বুঝে অস্তর...	৬০৮
কাঞ্চন-বরণ দেহের গঠন ...	৭৪৩	কাহারে কহিব চুকের কাহিনি ...	৭৪৩
কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী ...	৫৬৯	কাহারে কহিব মনের বেদনা ...	২৭৭
কানড় কুসুম করে ...	৬২২	কাহারে কহিব মনের মরম ...	৬১১
কানড় কুসুম জিনি ...	৬১৫	কাহারে কহিব মরম কথা ...	৫৮৪
কানাই কুরিয়া কোলে ...	২০১	কাহে আয়ল ওহে বিরহ দসাপর ...	৩৬৩
কান্নু-অঙ্গ পরশে শীতল হব কবে ...	৩২৩	কাহে.....সে রহে মাথুর স্থানে ...	৩৭৪

পদের প্রথম পংক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পংক্তি	পত্রাঙ্ক
কাঁচুলির কড়ি দশলাখ নিব	...	১৪১ কে বলে আমার ভূমি সে রাখার	১০০
কি আর দেখহ রাই	...	৪৩১ কে বলে কালিয়া ভাল	৩৬১
কি আর বলহ শ্রামের বচন	...	৩৬৫ কে বা আইসে দূর পর হঠ	৩৬০
কি আর বলিব পায়	...	৫০৪ কে বা নিরমালা এহেন পীরিতি	৩২২
কি আর বিলম্ব কাজ	...	৪৩১ কেহ আউদড় কেশ নাহি বান্ধে	২৫১
কি করিতে পারে গুরু হুরুজনে	...	৪৮১ কেহ কেহ গোপী যমুনাব নীর	৪৬২
কি কাজ করিল আপনা থাইয়া	...	৫৮৫ কেহ কোথা রহে কানুর বিবহে	২৪৬
কি চাহ নাতিয়া বচন শুনহ	...	১৪২ কেহ বলে ভাল মোরা যাব চল	২৪৭
কি নাম তোমার বলহ বচন	...	৩৫২ কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি	৪৮২
*কিমত	...	১০৩ কেহ হও দাম শ্রীদাম সূদাম	১৭২
কিবা করে ধনে কিবা করে জনে	...	২৪০ কোকিলার মুখেতে সুনিতে পাইলাম	৭৪৪
কি যোহিনী জান বধু কি যোহিনী জান	...	৫৮৭ কোথা আছ ভাই ছিদাম সূদাম	১৬৮
কিয়ে শুভ দরশন উলসিত লোচন	...	২২৮ কোথা গেলে পাব রামকৃষ্ণ হুই	২৭৫
কি লয়ে আইলে ভূমি	...	২৭৪ কোথারে সাজিয়েছ	২০০
কিশলয় শেছ করি কেন জাগি রাত্তি	...	৬৯৬ কোন বিধাতা মুরতি করিয়া	৭৪৭
কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন	...	২০৫ কোন বিাধ সিরজিল কুলবতী নারী	৬০৩
কি শুনি দারুণ কুলিশ যেমন	...	২০২ কোন সখী করে বেশের বন্ধনে	৪২১
কি হৈল কি হৈল যোর কানুর পীরিতি	...	৬০৫ কোন সখী বলে শুন রসময়ী	১২৮
কুবলয় হাতী ধায় বেগে অতি	...	২৬৬ কোলে লয়ে যজ্ঞপি বদন চুষয়ে রাণী	২০৪
কবুজা কহেন চরণে পড়িয়া	...	২৬৪ ক্ষণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত	২৩৫
কবুজা হন্দরী অতি মনোহারী	...	২৬৩ ক্ষেণেক দাঁড়িয়ে দেখ	২৮৩
কুলবতি হইয়া নিরিত্তি করিলাম	...	৭৪৩ ক্ষেণেক দাঁড়িয়ে রও	২৪২
কুলের ধরম ভরম সরম	...	৬২০ ক্ষেণেকে রোমন ক্ষেণেকে বেদন	৩৪২
কুলের বৈরী হইল মুরলী	...	৬৫৪	খ
কৃষ্ণ নাম রাখি গর্গমুনি	...	২৭	খলপণা ছাড় খল খল কহ
কৃষ্ণ বলরাম চলিলা ভূবিত্তে	...	১৬১	খেণে রাখা পথ পানে চাই
কৃষ্ণ হনধর বিষখ অন্তর	...	২৭১	খেলায়ে আগিনা মাঝে
কে আছে বৃষ্টিয়া বলিবে সৃষ্টিয়া	...	৬৩১	খেলাএ জাদব লবনি মাগএ
কেন ভূমি যাবে কাশ্মিনী তেজিয়া	...	২১২	গ
কেন বা লইয়া আইলা মোরে	...	২৫৪	গগনে দারুণ নিশি
কেনে কৈলু পীরিত্তির সাধ	...	৬৮৬	গণি একমনে সাসুড়ি গুরুজনে
কেনে বা কানুকে আমি উপেশিয়া আনু	...	৭৩৮	গঙ্গগঙ্গ প্রেমে পথে যাহ চলি
কেনে বা কানুর সনে পীরিত্তি করিলুঁ	...	৬০৪	গঙ্গগঙ্গ প্রেমে রূপ নিবধিতে
কেনে বা পীরিত্তি কৈলুঁ শ্রাম বধুর সনে	...	৬০৪	

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
পদসকল বোলে শুন বাঁশীধর ...	২৩৬	চলিলা পুতুনা তবে পোকুল-নগরে ...	৭১
গারে রাজা মাটা কটিতটে খটা ...	১৮০	চলিলা রাখাল-সকল মণ্ডল ...	১৮৪
গিন্না এক জনে কহে কানে কানে ...	৫৩৪	চানুর মুষ্টিক ছই জন আসি ...	২৬৬
গিন্না সেই গুণী প্রকার করিল ...	৫৩৮	চাহে চারি পাশে কুরঙ্গ নয়ানে ...	৫৪০
গুণিত পোপত পীরিতি ...	২১৪	চিন্তিত হইঞা রাজা কংস তবে ...	৬৫
গুণী না কহ কাহুর কথা ...	৪৪২	চিবাহিতে দিল কর্পুর তাঘল ...	১৭৭
গৃহমাথে রাখা কাননেতে রাখা ...	৩১৪	চেতন হরিয়্য চলিল ছাড়িয়া ...	২১৭
গৃহেতে বসিয়া মনেরে রুহিলাম ...	৭৪৬		
গেলা যত সুখী বচন না শুনি ...	৪২৫	ছ	
গোকুল তেজল নারিক কাহু ...	২৫২	ছটফট করে ছায়া গেল দুবে ...	২১৮
গোকুল-নগর ডেল চমৎকার ...	৭৪	ছল ছল জহকুলরায় ...	৬৭৫
গোকুল-নগরে আমার বঁধুরে ...	৬৫৩	ছাড় দেশে বাস হইল নাহি দোসর জনা ...	৬৫৭
গোকুল-নগরে ইন্দ্রপূজা করে ...	৪০৮	ছাড়িয়া সে ভনু দেখাইল জহু ...	৫২৪
গোকুল-নগরে কেবা কি না করে ...	৭৪৫	ছি ছি দাঁকণ ঝানের লাগিয়া ...	৭০৯
গোকুল-নগরে পুজোৎসব করি ...	৬৬	* * ছিল সখির সহিত ...	৪২১
গোকুল-নগরে কিরি ঘরে ঘরে ...	৪০৪	ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐ খানে থাক ...	৭০২
গৌবিন্দ-বচন শুনি ...	৩৪০		
গৌণরাস করিল এবে ...	৪১৮	জ	
		জগত সংসার এ মহিমণ্ডল ...	১০১
ঘ		জনম অধি পীরিতি বেয়াধি ...	৬৩৭
ঘনশ্রাম শরীর কেলিরস ...	১২০	জনম গেল পরহুখে কত বা সহিব ...	৬১৪
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার ...	৫৪৫	জনম গোয়ামু ছুখে ...	৬১৫
ঘেরল আপদ ঘুচিল বিবাদ ...	২১৫	জপিতে তোমার নাম ...	৩১৪
		জমুনা বাইয়া কদম্ব-তলাতে ...	৭৩৬
চ		জর জর জর জারিল অন্তর ...	১১৮
চন্দন গঞ্জনা টাঁদ পগনে ...	৭১২	জলদ বরণ কাহু ...	৫৫২
চন্দ্রাবলি আজি ছাড়ি দেহ মোরে ...	৭০০	জাতি কুল শীল সকলি মজিল ...	২১১
চন্দ্রাবলী-সনে কুম্ভ ম শরনে ...	৭০০	জাতি জীবন ধন কালা ...	৬২৫
চম্পক-বরণী বয়সে তরুণী ...	৫৬৪	জাছরে পুছেন রাণী ...	২৯
চরকে পুছিল বৃকভাহু রাজা ...	৫২৭	জায় পুতনা রিপুয় ছলে ...	৭০
চল চল যাব রাই দরশনে ...	২৯৪	জাহার লাগিয়া সব তেয়াঙ্গিনু ...	৩৭৩
চলত নাগর কান ...	১৮৫	জেখানে আছিল কালকূট বিষ ...	৩৬৫
চলল গমন হংস যেমন ...	৪৮৬		
চলল বমুনা-সিনান আশে ...	৫৭২	ঝ	
চলহ সেই জল ভরিতে যাই ...	৭৩২	ঝড় অভিশয় অস্তর তনএ ...	৮৬

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
ঝরকা উপরে কুন্তিকা স্তম্ভরী ...	৫৩৩	তুমি বড় নিদয় নিদান ...	৪৩৫
ঝর ঝর ঝর বহে শ্রেমবারি ...	২১৯	তুমি বঁধু ব্রজের জীবন ...	৪২৩
		তুমি বিদগধ রায় ...	৪২২
ঞ		তুমি বিদগধ সূতের সম্পদ ...	৪২১
ঞ কি মথুরা এ কি চতুরা ...	২২০	তুমি মোর প্রাণ-পুখলি সমান ...	১৭৫
		তুমি শিবারূপ হঞা ...	৩৬
ট		তুমি সে আধির তারা ...	১৪৭
টল টল করে অঙ্গ মোর বুঝে ...	১৫৭	তুমি সে নিদয়া নিঠুরাইপনা ...	২৪২
টল টল টল অতি নিরমল ...	৪৮০	তুমি সে যেমন জানিয়ে আধরা ...	১৩৮
টলবল করে টল টল দেহে ...	২২১	তুমি হিতকারী দেবতা শ্রীহরি ...	৩১
		তুমি হে নিদয়া বড়ি ...	২২৩
ঠ		তুমিতে করহ নব বেশ ...	৩৭৮
ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল ...	২২২	তেজহ দারুণ বান ...	৪৪৮
		তেজিয়া এমন নাগরীর কোড় ...	৩৬৪
ড		তৈখনে দেখল আর অপরাধ ...	৪৬৮
ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আনচান বাসি ...	৬১৭	তোদের দৌহের দৈবের ঠাম ...	৭০৮
ডাহিনে শৃগালী ডাকে এক জনা ...	২২২	তোমার পীরিত্তি কি জানি জজিতে ...	৩০২
		তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম স্তন বিনোদ রায় ...	৫২১
ঢ		তোমার বরণ অতি অল্পময় ...	৩১৭
ঢল ঢল ঢল বহে অনিবার ...	২২৩	তোমার বরণ না দেখি যখন ...	৭৪০
		তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা ...	৩১৩
ত		তোমাতে ছাড়িতে নারিব কালিয়া ...	২০৮
তবে আর পট লিখিলা নিকট ...	৫৭১	তোমাতে বুঝাই বঁধু তোমাতে বুঝাই ...	৫৮৮
তবে কহে রাই স্তম্ভরী গোচরে ...	৪৩৪		
তবে কহে সেই গোপেশ্বর রমণী ...	৫২	থ	
তবে কহে সেই যুগিয়া ভিখারী ...	৬০	থাকি থাকি থাকি ব্যথিত অন্তর ...	২২৪
তবে কেন প্রীত বাড়াইলে হিত ...	২৩৮	থির বিজুরী সম বে গোরী ...	৫৬৪
তবে সে হইল শ্রীদাম স্তম্ভর ...	৫৩০		
তড়িৎ বরণী হরিণী নয়নী ...	৫১৩	দ	
তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া ...	৩৬৭	দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন ...	২২৫
তাহারে বুঝাই সই গেলে তার লাগি ...	৬৫৫	দধি ভায়ে ভায়ে আনি পোপবরে ...	৫০
তাহে অপরাধ কক্ষ অবতার ...	৩৩১	দিবস রজনী দিন গুণি গুণি ...	৬৪৯
তুমার তুলনা তুমি কিছু নিবেদিয়ে ...	৫২	দিল মায়াডোর তবে অগত ইন্দর ...	১০৪
তুমি কি নিদান তাহা সে না জানি ...	২২৪	দুই করে ধরি অক্রুর পোহারি ...	২৫৮
তুমি ত নাগর রসের সাগর ...	৫২০	দুই স্তম্ভা লয়ে বিহি গেল ধরে ...	৪৬৭
তুমি দেব হরি দেবের দেবতা ...	১৭০		
তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া ...	২৭৩		
তুমি নিদারূপ নও ...	২০৯		

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
হুকণ পাতিয়া ছিল এতক্ষণ ...	৬২৮	ধ	
হুম্মারের আগে ফুলের বাগান ...	৬২৬	ধনী কহে দেখ বাহির হুম্মারে ...	৩৫৮
হুঁ হু বাহে মধুর মুরলী ...	৪৬০	ধরম করম গেল গুরু গরবিত ...	৬৭৪
দুত মুখে শুনি কংস ভয় মানি ...	৪৬	ধরম করম সকলি মজিল ...	২২৬
দুতি না কহ শ্রামের কথা ...	৪৩৭	ধরি অনুপম বাজিকর যেন ...	৫২৬
দুতী কহে শুন আমার বচন ...	৪৪০	ধরি নাপিতানী-বেশ ...	৩৮৯
দুতীর বচন শুনি সুধামুখী ...	৪৩৩	ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই ...	৬৫১
দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো ...	৬২৬	ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া ...	২৮৯
দেখ অপক্লপ সিয়া ...	৪৬৯	ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিচুর কালিয়া ...	২৯০
দেখ ছুই রূপ অতি রসক্লপ ...	৪৫২	ধিক্ রহ জীবনে পরাধীন যেহ ...	৬০১
দেখ দেখ অপক্লপ ...	৪৭৩	ধেয়ুগণ সব করি হাষা রুব ...	২৫৩
দেখ দেখ নন্দরায় ...	১৮২		
দেখ দেখ সখি চাহিয়া ছুঁ আঁখি ...	৪৬৬	ন	
দেখ নব কিশোর কিশোরী ...	৪৭০	নন্দের করুণ শুনি ...	২৬৯
দেখ সখি অপক্লপ মনোহর ...	৪৮৫	নন্দের নন্দন চতুর কান ...	৩২১
দেখিয়া মুকুতি জগতের পতি ...	১৯	নবনস্তা ভেল সকল নগর ...	৫০
দেখিয়া রোদন পাইঞা বেদন ...	৫৫	নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি ...	৫১৭
দেখি নবরামা তুমি কোন জনা ...	৪৪৫	নবীন নাগরী নবীন লোরেতে ...	২২৬
দেখিব যেদিনে আপন নয়ানে ...	৬৩২	নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল ...	৪৪৩
দেখিয়া বিস্মিত হরে জসদার চিত্ত ...	১০১	নয়ন তরল বহে প্রেমবারি ...	৪২২
দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি ...	৫১২	নহ নিদারুণ নবল নাগর ...	২৩১
দেখিয়া যমুনা নদীর তরঙ্গ ...	১৫৪	না কর না কর ধনি এত অপমান ...	৭০৭
দেখিয়া রাখার দশা উপজিল ...	২৮১	নাগর আপনি হৈলা বগিকিনী ...	৩৯৮
দেখিল নয়নে সেই সত্য বটে ...	৪৫	নাগর চতুরমণি ...	৪৫৭
দেখিলা নাগর নাগরী সকল ...	৫০৫	নাগর নাগরী প্রেমের সাগরি ...	৪৭৩
দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে ...	৬১৮	নাগর পাইয়া নাগরী সকল ...	৫০২
দেবগণ যত হয় এক ভিত ...	৩৩৩	না জানি পীরিত্তি এমন বলিয়া ...	৬৪০
দেবী আরাধন করল যতন ...	৩৪৬	না জানে পীরিত্তি যারা নাহি পায় ভাপ ...	৬৪৭
দেয়াশিনী-বেশে মহলে প্রবেশে ...	৩৯৪	নাঞ্চি জানি নাঞ্চি শুনি ...	৭৪১
দেয়াশিনী-বেশে সাজি বিনোদ রায় ...	৩৯৩	নাতি নাকি আস যাও ...	৫৬১
দেহ দরশন করহ ভোজন ...	১৬৭	নানা অর্থা সহ যতক রমণী ...	৪২
দৈবকি * * আর নাম কএ ...	৯৬	নাপিতানীকরে ধরি রাই চন্দ্রমুখী ...	৭১১
দৈবর যুক্তি বিশেষ সুমতি ...	৬৩৬	নাপিতানী বলে শুন গো সই ...	৩৯০
* * দোহে সে পুলক ...	৫৭২	না বল না বল সখি না বল এমনে ...	৬৪৭

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর ...	৭১১	পড়িল বোষণা নগর-চাতরে ...	১২৬
নামস্তুত্রাবলি বাঙ্কিল গলাতে ...	২৫	পাপ পরাণে কত সহিবেক জালা ..	৬৭৪
নামিয়া আসিয়া বসিল হাসিয়া ...	৪০২	পায়্যা আলিঙ্গন হরষিত মন ...	৩৭৯
না যাইও যমুনার জলে ...	৫৭৭	পাশরিতে চাহি তারে পাশরা না যায় গো ...	৬২২
নারদ সারদ সূক সনাতন ...	৩৩১	পাষণ নিশান তোমার পীরিতি ...	২০৭
নারীর জনম যে জনে চাহিল ...	৭৪৭	পিয়া গেল দূর বেশে হাম অভাগিনী ...	২৮০
নাই নিঠুর চিত ভেল কাহার চিত ...	৬২৭	পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইলু ...	৬২৮
নিকুঞ্জ শোভিত কি রসকেলি ...	৪৭২	পীরিতি-আখর পাইয়া সকল ...	৩৩৬
নিকুঞ্জ সহর সব গোপীগণ ...	৪৬৪	পীরিতি-আনল ছুইলে মরণ ...	৬৮৭
নিকুঞ্জে বসিয়া নাগর রসিয়া ...	৪২৬	পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী ...	৩৩৯
নিজ বেশ ছাড়ি রসিক মুরারি ...	৩৮৭	পীরিতি-নগরে বসতি করিব ...	৬৮৯
নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া ...	৬৮৫	পীরিতি-পসার লইয়া বাভার ...	৬৩৪
নিতিই নূতন পীরিতি দুজন ...	৭৩০	পীরিতি পীরিতি পীরিতি মূবতি ...	৬৬৪
নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয়াগিয়া ...	৩৭৫	পীরিতি পীরিতি মধুর পীরিতি ...	৬২৩
নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর ...	৩০৮	পীরিতি পীরিতি সব জন কহে ...	৬২৩
নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ কুটার ...	৪৭৯	পীরিতি বলিয়া আমি সব তেয়াগিহু ...	৬৫৪
নিল উৎপল বরণ নিরমল ...	৭৪৭	পীরিতি বলিয়া একটি কমল ...	৬৭৮
নিশি গেল দূর প্রভাত হইল ...	১৮১	পীরিতি বলিয়া এ তিন আখব ...	৬৬৩
নিশি প্রভাত হইল ...	৬২৮		৬৭৭, ৬৭৮, ৬৮৯, ৭৪৩
নিশির সপন দেখল সঘন ...	৩৫২	পীরিতি বিষম কাল ...	৬২২
নিশাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী ...	৬৫৭	পীরিতি-মুরতি কভু না হেরিব ...	৬৬১
নিবেদ নিলজ বনমালী ..	৭৩৯	পীরিতি-রসের সাগর দেখিয়া ...	৬৬২
		পীরিতি লাগিয়া দিহু পরাণ নিছনি ...	৬০৮
		পুছে পুনঃ পুনঃ কহত সঘন ...	২২২
		পুতনা মরিল স্ননি কংসাস্বর ...	৮৪
		পুত্র কোলে করি ...	৪০
		পুত্রমুখ হেরি দৈবকী সন্দরী ...	২৭
		পুন কি এমন দশা যোর ...	৩৫৭
		পুনরপি রাই মবলী বাজাই ...	৪৫৮
		পুন সে ধরিল অতি মনোহর ...	৫২৪
		পুনঃ দেবগণ করিল গমন ...	৩৩৫
		পুনঃ পুনঃ কহি রে ...	১৮৪
		পুনঃ বলরাম রোহিণী-নন্দন ...	৫২৯
		পুনঃ শিশুগণে করল হরণ ...	১৬৮

প

পদের প্রধান পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রধান পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
পূর্ব সে অবতারে	২৮৪	ভালের বড় তু ভামিনোর প্রিয়	২২৯
পূর্ব কথা কহি শুন	২৩	ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া	৬৬৫
প্রথম প্রহর নিশি	৭৩৩		
প্রবেশিল যত আহীর রমণী	৪২২		
প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল	৩৯৭		
প্রভাত হইল সবাই জাগিল	১১৩	মগন করিয়া গেল সে চলিয়া	৫১১
প্রভাতে উঠিয়া বিনোদিনী রাধা	১৮৯	মগন হইলা গীতের আলাপে	৪৫০
প্রভুর আরতি কি জানি কাকুতি	১৭২	মথুরা নগরে ধাম	৩২৩
প্রভুর নিখাসে রূপসী জন্মিল	২৪	মথুরা-নাগরী রূপ হেরি হেরি	২৬১
প্রাণনাথ একবার চাহিয়া কহ কথা	২৪৫	মধুপুরে কংস সজা করি বৈসে	৬৮
প্রাণনাথ বঁধুরা আদরে	২৪৫	মধুপুরে বসুদেব ভাবল	৮৮
প্রেম বা ডাইয়া কেল উজটিয়া	২৪১	মধুর মুকুতি দেখিআ দৈবকী	৩০
প্রেম যুযুতী যত রয়া যুখে	২৫৯	মধুর সখ্যাক ন হয়েনমর	৬২
প্রমে চল চল নয়ন কমল	১২৭	মন দড়াইছু পিরিতের কথা	৭৩৭
প্রেমের সায়েরে চলে কুতুহলে	৩৩৫	মনের মরম মনেতে জানহ	২২৯
		মনের মানসে কহেন হরসে	৯২
		মন্দ মন্দ গতি চলন-চাতুরী	৪৪৫
		ময়ূর ময়ূরী নাচে কিরি	৪৪২
কিরিয়া না চাহ কিরি কথা কহ	২২৭	মরম সজনি কহি এক বাণী	৩৩০
ফুটিল ফুল মাধবী জাতি	৪৭২	মরিষ গরল ভাখি	২৭৮
ফুলি ফুলি কান্দে স্থির নাহি বাকে	২৩৯	মরি মরি সহৈ শ্রামের বাশীরা নাগরে	৬০০
		মাধবীতলাতে দূতী পাঠাইয়া	৪৪১
		মাধবীতলাতে রহে এক ভিতে	৪৪০
ভব বিরিকির নারদ প্রভৃতি	৩৩৭	মাধবীতলায় ফুলের সৌরভে	৪৪২
ভাকিল সকটধান	৮১	মায়ের আনন্দ দেখিআ বড়	৫৭
ভাঙীর-কাননে চলে খেছগণে	১৮৫	মায়ে ভান্দ্রমাস জগত-ঈশ্বর	২৫
ভাদরে দেখিলু নটচাঁদে	৬৫৯	মুঞি মৈলু মৈলু মরিয়া গেলু	৬১৪
ভাবিতে গণিতে তাহার পীরিতি	৩৬২	মুণিগণ যারে ভাবে নিরন্তরে	১৮৮
ভাবিতে ভাবিতে ক্রীণ কলেবর	৭৪৬	মুরলী বধে রহিবে কি ঘরে	৫৯৮
ভাবোলাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া	২৯৯	যেল দেখি জাহ	১২০
ভাল ভাল বলি তবে	৯৩	মোনের দোয়ার বারটি আবার	৭৪৫
ভাল ভাল বলি নাগর শেখর	৫৭১	মোর অপরাধ ক্ষেম	১৭২
ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর	৭০৬	মোর অপরাধ ক্ষেম বহুনাথ	১৭১
ভাল হইল বঁধু তোমার পীরিতি	৫০৩	মোহন মুরতি কান	৪৭৭
ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে	৭০১		

পদের প্রথম পঙ্ক্তি

পত্রাঙ্ক

পদের প্রথম পঙ্ক্তি

পত্রাঙ্ক

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
যখন এ ভাষ্য উদ্ভাষ্যন করে	২৭০	রমণীমোহন রমণী মোহিতে	৪৭৭
যখন করিলে বনে অভিত সুখ	২৩৯	রমণীর যশ দেখিলুঁ আশনি	৫২১
যখন নাগর পীরিত্তি করিলা	৫২২	রসিক নাগর চতুরশেখর	৪৭১
যখন পীরিত্তি কৈলা	৫৮৯	রসিক নাগর বলে শুন বিনোদিনি	৪৫৭
যতক্ষণ নয়নে চাও	২৫১	রসে রসাইয়া রমণী তেজিয়া	২৩১
যত গোপনারী চন্দন অগোর	৪৫৩	রাই অভিসার কর	৪৫১
যতন করিয়া বেসালি ধুইলা	৬৩৮	রাই আঙ্ক কেন হেন দেখি	৭২৪
যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে	৬০২	রাইএর দশা সখীর মুখে	৩২২
যদি বা পীরিত্তিখানি সৃজনের হয়	৬৯১	রাইক ঐছন সক্রুণ ভাব	৭২৯
যন্ত্র তন্ত্র ভাল মান	৪৭২	রাই কহে ভবে কৃত্তিকার আগে	৫২৮
যমুনা নিকট যথা বংশীবট	৫৪২	রাই কহে শুন কে জানে পীরিত্তি	৩০৫
যমুনা যাইয়া শ্রামেরে দেখিয়া	৫৪৪	রাই কহে শুন মরম সজনি	৩৪৫
যমুনার তট অতি রম্য স্থল	৪৭৮	রাই, তুমি সে আয়ার গতি	৩১৩
যমুনার ভীরে সবে যায় নানা রঙ্গে	১৮০	রাই, কুরিতে শ্রামেরে দেখ গিয়া	৪৩৩
যশোদা বলেন শুনগো রোহিণি	২০২	রাই, তোমার মতিমা বড়ি	৩১১
যাইতে জলে কদম্বতলে	৭২২	রাই বলে শুন বেদনী বড়াই	১৫০
যাইতে দেখিলুঁ শ্রামে	৫৫০	রাই বলে শুন হেদে গো বেদনি	১২৫
যাই যাই বলি পিয়া বলে	৭২৭	রাই বলে সখি হল বড় ছুখী	২৮১
যাবত জনমে কি হইল মরমে	৬৭০	রাই, বড় সে দেখিল বিপরীত	২৯৫
যাহার কারণে জগকন ভরি	২৩০	রাই বিনে মনে সকলি আধার	৩১৯
যাহার সহিত যাহার পীরিত্ত	৬১২	রাই-মুখ হেরি নাগর মুরারি	২৪৯
যে কালে রচনা পূরণ করিল	৩৩০	রাই-মুখে শুনলহি	৭১৮
যেখানে মহিমা বেদে দিতে সীমা	৩৭৮	রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ	৭১০
যে জন না জানে পীরিত্তি মরম	৬৯২	রাই রাই নাম আর সব আন	৪২৬
যে দিন হইতে তোমার সহিতে	৪৯৬	রাই লয়ে বামে কদম্বকাননে	৭৩৮
যে পদ বোগীরা জপে নিরন্তর	১৫০	রাই শ্রাম একই পরাণ	৪৬৯
যোগায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া	১৭৯	রাই সুনাগরী প্রেষের আগরি	১২২
		রাই, সে শ্রাম তোমার যেনে বটে	৩৭১
		রাজা পরীক্ষিত কহিতে লাগল	৭৫
		রাণি, তুমার ভাগোর নাহি সীমা	৫৮
		রাধা কহে শুন আমার বচন	৪৯৪
		রাধা কহে শুন রসিক নাগর	৩৯১
		রাধা কহে শুন শ্রাম সুনাগর	৪৫৫
		রাধা তুমি জানহ কি রীতি	৩৫০

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
রাধা বলে তুমি হইয়াছ দানী	১৪০ বন্ধু কাহে না পায়ল বিন্দু ...	৩৪৩
রাধা বলে যোরা জগাত না জানি	১২২ বন্ধু, কি আর বলিব আমি ...	৩০২
রাধা বলে শুন আমার বচন	৪৪৮ বন্ধু চিত্ত নিবারণ তুমি ...	৪২৪
রাধা বলে শুন বেদনী বড়াই	১৩১ বন্ধুর পীরিত্তি কুহকের রীতি ...	৪০১
রাধা বলে শুন রসিক নাগর	২৪৪ বরণ দেখিলুঁ শ্রাম ...	৪৪৯
রাধা বিনে আর আন নাহি ভায়	৩১৮ বল বল দেখি বিকল পরাণ ...	২২৮
রাধার আবেশে গমন মন্থর	৪৮৭ বল বল সখি বিরস হইলে ...	২৩২
রাধার আরতি পীরিত্তি দেখিয়া	৪৮৬ বলরাম আগে কহিছে কানাই ...	১৬০
রাধার কাকুত্তি করিছে আরতি	১৫৬ বলরাম কহে নটবর কাহে ...	৩৭৬
রাধার চরিত দেখি সেই সখী	৪২৪ বলরাম বলে-ভাই ...	৩৭৬
রাধার বেশের শোভা বনাইছে	১২৪ বলহ এমনি কেনে ...	৩৭৭
রাধার মন জানি রসিক মুরারি	২২৭ বলে দেয়াসিনি শুনহ ভবানি ...	৩৪৬
রাধারূপ অতি দেখিয়া মুগ্ধতি	৪৫৬ বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন ...	৬-৬
রাধারে ধরিয়া কোরে	৩৮৫ বসুদেব কল্প করিআ বিনঅ ...	৪১
রাধাশ্রামরূপ দেখিয়া মোহিত	৪৫২ বসুদেব কানে কহে দেবগণে ...	৩৩
রাধিকা আদেশে মনের হরষে	৬৯৫ বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়া ...	২৭২
রাধে, আন জন যত বলে	১৪৬ বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে ...	৩২৪
রামা হে, কি আর বলিব আন	৭০৭ বড় অকুত দেখিল বেকত ...	১৪৮
রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা	৫৩২ বঁধু, আর কি ঘরের সাধ ...	৪৮৯
রূপ দেখি যত মথুরা-নাগরী	২৬২ বঁধু, উলটি কহত এক বোল ...	২১০
রূপ দেখি হিয়া কেমন করে	২৬২ বঁধু, এ বোল না বল মোরে ...	৭৩৭
রোদন শুমান সব পরিহারি	২৫৬ বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি ...	৭০৩
		বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে ছুখ ...	৪২৩
	ল	বঁধু, কি আর বলিব আমি ...	৩০৪, ৩০৬, ৩০৭
ললিতা কহয়ে শুন হে হরি	১০৬ বঁধু, কি আর বলিব তোরে ...	৩২৪
ললিতার কথা শুনি	১২৭ বঁধু, কি দিলে সূধার বান ...	৭৩৭
ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী	৭০২ বঁধু, ছাড়িয়া না দিব তোরে ...	৩০০
	ব	বঁধু, তুমি নিদারূপ নখ ...	৩০৩
		বঁধু, তুমি বড় কঠিন পরাণ ...	৪২৫
বদন নেহারি চর চর বারি	১৭৫ বঁধু, তুমি সে আমার শ্রাণ ...	৩০৯
বদন সুন্দর যেন শশধর	৫১৬ বঁধু, তুমি সে পরশ-মণি হে ...	৩০৮
বদন হেরিয়া গদগদ হৈয়া	১১৫ বঁধু, ভাল সে বটহ তুমি ...	৫০৩
বন্ধু কানাই, তুমি বড় কঠিন পরাণ	৩৭৪ বঁধু, ভিন না বাসিও তুমি ...	৪২৪
বন্ধু কানাই, তোমার চরিত এতদূর	২২০ বঁধু, যদি গেল বনে শুন গুণো সখি ...	১৭৯

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
বঁধুর আদর দেখি অনাদর	৪২৫	শ	
বঁধুর লাগিয়া সেজ ঝিছাইছ	৭১৬	শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে...	২৯৯
বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে ধোব	৩০৯	শাঙলী ধবলী বনে না পাইয়া	১৬৬
বাঁদীর বেষ ধরি	৪০৬	শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাত্তি	৪১৮
বাঁকিয়া ঔষধ গলার উপরে	৫৫	শিক্ষা বেণু শুনি যশোদা রোহিণী	১৮৬
বামেতে বসিলা রাই	৪১০	শিশুকাল হইতে শ্রবণে শুনিছ	৬২১
বাঁশী দূতিপনা কতেক প্রকারে	৪২৭	শিশু কোলে করি বসুদেব রায়	৩৯
বাঁশীর নিশ্বান কানে	৫২৯	শুন গোগো সই আর তোমা বই	৬৪৮
বিচিত্র আসনে বসিলা সঘনে	১২২	শুন কমলিনি চল কুল রাধি	৬৪৯
বিচিত্র আসনে বসিলা স্তন্দরী	৩৮৪	শুন গুণমণি কহি এক বাণী	৪৯৮
বিচিত্র পালকে শয়ন করায়	১৭৬	শুন গো বড়াই মোর	১৫১
বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই	৬৫১	শুন গো বড়াই হেথা	১২৬
বিনোদিয়া নাগরশেখর চূড়ামণি	৩৭৬	শুন গো মরম-সই	৪৭১, ৬৪৬
বিবিধ কুসুম বতনে আনিয়া	৬৭৩	শুন গো মরম-সখি	৪৮০, ৬৪১
বিরলে নিশিতে আছিল শুভিয়া	৭৩২	শুন গো মরম-সখি তোরা	৩৫৫
বিরলে বসিয়া সখীর সহিতে	৭৪২	শুন গোয়ালিনি কংসের উপমা	১৪০
বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই	২৮৯	শুন গো রাধিকা চাঁপার কলিকা	৭১২
বিরহ-জরের তাপে ছল ছল আঁখি	৩২৩	শুন গো সজনি পরমাদ শুনি	১৯৩
বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়	৫২৯	শুন গো সজনি সই	১১৮
বিষয় ভাবিলা বলক সকল	১৬২	শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব	৫০১
বিহির নিশ্বান এ দেহ গঠন	৭৬	শুন ধনী রাই কহি তুয়া ঠাঁই	২৪৬
বেদ বেদ বন চাক সে পুরিত	১৭১	শুন ধনী রাই তান কিছু গাঁই	৪৪৬
বেনাঞা চাঁচর চুল	৯৭	শুন ধনী রাধা রূপের গরব	১৮৯
বেরাইতে রাধা নাহি পড়ে বাধা	১৩৩	শুন নন্দবোব আমার বচন	২৭৪
বেরি বেরি দূতি বচন সরস	৪৩৮	শুন নব রাধা ঐ পরসঙ্গ	৪৫০
বেলা অবসেসে সখির সহিতে	৭৪৬	শুন প্রাণ-সখা আমি সে জানিয়ে	৫২৩
বেলি অসকালে দেখিলুঁ ভালে	৫১২	শুন বসুদেব রায়	২৮
বেশ বনাইছে মায়	১৮১	শুন রসমই রাধা	১২৯
বেশ বনাইছে শ্যাম	৪৫৫	শুন লো রাজার খি	৭১৫
বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর	৪৭৮	শুন শুন প্রাণের উদ্ধব	৩৫৩
* * * বেণী নাগর	৩৮৪	শুন শুন বাঁচা জীবন কানাই	২০৩
বৃকভাষ পুরে গিয়া কুতূহলে	৫২৬	শুন শুন ভেরা নন্দ-হুলাসিয়া	৫২৫
ব্রজরাজ বালা রাজপথে আছিল	১১৪	শুন শুন রাধা কহে সেই ধনী	৪৪৭
ব্রহ্মাবহেখর কহেন উত্তর	১০	শুন শুন শুন আমার বচন	১১৯

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রিক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রিক
শুন শুন সই কহি জোরে ৬৪৬	শ্রাম সুনাগর রায় ২৩৩
শুন শুন সুনরনি আমার যে রীত ৭০৫	শ্রাম-সুন্দর শরণ আমার ৩১০
শুন শুন হে রসিক রায় ৩০০	শ্রামের জলদ রূপ হেরি হেরি ২৫৫
শুন সহচরী না কর চাতুরী ৬৬৩	শ্রামের পীরিত্তি হইল মিরিত্তি ৬৮৩
শুন সুনাগর করি জোড় কর ৩০৭	শ্রীশ্রাম সুদাম আর বলরাম ১২১
শুন সুনাগরী রাই ৩১৬	শ্রীমুখ-স্বকজ চাহি গোপীগণ ২১২
শুনহ নাগর কাহু ১৩৫	স	
শুনহ নাগর গুণের সাগর ২০৫	সই, আর কিছু কৈয় না গো ৬৪৫
শুন হলধর ভাই ২৬৮	সই, আর বা সহিব কত ৬২০
শুনহ সজনি আর কি দেখহ ২৫০	সই, এত কি সহে পরাপে ৬৫৮
শুনহ সুন্দরী রাধা ৪৩৫	সই, কাহারে করিব রোষ ৬৮৭
শুন হে কমল-আঁখি ৪৮২	সই, কি আজু দেখিলুঁ রঙ্গ ৫৪৭
শুন হে চিকণ-কালী ৩০৬	সই, কি আর বলিব তোরে ৭১৪
শুন হে নাগর গুণমণি ২০৬, ৪৫২	সই, কি আর বলিব মায় ১১৭
শুন হে নাগর রায় ৪২০, ৪২১	সই, কি আর বোল যোরে ৭৪২
শুন হে নাগর শবণ যে লয় ২৩১	সই, কি বুক দারুণ ব্যথা ৬৬০
শুন হে বলহই দাদা ১৬৭	সই, কি হইল কালার জালা ৬৩২
শুন হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কার ৪৪৩	সই, কে বা সুনাইলে শ্রাম নাম ৫৩৮
শুনি কাকবানী কহে বিনোদিনী ৩৫৪	সই, কেমনে জীব গো আর ৬১২
শুনিতে হংসের বাণী ৩৭১	সই, কেমনে ধরিব হিয়া ৬৩১
শুনি ধনী মুরছিত ভেলি ২৬২	সই, কে যাবে মথুরাপুর ২৮৬
শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন ৪০২	সই গো, কিবা সে শ্রামের ছবি ৫৫১
শুনিয়া রাধার বিনয়-বচন ৫০৫	সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল ৩২১
শুনিয়ে আত্মীরিণী চিতগত বোল ২৪২	সই, ঠেকিহু দানীর হাতে ১৩২
শুনিয়ে রাধার বাণী ২২৬	সই, তাহারে বলিব কি ৬৩৩
* * শেষ নিশি দ্বিতীয় প্রহরে ৫৮৪	সই, পশিল বিষম বাঁশী ৬০০
শুনি হংস রাধার কাহিনী ৩৭৩	সই, পীরিত্তি আখর তিন ৬৮২
শ্রাম কহে শুন রাই বিনোদিনী ৭০০	সই, বড় প্রমাদ দেখি ৬৪২
শ্রাম-পরসঙ্গ বড়াই সহিতে ১২৭	সই, মরম কহিয়ে ভোকু ৬৮৮
শ্রাম-মঙ্গমালা বিনোদিনী রাধা ৪৮৫	সই, মরিষ পরল খেয়ে ৬৪৪
শ্রাম-মুখ হেরি আকাশের বিধু ২৫৫	সই, রহিতে নারিলু ঘরে ৬৪৩
শ্রামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা ৭২৩	সই, হের আসি দেখসিয়া ৪৫৩
শ্রাম-শুকপাখী সুন্দর নিরখি ২৮৮	সই, হের রূপ দেখসিয়া ১১৬
শ্রাম শ্রাম বলি সদা শ্রাম হেরি ২৩৪	সকট অক্ষর দেখি প্রবেশি মন্দিরে ৮০

পদ-সূচী

৪১/০

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
সকল গোপিনী যোহিত হইল	৪৬৮	সুখের সাগরে সব দেববরে	৩৩৪
সকল রাখাল ভোজন করিতে	১৬৩	সুজন কুজন যে জন না জানে	৬২৭
সকলি আমার দোষ হে বন্ধু	৫৮৬	সুধা ছানিয়া কেবা	৫৫৩
সখাগণ সনে লঞা ধেমুগণে	৩২৬	সুহ কারণ আমার বচন	৩৩৪
সখি, এমন তোমায়ে কেন দেখি	৫০০	সুহে লম্পট দানি	৭৩৮
সখি, কহিও তাহার পাশে	২৮৬	সুনিল শ্রবণ ভারি গোকুল-নিবাসী	৮৮
সখি, কহিবি কান্নুর পায়	২৮৭	সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া	১৬০
সখি কহে শুন ধনি	৩৫৭	সুবল, সে ধনী কে কহ বটে	৫৬৫
সখিগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে	৫৬৭	সুবলে কহেন কমললোচন	২৪২
সখি রে, বরষ বহিরা গেল	৩২৩	সুভদিন করি পাঁজিপুধি ধরি	২০
সখি রে, মথুরামণ্ডলে পিয়া	২৭২	সুখোর নন্দিনী ধনী	৩৬
সখীর বচন শুনল সুন্দরী	২৮৪	সেই কথা সব মনে পড়ি গেল	৩৭৭
সখীর বচন শুনিতে নাগর	১৯১	সেই কোন্‌ বিধি আনি সুধানিধি	৫৭৮
সখীহে, আজু রজন সুভ ভেলা	৩৫৬	সেই গোপনারী রাখার গোচর	১২১
সব গোপীগণ আহীর রমণী	১৫২	সেই নবরামা তুরিতে গমন	৩৪৭
সব গোপীগণে কমল-নয়ানে	৪৬১	সেই মুনি সেই হরিণী-ছাওয়াল	২৪১
সব দেবগণ দেখিয়া ত্রীপতি	৩৩৭	সেই যে কালিয়া	৭৪৩
সবার করেছে ধরিয়া ধরিয়া	২৪৩	সেই যে মন্দিরে শুভলি কিশোরী	৩৪৮
সবে অন্ন খায় মাঝে য়ুরায়	১৬২	সেই হৈতে মোর মন	৬৪২
সভারে বিদায় করি নন্দঘোষ	৫১	সে নারী মরুক জলে বাঁপ দিয়া	৪৮৮
সয়নে আছিলাম	৭৪৭	সে যে নাগর গুণের ধাম	৫৬০
সয়নে স্তুতিয়া থাকি	৭৩৯	সে যে বৃষ-ভানু-সুতা	৭১৬
সহচরী ধায় আনিতে চেতনী	৫৩৫	সের ছটাক বহির্গকট	৩৪১
সহচরী বলে ভালে শুন নবরামা	৫৭৩	সে হেন রসিক ফেলে রবি তথা	৪৩০
সহর ফিরায়ে ধনী	৪৬৫	সোই, পীরিতি বিষম বড়	৭৩৬
সাজল শকট চলল নিকট	২৭২	সোই, মরম কহিয়ে তোরে	৭৪০
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে	৭২৯	সোণার নাতিনী এমন যে কেনি	৫৫৫
সাজে নিবাইল বাতি	৬৩৫	সোনার নাতিনী কেন	৫৫৫
সিদ্ধপুরাণে ব্যাসের বর্ণনে	২০	সোনার পুতলী অবনী উপরে	২৫২
সুখের পীরিতি আনন্দের রীতি	৬৮০	সোনার বরণখানি	১৪৪
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিলুঁ	৬৭৬	সো বর নাগর কান	৩৫০
সুখের লাগিয়া পীরিতি করিলুঁ	৬৭২	স্থির মান ভাই আপন চিত্ত	৫৬৯
সুখের লাগিয়া রক্ষন করিলুঁ	৬৭৩	স্বজনি, কি হেরিহু যমুনার কূলে	৫৭৭
সুখের সাগরে রসের সাগরে	৩৩৮	স্বজনি, না কহ ও সব কথা	৬২০

পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক	পদের প্রথম পঙ্ক্তি	পত্রাঙ্ক
স্বজনি লো সই	৫২৫	হেদে গো চেতনী	৫৩৫
স্বপন দেখিয়া রাখার বরণ	৩৫২	হেদে গো সজনি সই	২৮২
স্বপনে কালিয়া নয়নে কালিয়া	২০৯	হেদে লো মরম-সই	২৩১
		হেদে লো স্তম্ভরি	৫৭৮
		হেদে হে কমল কান	৫০৪
		হেদে হে নাগর চতুর-শেখর	১৫৪
হরস হইঞা হরি জায়ে লঞা	৩৪	হেদে হে নিলাজ বঁধু	৭০৩
হংস বলে শুন রাজার কুমারি	৩৭২	হেদে হে পরাণ-বন্ধু	২৫০
হাত দিয়া দেখ বড়াই যোর কলেবর	৭১৯	হেদে হে বঁধুয়া	৭২০
হাতে হইতে পিছলিয়া	৩৮	হেদে হে সুরলীধর	৪৬০
হাম সে অবলা হৃদয় অথলা	৫৫৭	হেদে হে রমণ রমণীমোহন	২৪৮
হার রে দারুণ বিধি	২৮২	হেদেহে স্তবল সখা	৫৭০
হাসি কহে তবে সৰ গোপনারী	১৫৭	হেনই সময়ে কাক	৩৫৪
হাসিমুখ ধনী রাখা বিনোদিনী	১৫১	হেনক সময় অক্রুর দেখল	১২৪
হাসিয়া কহেন তবে নন্দের নন্দন	১০৬	হেনক সময় এক যে রজক	২৬৪
হাসিয়া নাগর চতুর শেখর	১৫৫, ৪৬১	হেনক সময় প্রভাত হইল	১২৯
হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া	১৫৮	হেনক সময়ে এক সখী আসি	২৯৭
হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া	১৪২	হেনক সময়ে কৃষ্ণ না দেখিয়া	৩৭৯
হাসি হরীকেশ শুনহ মহেশ	৩৩৯	হেনক সময়ে রথ আরোহণে	৩৫৮
হা হরি হা হরি হরি হরি হরি	২৩৪	হেন বেলা নি দ ভাঙ্গিল তুরিত	৩৫১
হিয়ার মাঝারে বিরলে রাখিহ	৬৮৭	হেন বেলে প্রবেশিল পুরে	২৭৩
হেথা কান্ন যত পার করি গোপী	১৫৯	হেন বেলে যত রাখাল বালক	১৩৮
হেথা রাখা বিনোদিনী	৪৯৯	হেন বেলে শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া	১৯৩
হেথা সে অক্রুর রথ সাজাইয়া	২৩৫	হেরহে রসিক বর রাইক চরিত	৭১০

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
ভূমিকা	...	১। অক্রুরাগমন	... ১৮১-৩১৯
১। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা	... ১-৬৪	অক্রুরের গোকুল-যাত্রা	... ১৮৬
২। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা	... ৬৫-১০৭	শ্রীরাধিকার স্বপ্ন	... ১৮৯
পূজনাবধ	... ৬৫	যশোদা-বিলাপ	... ২০০
শকটবধ	... ৭৯	গোপীবিলাপ (প্রথম স্তর)	... ২০৫
তৃণাবর্জবধ	... ৮৫	ছত্রিশ অক্ষরের করুণা	... ২১২
নামকরণ	... ৮৮	রাখাল-বিলাপ	... ২৩৫
মৃত্তিকাকর্ষণ	... ৯৭	গোপীবিলাপ (দ্বিতীয় স্তর)	... ২৪৪
ইন্দ্রপূজা	... ১০৫	কৃষ্ণবলরামের মথুরায় গমন	... ২৫৬
৩। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা	... ১০৮-১৮০	রজকের বস্ত্রহরণ এবং কংসবধ	... ২৬৪
দানলীলা	... ১১৩	দৈবকীবহুদেবের করুণা	... ২৬৭
নৌকালীলা	... ১৫৪	নন্দবিদায়	... ২৬৭
যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণের পত্নীর নিকট হইতে অন্নগ্রহণ	... ১৫৯	নন্দবোধের গোকুল-যাত্রা ও যশোদার খেদ	২৭৪
ধেমুৎসবৎসশিশুহরণ	... ১৬৩	শ্রীরাধিকার শোক	... ২৭৭
যশোদার বাৎসল্য	... ১৭৪	শ্রীরাধিকার দশা	... ২৮১
রাই-রাখাল	... ১৭৮	শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি	... ২৮৭
		মিলন (এবং রাধার আত্মনিবেদন)	... ২৯৭
		শ্রীকৃষ্ণের উত্তর	... ৩১০
		প্রথমযথের পরিশিষ্ট	... ৩২১

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা	...	১। বৃন্দাবন-রস আশ্রয়নের জন্ম	...
পদ-সূচী—	... ৩৮/০-৪৮/০	শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা	... ৩২৯
বিষয়-সূচী—	... ৪৮/০-৪৮/০	২। মথুরা	... ৩৪৪
সঙ্কেত-বিবৃতি—	... ৪৮/০	৩। গোপরাস	... ৩৮১

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
৪। মহারাস (দ্বিতীয় পাল্লা)	... ৪১২	বাসকসজ্জিকা	... ৬৯৫
৫। রাসলীলা (প্রথম পাল্লা)	... ৪৭৫	বিপ্রলক্ষা	... ৬৯৮
৬। পূর্বরাগ	... ৫০৭	খণ্ডিতা	... ৬৯৯
৭। যুগলমধুররস (প্রথম পল্লব— বিপ্রলক্ষ—আক্ষেপাতুরাগ)	... ৫৭৯-৬৯৩	মান-বিপ্রলক্ষ	... ৭১০
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ	... ৫৮৬	অভিসারিকা	... ৭১১
বংশীর প্রতি আক্ষেপ	... ৫৯৫	দ্বিতীয় পল্লবের পরিশিষ্ট	... ৭১৫-৭২১
নিজের প্রতি আক্ষেপ	... ৬০১	কলহাস্তরিতা	... ৭১৮
সখীর প্রতি আক্ষেপ	... ৬১৫	অভিসারিকা	... ৭২০
দুতীর প্রতি আক্ষেপ	... ৬৪৯	৯। যুগলমধুররস (তৃতীয় পল্লব—সজ্জোগ)	... ৭২২
বিধাতার প্রতি আক্ষেপ	... ৬৫১	পরিশিষ্ট (১)	... ৭৩৬
কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ	... ৬৫৪	পরিশিষ্ট (২)	... ৭৪২
গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ	... ৬৫৫	পরিশিষ্ট (৩)	... ৭৪৯
প্রেমের প্রতি আক্ষেপ	... ৬৬০	পরিশিষ্ট (৪)	... ৭৫৭
৮। যুগলমধুররস (দ্বিতীয় পল্লব)	... ৬৯৪-৭২১	আলোচিত গ্রন্থ-সূচী—	... ৭৬১-৭৬৪
		নাম-সূচী—	... ৭৬৫-৭৬৯

সঙ্কেত-বিহ্বতি

অঃ-প্রঃ-পঃ—অপ্রকাশিত পদাবলী।

ক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পৃথি।

কুঃ কীঃ—শ্রীকৃষ্ণকৌর্ভন (১ম সং)।

খ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ সং পৃথি।

চা—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত The Origin and Development of Bengali Language.

চৈঃ চঃ—চৈতন্যচরিতামৃত (বহরমপুর সংস্করণ)।

তরু, বা তরু (পসং)—সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (পসং) হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরু।

তরু (বট)—পদকল্পতরু (বটতলা সংস্করণ)।

দীপু—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫৯ সং পৃথি।

নচ—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর নূতন সংস্করণ।

নৌ, চণ্ডীদাস, বা পসং—নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী।

ব-সা-প-প—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পৃথি।

নিপু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথি।

বৈ-প-ল—বৈষ্ণবপদলহরী (বঙ্গবাসী সং)।

ভা—শ্রীমত্তাগবত।

সা—১৩০৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত “চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।”

সাপু—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পৃথি।

ইহা ব্যতীত সর্বত্র উল্লেখের স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে।
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জলনীলমণি,
গোবিন্দলীলামৃত, পদ্মাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের নির্দেশে বহরমপুর সংস্করণ লক্ষিত হইয়াছে।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

[মধুররসের বর্ণনার প্রারম্ভে বৃন্দাবন-রস আশ্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত ।]

প্রবেশিকা

প্রথমথণ্ডে কংস-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এখন কবি মধুর-রসের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

বৃন্দাবন-রস আশ্বাদন করিবার জন্য (কংস-বধের জন্য নহে) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত দীন চণ্ডীদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—গোলোকের কল্পরূপে প্রেমকল প্রসূত হইয়াছিল। লোভের বশবর্তী হইয়া সেই ফল আহরণের জন্য দেবগণ শুক পাখীকে গোলোকে প্রেরণ করিলেন। ফল লইয়া আসিবার কালে শূকের চক্ষুর চাপে ইহা তিনথণ্ডে বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়া গেল। তখন সাগর মন্থন করিয়া দেবগণ পী-রি-তি রূপে বিভক্ত ফলটির উদ্ধার-সাধন করিলেন, এবং গোলোকে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহা প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ প্রাপ্তিমাত্রেই ইহা নিজে ভক্ষণ করিয়া বিস্মিত দেবগণকে বলিলেন যে, ঐ ফল রাধার সম্পত্তি। ষাগরে তিনি নন্দগৃহে এবং রাধা বৃষভাসু-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ ফলের আশ্বাদন জগতে প্রচার করিবেন। তখন দেবগণ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ

করিলে এই ফলের মধুরতা আশ্বাদন করিতে পারিবেন। ইহাই দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃন্দাবন-রস আশ্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণজন্মের আখ্যানিকা। প্রকৃতপক্ষে এই উপাখ্যানটি মাথুরের ভূমিকান্বরূপ এই কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (পরবর্তী “প্রবেশিকা” দ্রষ্টব্য)। শুক পাখী দ্বারা ফল আনয়নের পরিকল্পনার জন্য কবি ভাগবতের নিকট ঋণী বলিয়া বোধ হয় (পরবর্তী ৪২৬ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

পরবর্তী পদগুলি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯ ও ২২৪ সংখ্যক পুষ্টিভয় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুই পুষ্টির বিবরণ ইতিপূর্বে ১৩৩৩ এবং ১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমরা প্রকাশিত করিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রথম পদটি উক্ত ২৩৯ সংখ্যক পুষ্টিতে ৪৮০ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে, অভএব বুঝিতে হইবে যে, কবি বাল্যলীলা বর্ণনায় অর্থাৎ তাঁহার বৃহৎ কাব্যের প্রথম ভাগে ৪৭২টি পদ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪২১টি পদ আমরা প্রথম-থণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি। তদনুযায়ী দ্বিতীয়

খণ্ডের প্রথম পদটি এখানে ৪২২ সংখ্যায় চিহ্নিত হইল। পরবর্তী পদগুলি ৪২৩ হইতে ক্রমিক সংখ্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল সংখ্যা পদগুলির শীর্ষদেশে স্থাপিত হইল, আর উক্ত ২৩৯ সংখ্যক পুঁথি অনুসরণ করিয়া ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত পদের সংস্থান সম্বন্ধীয় ক্রমিক সংখ্যাগুলি পদের শেষভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদের পাঠান্তরে উক্ত ২৩৯ সংখ্যক পুঁথিকে ক, এবং ২৯৪ সংখ্যক পুঁথিকে খ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

[৪২২]

টীকা

রাগ কামোদ

কেবা নিরমালা এহেন পীরিতি
 আখর গণিঞা তিন ।
 প্রথম সময়ে মধুর বিষয়ে
 পরিণামে এই চিন ॥
 জখা পাই লাগি উঠিছে জে আগি
 জা করি মনেতে আছে ।
 ভাল মতে তার সাজাই করিব
 জাইঞা তাহার কাছে ॥
 এ দেহ তাপিত ভাজিল দুগুণ
 দোষ গুণ নাহি জানি ।
 কেনে হেন করে অবলার দেহ
 অখল কুলের ধনি ॥
 পীরিতি গরল না হএ সরল
 কুটিল জনার বস ।
 রসে রসাইঞা পীরিতি পৈসল
 করিল পরের বস ॥
 পর কি জানএ আনের বেদন
 আন কি জানএ আন
 পীরিতি জেখানে জাইব সেখানে
 চণ্ডিদাস গুণ গান ॥ ৪৮০ ॥

পঙ্-১। কৃষ্ণ মধুরায় চলিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে
 বিবাহে কাতর হইয়া রাখা এই উক্তি করিতেছেন। পীরিতি
 শব্দটি ভাষাতত্ত্বের বিচারে শ্রীতি শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু
 বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহা বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ
 প্রজ্ঞা হইতে সাধুসঙ্গ, শ্রবণ, কীর্তনাদি, ভাষা হইতে ক্রমে
 নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির উদয় হয়, তৎপর শ্রীতি, এবং এই
 শ্রীতি গাঢ় হইলে প্রেম। প্রেম হইতে পুনরায় মেহ,
 মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাবের উদয়
 হয় (চৈঃ চঃ, মধোর ত্রয়োবিংশে, এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,
 ১।৪।১১)। অতএব শ্রীতি প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা
 মাত্র। সাধারণতঃ পীরিতি শব্দে পরকীয়া সম্পর্কিত গুণ
 প্রণয়াদি বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু কবি এখানে মহাভাব-
 স্বরূপিণী শ্রীরাধার গভীর প্রণয়জ্ঞাপক প্রতিশব্দ রূপে
 ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। পুথির পার্শ্বে "পীরিতি পাড়"
 লিখিত রহিয়াছে।

পরবর্তী ৪৭৪ সংখ্যক পদে কবি বলিয়াছেন যে,
 তিনি ইহার পূর্বেই "প্রেমবৈচিত্র্য" বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা
 প্রধানতঃ আক্ষেপমূলক, এবং ইহার আট প্রকার বিভাগের
 মধ্যে বিধাতার প্রতি এবং প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ
 রহিয়াছে (উজ্জলনীলমণি দ্রষ্টব্য)। কবি এখানে রাখা
 কর্তৃক বিধাতার প্রতি আক্ষেপ বর্ণনা করিয়া এই পালাটি
 আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম ৮ পঙ্ক্তির ভাবার্থ এই—কে
 এই পীরিতির সৃষ্টি করিয়াছে? প্রথমে ইহা মধুর বটে,
 কিন্তু পরিশেষে ইহা বড়ই জালাবর বোধ হয়। যদি

তাহার দেখা পাই, তাহা হইলে তাহাকে ভালরূপেই আবার
বনের বড় শান্তি দান করিব ।

পঙ্ ৩-৪ । কু—“সুখার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া, খাইয়

আপন সুখে ।

কে জানে খাইলে, গরল হইবে, পাইব

এতেক দ্রুখে ॥”

(নী, ২৫৭)

১৩ । কু—“অহেরিব গতিঃ প্রেমণঃ স্বভাবকুটীলা ভবেৎ”
(উজ্জলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদকথনে) ।

[৪২৩]

সিন্ধুড়া

“মরম-সজনি, কহি এক বাণী

কোথা না পীরিত্তি থাকে ।

সেখানে হাইব তারে নিরখিব

দেখি না কে তারে রাখে ॥

যত আছে ভাপ বিরহ-সস্তাপ

করিব নিঠুরণনা ।

জাগালি পাইলে সুখিব সকল

পরিচিত্তে হবে জানা ॥”

রাখার সক্রোধ পীরিত্তি উপরে

কহেন মরম-সখি ।—

“কোথা না পাইবে তার দরশন

শুনহ কমলমুখি ॥”

পীরিত্তির কথা শুনিল শ্রবণে

কহিতে বিষম মানি ।

বেদের বচন ব্যাসের রচন

চণ্ডিদাস ইহা জানি ॥ ৪৮১ ॥

প্রস্তাব্য—এখানেও সখীকে সর্বোধন করিয়া রাখা
আক্ষেপ করিতেছেন । ইহাও প্রেমবৈচিত্ত্যের অন্তর্গত ।

[৪২৪]

শ্রীরাগ

“যে কালে রচনা পুরান করিল

বাস মুনিবর তায় ।

সেই কৃষ্ণদেহ পুরাণ বর্ণিলা

কলপতরুর প্রায় ॥

কল্পতরু করি কৃষ্ণেরে রচিল

করিলা অনেক শাখা ।

সেই কল্পতরু^১ রচিলা পুরাণ

অপূর্ব দিছেন দেখা ॥

শাখা তরুবর যদি বা বর্ণিলা

তাহাতে ধরিল ফল ।

সে ফল খাইতে কেই না রচিলা

ভাবি ব্যাস মুনিবর ॥

তথির কারণ দশম করিল

যত পুরাণের সার ।

সে ফল আশ্বাদ কারণ লাগিয়া

ভব বিধি^২ হর আর^৩ ॥

দেব-অগোচর নাহিক গোচর

শুনহ সুন্দরি রাখে ।

সে ফল খাইতে ভক্ত সুখ হঞা

দেব-আদি করে সাথে ॥

ফলের মহিমা ওর না পায়সি

দেবাদি^৪ অনন্ত কায়্যা ।”

চণ্ডিদাস বলে— কাহার সক্তি

বুঝিয়া বুঝিব ইহা ॥ ৪৮২ ॥

^১ কল্পতরু, ক, এবং পরে ।

^{২-৩} বিরিকির আশ, খ ।

^৪ দেবায়ী, ক ।

টীকা

[৪২৫]

পঙ্—৫। কন্নতরু—“বাহ্নিড-বিবিধপুরুবার্ধরূপ” কল
প্রদান করেন বলিয়া কন্নতরুবৎ।

রাগ তুড়ি

৬। অনেক শাখা—“পরমোর্ধ্বচূড়াতঃ শ্রীনারায়ণং
ব্রহ্মশাখায়াম্ ততোহধস্তান্নারদশাখায়াম্ ততোহধস্তাব্যাস-
শাখায়াম্” ইত্যাদি (ভা, ১।১।৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

নারদ-সারদ সুক-সনাতন
দেবের দেবতা যত ।
মহিমা-কারণ ফলের মাধুরি
জানিবেক কত শত ।

মোকপ্রদম্বহেতু (ভা, ১।২.২৩) বাসুদেবই ভজন্যর,
ইহাই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য বেদনকলও বাসুদেবপর
(বাসুদেবপর্য বেদা ইত্যাদি, ভা, ১।২।২৮), অতএব
বাসুদেবই বেদরূপ কন্নতরুর মূল! তৎপর ইহা শিষ্য-
প্রশিষ্যরূপ পল্লবপরম্পরায় নানাভাবে জগতে প্রচারিত
হইয়াছে (ভা, ১।৪।২৩)। ভগবত্বক্তি যথা—“ময়াদৌ ব্রহ্মণে
প্রোক্তা ধর্মো যস্তাং মদায়কঃ” ইত্যাদি। বাসুদেব
হইতে ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাসাদি ক্রমে ধর্মতত্ত্ব প্রচারিত
হইয়াছে ইহাই বক্তব্য। ভাগবত সধক্ষেও উক্ত হইয়াছে
যে, “ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকর উপাগতে” (ভা, ২।৮।২৭)
অর্থাৎ সৃষ্টির উপক্রমে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বেদতুল্য ভাগবত
পুরাণ কহিয়াছিলেন।

এমন তরুর কল ফলিয়াছে
জাহার উপমা নাঞি ।
কত না মাধুরি ফলের ভিতর
না দেখি কনহ ঠাঞি ॥

১৩-১৪। ব্যাসদেব বেদ বিভাগ এবং পুরাণাদি রচনা
করিয়াও র্নে শাস্তি পাইলেন না! ইহার কারণ চিন্তা
করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, পরমহংস-প্রিয় যে ভাগবত
ধর্ম, তাহা বাহ্যরূপে নিরূপণ না করাতে তাঁহার ঐ
অবস্থা হইয়াছে (ভা, ১।৪।২০-৩০)। তৎপর তিনি
লোকের হিতার্থ ভাগবত রচনা করেন (ভা, ১।৭।৬)।
তদ্ব্যতী দশমস্কন্ধই সর্বপুরাণের সার বলিয়া এখানে উক্ত
হইয়াছে।

এ ফল অধিক মাধুরি দেখিতে
আছএ মনের সাধ ।
কত না আমিঞা ফলের ভিতরে
এই কিবা পরমান্দ ॥

এই অনুমান করে দেবগণ
লহিতে ফলের মধু ।
হরস বদন বুঝিতে কারণ
সকল দেবের বিধু ॥

ফল আশ্বাদন করিতে সযত্ন
দেবের আরতি অতি ।
চণ্ডিদাস বলে ফলের মাধুরি
কেবা সে জানব রিতি ॥ ৪৮৩ ॥

টীকা

পঙ্—৫। কল—ভগবানের লীলারসরূপ অন্ততমর কল।

[৪২৬]

রাগ জয়জয়ন্তি

এক সুক পাখী অমিয়ার ফল
 মুখেতে করিয়া উড়ে ।
 সেই ফল গটা তিনখান হঞা
 সায়র জলেতে পড়ে ॥
 সেই সুক পাখি ভটস্ব হইঞা
 বৈঠল সায়র পাড়ে ।
 সেখানে দেখল এ তিন সায়র
 অধিক নিশ্বাস ছাড়ে ॥
 “এমন সুফল গোলোক হইতে
 আনল যতন করি ।
 তিনখানি হঞা এ তিন সায়রে
 পড়ল কি হেতু জানি ॥”
 পুন সুক পাখি উড়িয়া চলিল
 জেখানে দেবের স্থান ।
 কহিতে লাগিল সুকবর পাখি
 ফলের আখ্যান খান ॥
 “জে দিনে গোলকে সব দেবগণ
 রচিলে ফলের কথা ।
 কল্পতরু-ফল- মাধুরি বুঝিতে
 বুঢ়াতে হৃদয়-বেথা ॥
 তোমরা কহিলে আমা পাঠাইলে
 লইতে কলপ-ফলে ।
 উড়িয়া জাইতে সে ফল ভান্দিয়া
 পড়ল সায়র-জলে ॥
 তিনখানি হঞা এ তিন সায়রে
 পড়ল না জানি কতি ।”
 চণ্ডিদাস বলে- কহে সুক পাখী
 দেবের গোচরে তখি ॥ ৪৮৪ ॥

দ্রষ্টব্য—শুকপাখী দ্বারা কল্পবৃক্ষের অমৃতবর ফল
 আনয়নের পরিকল্পনার জন্ত কবি ভাগবতের নিকট ঋগী
 বলিয়া বোধ হয় । তাহাতে আছে—

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকসুখাদমৃতদ্রবসংযুতং ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ ॥

[ভূ, ১।১।৩]

“এই ভাগবতশাস্ত্র সৰ্ব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্প-
 বৃক্ষের ফল, শুকসুখ হইতে গলিত হইয়া অমনীমণ্ডলে
 অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে । অতএব হে রসজগণ, হে
 রসবিশেষভাষনা-চতুর পুরুষসকল, অমৃতদ্রবসংযুক্ত রসময়
 এই ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুঁমুহু পান কর ।”

বিভিন্নতা এই যে, মূনিবর শুকদেবকে কবি শুক
 পাখীতে পরিণত করিয়াছেন, এবং বেদরূপ কল্পবৃক্ষের
 ফলকে কৃষ্ণকল্পবৃক্ষের ফলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।
 আর সেই ফলটি শুকের মুখ হইতে অখণ্ডরূপে পতিত
 না হইয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ‘গী-রি-তি’র সৃষ্টি
 করিয়াছিল । এই পরিবর্তনের মূলে যে কবিত্ব ও মধুরতা
 রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

পঙ্—৭ । তিন সায়র—তু—

বিধি একচিত্তে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল পী ।

সুখের সায়র, মখন করিয়া, তাহে উপজিল রি ॥

পীরিত-রসের সায়র মথিয়া, তাহে উপজিল তি ।

নী—৩৭৯

অর্থাৎ—ভাব, সুখ ও রসরূপ সমুদ্র (Love, Beauty
 and Bliss), এই তিনটি পীরিতের নিত্য-সহচর বলিয়া ।

তু—“কারুণ্যামৃত, তাকুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত রূপ ত্রিধারা
 (চৈ: চঃ, মধোর অষ্টমে) । কবি ইহাদিগকে সুখের,
 রসের ও প্রেমের সাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (পরবর্তী
 ৪৩০-৩২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) ।

[৪২৭]

জয়জয়ন্তি

এ কথা স্থনিঞা সুক-সনাতন
 জত দেবগণ তারা।—
 “গোলোক-সম্পদ মুখে করি লয়া^১
 তিলেকে করিলে হারা ॥
 কোথা না পাইব সে হেন সম্পদ,”
 বেধিত দেবতা জত।
 ফলের লাগিয়া বিরষ বদন
 নয়ন ঝুরিলা^২ কত ॥
 “কহ সুক পাখি কি কাজ করিলা^৩
 সে ফল পেলিলে কতি।
 অনেক রতন খুজিলে পাইয়ে
 তাহে নহে কোন গতি ॥”
 সুক কহে তাথে — “আমি কি করিব
 উড়িয়া যাইতে তেজে।
 সে ফল ভাঙ্গল^৪ ওষ্ঠের ভারেতে
 সায়রে পড়ল^৫ সে জে ॥”
 দেব অভিমান নহে সমাধান
 ফলের কারণে বুঝে।
 চণ্ডিদাস বলে— খুজিলে পাইবে
 সেই সায়রের নীরে ॥ ৪৮৫ ॥

^১ হঞা, ক। ^৪ ভাঙ্গিল, খ।
^২ ঝুরিলা, ঐ। ^৫ পড়িল, ঐ।
^৩ করিলে, ঐ।

তীকা

পঙ—১১-১২। কারণ ভক্তিহীন কৰ্ম বন্ধনেরই কারণ
 হয়, নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানও ভক্তিবর্জিত হইলে শোভা পায় না
 ইত্যাদি (ভা, ১।৫।১২)।

[৪২৮]

মল্লার রাগ

দেবগণ জত হয় এক ভিত
 করুণ বদনে চায়।
 “কি হ’ল্য কি হ’ল্য দিয়া সে না দিল
 এ কথা কহিব কায় ॥”
 হেনক সমএ নারদ আইল^১
 দেবতা-সমায় জথা।
 বেধিত দেখিঞা পুছল^২ কারণ—
 “কি হেতু স্থনিঞ কথা ॥
 করুণ নয়ন কিসের কারণ
 কহ দেখি স্থনি তাই^৩।
 কেনে বা দুখিত দেখিঞ অন্তর
 কহ দেখি মোর ঠাঞি^৪ ॥”
 সব দেবগণ কহিতে লাগল
 জতেক কারণ-কথা।
 “স্থনহ বচন জিসের কারণ
 মো সভা পাইএ বেথা ॥
 কলতরু-কল গোলোক-সম্পদ
 সকল জানহ তুমি।
 সেই ফলে কত অমিঞা আছএ
 তাহা না বুঝিব জানি ॥
 এক সুকবরে ভেজল গোলোকে
 সে ফল আনল তুলি।
 ওষ্ঠের উপরে উড়িয়া জাইতে
 সে ফল কতি না ফেলি^৫ ॥
 এক কহে আছে এ তিন সায়রে^৬
 পড়ল তৃণুণ হঞা।
 ফল ফেলি^৭ জলে আসি সুকবরে
 কহিতে লাগল সিঞা ॥”

সুনিঞা নারদ	দেবের বচন	ব্রহ্মা-আদি দেব	সকল চলিল
কহিতে লাগল তায় ।		সুখের সায়র-কুলে ।	
ইহার উপায়	কহিব সকল	মথন করিতে	লাগল তখন
দিন চণ্ডিদাস গায় ॥ ৪৮৬ ॥		দিন চণ্ডিদাস বলে ॥ ৪৮৭ ॥	

আইলা, খ ।	করিল, ক ; পুছেন*, খ ।	নাহি জানে কোন, খ ।
তারী, ক ।	ঠাই, ঐ ।	
গেলি, খ ।	সায়র, ক ।	
গেলি, খ ।		

[৪২৯]

কামড়া

[৪৩০]

শ্রীরাগ

“সুনাহ কারণ	আমার বচন	সুখের সায়রে	সব দেববরে
জদি বা করিতে পার ।		মধিতে লাগল তাই ।	
ভবে ফল মিলে	সায়রের জলে	সভে এক মন	জত দেবগণ
কহিএ উপায় তার ॥		উপমা কহিতে নাই ॥	
কি কাজ কর্যাছ	ফল হারাইঞা	প্রথম মথনে	উঠিল তাহাতে
বুঝিগু মরম তার ।		আনন্দ রসের পী ।	
ফলের ভিতরে	কত মধু আছে	ফলের ভিতরে	একটি আখর
অগার মহিমা জার ॥		পায়ল’ কহিব কী’ ॥	
দেব-অগোচর	না হল গোচর	আনন্দ-মগন	জত দেবগণ
অনন্ত না জানে সীমা ।		নাচিয়া আনন্দ বড়ি ।	
আন কে জানব	ফলের মাধুরি	খোজল দেখল	আনন্দ-বৈভব
নাহিক’ কনহ’ জনা ॥		বিলাস-ঐশ্বর্য ছাড়ি ॥	
এক কহি সুন	আমার বচন	ফলের ভিতরে	আনন্দ-আখর
জদি বা মিলব ফল ।		উঠিল রসের পী ।	
মোর বোল সুন	জত দেবগণ	মগন’ হইলা	সব দেবগণ
চলহ খুজিব জল ॥”		তাহা না কহিব কী ॥	

হেনক সম্পদ স্নেহের আনন্দ
পাইএগা দেবাদিগণে ।

হাস পরিহাসে সতে স্নেহে ভাসে
চণ্ডিদাস গুণ গানে ॥ ৪৮৮ ॥

১-১ পায়ল রশের রি, খ । ২ গমন, ক ।

[৪৩১]

রাগ—কাফি কানাড়া

পুন দেবগণ করিল গমন
রসের সায়র-কুলে ।

মথন করিতে লাগল জতনে
সেই সায়রের জলে ॥

মথিতে মথিতে রসের সায়রে
উঠিল পুলক-ধারা ।

হেনক সমএ বিরিকি দেখল
রাখল জতনে সারা ॥

পুনরপি দেব মথিতে লাগল
সেই না সায়র-জলে ।

দ্বিতীয় মথনে প্রেমবরিখত
দেব সে দেখল ভালে ॥

দ্বিতীয় মথনে উঠল জতনে
আনন্দ-রসের রী ।

ভাঙ্গিয়া সে ফল তুরিত দেখল
সভে দেই করতালী ॥

মহেশ বলেন— “হেনক রতন
কোথায় রাখিব’ বল ।”

বিরিকি বলেন— “তার তন্ন-তম
ভুমি সে ইহাতে ভোল’ ॥

তুয়া নিজ-স্থানে রাখিল রতনে
রাখহ জতন করি ।

গোলোক-সম্পদ করহ আমদ
অনেক জতনে তোরি”*

পাইএগা এ দুই “পি-রি” বলি নাম
না পাই তাহার দেখা ।

চণ্ডিদাস বলে— প্রেমের সায়রে
তবে সে পাইবে একা ॥ ৪৮৯ ॥

১ রাখিল, ক । ২ চল, ক । ৩ ভরি, খ

[৪৩২]

রাগ বিজয়

প্রেমের সায়রে চলে কুতূহলে
জতেক দেবাদিগণে ।

মথন করিল আনন্দ মগনে
সভে একচিত মনে ॥

মথিতে সদাই পড়ে ধায়াধাই’
আনন্দে মগন জতি ।

পায়ল পরসে কটাক অলসে
তাহা না কহিব কতি ॥*

পাই’ সেই ফলে সায়রের জলে
আনন্দে দেবাদি জতী ।

প্রেমের সায়রে পায়ল খুজিতে
আনন্দ-লহরীর তী ॥

এ তিন আখর দেবতা পায়ল
স্নেহের নাহিক ওর ।

দেখি চণ্ডিদাস গড়েতে আছিল
হইলা মগন ভোর ॥ ৪৯০ ॥

- ১ ধাক্কা বাই, খ।
 ২ ইহার পর চারি পঙ্ক্তি “খ” পুথিতে নাই।
 ৩ পেরে, খ।

[৪৩৪]

কাফি রাগ

[৪৩৩]

সুই রাগ

“পীরিতি” আখর পাইয়া সকল
 ভব-বিরিঞ্চি-হর তারা।
 পুলক হইল পিরীতি, পাইয়া
 নয়নে গলয়ে ধারা ॥
 “এহেন^১ সম্পদ কোথা না রাখিব^২
 থুইতে^৩ পরতিত নাঞি।
 জানি বা কখন কে লয় চোরাঞা
 থুইব স্জজন ঠাঞি ॥”
 এ কথা রচিঞা সভাই कहল—
 “রাখহ শিবের স্থানে।
 মহা সে বৈষ্ণব কৃষ্ণপরায়ণ
 প্রধান ভকত নামে ॥”
 “পিরিতি” আখর সব দেবগণ
 চাহি^৪ মহাদেব পানে।—
 “পিরিতি আখর পাইল যেমতে
 সকল জানহ মনে ॥
 এই না পিরিতি তোহে সমর্পিল
 রাখহ হৃদয়-স্থানে ॥”
 দেখিঞা হরস হইল অন্তর
 দিন চণ্ডীদাস ভনে ॥ ৪৯১ ॥

- ১ চিতে সে, ক। ২ হেনক, খ।
 ৩ রাখব, খ। ৪ থুতে, ক
 ৫ চাহে, খ।

কহে দেবগণ সরল বচন
 “শুন ত্রিলোচন তুমি।
 তুমি না রাখহ পিরিতি-বৈভব
 যে পদ জপএ ফণি ॥
 হেনক পিরিতি অনেক যতনে
 পায়ল সাযর-জলে।
 হারাধন পাঞা সুখী ভেল মন
 কহিব ইহার ছলে ॥”
 হর হরষিত পাইয়া পিরিতি
 আনন্দে নাচত রঞ্জে।
 ডম্বুর বাজাএ ঘন সিন্ধা বায়ে
 দেবগণ নাচে সঙ্কে ॥
 “আজু শুভদিন দিনহি ভেঠল
 এহেন পিরিতি রিত।
 কোথা না রাখব এহেন সম্পদ
 হেন নহে মোর চিত ॥”
 সব দেবগণ হইঞা মিলন
 যুক্তি করল তাই।
 “যাহার পিরিতি সেই সে জানএ
 চলহ বৈকুণ্ঠে যাই ॥
 যেহ এ পিরিতি ভকতি-মুরতি
 সেই প্রেমসিন্ধুদাতা।
 গিঞা তার কাছে কহিব সকল
 জ্ঞে জানে পিরিতি-কথা ॥”
 চণ্ডীদাস বলে— বড় অদভূত
 মরমে রহল বেথা।
 দেব-অগোচর যে সুখ-সম্পদ
 চল না রাখব তোথা ॥৪৯২॥

[৪৩৫]

সিকুড়া

ভব-বিরিঞ্চির^১ নারদ প্রভৃতি
সব দেবগণ মেলি^২ ।
পিরিতি অমূল্য রতন পাইঞা
বৈকুণ্ঠে সভাই^৩ চলি ॥
গাইতে নাচিতে শিব ত্রিলোচন
ডম্বুর বাজাএ সনে ।
চলিল গোলোকে সব দেবগণ
নারদ করিঞা সনে ॥
শিবের বাজন নাচন শুনিঞা
কহে গোকুল-মুনি ।
কমলারে পছ^৪ বেরি বেরি পুছে
“কলরব কিছু^৫ শুনি ॥”
কহেন কমলা— “শুনহ বচন
দেবগণ যত মেলি ।
আনন্দ-মগন কিসের কারণ
ঐছন আসিছে চলি ॥”
বৈঠল গোলোক- ঈশ্বর হাসিঞা
শুনিঞা কমলা-বাণী ।
হেনক সময়ে আসিঞা মিলল
চণ্ডিদাস ইহা জানি ॥ ৪২৩ ॥

- ১ বিরিঞ্চি, ক । ২ বিলি, খ, এবং পরে ।
৩ সভাই, ঐ । ৪ দোহে, খ ।
৫ কি হেতু, ঐ ।

[৪৩৬]

দেব গাছার

সব দেবগণ দেখিঞা শ্রীপতি
প্রণাম নমসি পায় ।
করপুটে স্তুতি করিলা বিস্তর
তাহা কহা নাহি যায় ॥
কহেন—“শ্রীপতি গোলোক-ঈশ্বর
করত প্রেমসী দান ।”
ধরিঞা বোহায়ে প্রভু^১ ভগবান্
অখিল জীবের প্রাণ ॥
সভারে তুষিয়া কহেন বচন—
বসিলা দেবের সভা ।
“কেন বা আইলে কিসের কারণ
আহএ সভার লোভা ॥”
বেরি বেরি পুছে প্রভু ভগবান্
“কি হেতু ইহার শুনি ।”
হাসিঞা নারদ কহেন সম্বাদ
চণ্ডিদাস ভালে জানি ॥ ৪২৪ ॥

১ প্রহ, খ ।

[৪৩৭]

ধানসি রাগ

কহেন সকল প্রভুর গোচর
মহা সে নারদ-মুনি ।
মুগদ হইঞা কহিতে লাগল
গদ গদ হঞা বাণী ॥

“এক নিবেদন কহিএ বচন

[৪৩৮]

শুনহ গোলোক-হরি ।

কানাড়া

তুমি দয়াময় গুণের সাগর

“সুখের সায়রে রসের সায়রে

এক নিবেদন করি ॥

প্রেমের সায়র-মাঝে ।

ব্যাস মূনিবর রচিল সুন্দর

মখন করিল^২ জত দেবগণ

কল[প] তরুর কায়া ।

সেই সে ফলের কাজে ॥

তোমারে বর্ণিলা বেদ-অগোচর

এ তিন সায়রে এ তিন আখর

কত না কহিব ইহা ॥

এহেন সম্পদ-ধনে ।

তুমি সে দয়াল কেবল কৃপাল

যতন করিয়া শূলপাণি-পাসে

তরুর একটি ফল ।

রাখিল মনের সনে ॥”

এক শুক পাখী চোরাই লইল

এ কথা শুনিঞা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর

ফল অতি মনোহর ॥

হাসিতে লাগল পুন ।

সেই শুক পাখী ফল ওঠে করি

“দেখি কোথা পাল্যে মরম পিরিতি

উড়িয়া যাইতে বলে ।

গোলোক-সম্পদ হেন ॥”

ওষ্ঠ হতে খসি মনোহর ফল

মহাদেব-পানে চাহে^৩ দেবগণে

পড়ল সায়র-জলে ॥

কটাক্ষ ইঞ্জিত-রসে ।

সেই ফল ভাঙ্গি ত্রিগুণ হইঞা

বুঝি মহাদেব এহেন সম্পদ

এ তিন সায়রে পড়ে ।

দিলা সে গোবিন্দ-পাশে ।

ফল হারাইঞা সেই শুকপাখী

পিরিতি মরম কাছ^৪ না বাটল

রহল সায়র-পাড়ে ॥

এমন পিরিতি সুখে ।

পুন সে চিন্তিঞা আইল ধাইঞা

কর পরশিয়া পিরিতি লইয়া

সব দেবগণ-পাশে ।”

ভাঙ্গিল আপন মুখে ॥

কহিতে লাগল এ সব বিচার

দেখি দেবগণ ভাবে মনে মন

কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ৪৯৫ ॥

‘কাছ না দেয়ল হরি ।’

চণ্ডীদাস বলে— গোবিন্দ-গোচরে

পুছিতে লাগল বেরি ॥ ৪৯৬ ॥

টীকা

পঙ-২-১২। ৪২৪ সংখ্যক পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১ রসের, ক ২ করিলুঁ, খ

৩ গোকুল, ঐ ৪ চাহি, ক

৫ কাহে, খ, এবং পরে

[৪৩৯]

রাগ কর্ণাট

হাসি স্ববীকেশ— “শুনহ মহেশ,
 পুরব বৃত্তান্ত কথা ।
 কহিএ সকল শুন মন দিয়া
 পুলক পাইবে এথা ॥
 গোকুল-নগরে নন্দধোষ-ঘরে
 জন্ম লভিব যবে ।
 প্রাণ-প্রাণেশ্বরী প্রেম-অধিকারী
 সে জন পিরিতি লবে ॥
 এই না পিরিতি প্রেমের আরতি
 শুনহে দেবাধিগণ ।
 বৃথভানুপুরে বৃথভানুরাজে
 তাহার দুহিতা জন ॥
 তারে সমর্পণ করিব জতন
 পিরিতি আখর তিন ।
 সেই সে জানএ পিরিতি-মরম
 তারে কৈল সমর্পণ ॥”
 একথা শুনিঞা যত দেবগণ
 বিস্মিত হইল তারা ।
 “ভাল, ভাল”—বলি সব দেবগণ
 শুনল এমতি ধারা ॥
 সেই সে কিশোরী জানএ পিরিতি
 আন সে জানব কতি ।
 চণ্ডিদাস বলে— পিরিতি-কণিকা
 জানব সে জশোমতি ॥ ৪৩৭ ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদে রাধাকে প্রেমের অধিকারিণী বলা হইয়াছে । এই ভাষ্য বঙ্গদেশে চৈতন্যপরবর্তী যুগেই বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি ।

[৪৪০]

রাগ কোঁ

পীরিতি কি রীতি জানে রসবতী
 আর না জানয়ে কেহ ।
 একথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
 কহেন এ নহ নহ ॥
 পীরিতি শত গুণ শত শত করি
 তার লাখ গুণ যেই ।
 তার এক কণা গোপীগণ পায়
 আর না জানয়ে কোই ॥
 তার লাখ গুণ শত শত হয়ে
 তবে সে যে জন রয় ।
 মণি-ফণিগণ যত ভক্তগণ
 কণিকা পীরিতি হয় ॥
 পূর্ণ যোলকলা জানয়ে মরম
 সেই সে কিশোরী রাই ।
 এক শত গুণ তাহার মরম
 আমি সে জানিয়ে নাই ॥
 তার এক কণা শত শত ভাগ
 এ নন্দ যশোদা জানে ।
 কোটিকে গোটিক তার এক বিন্দু
 আছয়ে কাহার স্থানে ॥
 চণ্ডীদাস বলে— একথা শুনিতে
 দেবের হইল সুখী ।
 বেদের বচন করিল রচন
 ব্যাসমুনি ইহা লেখি ॥ ৪৩৮ ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮২ এবং ২৩৮৩ সংখ্যক পুথিঘর হইতে পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই পদের প্রথম পাঁচ পঙ্ক্তির পরেই ২৩৮২ সংখ্যক পুথিখানা বন্ধিত অবস্থায় রহিয়াছে ।

পরবর্তী অংশ ৫৪৫ সংখ্যক পদ পর্যন্ত ২৯৪ সংখ্যক পুঁথি
হইতে সংগৃহীত হইল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,
১৩৩৪ সাল, ৭৫-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

প্রেম কি, তাহা একমাত্র রসবতী রাখিকাই জানেন,
ইহার “পূর্ণ যোলকলাই” তিনি জ্ঞাত আছেন । তার এক
কণামাত্র গোপীগণ পাইয়াছেন, আর “মণিফণিগণ” প্রভৃতি
ভক্তেরা ইহার কণিকামাত্র লাভ করিয়াছেন, এমন কি
নন্দযশোদার ভাগে এককণা মাত্র পড়িয়াছে । ইহাই এই
পদের সার-সংক্ষেপ ।

তু—মহাত্মাবস্বরূপা—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ।
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কাস্তা-শিরোমণি ॥
চৈতন্যচরিতামৃত, আদির চতুর্থে ।

অশ্রুত—ব্রজ বধুগণের এই ভাব নিরবধি ।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥
ঐ

ভাগবতে আছে—“গোপীগণের প্রেম সামান্য নহে,
কারণ মুনিগণ মুক্ত হইয়াও ইহা বাঞ্ছা করেন ।”
(ঐ, ১০।৪৭।৫১)

[৪৪১]

গোবিন্দ-বচন শুনি কহে কিছু শূলপাণি
কহে কিছু দেব ভগবান্ ।
“তোমার অপার লীলা যার গুণে পশুশিলা
তরু পুলকিত ইহা জান ॥
তোমার পীরিতি বহুমূল ।
এমন পীরিতিখানি কখন নাহিক শুনি
এবে সে জানিল এতদূর ॥

এমন সম্পদ-সুখ বিহি ভেল বৈমুখ
মনে ছিল রাখিব গোপনে ।
তাহার কারণ মোরা করিল অনেক ধারা
এমন বলিয়া কেবা জানে ॥
আপনে গোলোক-হরি তাহা প্রীত পান করি
মো সবা হইলু বঞ্চিত ।”
প্রভু কহে বেরি বেরি— “শুন ত্রিলোচনধারী,
সব দেবে হইলে বঞ্চিত ॥
চল সবে মর্ত্যভূমি জনম লভিব আমি
বহুদেব দৈবকী-উদরে ।
লয়া নন্দ যশোমতি গোকুল রাখব তখি
ব্রজলীলা রচিব সুন্দরে ॥
আন আন অবতারে নানামৃত লীলাধরে
ব্রজের মহিমা কিছু শুন ।
লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঞ্জে
রাই দরশন-আশ হেন ॥ *
অন্য অবতার কালে অসুর বধিল হেলে
রসতত্ত্ব না জানিলুঁ কিছু ।
অফুরস অফুগুণে ইহা লাগি আশ্বাদনে
আর যত উপরস পিছু ॥
প্রধান এই অফু রস ইহাতে জগত বশ
প্রেম প্রীত ইহার মাধুরি ।
এই রসতত্ত্বখানি জানে সেই বিনোদিনী”—
চণ্ডীদাস না জানে মাধুরি ॥ ৪৯৯ ॥

টীকা

পঙ্-৬। প্রেমলীলার মাহাত্ম্য প্রচারকরে চৈতন্য-
চরিতামৃতে বর্ণিত কৃষ্ণের উক্তিতে আছে—

বৈকুণ্ঠাঞ্জে নাহি যে যে লীলার প্রচার ।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥

ঐ, আদির চতুর্থে ।

১৬। কংস-বধের জন্তু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেও কৃষ্ণ দেবগণকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন (তু°—ভা, ১০।১।১৮; বিষ্ণুপু° ৫।১।৬১)

অন্তর—“জন্ম লেহ গিয়া, সত্তে আগে হয়” (প্রথম খণ্ড, ২৩ পৃঃ)।

২৪-২৫। তু°—পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।

কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা—শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥

আনুযজ্ঞ কর্ম এই জন্মর মারণ।

যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥

প্রেমরসনির্ঘাস করিতে আশ্বাদন।

রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥

ইত্যাদি

চৈতন্যচরিতামৃত, আদির চতুর্থে।

২৬-২৭। অষ্টরস :—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ইত্যাদি ভেদে প্রধান আটটি রসের উল্লেখ বৈষ্ণবশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকে আবার আট ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুঃষষ্টি রসের সৃষ্টি করিয়াছে (উজ্জলনীলমণি দ্রষ্টব্য)। ইহাই এখানে “উপরস” বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকিবে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত এবং উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে এই সকল পদ রচিত হইয়াছিল।

[৪৪২]

সের ছটাক বহির্নিকট

রস রস বেদবান।

চন্দ চন্দক ভানুপুস্কর

দ্বিতিক প্রধান জান ॥

বিপুলক বিস্তিক প্রেম বহির্নিক

উদগু চারি হয় লোভ।

কায় কামার্কক রোহিণী নিলট

জটপট সাত্বিক শোভা ॥

মদয়ত প্রাণ তপহিরোহিতা গুণ

নয় নয় ছয় করি জান।

বসুমতি বসধাই এসব জানত

নব নব করি ইহা মান ॥

আট রস চৌসট তরতম নিলট

আট আট বসু বেদে।

গুণ গুণ প্রেক্ষিলা গুণ গুণ কর

সাত সাত সট খেদে ॥

বেদ বেদ তযু গুণতহি আখর

যো ইহা জান সজ্ঞান।

রসে রসে মেলত লোয় গুসর

চণ্ডীদাস গণত সূঠান ॥ ৫০০ ॥

দ্রষ্টব্য :—বোধ হয় পুথিতে নির্ভুল পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই; ব্যাসকৃষ্ণের স্থায় দুই জাতীয় পদ দীনচণ্ডীদাসের রচনায় দৃষ্ট হয়।

[৪৪৩]

এক সায়র তাহার উপর

অমিয়াসিন্ধু-ঘটা।

সিন্ধু পাশে পাশে তাহার নিকটে

আয়লি রসের ছটা ॥

প্রেমের কাছেতে মোহের বসতি

মোহের সম্মুখে লেহা।

লেহার উপরে এক মেণ্ডা আছে

তাতে এক আছে গেহা ॥

সেই সে গোহার এ নয় ছয়ার
তাতে হংস আছে জোড়ে

সেই মেণ্ডা ফল সাযরে গলিয়া
কণিক কণিক পড়ে ॥

তার কণা আশে ডুবি সেই হংসে
চুনি চুনি খায় কণা ।

সেই সে কণার শতগুণ লাগি
বিরিঞ্চি বাসনাপনা ॥

তিন গুণে সেই মেণ্ডার বসতি
যে গুণ যে জন ভজে ।

সেই গুণে থাকে মেণ্ডার উপরে
যে রসে যে জন মজে ॥

রসতত্ত্বখানি তত্ত্বের লাগিয়া
ভজিতে রাখার লেহা ।

গোকুলে জনম তথির কারণ
ধরিয়া কালিয়া-দেহা ॥

চণ্ডীদাস কহে— এ রস-মাধুরি
ছানিলে রসের সিন্ধু ।

শুনি দেব জত দাণ্ডাইয়া শত
মোরা না পাইয়ে বিন্দু ॥ ৫০১ ॥

টীকা

পঙ-১-৪ । এইরূপ উক্তি অল্পত্রুণ্ড পাওয়া যায়—তু°—

এক সরোবর পৃথিবী ভিতর

কমল ফুটিল তার ।

ফুলের রসে সরোবর ভাসে

ছয়ার বহিয়া যায় ॥

অমৃতরসাবলী (Vide Introduction to the
Post-Caitanya Sahajiyā Cult, p. 73).

৫-৮ । তু°—প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা ।

নী—৭৮৫

এবং—মুক্তিকা উপরে আর এক মেণ্ডা
তাহার উপরে সুধা । ইত্যাদি নী—৭৯০

লৈহা—স্নেহ, প্রেম । ইহার উপরে মেণ্ডা—

তু°—ভাবের উপরে ভাবের বসতি
তাহার উপরে লাভ ।

নী—৭৮৮

৯ । নয় ছয়ার—তু°—

ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার ।

এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার ॥

রতিলক্ষণা—প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রকার ।

ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণরূপা আর ॥

চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৪ পঃ

এই সকল এখানে প্রেম-গৃহের দ্বারং বলিয়া বর্ণিত
হইয়া থাকিবে ।

১০ । হংস—তু°—

সেই সরোবরে গিয়া মনপন্ন প্রকাশিয়া

হংসপ্রায় হইয়া রহিব ।

নী—৭৭২

১৭ । তিন গুণ ইত্যাদি—তু°—

“গুণ” শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত ।

সৎ-চিৎ-রূপ গুণ—সর্ব পূর্ণানন্দ ॥

চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৪ পঃ

১৯-২০ । তু°—

অলৌকিক রূপ-রস-সৌরভাদি গুণ ।

কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥

ঐ

২১-২৪ । এইরূপ উক্তি দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদেই
পাওয়া যায় । প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

[৪৪৪]

“বন্ধু, কাছে না পায়ল বিন্ধু ।

রসের সমুদ্র-কাছে মো সবার বসতি আছে
তুমি তাহে অনাথের বন্ধু ॥

তুমি রূপালু হয়। দিলেহ না দিলে দয়া
কি আর কহিব রাজা পায় ।
এমন পীরিত্তি-রস মো সবা করিতে বশ
কবে হেন রসেতে না হয় ॥

পীরিত্তি-সায়রে খুঞ্জি পাইলুঁ সেহেন নিধি
তাহা প্রভু নিজে কর পান ।
সেই রসতত্ত্ব লাগি ভাবে ভক্তগণ যোগী
কারে হেন প্রীত কর দান ॥

তুমি প্রভু দয়াময় কহিতে লাগয়ে ভয়
যদি পাই আজ্ঞা এক বাণী ।

যবে প্রভু জন্ম নিবে গোকুলে নন্দের ঘরে
গুণ্ডলতা হইব সে আমি ॥

ত্রজে যাবে গোচারণে লয়া বংশী শিশুগণে
নয়ন ভরিয়া যেন দেখি ।

আর এক শুন প্রভু দয়া না ছাড়িহ কভু
মরমে মরমে যেন রাখি ॥

সে নব কিশোরী সনে রাস-রস জাগরণে
শুনি যেন নপুরের তালি ।

যবে ফিরি বনে বনে চাহিব চরণপানে
লাগে যেন চরণের ধূলি ॥

তর্ধির কারণে দেবা পাইব চরণ-সেবা
তেই মোরা লতা হৈতে আশে ।”

আমার বাসনা এই নিশ্চয় কহিয় সেই
চরণে কহিছে চণ্ডিদাসে ॥ ৫০২ ॥

মাথুর

প্রবেশিকা

ইহার পরে মাথুরের পালা আরম্ভ হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কৃষ্ণজন্মের যে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইল, তাহা মাথুরের প্রস্তাবনা মাত্র। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, রাধা তাঁহার বিরহে আক্ষেপ করিতেছেন, সেই সময়ে এক সখী রাধাকৃষ্ণের জন্ম-সম্বন্ধীয় ঐ আখ্যায়িকা বলিয়া রাধাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এইরূপে মাথুরের অবতারণা করা হইয়াছে।

বিপ্রলস্ত চারি প্রকার, যথা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য এবং প্রবাস। তন্মধ্যে—“পূর্বের সঙ্গমবিশিষ্ট নায়ক ও নায়িকাদ্বয়ের যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির তাহাকে প্রবাস কহেন” (উজ্জ্বলনীলমণি)। এই প্রবাসেরই নামান্তর মাথুর। প্রবাস বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক ভেদে দুই প্রকার (ঐ)। তন্মধ্যে কার্য্যানুরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস কহে (ঐ)। কংসবধের জন্ম কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন বলিয়া এখানে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাসই বর্ণিত হইতেছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু কবি অনেকগুলি পদে “পরবশে” যাইবার কথা বলিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তিনি অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বর্ণনা করিবার জন্মই যেন ঐ শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। “এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলস্তে চিন্তা,

জাগরণ, উবেগ, তানব অর্থাৎ কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু এই দশটি দশা ঘটয়া থাকে” (ঐ)। অত্ৰ—

অভিলাষচিন্তাস্মৃতিগুণকথনোবেগ-

সংপ্রলাপাশ্চ।

উন্মাদোৎথ ব্যাধিজড়তামূর্তিরিতি দশাত্ৰ

কামদশাঃ ॥

(সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ)

অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উবেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, এবং মৃত্যু এই দশটি কামদশা। চণ্ডীদাস নানাভাবে পরবর্তী পদ-গুলিতে রাধার এই সকল দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

[৪৪৫]

কহে নন্দসখী—

“শুন চন্দ্রমুখি,

পুরব বৃত্তান্ত কথা।

হেনক পীরিতি

তাহা পাবে কতি

পীরিতি থাকয়ে তথা ॥

এইরূপে ভেল পীরিতি-জনম
 আখর উঠল ভিন ।
 তোহে তাহে আছে পীরিতি ধরম
 ইথে নাহি কিছু ভিন ॥
 ঐছন পীরিতি তাহার ঘোষণা
 রোধ না করহ রাধে ।
 অনেক জতনে পীরিতি-রতন
 পাঞাছ অনেক সাধে ॥
 এত দুঃখ দেবে মথন করিয়া
 পায়ল পীরিতি-লেহা ।
 হেনক পীরিতি-বিহনে যে জন
 কি ছার তাহার দেহা ॥
 পীরিতি কি রীতি রসের আরতি
 না জানে দোসর জনে ।”
 তোহে তাহে আধ আধ প্রীত দিল
 দীন চণ্ডিদাস ভণে ॥ ৫০৩ ॥

[৪৪৬]

রাই কহে—“শুন, মরম সজনি,
 পীরিতে যাহার চিত ।
 এবে এত দুখ নহে কোন স্তুথ
 কেমন ধরল রীত ॥
 পীরিতি কে জানে এমন ধরণ
 প্রথমে আছিল ভাল ।
 শেষে হেন করে নাহিক সংসারে
 ভাবিতে পরাণ গেল ॥
 কি দোষ দেখিয়া সেই হেন পিয়া
 মধুপুর দূর দেশ ।
 জীবধ-পাতক ভয় না গণল
 হইল পরাণ শেষ ॥

আর কি এমন হইব মিলন
 সে হেন পিয়ার সনে ।
 তাহার কারণ পীরিতি আক্ষেপ
 করিল আপন মনে ॥”
 “তারে মিছা রোধ কার নহে দোষ
 আপন করমহীন ।
 যবে শুভদশা মিলয়ে সভার
 পাইবে তাহার চিন ॥
 দেবে কহে হেদে দেয়সি কহল
 গণিল অনেক সাধে ।
 তুরিতে আওব সে নব নাগর
 শুনহ স্তম্বরী রাধে ॥”
 একথা শুনিঞা হরষ হইয়া
 কহেন একটা বাণী ॥—
 “কবে গিয়েছিলে দেয়সির ঘর
 আমিত নাহিক জানি ॥
 নন্দরাজপুরে আছেন দেয়সি
 জানহ তাহার নাম ।
 বুঝহ কি রীতি ইহার মুগতি
 তুরিতে আয়ব ঠাম ॥”
 রাধার বচনে এক নব রামা
 তুরিতে চলিয়া গেল ।
 সব বিবরণ কানুর কারণ
 কহিতে মোহিত ভেল ॥
 “শুন গো দেআসি, কানুর প্রেয়সি—
 আয়লুঁ তোমার কাছে ।
 বুঝহ কারণ কেমন ধরণ
 যেবা তোর মনে আছে ॥
 দেবী আরাধিয়া হেদে দেয়সিনি,
 শিরেতে চড়াহ ফুল ।”
 চণ্ডিদাস কহে— শুন বিনোদিনি,
 বিহি হব অনুকূল ॥ ৫০৪ ॥

দ্রষ্টব্য—প্রথম ১৬ পঙ্ক্তিতে রাখার চিন্তা-দশা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপর সখী কর্তৃক তাঁহার সাঙ্ঘনা। উজ্জল-নীলমণিতে দ্বিতীপ্রকরণে দৈবজ্ঞাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি এখানে তাহারই অঙ্করণ করিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণের মধুরাষাভার পূর্বেও রাধা স্বপ্ন দেখিয়া দেয়াসী ও গণক দ্বারা ফলাফল জানিতে চাহিয়াছিলেন (প্রথমখণ্ড, ২০৮-০৯ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য)। ভাষা ও কল্পনা একই প্রকারের বলিয়া এই সকল আখ্যায়িকা যে একই কবি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যাইতে পারে।

[৪৪৭]

জয়শ্রী

দেবী আরাধন করল জতন
চড়ায়ে মাথায় ফুল ।
“কহ কহ দেবি, নিশ্চয় বচন
যদি হবে অনুকূল ॥
মধুরা নগরে দূর পরবাসে
গেছেন নাগর-হরি ।
যদি বা তুরিত গমন করব
সে নব চতুর-ধারী ॥
সমুখ সমহ ? যদি ফুল দেহ
তবে সে জানব ভালি ।
তবে সে জানব গোকুল-নগরে
আয়ব সো বনমালাী ॥
এ সব রচন করত যতন
চড়ায়ে মাথায় ফুল ।
তুরিত করিয়া হরি গৃহে আন
তুমি হও অনুকূল ॥”

দাণ্ডায়ে সমুখে সেই সে দেয়াসী
কর ষোড়ে আছে কাছে ।
“তুমি দিলে বর বালিকা উপর
সস্বামী (?) নিঞা আছে ॥
কোন অপরাধে সে হেন নাগর
তেজল রাখার সঙ্গ ।
সুখের ঘরেতে দুখ অতি ভেল
তিলেকে হইল ভঙ্গ ॥
যদি বা জায়ব গোকুল-নগর
দেহ না মাথার ফুলে ।
তবে সে জানব তোমার মহিমা
পূজন করিব ভালে ॥”
চণ্ডীদাস বলে — শুন গো সজনি,
দেবীর নাহিক দয়া ।
ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে
বুঝিয়া বুঝাল ইহা ॥ ৫০৫ ॥

[৪৪৮]

“বল দেয়াসিনি, শুনহ ভবানি
পড়ুক মাথার ফুল ।
এই নিবেদন তোমার চরণে
রাইএ হয় অনুকূল ॥
তুমি সে জানহ তোমার গোচর
তুমি যদি কর দয়া ।
তুরিত করিয়া দেহ এক ফুল
না কর তিলেক দয়া ॥

যদিবা কানাই তুরিতে আয়ব
 তেজিয়া মধুরাপুর ।
 এ চূড়া ভাজিয়া পদ্মক আসিয়া
 দেহ না মাথার ফুল ॥”
 এ বোল বলিতে দেয়াসি দাণ্ডায়ে
 যুড়িয়া এ ছই কর ।
 “যদি বা তুরিতে মথুরা তেজিয়া
 কানাই আসিব ঘর ॥”
 এ বোল বলিতে গৌরী দিল ফুল
 ভাজিয়া মাথার চূড়া ।
 সেই নব রামা চলিলা তুরিতে
 অতি সে হইয়া চেরা ॥ ৫০৬ ॥

[৪৪৯]

সেই নব রামা তুরিতে গমন
 চলিলা রাখার পাশে ।
 কহিতে লাগল সব বিবরণ
 রাইয়ের ও মন তুষে ॥
 “দেবী দিল ফুল ভেল অনুকূল
 পিয়া সে আয়ব ঘর ।
 একথা অশ্রুখা নহিব কখন
 পাইল মনের সর ॥
 পুন এক বলি শুন গো সুন্দরি,
 গণক ডাকিয়া আনি ।
 তাহাকে গণাব আপনার নামে
 কি হেতু ইহার শুনি ॥”
 “আনহ যতনে গণক ডাকিয়া
 গণক ভালই মতে ।
 কোন দোষ আছে তার মোর রাশ্তে
 বুঝিব আপন চিতে ॥”

ডাকিয়া আনিল গণক আইল
 সুধাই রাখার রাসি ।
 পাঞ্জি পুথি লঞা সুবগ গণক
 হরিসে গণিতে বসি ॥
 রাখা নাম রাসি তোলাইয়ে আসি
 কোন কোন দোষ আছে ।
 এবার রাশ্তেতে গণিতে গণিতে
 চণ্ডিদাস আছে কাছে ॥ ৫০৭ ॥

[৪৫০]

ধানসি

“একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে
 তৃতীয়াএ আছে শনি ।
 বুধ বলবান্ দশায়ে আছয়ে
 বৎসর ভালই গণি ॥
 কেতু রাখ আছে অতি শুভ গ্রহ
 মঙ্গল গোচর আনি ।”
 শুনিঞা আনন্দ যুচে মন-ধন
 ভাল সে ভাবিয়া গণি ॥
 এ সব গণন গণিয়া গণক
 পাইল সুফল দশা ।
 এ সব বচন শুনিতে রাখার
 হইল আনন্দ-আশা ॥
 গণক তুষিয়া হরস হইয়া
 বৈঠল কিশোরী গৌরী ।
 করের রতন অজুরি গণকে
 তুরিতে দিলেন গেলি ॥

চলিলা গণক আপন মন্দির
 হরষ বদন হঞা।
 দেয়াসির বোলে গণকের বাণি
 এ দুই সমান পাঞা ॥
 পুনরপি ধনী কহে এক বাণী—
 “শুনহ সজনি সই।
 আর এক আছে আগ উঠাইতে”—
 চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥ ৫০৮ ॥

দ্রষ্টব্য—বৃহস্পতি একাদশে থাকিলে ধন লাভ, শনি
 তৃতীয়ে থাকিলে শক্রনাশ ও বিস্তলাভ, ইত্যাদি।

[৪৫১]

“কহিএ সজনি, শুন এক বাণী
 আনহ ধবল ধান।
 আগ উঠাইব বিচার করিব
 ইহাতে নাহিক আন ॥”
 শুরু ধান আনি ভূমেতে থুয়ল
 সে নব কিশোরী রাই।
 “যদি গৃহে মোর কানাঞি আসিব
 তুরিতে কহিব তাই ॥”
 এ বোল বলিয়া আগ উঠায়ল
 বিজ্ঞোড় নাহিক হয়।
 জোড়ে জোড়ে ধান উঠল সমান
 বুঝিল মঙ্গল হয় ॥
 চণ্ডীদাস বলে— তুরিতে মিলব
 কিশোর নাগর কান।
 শুভলি মন্দিরে সখীগণ রঞ্জে
 সরল হইল মান ॥ ৫০৯ ॥

দ্রষ্টব্য—মানও বিপ্রলভের অন্তর্গত একপ্রকার
 বিরহদশা। উজ্জলনীলমণিতে আছে—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সত্যোরপ্যমুহুরত্তয়োঃ।
 স্বাভীষ্টাঙ্গ্লেষবীক্ষাদিনরোধী মান উচ্যতে ॥

অর্থাৎ—পরস্পর অমুহুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতীর
 অর্থাৎ নায়কনায়িকার স্বীয় অভিমত আলিঙ্গনাদি রোধ-
 কারীকে মান কহে। যুত্রে আদি শব্দ প্রয়োগহেতু পৃথক
 অবস্থানেও মান সম্ভব হয়। কবি এখানে শেযোক্ত
 মানই বর্ণনা করিয়াছেন। এই মানে নিরর্কদ, শঙ্কা, অমর্ষ,
 চপলতা, গর্ক, অস্থয়া, মানি, চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিতাব
 হয়। এইরূপ কয়েকটি লক্ষণ পূর্ববর্তী পদগুলিতে বর্ণিত
 হইয়াছে। সাম, ভেদ, ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা এই মানের
 উপশম হয়। সখীদ্বারা উপালম্ব প্রয়োগেও মান লয় প্রাপ্ত
 হয়। কবি প্রথমে সখী দ্বারা সাঙ্ঘনাবাক্যাদিতে, তৎপর
 এখানে ধানের আগ উঠানাদি ক্রিয়াতে রাধার মানের
 সরলতা সম্পাদন করাইয়া পদশেষে বলিয়াছেন—“সরল
 হইল মান।” একত্রাবস্থানকালীন মান অত্র বর্ণিত
 হইয়াছে।

[৪৫২]

রাগ শ্রী

সেই যে মন্দিরে শুভলি কিশোরী
 কিছু হয়ে এক মনে।
 পুরুব পীরিত যখন করিল
 কালিয়া কাঁশুর সনে ॥
 বন্ধুর চূড়ার মাগিক পুতলি
 পুরুবে পড়িয়াছিল।
 সেই সে পুতলি যতন করিয়া
 সম্মুখে রাখিয়া দিল ॥

সেই সে মাগিক পুতলি দেখিয়া
সে নব স্তন্দরী রাই ।

নিজ কোরে করি মান উপজল
কুরঙ্গ নয়নে চাই ॥

আপন নীলের বসন দেখিয়া
কান্নু পড়ি গেল মনে ।

বিষম বিরহ উপজিল অতি
কিছুই নাহিক মনে ॥

ধরণী উপরে পড়ল স্তন্দরী
চিত্রের পুতলি হেন ।

ধূলাএ ধুসরি নবীন কিশোরী
সোনার প্রতিমা যেন ॥

লোরে ঢল ঢল বহিয়া চলিল
সঙরি পিয়ার গুণে ।

পুরুব পীরিতি সুখের আরতি
সে সব পড়িল মনে ॥

নয়নের জল বহে অনিবার
তিতঁল অঙ্গের চীর ।

চণ্ডিদাস বলে— ধৈরজ ধরহ
ক্ষেণে চিত কর থির ॥ ৫১০ ॥

[৪৫৩]

বরাড়ি

ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেদন
ক্ষেণেকে নিশ্বাস নাসা ।

ক্ষেণেকে চেতন ক্ষেণেকে অস্থির
ক্ষেণেকে কহেন ভাষা ॥

মনের হতাশে নিশ্বাস সহিতে
নাসার বেসর খসে ।

চান্দ মুখখানি মলিন হইছে
জেনক নাহিক রসে ॥

কোটি চাঁদ নিছি কি তার গণমা
জাহার বদন শোভা ।

চাঁদের ভরমে চকোর লালসে
পাইতে সুধার লোভা ॥

সে বর বিধুর এমতি দেখিএ
যেমন আন্ধার লাগে ।

“উঠ উঠ”—বলি বলে কোন নারী—
“দেখিতে ভয় যে লাগে ॥

নিকট ভেটব সে বর নাগর
ধৈরজ ধরহ রাধা ।

সে বর কিশোরী খিন তমু ডেল
সকল করল বাধা ॥”

চণ্ডিদাস বলে— নিকটে মিলব
সে বর রসিক কান ।

হের কমলিনি, জে শুভ দেখিল
মনে না ভাবিহ আন ॥ ৫১১ ॥

দ্রষ্টব্য—পূর্বস্থতিও বিরহাবস্থা আনয়ন করে।
এখানে প্রথমতঃ কৃষ্ণের চূড়ার পুতলি দেখিয়া রাধার মনে
পূর্বপ্রণয়ের স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে, তৎপর নিজের নীল
বসনের প্রতি দৃষ্টি পড়াতেও বর্ণদাদুশে কৃষ্ণের কথা মনে
উদিত হওয়াতে রাধা বিরহে সম্ভ্রপ হইতেছেন। তাহারই
ফলে অশ্রবিসর্জন। ইহা বিপ্রলস্তের অন্তর্গত স্মৃতি-দশার
উদাহরণ (৪৪৫ সংখ্যক পদের পূর্ববর্তী “প্রবেশিকা”
দ্রষ্টব্য) ।

দ্রষ্টব্য—এই পদে রাধার চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ,
মলিনতা প্রভৃতি দশা বর্ণিত হইয়াছে। মলিনতা কথা—

হিমবিশরবিশীর্ণাঙ্কোজতুল্যাননশ্রীঃ
ধরমহদপরজ্যবদ্বীবোপনোজী ।

অবহরশরদকোত্তাপিতেলীবরাঙ্কী
তব বিরহবিপত্তিগ্নাপিতাসীদ্বিশাখা ॥
(উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধৃত মলিনাক্তার দৃষ্টান্তে)

হিমসংপৃক্ত পদ্মের স্তায় শীর্ণ মুখশ্রী, খরতর ঝামুর সংসর্গে
বন্ধুজীবের স্তায় শুষ্ক ওষ্ঠ, শরতের তাপে তাপিত কুমুদপুষ্পের
স্তায় মলিন বদন, ইত্যাদি ।

পঙ্-৭-৮ । রাধার মুখচন্দ্র এখন বিধাদে রসহীন বস্তুর
স্তায় বিবর্ণ হইয়াছে ।

৯-১০ । ষাঁহার মুখ শোভার কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত
করে, এবং যে মুখ দেখিয়া চকোর চন্দ্রের
ক্রমে সুধার জন্তু লালারিত হয়, সেই অল্পময়
মুখচন্দ্র এখন যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া
রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ।

[৪৫৪]

কেদার

“রাধা, তুমি জানহ কি রীতি
বিরহ-বেদনা মনে জানিবা তেজহ প্রাণে
বুঝিলাম হেন তার গতি ॥
অনেক তপের ফলে বিধি দিয়াছিল ভালে
পুন তাহা করিল নৈরাস ।
করম-লিখন জে খণ্ডাইতে পারে কে
ঘুচিল সকল সুখ-আশ ॥
স্রীবধ-পাতক-ভয়ে তার কিছু মনে নয়
পাসরিল এ সকল লেহা ।
অবলা বধিতে হেন না দেখিয়ে কোন জন
জনম দুখেতে গেল দেহা ॥

পরিণামে এই ভৈল পরাণ সংশয় ভেল
কুল শীল গেল এতদূর ।
হরি হরি করি প্রাণ বারে করে আনচান
তারে কহে দয়ার ঠাকুর ॥
বাঢ়াইয়া অতি প্রীতি এবে করে অমুর্চিতি
পরিণামে পরাভব সারা ।
সেখানে পরের বসে কুবুজায়ে রতি-রসে
এঁছন তাহার ভেল ধারা ॥”
মরম সখীর বাণী শুনি রাধা ঠাকুরানি
কহে পুন তাহার উত্তর ।—
“সে জদি নিঠুর ভেল তাহার উত্তর বল
ইহার ঘুচাব আর ঘর ॥
জাহার লাগিয়া সুখ সেই ভেল বিমুখ
এঁ তনু তেজিব গিয়া জলে ।”
চণ্ডিদাস কহে সারা বুঝিল তাহার ধারা
পরতিত কর মোর বোলে ॥ ৫১ঃ ॥

দ্রষ্টব্য—বিপ্রলস্তের শেষ দশায় যুঁহু । কবি
এখানে রাধার প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া প্রকৃত
পক্ষে তাঁহার বিরহের শেষ দশাই বর্ণনা করিয়াছেন ।

[৪৫৫]

কানোড়া

সো বর নাগর কান ।
নিশির শয়নে দেখিল সপনে
সুবন্ধ আয়ল ঠাম ॥
“স্নহ সুবল, কি আজু দেখল
সো বর রঙ্গিনী রাই ।
গোকুল] হইতে আইলা তুরিতে
স্বপনে দেখিল যেই ॥

পুরুব পিরিতি স্ত্রের আরতি
অতি সে কোঁতুক-রসে ।

রাই করে ধরি বসাই সে বেরি
করই অনেক বেশে ॥

রাইয়ের কুস্তল বনাই সুন্দর
মাখাই কুসুম-গন্ধে ।

নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
দুসারি বকুল ছাঙ্কে ॥

মুকুতা গাঁথিয়া দুপাশে খেচনি
দিয়া মাণিকের চুনি ।

কুস্তল বেনান অতি সুসোভন
যেমন দেখল ফণি ॥

সিথায়ৈ সিন্দূর অতি বিলক্ষণ
চৌদিকে চন্দনবিন্দু ।

তা দেখি আকাশে ' লজ্জিত হইলা
লাখে সসোধর বিন্দু ॥

গলে গজমোতি কিবা সে সুভাতি
কাঁচলি উপরে পড়ে ।

সোনার কাঁচলি দুধারে মুকুতা
গাঁথি পরায়ল তারে ॥

দেখ অদভুত যেমন দামিনী
চটকে অগোরের ঘটা ।

নিতম্বে সোনার যুঘুর দিয়াছে
কি কহিব তার ছটা ॥

নিল বাস অতি উচনি সুন্দর
ধরিয়া আপন করে ।

রতন সুপূর দেয়লি সুন্দর—
চণ্ডীদাস ইহা ভনে ॥ ৫১৩ ॥

পুথির পাঠ :—

' য্যাবাসে

স্রষ্টব্য :—পূর্ববর্তী পদগুলিতে রাখার বিরহাবস্থা
বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু “বিপ্রলঙ্ঘে শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ সকল দশা

সময়ে সময়ে অনুভূত হইয়া থাকে” (উজ্জলনীলমণি, প্রবাস-
প্রকরণ) । অতএব কবি এখানে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশাও
বর্ণনা করিতেছেন । রাখাকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহারও
পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে । স্বপ্নে রাখার স্বাধীন-
ভর্তৃকা-অবস্থাব পরিকল্পনা রহিয়াছে ।

[৪৫৬]

জয়শ্রী

“হেন বেলা নিদ ভাঙ্গিল তুরিত
শুনহ সুবল সখা ।

নিসির সপন না হয়ে কখন
পুন সে নাহিক দেখা ॥

দেখিতে দেখিতে কতি গেল দুখ
ভৈগেল প্রেমের লেঠা ।

এই সে দেখল নিশি অবশেষে
পসিল দারুণ জাঠা ॥

কে বলে পিরিতি অতি সুখময়
তিলেক নাহিক সুখ ।

ভাবিতে গুণিতে পিরিতি মুকুতি
পরিণামে এত দুখ ॥”

এ বোল বলিতে সুবল সঙ্ঘেতে
কহিতে কাহিনি জত ।

সুবল না দেখি নিসির সপন
সেহ ভেল অনুচিত ॥

এছন সপন দেখল ভৈগল
ভাঙ্গল দারুণ ঘুমে ।

উঠিয়া বৈঠল সকল নৈরাশ—
“কিবা সে দেখিয়ে ভ্রমে ॥

কোথা না দেখল সোনার নাগরি
কোথাহ সুবল মোর ।”
নিশির সপন মিছাই গণন
চণ্ডীদাস শুনি ভোর ॥ ৫১৪ ॥

চণ্ডীদাস বলে— শুনহ নাগর,
বেদের বিহিত কয় ।
নিশ্চয় সপন রাই ভাগ্য কভু
সয়ে এক সাঁচা হয় ॥ ৫১৫ ॥

শেষ পঙ্ক্তি :—তু—শয়ে এক সাঁচা আছে”
(২০৮ সং পদ) ।

[৪৫৭]

ভৈরবী

নিশির সপন দেখল সঘন
বিস্মিত হইল বড়ি ।
দিয়া দরসন পুন সে গমন
এ কথা বিসম বড়ি ॥
রাধার দরশ করল পরশ
অতি সে মগন চীত ।
জ্ঞেমত জ্বলের বিশ্বিক মিলায়ে
তাহার তৈছন রিত ॥
উঠি সুনাগর গুণের সাগর
চিস্তিত হইয়া রয় ।
কিবা দেখি আজি নিশির সপন
কহিলে কি জানি হয় ॥
সপন গমন সত্য নহে কভু
ইছাই দেখল মনে ।
নিসি অবশেষে কথার আলাপ
সুবল সাঙ্গাত সনে ॥
এঁছন কিশোরি দেখল তখন
পুন দরসন নাঞি ।
বিস্মিত হইলা শ্যাম নটরাজ
কহব কাহার ঠাঞি ॥

[৪৫৮]

তথা

সপন দেখিয়া রাধার বরণ
ভাবয়ে রসিক রায় ।
অতি সজুখিত হইলা বেকত
কিছুই নাহিক ভায় ॥
সে বর নাগর গুণের সাগর
ভাবিতে রাধার রূপ ।
বিরহ উঠল তৈখন হইল
বিসম লেঠার কুপ ॥
পুরুব পিরিতি মনে পড়ি গেল
সম্বিত না লয়ে চিতে ।
মধুর মুকলি বদনে লইয়া
আকুল করল গিতে ॥
“রাধা রাধা রাধা তুমি অনুরাধা
দিয়া সে দরশ আসা ।
পুন গেলা কতি রাই রসবতি
পাইলা এ ফল ভাসা ॥”
থেনে খেনে খেনে মুকলির গানে
সঙ্কেত বলিয়া বাজে ।
মথুরা নাগরী শুনিয়া মুরলী
তাহারা দেখিতে সাজে ॥

তা দেখি অধিক মনে পড়ি গেল
 পুরুব রসের কেলি ।
 অধিক বিরহ তাথে উপজল
 হৃদয় ভিতর জ্বারি ॥
 তাথে এক নব রামার স্মৃঠান
 তার নাম কহে রাধা ।
 সে কথা জখন শুনল শ্রবণে
 তাহে ভেল অনুরাধা ॥
 “বৃথভানুস্মৃত্য সে বা রহে কোথা;”
 ঐছন উঠল চিতে ।
 “তার না[ম] রাধা গোকুল-নগরে
 সে মোর পরাণ রিতে ॥”
 সেই সে বিরহ উঠয়ে দিগুন
 চিত স্থির নাহি মানে ।
 মুদিয়া নয়ন কাঁপয়ে বয়ান
 দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৫১৬ ॥

[৪৫৯]

কর্নাট

“শুন শুন প্রাণের উদ্ধব ।
 হেন চিত আছে মোরা বুঝয়ে এমতি ধারা
 গোকুলেতে করহ উদ্ভব ॥
 লইয়া সন্দেশ হার ঝট কর আশুসার
 তবে চিত স্থির করি মানে ।
 কহিবে জতন করি তুরিতে আওয়ব হরি
 পাছে ধনি তেজয়ে পরাণে ॥
 সে নব কিসোরি গৌরী চিতে পাশরিতে নারি
 গোপেতে গুমরি এই চিতে ।
 অবলম্ব করি তাই বাঁশীতে সূচাকু গাই
 রাধা নাম বলি যে বেকতে ॥
 সে মোর তনুর সম তা বিনু দেখয়ে ভ্রম
 সে মোর ভজন তনুধারি ।
 বিসম কংসের মতি রাখিতে জগতে ক্যাতি
 তারে বধিবারে মধুপুরি ॥
 ভাবিতে রাধার গুণ পাঁজরে বিক্ষিল ঘুন
 হিয়া বিদ্বৈ সে হেন নাগরি ।
 আমার বিরহ পাঞা না জানি কি আছে জিয়া
 সেই মোর নবিন নাগরি ॥
 লইয়া সন্দেশ মালা দেহ লঞা শুভ বেলা
 কহিবে বচন দুই চারি ।
 তুরিতে জাইয়া দেখ কি কাজ বিলম্বে থাক
 যাহ ঝট গোকুল-নগরি ॥”
 শ্যামের বচন শুনি উদ্ধব মনেতে গণি—
 “শুন প্রভু মোরে কর দয়া ।
 দেহত সন্দেশ মাল”— লইয়া উদ্ধব ভাল
 চলে পথে গোবিন্দ ধৈয়্যাইয়া ॥

দ্রষ্টব্য—কবি এখানে স্বপর্ণনাথ নানাভাবে
 শ্রীকৃষ্ণের মনে পূর্বস্মৃতি জাগরিত করিয়াছেন । প্রথমতঃ
 স্বপ্নে রাধাকে দর্শন, তৎপর তাঁহার চিরসখা সূবলের সহিত
 কথাবার্তা, তৎপর বংশীবাদন শুনিয়া মথুরার রমণীগণের
 আগমনে ব্রজলীলার স্মৃতির উন্মেষ, আর ঐ রমণীগণের
 মধ্যে এক জনের নাম রাধা জানিতে পারায় রাধার জন্ম
 ব্যাকুলতার বৃদ্ধি । ব্রজলীলা-সম্পর্কিত প্রধান নরনারীগণের
 চিত্র এইরূপে কবি শ্রীকৃষ্ণের মানসপটে প্রতিকলিত
 করিয়াছেন, এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের তীব্রতাও বৃদ্ধি
 পাইয়াছে ।

প্রবাসকালীন স্বপ্নে নারকনারিকার সম্মিলন সম্পন্ন-
 সম্বোধনের অন্তর্গত (পরবর্তী ৪৬২ সংখ্যক পদের টীকা
 দ্রষ্টব্য) ।

চণ্ডীদাস অতি সুখী মনের আনন্দে দেখি
রাধার করিতে উদ্দেশ ।
ধাইয়া চলল পথে রাধারে বারতা দিতে
গাইতে রাধার গুণ যশ ॥ ৫১৭ ॥

দ্রষ্টব্য — উজ্জলনীলমণিতে আছে—

অত্র শ্রীষহসিংহেন প্রেয়সীভিরমুখ্য চ ।
প্রেষণং ক্রিয়তে প্রেয়া সন্দেশস্ত পরস্পরং ॥

অর্থাৎ—এই প্রবাসে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রেয়সীগণ কর্তৃক
প্রেমবশতঃ পরস্পর সন্দেশ প্রেরণ করা হয়। ইহা
অবলম্বন করিয়া গোস্বামিগণ “হংসদূত” ও “উদ্ধবসন্দেশ”
নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। কবি এখানে উদ্ধবের
দৌত্য বর্ণনা করিতেছেন।

[৪৬০]

হেনই সময়ে কাক কহিতে লাগল ডাক
বসিয়া মন্দির শিরে রহে ।
হেন বেশে আর কাক কাহে কহ লাখ ডাক
আহার বাঢ়িয়া খায় ছুহে ॥
কহে কত নানা বোল করে বহু উত্তরোল
বদনে বদনে করে ডাক ।
দেখিয়া কিশোরি গৌরি সখিরে পুছয়ে বেরি
“সুভাসুভ দেখি এই বেলা ॥
আচম্বিতে আসি কাক কহয়ে বহুত ডাক
কি হেতু ইহার দেখ জানি ।
বুঝিহ ইহার গতি শুনহ যুবতি সতি
কি সবদ দেখি ইহা স্তনি ॥”

তাহা দেখি এক সখী— “হেদে কাক কহ দেখি
যদি গৃহে আয়ব কানাঞি ।
উড়িয়া বৈঠহ ঠায় আসিব গতিক প্রায়
উড় দেখি বৈস এক ঠাঞি ॥”
উঠিয়া বৈঠল কাক করয়ে বদন ডাক
জার গৃহে বসিলা তুরিতে ।
চণ্ডীদাস কহে— “রাই নিশ্চয় কহিয়ে এই
বুঝিলাও সুভাসুভ চিতে ॥” ৫১৮ ॥

[৪৬১]

রাগশ্রী

শুনি কাকবানি কহে বিনোদিনী—
“হরি কি আঅব ঘরে ।
এ ঘর হইতে ওঘর বৈঠল
বুঝিনু কাজের ছলে ॥
মাথুর তেজিয়া সেই বিনোদিয়া
আসিব বলিতে উড়ে ।
কাক-কলরব আহার বাঢ়িল
গুষ্ঠ হৈতে খসি পড়ে ॥
সুভাসুভ দেখি শুনহ যুবতি
মাধব আয়ব গেহা ।
পুন সুভদিন দেখি তার চিন
আজু সে বুঝল নেহা ॥”
দেখিয়া আনন্দ হইল রাধার
কানাই আসিব ঘর ।
তুরিতে আয়ব রসিক নাগর
মনেতে জানিল সার ॥

এ সব বচন করিল রচন
 দুই চারি সখি মেলি ।
 চণ্ডীদাস বলে— নিকটে মিলব
 মনেতে জানিল ভালি ॥ ৫১৯ ॥

তুরিতে রসিকরাজ রাধিয়া নপুর সাজ
 বড় দুখ রহল মরমে ।
 হেনক সময়কালে ভান্জি সুখ অবহেলে
 মেলি আখি দূর গেল যুমে ॥
 নিসির সপন এই দেখিল মরম সেই
 পিয়া সনে না পারি বঞ্চিত ॥”
 চণ্ডীদাস বলে বানি মিলিব নাগর-মনি
 হেন বুঝি আসিব তুরিতে ॥ ৫০০ ॥

[৪৬২]

নটনারায়ণ

“শুন গো মরমসখি তোরা ।

নিশি অবশেষ কালে যুমে অচেতন ভালে
 সপনে দেখিল চিতচোরা ॥

একে নবঘনস্বাম পিতবাস অনুগাম
 বান্ধা চুড়া নানা ফুল দিয়া ।

হাসিয়া নাগর রায় আসিয়া বৈঠল ঠায়
 ছুটি করে কর আরোপিয়া ॥

একে হাম বিরহিনি কহিল কঠিন বানি
 কোপে দিল কর ডাড়াইয়া ।

পুনরপি করে ধরি সেই না রসিক হরি
 বসাইলা জতন করিয়া ॥

সুতল চতুর হরি মোহে নিজ কোরে করি
 আলিঙ্গন করি আচম্বিতে ।

দারুণ কোকিল-নাদ মনে না পুরল সাধ
 বুঝিলাও হইল প্রভাতে ॥

যেমন সতিনি শ্রায় সঘনে ডাকয়ে রায়
 মনে না পুরল কোন আসা ।

ননদিনি পাপমতি জানয়ে দেখিয়ে কতি
 হেন বুঝি নিসি ভেল উষা ॥

দ্রষ্টব্য—উজ্জলনীলমণিতে আছে—“রুচভাবে বিপ্র-
 ৫, ৬সংস্কীয় সন্তোগ উৎপন্ন হয়, এই সন্তোগে আনন্দরাশির
 পরম অবপি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে, এবং এই ভাবে বিরহ
 ঘটলে তজ্জন্ম দ্বিগুণ পীড়া হয়” ইত্যাদি (ঐ, বহরমপুর
 সং, ২৪৯ পৃঃ)। স্বপ্নবিষয়ে হরির প্রাপ্তিবিশেষকে গৌণ
 সন্তোগ বলে (ঐ, ২৩৪ পৃঃ), আর প্রবাসাগত কাস্তের
 সহিত মিলনে সম্পন্নসন্তোগ হয় (ঐ, ২৪৬ পৃঃ)। অতএব
 এই পদে এবং পূর্ববর্তী ৪৫৫-৫৮ সংখ্যক পদগুলিতে গৌণ
 সম্পন্নসন্তোগ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে ।

পরাদীনত্ব প্রযুক্ত নায়কনায়িকার পরস্পর বিচ্ছেদ এবং
 তাহাদের দর্শন দুর্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সন্তোগ হয়,
 তাহার নাম সমৃদ্ধিমান-সন্তোগ। এই পালাতে ত্রীকৃষ্ণের
 “পরবশের” উল্লেখ থাকিতে এখানে গৌণসমৃদ্ধিমান
 সন্তোগও বর্ণিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত—
 কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেও স্বপ্নচ্ছলে বৃন্দাবনে আগমন
 করত বলপূর্বক আমাকে রমণ করিতেছেন (হংসদূত) ।

[৪৬৩]

“আজু বড় মোর শুভদিন ভেল
 কানুরে দেখিআছি ।

মথুরা হইতে আইল গৃহেতে
 পিয়ারে দেখিআছি ॥

আজু নিজ দেহ দেহ করি মানি
 আজু গেহা ভেল গেহা ।
 নিসি ভেল অতি নিসি করি মানি
 লেহা করি মানি লেহা ॥
 আজু মলয়-গিরি মন্দ পবন বহু
 আকাশে উদ্ভিত হউ চন্দা ।
 অবহু মউরগণ নাদ সাধে করু
 কোকিল কুহলু ধন্ধা ॥
 চামরু চামর ধরিয়৷ সুন্দর
 বাধুলি হউ রূপবান ।”
 চণ্ডীদাস বলে— ঐছন জানত
 তুরিতে ভেটব তোহে কান ॥ ৫২১ ॥

দ্রষ্টব্য—বিভাপতির “আজু রজনী হাম” ইত্যাদি
 পদের অল্পকরণে এই পদ রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ।

[৪৬৪]

যথারাগ

সখি হে, আজু রজনী সুভ ভেলা ।
 কানু আয়ব ঘর হেন মনে লাগল
 পায়ব ফল অতি ভেলা ॥
 গণি গণি বচ্ছর আয়ব রে হরি
 কবহু না শুভ দশা ভেলি ।
 ঘাটত বর কান আনন্দ সানন্দ
 মোহে দরশায়লি ভালি ॥
 অমঙ্গল বিঘিনি ঘাটত পড়ু বাধক
 সৌরভ তেজত গন্ধ ।
 সুস্কহি কাষ্ঠ তরুপর বৈঠত
 কাক গিধির বন্ধ ।

দিনহুঁ পড়ত কত কতহুঁ বরজপতি
 দেখল দিন মাহ ।
 অব নিশি রজনী ফুয়ল করি মানল
 হেরলুঁ তাকর দেহ ॥
 চন্দন-গন্ধ গন্ধ ভেল মোহিত
 কোকিল সুমধুর জান ।
 বাম নয়ন ঘন করতহি স্পন্দন
 হেরলুঁ তছু অবধান ॥
 বিপিন গহন জত আছিলহি মুদিত
 সবহুঁ খিন তনু মেলি ।
 খঞ্জন পাখি কমল পর দেখলি
 অতি তনু আনন্দ ভেলি ॥
 কদম্ব তরুয়া ছিল বিরহ মদন হেন
 সো ভেল সরস মান ।
 চণ্ডীদাস কহে— শুনু, ধনি সুন্দরি,
 তুরিতে মিলাঅব কান ॥ ৫২২ ॥

দ্রষ্টব্য—এই জাতীয় ব্রজবুলির পদ চৈতন্যপরবস্ত,
 যুগেই রচিত হইতে পারে ।

[৪৬৫]

এ সখি শুন মোর বোল ।
 হরি আজু মিললি কোল ॥
 দেখহুঁ রজনিক শেষ ।
 আজু সভে পূজহ মহেশ ॥
 পূজহ যত দেবি দেবা ।
 তাকর সভে কর সেবা ॥
 মঙ্গল গায়ত মেলি ।
 সবে মেলি দেয়ত তালি ॥

গায়ত বায়ত ঘন ঘোর ।
 ধূপ দীপ লেহ গোচর ॥
 চিনি নারিকেল দুগ্ধ লেই ।
 খণ্ড আতব করু তাই ॥
 পূজহ পশুপতি দেবা ।
 তব ধনি করতহি সেবা ॥
 মঙ্গল ঘট পরিপূর ।
 রাম-কদলি রোপ দূর ॥
 নগরে বাজাহ ভেরু জোড় ।
 দগড় ডিগ্গিম ঘন ঘোর ॥
 গাথই বনমালা জোর ।
 চণ্ডীদাস ভেল ভোর ॥ ৫২৩ ॥

জতেক লোকিল আছে গিয়া সে তাহার কাছে
 ধরিব জতেক পিকগণে ।
 সভারে করিয়া জড় মারিতে কর্যাছি দড়
 যমুনাতে ডুবাব জতনে ॥
 বিনাশ করিব তারে এ দুঃখ কহিব কারে
 সেই ভেল রিপূর সমান ।
 সুখেতে করিল দুঃখ না হল মনের সুখ
 শুনি রব উঠি গেল কান ॥
 মনেতে হইল ভয় ননদিনী পাশায়
 দুর্মতি বিঘিনী কুলকাটা ।
 "অগ্নিল নয়ন-নিন্দ গেল তেজি গোবিন্দ"—
 চণ্ডীদাস ভাবে লেঠা ॥ ৫২৪ ॥

টীকা

পঙ্ক্তি—১০। অক্ষটয়—সং-আখটক হইতে ব্যাধ বা
 শিকারীসদৃশ অর্থে। তুং—“সুখে রাজ্য করিতে
 অক্ষট হইল কাল” (কবিক. চণ্ডী)। বিনাসি—
 বিনাশী, সংহারকারী।

[৪৬৬]

কানোড়া

সখি কহে—“শুন ধনি, রমনির শিরোমণি,
 সুভ দশা জানল এখন ।
 নিসির সপনে জদি দেখিয়াছ গুণনিধি
 তব হরি আয়ব ভবন ॥”
 হরষ-বদন ধনি কহয়ে কিছই বানি—
 “কোকিল সতিন সম ভেল ।
 করিতে রসের সুখ হেন বেলে দিলে দুখ
 আচম্বিতে ডাকিয়া উঠল ॥
 ভালই তাহার কাজ সে রসে পড়িল বাজ
 হইব অক্ষটয় বিনাসি ।
 হেনক ভাবিল মনে তারে রাখে কোন জনে
 গলাএ ধরিয়া দিব ফাঁসি ॥

[৪৬৭]

রাগ তথা

পুন কি এমন দশা মোর ।
 পিয়া কি করব নিজ কোর ॥
 আর কি ডাকব বনমালি ।
 পুন হব রস-রাস কেলি ॥
 দেবে কহে গণক গণিএণ ।
 সপনে দেখিনু আজু পিয়া ॥
 তবে সে করম-ফল মানি ।
 এ কথা অশুধা না হয় জানি ॥

দেখি চণ্ডীদাস কয় ।
নিকটে মিলব রসময় ॥ ৫২৫ ॥

“নিকট ছুয়ারে রথ-আরোহণে
আয়ল রসিক কান ।”

পুলক বদনে চাহে সখি পানে
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ৫২৬ ॥

[৪৬৮]

কর্ণাট

দ্রষ্টব্য—ভাগবতের দশমস্কন্ধের ষট্চত্বারিংশ
অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণের বর্ণনা
রহিয়াছে ।

হেনক সময়ে রথ আরোহণে
আইল উদ্ধব মতি ।

উদ্ধব আনন্দ মনে রসানন্দ
তাহা না কহিব কতি ॥

গোকুল-নগরি প্রবেশিলা আসি
গোধূলি সময় কালে ।

প্রোমে গদ গদ কহে আধ আধ
কাতর হইয়া বলে ॥

এক সহচরি বাহির ছুয়ারে
দেখিয়া সূচারু রথ ।

ধাইয়া সে সখি তুরিতে চলয়ে
নাহি দেখি জেন পথ ॥

আপনার অঙ্গ আপনি না চিনে
তুরিতে যাইয়া কয় ।

“এতদিন দুখ সুক করি মানি
ঘরে যাল্য রসময় ॥”

কিশোরি বিশোরি কানুর বিরহে
ভাবনা করিতে ছিল ।

হেন বেলে সখি মুখেতে শুনিঞা
তুরিতে বাহির হল্য ॥

রাই কহে—“শুন কেমন ধরণ
কি হেতু ইহার স্তম্ভি ।”

সখী সব কথা কহিতে লাগল
সব বিবরণ বানি ॥

[৪৬৯]

রাগশ্রী

ধনি কহে—“দেখ বাহির ছুয়ারে
কানু কি [আ]য়ল গুহা ।

আজু সে রঞ্জনি সফল মানিয়ে
তবে সে সফল দেহা ॥”

গিয়া এক সখা দেখল তুরিতে
নিসিতে লখিতে নারে ।

“তুমি কোন জন বলহ বচন
কে বট রথের’পরে ॥”

বিনতি আরতি অনেক প্রকারে
কাতর বচনে বলে ।

* * * *

“কোথা না আছয়ে শ্রামের প্রেয়সি
রাধা বলি তার নাম ।

তাহারে দেখিতে মোরে পাঠায়ল
সো-বর নাগর শ্রাম ॥”

শ্রাম-পরসঙ্গ শুনিতে সে ধনি
অঙ্গ পুলকিত ভেল ।

মৃত তরু যেন বারি ঢাড়ি পাল্যে
সে তরু মুঞ্জরি গেল ॥

পুলকে পুরল শ্যাম নাম শুনি —

[৪৭০]

“কহ কহ পুন বোল ।

বহু দিন পর কানু নাম শুনি

কামোদ

তমু মুগধল মোর ॥”

“কি নাম তোমার বলহ বচন

“শুনহ সুন্দরি নবিন কিশোরি

সুনিয়ে শ্রবণ ভরি ।”

শ্রবন পরশি শুন ।

পুন সে সরল হইল গরল

মোরে পাঠায়ল তোমারে দেখিতে

সো নব কিশোরি গোরি ॥

কি রিতি দেখিবে হেন ॥

এই যে আছিল অঙ্গের পুলক

কানুর আদর দেখিয়ে জেমন

শুনিঞা শ্যামের নাম ।

কহিতে কহিব কতি ।

ক্ষেণেকে ভৈগেল আর দশা ভেল

অনেক প্রকারে প্রবন্ধ বুঝাণ্ডে

কি রস ইহার নাম ॥

আমি সে আইলু ইথি ॥

রসের আরতি কি জানি পিরিতি

সে নব নাগর গুণের সাগর

রসের উপরে রস ।

তোমার বিরহে আধা ।

প্রধান বসতি আট রস তথি

সুইতে বসিতে দিগ নেহারিতে

যাহাতে করিল বস ॥

সদাই দেখয়ে রাধা ॥

তার তর তম ছান্নান্ন রসের

তোমার বিরহে কাতর দেখিয়া

তিন সে আছয়ে রিত ।

তেঞি পাঠায়ল মোরে ।

বিপ্রলম্ব সনে এ সব আকান

দশমি দর্শার অবশেষ শুনি

প্রধান করিয়া মান (৭) ॥

কানু সে কাতর ভালে ॥”

তবে যে বলিবে কলহাস্তরিত

চণ্ডীদাস বলে — ঐছন দেখল

এখানে কিরূপে হয় ।

সে হরি কাতর বড় ।

গোচর নহিলে কিরূপে হইল

দোহে এক তমু ভিন্মু সে ভৈগল

রসাভাস মাত্র হয় ॥

বুঝিতে বিষম বড় ॥ ৫২৭ ॥

ব্যাসের রচন বেদের বচন

টীকা

তাহাতে রাখহ মতি ।

পঙ্—৭-৮। গোপীরা রথ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—

“এ কাহার রথ ?” ভা, ১০।৪৬।৩৬। অশ্রুত—

“এ ব্যক্তি কে ?” (ভা, ১০।৪৭।২)।

বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে

নাগর আছয়ে ইথি ॥

২-১০। গোপীগণ বিনয়ানন্ত হইয়া সলজ্জহাস্ত,

সুমিষ্ট বচনাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিলেন

(ভা, ১০।৪৭।২)।

নেতের গোচর না হয়ে গোচর

গোচর দেখিল জবে ।

হরস হইয়া বিরস বদন

বিরহ হইল তবে ॥

এমতি আনল হিয়ায়ে পসিল
কিসেতে নিভায়ে বল ।

ভস্ম আৎসাদনে তাহে স্মৃত দিয়া
অধিক করিয়া জাল ॥

ধিকি ধিকি সদা অস্তুর-আনল
জলছে এ রাতি দিনে ।

তাহে তুমি আনি স্নতের আশ্রুতি
আসিয়া দিলে বা কেনে ॥

একে বিরহিনি তাপেতে তাপিনি
ছিলঙ তাপিত হিঞা ।

শ্রাম-পরসঙ্গ কহিলে শ্রবণে
নিভাইব কিবা দিয়া ॥

এই তমু দেখ তাহার বিরহে
প্রতিমা আছয়ে সারা ।

হৃদয় বিদারি অদি বা দেখাই
তবে হবে পাতিআরা ॥

নয়নের নির নিসি দিসি ঝরে
সাঁঙন মাসের ধারা ।”

চণ্ডিদাস কহে— নিরবধি লেছে
পরায়ণ তেজ্জিবে পারা ॥ ৫২৯ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রেমবৈচিত্র্যের অন্তর্গত “দূতের
প্রতি আক্ষেপ” বর্ণিত হইয়াছে ।

পঙ্—৫-১০ । তু°—

“আন সে আনল, বারি ঢালি দিলে তখনি নিভিয়ে যায় ।

মনের আশুন, নিভাইব কিসে, দ্বিগুণ জলিয়ে তায় ॥

বন পোড়ে বলে, বনে আশুনি, দেখয়ে জগৎ-লোকে ।

এ বড়ি বিষম, স্তনগো সজনি, জলে উঠে বিনি ফুকে ॥

নী-৩২৬ ।

২২ । প্রতিমা—ঠাট, কাঠান্ন খাত ।

তু°—“কামুর আদর, পীরিত্তি ভাবিতে, পাজর হইল
শেষ ।” (৩৫১ সং পদ) ।

২৪ । পাতিআরা—প্রত্যয় ।

[৪৭২]

“কে বলে কালিয়া ভাল ।

সে গুণ-মহিমা ভাবিতে গুণিতে
রাধার পরায়ণ গেল ॥

সুন হে উদ্ধব সে সব বৈভব
তাহা না কহিব কত ।

বড় নিদারুন হৃদয় কঠিন
পরায়ণে সহয়ে কত ॥

আমরা সে পদে এ তমু নিছিঞা
সরণ লইয়াছিলুঁ ।

তাহে নিদারুন কেবা জানে হেন
মাথায় কলঙ্ক নিলুঁ ॥

সেই সে কলঙ্ক বাদ পরিবাদ
ভূসন করিয়া নিল ।

গুরু ছরুজনে দিয়া তিয়াগণে
তভু তারে নাহি পাল্য ॥

গুরুর গঞ্জনা পাড়ার তুলনা
সে নিল চন্দন-চুয়া ।

কি করিতে পারে ওসব বচন
কামুরে সপাছি দেহা ॥

অমিয়া বলিয়া সে হরি সেবিশু
গরল হইয়া গেল ।

গরল তরসি তাহার পরষি
এই গতি মতি ভেল ॥

কে জানে এমন দসার মরম
কহিতে কি জানি হয় ।”
চণ্ডীদাস বলে— এত দুখে সুনি
জেবা করে রষময় ॥ ৫৩০ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রেমবৈচিত্র্যের অন্তর্গত “শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ” বর্ণিত হইয়াছে ।

পঙ্—১৬-১৭ । তু°—

“কুবচন বোল, তোমার কারণে, চন্দন করিয়া নিল ।
পাড়ার পড়সি, আপনি রহসি, তারে পরিহার দিল ॥”
(২৩২ সং পদ) ।

২০-২১ । তু°—

“অমিয়-সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল ।”
(নী-৩১১) ।

জখন করিল বহুত পিরিতি
তখন জানিল মনে ।
বহুত লেঠার বহুত-আদর
সে নব কানুর সনে ॥
তখনি জানিল মনের সহিত ‘
সে জন নিদান হবে ।
সেই সত্য ভেল বুঝিতে কারণ
চণ্ডীদাস কহে ইবে ॥ ৫৩১ ॥

পুথির পাঠ :—’ লেহে

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রেমবৈচিত্র্যের অন্তর্গত রাখার
“নিজের প্রতি আক্ষেপ” বর্ণিত হইয়াছে ।

পঙ্—১-২ । “কানুর আদর, পীরিতি ভাবিতে,
পাজর হইল শেষ ।”
(৩৫১ সং পদ) ।

[৪৭৩]

ভাবিতে গণিতে তাহার পিরিতি
পাজর হইল শেষ ।
মরণ সরণ এই সে নিদান
প্রেমের নহিল লেষ ॥
কালার পিরিতি জে করে আরতি
সে জন মরুক জলে ।
রসাঞা রসাঞা প্রেমসিন্ধু দিয়া
নিদান করিল হেলে ’ ॥
কে জানে এমন না সুনি কখন
পরের পিরিতি সুখে ।
ঘরেতে আনিয়া ধরম খাইয়া
পরিণামে হল্য দুখে ॥

[৪৭৪]

তুড়ি

এক ভাব দেখ উদ্ধব হইল
তিন ভাব তাহা নয় ।
ভাবের শক্তি দরসাএ কত
অনুভাব দেখ হয় ॥
আগেতে কহিল প্রেম সে বৈচিত্র
ভাবনা দরশ বশে ।
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেণেক পরশে
ক্ষেণেক বিরহ বারে ॥
সেই সে বৈচিত্র রস কহিয়াছি
এবে সে ভাবের রস ।
মাথুর কারণ রশপুষ্ট লাগি
ইহাতে জগত বশ ॥

রস পরিমল রসে চল চল
 আর দশা আসি ভেল ।
 ভাব-রশ কহি অমুভাবে এই
 ভাবে ভাবে যতি দেল ॥
 এখন বিরহ অগোচর অতি
 গোচর নাহিক দেখি ।
 অতএব হয় বিরহ দশার
 সেই সে কমলমুখি ॥
 রসের সমুদ্র ভাবিতে ভাবিতে
 অগাধ সাযর মানি ।
 বাঙ্গা টুনি যেন খাইবারে চাহে
 মহা সমুদ্রের পানি ॥
 চণ্ডীদাস কহে— সুন সুধামুখি,
 দূত-মুখে স্ননি বানি ।
 বিসম বিরহ দূরে তেয়াগিয়া
 স্ননহ রমনী ধনি ॥ ৫৩২ ॥

দ্রষ্টব্য:—উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে অমুভাব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—“অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর, এবং বাচিক ভেদে পণ্ডিতগণ অমুভাব তিন প্রকার কীর্তন করেন। যৌবন অবস্থায় কামিনীগণের সঙ্কণ্ণজনিত বিংশতি প্রকার অলঙ্কার সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা এই তিনটি অঙ্গজ। বিকারের কারণ-সম্বন্ধে চিন্তের যে অবিকৃতি তাহাকে সব বলে, আর ঐ সত্তের যে আত্ম-বিকৃতি তাহার নাম ভাব। যেমন বীজের আদি বিকৃতি অঙ্কুর, তদ্রূপ।” পরবর্তী পদে বীজের তথা অঙ্কুরের এই বিকৃতি ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, কবি এখানে অমুভাবের অন্তর্গত ভাবের বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার তিন প্রকার ভেদের মধ্যে এখানে অলঙ্কারের পর্যায়কৃত্ত ভাব বর্ণিত হইতেছে। উক্তবের আগমনে ইহার প্রথম উমেস। কৃষ্ণ আসিয়াছেন ভাবিয়া রাখা হর্ষিত হইলেন, কিন্তু উক্তকে দেখিয়া বিষাদিত হইলেন।

ইহাতে বিকারের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহার চিত্ত অবিকৃত রহিল। এই অবস্থাকেই উজ্জলনীলমণিতে সব বলা হইয়াছে তাহারই প্রথম বিকাশ ভাবে। ইহা অমুভাবের পর্যায়কৃত্ত।

পঙ্—৫-১০। কবি বলিতেছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি প্রেম-বৈচিত্র্যে রাখার নানাপ্রকার আক্ষেপ বর্ণনা করিয়া-ছেন, অথবা প্রেমের বিচিত্রতা (স্বপ্নে) দর্শনে, স্পর্শনে এবং তদন্তে বিরহে বর্ণিত হইয়াছে। এখন তিনি ভাবের রস বর্ণনা করিতেছেন।

২৩। বাঙ্গা—(ব্যঙ্গ্য ভেদে চ হীনাক্ষে—শেঃ)
 হীনাক্ষ—তুচ্ছার্থে।

[৪৭৫]

করুণাঙ্গী

কাহে আয়ল ওহে বিরহ দসাপর
 কাহে পুছ ইহ বানী ।
 উহা পরবাসি সাচি করি মানল
 কুবুজা সে তহি মন মানি ॥
 যো রুপি অঙ্কুরি আপনি পরসি কর
 যবে ভেল অঙ্কুর-শাখা ।
 বিরহকি তাপে জারল সে তরুবর
 কি তাহে দেয়ত দেখা ॥
 কো জানে এ রস পরিণাম-বৈভব
 তব তাহা করত বেভার ।
 প্রেম-পরস প্রতি কর তধি দুর্গতি
 কাহে পিরিতি রসহার ॥
 অব হাম জানল তার চিত্ত বেবহার
 তাহাক পরিহার মান ।
 বিষম হতাস ভাষ তুহঁ দেয়লি
 চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ৫৩৩ ॥

ভীক

আমার এই বিরহ-দশায় কেবল আমার কুশলাদি
জিজ্ঞাসা করিবার অল্প ভূমি আসিয়াছে কেন ? কৃষ্ণ যে
কুজায় বন দিয়াছে তাহা আমরা সত্য বলিয়া জানি ।
যে অক্ষুর নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলাম, তাহাতে যখন
শাখার উদগম হইল, তখনই তাহা বিরহতাপে ক্লিষ্ট হইল,
তাহাতে আর কি ফল প্রসূত হইবে ! এমন পীরিত্তির
যে এই পরিণাম হইবে, তাহা কে জানিত ? জানিলে
আমরা সেইরূপই ব্যবহার করিতাম । কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে
প্রেমের অধমাননা করিতেছে ইত্যাদি ।

[৪৭৬]

রাগশ্রী

এসব বচন শুনিঞা উদ্ধব
চিস্তিত হইলা মনে ।
রাধার আরতি শুনিতে পিরিতি
কোহো না জানয়ে প্রেমে ॥
কাঠের পুতলি জেমন থাকয়ে
না ফুরে বচন শ্বাস ।
ভকতি কি রিতি দেখিয়া উদ্ধব
কহেন একটি ভাষ ॥—
“শুন স্বধামুখি, শুনি ভেল দুখি
নহেত এমনি কাজ ।
এহেন পিরিতি এড়িয়া জুবতি
গেছেন রসিক-রাজ ॥
চিত কর স্থির স্নহ স্নন্দরি,
তেজহ দারুণ মতিণ
হেন দেখি মনে তেজহ পরাণে
বুঝি যে হেনক গতি ॥

তেজিয়াছ স্থখ শ্রীমুখমণ্ডল

দেখি যে আন্ধার সম ।

বচন কহিতে নাহিক সক্তি

কণেকে হইছ ভ্রম ॥

কোটি চান্দ জিনি জাউক নিছনি

ও মুখমণ্ডল-আভা ।

সো বিধু মণ্ডল মলিন হঞাছে

চকোর করিতে লোভা ॥”

চণ্ডীদাস কহে— বিরহের মোহে

সিঞ্চিত হইল অঙ্গ ।

অলপ বয়সে এ হেন বিরহে

ততক্ষণে রহে রঙ্গ ॥ ৫৩৪ ॥

দ্রষ্টব্য:—ভাগবতে উদ্ধবকর্তৃক গোপীগণের সাধনা
বর্ণিত আছে (ভা, ১০।৪৭।৫১-৬) । ষষ্ঠীর দাস রুত এইরূপ
একটি সংস্কৃত শ্লোকও পদ্মাবলীতে উদ্ধৃত রহিয়াছে, যথা—
“হে করতোরু, নয়নের অঞ্জন-মিশ্রিত জল ঘারা মুখচন্দ্র
মলিন করিওনা, করুণাসাগর হরি তোমাতে পুনর্বার করুণা
করিবেন ।” (বহরমপুর সং, ৩৩২ পৃ:) ।

[৪৭৭]

সুই সিকুড়া

তেজিয়া এমন নাগরির কোর
মথুরা রহল গিয়া ।
* * * * *
* * * * *
কালিয়া বরণ জিসের কারণ
তাহাত ভালই জানি ।
তে কারণে তিহো কালিয়া হইল
স্নহ পুরুব বানি ॥

জে কালে সমুদ্রে মথন করিল
অমৃত পাবার তরে ।

দেবগণ জ্ঞাত হই এক যুথ
সমুদ্রে মথন করে ॥

মথিতে মথিতে প্রথমে উঠিল
কমলা নামেতে রামা ।

তাহা নিল হরি অতি স্নেহ করি
অতি সে রূপের ধামা ॥

তবে সে মথনে উঠিল যতনে
কালকূট বিষরাসি ।

* * * * *
* * * ॥

তাহাই ভঙ্কয়ে নিলকর্ণ নাম
মহাদেব হল্য সৃষ্টি ।

রাখিল দেবের প্রতিজ্ঞা কারণ
অস্তুর নাশিল ভূখি ॥

চণ্ডীদাস কহে— অদ্ভুত কথা
শুনিতে শুনিবে কত ।

ব্যাসের বচন পুরাণ-রচন
কহিল তাহার মত ॥ ৫৩৫ ॥

[৪৭৮]

ধানশ্রী

জেখানে আছিল কালকূট বিষ
সেওহ মাঝার কাছে ।

সেই সিন্ধুস্রতা বিবেক সমূহে
করিয়া আছিল বাসে ॥

ব্যাসের কায়াতে বিষ উপজল
তাহার কায়ার কা ।

সেই সিন্ধুস্রতা তাহারে পরসি
তাহার অক্ষর কা ॥

লাবণ্য-সায়রে নাছিল জখন
তখন রঞ্জিত গা ।

কালের কাটিল লাবণ্যের বল
তাহাতে অঙ্গের প্রভা ॥

এ দুই আখর শুন ।
ইহাতে কালিয়া বরণ হইল

ইহাতে ছুরিত হেন ॥
কখন কখন লাবণ্য-লহরি

তখনি অমিঞা কহে ।
কালকূট জবে তাহার আকৃতে

কুটিল হইয়া রয়ে ॥
কাল নাম দুটি আখর বলিয়া

কখন ভালই নহে ।
কখন সরল কখন গরল

চণ্ডীদাস ইহা কহে ॥ ৫৩৬ ॥

[৪৭৯]

মালব

কি আর বলহ স্রামের বচন
তাহারি পিরিতি জানি ।

রসাঞা রসাঞা পিরিতি করিঞা
পরাণ লইল টানি ॥

বিরহ-সায়রে এড়িয়া নাগরে
বরাত মদন বাতি । (১)

কানু মধুপুর সদা মন বুয়ে
নাহি জানি দিবা রাতি ॥

সে জন সত্তরি নিসি দিশি বারি
 নয়ন পুড়িয়া বহে ।
 আন কিবা জানে আনের সে বেধা
 কহিলা কি জানি হয়ে ॥
 জ্ঞে জানে যাহার মরম সরম
 তাহারে এসব দিল ।
 সরম ঢাকিতে আর কে আছেয়ে
 তারে সে দিলাও কুল ॥
 সোহেন সরল দেশে না রাখিলা
 নিদানে এমতি ধারা ।
 চণ্ডীদাস বলে— স্নন রসমই
 পরাণ হারাবে পারা ॥ ৫৩৭ ॥

বড় নিদারুণ অতি নিকরুণ
 তিলেক নাহিক দয়া ।
 অবলা বধিতে আখের পলকে
 পরাণে কটাক্ষ দিয়া ॥
 অলপ ইঞ্জিতে সবারে তেজল
 তিলেক নাহিক দয়া ।
 সকল ছাড়িয়া ও রাজা চরণে
 লঞাছিল পদচায়া ॥
 চণ্ডীদাস মনে স্ননিঞা বেধিত
 পুলকে মাতল তনু ।
 মথুরা তেজিল সভারে কহিল
 তুরিতে আয়ব কানু ॥ ৫৩৮ ॥

[৪৮০]

বেহাগড়া

এ ঘর-দুয়ার জেন লাগে বিষ
 তাহার লাগিয়া কই ।
 রাতি দিন লোরে আখি না চলয়ে
 হরি হরি করি রোই ॥
 শয়নে সপনে আন নাহি মনে
 সদাই সে গুণ গাই ।
 আহার ভোজন কিছু না রুচয়ে
 তোমারে কহিল এই ॥
 জদি বা কখন সাধু প্রয়োজন
 ঘূমেতে নয়ন টল ।
 সপনে সদাই বরণে লেখিয়ে
 নিরবধি দেখি কাল ॥

[৪৮১]

যথারাগ

আগে কহিয়াছি পুরাণ-কথন
 জেমত হইল কালা ।
 আর কহি স্নন পুরাণ-কথন
 ঐছন বাসের ধারা ॥
 আন অবতারে চারিবর্গ রূপ
 হইল গোলকপতি ।
 রক্ত বর্ণ দুহঁ লইয়া আকার
 রাখিল জগত-ক্ষাতি ॥
 তথা তারপর হইলা স্নন্দর
 এ পীতবরণ কায়া ।
 সৃষ্টির পালন আন আন বহে
 করল অনেক মায়া ॥

তারপর পছঁ গোলক-ঈশ্বর
শুকল রূপ ধরি ।
সৃষ্টির পালক করল দমন
অসুর দহিল হরি ॥
এবে কৃষ্ণ রূপ হঞা বাসিধর
করল অনেক খেলা ।
গোপ গোপী যত করিলা অনাথ
তেজিয়া মাথুর গেলা ॥
যবে নন্দঘরে জনম লভিল
রাখল জখন * * ।
সুখাছি আমরা জ্ঞানির মুখেতে
গর্গমুণি অবধান ॥”
চণ্ডীদাস অতি বেধিত দেখিয়া
কহেন একটি বানি ।
হেন মনে বাসি মাথুর তেজিয়া
ঘরে আলায় গুণমণি ॥ ৫৩৯ ॥

সুনহ উদ্ধব আমার এ দশা
তাহারে কহিব কি ।
কি বলিব কারে আপন বেদন
হইয়া কুলের ঝি ॥
দিয়া প্রেমরাসি কত মধু চারি
সিঞ্চিয়া করল সাখা ।
ডালে মূলে কাটি পেলাএল দূরে
পুনই সে না পাই দেখা ॥
কেমন ধরণ কোন বেবহার
এ নহে সৃজন-কাজ ।
পরিণামে এই পাথারে ডারল
কূলে সিলে দিলে বাজ ॥
পরের পিরিতি সপন সমান
জলের বিস্মুক ছায়া ।
ক্ষেণেক যখন নাহি দরশন
কতি গেল দেখা দিয়া ॥
ঐহন কালার প্রেম সে পিরিতি
নাহি পরতিত তায় ।
ঐহন কানুর পিরিতির লেহা
দিন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৫৪০ ॥

মন্তব্য:—বর্ষসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রথমখণ্ডে ৮৭ সং
পদের টীকায় দ্রষ্টব্য ।
গর্গের আখ্যায়িকা প্রথমখণ্ডে “নাম করণ” প্রকরণে কবি
বর্ণনা করিয়াছেন (ঐ, ৮৮-৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

[৪৮২]

জয়শ্রী

অতি সে পিরিতি যে করে যুবতি
পরের পিরিতে চিত ।
জনম তাহার ভাবিতে গণিতে
পরিণামে এই রিত ॥

[৪৮৩]

করণশ্রী

তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ-ধনি ।
কেবা কোথা দেখ ভালি আছে কেবা
পরশে লইল টানি ॥

সঙ্গে বলে তারে	রসিক নাগর	“নগরের জন্ত	রমনি সকলি
বাখানে সকল জনে ।		কেমন রূপের ছটা ।	
উপরে কালিয়া	বরণ দেখহ	কোন রসবতি	করিয়া পিরিতি
হৃদয়ে কুটিল হানে ॥		ভুলায়ে করিল লেঠা ॥	
পর নহে কড়ু	আপন বলিতে	কামু কি ভুলল	কুবুজা সহিতে ’
আপনা না হয় পর ।		এই সে তাহার রিত ।	
বুঝহ কারণ	জানহ অন্তরে	তেজিয়া চন্দন	ভূষণ কেসাই
কেবল বিষের ঘর ॥		এই সে তাহার চিত ॥	
আন বিষ যদি	করয়ে ভোজন	তেজিয়া কাঞ্চন	গুঞ্জা ফল সম
তখনি মরিয়া যায় ।		এ ছুই একুই মূল ।	
এ বিষ এড়িয়া	হৃদয় মাঝারে	কোথা গজমোতি	কোথা সে সমান
জালিল মুরতি কায় ॥		ভেলি সে মুকুতা ভুল ॥	
কাল সম ফনি	দংশল মরমে	কাহা মনি মুক্ত	কাহা সে খোজল
আর কি জীবন রয় ।		কাচক রতন সমান ।	
না শুনে অন্তর	অন্ত করি জানে	কাহাঁ মরকত	কোথা সে ফটিক
চণ্ডীদাস ইহা কয় ॥ ৫৪১ ॥		চণ্ডীদাস পরমাণ ॥ ৫৪২ ॥	

টীকা

পঙ্—৭-৮ ছু—“তোমার কালিয়া, বরণ খানি যে,
দেখিতে রূপস বড় ।
উপরে মধুর, দেখি মনোহর,
অন্তরে আছয়ে গাঢ় ॥”
(প্রথমখণ্ড, ২১০ পৃঃ)

[৪৮৩ ক]

“কহ কহ দেখি কেমন মথুরা
কেমন নগর দেশ ।
কহ দেখি শুনি”— কহেন সে ধনি
হইয়া কাতর শেষ ॥

টীকা

পঙ্—৫-১০ । ছু—
“কেমন মথুরাপুরী, কেমন নাগরী নারী
কেহ দেখি মরম সজনি ।
শুনিব শ্রবণ ভরি, কেমন কুবুজা নারী,
কত রূপ সে জন মালিনী ॥”
(প্রথম খণ্ড, ২১৫ পৃঃ) ।

১১ । ছু—“চন্দন-সৌরভ, দূরে কতি গেল,
কেশাই রহিল পড়ি ।”
(প্রথম খণ্ড, ২০৫) ।

১২-১২ । কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া গুঞ্জাফল (কুঁচ) গ্রহণ
করিয়াছে, যেন উভয়ের মূল্য একই । পজমুক্তাকে সে ভেলি
(নকল) মুক্তার সমান করিয়া ভুল করিয়াছে, এবং মরকত
যশির বদলে ফটিক (কাচ) গ্রহণ করিয়াছে ।

ভবে বল জদি 'এমন জা সনে
 তিলে না দেখিলে মর ।
 সে জন আখের আড় হই গেল
 কেমতে পরাণ ধর ॥
 তা ছাড়ি পরাণে কেন আছ ধরি
 তার তর তম বলি ।'
 এ কথা কহিতে অনেক জতন
 চণ্ডীদাস ভালে জানি ॥ ৫৪৫ ॥

[৪৮৭]

আগে আছে আর আর কহি শুন
 তিনের কাছেতে তিন ।
 তিন তিন ভরি তিন তিন ভাবি
 তিন তিন ভেল তিন ॥
 তিন গুণ করে তিনের সমূহ
 তিন তিন করি আছি ।
 তিন তিন তিন আনিঞা জতন
 সেই সে ভাবিয়াছি ॥
 তিন তিন ভয় তিন তিন লয়
 তিন তিন জবে ভেলি ।
 তিন তিন তিন তিন সে আখর
 তিন ভেল পর মেলি ॥
 তিন তিন আসি হয় পরকাসি
 এ তিন তিনহি নয় ।
 তিন গুণ জার হৃদয় উপর
 তার গুণ অতিশয় ॥
 কালার এ গুণ গুণের সাহিতে
 তার সে জে রছে সারা ।
 কালার কোটেক তাহার পুটেক
 ঐছন তাহার ধারা ॥

আট নয় ছয় রাম রাম করি
 এ কুন আখর সাধে ।
 তাহে গুণাগুণ তিন রস পরি
 তাহে গুণ করি বাধে ॥
 সে গুণে বান্ধল তিন তিন করি
 তিন করি ছোড়ল পাশ ।
 তিন তিন তিন তাহে ভেল চিত
 তাহাতে আছয়ে আশ ॥
 তেঞি সে এ জিউ আছিয়ে ধরিয়
 এই সে আশের আশ ।
 চরণে পড়িয়া * * *
 * * * ॥ ৫৪৬ ॥

দ্রষ্টব্য:—ইহার পরে ৮১টি পদ পাওয়া যাইতেছে
 না।

[৪৮৮]

* * * * *
 কমল নয়নে বরিখে সখনে
 যেমন সাঙন-ধারা ।
 চণ্ডীদাস বলে হংসের বচন
 ঐছন দেখল ধারা ॥ ৬২৭ ॥

দ্রষ্টব্য:—এখানে বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ রাধার
 নিকটে এক হংসকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন । উক্ত-
 সন্দেশের আদর্শে পূর্ববর্তী পদগুলি, এবং হংসদূতের
 আদর্শে পরবর্তী পদগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ
 হয় ।

[৪৮৯]

রাগ কাড়া

“রাই, সে শ্যাম তোমার মেনে বটে
তোমার কহিতে নাম বিনোদ মদন শ্যাম
বিরহ আনল জেন ছুটে ॥

পুরুব কাহিনি জ্ঞত মনেতে পড়িল কত
তাহা বলি রোয়ত সঘনে ।
হিয়া যেন ত্যজি বাণ বাজল মরম স্থান
ধৈরজ নাহিক মেনে মোনে ॥

কত না বিলাপ সরে জতেক [ক] রুণা করে
কি কহিব একমুখে তাহা ।
সহস্র বদন হয়ে তবে সে জানিল নয়ে
কে জন জানিব তার লেহা ॥

যে জন গোলোকপতি পড়িঞা লোটয়ে খেতি
বার অন্ত অনন্ত না পায় ।
ঋষি মুনি ফণি আদি যে পছ চরণে সাধি
লংখ জন্মে ধিয়ানে না পায় ॥

সে জন তোমার প্রেমে তিলে কত বার ভ্রমে
সদাই তোমার গুণ গায় ।
তজিয়া গোলোকপুরি গোকুলেতে অবতরি
তোমার লাগিঞা এতদূর ।
সাধিতে আপন কাজ আয়ল ধরণি মাঝ”
চণ্ডীদাসে কহিছে মধুর ॥ ৬২৮ ॥

ট্রষ্টব্য : - শেষ চারি পঙ্ক্তিতে প্রেমরস আশ্বাদনের
জন্ত কৃষ্ণকায়ের উল্লেখ রহিয়াছে ।

[৪৯০]

কামোদ রাগ

শুনিতে হংসের বানি সে নব রমনি ধনি
ছল ছল কমলিনি আধি ।
“কহত তাহার রিত আমাতে আহুয়ে চিত
পুন কি হেরব প্রাণসধি ॥”

হংস কহে পুন বেরি— “শুনহ কিশোরি গুরি,
কহিল তোমার নিজ পায় ।
তেজিয়া তোমার লেহা কেবোল একেক দেহা
কেবোল তোমার গুণ গায় ॥”

শুনিতে হংসের বোল নয়নে গলয়ে লোর
সঙরি সে শ্যামের পীরিতি ।
সখির বচন স্তুনি রমনির শিরোমনি
অবনিতে মুকুছয় তথি ॥

“কহ কহ হংসরায় হেন # মোনে ভায়
পুন কি আসিব মোর পিয়া ।
দেখিব নয়ন ভরি সো পহঁ মুকুলিধারি
সফল হইব ইহ দেহা ॥

পুন বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর করি
আর কি করিব সে সে খেলা ।
শুনিঞা মুকুলিরব ধাইঞা কাইব সব
জুখে জুখে গোপিনির মেলা ॥

আর কি বদনে তুলি দিব সে তাম্বুলডালি
বসনে মুছাব নিজ মুখ ।
তবে সে যুচিব তাপ আহুয়ে যতেক পাণ
তবে সে হইব মনে সুখ ॥” ৬২৯ ॥

[৪৯১]

বরাড়ি

“আর কি সফল হব মোর ।
 কানুরে করব কোর ॥
 গলে দিব বনফুলমাল ।
 ত্রীঅঙ্গে চন্দন দিব ভাল ॥
 পুন কি করিব পাখা বাএ ।
 নূপুর পড়াঞা দিব পাএ ॥
 বেশ বনাইব নানা ফুলে ।
 কবে হেরি নয়ন জুগলে ॥
 সফল হইবে এই আখি ।
 কহ হংস কি উপেখি ॥”
 হংস কহে—“কহিল নিশ্চয়ে ।”
 দিন খিন চণ্ডীদাস কয়ে ॥ ৬৩০ ॥

[৪৯২]

রাগ কামোদ

এত শুনি ধনি রাজার নন্দি[নী]
 সজল নয়নে চায় ।
 “এত কি নিদান নন্দের নন্দন
 মধুরাতে মন ভায় ॥
 পাইঞা মথুরা নাগরী জতেক
 তাসনে রসের লেহা ।
 বরজ-রমণি তেজল সঘনে
 তেজল গকুল-গেহা ॥
 শুনিঞা শ্রবণে লোকের বদনে
 সেখানে কুব্জা সনে ।
 আনন্দ-লহরি বাকিয়ে রজনী
 সে নব নাগর কানে ॥

তারে ভালে জানি হৃদয়ে হৃদয়ে
 করিল অনেক লেহা ।
 তাহার সঙ্ঘেতে প্রেম বাঢ়াইয়া
 মলিন হইল দেহা ॥
 সে জন না জানে শ্যামের পিরিতি
 এখন করুক সুখ ।
 পরিণাম-কালে জানিবেক ভালে
 পাইবে অনেক দুখ ॥
 মোসবার সঙ্ঘে পিরিতি করিঞা
 রহল মাথুরপুর ।”
 চণ্ডীদাসে বলে— কানুর পিরিতি
 চান্দে পয়ে জত দূর ॥ ৬৩১ ॥

[৪৯৩]

জতি বড়ারি

হংস বলে—“শুন, রাজার কুমারি
 দেখিতে আপন মনে ।
 উঠিতে বসিতে সয়নে সপনে
 নিরবধি করে মনে ॥
 মোরে পাঠায়ল তোমা সান্তাইতে
 ‘কহিবে রাধার পাসে ।
 আর গুণিজনে তুসিবে সঘনে
 কুশল জানাবে সেসে ॥
 আমিহ জাইব গকুল-নগরে
 বিলম্ব দিবস চারি ।’
 একথা কহল আপন হৃদয়ে
 সে পহঁ মুরলিধারি ॥”

কহে রসবতি— “শুন হংসবর,
আর কি আসিবে কানে ।
জ্ঞেমন নিষ্ঠুর করে এতদূর
সে আর আসিবে কেনে ॥
তাহার হৃদয় মোরা ভালে জানি
[যে] জন নাহিক জানে ।
সে জন ভুলিবে তা[হা]র কথায়ে”
দিন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৬৩২

আছে অগোচর নহেত গোচর
জদি সে মরিয়ে তায় ।
কোন রূপে জদি গোকুল আয়ল
সে বর রসিক রায় ॥
তাহার কারণে এত দুখ সহি
কহিয়ে সভার কাছে ।”
চণ্ডীদাস বলে দুহাঁর পিরিতি
খুজিতে হেন কি আছে ॥ ৬৩৩ ॥

[৪৯৪]

করণা শ্রী

“স্নাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
কুলে দিঞাছিল ডোর ।
ঋতি বন্ধুজন দিয়া তেয়াগল
স্নাহারে করিল কোর ॥
শাশুড়ি ননদি দিল কত দুখ
তাহা না কহিব কত ।
কহিতে কহিতে হেন লয়ে চিতে
জাতনা সঞাছি জত ॥
নিদান করিলা নন্দের নন্দন
তেজব বলিঞা জান ।
তখন হরসে তাহার সমুখে
করিথু বিসের পান ॥
এখন মরিতে নাহি কিছু দুখ
অলপ ইজিতে পারি ।
মরি যেন তার নাহিক সন্দেহ
মনেতে বিচার করি ॥

দ্রষ্টব্য:—এখানে প্রবাসের অন্তর্গত রাধার “চিত্তা”-
দশা বর্ণিত হইয়াছে। হংসদূতের একটি শ্লোকেও
এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—“এখন প্রাণ রক্ষা করিব,
না ত্যাগ করিব ? অগ্নিতে প্রবেশ করি, কি যমুনাতে
প্রবিষ্ট হই ? এইরূপ করিলে, কৃষ্ণ ব্রহ্মে আসিয়া কি
করিবেন বুঝিতেছি না” ইত্যাদি। (উজ্জলনীলমণি, ৯২২
পৃ:)।

পঙ—৯-১২ । কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিবেন, ইহা
জানিলে আমি তখনই তাঁহার সমুখে বিষপান করিতাম ।

১৭-২২ । আমি মরিলে কৃষ্ণ আসিয়া কি করিবেন তাহা
বুঝিতে পারি না, তাই এত দুঃখ সহ করিতেছি ।

[৪৯৫]

আশোয়ারি

শুনি হংস রাধার কাহিনী ।
পড়িঞা কান্দয়ে ধরণি ॥
“কাহে ধনি তেজব পরাগ ।
মিলব নবিন ঘনশ্যাম ॥
তুরিতে গমন হেন মানি ।
গোকুলে আসিব গুণমণি ॥

মো সনে হইল বাকাভাসা ।

কাহে..... ॥” ৬৩৪ ॥

দ্রষ্টব্য:—ইহার পরে ২৭টি পদ পাওয়া যাইতেছে না ।

[৪২৬]

* * * * *

* * * * * ।

“কাহে সে রহে মাথুর স্থানে

জার মূল মহিমা অপার ।

সে হার পরিতে হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন

সে হার গাধিঞা বিনোদিনি ।

কারে ভেজি দিব মালা বড়ই উঠয়ে জালা

জার তলে দিবস রজনী ॥

সে লতার ফুল তুলি নিতি হার গাধি ভালি

অতি প্রিয় তোমার মালতি ।

আহারে না দেখি তিলে সতত আহার তলে

সে মালতি-লতা রহে কতি ॥

তবে সে জানব মর্শ্ব রাখিব পুরুষ ধর্শ্ব

তবে কি রাধারে পড়ে মনে ।

পিক মুখে শুনি তবে আমা প্রতি মন হবে”

চণ্ডীদাস ইহ রস ভাণে ॥ ৬৬২ ॥

দ্রষ্টব্য:—এখানে বুঝা যাইতেছে যে, রাধা কৃষ্ণের নিকটে কোকিলদূত প্রেরণ করিতেছেন; শুক পক্ষীর সাহায্যে সন্দেশ প্রেরণের শ্লোক পদাবলী (বহরমপুর সং, ৩৫৭-৮ পৃ:) এবং উজ্জলনীলমণিতে (ঐ, ২১২-২০ পৃ:) উদ্ধৃত রহিয়াছে ।

[৪২৭]

* * * * *

“উড় পিক আপনার মনে ।

যাহ উড়ি মাথুর গমনে ॥

জোথা বসি চতুর মুরারি ।

* * * * *

তোথা কুহু রব করি বল ।

পঞ্চস্বরে করে উত্তরোল ॥”

অতি মতি শুনিঞা রসাল ।

পিক পানে চাহে নন্দলাল ॥

“আজু দেখি পঞ্চস্বরে গান ।

হেতু কিছু জানি অশুমান ॥

কহ কহ পিকবর বানি ।

কি হেতু ইহার দেখি শুনি ॥

তোমার শব্দে গেল জানা ।

হেন বুঝি কর ছুতিপনা ॥”

চণ্ডীদাস ভেল মতি ভোর ।

কহে পিক বচন উত্তর ॥ ৬৬৩ ॥

[৪২৮]

“বন্ধু কানাই, তুমি বাড়ি কঠিন পরাণ ।

যে জন তোমারে ভঞ্জে তারে ছাড় কোন কাজে

ইহা নহে বিধির বিধান ॥

কেবোল তোমার ধ্যান মনে নাহি লাগে আন

পাঁজর বাঝর সম কায় ।

দেখিল এমন কাজ পড়িয়া ধরনি মাঝ

পিয়া বলি ধুলায় লোটায়ে ॥

মালতি লতার তলে বসি গিঞা কুতূহলে
 করিতে আছিল কিছু গান ।
 হেনক সময় কালে আমারে কপট বলে
 কুবচনে বিধির বিধান ॥
 'এখানেতে বসি কেনে দগধ আমার প্রাণে
 এখান হইতে উড়ি গিয়া ।
 মথুরাতে যাহ তুমি জেখানেতে গুণমণি
 গান কর যেনে শুনে পিয়া ॥'
 অতি বিরহিনি রাই কহিল তোমার ঠাই
 দেখিলাঙ কহিলে কি হয় ।
 মুখে অতি খিনবানি হেলিঞা পড়য়ে জানি
 দেখি যেনে জীবন সংসয় ॥"
 পিকের বচন শুনি হেঠ মাখে জহুমনি
 পুরুব পড়িঞা গেল মনে ।
 কহে চণ্ডীদাস তায় কহিয় কমল-পায়
 দেখা দিয়া রাখহ পরাণে ॥ ৬৬৪ ॥

[৫০০]

করুণাশ্রী

ছল ছল জদুকুলরায় ।
 রাধা রাধা বলি গুণ গায় ॥
 "কোথা মোর সে নব কিশোরি ।
 না দেখিয়ে রূপের মাধুরি ॥
 ব্রজলিলা সদা পড়ে মনে ।
 ঐছন ভাবিয়ে নিশি দিনে ॥
 উঠিল সে দারুণ আগুণে ।
 সে কথা পড়িয়া গেল মনে ॥
 সে মোর যতেক ব্রজবালা ।
 কতি রহে কদম্বের তলা ॥

কেমত আছয়ে গোপনারি ।
 কহ পিক বচন * * * ॥
 রাধা রাধা সয়নে সপনে ।
 দেখি জেন নয়নে নয়নে ॥"
 চিবুকে মুকুলি ধরি শ্যাম ।
 চণ্ডীদাস কহে পরিণাম ॥ ৬৬৫ ॥

[৫০১]

সুহা রাগ

নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয়াগিয়া ।
 রাই ভাবে পুলকিত নয়ন মুদিয়া ॥
 বদনের হাস ছিল সেহ দূর গেল ।
 চড়ার মউরপাখা কতি না পড়িল ॥
 চম্পক মালতি মালা পড়ে কোন খানে ।
 করের মুকুলি গসে তাহা নাহি জানে ॥
 পায়ের নপুর পড়ে পিতবাস ধড়া ।
 না জানি কোথা গেল ভাঙ্গি বেস চূড়া ॥
 সঘন নিশ্বাস নাসা আঁখে পড়ে জল ।
 রাইয়ের সে রূপ হেরি অশ্রু টলমল ॥
 "মোর মোন লুবধ ভ্রমর নাহি জান ।
 পরবশে বসতি করল এই ঠাম ॥
 সে নব কিশোরি রাধা সদা পড়ে মনে ।"
 রাই-ভাবে পুলকিত চণ্ডীদাস ভনে ॥ ৬৬৬ ॥

টীকা

- পঙ্-১। নিন্দ—নিদ্রা। চন্দন সব—চন্দনাদি বিলাস ।
 ৪। তু°—বিছুরল পিঞ্জ যুকট পরিপাটি (তরু, ৯০
 সং পদ) ।
 ৬। তু°—বিগলিত মুকুলি খুলি রহ দূর (ঐ) ।
 ৯। তু°—লোরে না হেরয়ে নয়ন-ভরঙ্গ (ঐ) ।

১২। তুঁ—“পরবশ হরা, যাইতে হইল, পুন সে
আসিব ধনি।” (প্রথম খণ্ড, ২৯৫ সং পদ।)

এখানে “পরবশের” উল্লেখ থাকিতে বোধ হয় কবি
“অবুদ্ধিপূর্বক প্রবাসের” প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। উজ্জল-
নীলমণিতে আছে—

পারভজ্যোত্তবো যস্ম প্রোক্তঃ সোহবুদ্ধিপূর্বকঃ।

[৫০২]

রাগ কামোদ

বিনোদিয়া নাগর শেখর চূড়ামনি ।
রাই-ভাবে পুলকিত লোটায়ে ধরনি ॥
হতাশে খসিল গিমহার মনোহর ।
বহু ক্ষেণে চেতন পাইএগা নটবর ॥
ধরিএগা করের বাঁশী সূচান্দবদনে ।
হরসে পুরয়ে বাঁশী রাখানামগানে ॥
হেনক সময় কালে আসি হলধর ।
“একেলা বসিএগা কেনে গভর-ভিতর ।”
লজ্জিত হইলা কানু হলধর কাছে ।
মধুর মধুর বোল কহে রাম-পাশে ॥
“আজুকার বোল ভাই, কহনে না জায় ।”
কহিব সকল কথা চণ্ডীদাস গায় ॥ ৬৬৭ ॥

[৫০৩]

কানড়া রাগ

বলরাম কহে নটবর কাছে
“এমন কেন বা হাল ।
কতি না পড়ল মধুর মুকলি
পিতধড়া আর মাল ॥

চরণ-নপুর পড়ে এক ঠামে
ভাঙ্গিয়া বিনোদ চূড়া ।

কতি না পড়ল বসন-ভূষণ
নানা মালতির বেড়া ॥

ঘাঘর ঘণ্টিকা বঙ্করাজ আর
মাণিক পদক কোথা ।

মুকুতা গাথুনি দুসারি মাণিক
দেখিএগা লাগয়ে বেথা ॥

ধূলায় ধূসর শ্যাম-কলেবর
কমল নয়নে ধারা ।

কিসের লাগিএগা হেনক দুর্গতি
কহত বচন সারা ॥

ফুলের বাগানে একেলা থাকহ
আচয়ে শার্দুল আদি ।

একেলা গহন কাননে বসিয়া
এখানে কি গুণ জাধি ॥”

চণ্ডীদাস বলে— বিনোদ নাগর
জানয়ে কতক ছলা ।

ফুলের বাগানে বসিয়া নাগর
গাথি মনোহর মালা ॥ ৬৬৮ ॥

তীকা

পঙ্-৯। বঙ্করাজ—বাকমল (পদাভরণ-বিশেষ)।

[৫০৪]

গড়া রাগ

বলরাম বলে—“ভাই এ নহে উচিত ।
তোমা না দেখিয়া ঘরে আইনু তুরিত
কানুর মুরলি রাই রাই করে গান ।
ভাই ভাই বলিয়া.....বলরাম ॥

ভাই নাম শুনিয়া তুরিতে আইনু ধায়া ।
 কেন বা এমন গতি কহত কানাঞা ॥
 প্রভাতে উঠিয়া তুমি গেলা কন ভিতে ।
 কাতর দৈবকি মায়ে খুঁজি আচম্বিতে ॥
 ঘরে ঘরে নগর খুঁজিয়া প্রতি লোকে ।
 তোমা না দেখিয়া মায়ে পড়িলা বিপাকে ॥
 বহুদেব দৈবকী কাতর আছে মনে ।
 তুরিতে গমন কর”—চণ্ডীদাস ভনে ॥ ৬৬৯ ॥

টীকা

পঙ্-১১ । ব্রহ্মের নন্দবংশোদার স্থান এখানে বহুদেব
 ও দৈবকী অধিকার করিয়াছেন ।

[৫০৫]

“বলহ এমন কেনে হাল ভেল
 ধূলাতে ধূসর লুটা ।
 কহ কহ দেখি কিসের কারণে
 কোথা হয়ে বেশ পাটা ॥”
 কহিতে লাগিল চতুর মুরারী
 কহে বলরাম আগে ।
 “যমুনা-ভ্রমণ করিতে করিতে
 আইল ফুলের বাগে ॥
 দেখিয়া ফুলের বাগান সুন্দর
 ছুসারি ফুটিল ফুল ।
 দেখিতে দেখিতে নয়ন গোচর
 তাহে বুঝে অলিকুল ॥
 গোকুলের লীলা মনে পড়ি গেল
 সে মোর যশোদা মায় ।
 হৃগন্ধি ফুলের বেশ পরিপাটী
 কত বনাইত ভায় ॥

যশোদার স্নেহ পাশরিতে নারি
 কি দিয়া সুধিব ধার ।
 লাখ কোটি যুগ দেব মধুসুর
 তবু সীমা নাহি যার ॥
 যখন বাঙ্কল নবনি লাগিয়া
 চরণ বাঙ্কল মোর ।
 বাঙ্কিয়া চরণ জননী তখন
 পুন সে করল কোর ॥
 আর যত স্নেহ এই মোর দেহ
 পুরিত লোমেতে লোমে ।
 এক কোটাি ভাগ যুগেতে নারিব
 সে ধার সুধিতে ভ্রমে ॥”
 চণ্ডীদাস শুনি ব্যথিত হিয়ায়ে
 বলরাম ভেল মোহ ।
 ছল ছল আঁখি নয়ান কাতর
 * * * বচন এহ ॥ ৬৭০ ॥

দ্রষ্টব্য :—প্রবাসান্তর্গত পূর্বস্মৃতির নিদর্শন ।

[৫০৬]

রাগ গড়া বরাড়ি
 “সেই কথা সব মনে পড়ি গেল
 শুন বলরাম দাদা ।
 যশোদা-পিরীতি কত না কহিব
 মরমে মরমে বাধা ॥
 তাখে ভেল মোহ আকুল হইয়া
 কতি না পড়ল বাঁশী ।
 কতি গেল দূরে পায়ের নপুর
 আপনি অবশ বাঁশী ॥

কহিল তোমায়ে মরম বেদন

[৫০৮]

শুন হলধর ভাই ।”

* * * * *

শুনি হলধর হইল কাতর

পুরাণ তোসনি জতে ।

মনেতে পড়ল তাই ॥

গোলোক করিয়া ব্যাসেতে বর্ণিল

“অনেক করল লালন পালন

চণ্ডীদাস জানে চিতে ॥ ৭২২

এমন করয়ে কেবা ।

একথা অন্তথা না হয় কখন

[৫০৯]

অনেক করিল সেবা ॥”

হল হল আঁখি ভেল বলরাম

সিন্ধুড়া

‘করহ বেশের ঠান ।’

“যেখানে মহিমা বেদে দিতে সীমা

চণ্ডীদাস বলে— খুঁজিয়া দৈবকী

ব্যাসের গোচর নহে ।

আকুল হইল প্রাণ ॥ ৬৭১

আন কি জানব সো রস-মাধুরী

এ সব বচন কহে ॥

দুহঁক মহিমা দুহঁ সে জানহ

আন কি জানিতে পারে ।

অসীম মহিমা নারে দিতে সীমা

কহিয়া কহিতে নারে ॥

মুই কি জানব তোমার শক্তি

হইয়া অলপ মতি ।

তুমি দয়াময় গোলোক-ঈশ্বর

কহেন জগত-পতি ॥

সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয়-কারণ

অনাথ জনার বন্ধু ।

ভব পারাপার তাহার কাণ্ডারি

কেবল করুণা-সিন্ধু ॥”

চণ্ডীদাস কহে— সুবলের স্তুতি

দেখিয়া নাগর রায় ।

করেতে ধরিয়্যা নিল উঠাইয়া

আলিঙ্গন ভেল তায় ॥ ৭২৩

[৫০৭]

রাগ কামোদ

“তুরিতে করহ নব বেশ ।

আকুল মায়ের মন মন করে উচাটন

অধিক পাইব [ম]নে ক্রেশ ॥

বান্ধহ বিনোদ চূড়া দিয়া মালতির বেড়া”—

কহে তবে নটবর কান ।

“শুন বলরাম দাদা বেশ বান্ধ করি জুদা

তুমি কর বেশের বন্ধান ॥”

শুনি হলধর তবে বেশ করে অনুপায়ে

উভু করি কেশের কসনি ।

আটিয়া পাটের ডুরি চূড়ার নিছনি করি

* * * * * ॥ ৬৭২

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে প্রায় ১০টি পদ পাওয়া যায়
নাই।

দ্রষ্টব্য :—এখানে দেখা যাইতেছে যে, সুবল আসিয়া
কৃষ্ণের সহিত মথুরায় মিলিত হইয়াছেন ;

[৫১০]

টীকা

রাগ জতিত্রী

পায়া আলিঙ্গন হরষিত মন
ধরিয়া কমল-পায় ।

শ্রীঅঙ্গ-পরশ পাইয়া লালস
দেহ প্রস্ফলিত তায় ॥

পুলক স্নেদক ভাব গণাদিক
তিন ভাব আসি গেলে ।

অনুভাব পরে * * *
* * * ॥

* * * * *
* সে সুবল ভাসে ।

সমূহ বর্ণিল এই পদাবলি
সকল ইহাতে আছে ॥

* * * * *
* * * ।

আর এক রস আছয়ে বেকত
এই পাঁচ রস ধরে ॥

চৌষষ্টি রস কহে আর তিন
রস.....উপরে বৈসে ।

এই আট রস প্রধান মানহ
আট আট গুণ পৈশে ॥

যে করিল ইহা পদের বর্ণনা
চৌষষ্টি আছয়ে রসে ।

ভকত-ভ্রমর খুজিয়া খাইলে
(৭) সব রস আছে ॥

গোকুল মথুরা যে সুখ বর্ণিল
ইহাতে চৌষট্ রসে ।

কহেন দাড়াই শুন শুন ভাই
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ৭২৪ ॥

পঙ—৫-৭ । উজ্জলনৌলমণিতে অনুভাব-প্রকরণের পরে
সাব্বিক-প্রকরণে স্বৈর রোমাঞ্চাদি (পুলকাদি) বর্ণিত
হইয়াছে। পূর্ববর্তী ৪৭৪ সংখ্যক পদের পাদটীকাও
দ্রষ্টব্য : অনুভাবের উল্লেখ বোধ হয় ঐরূপ কোন বিবয়ের
প্রতি এখানে লক্ষ্য করা হইয়া থাকিবে ।

১৬। পাঁচ রস :—শাস্তদাস্তাদি ।

১৭-২০। চৌষষ্টি রস :—বিপ্রলস্তের পূর্বরাগ, মান,
প্রেমবৈচিত্র্য এবং প্রবাস, আর সন্তোষের সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ,
সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান ভেদে ৪, একুনে এই আট রসই প্রধান
বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের আবার আটটি
করিয়া বিভাগ আছে, অতএব রস ৬৪ প্রকার। উক্ত
রসদলের প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দাদি, অথবা নায়িকা ভেদে
উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠাদি নানা প্রকারত্বও হইয়া থাকে।
ইহাই “কহে আর তিন” এই উক্তিতে লক্ষিত হইয়া
থাকিবে ।

২১-২২। কবি বলিতেছেন যে, তিনি এই ৬৪ রস
বর্ণনা করিয়াই পদ রচনা করিয়াছেন ।

[৫১০ ক]

রাগ শ্রী

হেনক স[ম]য়ে কৃষ্ণ না দেখিয়ে
হলধর গেলা তথি ।

কিয়ার বাগান অতি রম্য-স্থল
দেখিতে পায়ল ইথি ॥

চারি পাশে তার নানা পুষ্প সারি
 স্নগন্ধি কুম্ভ গন্ধে ।
 পরিমলে যত অলি শত শত
 মধুর লাল[স] বন্ধে ॥
 রোহিণী-নন্দন জানল তখন
 হেনক বুঝিয়া চিতে ।
 অমুমান করি তথা আগুসারি
 জানিয়া হৃদয় ভিতে ॥
 শঙ্করব দিয়া বেগে প্রবেশিল
 মন্ত বলাই যায় ।
 কিয়ার বাগানে প্রবেশ করিল
 দীন চণ্ডীদাস গায় ॥ ৭২৫ ॥

[৫১১]
 নট বৈরাগী

ইখানে কি কর দুজনে বসিয়া
 কহত কি হেতু ইহ ।
 খুজিয়া আকুল মথুরা [ম]গুল
 জানিতে না পা # # ॥ ৭২৬ ॥

দ্রষ্টব্য :—২৩৮৯ সংখ্যক পৃথির ২৩৩ পত্র এখানে
 শেষ হইয়াছে। ইহার পরেই ৩৬২ সংখ্যক পত্র পাওয়া
 যাইতেছে, অতএব মধ্যবর্তী ১২৯ পত্র পাওয়া যায় নাই।
 এই পত্রগুলিতে ১০৪৫-৭২৬=৩১৯টি পদ ছিল। মাথুর
 ব্যতীত অত্রাণ লীলাও এই সকল পদে বর্ণিত হইয়া
 থাকিবে। পরবর্তী ১০৪৫ সংখ্যক পদটি গোণরাসের।
 অতএব ইহার পরেই এই গ্রন্থে গোণরাসের পদ সন্নিবিষ্ট
 হইল।

গৌণরাস

প্রবেশিকা

কবি এখন গৌণরাস-বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে মহারাস সঙ্কীর্ণ সন্তোগের অন্তর্গত, আর ঝপের বিষয়ীভূত সন্তোগ প্রাকৃত সন্তোগের তুলনায় অপ্রধান বলিয়া গৌণ সন্তোগ আখ্যায় অভিহিত হয়। এখানেও কবি “গৌণরাস” দ্বারা মহারাস অপেক্ষা অপ্রধান সন্তোগকেই বুঝাইয়াছেন। আবার এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি পদ পদকল্পতরুতে “স্বয়ং দৌত্য” পর্যায়ে উদ্ধৃত রহিয়াছে। “স্বয়ং-দৌত্য” শব্দের বাখ্যায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন— “স্বয়ংদূত” বা “স্বয়ংদূতী” শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্য প্রত্যয় দ্বারা “স্বয়ং-দৌত্য” শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে।” তৎপর তিনি উজ্জ্বলনীরামিণি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, “যে নায়িকা অত্যন্ত ঔৎসুক্য হেতু বিগতলজ্জা হইয়া নিজে নায়কের নিকট মনের ভাব ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, তাহাকে “স্বয়ং-দূতী” বলা হয়। (তরু, ২য় খণ্ড, ২পৃঃ)। এই সূত্রেও দেখা যায় যে, ইঙ্গিতেই দৌত্যের পরিকল্পনা রহিয়াছে। কিন্তু এই ইঙ্গিত किसের জন্ম ? ইহা যে মিলনের ইঙ্গিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, স্বয়ং-দৌত্যের একটি পূর্ণ পালার প্রারম্ভে যেমন ইঙ্গিতের উল্লেখ থাকিবে, সেইরূপ ইহার পরিসমাপ্তি-সূচক সন্তোগেরও বর্ণনা থাকিবে। যেমন পরবর্তী ৫১৪ সংখ্যক পদে আছে—

তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
ধরিল নারীর বেশ ঠান।

এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া যে মিলন সংঘটিত হইয়াছিল তাহাই ৫১২-৫১৬ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, মিলনের পদেও পূর্ববর্তী সঙ্কেতের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং সঙ্কেত ও মিলন যে একই পালার অন্তর্ভূত তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। প্রথমতঃ সঙ্কেত, পরে মিলন, আবার সঙ্কেত, তৎপর মিলন, এইভাবে এক একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া গৌণরাসের পালাগুলি রচিত হইয়াছিল।

উজ্জ্বলনীরামিণিতে আছে—দূতী দুই প্রকার,— স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী; তন্মধ্যে স্বয়ংদূতী কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি (ঐ, সহায়ভেদ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ইহারা উভয়েই মিলনের সঙ্কেত মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য পর্যায়ে পদকল্পতরুতে যে সকল পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নানা ছদ্মবেশে রাধা-কৃষ্ণের মিলনই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, সঙ্কেতের পদ পাওয়া যায় না। তবে কি বৈষ্ণব দাস কতকগুলি পদকে নিজের খেয়াল মতই অথবা একটা বিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন ? আসল কথা এই যে, যে গ্রন্থ হইতে তিনি ঐ সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে ঐরূপ সঙ্কেতের পদ ছিল, কিন্তু তাহা বাদ দিয়া তিনি কেবল মিলনের পদই সঙ্কলিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পদকল্পতরুর শেষভাগে “অম্বুবাদ-প্রকরণে” তিনি লিখিয়াছেন—“প্রথম সে স্বয়ং-দৌত্য সন্তোগ-মিলন,” এবং “স্বয়ংদূতী সম্পন্ন-সন্তোগাখ্যান-রস” ইত্যাদি। অতএব দৌত্যের পরিসমাপ্তিসূচক

সস্তোগের পদই যে তিনি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে। কিন্তু দৌত্য হয় সঙ্কেতে, সস্তোগে নহে, ইহা মিলনের আহ্বান মাত্র। বংশীদ্বারা দূতীর কার্য্য করাইবার উল্লেখ মহারাসের একটি পদেও রহিয়াছে, যথা—

বংশী দূতীপনা কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান।

পরবর্তী ৫৪৯ সং পদ।

আবার মহারাসের প্রারম্ভেও শ্রীকৃষ্ণ বংশীদ্বারাই গোপীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাই দূতীপনা বা দৌত্য। তাহারই ফলে গোণরাস ও মহারাসে যে সস্তোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং-দৌত্যেরই পরিশিষ্ট মাত্র। বৈষ্ণবদাস ইহা জানিতেন, নতুবা বাছিয়া বাছিয়া সস্তোগের পদগুলিই তিনি স্বয়ং-দৌত্য পর্যায়ে স্থাপন করিতেন না। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, যে সকল পালা হইতে তিনি ঐ সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে সঙ্কেত ও মিলন এই উভয় প্রকারের পদই ছিল।

এইরূপ সঙ্কেত যে উভয় পক্ষেই হইয়াছিল তাহাও দেখা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ বা বংশী দ্বারা সঙ্কেত করিতেছেন, আবার রাধাও সঙ্কেত দ্বারা মিলনের সন্ধান দিয়া আসিতেছেন। ইহাই দৌত্য। আবার এই পালার প্রথম ভাগে যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাধার গৃহে তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেইরূপ শেষের দিকে দেখা যায় যে, রাধা ও গোপীগণও কুঞ্জে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই সকল পদে অপ্রধান ভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া চণ্ডীদাস মহারাসের তুলনায় এই 'পালাটিকে গোণরাস আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে এবং নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাসে সন্নিবিষ্ট গোণরাসের বিচ্ছিন্ন পদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগান হইতে বাছিয়া বাছিয়া ঐ পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। ৫১৯ এবং ৫২০ সংখ্যক পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ; ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৪ সংখ্যক পদত্রয়েও ধারা-বাহিক রচনার নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। ৫২৮ নং পদের পরবর্তী ঘটনা ৫২৯ সং পদে বর্ণিত হইয়াছে, আর ৫৩১ এবং ৫৩২ সং পদদ্বয় একই পদের বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র (তরুর ৬৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত কয়েকটি পদে অসম্পূর্ণতার নিদর্শনও বর্তমান রহিয়াছে। ৫৩৩ সং পদের শেষভাগে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ পরিধেয় বসন পুরস্কার স্বরূপ চাহিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনার পরিণতি কি হইয়াছিল, তাঁহাকে বসন দেওয়া হইয়াছিল কিনা এবং কি ভাবে এই রঙ্গলীলার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। এই সকল বিষয় যে সকল পদে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কৃত না হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পর্শ ধারণাই জন্মিয়া থাকে। ৫১৮ সংখ্যক পদে তৈল-হরিদ্রা লইয়া রমণীর বেশে গমন করিবার যে "সঙ্কেত" রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ৫১৯ সংখ্যক পদটি ইহার পরে স্থাপিত হইল। এইরূপে আমরা একটা ধারাবাহিক রচনার আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলে অবশ্যই ইহার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

পদকল্পতরুতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য পর্যায়ে (৬৩১ হইতে ৬৪৪ পর্য্যন্ত) চণ্ডীদাসের ৮টি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে। নীলরতন-বাবু তাঁহার চণ্ডীদাসে এই পর্যায়েই ৭০ হইতে ৮৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত (৮৪ সংপদ বিপ্রলম্বে স্থাপিত হইল বলিয়া এখানে গণনা করা হইল না) ১৪টি পদ সন্নিবিষ্ট

করিয়াছেন। তন্মধ্যে পদকল্পতরুর উক্ত ৮টি পদই রহিয়াছে। তৎপর কুঞ্জভঙ্গ পর্যায়ে তিনি ৩টি পদ স্থাপন করিয়াছেন। এই পদগুলিও গৌণ-রাসের পদ, অতএব নীলরতন-বাবুর সংগৃহীত (১৪+৩=) ১৭টি পদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে প্রাপ্ত ১০টি নূতন পদ যোগ করিয়া মোট ২৭টি পদ ৫১২ হইতে ৫৩৮ সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া গৌণরাস পর্যায়ে এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত ১০টি পদের মধ্যে ৮টি পদে (৫১২, ৫১৫, ৫৩৬, ৫৩৭ সং পদ দ্রষ্টব্য) দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। অবশিষ্ট ৬টি পদের ভণিতায় কবির নামের পূর্বের কোন বিশেষণ ব্যবহৃত না হইলেও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহার যে একই কবির রচিত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। নীলরতন-বাবু কর্তৃক সংগৃহীত ৬টি পদে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয় (৫১৯, ৫২২, ৫২৩, ৫২৭, ৫২৩, ৫৩৫ সং পদ দ্রষ্টব্য) এবং দুইটি পদে (৫৩২, ৫৩৪ সং পদদ্বয় দ্রষ্টব্য) বাসুলী ও ধোবানীর উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৫১৯ ও ৫৩৩ সং পদদ্বয়ের পাঠান্তরে দ্বিজ ভণিতা নাই, এবং

৫২৭ সং পদের পাঠান্তরে “দ্বিজ” স্থানে “দীন” দৃষ্ট হয়। ৫৩১ এবং ৫৩২ সং পদদ্বয় পদকল্পতরুতে একই পদে সম্মিষিক্ত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ ৬৪৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)। মূলে এই দুইটি পদ একই পদের অন্তর্ভূত থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ৫৩১ সং পদের ভণিতাটি পরবর্তী আরোপ মাত্র। অতএব এই দুই পদের ভণিতা মূলের অনুরূপ কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ৫৩২ সং পদের ভণিতার পাঠান্তরে “বাসুলীর তটে” ইত্যাদি অর্থহীন পাঠ দৃষ্ট হওয়াতে এই পদের ভণিতার প্রতি সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া থাকে। ৫২২-২৪ সংখ্যক পদত্রয়ে দেয়াশিনী-বেশে মিলনের বর্ণনা রহিয়াছে, অতএব এই তিনটি পদ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একই পালার অন্তর্ভূত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পদ-কল্পতরুর ২৪০ সংখ্যক পদ ও বিদ্যাপতির ৫৩৪ সংখ্যক পদের সহিত এই পদগুলির ভাব এবং রচনার সাদৃশ্য রহিয়াছে। মনে হয় যেন এক কবি অপরকে অনুকরণ করিয়াছেন। এজগৎ এই সকল পদের ভণিতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ বর্তমান রহিয়াছে (পদগুলির পাদটীকাও দ্রষ্টব্য)।

গৌণরাস

[৫১২]

.....বেসি নাগর
ধরিয়া নারীর বেশ ।
অতি অদভূত আনন্দ-মগন
করত রসের লেশ ॥
বনোদিনী রাধা রসের অগাধা
আছিল গৃহের কাজে ।
হেনক সময়ে মিলল দুজনে
একেলা মন্দির-মাঝে ॥
নিজের মন্দিরে লইয়া রামারে
সুধাই সরস বাণী ।—
“কেন বা আইলা কহ না সুন্দরি,
কি হেতু ইহার শুনি ॥”
রাধা কহে—“শুন নবীন নাগরি,
কোথাহ বসতি তোর ।
কাহার রমনী কুলের কামিনী
কিহেতু গমন তোর ॥”
রাধার বচন [শুনিয়া] সুন্দরী
কহিতে লাগল তায় ।
আমার বসতি গোকুল-নগরে
শুনহ এ অভিপ্রায় ॥
গোপের গৃহিনী রাজার নন্দিনী
আইল বিয়োগ পাই ১ ।
না গেহু আনহ গোপের মন্দিরে
আইল তোমার ঠাই ॥

তুমি বৃথভাশু রাজার নন্দিনী
আমি সে রাজার ঝি ।
তেই সে আইল তোমার নিকটে
আনহ বলিব কি ॥
আন গোপঘরে আমার রহিতে
তিলেক উচিত নয়ে ।”
দিবা অভিসার নহে পরিচয়
দীন চণ্ডিদাস কয়ে ॥ ১০৪৫ ॥

পুথির পাঠ :—

১। পায়

দ্রষ্টব্য :—এখানে দেখা বাইতেছে যে, কৃষ্ণ রমণীর
বেশে রাধার মন্দিরে বাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন । ইহা
দিবাভাগেই সংঘটিত হইয়াছিল । গৌণরাসে এইভাবে
নানাপ্রকার ছদ্মবেশে উভয়ের মিলন বর্ণিত হইয়াছে ।

[৫১৩]

বিচিত্র আসনে বসিলা সুন্দরী
রাধার মন্দির-ঘরে ।
বিনোদিনী রাই কহেন তাহাই
অধিক আদর করে ॥
বিয়োগী দেখিয়া নবীন কিশোরী
বিবিধ মিঠাই আনি ।
শাকরই কীর বুনা নারিকেল
চিনি চাপাকলা ফেণী ॥

আনি বিনোদিনী রাজার নন্দিনী
যোগাই তাহার কাছে ।

পুন পুন কহে— “এ []প বদনে
তবে বহু সুখ আছে ॥”

হাসিয়া রমনী কুলের কামিনী
কহেন উত্তর বানী ।—

“এসব মিষ্ঠাম দুজনে পাইব
একেলা না লব আমি ॥”

এক কথা শুনিয়া বুকভানুসুতা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ।—

“তোমার আদর পরম যতনে
শাস্ত্রের লিখন-সারে ॥

অভ্যাগত আগে পূজন বজ্র
এই সে মানিয়ে ভালে ।

হয়ে নয়ে দেখ মনে বিচারিয়া
সকল জনাতে বলে ॥”

কহেন উত্তর হইয়া.....
সেই সেও নবরামা ।—

“আগে আশ্রয় শয্যে করি আলিঙ্গন
জানিব তোমার প্রেমা ॥”

চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ দেখ
অসৌম যাহার লীলা ।

হুঁহু পরস্পর একুই সমসর
বাহু পসারিয়া নিলা ॥ ১০৪৬ ॥

টীকা

পঙ্-৭৮। ভূ—“রম্যাসীরাঙ্কীরসারৈঃ শঙ্কলৌর্বিবিধাঃ
সখি ।” (গোবিন্দলীলামৃত, ৩য় সর্গ ।)

এবং—“হুনি পুরি এ সাকর, আছে বুনা নারিকেল”
প্রথমখণ্ড, ৯১, সং পদ ।

৩১। সমসর—সৌসর, সমতুল্য ।

[৫১৪]

রাগত্ৰী

রাধারে ধরিয়া কোরে লইল মনের সবে
আলিঙ্গন করে নব রামা ।

শ্রীঅঙ্গ পরশ পাই সো নব কিশোরী রাই
জানল পরশ রস প্রেমা ॥

কপট করিয়া ছলা জানল (*) কালা
জানি ধনী সো অঙ্গ পরশে ।

জানিল কালিয়া কানু ছুইতে আপন তমু
আপনা আপনি ভালবাসে ॥

উঘারিয়া প্রেমরস আপনি পায়ল রস
এঁছন কপট রস লেহ ।

হাসি স্তম্ভামুখী রাই পিয়ার বদন চাই—
“তোমার চরিত বড় এহ ॥

বিনোদ মোহন বেশ তার কিছু নাহি লেশ
এ সব রাখিয়া আইলে কোথা ।

ধরিয়া নারীর বেশ বাকিলে লোটন কেশ
কেমতে আইলে তুমি এথা ॥”

হাসিয়া কহেন হরি— “শুনহ কিশোরী গুরি,
তোমার বচন নহে আন ।

তোমার বচন ধরি আন না করিল আমি
ধরিল নারীর বেশ ঠান ॥”

নিয়া নিকেতন ঘরে আনন্দে বেহার করে
কত সুখ কহনে না যায় ।

শূন্য মন্দির ঘরে দুজনে বেহার করে
চণ্ডীদাস দুহুগুণ গায় ॥ ১০৪৭ ॥

পঙ্-১৯। তোমার বচন ধরি :—ইহাতে বুঝা যায় যে,
রাধা এইরূপে মিলিত হইবার অঙ্গ কৃষ্ণকে সঙ্কেত করিয়া
আসিয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্কেত পরবর্তী ৫১৮ সংখ্যক
পদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, নীলরতন-বাবুর
চণ্ডীদাসে “বয়ং-দোত্য” পর্ধ্যায়ের “বাজিকর-বেশে,”

“নাশিতানী-বেশে” ইত্যাদি বিষয়-বিভাগে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্বে এইরূপ সঙ্কেতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল, এবং পরেও মিলনের পদ ছিল। সেই সকল পদ বাদ দিয়া বিচ্ছিন্নভাবে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ঐ পদগুলি স্থাপিত হইয়াছে। এই সঙ্কলনের মূল পদ-কল্পতরুতে, পরবর্তী সংগ্রহকারগণ তাহাই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

এক সুখে কত সুখ উপভল
বাজিল দুজনে রণ।
সমর জিনিতে নাহিক শকতি
বিনোদিনী কিছু কন—
“হেদে হে নাগর চতুর-শেখর
পঙ্কজ কি সহে টান।”
অলির দংশনে পঙ্কজ কম্পিত
দীন চণ্ডীদাস গান ॥ ১০৪৮ ॥

টীকা

[৫১৫]

আনন্দে নাহিক ওর।

কিশোর কিশোরী আপনা বিসরি
সুখের নাহিক ওর ॥

ফেরাফিরি বাছ চান্দে যেন রাছ
গিলল গগন মাঝে।

তৈছন পীরিতি করত এ রতি
রণরতি ছুহে বাজে ॥

যেমন শশক সৌসর কিশোরী
সিংহের সমান কান।

শশ[ক] ধরয়ে কতেক পরাণ
সে জন কি জিয়ে টান ॥

রতি-রণ-কাজে মন্দির সমাঝে
রতন-শেখের পরে।

দুছ দুই সুখ বাঢ়ল আনন্দ
বিরল মন্দির ঘরে ॥

ছ ছ সে শব্দ রসের আমোদ
উথলে রসের চেউ।

সহিতে নারয়ে রসের গরিমা
পরাণ কাড়িয়া লেউ ॥

পঙ্-১৬-১৭। তু—

“মীলদৃষ্টিমিলকপোলপুলকং শীংকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদস্তাংগুধোতাধরম্।”

গীতগোবিন্দ, ১২শ সর্গ।

“মৃগারিপ্রবলঘুরঘুরারাবরোচ্চোচ্চনাদান্।”

পদ্মাবলী, ১৮৩ পৃ: (বহর°, সং)।

[৫১৬]

রাগ কানড়া

“উঠহ নাগর রায়।

দিবস-গমন এ নহে করণ
কহিয়ে তোমার পায় ॥

তেজহ সমর শুন সুনাগর
আর সে উচিত নয়ে।

শাশুড়ী ননদী আসি দেখে যদি
এই আছে মনে ভয়ে ॥

জানি বা দেখয়ে পাড়ার পরশী
বিষম লোকের কথা।

ভুরিত গমনে চলি যাহ ভূমি
রহিতে [নার]য়ে এথা ॥

যেমতে আইলে ধরি নারীবেশ
 ঐছন চলিয়া যাহ ।
 পীতের বসন উঠ লয়া টানি
 [কলসী] কাথেতে লহ ।”
 এ বোল শুনিয়া নাগর চতুর
 কলসী লইয়া কাথে ।
 বাহির হইল আয়ল
 * * ভরিয়া দেখে ॥
 কেহো গোপরামা উলটিয়া চাহে
 একলা যুবতী যায় ।
 গোকুলের নহে কন গোপ [নারী]
 ...য়া নয়নে চায় ॥
 “কাহার যরণী রূপের তরণী
 আয়ল মন্দির হতে ।
 কখন না দেখি এ পথে আসিতে
 বিষম লাগিল চিতে ॥”
 করে কানাকানি বরজ রমণী—
 “এজন কাহার মায়া ।”
 চণ্ডীদাস বলে— চিনিতে নারিবে
 কে যায় এ পথে বায়া ॥ ১০৪৯ ॥

কনক বলয়া নানা রত্নমণি
 মাগিক তাহার মাঝে ।
 বিনোদ নাগর বিনোদ বেশেতে
 নানা আভরণ সাজে ॥
 মোহন মুরুলী ধরিয়া করেতে
 বায়ই নাগর রায় ।
 শুনিতে সুস্বর মুরুলীর রব
 শ্রবণ পাতল তায় ॥
 তকয়া কদম্বে দাঁড়াই ত্রিভঙ্গে
 রসিক নাগর কান ।
 গৃহ-কাজে নাহি মন মনোহর
 শুনিতে শুনয়ে আন ॥
 “শ্রবণ ভরিয়া মন মজাইয়া
 শুনল বাঁশীর গীত ।
 গৃহ-কাজ মোর ছারে খারে জাউ
 ইহাতে লাগল চিত ॥
 কোমল বাঁশীর গীত আলাপনে
 শ্রবণে পশিল যবে ।
 কি জানি কঠিন এ পাপ পরাণ
 ধৈরজ না রহে তবে ॥”
 বৈঠল কিশোরী সব পরিহরি
 গৃহকাজ রহে দূরে ।
 শ্রবণ পরশি শুনি সেই বাঁশী
 চণ্ডীদাস মন বুঝে ॥ ১০৫০ ॥

[৫১৭]

রাগ নটনারায়ণ

নিজ বেশ ছাড়ি রসিক মুরারী
 বাঙ্কল বিনোদ চূড়া ।
 নানা আভরণ অঙ্কের ভূষণ
 নানা মালতির বেঢ়া ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদে পুনরায় আর এক লীলা-বর্ণনার
 ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে । পরবর্তী পদে বর্ণিত
 হইয়াছে যে, বাঁশীর রব শুনিয়া রাধা জল আনিতে গিয়া
 কৃষ্ণকে সঙ্কেত করিয়া আসিলেন । এখানে বাঁশী দ্বিতীয়
 কার্য করিতেছে ।

[৫১৮]

রাগ গড়া

আন ছলা করি জলেরে যাই ।
 সো নব কিশোরী বরজ রাই ॥
 কনক গাগরী লইয়া কাঁখে ।
 ঐছন চলল যমুনা-মুখে ॥
 চলিতে না পারে স্রুথের সরে ।
 যেন রসভরে খসিয়া পড়ে ॥
 পুলক না মানে সকল তনু ।
 উখলি উখলি চলত দুমু ॥
 হেরল নাগর তরুয়া মূলে ।
 দুহে দুহা ভেল কটাঙ্ক হেলে ॥
 বঙ্কিম নয়নে নয়নে মেল ।
 রসপর কথা দুজনে ভেল ॥
 সঙ্কেত করল কদম্ব-বনে ।
 এখানে থাকিব মনের সনে ॥
 ঐছন যুগতি করিয়া সারা ।—
 “নারী বেশ ধর তেমতি পারা ॥
 লইবে কটোরা পূরিত করি ।
 তৈল হলদি লইবে হরি ॥

শুপতে গমন করিবে ভালে ।

যেমত কোজন দেখিতে নারে ॥”

এই সঙ্কেত করল রাই ।

যমুনার জল লইয়া যাই ॥

নবীন কিশোরী চলল ঘরে ।

চণ্ডীদাস দেখে আথের পরে ॥ ১০৫১ ॥

দ্রষ্টব্য:—এইখানে ২৩৮৯ সংখ্যক পৃথির ৩৬৪
 পত্র শেষ হইয়াছে । ইহার পরে ৩৭৬ সংখ্যক পত্র পাওয়া
 যাইতেছে, মধ্যবর্তী ১১ পত্র পাওয়া যায় নাই । তাহাতে
 ১০৭৬-১০৫১=২৫টি পদ ছিল । তন্মধ্যে পদকল্পতরু ও
 নীলরতন-বাবুর চণ্ডীদাস হইতে সংগ্রহ করিয়া ১৭টি পদ
 ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল । তথাপি ৮টি পদের অভাব
 রহিয়া গিয়াছে ।

পঙ্-১১ । এখানে দেখা যাইতেছে যে, রাধা ও কৃষ্ণ
 উভয়ের কটাঙ্কই (বঙ্কিম নয়ন) দ্বিতীয় কার্য্য করিতেছে ।

১৭-২০ । তৈল-হরিদ্রা লইয়া নারীবেশে গোপনে গমন
 করিবার যে সঙ্কেত এখানে রহিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া
 “নাগিতানীবেশে মিলনের” পদটি ইহার পরেই স্থাপন করা
 হইল ।

নাপিতানী-বেশে মিলন

[৫১৯]

ধানশী ১ ।

ধরি নাপিতানী বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই ।

হাতে দিয়া ২ দরপণি খোলে নখ রঞ্জিনী
বলে—“বৈস • দেই কামাই” ॥

বসিলা যে রসবতী নারী ।

খুলিল • কনক বাটী • আনিল কনক • ঘটী
ঢালিল • যে • সুবাসিত বারি ॥ধ্রু ৬॥

করে নখ-রঞ্জিনী চাঁছয়ে নখের কণি
শোভিত করল ৩ যেন চাঁদে ।

আলসে অবশ ১০ প্রায় ১১ ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দিলা ১২ নাপিতানী কাঁধে ॥ ১৩

নাপিতানী একে শ্যামা ননীর পুতলি ১৪ বামা
বুলাইছে মনের আকুতে ১৫ ।

ঘসিয়া ১৬ ঘসিয়া পায় ১৭ আলতা লাগায় ১৮ তায় ১৯
রচয়ে ২০ মনের হরষেতে ২১ ॥

রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ২২ ধরি
তলে লেখে নাম ২৩ আপনার ২৪ ।

নাপিতানী বলে—“ধনি দেখেই চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার ॥”

তবে ২৫ শুনি তার ২৬ বাণী দেখয়ে ২৭ চরণ খানি ২৮
তার ২৯ হেটে ৩০ শ্যামের ৩১ যে ৩২ নাম ।

বুঝি ৩৩ আন-মনে চাহে, নাপিতানী পানে কহে,
বোলে—“কহ আপনার নাম ৩৪ ॥” ৩৫

“শ্যাম ৩৩ নাম কহে মোরে জগত মোহিবাব তরে
ফিরি আমি নগরে নগরে ৩৩ ।”

দ্বিজ ৩৬ চণ্ডীদাসে ৩৭ কহে ৩৮ নাপিতানী ৩৯ এহ নহে ৪০
কামাইয়া ৪১ যাহ নিজ ঘরে ॥

নী—৭৪ ; তরু,—৬৩৭ ; বিপু,—২১১, ২২২ (এই
পুথিঘরে দ্বিজ ভণিতা নাই) ।

১ বাদ, ২১১, ২২২ । ২ দেই, তরু, ২২২, ২১১ ।

৩ বৈঠ, পসং ; এশ্র, ২২২ ।

৪-৫ খোলে কনকের, ২১১ ।

৬ জলের, পসং ; বিঘল, তরু ।

৭ ডারিল, ২১১ । ৮ বাদ, পসং, তরু, ২১১ ।

৯ বাদ, পসং, ২২২ । ১০ করএ, ২২২, ২১১ ।

১১ উলল, তরু (পা) ; উল্লাস, ২২২ ; উল্লস, ২১১ ।

১২ পায়, তরু (ত্রি), ২২২, ২১১ ।

১৩ দিয়া, ২১১ ; দেই, ২২২ ।

১৪ এই ছই পংক্তি তরুতে নাই ।

১৫ অধিক, তরু ।

১৬ আনন্দে, পসং ।

১৭ ঘসিতে, ২২২, ২১১ ।

১৮ তায়, ত্রি । ১৯ লাগাছে, ২২২ ।

২০ পায়, ২১১, ২২২ ।

২০-২১ নিরখি নিরখি অবিরাম, তরু ।

২২ উপরে, ২২২, ২১১ ।

২২-২৩ আপনার নাম, তরু ।

২৩-২৪ তবেত শুনিয়া, ২২২, ২১১ ।

২৪-২৫ দেখে চরণ ছখানি, ২২২ ; দেখে ছই চরণ খানি,
২১১ ।

২৬ তাহার, পসং ; ২৭ হেটে, ২১১ ।

২১-২১ দেখে শ্রাম, ২২১।

২৬-২৬ তবে দেখি নিজ মনে, চাহে নাপিতানী পানে,

[৫২০]

বোলে তুমি কহ আপন নাম, ২২২, ২২১।

২০ এই ৪ পঙ্ক্তির পরিবর্তে তরুতে আছে—দেখি
সুবদনী কহে, কি নাম লেখিলা গুহে, পরিচয় দেহ
আপনার।

সুখিনী ।

৩০-৩০ নাপিতানী কহে ধনি, শ্রাম নাম ধরি আমি,
বসতি এ তোমার নগরে, তরু।

৩১-৩১ চণ্ডীদাসেতে, ২২১, ২২২।

৩২ কয়, তরু, ২২১, ২২২।

৩৩-৩৩ এহ নাপিতানী নয়, ঐ।

৩৪ কামাইলা, তরু।

পদটি পদকল্পতরুতে পাঠান্তর ও ব্যাখ্যা সহ উদ্ধৃত
হইয়াছে।

পঙ্—৮। নখরঞ্জনী—নরুন্ ইতি ভাষা।

৯। নখগুলি পরিকৃত হইয়া চন্দ্রের স্থায় শোভিত হইল।

১২। পদকল্পতরুর টীকায় সত্যশবাবু বলিয়াছেন,
“শ্রামা” শব্দে নাপিতানীর নাম, অথবা “শ্রাম-বর্ণা” অর্থ
সুসজ্জত হয় না। কিন্তু শ্রামের শরীরের কোমলত্বের বর্ণনায়
কবি অশ্রদ্ধ বলিয়াছেন—“শিরীষ-কুসুম জিনিয়া কোমল,”
এবং “ননীর অধিক শরীর কোমল” ইত্যাদি (প্রথমখণ্ড,
১০৫ সং পদ)। অতএব ইহা দ্বারা শ্রামের চিরপ্রসিদ্ধ
কোমলতার প্রতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তু—“নুতন-
তমালকোমলাং অনেন শ্রামলতা ব্যজ্যতে” (পদ্মাবলী,
১০৯ শ্লোক ও তাহার টীকা)। তাহা হইলে অর্থ
হয় “নাপিতানীর ছদ্মবেশে ননীর পুতুল শ্রাম (তাহার
কোমল হস্তে) ঝামা মনের আনন্দে ব্লাইতেছে।” ঝামা
অর্থে “অতিদাহে পিণ্ডীভূত ইষ্টক”, কিন্তু “ননীর পুতলি”
ইহার বিশেষণ হইলে এখানে ঘর্ষণ করিবার তৎসং বস্তু
বিশেষ। পূর্বে ফলবিশেষের কোমল আঁশও এই উদ্দেশ্যে
ব্যবহৃত হইত।

মনের আকুতে—মনের সাধে।

২১। হেটে—(সং-অধঃ, পালি-হেট্ঠা, সং—প্রা
হেট্ঠং) অধঃদেশে, পদতলে।

নাপিতানী বলে ২—“শুনগো ০ সই।

কামালু ০ ইহার ০ বেতন কই ॥

কহ তুমি যাই ০ রাইয়ের ০ কাছে।

‘বেতন লাগি ১ সে বসিয়া ১ আছে ॥’

যদি কহে ২ তবে নিকটে যাই।

যে ধন ৩ দেন তা সাক্ষাতে ৩ পাই ॥”

শুনি ১০ সখি ১০ কহে রাইএর কাছে।

“নাপিতানী ১১ বসি আছয়ে নাছে ১১ ॥”

রাই ১২ কহে—“ডাকি ১২ আনহ তায়।

কতেক বেতন নাপিতানী ১৩ চায় ॥”

সখী ১৪ যাই তবে ১৪ ডাকয়ে—“আইস।”

রাই বলে—“ঐ ১৫ ছুলিচায় ১৫ বৈস ॥”

বসিল দুখিনী নাপিতানী শ্রামা।

কহে যে ১৬—“বেতন দেহত ১৬ রামা ॥”

“কতেক ১৭ বেতন ১৭ হইবে তোর।”

“আমার ১৮ বেতনের ১৮ নাহিক ওর ॥” ২০

হাসিয়া কহয়ে ২১ সুন্দরী রাই।

“হেন ২২ নাপিতানী ২২ দেখিয়ে নাই ॥ ২৩

এমতে ২৪ ধন যে করেছ ২৪ কত ?”

সে ২৫ কহে—“ভুবনে ২৫ আছয়ে যত ॥

এক ধন আছে তোমার ২৬ ঠাই ২৬।

সে ধন পাইলে ঘরকে ২৭ যাই ॥

হৃদয়ে ২৮ কনক-কলস আছে।

মণিময় হার তাহার কাছে ॥

তাহার পরশ-রতন দেহ।

দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ ॥ ২৮

দয়া করি দেহ ২৯ দরিদ্র জনে।

চাইলে না দেয় ৩০ কৃপণ ৩১ জনে ৩১ ॥

কুচ ৩২ ষুগ-গিরি মোর মনহিত ।
 ইহা দিয়া মোর করহ প্রীত ॥ ৩২ ॥
 আর যে বেতন দেহ ৩৩ আমার ৩৩ ।
 পরশ-রতন পাই ৩৩ তোমার ৩৩ ॥ ৩৩ ॥
 হাসিয়া কহয়ে ৩৩ সুন্দরী ৩৩ গৌরী ।
 “ভালে নাপিতানী পরাণ ৩৩-চোরী ৩৩ ॥
 পরশ ৩৬-রতন পাইবা বনে ।
 এখন চলহ নিজ ভবনে ৩৬ ॥”
 চণ্ডীদাসে কহে—না কর লাজ ।
 নাপিতানী নহে, রসিক রাজ ॥

নী—৭৫ ; তরু—৬৩৮ ; বিপু ২৯১, ২৯২ ।

১ বাদ, পুণ্ডিকর । ২ কহে, তরু ।

৩ সুন্দর, ২৯১, ২৯২ ।

৪-৫ অনাথী জনের, তরু, ২৯১ ; অনাথীনী লোকের,
 পসং ।

৬ ষেয়ে, পসং ; যাঞা, ২৯১ ।

৭ রাইর, ২৯১, ২৯২ ।

৮-৯ লাগিঞা নাপিতানী, ঐ ।

১০ কহ, ২৯২ ।

১১-১২ দেহ তাহা সাক্ষাতে, ঐ ; দেই সাক্ষাতে
 মাগিঞা, ২৯১ ।

১৩-১৪ সখি যাই, ২৯১

১৫-১৬ বেতন লাগিয়া নাপিতানী আইছে, তরু (শাঠী) ।

১৭-১৮ কহে বোলাইঞা, ২৯১ ; °তবে, পসং, তরু ।

১৯ আমার, পসং ; আমারে, তরু ; খেঁকনি, ২৯২ ।

২০-২১ কেউরিনী বলিয়া, ২৯১ ; খেঁকনি বলিয়া, ২৯২ ।

২২ ইহার পরের তিন পঙক্তি পসং ও তরুতে

নিম্নলিখিত প্রকারে আছে :—

আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস ।

আসি নাপিতানী কহয়ে তায় ।

বেতন কেন না দেহ আমার ॥

১৬-১৭ এই স্থানেতে, ২৯২ !

১৮-১৯ মোর দেহ বেতন, ২৯১ ।

১৬-১৭ রাই কহে কিবা, তরু ।

১৮-১৯ সে কহে বেতনে, তরু ।

২০ এই চই পঙক্তি বাদ, পসং ।

২১ বোলয়ে, ২৯২ । ২২-২৩ এমন ছুখিনি, ঐ ।

২৪ এই চই পঙক্তি বাদ, ২৯১ ।

২৫-২৬ এত করি ধন বাকাছ, ২৯১ ।

২৭-২৮ ভুবনেতে ধন, ২৯১, ২৯২ ।

২৯-৩০ স্নেছি রাই, ২৯২ ; স্নেছাছি রাই, ২৯১ ।

৩১ ঘরে সে, ২৯১ ; ঘরেতে, ২৯২ ।

৩২-৩৩ বাদ, ২৯১, ২৯২ । ৩৪ হেন, পসং ।

৩৫ দেই ২৯১ । ৩৬-৩৭ কপনে ধনে, ঐ ।

৩৮-৩৯ বাদ, পসং । ৪০-৪১ হেহত মোর, ২৯২ ।

৪২-৪৩ পাইব তোর, ঐ ।

৪৪ এই ৬ পঙক্তি তরুতে নাই ।

৪৫-৪৬ বলে সে রসবতি, ২৯১ ; °রসবতি, ২৯২ ।

৪৭-৪৮ পরাণে ছুরি, পসং । ৪৯-৫০ বাদ, ২৯১, ২৯২ ।

শ্রুতব্য :—এই পদটি পাঠান্তর ও ব্যাখ্যার সহিত পদ-
 কল্পতরুতে উদ্ধৃত রহিয়াছে ।

পঙ—৮ । নাছে—প্রথম খণ্ডের ২৯ সং পদের টীকা
 শ্রুতব্য ।

নাপিতানীরা সাধারণতঃ অপরাহ্নেই আসিয়া থাকে ।
 নাপিতানীর ছয়বেশে আসিয়া কৃষ্ণও বোধ হয় রাধার
 মন্দিরে রাজি যাপন করিয়া থাকিবেন, কারণ মিলনেই
 গোণরাসের পরিসমাপ্তি । এইরূপ কোন মিলন-রাত্রির
 অবসানে রাধা কৃষ্ণকে বিদায় দিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা
 থাকতে পরবর্তী পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল ।

[৫২১]

শ্রী

রাধা ২ কহে °—“শুন রসিক নাগর
 পিরিতি বিষম বাড়ি ।

পিরিতি করিয়া ° বুঝিয়া ° স্নেহিয়া °
 কেমনে পিরিতি ° ছাড়ি ॥

নিশি পোহাইল	দিবস ' হইল '	* জাগ, ২৩৯৪, ২২৫, ২২৭; জাজ, ২৮৯।
মন্দিরে চলিয়া ৫ বাও ২।		১০ উঠিএ, ২৮৯। ১১ বসিল, ২৮৯; বসিবে, ২২৭।
শাশুড়ী ননদী	উঠিয়া ১০ বৈঠব ১১	১২ খায়, ২৩৯৪, ২২৫, ২২৭; খাজ, ২৮৯।
তুরিতে তাম্বুল খাও ১২ ॥		১৩ অলুয়া, ২৩৯৪; এষায়্যা, ২২৫; এল্যাঞা, ২২২;
চুড়ার বন্ধন	এলায়ে ১০ পড়িছে ১১	আল্যাআ, ২২৭।
বাঁধহ যতন করি।		১৪ পড়েছে, পসং, ২২২; পড়্যাছে, ২৩৯৪, ২২৫;
শ্রীমুখমণ্ডল	মলিন হয়্যাছে ১২	পড়্যাছে, ২২৭।
আহা ১০ মরি মরি মরি ১০ ॥		১৫ হয়েছে, পসং; হএছে, ২৮৯।
হাসিয়া নাগর	মুখে দিয়া ১১ কর ১২	১৬-১৭ দেখিয়া আমরা মরি, ২২২।
মুছিতে মুছিতে ১৫ কানু।		১৮-১৯ কর দিয়া, ২৩৯৪, ২২৫, ২২২ (°দিয়া); দিলা°,
অতি প্রিয় তথা ১২	পড়িছিল ২০ সে যে ২০	২২৭।
লইল ২১ মোহন বেণু ॥		১৫ লাগিল, ২৩৯৪, ২২৫।
নিজ ২২ পীত বাস	পরিতে ২৩ পরিতে ২৩	১৬ তর, ২৮৯; তম, ২২৭।
চলিল ২৩ নাগর রায় ২৩।		২০-২০ পড়েছিল°, পসং; আছিল সিজ্ঞেতে, ২৮৯; পড়িলা
হাসিয়া নাগর	চতুর ২৪ শেখর ২৪	সেজন, ২২৭।
রাধার পানেতে চায় ॥		২১ লইলা, ২২৭।
চণ্ডীদাসে ২০ কহে ১১	শ্যাম ২৫ চলি গেলে ২৫	২২ নিল, ২৩৯৪, ২২৫, ২৮৯, ২২২, ২২৭।
আর দশা উপজিল।		২৩-২৩ তাহা পাসরিআ, ২২৭। ৫
শুন ২১ সুনাগর ২১	কি হবে রাধার	২৪-২৪ নিল পরে শ্যাম রায়, ২২৭; চলিলা°, ২৩৯৪।
ইহার উপায় বল ॥		২৫-২৫ রসিক সিখর, ২২৭। ১৬ চণ্ডীদাস, পসং।
		২৭ বলে, ২৮৯, ২২২, ২২৭।
		২৮-২৮ °গেল, পসং; °গেলা, ২৩৯৪, ২৮৯, ২২৫; শ্যামের
		গমন, ২২৭।
		২৯-২৯ শুনহে নাগর, ২২৭।

নী—২২; বিপু ২৮৯, ২২২, ২২৫, ২২৭, ২৩৯৪।

১ তথারাগ, ২৩৯৪; বাদ, ২৮৯, ২২২, ২২৫, ২২৭।

২ রাই, ২২২, ২২৭। ৩ বলে, ২৮৯।

৪ করিয়ে, পসং; করিএ, ২৮৯।

৫-৬ মরিয়ে ঝুরিয়ে, পসং; মরিএ ঝুরিএ, ২৮৯; মরিয়ে ঝুরিঞা, ২২২; মরিহে ঝুরিআ, ২২৭।

৭ রহিব, ২৩৯৪, ২২৫, ২২২, ২২৭; জাইব, ২৮৯।

৮-৯ সতাই আগিল, ২২৭। ১০ চলিএ, ২৮৯।

টীকা

পঙ্—২২। আর দশা অর্থাৎ সন্তোষের পর বিরহ দশা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি ইহার পরেই বিরহ বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সকল পদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, পালার আকারেই গোপরাসের পদ রচিত হইয়াছিল।

দেয়াশিনী-বেশে মিলন

[৫২২]

বরাড়ী

দেয়াশিনী-বেশে সাজি বিনোদ রায় !
ধীরে ধীরে করি চলে হরষিত অন্তর ॥
গোকুল-নগরে এই শব্দ উঠিল ।
“একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল ॥”
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন ।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন ॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণকমলে ।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়ানের জলে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল ।
কোথা হইতে আইলে তুমি এ ব্রজমণ্ডল ॥

নী—৭২ ।

পঙ্—৫ । গহন—ভিড় ।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি এবং পরবর্তী পদদ্বয় পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত । ৫২৪ সংখ্যক পদে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই প্রারম্ভসূচক ঘটনা ৫২২ এবং ৫২৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু পদকল্পতরুতে ৫২৪ সংখ্যক পদটিই সঙ্কলিত রহিয়াছে (ঐ, ৬৪১ সং পদ দ্রষ্টব্য) । আবার ৫২৪ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পাঠ করিয়াও বুঝা যায় যে, ইহার পরেও মিলনের পদ ছিল । অতএব সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি পদের সহিত ঠকুর ২৪০ সংখ্যক পদের এবং বিষ্ণুপতির ৫৩৪ সং পদের ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । ইহা টীকাতে প্রদর্শিত হইল ।

পঙ্—৩-৪ । ভূ—“গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল
নগরহি ঐছে ফুকারি ।”

(ভক্, ২৪০ সং পদ)

৬ । হরষিত মন—ভূ—“ভকতি করি হরষিতে” (ঐ) ।

৭ । প্রণমিল ইত্যাদি—ভূ—“বৌগীচরণে পরণাম”

(বিষ্ণুপতি, ৫৩৪ সং পদ)

পরবর্তী ৫২৪ সংখ্যক পদের টীকা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে এক কবির আদর্শে অল্প কবির ভণিতায়ুক্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে । কে কাহাকে অমুকরণ করিয়াছেন তাহাই বিবেচ্য বিষয় ।

[৫২৩]

শ্রীরাগ

“মথুরা-নগরে ধাম” কপটে বলয়ে শ্যাম—
“আইলাম এই বৃন্দাবনে ।
মনে মনে বাঞ্ছা এই সকল তোমারে কই
শুন শুন বলি তোমা-স্থানে ॥
দেবী-আরাধনা করি ভিকার লাগিয়া ফিরি
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ ।
হই আমি তীর্থবাসী সদাই আনন্দে ভাসি
এই সত্য বলিহে বচন ॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেহী তাহাতে তোমারে কই
ব্রজ-মাঝে রব কিছু কাল ।”
ইহা বলি দেয়াশিনী চলে পুনঃ একাকিনী
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে আনন্দিত হয়ে মনে
জিজ্ঞাসিল—“কোথা ভানুপুর ।
দেখিব তাহার ধাম”— কপটে বলয়ে শ্যাম
রস লাগি রসিক চতুর ॥

নী—৮০।

পঙ্ক—১। মথুরা নগরে কৃষ্ণের জন্ম বলিয়া।

৫। দেবী—এক পক্ষে কোন ঐশী শক্তি, অপর পক্ষে রাধিকা, তু—“রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।”
(চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে)

ভিক্ষা—দ্রব্য, বা রাধাপ্রেম, কারণ—“রাধিকার প্রেমে আমা করার উন্নত” (ঐ)।

৭। তীর্থবাসী—একপক্ষে প্রয়াগাদি স্থাবর তীর্থে বাস করি, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতাদি গুণ ধাকাত্তে তিনি যে মানস তীর্থের অধিবাসী তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রেমরস-নির্ঘাস আনন্দন করিবার জন্ত কৃষ্ণের জন্ম এবং “কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে” (চৈঃ চঃ, আদির চতুর্থে) বলিয়া কৃষ্ণকে “রাধারঙ্গপ্রসঙ্গ-বিধায়িতাব্রতবিলসিত” বলা যাইতে পারে।

[৫২৪]

সিন্ধুড়া ।

দেয়াশিনী ১-বেশে ২ মহলে ৩ প্রবেশে ৩

রাধিকা ৩ দেখিবার তরে।

স্বরক্ত ৩ চন্দন কপালে লেপন

কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥

সাজি ৩ ধরল বাম করে ৩।

পিন্ধি ৩ রান্ধা ধুতি সাজিল যুবতী ৩

রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥ ধ্রু ৩ ॥

কহে ৩ “জয় দেবী ব্রজপুর সেবী

গোকুল-রক্ষক নিতি ৩।

গোপ ৩-গোয়ালিনী ৩ ৩ সুভগদায়িনী

পূজ ৩ দেবী ৩ ভগবতী ॥”

আশীর্ব্বাদ শুনি গোপের রমণী ৩ ৩

আইলা ৩ তাহার ৩ কহে।

জিজ্ঞাসা করয়ে যত ৩ মনে লয়ে ৩ ৩

গোপেরা ৩ কেমন ৩ আছে ॥

“সবাকার জয় শত্রু হবে ৩ ৩ কয়

মনে ভয় না ভাবিবে।

তোমাদের পতি সুন্দর হুমতি ৩ ৩

সবাকার ৩ ৩ ভাল ৩ ৩ হবে ॥”

সঙ্গেতে ২ ৩ কুটীলা আসিয়া জটীলা

পড়িলা চরণে ধরি ২ ৩।

“আমার বধুর পতির ২ ৩ মঙ্গল

বর দেহ কৃপা করি ২ ৩ ॥”

শুনি ২ ২ দেয়াশিনী হরষিত বাণী

জটীলা সমুখে কয় ২ ২।

“বর যে লইবে ভালই ২ ৩ হইবে

নিকটে আসিতে ২ ৩ হয় ॥”

জটীলা ২ ৩ যাইয়া আনিল ধরিয়

আপন বধুর হাতে।

বসিলা ২ ৩ হরষে ২ ৩ দেয়াশিনী ২ ৩-পাশে

ঘুচিয়া বসন মাথে ॥

দেখি ৩ ৩ দেয়াশিনী বলে শুভবাণী

“সব ২ ৩ সুলক্ষণযুতা ২ ৩।

গন্ধর্ব্ব-পাবনী জগদানন্দিনী ৩ ৩

রাধা নাম ভাসু-সুতা ॥”

ধরি ৩ ৩ ধনী-হাতে ৩ ৩ মনের আকুতে

নিরখে বদন তার।

দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে

মদন কৈল ৩ ৩ বিকার ৩ ৩ ॥

সাজিটি খুলিয়া ৩ ৩ ফুলটি লইয়া ৩ ৩

বাঁধেন ৩ নাগরী ৩ ৩ চুলে।

“আনন্দে থাকিবে সকলি ৩ ৩ পাইবে ৩ ৩

কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥”

শুনিয়া সুন্দরী কহে ৩ ৩ ধীরি ধীরি ৩ ৩

“এ ৩ ৩ কথা কহবি ৩ ৩ মোয়।

আমার হৃদয়ে ৩ ৩ ব্যথাটা ঘুচয়ে

তবে সে জানিয়ে তোয় ॥”

“একটি শপথি কহিতে বাসি যে ভয়।	রাখহ ১১ যুবতী	১০-১০ বলে গোপ ভাল, পসং, তরু; গোপীরা কেমন, ২২২। ১১ হউ, ২২২; জাউক, ২২১।
পর-পতি সনে ইহাই ১০ দেবতা কয় ১০ ॥”	বেঁধেছ ১২ পরাণে	১৫ জেমতি, ২২১, ২২২।
হাসিয়া নাগরী, “দেয়াশিনী ঘর কোথা।”	চাহে ফিরি ফিরি	১২-১২ সবার ভাল জে, ঐ। ২০-২০ বাদ, ২২১, ২২২।
“আমার ঘর বিরলে ১১ কহিব ১১ কথা ॥”	হয় যে নগর	২১-২১ বলত সুলন্দর, দেবতা কি সব কর, ঐ।
সঙ্কেত বুঝিয়া ১১ তাক করে একদিঠে।	নয়ান ফিরাইয়া ১১	২২-২২ বাদ, ঐ। ২০ ভাল যে, ২২২; ভাল সে, ২২১।
নিরখি বদন শ্যাম নাগর ১১ টাটে ॥	চিনিল তখন	২৩ আনিতে, ২২২।
ধীরি ধীরি করি মন্দিরে চলিলা লাজে।	বসন সম্বরি	২৪ আপনে, ২২২, ২২১।
চণ্ডীদাস কয় বেকত না করে কাজে ॥	সুবুদ্ধি যে হয়	২৫ আসিয়া হরিশে, ২২২; আসীয়া বসিলা, ২২১।
নী—৮১; তরু—৬৪১; বিপু, ২২১, ২২২।		২৬ বসো তার, ২২২।
১ বাদ, সকল পুথি।		২৭ আনন্দে, পসং, ২২২, ২২১।
২-২ ধরি দেয়াশিনী বেশ, ২২১, ২২২।		২৮ আনন্দে, পসং, ২২২, ২২১।
৩-৩ মহলেতে পরবেশ, ঐ। ১ রাখিকারে, ঐ।		২৯-২৯ সুলক্ষণ দেখি মাতা, ২২২; সুলক্ষণ দেখি এ মাতা, ২২১। ৩০ জগততারিণী, পসং, ২২১, ২২২।
৪-৪ রকত, ২২২; লাল, ২২১।		৩১-৩১ দেয়াসি কোতুকে, ২২২; দেয়াসিনী কোতুকে, ২২১।
৫-৫ নাগর সাজি বাম করে ধরে, তরু; ফুল সাজি নিল বাম জে করে, ২২২।		৩২-৩২ করিল বিকার, তরু; করিল ফার, ২২১, ২২২।
৬-৬ পিঁধিয়া বিভূতি সাজল মুরতি, পসং; পিকন তরতি সাজন মুরতি, ২২২; পিকিয়া তরতি সাজিল মুরতি, ২২১। ৭ বাদ, পসং, ২২২।		৩৩ আনিয়া, ২২২, ২২১। ৩৪ তুলিয়া, তরু।
৭-৭ জয় ২ গোপকুলরক্ষক দেবতি, ২২২, ২২১।		৩৫ বান্ধিল, ২২২, ২২১।
১০-১০ এ গোপ গোপীনি, ২২২; গোপ গোপিনী, ২২১।		৩৬ রাখার, ২২২; নাগরীর, তরু।
১১-১১ পূজহ জে, ২২২; পূজহ যয, ২২১।		৩৭-৩৭ কুশল হইবে, ২২২; মঙ্গল হইবে, ২২১।
১২ গোপিনী, ২২২; গোয়াগিনী, ২২১।		৩৮-৩৮ বোলে ধিরি কারি, ২২২; বলে মঙ্গলবানী, ২২১।
১৩ বসিলা, ২২১, ২২২।		৩৯-৩৯ এমতি না হউ, ২২২; নিছক, ২২১।
১৪ দেয়াশিনী, তরু, পসং, ২২১।		৪০ হিয়ার, পসং। ৪১ রাখিবে, ২২২, ২২১।
১৫-১৫ মনে যত হয়ে, ২২২, ২২১		৪২ বান্ধিয়া, ২২২; বান্ধিএ, ২২১।
		৪৩-৪৩ স্বরূপ কহবি মোয়, ২২২; এ কথা কহিবে মোয়, ২২১।
		৪৪-৪৪ কহিব বিরল, পসং, তরু।
		৪৫ সুনিয়া, ২২২; করিয়া, ২২১।
		৪৬ ফিরিয়া, পসং, ২২২, ২২১।
		৪৭ চিকণ, পসং, ২২২।

টীকা

পঙ—৫। সাজি—পূজাশয্যা।
৬। পিকি রাঙ্গা ধূতি ইত্যাদি—তু—“অরূপ বসন
পরি, অটল বেশ ধরি” (তরু, ২৪০ সং পদ)।

৮-১১। যে ভগবতী ব্রজগোকুল রক্ষা করেন, এবং গোপগোপীদিগকে সৌভাগ্য দান করেন তাঁহার উদ্দেশে জয় গান করিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা দেওয়া হইল।

২০। সঙ্গতে কুটীলা, আসিয়া জটীলা। তু°—“শুনি ধনি জটীলা তুরিতে চলি আওল” (তরু, ২৪০ সং পদ)।

২২। আমার বধুর পতির মঙ্গল—এই ঘটনার পূর্বে আছে—

ললিতা কহত অমঙ্গল শুনল

সতী পতিভয় অবগাঢ়ি।

শুনি কহে জটীলা ঘটল কি অকুশল

(বিজ্ঞাপতি, ৩৩৪ সং পদ)।

তু°—“হামারি বধুর রিতি, হেরি জন্ম আনমতি”
(তরু, ২৪০ সং পদ)।

“কিয়ে অকুশল কহ মোয়” (বিজ্ঞাপতি, ৩)।

৩০। দেয়াশিনী পাশে—তু°—“সুধামুখি নিয়ড়হি”
(তরু, ৩)।

৩২। বলে শুভবাণী—তু°—“কুশল করব বনদেব”
(বিজ্ঞাপতি, ৩)।

৩৪। জগদানন্দিনী—কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া।

৩৬। ধরি ধনীর হাতে—“বহরিক পাণি ধরি”
(বিজ্ঞাপতি, ৩)। আকুতে—আকুলতা বা আগ্রহের সহিত।

৩৭। নিরখে বদন তার—তু°—“এক দিষ্টি হেরই স্বয়ান” (তরু, ৩)।

৪৬-৪৭। আমার হৃদয়ের ব্যথা কিরূপে ঘুচিবে, ইহা যদি বলিতে পার, তবে তোমার ক্ষমতা আছে বুঝিব।

৫০-৫১। পরপতি সনে ইত্যাदि—তু°—“কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল। যদি মাহা পৈঠল কাল।”
(তরু, ৩)।

৫৫। বিরলে কহিব কথা—তু°—“নিরজনে সোই ময়ে যব ঝারিয়ে। তব ইহ হোয়ব ভাল।” (তরু, ৩)।

ইহার পরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা সঙ্কেত বুঝিয়া মন্দিরে চলিয়া গেলেন, এবং পদশেষে কবি বলিয়াছেন—
“সুবুদ্ধি যে হয়, বেকত না করে কাজের।” অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার পরে নির্জনে উভয়ের মিলনের

বর্ণনার পদ ছিল, নতুবা এই পালাটি অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। পদকল্পতরুতে এবং বিজ্ঞাপতির পদে বিরলে ঐরূপ মিলন বর্ণিত আছে। পরবর্তী পদে বিলাসান্তে প্রভাতে বিদায়ের কথা রহিয়াছে বলিয়া ঐ পদটি ইহার পরেই স্থাপিত হইল। দেয়াশিনী-বেশে মিলনের এই পদগুলি সন্দেহজনক।

[৫২৫]

কামোদ ১

“পদউধ ২ কাক কোকিলের ৩ ডাক ০
শুনিয়ে ০ যামিনী ০-শেষে ০।

তুরিতে ১ নাগর গেলা নিজ ঘর ৮
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশে ২ ॥

আমি ১০ সে ১০ অলসে ১১ ঠেসিয়া ১২ বালিসে,
ঘুমে তুলু তুলু ঝাঁধি !

বসন ১৩ ভূষণ ১৩ হ'য়াছে ১৩ বদল ১৩
তখন ১৩ উঠিয়া দেখি ॥

ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ ১১।

না জানি ১৮ এখন ১৮ হইবে কেমন ১০
বড় দেখি পরমাদ ॥”

চণ্ডীদাস বানি ১১ শুন ১১ বিনোদিনী ১২
তুমি ১৩ বড়ুয়ার বহু।

শ্যামের মোহন মায়ার কারণ
লখিতে নারিবে কেহু ॥

নী—২০, ২১ ; বিপু—২২১, ২২২, ২২৭

১ বাদ, সকল পুঁথি। ২২২ পুঁথিতে এইখানে “রসালস” লিখিত আছে।

২ পদআধ, ২২২, ২২৭।

৩-৩ কোকিলারে ডাক, ২২২ ; কোকি[ল] করে রব, ২২৭।

- ০ জাগিয়ে, পসং ; জাগিলে ২৯১, ২৯২ ।
- ০ রজনী, ২৯৭ । ০ শেষ, পসং, ২৯১, ২৯৭ ।
- ০ উঠিয়া, ২৯৭ । ০ ঘরে, পসং ।
- ০ কেশ, পসং, ২৯১, ২৯৭ ।
- ১০-১০ অবশ, পসং ; আসিয়া, ২৯২ ।
- ১১ আলিসে, পসং ; ২৯১, ২৯৭ ।
- ১২ ঠেসনা, পসং ; ঠেকিয়া, ২৯২ ।
- ১৩-১০ আয়ারি বসন, ২৯৭ ।
- ১৪ হইআ, ২৯১ ; হলা, ২৯২ ; হয়েছে, পসং ।
- ১৫ ভরভম, ২৯২ । ১০ এখনি, ২৯১, ২৯৭ ।
- ১৬ অপবাদ, ২৯৭ । ১০ জানিলে, পসং, ২৯৭ ।
- ১৭ কখন, ২৯১ ; কেমন, ২৯৭ ।
- ১৮ এখন, ২৯৭ ।
- ১৯ কহে, পসং ; কয়, ২৯১ ; বলে, ২৯৭ ।
- ১২-১২ স্তনলো স্তন্দরী, পসং ।
- ১০ তুমি যে, পসং, ২৯১ ।

পঙ—১। পদউধ—পদায়ুধ, পদ হইয়াছে আয়ুধ বাহাদের, অর্থাৎ যাহারা পদ শিকারার্থে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। পক্ষিবেশের। কেহ কেহ কুকুট, দৈয়াল অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পল্লীগ্রামে কোড়ল পাখী রাত্রে প্রহরে প্রহরে অর্ন্তি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া থাকে। যৎস্তাদি ধরিবার জন্ত ইহার পদই ব্যবহার করে। তাহাদিগকেও লক্ষ্য করা হইতে পারে।

এই পদটি পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, কৃষ্ণ চলিয়া গেলে পর রাখা কোন সখীকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। নীলরতনবাবু ইহাকে “কুঞ্জভঙ্গ” পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পদের ভাবে বুঝা যায় যে, এই সকল ঘটনা রাখার বাড়ীতেই হইয়াছিল। কুঞ্জভঙ্গের

অস্ত্রাস্ত্র পদও এই জাতীয়। নীলরতনবাবুর চণ্ডীলাসে এই পদের অল্পরূপ নিম্নোক্ত পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—

ধানশী

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী-শেষ ।
উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল ষে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই, তোরে সে বলি সে কথা ।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে
চুলু চুলু ছুটি আঁখি ।
বসনে বসনে বদল হয়েছে
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা করে পরিবাদ ।
ইহাতে এমন করিব কেমন
কি হৈল পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে
শুনহে রসিক জন ।
সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পীরিতি ধন ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহাদের একটি অপরটির রূপান্তর মাত্র ।

বণিকিনী-বেশে মিলন

[৫২৬]

সিন্ধুড়া ’

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী ’
কৌতুক করিব ’ মনে ।
চুয়া যে চন্দন আমলা ’ বর্তন ’
যতন করিয়া আনে ॥
কেশর ’ যাবক ’ কস্তুরী দ্রাবক ’
আনিল বেণার জড় ।
সোন্ধা ’ স্কুকুম ’ কর্পুর চন্দন ’
আনিল মুখা-শিকড় ’ ’ ॥
থালিতে ’ ’ করিয়া আনিল ভরিয়া ’ ’
উপরে বসন দিয়া ।
মিছামিছি করি ফেরে বাড়ী বাড়ী ’ ’
ভানুর ’ ’ ছুয়ারে ’ ’ গিয়া ’ ’ ॥
“চুয়া ’ ’ কে ’ ’ লইবে” ফুকরি কহয়ে
আইল ’ ’ দাসী যে তবে ।
“মোদের ’ ’ মহলে আসি ’ ’ দেহ”, বলে—
“অনেক লইতে ’ ’ হবে ॥”
থালিতে ’ ’ ধরিয়া আসিল ’ ’ লইয়া ’ ’
যেখানে নাগরী বসি ।
চুয়া যে ’ ’ চন্দন ’ ’ করয়ে ’ ’ রচন ’ ’
বেণ্যানী মনেতে খুসি ॥
“চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহি যে আমি ।”
“সকলি লইব বেতন যে ’ ’ দিব
যতেক চাহিবে ’ ’ তুমি ॥”

আমলকী হাতে দিল রাই ’ ’ মাখে
ঘসিতে লাগিল কেশ ।
ঘসিতে ঘসিতে শ্রম হৈল ’ ’ তাতে ’ ’
নাগরী পাইল ক্লেশ ॥
স্বমধুর বাণী কহে ’ ’ সে ’ ’ বেণ্যানী ’ ’
“আমিত ’ ’ ঘসিয়ে ’ ’ ভালে ।
মোরে বল ’ ’ সখি ঋনিক ’ ’ আমলকী
মাখায়ে দিয়ে ত চুলে ॥”
বলিয়া ’ ’ বেণ্যানী বসিল আপনি ’ ’
চুয়া মাখাবার ’ ’ তরে ।
চুল যে ছাড়িয়া হাত নামাইয়া
মাখায় কুচের ’ ’ পরে ॥
পরশে নাগরী হইলা আগরী
পড়িলা ’ ’ বেণ্যানী কোড়ে ।
নিদ ’ ’ যে আইল অতি ’ ’ সুখ হইল ’ ’
সব শ্রম গেল দূরে ॥
বেণ্যানী যে ’ ’ বলে “হইল ’ ’ যে বেলে
যাইতে চাহিয়ে ঘরে ।”
উঠিয়া নাগরী বসন সঙ্ঘরি
বলে ’ ’—“কি ’ ’ লাগিবে মোরে ॥”
বট আনিবারে ’ ’ কহিলা সখীয়ে
শুনিয়ে ’ ’ নাগররাজে ।
কহে ’ ’—“না লইব আর ধন নিব ’ ’
না ক’হি তোমারে ’ ’ লাজে ॥”
“কহ নাহি ’ ’ কেনে যেবা ’ ’ আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি ’ ’ । ’ ’
ধাকিলে পাইবে নহিলে বাইবে
ধির ’ ’ হৈয়া কহ তুমি ’ ’ ॥”

“হিয়ার ‘‘ ভিতরে রেখেছ যতনে
বড়ই ধন যে সেহ ‘‘ ।

রূপা ‘‘ যে করিয়া ‘‘ বাস ‘‘ উদ্বারিয়া ‘‘
সে ‘‘ ধন আমারে দেহ ‘‘ ॥”

তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী
হাসিল আপন মনে ।

গন্ধের ‘‘ বেতন হইল এমন
জীবনে ‘‘ যৌবনে ‘‘ টানে ॥

“কর সমাধান বুঝিলাম কান ‘‘
আর না বলিহ মোরে ।

এতেক যে ‘‘ গুণে মারহ ‘‘ প্রাণে ‘‘
কেবা ‘‘ শিখাইল তোরে ‘‘ ॥

কেবা ‘‘ পরনারী মনে আশা করি ‘‘
মরয়ে ‘‘ আপন মনে ।

কোথা বা হয়েছে কোথা বা পেয়েছে
না ‘‘ দেখি যে কোন ‘‘ স্থানে ॥”

চণ্ডীদাসে কয়— কত ঠাঁই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে ।

যৌবনের ধনে কেবা মানা ‘‘ মানে
সৌঁপিয়ে আপন ‘‘ প্রাণে ॥

নী—৮২ ; তরু—৬৪২ ; বিপু—২২২ ।

১ বাদ, ২২২ । ২ বেতানি, ২২২ ।

৩ করিয়া, পসং ।

৪ আমলকী, তরু ; অমলা, পসং ।

৫ বণ্টন, পসং । ৬-৬ কেশ মাজিবার, ২২২ ।

৭ সৌরভ, ঐ । ৮-৮ সৌগন্ধা সখিনি, ঐ

৯ বাখনি, ঐ । ১০ মোখার জড়, ঐ ।

১১ ধারিত্তে, ঐ । ১২ পুরিয়া, ঐ ।

১৩ দ্বরাধরি, ঐ ।

১৪-১৪ বৈসে ভানুদ্বারে, পসং ; °চুয়ার, তরু ।

১৫ দিয়া, তরু । ১৬-১৬ চুবক, তরু ; °জে, ২২২ ।

১৭ আইলা, পসং । ১৮ আমার, ২২২ ।

১৯ আনি, পসং । ২০ নিতে যে, তরু ।

২১ ধারি যে, ২২২ ।

২২ আইলা, তরু ; জতন, ২২২ ।

২৩ করিয়া, ২২২ । ২৪-২৪ সুচন্দন, তরু ।

২৪ করহ, তরু, ২২২ । ২৬ লেপন, ২২২ ।

২৭ সে, তরু, পসং । ২৮ আনহ, ঐ ।

২৯ যে, তরু ; সে, পসং ।

৩০-৩০ যে হইল, তরু, পসং ।

৩১-৩১ বোলয়ে, ২২২ ।

৩২ ইহার পর ৪ পঙ্ক্তি তরুতে নাই ।

৩৩-৩৩ আমি যে মাথায়, পসং ।

৩৪ জদি, ২২২ । ৩৫ আমি, ঐ ।

৩৬ ডাকিয়া আনি, বেতানি বসিল, ২২২ ।

৩৭ মাখিবার, তরু ।

৩৮ হৃদয়, তরু ; বুকের, ২২২ ।

৩৯ পড়িয়া, তরু । ৪০ নিন্দ, তরু, ২২২ ।

৪১-৪১ সুখ জে পাইল, ২২২ ।

৪২ বাদ, তরু, পসং । ৪৩ গেল, ঐ ।

৪৪-৪৪ কতেক, ২২২ । ৪৫ জে আনিত, ঐ ।

৪৬ হাসিলা, ঐ ।

৪৭-৪৭ ইহা জে না হয়ে, আর যে চাহিয়ে, ঐ ।

৪৮ তোমার, তরু, ২২২ । ৪৯ না, তরু, পসং ।

৫০ কি, ঐ । ৫১ কি সে, ২২২ ।

৫২ ইহার পরে ৪ পঙ্ক্তি ২২২ পুথিতে নাই ।

৫৩-৫৩ নিশ্চয় কহিল বাণী, পসং ;

৫৪-৫৪ বেতানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে, বড় ধন আছে
সেহ, তরু ।

৫৫-৫৫ যোরে রূপা করি, ২২২ ।

৫৬-৫৬ বসন উখারি, ঐ ।

৫৭-৫৭ সেই ধন যোরে দে, ঐ ।

৫৮ আমলকি, ২২২ ।

৫৯-৫৯ জীবন যৌবন, তরু, পসং ।

৬০ কাম, ২২২ । ৬১ বাদ, তরু, পসং ।

৬২-৬২ রাখহ, পসং ; বাচহ কেমনে, ২২২ ।

৬৩-৬৩ ধল সে লাগিল যোরে, ২২২ ।

৬৪-৬৪ পরের নারী, আশা যে করি, তরু, পসং ।

১১ কিরয়ে, পসং ।

১১-১১ দেখেছ কোন বা, ২৯২ ।

১১ বা, তরু, পসং । ১১ সৌপে, পসং ।

১১ যে প্রাণে, ঐ ; সে প্রাণে, তরু ।

পদটি পদকল্পতরুতে বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত
হইয়াছে ।

পঙ—৩। চূয়া—ধুনা চোয়ান স্মগন্ধ নির্ঘাস।
আমলা—আমলকী ! বর্জন—উদ্বর্তন, বাটা, যাহা পেষণ
করা হইয়াছে !

৫। কেশর—কেশরাজ, কেশরঞ্জন, কেশ রঞ্জিত করে
বলিয়া। যাবক—অলঙ্কর, আলতা। দ্রাবক—নির্ঘাস।

৬। বেণা—(সং—বীরণ) প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ। জড়—
(সং—জটা) শিকড়, মূল ।

৭। সোন্ধা—স্মগন্ধ ।

৮। মুধা—(সং—মুস্তক) প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষ ।

৯। থালি—স্থালী, বিস্তৃতমুখ পাত্রবিশেষ ।

২১। চুবক—চূড়া !

৩৭। আগরী—আকুলাইত, বিবশ ।

৪৫। বট—কড়ি ।

৫৫। উবারিয়া—উদয়াটিত করিয়া, খুলিয়া। পরবর্তী
অংশের টীকা পদকল্পতরুতে দ্রষ্টব্য ।

[৫২৭]

বিভাষ ১

শ্যাম কহে “শুন, রাই ২ বিনোদিনী,
তুলিয়া ৩ বদন ৩ চাহ ।

হরস ৩ বদন ৩ যাই ৬ নিরখিয়া, ৬
আমারে বিদায় ৬ দেহ ১ ॥”

এ বোল শুনিয়া ৬ বকভানুসূতা ৬
শোকেতে ১০ আকুল ১০ অঙ্গ ।

“আর কি এমন ১১ হইব ১২ সূদিন ১২
করিব রসের রঙ্গ ॥”

গদ গদ বোলে প্রেমে ১০ ছল ছলে ১০

কহে বিনোদিনী রাধে ১০ ।

“কি ১০ আর বলিব ১০ তোমার চরণে
বিধাতা ১০ লাগিল বাদে ১০ ॥

পলকে ১০ প্রলয় না হেরিলে নয় ১০
কি ১০ বলিব মুখে বাণী ১০ ।

বলহ আমারে কি বোল বলিব
কহিতে নাহিক জানি ॥

তোমা হেন ধন অমূল্য ১০ রতন ১০
সদাই বেড়িয়া থাকি ।

তাহে যেতে চাহ— নিষ্ঠুর ২০ বচন ২০
শুনহ কমলআঁখি ॥”

তুরিতে গমন করিলা তখন
শ্যাম সূনাগর রায় ।

ঐছন পিরিতি— করে ২০ গতাগতি—
দীন ২২ চণ্ডীদাসে গায় ॥

নী—৯৩ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪ ।

১ বাদ, ২৮৯, ২৯৭ ; রাগ, ৩৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ।

২ রাধা, ২৩৯৪, ২৯৭

৩-৩ তুলিএ বদন, ২৮৯ ; তুলিয়া বদনে, পসং ; বদন
তুলিয়া, ২৯৭ ; মোর নিবেদন, ২৯২, ২৯৫

৪-৪ সরস বদনে, পসং ; বদনে, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪,
২৯৭

৫ হাসি, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং ; শুহাসী, ২৯৭

৬ নিরখিএ, ২৮৯, ২৩৯৪

৭-১ জাইতে কহ, ২৮৯

৮ সূনিএ, ২৮৯ ; গুনিতে, পসং ; বলিতে, ২৯৫,

২৩৯৪

৯ বৃসভানু, ২৮৯ ; ষুতে, ২৯৫, ২৩৯৪

১০-১০ পুলক স্বেদ, পসং ; পুলকে বিচ্ছেদ, ২৮৯, ২৯২ ;
পুলকে প্রমদ, ২৯৫, ২৩৯৪

১১ সূজন, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪, পসং ; তোমার, ২৯৭

১২-১২ গুনিব বচন, ২৯২, পসং ; সূনিব, ২৯৫, ২৩৯৪ ;
গুনিব গান, ২৯৭

১৩-১০ প্রেম শোকানলে, ২৯৭; অতি প্রেম ছলে, পসং,
২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪

১১ রাধা, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

১৫-১৫ কি বলিব আমি, পসং, ২৮৯, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪

১৬-১০ সকলি হইল বাধা, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪, ২৯২
(°বাধে); সকলি গোচর আছে ২৮৯

১৭-১৭ মুখে না নিঃস্বরে তোমারে বলিতে, পসং, ২৯২
(°জাইতে) এবং ২৯৫ ও ২৩৯৪; মুখে নাহি স্বরে
তোমারে জাইতে, ২৯৭

১৮-১৮ °বল বানি, ২৮৯; °আমি বাণী, পসং; কি বোল
বলিব আমি, ২৯২; কি বল্যা বলিব আমি, ২৯৭

১৯-১৯ ছাড়িব কেমনে, ২৯৭

২০-২০ কি হবে উপায়, ২৮৯; নিজ বশ নহ, পসং;
হেন কথা কহ, ২৯৫. ২৩৯৪; নিজবাস ঘর, ২৯৭

২১ করি, পসং, ২৯৫, ২৩৯৪

২২ ছিজ, পসং, ২৯২, ২৯৭

শ্রুতব্য:—এই পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে,
সন্তোগের পর শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন।
শেষ দুই পঙ্ক্তিতে কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এইরূপ
যাতায়াত বর্ণনা করিয়া তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন।
অতএব সঙ্কেত, সন্তোগ ও বিদায় বর্ণনা করিয়া যে গৌণ-
রাসের পালা রচিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যাইতেছে।
ইহা লক্ষ্য করিয়া আশ্রয় সন্তোগের পরে এক একটি
বিদায়ের পদ স্থাপন করিয়াছি।

বাজিকর-বেশে মিলন

[৫২৮]

তুড়ি °

বন্ধুর ° পিরিতি কৃহকের রীতি

সকলি মিছাই রঙ্গ।

দড়াদড়ি লয়ে ° গ্রামেতে ফিরয়ে °

হরিণী ° করিয়া ° সঙ্গ ॥

সই, কাশু বড় ° জানে ° বাজি।

বাঁশ ° বংশী ধরি ° মদন সঙ্গে করি °

ঢোলক ঢালক সাজি ॥ ধ্রু °°

মদন-ঢুলিয়া °° বেড়ায় °° ফিরিয়া °°

যুবতী সাহির করে।

দুইটি গুটিয়া °° ফেলয়ে °° লুফিয়া °°

বুকের উপরে ধরে °° ॥

ধীরে ধীরে যায় ভঙ্গী করে চায় °°

রঙ্গ দেখে সব লোকে।

দড়া °° দড়ি পায় ঝাট উঠে তায় °°

থাকি থাকি দেই ঝোকে ॥ °°

পুরাটি আনিয়া ডিমটি খুলিয়া

দেখায় বাহাকে তাকে।

উড়াইয়া দিয়া পুরাটি ঝারিয়া

ঝুলির ভিতরে রাখে ॥

মুকুতা °° প্রবাল উগারে সকল

আর বহুমূল্য হারা।

একবার আসি উগারয়ে বাঁশী °°

নাচিয়া বেড়ায় ফিরা ॥

কতক্ষণ বই বাঁশ °° হাতে লই

যুবতী হিয়ায় গাড়ে °° ।

জাপ্তে জাপ্ত °° দিয়া পায়েতে ছাঁদিয়া

বাঁশের °° উপরে চড়ে °° ॥

ভাটয়া °° উপরে ঝুলিয়া সে °° পড়ে °°

চুময়ে °° যুবতী-মুখে।

মুখে মুখ দিয়া নেয় °° গুয়া খুঁয়া °°

ঝুরিয়া বেড়ায় °° মুখে ॥

এ °° মদ-মদন °° জানিয়া তখন °°

তারে °° ডাকে আঁধি ঠারে।

মোর °° মনহিত °° নহে কদাচিত

ফুকরি °° ডাকয়ে °° তারে ॥

লোকে নহে রাজি কেমন এ * * বাজি * *
রমণী ভুলাবার তরে ।

চণ্ডীদাসে * * কহে * * বাজি মিছা নহে * *
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥

নী—৭২ ; বিপু—২৯১, ২৯২ ।

১ বাদ, ২৯১, ২৯২ ; ২৯২ সং পৃথিতে প্রথমতঃ

“অর্থ সম্ভোগ” তৎপর “বাজিকর” লিখিয়া পদটি আরম্ভ
করা হইয়াছে ।

২ কানুর, পসং

৩ লঞা, ২৯১ ; লইয়া, ২৯২

৪ চড়িঞা, ২৯১ ; চড়িয়া, ২৯২, চড়িয়ে, পসং

৫ ফিরয়ে, পসং

৬ করিয়ে, পসং ; লইয়া, ২৯২

৭-১ জানে বড়, ২৯২

৮-৫ বাশ বংশীধারী, পসং (পাঠান্তর)

৯ চড়ি, ২৯১

১০ বাদ, পসং, ২৯১

১১ ঘুরিয়া, পসং (পাঠান্তর)

১২-১২ বেড়াএ ফিরিয়া, ২৯১ ; ফিরয়ে বাজায়া, ২৯২

১৩ গুটিকা, পসং ; সে গুয়া, ২৯২

১৪-১৪ ফেলাএ লুটিয়া, ২৯১ ; লুকিয়া ফেলায়ে, পসং

১৫ ইহার পরের আট পঙ্ক্তি ২৯১ পৃথিতে নাই

১৬ ভায়, পসং

১৭-১৭ দাড়ায়ে পায়, উঠয়ে তাহে, পসং

১৮ ইহার পর চারি পঙ্ক্তি ২৯২ পৃথিতে নাই
মসটিয়া মাটি, লাগায় নিন্দাটি, স্ত ত বাহির করে নাকে, পসং
(পাঠান্তর)

১৯ দস্ত, ২৯১ ; এ দস্ত, ২৯২

২০ রাশি, পসং

২১ বাশি, ২৯১

২২ পাড়ে, পসং (পাঠান্তর)

২৩ জাঙ্গে, পসং

২৪-২৪ রাইএর আঙ্গিনায় পড়ে, পসং

২৫ বাশের, পসং ; চড়িয়া, ২৯১, পসং (পাঠান্তর)

২৬ পড়য়ে, পসং, ঐ (পাঠান্তর), ২৯১

২৭ হেলিয়া, পসং ; চুধই, ঐ (পাঠান্তর) ; ছোড়এ,
২৯১

২৮-২৮ নেছে গুয়া দিয়া, পসং ; পান গুয়া নিয়া, ঐ
(পাঠান্তর) ; লয়ে গুয়া দিয়া, ২৯২

২৯ বুলয়ে, পসং

৩০-৩০ এ * * এখানে কদন, ২৯১ ; তখনে, ২৯২

৩১ কদন, পসং ; মদন. ২৯১

৩২ তাকে, ২৯২ ; ডাকএ, ২৯১

৩৩ আমার, ২৯১

৩৪ মনোহিত, পসং ; মোনহিত, ২৯১

৩৫ ফুকায়ী, পসং ; ফুকয়া, ২৯১

৩৬ বলএ, ২৯১

৩৭-৩৭ করহ° ২৯১ ; সে°, ২৯২

৩৮ চণ্ডীদাস, পসং

৩৯ কয়, পসং, ২৯১

৪০ নয়, পসং, ২৯১

টীকা

পঙ্-৬। মদন সঙ্গে করি—কৃষ্ণের রূপে সকলে মোহিত
হয় বলিয়া, যেহেতু তিনি “সাক্ষাৎ মন্থ-মন্থ।” অথবা
মদন নামক ঢুলী।

১৬-১৯। সং—পুটক হইতে পুরা, আবরণ ছারা
মোড়া দ্রব্য। ডিম—অভাস্তরস্থ ডিম্বাকৃতি বস্তুবিশেষ।
উড়াইয়া দিয়া—হস্তকৌশলে অদৃশ্য করিয়া।

[৫২৯]

কাঁমোদ

নামিয়া ২ আসিয়া বাসিল ৩ হাসিয়া ৪

কহে ৫ যে— “বেতন দেও ৬।”

বেতনের কালে হাত দিয়া ৭ গালে ৮

সকল যুবতী কয় ॥

“সই,° বাজিকরে °° নিবে কি °° ।

যত কিছু দিয়ে কিছুই °° না লয়ে °°
বলে °°—“আমার যোগ্য°° কি ॥ ক্র°° ॥

এই °° মনে করি °° দেহ কুচগরি
আর °° তব মুখ °°-সুধা ।

আর এক হয় মোর মনে লয়
তাহা মোরে °° দেহ °° জুদা ॥”

সুন্দরীর °° গণে °° বুঝিল °° মরমে °°—
“ইহার গ্রাহক তুমি ।

টীটের টীটানি খেতের মিঠানি
সকলি জানি °° যে আমি ॥”

চণ্ডীদাসে কয়-- তবে যে °° না হয়
জানি °° এ চতুরপণা °° ।

বুঝিলে °° না বুঝে °° কহিলে না সুঝে °°
তাহারে বলি °° যে কাণা ॥

নী-৭৩; বিপু—২১১, ২১২

- | | |
|-----------------|----------------|
| ১ বাদ, ২১১, ২১২ | ২ নামিল, ২১২ |
| ৩ বলিল, ২১১ | ৪ আসিয়া, পসং |
| ৫ বলে, ২১১ | ৬ দায়, পসং |
| ৭ দেয়, ২১২ | ৮ গলে, ২১১ |
| ৯ হেগো, ২১১ | ১০ বাজিকর, পসং |
| ১১ সে কি, ২১১ | |

১২-১২ কিছু নাহি লয়ে, ২১২; °নিয়ে, পসং

১৩-১৩ আমার জোগান, ২১১; বলে মোর, °পসং

১৪ বাদ, পসং, ২১১

১৫-১৫ মুঞি মনে°, ২১২; কোবল করে, ১১১

১৬-১৬ দোশর মুখের, ২১১, ২১২

১৭-১৭ দিবে পাছে, ২১১

১৮-১৮ বুঝিগণে, ২১১; সুন্দরীগণে, পসং

১৯-১৯ বুঝিআ মনে, ২১১; °মনে, পসং

২০ বুঝিছ, ২১১

২১ কি, ২১১; কে, পসং

২২ বুঝি, ২১১ ২৩ মনা, ২১২

২১ বুঝালে, পসং; °নামে, ২১১

২২ শুনে, ২১১ ২৩ বলে, ঐ

২৪-২৪ কহি, ২১২; বলিব, ২১১

পঙ—১-২। অভিনয়শেষে কৃষ্ণ বীশ হইতে নাশিয়া
পুরস্কার চাহিলেন ।

১১। জুদা—(আ°—জিয়াদ) জিয়াদা, অভিরিক্ত ।

মালিনী বেশে মিলন

[৫৩০]

সুহিনী

একদিন মনে রভস-কাজ ।

মালিনী হইলা ° রসিকরাজ ॥

ফুল-মালা গাঁথি বুলাই ° হাতে ।

“কে নিবে কে নিবে”—ফুকরে ° পথে ॥

তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী ।

রাই কহে- “কত লইবে কড়ি ॥”

মালিনী ° লইয়া নিভূতে বসি ।

মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥

মালিনী কহয়ে—“সাজাই আগে ।

পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥”

এত কহি মালা পরায় গলে ।

বদন চুম্বন করিল ° ছলে ॥

বুঝিয়া নাগরা ধরিলা ° করে ।

“এত টীটপণা আসিয়া ঘরে ॥”

নাগর কহয়ে—“নহি যে পর ।”

চণ্ডীদাস কহে—“কি কর ডর ॥

নী-৭৬; তরু—৬৩১

১ হৈলা, পসং

২ বুলায়ে, পসং

- ফুকারে, পসং
- মালানী, তরু ; এইরূপ পূর্বে এবং পরেও
- করমে, তরু
- ধরিল, পসং

দ্রষ্টব্য :—এই পালার এই একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী সঙ্কেত, এবং পরবর্তী সম্বোধন ও বিদায়ের পদ পাওয়া যায় নাই।

—

চিকিৎসকরূপে মিলন

[৫৩১]

ভাটিয়ারা ১

“গোকুল-নগরে ফিরি ২ ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা ১ করি।
যে ১ রোগ যাহার দেখি একবার
ভাল যে করিতে পারি ১ ॥
শিরে শিরশূল পিরিতে ১ বাউল
জর জ্বালা ১ যে রোগীর।
আঁখি নাহি মেলে অন্তরে ১ যে জ্বলে ১
তাহারে পিয়াই নীর ১ ॥
কে ১ বলয়ে কাস্ত ১ ধমস্তরি।
নাহি জানে বিধি হেন ১ মহোষধি ১
পিয়াইলে যায় জরি ॥” ১ ॥ ১ ॥
একজন তথা শুনিয়া ১১ সে ১১ কথা
কহিল রাধার ১২ কাছে।—
“ঔষধি খাও ভাল যে হও
বট ১১ দিও ১১ তবে পাছে ॥”

পরের মুখে শুনিয়া স্মৃখে
হরষিত হৈল মন।
বলে যে—“যাইয়া আনহ ডাকিয়া ১১
দেখি সে ১১ কেমন জন ॥”
এ ১১ কথা শুনিয়া বাহির হইয়া
বলে সেই সখী ধাই ১১ ।
“আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই ॥”
শুনিয়া ১১ নাগরে ভাসিলা সাগরে
আপন মনেতে খুসি ১১ ।
“এই বাড়ী হৈতে আসি ১১ যে ১১ তুরিতে
এখানে ১১ থাকহ ১১ বসি ॥”
সাজ যে সাজিতে চলিলা তুরিতে ১১
বেজার ১১ হইয়া মনে ১১ ।
চণ্ডীদাসে ১১ কয় ধাতুজ্ঞান হয়
তবে সে চিকিৎসা জানে ১১ ॥

না-১১ ; তরু-৬৪৪ ; বিপু-২২২

১ বাদ, ২২২ ; কিন্তু এই পুথিতে এই পদের পূর্বে
“চিকিৎসক রূপ” লিখিত আছে
২ প্রাতি, তরু ১ চিকিৎসা, তরু
১-১ থাকে রোগিগণ, জার জে বেদন, সব রোগ ভাল
করি, ২২২
১-১ পীরিত্তির জর, হয়ে থাকে, পসং, তরু
১-১ বচন না চলে, তরু (“আঁখি নাহি মেলে” ইহার
পূর্বে সন্নিবিষ্ট)
১ ইহার পরে ১১ পঙ্ক্তি তরুতে নাই
১ কেবল একান্ত, পসং, তরু (পাঠান্তর)
২-১ এমন ঔষধি, পসং ; এমন, তরু (ঐ)
১০ বাদ, পসং, তরু (ঐ)
১১-১১ স্মিলিল যে, ২২২ ১ স্মিলিলে এ, তরু (ঐ)
১২ রাধিকা, ২২২ ; রাইর, তরু (ঐ)
১৩-১৩ দিহ তাহে, তরু (ঐ) ; বা দিহ, ২২২ । এই
২ পঙ্ক্তি নীতে পূর্বে আছে
১১ যাইয়া, পসং, তরু (ঐ) ১১ জে, ২২২

১০-১০ বাহির হইয়া বোলএ চাহিয়া কেমনে গেলাবে ভাই, তরু (ঐ), ২২২ (°কোথা কে গেলে হে ভাই); °কহে এক সখী,° তরু

১১-১১ বাদ, তরু

১৮-১৮ আসিছি, তরু; আসিএ, তরু (ঐ)

১২-১২ এইখানে রহ, ২২২, তরু (ঐ); কহে হেথা থাক, তরু

২০ নিভূতে, তরু

২১-২১ ব্যাজ যে হইলা,° পসং; হইবে°, তরু (ঐ); মনের হরিষে ভাসি, তরু; চণ্ডীদাস কহে হাসি, তরু (বট)

২২-২২ বাদ, তরু। কিন্তু তাহার পরিবর্তে তরুতে “আপন বসন ঘুচাঞা তখন” ইত্যাদি পরবর্তী পদটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পঙ্-২-১০। কান্ত—প্রিয়। ধনস্তরি সর্করোগহর বলিয়া রোগীর প্রিয়। অতএব “কান্ত” শব্দ ধনস্তরির বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে অর্থ হয়—ধনস্তরি যে সর্করোগহর (অতএব রোগীর প্রিয়) তাহা কে বলে অর্থাৎ তাহা সত্য নহে, কাবণ কি মহৌষধ খাওয়াইলে এই প্রেমজ্বর দূরীভূত হয় এইরূপ ব্যবস্থা তিনি অবগত নহেন। এখানে “বিধি” অর্থে ব্যবস্থা। “কেবল একান্ত ধনস্তরি” পাঠ গ্রহণ করিলে এই অর্থ করা যাইতে পারে—“আমি নিশ্চয়ই ধনস্তরিতুল্য চিকিৎসক, অতএব সর্করোগহর। স্বয়ং বিধাতাও জানেন না, কি ঔষধ খাওয়াইলে এই প্রেমজ্বর দূরীভূত হয়, কিন্তু আমি জানি।” এখানে বিধি অর্থে বিধাতা, একান্ত নিশ্চিতার্থে। রাধার বিরহদশা বর্ণনা করিয়া এক সখী কবকে বলিতেছেন—“আমি তোমাকে ধনস্তরি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, যাহাতে প্রিয়সখী রোগ উপশম হয় এমত কোন মহৌষধ প্রদান কর” (উজ্জল°, ২৪১ পৃ:)।

১৫। বট=কড়ি, মূল্য। অল্পত্র—

“বটের ভিথারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও”

২৬-২৭। হঁহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

২৮-৩১। বেজার=বিমর্ষ। এখনও পূর্ববঙ্গে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে চিন্তায়ুক্ত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কি রকম বেশ পরিধান করিয়া কি ভাবে রাধার

সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাই ভাবনার বিষয়। এইজন্য ভণিতায় চণ্ডীদাস নাগরকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি ধাতু জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসা করা যায় না। ব্যাজ যে হইবে মনে—এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হয়—পাছে গোণ হয়, এই ভয়ে শীঘ্র সাক্ষিতে চলিলেন।

[৫৩২]

ভাটিয়ারী °

আপন বসন ° ঘুচাই ° তখন
লেপায়ে ° কেশর ° মাটি।
তকল্লবি ° ছান্দে বসন পিন্ধে
রঙ্গে ° যে ° চলয়ে হাটি ॥
মনোহর ° ঝুলি কান্ধে।
তাহার ভিতর শিকড় নিকর °
যতন করিয়া বান্ধে ॥ ৫৩ ° ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক °° সাজে °°
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচাই °° বসন °°
“রোগ যে ইহার সাজে °°
বাম হাতে ধরি অঙ্গুলি °° মুড়ি °°
দেখে °° ধাতু কিবা °° বয়।
“পিরিতের °° রসে জারিয়াছে বিশেষ °°
পরাণ রহে না °° রয় ॥”
হাসিয়া নাগরী উঠে অল্প মোড়ি—
“ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে °° ছুটে °° ॥”

“ঔষধ যে ১১ হয় মনে করি ভয়

এখনি ২০ খাওয়াইয়া যেতাম ২০ ।

ভাল যে ১১ হইত জ্বর যে ২২ যাইত

যদি সে সময় পেতাম ২০ ৥”

তখন নাগরী বুঝিলা ২০ চাতুরী

টীট সে ২০ নাগররাজ ।

বাস্তুলী ২০ নিকটে ২০ চণ্ডীদাস রটে

এমন ২০ কাহার ২০ কাজ ॥ ১০৭৩ ॥

নৌ-৭৮ ; তরু-৬৪৪ ; বিপু-২২২ ।

১ বাদ, তরু (পসং), ২২২ ।

২ বরণ, পসং ।

৩ ঘুচাঞা, তরু ; ঘুচান, পসং ।

৪ লেপেন, পসং ; লেপন, ২২২ ।

৫ কেশেতে, পসং ।

৬ তকলুক, তরু (বট) ; মিছা সে, ২২২ ।

৭-১ সঙ্গ, তরু ; সঙ্গতে, ২২২ ।

৮ বড় মনোহর, ২২২ ।

৯ মিকড়, পসং ; নিকড়, ২২২ ।

১০ বাদ, পসং, ২২২ ।

১১ চিকিছক, তরু (পসং) ; চিকিছ্ছার, তরু (বট) ।

১২ কাজে, তরু (বট) ।

১৩ ঘুচায়ে, পসং ; ঘুচাঞা, তরু ।

১৪-১৪ মোড়িয়া অঙ্গুলি, ২২২ ; মোড়ি, পসং ।

১৫-১৫ ধাতু সে কেমনে, ২২২ ।

১৬-১৬ পিরিত্তি বিষে, জার্যাছে ইহারে, তরু (পসং) ;

পিরিত্তির বিষে, জেরেছে ইহারে, তরু (বট) ; পিরিত্তির

বিষে, ইহারে জারিছে, ২২২ ।

১৭ কিনা, তরু (বট), ২২২ ।

১৮-১৮ কিসে বা টুটে, পসং ।

১৯ বাদ, তরু (পসং) ; সে, ২২২ ।

২০-২০ এখনে জাল সে হয়ে, ২২২ ; যাইতাম, তরু (পসং)

২১ সে, পসং । ২২ সে, তরু (বট), ২২২ ।

২৩ পাইতাম, তরু, পসং ; পাইয়ে, ২২২ ।

২৪ বুঝিল, পসং, ২২২ ।

২৫ বাদ, তরু, পসং ।

২৬-২৬ বাস্থলির তটে, ২২২ ।

২৭-২৭ নহিলে যেমন, ২২২ ।

টীকা

পঙ-২ । কেশর মাটা—“কুহুম-সংযুক্ত রেখি মাটা”, তরু ।

৩ । তকলুবি ছন্দে—আড়ম্বরপূর্ণ ভঙ্গীতে, তরু ।

৪ । রঙ্গে—আনন্দের সহিত ।

১৩ । বায়ুপিত্তকফাদি ধাতুর গতি কিরূপ ।

দ্রষ্টব্য :—উপরে দুইটি পদ তরুতে একই পদে সন্নিবিষ্ট

হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জ ইহাদিগকে পৃথক্ ভাবে পাওয়া যায় । পূর্ববর্তী পদে যে ভণিতা রহিয়াছে তাহা তরুতে নাই । যদি দুইটি পৃথক্ পদের সমবায়ে তরুর পদটি গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সংগ্রহকার প্রথম পদের ভণিতাটি বাদ দিয়াছেন । আর যদি একটি পদ হইতে পরবর্তী কালে দুইটি পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম পদের ভণিতাটি পরবর্তী বোজনা মাত্র : অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই পদদ্বয়ের ভণিতায় গোচরমাল রহিয়াছে । এই জন্মই দ্বিতীয় পদের ভণিতায় “বাস্তুলী”র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । পাঠান্তরে “বাস্তুলির তটে” আছে । ইহাও কৃত্রিমতার সাক্ষ্য প্রদান করে ।

বাদিয়ার বেশে মিলন

[৫৩৩]

বরাড়ী ১

বাদিয়ার বেশ ধরি বেড়ায় ২ সে বাড়ী বাড়ী ২

উত্তরিলে ৩ ভামুর মহলে ।

খুলি ৩ হাঁড়ীর ৩ ঢাকুনি বাহির করে সাপিনী

এক ১ সাপ লইলেক ১ গলে ॥

বিষহরি বলি * দেয় * কর * ।
 শুনিয়া যতেক বাল্য দেখিতে * আইল খেলা *
 খেলাইছে মাল * পুরন্দর ॥
 সাপিনীয়ে দেয় থাবা * নাগিনী * যে হয় কোপা *
 দস্ত * করি উঠে ধরি * ফণা ।
 অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় সাপিনী * দেখিতে পায় *
 ছুঁয়ে * যায় বাদিয়ার * দাপনা ॥
 খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
 কহে—“তুমি থাক কোন্ স্থানে * ।”
 “ধাকি * বনের ভিতরে * নাগ দমম বলে মোরে
 মোর নাম জানে সব * জনে ॥
 বসন * ভিখের * তরে আইলু * তোমার * ঘরে
 কৃপা * করি দেহত * আপনি ।
 টেড়া * বস্ত্র নাহি লব * ভাল * একখানি পাব *
 ভাল বেসে * দেহ অঙ্গের * খানি ॥”
 “বটের * ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও
 নাহিলে শোভিতে * চায় * বটে ।
 বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
 ফিরিয়া * বেড়াও নদীতটে ॥”
 “তোমার * বস্ত্র শিরে ধরি আনন্দিত হব বড় *
 মনে * মোর হবে বড় * সুখ ।
 তোমা * অঙ্গ পরশিতে সুখ হয় মোর চিতে *
 তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥”
 “চুপ করি * থাক বেদে * বা পাও তা লও সেধে *
 ভরমে ভরমে বাও * ঘরে ।”
 “চুরি দারি নাহি করি ভিখ * মাগি * পেট ভরি
 আমি ভয় করিব কাহারে ॥
 তোমা লয়া * করি ক্রোড়া মনে * কেন দেহ * পীড়া
 সুখী কর এই * দুখী * জনে ॥”
 বিজ্ঞ * চণ্ডীদাসে কহে * বাদীয়া যে * এহ নহে *
 মনে * বুঝে দেখহ আপনে * ॥

নী-৭০ ; তরু-৬৪৩ ; বিপু-২২২ ।
 * বাদ. ২২২ । * বেড়াইছে ঘড়াঘরি, ২২২ ।
 * আইলেন. পসং. তরু ।
 ৪-১ হাড়ি, পসং ; খোলে সাপের, ২২২ ।
 ৫-৫ তুলিয়া লইল এক, পসং ; লইয়া এক করিলেন,
 তরু ।
 * বলিয়া, ২২২ । * দেই, তরু ।
 * বর, ২২২ । * দেখে আসি সাপ খেলা, ২২২ ।
 * মনে, ২২২ । * খোষ, তরু ; খোবা, ২২২ ।
 * * * * * সাপিনার বাড়ে কোপ, তরু ; * হইয়া, ২২২ ।
 * * * * * দণ্ড, তরু ; উঠে দণ্ড ধরিয়া জে, ২২২ ।
 * * * * * নাগিনী ফিরিয়া চায়, পসং, তরু ।
 * * * * * ছোবে তবে বাদিয়া, ২২২ ; ছোয়ে যাই, তরু ।
 * * * * * খানে, ২২২ ।
 * * * * * অরণ্যতে থাকি ঘরে, ২২২ । * সর্ক, ২২২ ।
 * * * * * বস্ত্র মাগিবার, তরু ; * মাগিবার, পসং ।
 * * * * * আইলু, পসং ; * তোমাদের, তরু ; আইল, ২২২ ।
 * * * * * বস্ত্র দেহ আনিয়া, তরু ; তুমি বস্ত্র দেহত, ২২২ ।
 * * * * * ছিড়া, তরু । * নিব, ২২২ ।
 * * * * * ভাল সে সিরপা পাব, ২২২ ।
 * * * * * দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের, তরু ।
 * * * * * কড়ার, ২২২ ।
 * * * * * শোভিত নহে, তরু ; * চাহে, ২২২ ।
 * * * * * মদাই, পসং, তরু ।
 * * * * * * শিরে করি, ২২২ ; বাড়া কহে ধীরে ধীরে,
 তোমার বস্ত্র নিব শিরে, তরু ।
 * * * * * বহুত বাসিবে মনে, পসং ; * মোর হয়, ২২২ ।
 * * * * * তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে, তরু ;
 তোমার সঙ্গ করিতে, পসং ।
 * * * * * করে, পসং ; কর্যা, তরু ।
 * * * * * বাড়া, তরু ; বেড়া, ২২২ ।
 * * * * * সাধ্যা, তরু ; সেধ্যা, ২২২ । * * * * * যাহ, তরু ।
 * * * * * ভিক্ষা মেগে, পসং ; * করি, ২২২ ।
 * * * * * লয়ে, পসং ; লৈয়া, তরু ।
 * * * * * তুমি কেন মান, তরু ; * দাও, ২২২ ।

- ০১-০১ এ ছুথিয়া, তরু ; যে ছুথিয়া, ২২২ ।
 ০০ চণ্ডীদাসেতে, ২২২ । ০১ কয়, তরু, ২২২ ।
 ০২-০২ সে ইহো নয়, ২২২ ; এই নয়, তরু ।
 ০৩-০৩ বুঝিয়া দেখহ আপন মনে, তরু ।

টীকা

পঙ-১১। দাপনা—জাহুর উপরে উরুর পেশী
(শব্দকোষ) ।

১৪। নাগদমন—কালিয়নাগের দমনকারী বলিয়া,
সাধারণ অর্থে—সর্প বধ করিবার দক্ষতাম্পন্ন ।

২০-২১। তুমি কড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও, কিন্তু
তাহার পরিবর্তে আমার বহুমূল্য বস্ত্রখানা প্রার্থনা করিতেছ !
তুমি যদি বটের ভিখারী না হইতে তাহা হইলে তোমার
ইহা শোভা পাইত বটে ।

২২। তেনা—[সং-তন্ত্র (সূত্র), বা তীর্ণ (বিদীর্ণ)
হইতে] ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড অর্থে ।

২৯। ভরমে—সম্ভ্রমের সহিত । মানে মানে গয়ে
যাও ।

দ্রষ্টব্য :—পাঠান্তরে “ভিক্ষা” ভণিতা নাই ।

পসারীর বেশে

[৫৩৪]

বালা ধানশী ১ ।

গোকুল-নগরে ইন্দ্রপূজা করে
দেখিতে ২ আইল যত ৩ নারী ।
নগর ভিতরে কলরব ৪ করে ৫
নাগর ৬ হইল ৭ পসারী ৮ ॥

দোকান-দাকান মেলিলা ১ ৩খন ২
দেখিয়া গাহকীগণ ১ ।

কহয়ে ১ পসারী ২— “বহুদ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন ॥

মুকুতা প্রবাল মণিময় ২ মাল ৩
পৌতিক ১ ০ মণিক ১ ০ যত ।

বহুদিন হৈতে ১ ১ আনিল ১ ২ যতনে ১ ২
তোমাদের ১ ০ অভিমত ১ ০ ॥”

খস্তিকা পু তিয়া মুকুতা বুলায়া
কহে ১ ০ গাহকিনী ১ ০ আগে ।

শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি
দোকান নিকটে লাগে ॥

সুমধুর ১ ০ বাণী বলে সে দোকানী
“কিসের লইবে ছড়া ।

মুকুতার মাল লইবে যে ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়ি ॥”

শুনি ১ ০ নারীগণ ১ ০ বলয়ে বচন ১ ০
“গাহকী নহি যে মোরা ।”

“কিবা ভাগ্যে মেনে দেখেছ জনমে
এমন ধন যে তোরা ॥”

যুবতী রসাল নিল এক মাল
দিল এক সখী গলে ।

পরিমাণ হল আনন্দে ১ ৮ বসিল ১ ৮—
“কতেক লইবে” — বলে ॥

আর একজনে সাধ করি মনে
লইল সোনার সূঁচ ১ ১ ।

লইয়া ২ ০ সে ২ ০ যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল কুচ ॥

ফেরা ফিরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
কহে ২ ১—“মূল্য দেহ ২ ১ মোর ।”

সঘন ২ ২ বদন করয়ে চুম্বন
“এমতি কাজ সে তোরা ॥”

কাড়াকাড়ি ঘন ২০ না মানে বারণ ২০
 অরাজক হল পারা।
 যাহার যে ধন ২০ কাড়ি ২০ সেই জন
 রক্ষক হইবে কারা ॥
 ধোবিনী ২০ সঙ্গতি চণ্ডীদাস-গীতি
 রচিল আনন্দ বটে।
 দোকান-দোকান হৈল সমাধান
 সকলি গেল যে লুটে ॥

১০। পোতিক—ছোট মুক্তাকার বস্ত্রবিশেষ।
 ১৩। খস্তিকা—খনিজ হইতে ক্ষুদ্রার্থে।
 ২৩-২৪।—তোমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আজ এই সকল দ্রব্য
 দেখিতে পাইতেছ।
 ২৭। পরিমাণ হল—ওজন করা হইল।
 রক্ষক ও ধোবিনীর ভণিতাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। দীন
 চণ্ডীদাসের পদে এইরূপ ভণিতার ধারা পাওয়া যায় না।
 এই পদটি অতিশয় সন্দেহজনক।

নী-৭১; তরু-৬৪০; বিপু-২৯২

১ বাদ, ২৯২। ২ দেখি, পসং, তরু।

৩ যত্নক, পসং; বাদ, ২৯২।

৪-৪ মহা কলরব, পসং, তরু।

৫-৫ আনন্দে বসিল, ২৯২।

৬-৬ মিলি তত্তক্ষণ, ২৯২। ৭ গাহকগণে, ঐ।

৮-৮ আমার পশারে, ২৯২; ৯ পসারে, তরু।

১০ তাহে গাধি মলে, ২৯২।

১০-১০ পুতিকা মুকুর ঐ। ১১ মনে, পসং, তরু।

১২-১২ এত্নাছি তরীতে, ২৯২।

১৩-১৩ জেয়ার মনের মত, ঐ।

১৪-১৪ কহয়ে গাহকী, পসং; কয়, ২৯২।

১৫ মধুরস, ২৯২। ১৬-১৬ যুবতার গণে, ঐ।

১৭ বচনে, ঐ। ১৮-১৮ আনন্দ বাড়িল, পসং, তরু।

১৯ গোছ, ২৯২। ২০-২০ লই চলি, পসং, তরু।

২১-২১ বেতন দেহ জে, ২৯২। ২২ ঘন জে, ঐ।

২৩-২৩ করে, বসন না ছাড়ে, ঐ। ২৪ বন, পসং, তরু।

২৫ কাটে, ঐ। ২৬ রজক, পসং; রজকী, তরু।

টীকা

এই পদটি পরিষদের পদকল্পতরুতে বহু পাঠান্তরের
 সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

পঙ্-৪। পসারী—দোকানদার।

৬। গাহকীগণ—গ্রাহক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচনে।

গ্রহবিপ্র-বেশে

[৫৩৫]

ধানশী

শুনিয়া মালার কথা রসিক স্জজন।

গ্রহ-বিপ্রবেশে যান ভানুর ভবন ॥

পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরে ঘারে ঘারে।

উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে ॥

বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।

শ্যামল স্তন্দর লহ লহ করি হাসে ॥

বিপ্র কহে—“ঘর মোর হস্তিনানগর।

বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর ॥

প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।

তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে ॥”

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে—এই গ্রহাচার্য্য।

প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্ঘ্য ॥

তোমাদের মনেতে যে আছে সে বলিবে।

ইহারে জড়িয়ে ধর উত্তর পাইবে ॥

দ্রষ্টব্য:—আদি-অন্তহীন এই পদটিও সন্দেহজনক

[৫৩৬]

.....উপাসনার স্থান ।

রাধানাম দুই বর্ণ কেবল আমার মর্শ্ব
 তুমি সে রূপসী অনুপাম ॥
 তুমি নয়নের ভার তিলে কতবার হারা
 কেবল পরাণ সমতুল ।
 দেখিলে জুড়ায় আঁখি নহে বা মরিয়া থাকি
 তুমি সে আমার হ() মূল ॥
 তুমি সে ভজন মোর কে জানে মহিমা তোর
 এক মুখে কহিলে কি হয় ।
 তোমার তুলনা তুমি রমণীর শিরোমণি
 দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস কয় ॥ ১০৭৭ ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদ এবং পরবর্তী পদদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত । ৫৩৮ সং পদে দেখা যাইতেছে যে রাধা এবং গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইয়া রাত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন । এই পদে কৃষ্ণ রাধার প্রতি ভালবাসা জানাইয়াছেন, পরবর্তী পদে উভয়ের মিলন বর্ণিত হইয়াছে, এবং তৎপরবর্তী পদে রাধা ও গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রভাতে স্বপ্ন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন । পূর্ববর্তী পদগুলিতে রাধিকার গৃহে কৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে, অতএব চণ্ডীদাস যে গোণরাসে এই উভয় প্রকার মিলনই বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ।

[৫৩৭]

যতিশ্রী

☞ বামেতে বসিলা রাই অতি অনুপাম ।
 নীলমণি বেড়ে যেন বিজুরির দাম ॥

কনকর শিল মাঝে নীলের দাপুনি ।
 মেঘ ঘন উপি রহে যেমত দামিনী ॥
 বৃন্দাবন আলো করে দুহার ছটাতে ।
 দেখিয়া সকল জন হইল মোহিতে ॥
 বরজ রমণী তুলি কুসুম স্নগন্ধ ।
 বাছিয়া বিছায় শেষে ঝরে মকরন্দ ॥
 নিজ নিজ কুটির করয়ে ফুলসাজ ।
 মণি মন্দির শোভিছে তার মাঝ ॥
 বিচিত্র পালঙ্ক পরে সোনার তুলিচা ।
 সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ মালিচা ॥
 কুসুম চন্দন আর আতর গুলাল ।
 মৃগমদ সৌরভ উঠে যার ভাল ॥
 তথি পরি শুভলি পুতলী নব গুরি ।
 আনন্দ বেহার রসে কিশোর কিশোরী ॥
 মাতল মদন রসে চতুর মুরারি ।
 মদন আলস ভরে পড়ে শ্রমবারি ॥
 ঐছন করল কেলি শ্যাম মধুকর ।
 পঙ্কজ পাইল যেন পীরিতি ভ্রমর ॥
 তৈছন কুসুম (—) কানু বসিয়া ।
 ব্রজবধু-রসে মধু পিবই মাতিয়া ॥
 নাগর ময় কান ।
 ঐছন পীরিতি দীন চণ্ডীদাস গান ॥ ১০৭৮ ॥

[৫৩৮]

কানড়া সুই

ঐছন পীরিতি করিয়া এ রীতি
 নাগর রসিকবরে ।
 হরষ বদনে কহল বচনে
 প্রেমের পীরিতি শরে ॥

গুপথ পীরিতি করে নিতি নিতি
 কেহ সে নাহিক জানে ।
 মধুর মঞ্জরি করে.....
 পুড়িয়া কার স্থানে ॥
 “গেলা নিশাপতি হইল বিহান
 রহিতে উচিত নহে ।
 নব নব রামা তেজি গৃহধামা
 যাইতে উচিত হয়ে ॥
 গেলা চান্দ স্থানে হইল বিহানে
 শুনহ নাগর কান ।
 হরষে বিদায় কর যত্নরায়
 ইহাতে না কর আন ॥”
 সবারে কহল হরষ বদনে
 চলিতে গৃহের মাঝ ।
 এথা গোচারণে বালকের সনে
 চলিলা নাগর রাজ ॥

নিজ নিজ গৃহ করল পয়ান
 যতেক ব্রজের রামা ।
 গুরুজন কেহ নাহি জানে এহ
 গুপথ রসের প্রেমা ॥
 নিজ গৃহকাজে চলয়ে সবাই
 আপন গৃহের মাঝ ।
 কহে চণ্ডীদাস না হয় বেকত
 জানল কি রীতি কাজ ॥ ১০৭৯ ॥

১। সভারে—পুথির পাঠ।

ভ্রষ্টব্য :—পরবর্তী পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে,
 গৌণরাসের পালা এইখানেই শেষ হইয়াছে। তৎপর
 মহারাস।

মহারাস

প্রবেশিকা

পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতায় রাসলীলার মাত্র দুইটি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি “শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাত্তি”, এবং অপরটি “রমণীমোহন, বিলসিতে মন” ইত্যাদি। ইহারা রাসের প্রারম্ভসূচক পদ মাত্র। চণ্ডীদাস-রচিত রাসের অন্যান্য পদ পাওয়া না গেলে এই ধারণা করা অসম্ভব হইত না যে, চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটি পদই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদের সমবায়ে চণ্ডীদাস রাসের বৃহৎ পালা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস ঐরূপ কোন পালা হইতে রাসের দুইটি মাত্র পদ সংগ্রহ করিয়া পদকল্পতরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা ইহাই প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়।

১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নীলরতন বাবু একখানা প্রাচীন পুঁথি হইতে পালার আকারে রচিত রাসলীলার প্রায় ৭০টি পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমেই “রমণীমোহন, রমণী মোহিতে” ইত্যাদি পদটি রহিয়াছে। তারপর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুঁথিতেও ঐ পালাটি পাওয়া যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পুঁথির পদের সহিত নীলরতনবাবু কর্তৃক প্রকাশিত উক্ত পদগুলির পাঠের আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য

লক্ষিত হয়, এবং উভয় পুঁথিতেই প্রায় ৭০টি পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে ৭০ সংখ্যক পদের পরে “তথা” লিখিয়া পুঁথিখানা অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ পুঁথির আদর্শ পুঁথিতে আরও পদ ছিল, কিন্তু নকলকারী কোন কারণবশতঃ তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ পুঁথিতেও রাসের বর্ণনা নীলরতনবাবুর পুঁথির ন্যায় “রমণীমোহন, রমণী মোহিতে” ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, পদকল্পতরুতে রাসের যে দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নীলরতন বাবুর আদর্শ পুঁথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুঁথিতে নাই।

অপর পক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির ৩৭৬ সংখ্যক পত্রের ১০৮০ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, দীন চণ্ডীদাস গৌণরাসের পরে মহারাসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন (পরবর্তী ৫৩৯ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। তৎপর ঐ পুঁথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রটি পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী অর্থাৎ ৩৭৮ সংখ্যক পত্রে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত একটি পদের শেষের অংশ পাওয়া যাইতেছে। অতএব উক্ত পুঁথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রে ১০৮০ সংখ্যক পদের শেষ অংশ, ১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ ছিল।

আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, উক্ত ১০৮২ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত “রমণীমোহন বিলসিতে মন” ইত্যাদি (উক্ত গ্রন্থের ১২৯২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) পদের শেষের অংশ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে ইহার পূর্বের মাত্র একটি পদ পাওয়া যাইতেছে না, আর পদকল্পতরুতেও ইহার পূর্বেই (উক্ত গ্রন্থের ১২৯১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) “শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাত্তি” ইত্যাদি একটি মাত্র পদ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, এই পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ৩৭৭ সংখ্যক পত্রের ১০৮১ সংখ্যায় চিহ্নিত পদ ছিল, আর ইহারই পরবর্তী পদটি “রমণীমোহন, বিলসিতে মন” ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহারই শেষের অংশ ২৩৮৯ সং পুথিতে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। অতএব বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের রাসলীলার যে দুইটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা যে দীন চণ্ডীদাস-রচিত এই কাব্যগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, নীলরতনবাবু ১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে পুথি হইতে রাসলীলার পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহার সেই আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত উক্ত পদ দুইটি পাওয়া যায় না কেন, এবং এই পুথিবয়ে রাসলীলার প্রথম পদটি “রমণীমোহন, রমণী মোহিতে” ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছে কেন? প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (১৮৬/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আমরা বলিয়াছি যে, চণ্ডীদাস রাসলীলার দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে যে

তিনি রাসলীলার পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাত তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস ইত্যাদি, পরবর্তী ৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। প্রথম খণ্ডের অনেকগুলি পদেও রাসলীলার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

কানন-নিকুঞ্জে	করিলে কালিয়া
কামিনী সহিতে রাস।	
	২৪৩ সং পদ
উজাগর নিশি	উদিত এ বাসি
উপরে শুনি এ তান।	
উনমত হৈয়া	আইল ধাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ ॥	
	২৪৭ সং পদ
রাস অনুরাগে	রহত অন্তর
রমণী এতেক সয়।	
রাস অশুরাগে	যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয় ॥	
	২৬৯ সং পদ

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল উল্লেখের পূর্বেই একবার রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছিল। অতএব দীন চণ্ডীদাস রচিত রাসের দুইটি পালার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। এই দুইটি পালার প্রারম্ভ-সূচক পদগুলির সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। নীলরতনবাবুর আদর্শ পুথিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতে রাসলীলা “রমণীমোহন, রমণী মোহিতে” ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব একটি পালার প্রারম্ভ যে এই পদ হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির আলোচনায়

আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, আর একটি পালা “শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাত্রি” ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নীলরতনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯ সংখ্যক পুথি অথবা তাহার কোন অনুলিপি পান নাই, কাজেই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের ঐ পদ দুইটি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে ধারণা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এইজন্য রাসলীলার পালায় পদকল্পতরুর ঐ দুইটি পদ প্রথমে স্থাপন করিয়া, নিজের আদর্শ পুথির প্রথম পদটি তৃতীয় স্থানে সন্নিবিষ্ট করত তিনি পদাবলী সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন (পরিষৎ-সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার গ্রন্থে দুইটি পালার পদ একত্র সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সিদ্ধান্তই উপনীত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিতে উন্মত্ত হইয়া ব্রজগোপীরা বৃন্দাবনের দিকে কিরূপে ছুটিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা নী—৩৯৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়, যথা—কেহ শিশু ফেলিয়া, কেহ বা রন্ধন পরিত্যাগ করিয়াই শ্যামের সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু এই জাতীয় বর্ণনা পুনরায় নী—৪০২ সংখ্যক পদেও রহিয়াছে, যথা—“কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি” ইত্যাদি। নী—৩৯৩ সংখ্যক পদের শেষ ভাগে দেখা যায় যে গোপীরা বৃন্দাবনে গিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐ পালাতে নী—৩৯৯-৪১১ সংখ্যক পদগুলির (যাহাতে গৃহে বসিয়া গোপীগণের কথোপকথন, সাজসজ্জাদি বর্ণিত হইয়াছে) কোনই স্থান নাই। অতএব নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে যে দুইটি পালার পদগুলি একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হয়।

এই যে দুইটি পালার পদ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে ইহাদিগকে পৃথক করিবার কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৩৯ সংখ্যক পুথির ১০৭৯ সংখ্যক পদে (এই গ্রন্থের ৫৩৯ সংখ্যক পদে) কবি, বলিতেছেন—

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি ।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্ম রাত্রি হয় তথি ॥

কবি এখানে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি পূর্বেই রাসের আর একটি পালা রচনা করিয়া-ছিলেন। অধিকন্তু ঐ পালা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহারও সন্ধান তিনি এই উল্লেখ রাখিয়া গিয়াছেন। “পঞ্চ অধ্যায়ের” অর্থ রাস-পঞ্চাধ্যায়ের। ইহাতে দশমস্কন্ধের ঊনত্রিংশ হইতে ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাগবত-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মরাত্রি শব্দটিও উক্ত ত্রয়স্বিংশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে পাওয়া যায়, যথা—“ব্রহ্মরাত্র উপায়তে” ইত্যাদি (ভা, ১০।৩৩।৩৮)।

অর্থাৎ—রাসলীলা করিতে করিতে যখন নিশার অবসান হইয়া ব্রাহ্মমূর্ত্তকাল উপস্থিত হইল, তখন গোপীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতএব এই উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসের প্রারম্ভ হইতে গোপীগণের গৃহে গমন পর্য্যন্ত রাসলীলা প্রথম বা পূর্ববর্তী পালায় বর্ণনা করিয়া-ছিলেন। উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে আছে রাসবিহারার্থ গোপীগণের আগমন, কৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রতুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দান, গোপীগণের বিলাপ, কৃষ্ণের

আবির্ভাব ও বিহার ইত্যাদি। এই সকল ঘটনা প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া চণ্ডীদাস বলিতেছেন। প্রথম খণ্ডের একটি পদে রাস-লীলার উল্লেখ করিতে যাইয়া এক গোপী আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কাল।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা ॥
২৪৩ সং পদ

এই ঘটনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০।৩০।৩২-৩৫)। অতএব এই উল্লেখ হইতেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম খণ্ডই ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছিল। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে, এতদতিরিক্ত যে সকল ঘটনা নীলরতনবাবু কর্তৃক সংগৃহীত রাসলীলায় বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাই দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত। রাসকালীন শ্রীরাধার মান, এবং তাঁহার কৃষ্ণে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা ভাগবতে নাই, অথচ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের রাসলীলায় রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ই যে দ্বিতীয় পালায় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা কবির উক্তি হইতেই বুঝা যায়। অবশ্যই উভয় পালাতেই শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন, গোপীগণের অভিসার এবং উক্তি-প্রত্নুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি মূল ঘটনা বর্ণিত থাকিবে।

ভাগবত-বহির্ভূত রাসকালীন রাধার এই মানের পরিকল্পনার মূল কোথায় সেই সম্বন্ধেও ধারণা করা যাইতে পারে। বেণী-সংহার নাটকের মঙ্গলাচরণে নিম্নোক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসজ্জা রাসে
রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোহশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো
রাধিকাম্। ইত্যাদি

অর্থাৎ—কেলিকোপিত অশ্রু-কলুষিতমুখী শ্রীরাধা রাসবিষয়ে রস পরিত্যাগ করিয়া যমুনার পুলিন-সকলে গমন করিলে তদীয় পাদপ্রতিমায় পাদক্ষেপ করিয়া রোমাঞ্চিত ও দয়িতার প্রসন্নদৃষ্টি-দ্বারা অবলোকিত শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এই শ্লোকটি রূপগোপ্তামা কর্তৃক সংকলিত পণ্ডাবলীতে উদ্ধৃত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপীবেশ ধারণের উল্লেখও পণ্ডাবলীর একটি শ্লোকে পাওয়া যায় (বহরমপুর সং, ২৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গোপীবেশ ধারণ করিয়া রাধার মানভঞ্জনের উল্লেখ উজ্জলনৌলমণি গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি শ্লোকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—“কেয়ং শ্যামা ক্ষুরতি সরলে গোপকণ্ঠা কিমর্থম্” ইত্যাদি। এই সকল আদর্শ অবলম্বনে দীন চণ্ডীদাস পরবর্ত্তী রাসের পালা রচনা করিয়া থাকিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুইটি আদর্শ অবলম্বন করিয়া দীন চণ্ডীদাস রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন। এখন এই দুইটি পালার প্রারম্ভ এবং বর্ণনায় বিষয়-সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

প্রথম পালা (ভাগবতের আদর্শে রচিত) প্রথম পদ—“রমণীমোহন, রমণী মোহিতে” ইত্যাদি। তৎপর রাসের প্রাথমিক ঘটনা বর্ণিত হইবার পরে (পরবর্ত্তী পালার ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ইহা ভাগবত-বর্ণিত গোপীকে কাঁধে করিবার প্রসঙ্গাদিতে চলিয়া গিয়াছে (৬৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় পালা (প্রাচীন কাব্যাদি-বর্ণিত রাধার মানের আদর্শে রচিত)।

প্রথম পদ—“শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাত্তি” ইত্যাদি। ইহা পদকল্পতরুর ১২৯১ সংখ্যক পদ, নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯২ সংখ্যক পদ, এবং দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের (বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথির) ১০৮১ সংখ্যক পদ।

দ্বিতীয় পদ—“রমণীমোহন, বিলসিতে মন” ইত্যাদি। (তরু—১২৯২; নী—১৩; ২৩৮৯ সং পুথির ১০৮২ সং পদ)।

তৃতীয় পদ—“কোন সখী করে, বেশের বন্ধনে” ইত্যাদি (২৩৮৯ সং পুথির ১০৮৩ সং পদ)

তৎপর ইহা রাধার মানের প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া এই দুইটি পালা পৃথকভাবে এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

দুইটি পালার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে জানা যাইতেছে বলিয়া একটি দীন চণ্ডীদাসের, এবং অগ্ৰটি তথাকথিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত এইরূপ ধারণা করা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়। এইরূপ ধারণার প্রধান অন্তরায় দীন চণ্ডীদাসের উক্তি, যাহাতে কবি নিজেই বলিতেছেন যে, তিনি রাসের দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন (এই গ্রন্থের ৫৩৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তারপর “রমণীমোহন বিলসিতে মন” ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে দ্বিজ ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু এই পদটিই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহার ৪৮ পঙ্ক্তি পর্যন্ত উভয় আদর্শে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ইহার পরে আছে—

চমকিত হয়।
উঠিল জাগিয়া
বসন খসিয়া পড়ে।

চণ্ডীদাস কহে ডাকাতিয়া বাঁশী
পাইয়া তাহার চাড়ে ॥

এই চারি পঙ্ক্তির পরিবর্তে পদকল্পতরুতে দ্বিজ ভণিতাসহ ৮ পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (৫৪: সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিতে ইহা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছে, কিন্তু তরুতে ইহা সঙ্কলিত পদ মাত্র, এবং ইহার মূল যে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যে তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার পূর্বেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এখানে দ্বিজ ভণিতা (এই জাতীয় অগ্ৰাণ্ড ভণিতার গায়, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আরোপ মাত্র। তারপর নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের যে ১৩৪টি পদ রহিয়াছে তন্মধ্যে ৩৯৩, ৩৯৪, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৯, ৪৫৭, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮০ এবং ৫০৪ সংখ্যক ১২টি পদে দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যায়, আর ৪৬১, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯০, ৫১১, ৫১২, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৫ সংখ্যক ১৩টি পদে দীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। পালা হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম পালায় ৩৯৪ এবং ৪২৯ সংখ্যক পদে মাত্র দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, কিন্তু ইহার শেষের অংশে, অর্থাৎ ৫১১, ৫১২, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫২২, ৫২৩ এবং ৫২৫ সংখ্যক পদে (অর্থাৎ প্রায় সর্বত্রই) দীন ভণিতা পাওয়া যায়, কেবল মধ্যবর্তী ৫০৪ সংখ্যক একটি মাত্র পদে দ্বিজ ভণিতা দৃষ্ট হয়। আর দ্বিতীয় পালায় ৩৯৩ সংখ্যক পদে আছে দীন (পরিবর্তিত আকারে দ্বিজ), তৎপর ইহার ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৯, ৪৫৭, ৪৬৬, ৪৭৬, ৪৭৯ এবং ৪৮০ সংখ্যক ৮টি পদে আছে দ্বিজ, কিন্তু ৪৬১, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯০ সংখ্যক ৪টি পদে দীন

ভণিতা দৃষ্ট হয়, অথচ এই পালাটিরই প্রথম ভাগ বিশ্ববিজ্ঞানায়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তারপর একই পালার অন্তর্গত ৪৬১ সংখ্যক পদে দীন, ৪৬৬ সংখ্যক পদে দ্বিজ, ৪৭৯, ৪৮০ সংখ্যক পদে দ্বিজ, এবং ৪৮৩, ৪৮৪ সংখ্যক পদে দীন ভণিতা থাকার কোনই কারণ নাই। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া একটি পালার এক ঘটনা দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন, আর পরবর্তী ঘটনা দ্বিজ চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন, এইরূপ ধারণা নিতান্তই উদ্ভট বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দুই কবি মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া একই পালা রচনা করেন নাই, কিন্তু একই পালাতে দুই প্রকার ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে। দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের নিদর্শন, দুইটি পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কবির উক্তি, এবং ঐ দুই পালায় বর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ প্রভৃতি বিবেচনা করিলে ঐ সিদ্ধান্তই উপনীত হইতে হয় যে, দীন চণ্ডীদাসের পালাতেই স্থানে স্থানে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত রহিয়াছে। এইরূপ আরোপের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত “রমণীমোহন, বিলসিতে মন” ইত্যাদি পদের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডেও আমরা এইরূপ আরোপের অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। অতএব এখানেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পৃথক্ অন্তিহের ধারণা করা যাইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে কার্তিক মাসের অমাবস্তায় ইন্দ্রমথভঙ্গ, তৎপর শুরুপ্রতিপদে গোবর্দ্ধন মহোৎসব, দ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভোজন, তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা করিয়াছিলেন, এবং পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ বয়সে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে

সীতোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (ভা, ১০২৯১) শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। “নৃত্যগীতচুষ্ণনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তম্বয়ী বা ক্রীড়া” তাহাই রাস নামে অভিহিত হয় (ভা, ১০৩৩২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাকে মণ্ডলীনৃত্যও বলা যায়। রাসে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলীরূপে অবস্থিত ব্রজসুন্দরীগণের দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুই পার্শ্বে দুই দুই জনের গলদেশে একরূপে আলিঙ্গন করিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে স্ব স্ব নিকটস্থ, এবং ইনিই আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন (ভা, ১০৩৩৩)। এইরূপ মণ্ডলীবদ্ধ নৃত্য রাসের প্রকারভেদ মাত্র, কারণ ইহা ব্যতীতও বিবিধ প্রকারের রাস অনুষ্ঠিত হইতে পারে। গোবিন্দ-লালায়তে বর্ণিত হইয়াছে— “অরণ্যবিহার, মণ্ডলী-বন্ধনে ভ্রমণ ও নর্তন, লল্লীসক (স্ত্রীগণের মণ্ডলীনৃত্য), যুগ্মনৃত্য, তাণ্ডব (পুরুষ-নৃত্য), লাস্ত্র (স্ত্রী-নৃত্য), এবং একক নৃত্য, সখী-গণের রচিত প্রবন্ধ-গান, নৃত্য, রতি, পরিহাস ও জলকেলি ইত্যাদি বহুপ্রকার রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণ বিধান করিয়াছিলেন” (ঐ, ২২৬-৭)। এই পালাটিতেও কবি প্রথমতঃ রাধার মান বর্ণনা করিয়া তৎপর “শ্রীমতীর চূড়া বাঁধিয়া বংশীগীত-শিক্ষা (৫৯২ সং পদ), বংশীবাদন (৫৯৬ সং পদ), নিধুবনে কিশোরী রাজা (৬০৩ সং পদ), রাধা-কৃষ্ণের মিলন (৬০৮ সং পদ), এবং নবকুঞ্জর-লীলা (৬২৫ সং পদ) ইত্যাদি নানাভাবে রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রথম পালায় (যাহা এই পালার পরে স্থাপিত হইল) তিনি ভাগবতের অনুসরণে রাসের বর্ণনা করিয়াছেন, আর এই পালাতে অগ্ৰাণ্ড বিবিধ প্রকার রাসের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই পালাটি প্রথম পালার পরিশিষ্ট মাত্র।

দ্রষ্টব্য :—এই পালার পাঠান্তর ও টীকাতে যে সকল
সাক্ষেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা :—

নী এবং পসং = নীলরতনবাবু কর্তৃক সম্পাদিত
চণ্ডীদাসের পদাবলী ।

সা = ১৩০৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়
প্রকাশিত “চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী” ।

বি = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথি ।

তরু = সতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত পদকল্পতরু ।

উজ্জলনীলমণি, গোবিন্দলালামৃত, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি
গ্রন্থের উল্লেখে বহরমপুর সংস্করণ লক্ষিত হইয়াছে ।

মহারাস

[৫৩৯]

সুই সিদ্ধুড়া

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি ।

আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্মরাত্রি হয় তথি ॥

* * * * ১০৮০

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরবর্তী এক পত্র (২৩৮৯ সংখ্যক
পুথির) পাণ্ডয়া যায় নাই । তাহাতে এই পদের অবশিষ্টাংশ,
১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ
ছিল । পরবর্তী পদদ্বয় পদকল্পতরু হইতে সংগ্রহ করিয়া
ইহার পরে স্থাপন করা হইল । এই সম্বন্ধীয় আলোচনা
প্রবেশিকায় দ্রষ্টব্য ।

[৫৪০]

ধানশী

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজ্জর^১ সকল বন ।

মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ ॥

তরুকুল-ডাল^২ ফুল ভরি ভাল^৩
সৌরভে^৪ পুরিল তায় ।

দেখিয়া সে শোভা জগমনোলোভা
ভুলিলা^৫ নাগর রায় ॥

নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণিমাণিক্যেতে বাঁধা ।

ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছাঁদা ॥

চারিপাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি আঁটনি^৬ কত ।

তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটার
নিরমাণ শত শত ॥

নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা ।

অতি রম্যস্থল দেব^৭-অগোচর
কি কহিব তার আভা ॥

মাণিক্যের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মগুপ-ঘর ।

চণ্ডীদাস বলে^৮ অতি অপরূপ
নাহিকু তাহার^৯ পর ॥ ১০৮১

নী-৩৯২ ; তরু-১২৯১

পাঠান্তর :—

^১ উজ্জর, তরু

^২ ভাল, ঐ

- ডাল, ঐ
- সৌরভ, ঐ
- ভুলিল, নী
- মাঠনি, তরু
- বেদ, ঐ
- বোলে, ঐ
- বাহার, ঐ

[৫৪]

কামোদ

টীকা

পঙ-৩। মল্লিকা ইত্যাদি—তু—“রাত্রীঃ শারদোৎ-
ফুল্লমল্লিকাঃ” (ভা, ১০।২৯।১), অর্থাৎ শরৎকালীন উৎফুল্ল
মল্লিকায় সুশোভিত রজনী, ইত্যাদি।

৫-৬ তু’—“বনং কুহ্মিতং রাকেশকর-রঞ্জিতং তরু-
পল্লবশোভিতং” (ভা, ১০।২৯।২০)।

৯-১৬। বিলাস-কুঞ্জের এইরূপ বর্ণনা ভাগবতে নাই,
কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে রহিয়াছে, যথা গোবিন্দলীলা-
মূর্তে “নীলরক্তমণিবন্ধকুটুমাঃ কেচিদিন্দুগণিজালবালকাঃ।
নীলরক্তমণিজালবালকাঃ কেহপি চন্দ্রমণিবন্ধকুটুমাঃ ॥” (ঐ,
১২শ সর্গ)।

ফটকের তরু—তু’—“বৈদূর্য্যভাঃ ফটিকমণিজৈঃ
ফটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ।” (ঐ)

অর্থাৎ ফটিকবর্ণ বৃক্ষ পদ্মরাগমণি কুটুমবন্ধ, ইত্যাদি।

শত শত কুঞ্জকুটার—“সেই অষ্ট কুঞ্জের বহির্ভাগে ক্রমশঃ
দ্বিগুণ সংখ্যক অর্থাৎ ষোড়শ, ও তাহার বহির্ভাগে তাহার
দ্বিগুণ অর্থাৎ ষাত্ত্রিংশ, তদ্বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ
চতুঃষষ্টি, তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ একশত
অষ্টসংখ্যক কুঞ্জ বিস্তারিত রহিয়াছে।” (গোবিন্দলীলামৃত,
ঐ)।

২২-২২। মণিকের মণ্ডপ ঘর—তু’—“বিস্তীর্ণা রত্ন-
চিত্রাস্তা তদন্তঃকনকস্থলী।” অর্থাৎ সেই কনকস্থলীর
মধ্যভাগে বিচিত্র মণিনির্মিত মন্দির (ঐ)।

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।

গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী ॥

মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান।

একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান ॥

অমিয়া-নিছন বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।

অবিচল কুল— রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত ॥

শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।

‘আইস, আইস’, বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি ॥

আনন্দ-অবশ পুলক-মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।

গৃহকর্ম্য যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে ॥

রাইয়ের অগেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।

“ঐ° ঐ° শুন, কিবা বাঞ্চে তান
কেমন করিছে° প্রাণী ॥

সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।”

বরজ-তরণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥

কেহ^১ পতিসনে আছিল শয়নে
 ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ ।
 কেহ বা আছিল সখীর সহিত
 কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
 কেহ বা আছিল দুঃখ আবর্তনে
 চুলাতে রাখি বেশালি ।
 ত্যজি আবর্তন হই আনমন^২
 ঐছন^৩ সে গেল চলি ॥
 কেহ শিশু লয়ে^৪ কোলেতে করিয়ে^৫
 দুঃখ করায়^৬ পান ।
 শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
 শুনি মুরলীর গান ॥
 কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
 নয়নে আছিল নিদ^৭ ।
 যেন^৮ কেহ আসি চোরাই লইল
 মানসে কাঁটিয়া সিঁদ^৯ ॥
 কেহ বা আছিল রক্ষন করিতে
 ভেতমতি চলিয়া গেল ।
 কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
 সব বিসরিত ভেল ॥
 সকল রমণী ধাইল অমনি
 কেহ কাহা^{১০} নাহি মানে ।
 যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
 মিলল শ্যামের সনে ॥
 ব্রজনারীগণে^{১১} দেখিয়া তখনে^{১২}
 হাসিয়া নাগর রায় ।
 রাস-বিলসন করিল^{১৩} রচন
 দ্বিজ চণ্ডীদাসে^{১৪} গায় ॥ [১০৮২]

১ কেহো, ঐ ; পরেও ।
 ২ আশ্রয়ান, নী ।
 ৩ ঐছনে, তরু । ৪ লৈয়া, ঐ ।
 ৫ করিয়া, ঐ । ৬ করায়, ঐ ।
 ৭ নিদ, ঐ ।
 ৮-৯ যেমন চোরাই হরণ করিল, নী ।
 ১০ সিদ্ধ, তরু । ১১ কাহো, ঐ ।
 ১২ গণে, ঐ । ১৩ তখনে, ঐ ।
 ১৪ করল, ঐ । ১৫ চণ্ডীদাস, নী ।

দ্রষ্টব্য:—এই পদেরই শেষের অংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ১০৮২ সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে। নিম্নে ঐ পদটি উদ্ধৃত হইল।

টীকা

পঙ-২। পুনি—পুনরায়; বোধি হয় এখানে রাস দ্বিতীয়বার বর্ণিত হইতেছে বলিয়া কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

৪। রমিতে—তু°—“রস্তুং মনশ্চক্রে” (ভা ১০।২৯।১)।

৫। এখানে মুরলী দূতীর কার্য্য করিতেছে (৫৪৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)।

২১-২৪। ভাগবতে আছে যে, গোপীগণ কেহ কাহাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন (ঐ, ১০।২৯।৪)।

২৯-৪৮। ভাগবতে আছে—“কোন গোপী দোহন করাইতে ছিলেন, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, কেহ দুঃখ আবর্তন করিতেছিলেন, তাহা চুল্লীর উপর রাখিয়াই চলিলেন, কেহ রক্ষন করিতেছিলেন, তিনি পক্ষ অন্ন না নামাইয়াই চলিলেন” ইত্যাদি (ঐ, ১০।২৯।৫)।

৪৯-৫৬। এষ্ট ৮ পঙ্ক্তি পরবর্তী যোজন্য (নিম্নোক্ত পদের টীকা দ্রষ্টব্য)।

নী-৩৯৩; তরু-১২২২

১ করি, তরু । ২ নিছনি, নী ।
 ৩-৪ ওই ওই, তরু । ৫ করয়ে, ঐ ।

[৫৪১ ক]

সুই সিন্ধুড়া

..... ..ছিল সখীর সহিত
 করিতে রসের রঙ্গ ॥
 কেহো বা আছিল দুক্ষ আবর্তনে
 চূলাতে..... ।
 তেজি আবর্তন হইয়া বিমন
 ঐছন গেল সে চলি ॥
 কেহো বা আছিল শিশু কোলে করি
 [মুখে] দিয়া তার স্তন ।
 শিশু ফেলি ভূমে চলি গেলা ভ্রমে
 বৃন্দাবন পানে মন ॥
 কেহো বা আছিল রক্ষন করিতে
 অমতি চলিয়া গেল ।
 কৃষ্ণমুখী হয় মুরুলী শুনিয়া
 সব বিসরিত ভেল ॥
 কেহো বা আছিল শয়ন করিয়া
 নয়নে আছিল নিন্দ ।
 যেন কেহু আসি চোরাই লইল
 মানসে কাটিয়া সিন্ধ ॥
 চমকিত হয় উঠিল জাগিয়া
 বসন খসিয়া পড়ে ।
 চণ্ডীদাস কহে— ডাকাতিয়া বাঁশী
 পাইয়া তাহার চাড়ে ॥ ১০৮২ ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদের শেষ চারি পঙ্ক্তির স্থলে পদকল্পতরুতে এবং নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতাসহ (পূর্ববর্তী পদ দ্রষ্টব্য) আট পঙ্ক্তি সরিষিষ্ট রহিয়াছে । ইহা যে পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হয় । ঐ ৮ পঙ্ক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, “বমুনার কুলে কদম্বের মূলে” যাইয়া “সকল রমণী”

গ্রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন । যদি এই পদেই ঐক্লপ মিলনের বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী পদে (৫৪২ সং পদ) গোপীগণের সাজসজ্জা করিবার বিষয় গিপিবদ্ধ রহিয়াছে কেন ? ঐ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, তখন তাঁহার গৃহেই অবস্থিত ছিলেন, পরে ঐক্লপ সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া গ্রামেব সহিত মিলিত হইয়াছেন (৫৪৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) । অতএব চণ্ডীদাস এই পদেই মিলন বর্ণনা করিতে পারেন না, তাই তিনি শেষ চারি পঙ্ক্তিতে মিলনের কথা না বলিয়াই পদটি শেষ করিয়াছেন । কিন্তু যিনি তরুতে উদ্ধৃত পদটির শেষ ৮ পঙ্ক্তি রচনা করিয়াছেন, তিনি এতটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই । অতএব ৫৪১ সংখ্যক পদের দ্বিজ ভণিতা যে পরবর্তী ষোড়শ, তাহাও ধরা পড়িতেছে ।

[৫৪২]

রাগ মঙ্গল

কোন সখী করে বেশের বন্ধনে
 পদ আভরণ করে ।
 করের কঙ্কণ নূপুর বলিয়া
 আপন চরণে পরে ॥
 কেহ পরে এক নয়ানে অঞ্জন
 কুণ্ডল পরল এক ।
 ভালের সিন্দূর চিবুকে পড়ল
 দেখ হয় পরতেক ॥
 গলে গজমতি হার মনোহর
 পরিছে নিতম্ব মাঝে ।
 বাহু আভরণ যে ছিল ভূষণ
 তাহাই করেছে সাজে ॥

আপন বেষ পরিপাটি
 করিয়া সকল জনে ।
 হরষ হইয়া রাধারে লইয়া
 চলি যায় নিধুবনে ॥
 সুন্দর শুনিয়া মুকুলির রব
 অমুসর চলি যায় ।
 আশ্র আশ্র বলি সঙ্কেত বলিয়া
 শ্রবণে শুনিতে পায় ॥
 প্রেমভরে যত আহির রমণী
 গলিছে নয়নধারা ।
 অঙ্গ প্রক্ষলিত গদগদ স্বরে
 পাইয়া প্রেমরস-সারা ॥
 “যা করে তা কর গৃহে গুরুজনা
 নাহিক তাহার ভয় ।
 পরিবাদ-মালা গলায় পরেছি”—
 রসময়ী ইহা কয় ॥
 নিজ পতি তেজি চলি[ল] গোপিনী
 নাহিক কিসের ভয় ।
 কৃষ্ণমুখী হয় বৃন্দাবন-পুরে
 চলি যায় অতিশয় ॥
 রাই-মাঝে করি যায় যত গোপী
 গাইছে কানুর গুণে ।
 বনে নানা জন্তু বৈসে ভয়ঙ্কর
 কিছুই নাহিক মনে ॥
 ঐছন চলল বরজ-রমণী
 বৃন্দাবন পানে দিয়া ।
 চণ্ডীদাস কহে— উদ্ধমুখী সবে
 যাইছে হরষ হয় ॥ ১০৮৩

গীত শুনিয়া সেই সকল কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন,
 ব্যস্ততাহেতু তাঁহাদিগের বসন ও ভূষণ উর্দ্ধে এবং নীচে
 ধারণ-দ্বারা স্থানতঃ এবং স্বরূপতঃ বিপর্যাস্ত প্রাপ্ত হইল”
 (ঐ, ১০২৯৬)

তু°—“করে তুলি পরে কেহ পদ-আভরণ ।
 কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন ॥ (গোবিন্দদাস)

২৪-২৬। তু°—

“কি করিতে পারে, গুরু দুৰ্জজন, হয় হউ অপযশ ।
 চল চল যাব, শ্রাম দরশনে, ইথে কি আনের বশ ॥”
 (৬৩৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) ।

—

[৫৪৩]

সুই সিক্কড়া .

প্রবেশিল যত আহীর-রমণী
 গভীর বনের মাঝে ।
 নিধুবনে বসি নাগর হরষি
 নটবর বেশে সাজে ॥
 চম্পকলতা তাহে আগে হয় কহে
 নাগর কাহেতে গিয়া ।
 কহেন সকল রাধার গমন
 হরষিত কিছু হয় ॥
 কত দূরে রাই গমন মাধুরি
 শূনি নাগর শূনি । ১০৮৪ ॥
 * * * * *

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে ২৩৮২ সংখ্যক পৃথির ৬৯০
 সংখ্যক পত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার প্রথম পদটি ১৮৬১
 সংখ্যায় চিহ্নিত রহিয়াছে । অতএব মধ্যবর্তী ১৮৬০—
 ১০৮৪ = ৭৭৬টি পদ পাওয়া যাইতেছে না ।

পঙ্—১-১২ । ভাগবতে আছে—“কোন গোপী অঙ্ক-
 রাগ লেপন করিতেছিলেন, কেহ অঙ্কোৰ্ত্তনাদি কৰ্ম্মে লিপ্ত
 ছিলেন, কেহ লোচনে অঞ্জন দিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ৫২৫-৩২১-১৩৪টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য) রাসলীলার দুইটি পালার পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রবেশিকায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পালাটি প্রধানতঃ রাখার মান-বিষয়ক। তদনুসারে নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস হইতে রাখার মান-বিষয়ক পালাটি বাছিয়া ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট হইল। পরবর্তী পদটির পূর্বে “এই রজনীতে তোমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কেন বনে আসিয়াছ” শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কোন উক্তি ছিল (পরবর্তী ৬৪৫ সং পদ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী ৫৪৬ সংখ্যক পদে এই মানের কারণ বিবৃত হইয়াছে, যথা—“তোমার বচন, কহিলে যখন, কেন বা আইলে বনে। সেই সে কারণে, অতি অভিমানে” ইত্যাদি। অতএব পরবর্তী পদটির পূর্বে ঐরূপ পদ ছিল, ইহা স্পষ্টই ধারণা করা যায়।

[৫৪৪]

রাগ—কানড়া

এ কথা শুনিয়া রাখা বিনোদিনী
বড়ই আকুল হৈয়া।

যা লাগি এতেক হল পরমাদ
রহল বিয়োগ পেয়া ॥

উপজল মান যেন বিষতুল
সে নব কিশোরী রাখা।

বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
কম্পিত এ তনু আধা ॥

নয়ন কমল যেন রাতাপল
তেজিয়া আনের কাছ।

বৈঠল কিশোরী আপনা পাসরি
মাধবী-লতার ১ গাছ ॥

মাধবী-তলাতে ২ বসি এক ভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।

শ্রীমুখ বিধুটি বড়ই মলিন ৩
কিছু না বচন লবে ॥

বাম সে চরণে অঙ্গুলী সঘনে
ধরণী স্বভাবে খুঁটে।

নিশ্বাস হতাশে তাঁহার বাতাসে
নাসা আভরণ ছুটে ॥

ঐহন মনের উঠিল আঁগুনি
সে ধনী কিশোরী শাই।

কাছে একজন ছিল গোপনারী ৪
তাহারে উঠাল তাঁই ॥

“তুমি হেথা কেন কোন অভিমান
তুমি যাহ শ্যাম-পাশে।”

অতি সে বিমুখী রাখা চন্দ্রমুখী
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

পাঠান্তর :—

১ মাধবীতলার, নী।

২ মাধুতলাতে, বি; মাধবীলতাতে, সা।

৩ ধরল ধূসর, বি। ৪ গোপীগণ, সা, বি।

টীকা

পঙ্ক—১৭-২০। ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া গোপীগণ চরণ-দ্বারা ভূমি বিলিখিত করিয়াছিলেন, এবং হৃৎকের নিশ্বাসে তাঁহাদের অধর শুষ্ক হইয়াছিল (ঐ, ১০।২৯।২৬)। এখানে নানা-আভরণ খসিয়া পড়িবার কথা রহিয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া যে গোপীগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা ভাগবতের দশম স্কন্ধের

২৯শ অধ্যায়ে রহিয়াছে। আবার রাসের সময়ে যে রাধা মান করিয়া কুঞ্জে গিয়া বসিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহার মান ভঙ্গন করিতে ঐ কুঞ্জে গমন করিয়াছিলেন, ইহাও বেণীসংহার নাটকের বন্দনা-শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)। চণ্ডীদাস এই সকল প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রাধার মান-লীলা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

পরস্পর অমুরস্ত নায়কনায়িকার মধ্যে একের ব্যবহারে অতের মনে জর্জরা-বিক্ষোভাদির উদয় হইলে মানের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণের বংশীর আহ্বানে গোপীগণ স্বামিপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ সেই কৃষ্ণই তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। ইহাতে প্রণয়ের অভাব অসুখান করিয়া গোপীগণের অভিমানের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন যে, স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া কোন স্থানে মানস প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া প্রণয়স্ব লাভ করে। অতএব মানে প্রণয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থচিত হয়। যেখানে প্রণয়, সেই স্থানেই মান, প্রণয় ব্যতীত মানের উৎপত্তি হয় না।

মানে নির্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ভ, অসুখা, গ্লানি, চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিত হইয়। সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি প্রভৃতি-স্বারা মানের উপশম হয়। বিবিধ মঙ্গলজনক উপায়-স্বারাও যে মানের উপশমন দুঃসাধ্য, তাহাকে দুর্জয় মান কহে। চণ্ডীদাস এখানে রাধার দুর্জয় মান, তজ্জনিত রাধার অবস্থা অর্থাৎ সঞ্চারিত, এবং কৃষ্ণ-কর্তৃক নানা উপায়ে তাহার উপশমন-চেষ্টা বর্ণনা করিয়াছেন।

মান

[৫৪৫]

রাগ সুই

রাধার চরিত দেখি সেই সখী
চলিলা রাধার কাছে।
সুধামুখী ধনী হয়েছে মানিনী
অতি কোপ মনে আছে ॥
কহে 'এক সখী "শুনহে বচন
যদি বা মানেতে রাধা '।
* * * * *
* * * * *
তবে কিবা সুখ উঠে কত দুঃখ
সে ধনি তেজিয়া কিবা।
চল মোরা যাব রাধা মানাইব
করিয়া তাহার সেবা ॥"
দুই চারি সখী রাই পাশে গিয়া
কহিতে লাগিল তায়।
"কেন অভিমান কিসের কারণ
এ দুখী হয়্যাছ কায় ॥
শ্যাম স্নানাগরে এ দেহ সঁপেছি
তার কিছু নাহি ভয়।
সে জন-বচনে অভিমান কেন
এ তোর উচিত নয় ॥"
"শ্যাম-পরসঙ্গ না কহ আরতি
তোমরা তুরিতে গিয়া।
শ্যাম-সোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবছ গিয়া ॥

আমি না যাইব শ্যাম-সাধ গেল
কি বাসে রহল তোরা ।”

চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
ধাইয়া চলিল ত্বরা ॥

পাঠান্তর :—

১-১ বাদ, নী। ২ কিবা, সা, বি।

টীকা

পঙ্—১৫-১৮। আমরা যাবতীয় ভয় পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রামকে দেহ সমর্পণ করিয়াছি, সেই প্রিয়তমের কথায় অভিমান করা উচিত নয়। তু°—কৃষ্ণকে নিজের উৎকৃষ্ট শরীর দান করিয়াছ, অতএব ঈষৎ অবলোকন-দানে রূপণতা করিও না। (পত্নাবলী, ১৯৯ শ্লোঃ)

১৯-২২। ইহা শুনিয়া রাধা বলিলেন—“শ্রামের প্রসঙ্গ এবং তাঁহার অমুরাগ-সম্বন্ধে আর আমার নিকট বলিও না, তোমরা শ্রাম-সোহাগিনী আছ, তোমরা গিয়া শ্রামের সেবা কর, আমি যাইব না।” আরতি—আর্ষি, অমুরাগ। তু°—“কো কহ আরতি ওর” (তরু, ৮৯ সং পদ)।

[৫৪৬]

রাগ—সুই

গেলা যত সখী বচন না শুনি
মুকতি করিছে কতি।

“রাই মানাইতে না পারিল মোরা
কি কব ইহার গতি ॥”

চলে ব্রজনারী যেখানে গোপিনী
কহিতে লাগিল তায়।

“রাই মানাইতে না পারি বেকত
এ কথা কহিবে কায় ॥”

হেথা শ্যামরায় রাধা না দেখিয়া
পুছে রসময় কান।

কহে এক সখী— “শুন স্নানাগর,
রাধার হয়েছে মান ॥

অনেক যতনে বুঝাইল রাধা
কহেন বিষয় আন ॥”

“কেন বা মানিনী হয়েছে সে ধনী
কিসের কারণে বল ॥”

কহে স্নানাগরী “শুন প্রাণ হরি
মানেন্তে হয়েছে চল ॥

তোমার বচন কহিলে যখন
কেন বা আইলে বনে।

সেই সে কারণে অতি অভিমানে”
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। আমরা রাধাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে তাহার কোন উত্তর না দিয়া, অল্প প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। তু°—“বিরস বদন, আন ছলা করি, উত্তর না দেই কিছু” (পরবর্তী ৫৫৮ সং পদ)।

১৯-২১। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের “কেন বা আইলে বনে” এই কথা শুনিয়া রাধা অভিমান করিয়াছেন। অতএব এই পালাটি যে শ্রীকৃষ্ণের ঐ উক্তি পরেই রাধার মানের বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। গীতগোবিন্দেও রাসকালীন রাধার মানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু জয়দেব লিখিয়াছেন যে, রাসে অত্যাগ গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণকে বিহার করিতে দেখিয়া রাধা অভিমান করিয়াছিলেন (ঐ, ৩৩)।

[৫৪৭]

ধানসী রাগ

নিকুঞ্জে বসিয়া নাগর রসিয়া

বড়ই হইলা দুখী ।

রাধার পীরিতি মনে হয় তথি

হিয়াতে না হয় সুখী ॥

বাঁশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া

পূরত সুস্বর বাণী ।

“রাধা রাধা বই আন নাহি কই

তুরিতে গমন ধ্বনি ॥”

এই বাঁশী কয় মধুরস প্রায়

ঘনে ঘনে কহে ‘রাই’ ।

বাঁশীতে সকলি নিশান ব্যাকত

ভাবিয়া ১ অস্থির তাই ১ ॥

শুনি পশু পাখী পুলকিত মানে ২

বনের হরিণী যত ।

বাউল হইয়া মিলাইছে শিলা

শুনি সে মুরলী-গীত ॥

মান ঙ্গাইতে পূরিল মুরলী

রাধার না ঘুচে মান ।

অতি সে কোপিত না হয় সরল

বিজ্ঞ চণ্ডীদাস গান ॥

পাঠান্তর :—

১-১ ভরিয়া অমৃত তাই, সা, বি। ২ মনে, সা, বি।

দ্রষ্টব্য :—মানের উপশমন-সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণিতে লিখিত আছে—“দেশকালবলেনৈষ মুরলীশ্রবণেন চ”, (ঐ, ২০৭ পৃঃ) অর্থাৎ দেশকালের বল-দ্বারা তথা মুরলী শ্রবণ-দ্বারাও মান লয় প্রাপ্ত হয়। ত্রীকল্প বংশীবাদন-দ্বারা রাধার মান জন্মের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন, ইহা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। পদাবলীতে আছে—

“মাধবীমণ্ডপে সূচতুর মাধব ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণ রসায়ন এবং গোপিকার মানরূপ মন্ত্ৰের বড়িশ-সদৃশ বেণু-দ্বারা গান করিয়াছিলেন” (ঐ, ২৪৭ সং শ্লোক) ।

[৫৪৮]

রাগ—সুই

রাই রাই নাম আর সব আন

চিবুকে মুরলী দিয়া ।

রাধা নাম ছুটি ঐাখর জপিছে

কোথা সে রসের পিয়া ॥

খেণে রাধা-রূপ ধেয়ান করয়ে

অস্তরে ওরূপ দেখি ।

খেণেক নিশ্বাসে অতি সে ছতাসে

রাধা নাম তাহে লিখি ॥

মুদিত নয়ন সদা রাধা নাম

পাইয়া আপন মনে ।

তেজল সকল বেশ পরিপাটী

রহই একটি ধ্যানে ॥

করের অঙ্গুলি ধরি কত বেরি

জপয়ে রাধার নাম ।

“এই তন্ত্র-মন্ত্র এই সুধারস”

সঘনে কহই শ্যাম ॥

মুগধ মুরারি রসের চাতুরী

আকুল হইয়া চিতে ।

রাধা রাধা বিনে আন নাহি মনে

বসিলু কুঞ্জের ভিতে ॥

“কোথা রসময়ী দেহ দরশন

তো বিনে সকলি আন ।

তুমি কুঞ্জেশ্বরী তুমি সে মাধুরী

তোর সদা করি গান ॥

তোমার কারণে বাঁশীটি বদনে
শুনি বা কেমন রতি ।”

* * * *

এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত-নিশান
বাজাই রসিক রায় ।
তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান
চণ্ডীদাস পুন গায় ॥

টীকা

পঙ্—১৩-১৪ । তু°—“সদা লই নাম, অতি অমুপায়
করে নিশিদিশি জপি ৷”
(প্রথম খণ্ড, ৪১৮ সং পদ)

১৫ ১৬ । তু°—“মহা মন্ত্র করি করে কর ধরি
নিরবধি জপি কোটি ॥
(ঐ, ৪২১ সং পদ)

খেণে কত বেরি উঠল মুরারি
সঘনে নিশাস নাসা ।

আলসে কাতর রসিক নাগর
না কহে ° একহি ভাষা ॥

না জানি কোথারে পড়ল মাথার
পিঞ্চ-মুকুট-চূড়া ।

কোথা না পড়ল কটির ঘাগর
সে পীত বসন ধড়া ॥

কোথা না পড়ল মণিময় হার
বলয়া বাহুর বালা ।

কোথা না পড়ল চুড়ার বন্ধন
সে নব গুঞ্জার মালা ॥

কোথা না পড়ল মধুর মুরলী
নুপুর পড়ল কতি ।

নয়নে বহত বহুতর বারি
চণ্ডীদাস দুখমতি ॥

পাঠান্তর :—

- ১ ঝাটপনা, সা ; ছটি°, বি । ° আইল, সা ।
° নিভিত, বি । ° ফাঁপর, সা ।
° করে, সা, বি ।

[৫৪৯]

রাগ—করণা

বাঁশী দূতিপনা ১ কতেক প্রকারে
বাজল রসের তান ।

তবু না আওল ২ বৃষভানু-সুতা
রহল নিভৃত ° মান ॥

বিনোদ নাগর হইলা কাতর °
তেজিল সকল সুখ ।

রাধা-পঞ্চ পানে চাহি ঘনে ঘনে
বাড়ল বিরহ-ছুখ ॥

পঙ্—১৪ । পিঞ্চ মুকুট—পিঞ্চ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ-নির্মিত
মুকুট ।

তু°—“বিহুরল পিঞ্চ মুকুট পরিপাটি” (তরু—৯০ সং
পদ) ।

১৫-২২ । ঠিক এই ভাবের বর্ণনাই পূর্ববর্তী ৫০২ সং
পদে রহিয়াছে ।

তু°—“কতি না পড়ল, মধুর মুরলি, পিতবরা আর মালা ॥
কতি না পড়ল, বসন ভূষণ, নানা মালাতির বেড়া ।

ইত্যাদি ।
(পূর্ববর্তী ৫০০ সং পদও দ্রষ্টব্য) ।

২৩। তু°—“ঝর ঝর অমুখন এ দুই নয়ান”
(তরু, ৮৭ সং পদ)।

অষ্টব্য :—এখানে ত্রীকৃষ্ণের বিরহাবস্থা বর্ণিত
হইয়াছে।

পাঠান্তর :—

- ১ মণি, সা, বি। ২ এখনি, সা। ৩ রাধে, সা, বি।
৪-৫ জাতাত রাধে, ঐ; যাতায়ত রাধা, নী।
৬ হরি, সা, বি।

টীকা

পঙ—২। তু°—“প্রেম-অমিয়া-রসে লুবধ মুরারি”
[তরু, ৪৫২ (পাঠা°), ঐ, ভূমিকা, ১৬৪ পৃঃ]।

৩। তু°—“মুরুছিত ধরশি লোটাই” (তরু, ৯১)।

১১। “আকুল অতি উত্তরোল। ‘হা ধিক’, ‘হা ধিক’
বোল ॥” (তরু, ৯৬) এইভাবে ‘রাধা’ ‘রাধা’ বলিয়া তাঁহার
শরীর অর্দেক হইয়া গিয়াছে (যথা—“খিনতনু মদন-
হতাশে”, তরু, ঐ)।

১৩। তোমার অমুপস্থিতর জন্ত সব (রাসবিহার)
পণ্ড হইল।

১৪। বোধ হয় “অব হিয়ে তুব-দহ দাহ” (তরু,
৪৫৩) এইরূপ কোন অর্থ হইবে।

১৬। তু°—“নিঝরে ঝরয়ে ছুটি আঁখি” (তরু, ৯৫)।

[৫৫০]

রাগ—সুই

খেণে রাধা-পথ পানে চাই।
মুগধ সে লুবধ মাধাই ॥
কুঞ্জে লুঠত মহি ° ঠাম।
রাধা রাধা নাম করি গান ॥
কোথা রাধা সুকুমারী গৌরী।
হেরত নয়ন পসারি ॥
পুনঃ মুদত দুই আঁখি।
ধনি মণি কতি নাহি দেখি ॥
একলি ° কুঞ্জ নিকুঞ্জে।
গান করত কত পুঞ্জে ॥
“হা রাধা রাধা তমু আধ।
হেরইতে পুন ভেল সাধ ॥
তো বিমু সব ভেল বাধা °।
হৃদিপন্ন যা ° তাত রাধা ° ॥”
ঐছন কাতর মুরারি।
গদগদ নয়নক বারি ॥
খেণে উঠে খেণে করে গান।
রাইক পথ পানে চান ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি।
আসি গিলব পুন গৌরী °।

দুর্জয় মান

[৫৫১]

রাগ—ত্রী

এই পরমাদ ব্যথিত হইলা
নাগর রসিক রায়।
রাই ভাবে তনু পূরিত হইয়া
তান্মুল নাহিক খায় ॥

বিসরি ১ সকল পূর্ব পীরিত্তি
 এবে ভেল অভিমান ।
 কহে স্নাগর চতুর শেখর—
 “দূতী যাহ রাধা ঠাম ॥
 রাই মানাইয়া আনিবে যতনে
 তবে সে জীয়েই কান ।
 তুরিত ২ গমন করহ এখন
 ইহাতে না হয় আন ॥
 বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
 বসিয়া মাধবী-মাঝ ।
 সঙ্কেতে মুরলী ডাকিল স্তম্বরে
 অনেক মানের কাজ ।
 তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
 না ভাঙ্গে রাধার মান ।
 সেই গোপরামা পরাভব মানি
 আয়ল আমার ঠান ॥”
 চণ্ডীদাস কহে— “শুন রসময়
 রাধার বড়ই মান ।
 আন আনিবারে কেহ সে নারিব
 পয়ান ৩ করহ কান ॥”

পাঠান্তর :—

১ বিসর, সা। ২ তুরিত, ঐ। ৩ শয়ান, ঐ।

উল্লেখ্য :—সাম, দান, ভেদাদি-দ্বারা যে মানের উপশম হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভেদ-সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণিতে লিখিত হইয়াছে—“ভক্তী-দ্বারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করণ এবং সখী-কর্তৃক উপালম্ব প্রয়োগ, এই দুই প্রকারে ভেদ দ্বিবিধ” (ঐ, মান-প্রকরণ উল্লেখ্য)। বংশীর দোষ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া কৃষ্ণ এখন সখী-দ্বারা উপালম্ব প্রয়োগ করিতেছেন।

অথ শ্রীমতীর নিকট দূতীর গমন

[৫৫২]

রাগ—কামোদ

এ কথা শুনিয়া শ্যাম-মুখ চেয়া
 দূতী এক কহে বাণী ।
 “রাই মানাইয়া এখন আনিব
 শুন হে নাগরমণি ॥”
 কহিছে নাগর চতুর শেখর—
 “এখনি চলিয়া যাহ ১ ।”
 চলি এক মন দূতীর গমন
 যেখানে আছয়ে সেহ ২ ॥
 সেইখানে গিয়া দিল দরশন
 কহিতে লাগল তাই ।
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 দূর হতে দেখি দূতীর গমন
 করিল শ্রীমুখ বন্ধ ।
 হেনকালে দূতী দাঁড়াই ৩ সম্মুখে
 কহেন রসের রঙ্গ ॥
 দূতী বলে—“ভাল তোমার চরিত
 বুদ্ধিতে নারিল এ ।
 সে হেন নাগরে পরিহর ৪ ধনি,
 যাহারে ৫ সঁপিল দে ॥
 যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
 সঘনে সঘনে চাও ।
 সে হেন বঁধুরে তেজি বহুদূরে
 কত মনে সুখ পাও ॥

যাহার কারণে বেণীর বন্ধানে
 দিনে কত বার কর।
 কালিয়ার সাথে কাল জাদ খানি
 ভাবে বেণী-পর ধর ॥”
 চণ্ডীদাস কহে— শুন স্মধামুখি,
 কুঞ্জতে আকুল কান।
 তুরিত গমন বিলম্ব না কর
 তেজহ * দারুণ মান ॥

পাঠান্তর :—

- ১ যাও, সা, বি। ২ রাই, ঐ।
 * দাণ্ডাই, বি। * পরিহরি, সা।
 * তাহারে, ঐ। * তেজল, ঐ।

টীকা

পঙ—২৫-২৬। তু°—“বেণী করি পরি, নীল জাদ-
 খানি, কুস্তপে বাধিয়া রাখি।”

(প্রথম ঋণ্ড, ২৩৭ সং পদ)

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার যে গভীর ভালবাসা
 রহিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া দ্বিতী প্রথমে রাধার মান
 ভঙ্গনের চেষ্টা করিতেছেন।

[৫৫৩]

রাগ—গরা

“সে হেন রসিক ১ ফেলে ২ রবি তথা
 মলিন শ্রীমুখ চাঁদ।
 যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
 কেবল বিষের কাঁদ ॥

বিষের কাছেতে অমিয়া ঢলকে
 কেবল গরল সারা।
 যে দেখি তোমার * চরিত আবার *
 বিষম বিপাক ধারা ॥
 হেন লয় মন শুনহ বচন,
 এই সে বাসিএ ভাল।
 সে হেন নাগর তোমার হতাশে *
 বিরহে হয়্যাছে ঢল ॥
 শীতল পঙ্কজ দল বিছাইয়া
 শয়ন করিতে চায়।
 বিরহ হতাশে সেই দল জল
 খেণে শুকাইছে গায় ॥
 সে চুয়া-চন্দন মুগমদ আদি
 লেপন করিতে অপ্তে।
 তাহা খেণে খেণে গরল সমান
 শুকাইল দেখ রুপ্তে ॥
 কমল নয়ান মলিন বয়ান
 সঘনে তৌহারি ধ্যান।
 রাধা রাধা বই আন নাহি কই
 কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
 তেজল অপ্তের * নানা আভরণ
 ও নব মুকুট চূড়া।
 অতি প্রিয় বাঁশী তাহা পড়ে কতি
 আর সে পীতের ধড়া ॥
 শুনহ সুন্দরী করহ গমন
 বিলম্ব না কর রাধা।”
 চণ্ডীদাস বলে— “তুমি নাহি গেলে
 সুকলি হইল বাধা ॥”

পাঠান্তর :—

- ১ বেশের, সা, বি। ২ কেনে, ঐ।
 * আনি তোমার চরিত, সা, বি।
 * হাবাশে, ঐ। * নাসার, ঐ।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এখানে রাখাপক্ষে যানের এবং কৃষ্ণপক্ষে বিরহের সঞ্চারী ভাব বিষাদাদি বর্ণিত হইতেছে ।

পঙ্—১-২ । শ্রীকৃষ্ণের গ্যার রসিককে সেখানে ফেলিয়া তুমি এখানে বসিয়া রহিবে নাকি ? বিষাদে তোমার মুখচন্দ্র যে মলিন হইয়া গিয়াছে !

তু°—“সেহেন নাগররাজে ।

অভিমান কভু সাজে ॥” ৫৫৪ সং পদ ।

১৩-২০ । তু°—“কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি সুশীতল ।

আক্ষার মনত ভাএ যেহেন গরল ॥

নব কিশলয় ভৈল দহন সমান !”

কৃঃ কীঃ, ২২৭ পৃঃ ।

এবং “কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ

জলভহি চন্দন-পক্ষ ।”

(তরু, ২১২) ।

দ্রষ্টব্য :—শ্রীকৃষ্ণও যে রাখার বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, এখানে দূতী তাহারই উল্লেখ করিয়া রাখার মনের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন ।

[৫৫৪]

রাগ—মালব

কি আর দেখহ রাই ।

কানু তুয়া গুণ গাই ॥

পড়িয়া নিকুঞ্জ-ঠাম ।

কেবল তোমার নাম ॥

তুয়া পঞ্চ কত বেড়ি ।

হেম রতন হার তোরি ॥

ডারল আভরণ ভার ।

তাঙ্গুল দূরে করি ডার ॥

হেম নূপুর করি দূর ।

না কহি বরণ পূর ॥ (?)

সে হেন নাগর রাজে ।

অতি মান কভু সাজে ॥

চণ্ডীদাস কহে ভালি ।

তৌহার দেখান বনমালী ॥

পঙ্—২ । তুয়া—তোমার ।

৩ । ঠাম—স্থান, ধাম ।

৭ । ডারল—পরিত্যাগ করিল ।

[৫৫৫]

রাগ—কামদ

“কি আর বিলম্বে কাজ ।

তুরিতে গমন করহ ১ যতন

ভেটহ নাগররাজ ॥

কিসের কারণে মানিনী হয়ছ

শুনহ কিশোরী গৌরী ।

সে শ্যাম নাগর তারে পরিহরি

এ তোর মহিমা বড়ি ॥

দেখিল যেমন শুনহ কারণ

নিদান দেখিল শ্যামে ।

তোমার বেণীর পদ্ম পড়িছিল ২

তাহাই ধরিয়া বামে ॥

সেই পদ্ম ধরি ব্লিজ করে করি

তা হাতে লইয়ে কান্দে ।

এমনি দেখিল দেখাইব চল

বড়ই নিদান ছান্দে ॥

তোমার দেখানে যেন যোগীজনে
যেনমত * দেখিয়াছি ।

তাহার কারণে আমি সে আসিয়ে
তোমা নিতে আসিয়াছি ॥

বাম করে ধরি করের অঙ্গুলী
জপই তোমার নাম ।

মান ভেয়াগিয়া তুরিতে যাইয়া
ভেটহ নাগর শ্যাম ॥”

চণ্ডীদাস বলে— “শুন শুন রাধে
বিলম্ব কেন বা কর ।

শ্যাম-সস্তাষণে কামুর মালাটী
যতন করিয়া পর ॥”

পাঠান্তর :—

১ করহে, সা। ২ পড়েছিল, ঐ ।

* জেমত, ঐ ।

পঙ্—১৬-১৭। তু—

“তোমার লাগিয়া, যেমন যোগিনী, ভজয়ে পরম পদ”
(পরবর্তী, ৫৬০ সং পদ) ।

২০-২১। ৫৪৮ সং পদ এবং টীকা দ্রষ্টব্য ।

[৫৫৬]

রাগ—কানড়া

“এই দেখ ধনি চান্দ মুখ তুলি
কামুর সন্দেশ লহ ।

তোমার লাগিয়া ‘রজনী জাগিয়া
নিদান হইল সেহ ॥

এই লহ রাধা শ্যামের কুসুম
অতুল তাম্বুল-হার ।

গলায় পরিলে মান দূরে যাবে
মুখ তোল একবার ॥

যে হরি তিলেক দেখিতে না পায়,
হৃদয় ফাটিয়া মর ।

সে জন কুঞ্জতে একাকী বসিয়া
এখন এমত কর ॥

তুমি স্ননাগরী প্রেমের আগরী
সে রস ছাড়িয়ে কেনে ।

এত অভিমান কিসের কারণ
তিলেক না কর মনে ॥

মুখ তুলি চাহ নিদারুণ নহ
শুন বিনোদিনী রাধা ।

সে হেন নাগরে পরিহর কেনে
সে রসে করহ বন্ধা ॥

অতি নিদারুণ দেখি নিকরুণ
না দেখি না শুনি কভু ।

সে হেন নাগর গুণের সাগর
তোমার বিরহে প্রভু ॥

পুরুষ-ভূষণ কমল-নয়ন
তুরিতে ভেটহ কানে ।”

রাধারে বিনয় বচন কহিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৪৪ ॥

দ্রষ্টব্য :—নারকের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মানভঞ্জনর
রীতির উল্লেখ রসশাস্ত্রে রহিয়াছে (৫৫১ সং পদের টীকা
দ্রষ্টব্য) । কৃষ্ণ যে পুরুষশ্রেষ্ঠ তাহার উল্লেখ করিয়া এখানে
দুর্ভী কৃষ্ণের প্রতি রাধার মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা
করিতেছেন । দানেও মান লয় প্রাপ্ত হয় । কৃষ্ণ-প্রেমিত
উপহার প্রদান করিয়াও রাধার মন প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা
করা হইয়াছে ।

[৫৫৭]

রাগ—কানড়া

“রাই, তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া ।
 যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়া ॥
 কোথা না পড়িল চূড়া মালতীর মালা ।
 কোথা না পড়িল সেই নুপুর ১ বলয়া ২ ॥
 কোথা না পড়িল পীত ৩ ধড়ার অঞ্চল ।
 কোথা না পড়িল নব মুঞ্জরীর দল ॥
 নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধূসর ।
 রাধা রাধা বলি কান্দে উচ্চস্বর ॥
 মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় সুধা ।
 সে কোথা পড়ল ৪ তার নাহিক ৫ সম্বাদা ॥
 অচেতন মুদিত নয়ন কলেবর ।
 রাধা বিম্বু বিকল হইল বংশীধর ॥
 তোমার কারণে ধনি, তেজি সুখোল্লাস ।
 খেণে খেণে উঠে যেন বিরহ ছতাশ ॥
 মুখ তুলি কহ কথা শুন প্রেমমই ।”
 চণ্ডীদাস ব্যাখিত শুনিয়া ইহা হই ॥

পাঠান্তর :—

১-১ বরিহার জালা, সা, বি । ২ প্রিয়, সা, বি ।
 ৩ বাড়িল, ঐ । ৪ সম্বোধা, সা ।

দ্রষ্টব্য :—এখানে কৃষ্ণের বিরহাবস্থা আরও স্পষ্টরূপে
 বর্ণিত হইয়াছে ।

[৫৫৮]

শ্রীরাগ

দূতীর বচন শুনি সুধামুখী
 বয়ানে নাহিক বাণী ।
 হেঁট মাথে রহে ৩ চাঁদ বয়ান
 তাহাতে অধিক মানী ॥
 একে ছিল মান তাহাতে বাঢ়ল
 শতগুণ করি উঠে ।
 বিরহ-আগুণ নহে নিবারণ
 সে যেন সঘনে ছুটে ॥
 বিরহ-আগুণ নহে নিবারণ
 নাহিক বচন ভাষা ।
 মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
 সঘনে নিশ্বাস নাসা ॥
 বিরস বদন আন ছলা করি
 উত্তর না দেই কিছু ।
 মাধবী-তলাতে বসি ধনি রাধে
 নখেতে ধরণী সিছু ॥
 বঙ্কিম কটাক্ষে চাহে দূতী পানে
 খেণেকে মুদিত আঁখি ।
 তা দেখি ব্যাখিত মনে গুণি আর
 চণ্ডীদাস তাহে সাখী ॥ ১৬ ॥

দ্রষ্টব্য :— কিন্তু সামদানাদি প্রয়োগেও রাধার মান
 সরলতা প্রাপ্ত হইল না । নির্বেদ, ক্রোধ, মানি, চিন্তা
 প্রভৃতি মানের সঞ্চারী ভাবগুলি এই একটি পদে বর্ণিত
 হইয়াছে ।

১৩-১৪ । সামাদি উপায় সকল শেষ হইলে তুষ্ণীভূত
 হইয়া থাকাকেও কোন কোন পণ্ডিত অবজ্ঞা কহেন
 (উচ্ছলনোলমণি, মানপ্রকরণ) ।

[৫৫৯]

রাগ—মালব

তবে কহে রাই দ্বিতীয় গোচরে—
“কেন বা আইলে ইথে ।

কিসের কারণে তোমার গমন
কহ কহ শুনি তাথে ॥”

কহে সেই সখী— “শুন চন্দ্রমুখি,
তোমাতে আইল নিতে ।

নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
চাহিয়া তোমার পথে ॥

কেন বা তা সনে মান অভিমান
যারে না দেখিলে মর ।

সে হেন পীরিতি তেজিয়া আরতি
তাহারে গুমান কর ॥

সে নব নাগর তেজিয়া বৈভব
তোমার ধেয়ান রাখা ।

তুয়া গুণগান জপিতে জপিতে
সে শ্যাম হইল আধা ॥

তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধি
গুণের নাহিক সীমা ।

চতুর নাগরী গুণের আগরী
মান পথে দেহ ক্ষেমা ॥

জগজনে কয় রাখা ধীরময়
সকল গোচর আছে ।

সে ‘ বুঝে যে বুঝে ’ কহি তার মাঝে
কহিয়ে তৌহার ‘ কাছে ।

তুমি শ্রেয়সমা তুমি কুলরামা
তুমি সে রসের নদী ।

যার সব গুণ নিগূঢ় মরম
পঞ্চতত্ত্ব যার সিদ্ধি ॥

আট গুণ গুণ

তার পছ গুণ

এ নব যাহার গতি ।”

চণ্ডীদাস কহে—

রসতত্ত্ব লাগি

কুঞ্জেতে যাহার স্থিতি ॥ ৬৭ ॥

পাঠান্তর : —

১-১ সমুঝে সমুঝে, নী ।

২ তুয়ার, নী ।

দ্রষ্টব্য :—এই পদে এবং পরবর্তী পদত্রেয় রাধার
প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতী পুনরায় রাধাকে বুঝাইতে চেষ্টা
করিতেছেন ।

টীকা

পঙ—১১ । আরতি—আর্তি, অমুরাগ ।

১২ । গুমান—অভিমান ।

১৩ । আগরী—অগ্রগণ্যা । তু°—

“মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী”

(উজ্জলনী°, ১০০ পৃঃ) ।

রাধার প্রধান পঁচিশটি গুণের উল্লেখ উজ্জলনীলমণিতে
দৃষ্ট হয় (ঐ, ১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ।

২১ । ধীরময়—উক্ত ২৫ প্রকার গুণের মধ্যে রাধার
অতিশয় ধৈর্য ও গান্ধীর্ষ্যশালিনত্বের উল্লেখ রহিয়াছে ।

২৫ । শ্রেয়সমা—কল্যাণময়ী । কুলরামা—প্রিয়তমের
প্রতি ঐকান্তিক প্রেমবতী ।

২৮ । পঞ্চতত্ত্ব—বৈষ্ণবমতে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব,
দেবতত্ত্ব এবং ধ্যানতত্ত্ব । এখানে বোধ হয় কৃষ্ণতত্ত্ব,
প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্বাদি বুঝাইতেছে, যথা—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার ।

রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ।

চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে

[৫৬০]

রাগ—গরা

“শুনহ সুন্দরী রাধা ।

যে জন পরশে লাখ সুধানিধি
সে জনে কেন বা বাধা ॥

তোমার লাগিয়া যেমন যোগিনী
ভজয়ে পরম পদ ।

তেমত ১ যে শ্যাম তোমাতে ধেয়ান ১
তারে কেন কর বধ ২ ॥

রস রস পর আর রস পর
পাঁচ রস আট মিট ।

বেদ গুণ গুণ গুণ রস পর
সায়র অমিয়া বিঠ ॥

সে ৩ জন রসের সমুদ্র থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেনে ।

তুমি চাঁদ হয় চকোর পাখীরে
রসটি না দেহ পানে ৪ ॥

তুমি সে প্রেমের গাগরী থাকিতে
আন জন মরে শোষে ।

এ কোন চরিত আচার বিচার
সেই সে আছয়ে আশে ॥

চল চল রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী
নিকুঞ্জ-মন্দিরে চল ৫”

চণ্ডীদাস বলে— তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে চল ৬ ॥

পাঠান্তর :—

১-১ তেন মত শ্যাম তোমার, নী ।

২ রস, সা, বি । ৩ ছে, সা, বি ।

৪ কেন, নী । ৫ চল, সা, বি ।

টীকা

পঙ্—২০৩। তু—“জেন কোটি চান্দ, উদয় করিল,
রসের পশরা হাটে” (প্রথম খণ্ড, ১৬ সং পদ, এবং তাহার
টীকা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণের সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়া রাধার
মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে ।

৪-৭। তু—“তোমার ধেয়ানে যেন গোপীজনে,
যেনমত দেখিয়াছি” (পূর্ববর্তী, ৫৫৫ সং পদ)।

[৫৬১]

রাগ—শ্রী

“তুমি বড় নিদয় নিদান ।

উহারি কেবল ধেয়ান ॥

সে জন ছাড়িয়া এখনে ।

একলা বসিয়া কুঞ্জবনে ॥

শুনহ সুন্দরি ধনি রাই ।

থেণে থেণে বিরহে লোটাই ॥

এত কিবা সহই পরাণ ।

বাট করি দেখ গিয়া কান ॥

কাহারে করহ ধনি রোষ ।

সকল সে জন দোষ ॥

তুমি সে নাগরী রামা ।

চিতে দেহ ধনি, ক্ষেমা ॥

চলহ নিকুঞ্জ মাঝ ।

তেজহ আনহি কাজ ॥”

চণ্ডীদাসে ভাল জান ।

কহে দূতী কত অনুমান ॥

পঙ্—১০। এখানে অপরাধ স্বীকার করিয়া কমা
প্রার্থনা করা হইতেছে ।

[৫৬২]

রাগ—সুহা

“কালার জ্বালাটি বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়।
তাহে কেন রাধা সেই সুখ বাধা
চলহ বিমুখ চায়া ॥

পরশ রতনে তেজহ সঘনে
রস কথা কিছু কয়।
হের দেখা দিয়া লহনা আসিয়া
এতন তাশুল লয় ॥

মুখ-রস-মধু কত শত বিধু
উলটা কহত বোল।
উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
শ্যামে কর গিয়া কোল ॥

মুখ তুলি বল মানে আছ চল
এ কোন বিচারপনা।
একে নাম ধরি তরুর ছায়াতে
আছে হরি মনমনা ॥

আমি আনু ' নিতে ' কিবা তোর রীতে
কহ কহ চন্দ্রমুখি।
কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনী
কহত বচন লখি ॥

এত পরমাদ মান পরিহর^২
সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।^১
চণ্ডীদাস দেখি বেধিত হইয়া
বিরস পাওল হিয়া ॥

পাঠান্তর :—

১- ' আহ্বানিতে, সা, বি।

২ পরিহরি, সর্বত্র।

দ্রষ্টব্য :—এই পদটির নিছুল পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই।

নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে, ১৩০৫ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-
পত্রিকায়, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক
পুথিতে প্রায় একই পাঠ পাওয়া যাইতেছে।

পঙ্—১-২। “তোমরা কেন বনে আসিয়াছ” এই
কথা বলিয়া শ্যাম এখন অল্পতাপে দগ্ন হইতেছেন, এইরূপ
অর্থ হইতে পারে।

৮। তু—“অতুল তাশুল-হার” (৫৫৬ সং পদ)।
অতএব এতন—“অতুল” কি? পরবর্তী ৫৬৮ সংখ্যক পদে
আছে “এতিল তাশুল।”

১৫-১৬। তু—

“বসতি বিপিনবিতানে তাজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরনৌশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥”

গীতগোবিন্দ, ৫।৫

[৫৬৩]

রাগ—শ্রী

কহে ধনি রাধা “কেন তুমি হেথা
কি হেতু ইহার বল।
কেন বা আইলে কিসের কারণে
কে তোমা পাঠাইয়া দিল ॥”
তবে কহে দূতী— “শুনহ আরতি
মোরে পাঠাইল শ্যাম।
সে হেন নাগর আমি সে আইল
ভান্ডিতে দারুণ ' মান ॥
সে হেন নাগরে পরিহরি ধনি
আছহ মাধবীতলে।
শ্যামের বিধাতা শুনি তার কথা
কহিতে পরাণ বুঝে ॥”

কহে ধনি রাধা — “শুন মোর কথা
জানিল তাহার চিত ।

তা সনে কিসের মান অভিমান
জানিল তাহার রীত ॥

পরের বেদনা পর কি জানয়ে
পর কি আনের বশ ।

পরের পীরিতি আন্ধারে বসতি
কিবা সে জানয়ে রস ॥

রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
মুখর ২ চতুর জনা ।

যত বড় তেঁহো রসের রসিক
সে সব গেলই জানা ॥”

কহে চণ্ডীদাস — শুন হে সুন্দরী
তুরিতে গমন কর ।

শ্যামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা
যতন করিয়া পর ॥৫১॥

পাঠান্তর :—

১ তোমার, নী ।

২ সুদৃঢ়, সা, বি ।

দ্রষ্টব্য :—“মানপ্রাপ্তা নায়িকা তিন প্রকার হয়, যথা—ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা ।” তন্মধ্যে—“যে নায়িকা সাপরাধ শ্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরা কহা যায় ।” (উজ্জলনীলমণি, নায়িকা-ভেদপ্রকরণ) । এই পদে এবং পরবর্তী পদদ্বয়ে রাধার এই সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে । রাধার এইরূপ প্রশ্ন পূর্ববর্তী ৫৫৯ সংখ্যক পদেও পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে তদ্বৎসরে সখী কর্তৃক সামান্যাদির প্রয়োগ করা হইয়াছে । এখানে ইহার পুনরুক্তিতে বুঝা যায় যে, কবি যেন রাধার পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করিবার ভূমিকাস্বরূপ ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন ।

পঙ্—২৩-২৪ । তু—“কারণ অস্ত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মৈত্রী কেবল কার্যনিমিত্ত হয়, যাবৎ কার্য্য তাবৎ তাহার অহুকরণ, অতএব সেই মৈত্রী বাস্তবিক নহে” (ভা, ১০।৪৭।৫ ।

[৫৬৪]

রাগ — কামদ

“দুতি, না কহ শ্যামের কথা ।

কালী নাম দুটি আখর শুনিতে
হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা ॥

আমি না যাইব সে শ্যাম দেখিতে
পরশ কিসের লাগি ।

শ্রবণে শুনিতে শ্যাম-পরসঙ্গ
অস্তুরে উঠয়ে আগি ॥

কিসের কারণে তা সনে মিলন
চলিয়া তুরিতে যাও ।

তাহার মরম জানিল এখন
রহিল মাধবী-ছাও ॥

তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি^১ দিয়া ।

তবু না পাইল সে নব নাগর
কেমন রসের পিয়া ॥

কুল শীল ছিল সকলি মজিল
নিদানে কলঙ্ক সারা ।

সুখের লাগিয়া পীরিতি করল
তাহার এমতি ধারা ॥

সুখের আরতি করিল পীরিতি
সুখ গেল অতি দূরে ।

সুখের সাগরে করহ পয়ান
মনোরথ পরিপূরে ॥

পাড়ার পড়সী করে লোক হাসি
শুনিয়ে এসব কথা ।
অন্তর-বেদন বুঝে কোন জন
কে জন বুঝিবে হেথা ॥
কান্নুর পীরিতি দিল সমাধন
না কহ আমার কাছে ।
কেবল বিষের রাশির সমান
হেন কেবা আর আছে ॥
তুমি যাহ সখি কান্নুর সমাজে
আমি সে নাহিক যাব ।”
চণ্ডীদাস বলে— বড় অভিমান
আমি শ্যামে যেয়ে কব ॥

পাঠান্তর :—

১ তিলাঞ্জলি, নী, বি ।

পঙ্—৫-৭ । তাঁহার সহিত মিলিত হইবার কথা কি
বলিতেছ । তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিলেও আমার অন্তর
জলিয়া উঠে ।

২২-২৩ । তুমি সেই (কৃষ্ণরূপ) সুখসাগরে গমন
করিয়া মনোরথ পূর্ণ কর ।

[৫৬৫]

রাগ— কানড়া

“বেরি বেরি দূতি বচন সরস
কত সে আর শুনব ।
যথা না শুনব শ্যাম নাম সুখা
সেখানে চলিয়া যাব ॥

তবে ত দারুণ ব্যথা উপজল
তবে সে ভালই হব ।
বেরি বেরি দূতি বচন সরস
এ কথা না শুনি তব ॥”
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী,
কথা সে মনে না বাসি^১ ।
* * * *
“শুনগো সজ্ঞনী যে জন গরল
যায় সে বিষের লাগি ॥
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লয়া
খাইনু করম ভাগি ॥
যে খায় গরল বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায় ।
আমি সে ভুখিল কাল কালবিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায় ॥
কারে কি বলিব বলিতে না পারি
গুপথে গুমরি গেহা ।
কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা ॥
ভাবিতে গুণিতে মরিয়ে বুঝিয়ে
শুনগো সজ্ঞনী সখি ।
হেন^২ মনে লয় পরাণ সংশয়
নিদানে মরণ দেখি^৩ ॥
যেন সে জলের বিষুক উপজে
তেমতি কান্নুর প্রীত ।
এবে সে জানল সে জন-লালস^৪
চণ্ডীদাস কহে হিত ॥৫৩॥

পাঠান্তর :—

১ বাসি, নী ।

২-২ বাদ, ঐ ।

পঙ—১-২। দৃষ্টি, তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে যে
সকল মধুর বাক্য বলিতেছ, তাহা আর আমার শুনিতে
ইচ্ছা করে না।

কুঞ্জন সূজন তার কিবা হয়
গরল অমিয়া নয়।

কুটিল হৃদয় সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয় ॥”

কহে চণ্ডীদাসে এই অভিলাষে
আশ পাশ তুয়া কাছে।

তুমি সে তাহার সে জন তোমার
কোথা বা খুঁজিলে আছে ॥

[৫৬৬]

রাগ—কানড়া

“কাল হৈল ঘর আন কৈল পর
কাল সে করিল সারা।

কালার ধেয়ান আন নাহি মন
কালিয়া আঁধির তারা ॥

পরান অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপন দেখি।

গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি ॥

গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া
ভোঞ্জে কালিয়া কানু।

ক্রময় মুদিলে সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু ॥

শুন হে সজনি, কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।

সে জন বিমুখ বিরাগ বচনে
পরান হইল সারা ॥

তা সনে কিসের আরতি পীরিতি
সুচারু রসের লেহা।

যাহার কারণে সব ভেয়াগিনু
পরিহরি নিজ গোহা ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে রাখার দিব্যোন্মাদের মত অবস্থা
বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থা-বর্ণনায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে
লিখিত হইয়াছে—“দিব্যোন্মাদ ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়।
অধিকতরভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥” ইহাতে “যাহা
তাহা দেখে সর্বত্র মুরলিবদন।” এবং “আত্মস্মৃতি নাহি,
রহে কৃষ্ণপ্রমাবেশে।” (চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যের চতুর্দশ
ও পঞ্চদশে।)

টীকা

পঙ—১-২। কালকে আশ্রয় করিয়া আমি পতি-
বান্ধবাদি পরিত্যাগ করিয়াছি।

১৫-১৬। “বনে কেন আসিয়াছ” কৃষ্ণের এই বাক্যের
প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

১৯-২০। তুঁ—“আমরা তাঁহার নিমিত্ত পতিপুত্রাদি
এবং ইহলোক ও পরলোক পরিত্যাগ করিয়াছি” (ভা,
১০।৪৭।৯৪)।

২১-২৪। কুঞ্জন কখনও সূজন হয় না, গরলও অমৃত
হয় না। লোকের কুটিলতা ও সরলতা তাহার কার্যধারা
বুঝা যায়।

[৫৬৭]

রাগ—মালব

দূতী কহে—“শুন আমার বচন”
 করিয়ে আদরপণা ।
 সে হেন নাগর গুণের সাগর
 অতি সে সৃজন জনা ॥
 তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া,
 সে হরি কাতর হয় ।
 দিয়া দরশন কর পরশন
 আমার মনেতে লয় ॥”
 “এক্ষণে ছাড়িয়া যাহত চলিয়া
 দুগুণ উঠয়ে দুখ ।
 তাহার সনেতে কিবা পরিচয়
 এ লেহা রসের স্মৃথ ॥
 জানিল তাহার যত বড় তেঁহো
 কালিয়া বিদেহ রাশি ।
 কুলের ধরম সরম ভরম
 সকল হইল হাসি ॥
 সে দেশে যাইব যথা না শুনিব
 কালিয়া বরণ নাম ।
 সেই দেশ যাব শুনহ সজনি
 রহব সেই সে ঠাম ॥”
 অনেক যতন করিল সঘন
 রাধার না ঘুচে মান ।
 কাষ্ঠের পুতুলি রহে দাগুইয়া
 মনেতে ভাবয়ে আন ॥
 মান না ভাঙ্গিতে পারল সজনী
 চলিল শ্যামের পাশে ।
 দূতী গেল যথা নাগর-শেখর
 কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

কৃষ্ণের নিকট দূতীর পুনরাগমন

[৫৬৮]

রাগ—সোয়ারি

“মাধবী-তলাতে রহে এক ভিতে
 সে হেন সুন্দরী রাই ।
 মানে মনরিত এ তার চরিত
 অনেক বুঝাল তাই ॥
 তোমার কুসুম-হার মনোহর
 দূরেতে ডারিয়া দিল ।
 এ তিলতাম্বুল কিছু না ছোয়ল
 ক্রোধেতে কুপিত ভেল ॥
 অনেক প্রবন্ধ প্রকার করিয়া
 বুঝাইল রাই-পাশ ।
 হেট মাথে রহে বচন না কহে
 মুখেতে নাহিক ভাষ ॥
 যে দেখি দারুণ মান উপজল
 এ মান ভাঙ্গিতে গাঢ় ।
 আপনে যাইবে মান ভাঙ্গাইতে
 বুঝল এমন ধারা ॥
 আপনি গমন করহ এখন
 তবে সে আসিবে রাধা ।
 নহে বা এ মান আন কোন জনে
 নারিবে করিতে বাধা ॥”
 দূতীর বচন শুনি স্ননাগর
 বড়ই হইলা দুখী ।
 এ কথা উচিত জানিল বেকত
 চণ্ডীদাস আছে সাথী ॥

টীকা

পঙ্-১। মাধবীতলার কথা ৫৪৪, ৫৫৮, ৫৬০ সংখ্যক পদে রহিয়াছে। ৭। তিল-তাম্বুল সম্বন্ধে উক্তি ৫৫৬, ৫৬২ সংখ্যক পদে রহিয়াছে।

এই পদে মানের এক অধ্যায় শেষ হইয়া গেল বলিয়া কবি এখানে দূতীর কথায় পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই সকল রচনা একই পরিকল্পনার বিষয়ীভূত।

যাহ শ্যাম-পাশ

নিকুঞ্জ-বিলাস

এখানে কিসের বাণী।”

এই অনুরাগ

রাগের আর্তিক

কহেন কিশোরী ধনী ॥

“উড়ি যাহ বাট

ছাড়িয়া নিকট

এ ডাল ছাড়িয়া জ্ঞা।”

চণ্ডীদাস কহে—

পিক চলি গেল

কহিতে বলিতে রা ॥

টীকা

পঙ্-১। মাধবীতলাতে—মাধবীতলা হইতে।

১৬। নিছু—নিছুনি হইতে বালাই অর্থে কি ?

১৭। নিকুঞ্জ-বিলাস—নিকুঞ্জে বিলাস করে যে, পিক।

দ্রষ্টব্য:—পূর্ববর্তী ৫৬৬ সংখ্যক পদে রাধার যে দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই পদ এবং পরবর্তী পদত্রয় রচিত হইয়াছে। উজ্জল-নীলমণিতে রাধার বিরহোন্মাদ অবস্থা বর্ণনায় উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বালতেছেন—“রাধা চেতনাচেতন বস্তুতে তোমার বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন” (ঐ, ৯২৬ পৃঃ)। রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেও গোপীগণ বৃক্ষাদির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (ভা, ১০।৩০। ৪-১৩।) এই পদে পিকের, ৫৭০ সং পদে ময়ূরের, এবং পরবর্তী পদদ্বয়ে ভ্রমরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সং পুথিতে এই পদের পূর্বে “অথ স্বয়ং দূতী” লিখিত রহিয়াছে। ইহা কবির উক্তি কিনা বুঝা যাইতেছে না, কারণ ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাসলীলার যে পালা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার উল্লেখ নাই। বিদগ্ধমাধবে আছে—“এই মহামানময়ী শ্রীরাধা বৃন্দাবনস্থ সমস্ত প্রাণীকেই আপনার দূতী করিয়া মানিতেছেন” (ঐ বহরমপুর সং, ৩২৭ পৃঃ)। বোধ হয় এইরূপ কারণেই এই পদগুলিকে “স্বয়ং দূতী” পর্যায়ে স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীমতী কি করিতেছেন

[৫৬৯]

মাধবীতলাতে দূতী পাঠাইয়া
বসিয়া চিবুকে হাত।
আকুল সম্বনে নিশ্বাস ছত্যাশে
কাঁহা না বোলই বাত ॥
এক নব রামা আছে রাধা-কাছে
তা সনে না কহে বোল।
মাধবীতলাতে এক পিক বসি
কহত পঞ্চম বোল ॥
চাহিয়া দেখিল মাধবী উপরে
রসময়ী ধনী রাই।
কালার বরণ দেখি স্নানাগরী
হেরিয়া দেখিল তাই ॥
করতালি দিয়া দিল উড়াইয়া
পিকেরে কহিছে কিছু।
“কি কারণে বসি ডাকহ স্নস্বরে
তেই সে দিলাঙ নিছু ॥

[৫৭০]

রাগ—জয়শ্রী

ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
 আসিয়া মাধবীতলে ।
 দেখিয়া কুপিত হইল বেকত
 তারে ধনী কিছু বলে ॥
 “হেথা কেন তোরা নাচ হয় ভোরা
 দিতে সে শোচনা সারা ।
 বাট করি য়াও যেখানে রসিক
 নাগর-শেখর তোরা^২ ॥
 নিকুঞ্জ-ভবনে যাহ সেইখানে
 এখানে নাচহ কেনে ।
 হেথা কিবা সুখ সুখের বিচার
 ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
 তুমি না ধরিতে শ্যামল বরণ
 তবে সে হইত ভাল ।
 কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
 অনল উঠিয়া গেল ॥
 কালা আছে যথা তোরা যাহ তথা
 এখানে কিসের কাজ ।
 কালিয়া বরণে বরণ মিশাহ
 যেখানে রসিকরাজ ॥”
 কোপে সুধামুখী করতালি দিয়া
 ময়ূর উড়ায়ে দিল ।
 চণ্ডীদাস বলে— অপার মানতে
 সে ধনী হইল চল ॥

পাঠান্তর :—

১ চলি, নী ।

২ তারা, সা, বি ।

টীকা

পঙ্—৫ । ভোরা—বিভোর, বিহ্বল

৬। তুঁ—“তোমারে দেখিএ, বাড়ল বিষাদ, বিয়োগ
 উঠল দ্রুত” (৫৭২ সং পদ) ।

[৫৭১]

রাগ—কাফী

মাধবী' লতায়' ফুলের সৌরভে
 যতেক ভ্রমরা তারা ।
 মকরন্দ-পানে মুগধ হইয়া
 মাতিল সে রসে ভোরা ॥
 তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গোঁরা
 কহিতে লাগিল তায় ।
 “তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া
 কেন বা ধরিলে কায় ॥
 এখানেহ তুমি ফুলে ভ্রমি ভ্রম'^১
 ভ্রমহ কিসের লাগি ।
 মোরে দিতে চাহ বিরহ-বেদনা
 উঠাতে দারুণ আগি ॥
 তোমার চরিত আছে বিয়াপিত
 সে শ্যাম-অঙ্গের মালে ।
 মধু খেয়া খেয়া রসেতে পুরিয়া
 আইলে মাধবী-ডালে ॥
 একে মরি জালা আছি যে একলা
 তাহে দেখা দিলে ভালে ।
 অতি সে বিষাদ বাঢ়য়ে দ্বিগুণ”
 চণ্ডীদাস কিছু বলে ॥

পাঠান্তর :—

১- মাধবিতলায়, নী

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, উদ্ধব ব্রজে
 আগমন করিলে গোপীগণ একটি ভ্রমর দেখিয়া বা ভ্রমরচ্ছলে

ত্রীকুণ্ডের প্রতি বিরহোক্তি করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৪৭
অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তীকা

পঙ্—১৩-১৬। তু°—ভ্রমর যেমন মধুপান করিয়া
কুসুম পরিত্যাগ করে, ত্রীকুণ্ড সেইরূপ আমাদিগকে
পরিত্যাগ করিয়াছেন (ভা, ১০।৪৭।১১)। তুমিও সেইরূপ
কুণ্ডের কুসুম-মাণিকায় মধুপান করিয়া এখানে আসিয়া
উপস্থিত হইয়াছ। বিয়াপিত—ব্যাণ্ড, প্রসিদ্ধ।

[৫৭২]

রাগ—তুড়ী

“শুনহ হে ভ্রমর কেন বা বন্ধার
তোমার কালিয়া তনু ।
তোমাতে দেখিয়ে বাঢ়ল বিষাদ
বিয়োগ উঠল তনু ॥
ঝাট চলি যাও কেন দুখ দাও
চমকে আমার হিয়া ।
যাহ বন্দাবনে নিকুঞ্জ-ভবনে
যথায় রসের পিয়া ॥
সেইখানে গিয়া ফুলে মধু খেয়া
থাকহ যেখানে কানু ।
হেথা কেনে তুমি মধুর লালসে
তোমার কালিয়া তনু ॥
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
দ্বিগুণ জলিয়া যায় ।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা
এ কথা কহিব কায় ॥”
এ কথা শ্রবণে শুনি মধুকর
তখনি চলিয়া গেল ।
কোথাও না দেখি মেলি দুটা আঁখি
তবে সে ধৈরজ্জ ভেল ॥

নীল কাল জাদ ফেলিল ছিনিয়া
কিছু না রাখল ভালে ।
অঙ্গের কাঁচলী ফেলে দূর করি
নীলের উড়নী দূরে ॥
কাল আভরণ ফেলিয়া তখন
পরল ধবল বাস ।
হিয়ার কাঁচলী পরল ধবল
কহেন এ চণ্ডীদাস ॥

তীকা

পঙ্—৭-৮। তু°—“এক্ষণে যাহারা তাহার সখী
তাহাদের অঙ্গে গিয়া তৎপ্রসঙ্গ গান কর” (ভা, ১০।
৪৭।১২)

[৫৭৩]

তথা রাগ

নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল
কাল আভরণ যত ।
সখী এক সঙ্গে কহে কিছু রঞ্জে
কহিছে রাখার মত ॥
“শুন সুধামুখি, আমার বচন
তেজহ দারুণ মান ।
যে দেখি তোমার অভিমান অতি
পাছেতে তেজহ প্রাণ ॥
ধৈরজ্জ ধরহ শুনহ সুন্দরি,
এতেক কেন বা মান ।
সরম ভরম দূরে তেয়াগিয়া
কোপিত কহত আন ॥

যদি আছ তুমি	বিরস বদনে	সখীর বচনে	কমল-নয়ন
শুনহ স্তন্দরী রাই ।		আপনি সাজত কান ।	
কেন বা অঙ্গের	ভূষণ সকল	বেশ সে সুবেশ	অতি মনোহর
তেজিয়ে তেজিলে তাই ॥		ভাঙ্গিতে রাখার মান ॥	
তুমি স্তনাগরী	রসের আগরী	বাঁধল কুস্তল	লোটন স্তন্দর
তেজহ দারুণ মান ।”		বেড়িয়া মালতী-দাম ।	
সখীর বচনে	কমল নয়নী	তাহার পাশেতে	মুকুতার মালা
ঈষৎ কটাক্ষে চান ॥		শোভে অতি অমুপাম ॥	
“শুন গো সজনি,	কালিয়া বরণ	নানা আভরণ	কঙ্কণ ভূষণ
দেখিয়ে উঠয়ে তাপ ।”		নিবিড় কিঙ্কণী-জাল ।	
চণ্ডীদাস কহে—	হেন মনে হয়	নীল বসনের	ওড়নী স্তন্দর
মানসে দারুণ পাপ ॥		করে বীণায়ন্ত্র ভাল ॥	

দ্রষ্টব্য:—শ্রীরাধার অবস্থা-বর্ণনা এইখানে শেষ হইল। পরবর্তী পদে দৃতী ও কৃষ্ণের কথোপকথন আরম্ভ হইয়াছে।

এক সখী সঙ্গে	চলে বেশ ধরি
কেবল একছি রামা ।	
চলত নাগর	বেশ মনোহর
সেই সে মাধুরী-ধামা ॥	
নারী-বেশ ধরি	চতুর মুরারি
মাধবীতলাতে ষায় ।	
কিবা অদভুত	দেখিয়া বেকত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥	

[৫৭৪]

শ্রীরাগ

কহে যতুমণি	“শুনহ সজনি,
রাধা আনিবারে গেলে ।	
কি শুনি বচন	কহ কহ দেখি”
সঘনে সঘনে বলে ॥	
সখী কহে ভায়	“শুন শ্যামরায়,
রাধার বড়ই রোষ ।	
তুমি গেলে যদি	তার মান ঘুচে
আমার কি আছে দোষ ॥”	

দ্রষ্টব্য:—শ্রীকৃষ্ণের নারী-বেশ-ধারণের বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। উদ্ধবদেশে আছে—

“কেয়ং শ্যামা ফুরতি সরলে গোপকথা কিমর্থং” ইত্যাদি।

অর্থাৎ—শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছিলেন, কোন ক্রমেই মান ভঙ্গ হয় না, একারণ আমি নারীবেশ ধারণ করিয়া গমন করিলে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই শ্যামবর্ণা স্ত্রীলোকটি কে? ইত্যাদি। এই শ্লোকটি উজ্জল-নীলমণিতেও উদ্ধৃত রহিয়াছে (বহরমপুর সং, ৯৮১ পৃ: দ্রষ্টব্য)।

[৫৭৫]

রাগ—তুরী

মন্দ মন্দ গতি চলন চাতুরী
কুঞ্জর-গমনে চলি ।
যেমন কুঞ্জর চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি ॥
মদন-মোহন নবঘন শ্যাম
ফিরাএ আপন বেশ ।
কান্ধে লই বীণা নবঘন শ্যাম
পরিমলে ভুলে দেশ ॥
চলিতে চরণে বাজয়ে স্ত্রতানে
বাজন নুপুর পায় ।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
যুখে যুখে সব ধায় ॥
দূরে হতে রাই দেখি নব রামা
বিস্মিত হইলা চিতে ।
“কোন নব রামা কান্ধে যন্ত্র করি
আঁমারে আইল নিতে ॥”
এই অনুমান করে দুইজন
রাধা বলে —“হের দেখ ।”
রাধার বচনে দেখে সখী তুলি
চন্দ্রবদনী মুখ ॥
হেনই সময় আসিয়ে মিলল
সেই সে মাধবীতলে ।
নব পরিচয় চণ্ডীদাস তথা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥

[৫৭৬]

রাগ—সুই

“দেখি নব রামা তুমি কোন জনা
কহ কহ দেখি মোরে ।
কেন বা এখানে তোমার গমন
কহ কহ”—বলে তারে ॥
সখী কহে তাথে— “শুনহ সুন্দরি,
গেছিল কানন-কুঞ্জে ।
যথা রসময় ব্রজ রামাগণ
আছয়ে কতক পুঞ্জে ॥
মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
আমি সে বটি যে যতি ।
কিছু তাল মান করিয়াছি গান
যে ছিল আপন’ শক্তি ॥
গৌরী নট আর কেদার সুন্দর
পূরবী সিন্ধুড়া আঢ়া কো’ ।
শ্যাম নট আর মাধবী* মঙ্গল’
হিল্লোল মঙ্গলা দো’ ॥
পাহিড়া দীপক আর বেলাবলি
সুরট মল্লার রাগ ।
গাইতে প্রবন্ধে প্রকার করুণে
তাহার মরমে লাগ ॥
এ রাগ শুনিতে বিনোদ নাগর
মোহিত হইলা গীতে ।
পুনঃ পুনঃ কহে ‘ইহার উপর
আর কিছু শূনি চিতে ॥’
তবে কৈল গান যে ছিল স্ত্রতান
তাহাই করিল গান ।
রাধাকৃষ্ণ নাম অতি অনুপাম
বীণাতে উঠিল তান ॥

এ তান শুনিয়া নাগর রসিয়া

হরষ হইল বড়ি ।

এই সে গানের মধুর শুনিয়া

আমারে না দিল ছাড়ি ॥

‘রহ রহ ধনি, আর গান শুনি

কহত প্রথম নাম ।

শুনিতে মধুর ও দুটি আখর

রাধানাম অনুপাম ॥’

কানুর পীরিতি যে দেখিল রীতি

এ কথা কহিব কত ।

রাধা নামে কত অমিয়া পাওল

রস উপঞ্জিল যত ॥”

“গাও গাও ধনি”— কহে গুণমণি—

“রাধা নাম কর গান ।

ঐ রস বই আন না শুনিব

এ বড় মধুর তান ॥

আলাপে রাগিণী রাগের উরণি

রাধা বলি যেন বাজ ।

তোমার ও গানে মোর মনে হানে

যেমতি হৃদয়ে বাজ ॥”

চণ্ডীদাসে বলে— এই গীতে মোহ

রসে ভেল অতি ভোর ।

মুগধ মাধব বহু বিদগধ

সুখের নাহিক ওর ॥

পাঠান্তর :—

১ আষার—নী

২ ডাকো, নী; ডাকো, বি

৩-০ কানড়া মাধবী, নী

কো, নী

টীকা

পঙ্—১৩-১৮ । রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ যে
বিবিধ রাগ-রাগিণী গান করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা
গোবিন্দলীলামৃতে রহিয়াছে, যথা—

কেদার কামোদক ভৈরবাদীন ।

গান্ধার দেশাগ বসন্তকাংশ্চ ॥ ইত্যাদি ।

(ঐ, ১৩৩৬—৭ পৃঃ) ।

দ্রষ্টব্য :—উজ্জলনীলমণিতে আছে—“হেতুজনিত
মান সামভেদাদি প্রয়োগে উপশম প্রাপ্ত হয় । তন্মথো
ভেদ দুই প্রকার,—আপনি আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ
করা এবং সখীদ্বারা উপালম্ব প্রয়োগ (ঐ, মানপ্রকাশ
দ্রষ্টব্য) । এখানে এবং পরবর্তী কয়েকটি পদে শ্রীকৃষ্ণ
ছদ্মবেশে আসিয়া রাধার প্রতি তাঁহার অমুরাগ ব্যাখ্যা
করিতে প্রকৃতপক্ষে নিজের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছেন,
এবং সখীরূপেও রাধাকে উপালম্ব প্রয়োগ করিতেছেন ।
অতএব এই পদগুলি মানোপশমনের ভেদ-পর্যায়ের অন্তর্গত :

[৫৭০]

রাগ—সুই

“শুন ধনী রাই, তান কিছু গাই

রাগেতে রাগিণী মেলা ।

গাইতে গাইতে মুগধ হইলা

নন্দের নন্দন কালা ॥

পুনঃ কহে শ্যাম ‘অতি অনুপাম

শুনিতে মধুর ধনি ।

রাধা রাধা বলি ডাকিছে বীণাটি

মুগধ হইল শুনি ॥’

এই রস তান অনেক সন্ধান
শুনিল রসিক শ্যাম ।
অতি বড় সুখী সুখেতে মোহিত
গাইতে রাধার নাম ॥
ভাবে গদগদ অতি সে আমোদ
সে হেন রসিক কান ।
রাধা নাম বিনে আন নাহি জানে
শ্রবণে শুনল গান ॥
নয়ন-কমল যেন ঢল ঢল
লোরেতে কমল-আঁখি ।
যেমন ঘনের বরিখে শ্রাবণে
তেমতি ধরণ দেখি ॥
রাধা রাধা রাধা আন সব বাধা
কেবল রাধার ধ্যান ।
রাধা-নাম-গানে কমল-নয়নে
কিছুই নাহিক আন ॥
এই সব রস শুনিয়া অবশ
রসিক নাগর কান ।
সে নব নাগর রসের সাগর
শ্রবণে শুনয়ে গান ॥
যখন বাজাশু রাই-নাম-সুধা
কান্দিয়া আকুল শ্যাম ।
হইয়া মুগধ অতি সে আমোদ
দিল মুকুতার দাম ॥
দেখ দেখ ধনি, আমার উরসে
এই মুকুতার মালা ।
সে নব নাগর গুণের সাগর
রাধা-নামে বড় ভোলা ॥
এই সব রসে তার মন তোষে
বীণাতে করিল গান ।
বিকল কিসে বা না জানি কেন ॥
কিসের কারণে ধ্যান ॥

কুঞ্জ একাকিনী করেছে বাঁশীটি
ধরিয়া নাগর রায় ।
তোমারে কিছুই তান শোনাইতে
আইল মাধবী-ছায় ॥”
চণ্ডীদাস দেখি-- অতি অপক্লপ
অপার দৌহার লীলা ।
কে ইহা জানিবে নিগূঢ় মরম
দৌহে ছুঁছ রসমেলা ॥

[৫৭৮]

রাগ—কেদারা

“শুন শুন রাধা” কহে সেই ধনী ’—
“শুনহ রসের গান ।
তোমারে এ গান শ্রবণ করাতে
আইল মাধবী-স্থান ॥
মুখ তুলি চাহ রসের প্রেয়সী
গাই যে একটি রাগ ।
শ্রবণ পরশি এ গান শুনিতে
কতি যাব অহুরাগ ॥”
এ কথা শুনিয়া কহে সুধামুখী
“শুনহ সুন্দরী রায় ।
কর কিছু গান শুনি কিছু তান
নবান নাগরী শ্যামা ॥”
বীণাতে কেদার রাগ আলাপন
গাওই মুগধ রসে ।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে অনুপাম
শুনিতে শ্রবণ পাশে ॥

গাও গাও রামা মধুর বচন
 শুনিত্তে বড়ই সুখ ।
 কোথা না শুনিল হেনক বাজন
 দূরে যায় অতি দুঃখ ॥
 নবরামা শুন কোথা তোর ঘর
 কেমনে আইলা তুমি ।
 কিবা তোর নাম বলহ আমারে
 অতি মধুরস বাণী ॥”
 “বসতি গোকুলে আমরা গোয়ালে
 মোর নাম বটে শ্যাম ।
 গুণী গুণী জানি সবাই আদরে
 শুন রসবতী রামা ॥
 মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
 নন্দের নন্দন কান ।
 সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল
 কিছুই রসের তান ॥
 সেখান হইতে আইল হেথায়
 দেখিয়া দুঃখিত কান ।
 সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরি,
 তেজিয়া বিষম মান ॥”
 চণ্ডীদাস কহে— অতি বড় মোহে
 সুন্দরী কিশোরী রাই ।
 ইহার কোপের বিপাক বিষম
 ভাস্কিতে নারিল কই ॥

[৫৮১]

রাগ কাফি

“গুণী, না কহ কানুর কথা ।

শুনিত্তে মরমে সেইখানে হানে
 উঠত দারুণ ব্যথা ॥

মনের আগুণ বাঢ়ল দ্বিগুণ
 নিভাইতে যদি সাধ ।
 যে জানে বেদনা মরমে পশিশু
 তনুখানি হল আধ ॥
 এ বড়ি বিষম বাঁশীটী বেঁধল
 বৃকে বাজি পীঠে পার ।
 টানিলে যতনে বাহির না হয়
 এ দুখে জীব কি আর ॥
 দারুণ শেল যে নহে নিবারণ
 আর সে বিরহ-আগি ।
 এ দুই বাহার অন্তরে পৈশল
 কি ছার জিবার লাগি ॥
 কাননে অনল কেহ না নিভায়
 আপনি নিভায় সেই ।
 হৃদয়-অনল কেবা নিভাইব
 বিষম আগুন এই ॥
 কাহারে কহিব এসব বিচার
 মরম জানয়ে কে ।”
 চণ্ডীদাস কহে— যে জানে মরম
 সে জন বেধিত দে ॥

টীকা

পঙ-৮৯। তু—

“সই, পশিল বিষম বাঁশী ।

বাহির করিতে যতন করিমু

মরমে রহিল পশি ।” (নী, ১২৪ পৃঃ)

এবং “বৃকে খেয়েছি শ্যামের শেল

পীঠে হৈল পার ।” (ঐ, ১২৫ পৃঃ)

১৭-২০। তু—

“বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী ।

মোর মন পোড়ে যেন কুস্তারের পণী ॥”

(কঃ কী, ২৯৪ পৃঃ)

[৫৮২]

রাগ শ্রী

“শুন নব রামা ওই পরসঙ্গ
না কহ আমার কাছে ।

আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ
ও বোল কি বোল আছে ॥

যে জন কুজন সে নহে সরল
গাও গাও কিছু শুনি ।”

এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বীণা কাঁধে নিল গুণী ॥

গাইতে লাগিল হিলোল নায়ক
রাগিণী ভুঞ্জায় তায় ।

মধুর মধুর তাল মান রাগ
সে স্বর মধুর প্রায় ॥

প্রথম রাগেতে রাগিণী ডুবায়
গাওল প্রিয়ার নাম ।

দুতীর আখরে রাধা নাম উঠে
শুনিতে মধুর তান ॥

এই দুটি নাম বাজে অনুপাম
মুগধ হইল রাধা ।

কটাক্ষে মিলনে অমিয়া বরিখে
কত কত বহে সুধা ॥

“শুন শ্যামা সখি, গাও আর দেখি
শুনিয়ে শ্রবণ ভরি ।

গাও গাও পুনঃ রসাল রচন
শুনহ শ্যামরু গৌরী ॥”

রাধা কানু বলি বীণাটি বাজয়ে
শুনিতে আনন্দ বড়ি ।

হার মনোহর মুকুতার মাল
দিছেন হিয়ার তোড়ি ॥

“আগে আসি লহ গাইলে মধুর
তুরিতে দিয়াছি হার ।”

চণ্ডীদাস কহে— কিবা সে অদ্ভুত
সুখের নাহিক পার ॥

[৫৮৩]

মগন হইলা গীতের আলাপে
সে ধনী কিশোরী রাই ।

“আগে আইস শ্যামা হেদে নব রামা
তোমারে মরম কই ॥”

দু বালু পসারি রাই স্নানগরী
গুণীরে করিল কোড় ।

শ্যামের অঙ্গের পরশ পাইয়া
মনোরথ ভেল ভোর ॥

অঙ্গের সৌরভ পরশ স্নগন্ধ
পাইতে কিশোরী গোরী ।

হাসি রসপর কটাক্ষ চাহিতে
জানিল সুরস প্যারী ॥

কপট মুরারি করিয়া চাতুরী
মান লয়া প্রিয়া মোর ।

দূরে গেল মান সরস বচন
সুখের নাহিক ওর ॥

জানিল কপট নারী-বেশ ধরি
ভাঙ্গিতে দারুণ মান ।

অতি ভেল সুখ দূরে গেল দুখ
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

দ্রষ্টব্য :—মান উপশমনের চিহ্ন বাঙ্গামোক্ষণ ও হাত্তাদি (উজ্জলনৌলমণি, ৮২৫ পৃঃ) । কবিও রাধার হাত্তে তাঁহার মানের উপশমন বর্ণনা করিয়াছেন ।

[৫৮৪]

বিহাগড়া

কাশুর পীরিতি পাইয়া পরশ
 মানেন্তে মোহিত ছিল ।
 হাসি নাসা পর অঙ্গুলি ভেজায়ে
 ও নব নাগরী দিল ॥
 “কে জানে এমন তোমার ধরণ
 কপট আগুন ইথে ।
 বছদিন মান কপট অন্তরে
 ভাঙ্গল কপট চিতে ॥”
 “আর কিবা আছে মান অভিমান
 চলহ নিকুঞ্জ বনে ।
 করহ বেশের পরিপাটী যত
 চলহ সখীর সনে ॥”
 শ্যাম স্ননাগর চতুর শেখর
 চলিল নিকুঞ্জ-ধামে ।
 হেথা স্খামুখী বেশ পরিপাটী
 করে সে মনের সনে ॥
 চলল কিশোরী শ্যাম দরশনে
 বদনে মধুর হাসি ।
 সঙ্গে সহচরী মস্তুর গমন
 চাতুরী বদনশশী ॥
 যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে
 ও চাঁদবদনী রাধা ।
 নীল-লোচনী আধেক ওড়নী
 বচন কহত আধা ॥
 শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদগদ ভেল
 বচন চপল আধ ।
 চলিতে মধুর বাজয়ে পঞ্চম
 মধুর মধুর নাদ ॥

সুগন্ধ মলয়

চন্দন কস্তুরী

অগুরু সৌরভ পায় ।

মত্ত অলিগণ

কুসুম কোকিল

এ সব সঘনে ধায় ॥

বিচিত্র দুসারি

সুগন্ধ কুসুম

বিছাই বনের পথে ।

নবীন কিশোরী

সুখে পদ দুটি

আরোপিয়া যায় তাতে ॥

চণ্ডীদাস কহে—

শ্যাম-দরশনে

চলিছেন ধনী রাধা ।

কতি গেল মান

বিরস বদন

আন কাজ গেল বাধা ॥

[৫৮৫]

শ্রী

রাই অভিসার কর ।

বেশ ভূষা কর চারু ॥

হংস-গমনী রাধা

চলে পদ আধা আধা ॥

ঈষৎ হাসিয়া গোরী ।

গমন করত ভালি ॥

প্রবেশ করল বনে ।

জয় জয় গোপীগণে ॥

বাম করে লই গন্ধ ।

দক্ষিণ করে কুসুম সুগন্ধ ॥

মিলল নিকুঞ্জ-মাঝ ।

হেরয়ে নাগররাজ ॥

এ বর-নাগরী রসের গাগরী
নাগর রসের সিন্ধু ।

দৌহার রূপেতে আলো বৃন্দাবন
কৈল মুখ কোটা ইন্দু ॥

তুঁছ রূপ হেরি বরজ-নাগরী
মোহিত হইল সবে ।

চণ্ডীদাস কহে— দৌহার চরণ
শরণ মাগয়ে সবে ॥

টীকা

পঙ—২-১২ । রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ দেখিয়া চন্দ্র-ভ্রমে
নয়নরূপ চকোর পাখীর মন-সুধা পান করিবার জন্ত চঞ্চল
হইয়াছে ।

যত গোপনারী নাগর হেরিয়া
সুখের নাহিক ওর ।

চণ্ডীদাস দেখি আনন্দে মোহিত
বিনোদিনী শ্যাম-কোড় ॥

টীকা

পঙ—১-৩ । তুঁ—“যেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে,
হের না আসিয়া দেখা” (প্রথমখণ্ড, ১৪৩ সং পদ),
এবং “তুঁই তনু একই দেহে” (ঐ, ১৪৪ সং পদ) ।

৪-৫ । তুঁ—“দেখি অদভূত, নয়নে না ধরে” (ঐ,
১৪৪ সং পদ) ।

১৪-১৫ । তুঁ—“আজু যুগল-কিশোর । কালিন্দীকূলে
উজ্জোর ॥”

[৫৮৮]

কামোদ

সই, হের আসি দেখ'সিয়া ।

নবীন নাগরী নাগরের কোলে
আছে আরোপিত হৈয়া ॥

লখিতে লখিতে আঁখির পুতলি
সে অঙ্গে নাহিক থাকে ।

বড় অপরূপ কিবা রসকূপ
অমিয়া বরিখে লাখে ॥

দেখ না চাহিয়া তুঁছ রূপখানি
এমতি না দেখি কতি ।

বহু দিন থাকি গোকুল-নগরে
না শুনি না দেখি রতি ॥

যেমন নাগর নাগরী তেমন
তুঁহো শোভিয়াছে ভাল ।

নব বৃন্দাবন যত উপবন
সকলি করিল আলো ॥

মিলনের পর সেবা

[৫৮৯]

কল্যাণ

যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দৌহার গায় ।

কোন কোন জন শ্রীঅঙ্গ চাহিয়া
করিছে পাখার বায় ॥

কোন কোন জনে গাঁথি ফুলদামে
দিয়াছে শ্যামের গলে ।

কোন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে
চামর ঢুলায় ভালে ॥

কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে
সেবন করিছে গাঢ় ।

এ অর্ক রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া ॥

অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আর্ন্তিক
 মোক্ষ সক্ষ অষ্ট লিখি ।
 এ কুঞ্জ-কুটীর কুটীর ভিতর
 বেকত আছয়ে সখী ॥
 কোন কোন রস রসেতে বেকত
 রসিক নাগর রায় ।
 এ রস চাতুরী কে জন বুঝিব
 চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

টীকা

পঙ্—১০৮। প্রেমলীলা ও বিহারাদির বিস্তারকারিণীকে সখী বলে (উজ্জলনীলমণি, ৩০৫ পৃঃ)। ইহাদের সপ্তদশ প্রকার কার্যের মধ্যে “সেবনং বাজনাদিভিঃ” অর্থাৎ চামরাদি দ্বারা সেবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ঐ, ৩৩৫ পৃঃ)। কবি এখানে এই জাতীয় বিবিধ প্রকার সেবার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসের সময়ে গোপীগণ ভগবানের কর এবং চরণ সম্বর্দনদ্বারা সেবা করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩২।১৪)। গোবিন্দলীলামতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই সময়ে ললিতাবিশাখা তাম্বুল, শ্রীরূপ ও রত্নমঞ্জরী পাদসেবাহন, এবং অশ্রুচ সখীগণ চামর-বাজনাদি সেবা করিয়াছিলেন (ঐ, ১৩৯৬ পৃঃ)।

১-১২। তু—

“রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
 সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা ॥
 কৃষ্ণপ্রেমামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
 নিজ সেক হৈতে পল্লবাত্তের কোটি সুখ হয় ॥”

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যের অষ্টমে)

সখীগণ আত্মতৃপ্তি অপেক্ষা সেবাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত রাধাকৃষ্ণের পরিচর্যা করিয়া থাকেন।

এই ধারণা যে চৈতন্যপরবর্তীযুগের তাহাতে সন্দেহ নাই। সকলি—“নিজ কুল ধর্মাদি”। হইয়া ছাড়া—পরিভ্যাগ করিয়া।

১৩-১৪। সৌভাগ্যাধিক্য-প্রযুক্ত রাধা আদি অষ্ট যুথেশ্বরী প্রধানা বলিয়া সমস্ত (উজ্জলনীলমণি, ২৭ পৃঃ)।

ইহাদের প্রত্যেকের শত শত যুথ, ও এক এক যুথে লক্ষ লক্ষ বরাদ্দনা আছে, তন্মধ্যে ললিতাদি সখীগণ যুথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও তাঁহাদের রাধাদিভাবের প্রতি লালসা-প্রযুক্ত সখ্যাবিষয়ে রুচি হয় (ঐ)। এখানে “মোক্ষ” শব্দে বোধ হয় “মুখ্য” অর্থে যুথেশ্বরীগণকে বুঝাইতেছে, আর “সক্ষ” শব্দে “সখ্য” অর্থে ললিতাদি সখীগণকে নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রধানা অষ্ট সখীর উল্লেখে বুঝা যায় যে কবি চৈতন্য-পরবর্তীযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৫-১৬। তু—

“রাধাকৃষ্ণলীলা এই অতি গুণতর।

দাস্তবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥

সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥

রাধাসাধ্যকুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়। ইত্যাদি

(চৈঃ চঃ, মধ্যের অষ্টমে)

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার অধিকার একমাত্র সখীগণেরই আছে।

অথ বৃন্দাবন-শোভা

[৫১০]

সুহই

এইরূপে নব

নাগর রসিক

করিতে রসের লীলা।

গুপত পীরিতি

করিতে আরতি

রুচিল নাগর কালা ॥

নানা বৃক্ষগণ

করে সুশোভন

বিকসি কুসুম তারা।

ফুলকুল তারা

তরুকুলে যত

মকরন্দ বরে সারা ॥

ময়ূর ময়ূরী চাতক চাতকী
 হংসিনী হংস যে জোড়ে ।
 বেড়িয়া রতন মন্দির সুন্দর
 কলরব বড় করে ॥
 ভ্রমরা ভ্রমরী কুসুমে গুঞ্জরি
 সুধা-পানে ভেল ভোরা ।
 যমুনার যত জলচর কত
 জোড়ে জোড়ে ফিরে তারা ॥
 কমল-নলিনী বিকসিত যত
 তা'পরে ভ্রমরা-গান ।
 শুনিতে মধুর ঝঙ্কার-শব্দ
 কি দেখি সুন্দর তান ॥
 নানা জন্তু ফিরে উপবন-ধারে
 আরোপি চামর যত ।
 হরিণী হরিণ দেখিতে শোভন
 বানর বানরী কত ॥
 দেখিতে দেখিতে ও নব-নাগরী
 মোহিত হইলা চিতে ।
 চণ্ডীদাস কহে— কি শোভা আনন্দ
 ছুঁ আঁখি মজিল তাতে ॥

টীকা

পরবর্তী ৬৩০ সংখ্যক পদ এবং তাহার পাদটীকা
 দ্রষ্টব্য ।

কহেন চতুর নাগর-শেখর
 “কহ কহ ধনী রাধা ।
 যাহাই বলিবে তাহাই করিব
 ইহা না করিব বাধা ॥”
 হাসি বিনোদিনী কহে আধবাণী
 “শুনিতে আছয়ে সাধ ।
 তোমার চূড়াটি মোরে বাঁধি দেহ
 করহ বাঁশীর নাদ ॥
 চূড়া বাঁশী দেহ মুরলি শিখাহ
 এই মোর মনে হয় ।
 সাধ আছে মনে যদি পূর কামে
 হেন মোর মনে লয় ॥”
 হাসিয়া নাগর রসিয়া কহিলা
 চাহিয়া রাখার পানে ।
 “হের এস, ধনৌ, কুলের রমণী
 শিখাব বাঁশীর গানে ॥”
 নাগর বসিলা তরুর তলাতে
 বনাইতে রাখার চূড়া ।
 চণ্ডীদাস বলে— অপরূপ দেখি
 নাগরী আগরি বাড় ॥

মহারাসে শ্রীমতীর চূড়া বাঁধিয়া বংশী-গীত-শিঙ্কা

[৫৯২]

শ্রী

রাধা কহে—“শুন শ্যাম সূনাগর,
 কহিতে বাসি যে লাজ ।
 এক নিবেদন আছে রাজা পায়ে
 অধিক আছয়ে কাজ ॥”

বেশ বনাইছে শ্যাম ।
 রাই বাম করে দিয়াছে মুকুরে
 চূড়া বাঁধি অনুপাম ॥

মুকুতার মালে বেড়িয়া বসনে
মাঝারে প্রবাল-পাঁতি ।

তাহার উপরে কুন্দের কলিকা
কি তার দেখিলা ভাতি ॥

তার পরিমল পেয়ে অলিকুল
ধাইয়া পড়িছে তায় ।

তাহার উপরে মাণিক গাঁধুনি
দেখি মন মুরছায় ॥

নব নব নব বরিহ-শিখর
দেওলি চূড়ার'পরে ।

নয়ন-অঞ্জন আতি সুশোভন
আকর্ণ পূরিত ধরে ॥

সিথার সিন্দূর মুছিয়া তিলক
দিল সে রাখার ভালে ।

মৃগ-মদবিন্দু চন্দনের বিন্দু
শোভিত সুন্দর সরে ॥

মলয় চন্দন অঙ্গে স্থলেপন
অগোর কঙ্করী সনে ।

নীল সে নিচোলে পরিলা গোচরে
পীত ধড়া পরিধানে ॥

সোণার ঘাঘর ঘঙ্করি দেওলি
নূপুর দেওত পায় ।

রসিক নাগর বেশ বনাইয়া
শ্রীমুখ নেহালে তায় ॥

চণ্ডীদাস বলে— দেখ কুতূহলে
কিরূপ সাজল রাই ।

রসিয়া নাগরী দেখ মনোহারী
ও রূপ হেরয়ে তাই ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এখানে আর এক প্রকার রাসলীলার স্থচনা
হইতেছে ।

পঙ্—১-১১ । কাপড়ের উপরে মুস্তার মালা, তাহার
মাঝে মাঝে প্রবাল, তাহার উপরে কুন্দের কলিকা, এবং
তদুপরি মাণিক্য দিয়া চূড়া বাধা হইয়াছে । তু°—“বিনোদ
চূড়াটি ঝলমল করে, বেড়িয়া কুসুম-দাম” ইত্যাদি (প্রথম
খণ্ড, ১০৬ সং পদ) এবং “বনফুলে চূড়া বাধে, কিবা ছলে
নাট” (ঐ, ৩১৮ সং পদ) ।

১২ । বিরহ-শিখর—ময়ূরগুচ্ছ ।

২২ । নিচোল —আচ্ছাদন বস্ত্র ।

২৪ । স্বর্ণনির্মিত ঘটিকা দ্বারা কিঙ্কণী করা হইল ।

[৫৯৩]

গড়া

রাধারূপ অতি দেখিয়া মুরতি
বিকল হইল তারা ।

কোথা হৈতে এত রূপ লয়েছিল
এমনি মাধুরী-ধারা ॥

যেমন নাগরী তেমন নাগর
এ দুই একৈক প্রাণ ।

আপনার চূড়া তেমতি বাঙ্কিল
ইথে সে নাহিক আন ॥

রাই বামকরে নাগর-শেখরে
ধরিয়া লইল কুঞ্জে ।

“বস ধনী রাখা, মুরলী শিখাব
এই সে কুটার-কুঞ্জে ॥”

হরষ-বদনী ও মৃগনয়নী
কহেন হাসিয়া রসে ।

“দেহ করে বাঁশী” ধনী কহে হাসি
“বৈঠহ আমার পাশে ॥

যেমত বাজাও মধুর মুরলী
 তেমতি শিখাও মোরে ।
 শিখালে মুরলী যা চাহ তা দিব
 অধীন হইব তোরে ॥
 নহ খলপণা খলের স্বভাব
 শিখাহ মুরলী-গুণে ।”
 হাসিরসপানে শিখাবে যতনে
 দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্—১২। জ্ঞানদাস-কৃত “মুরলী-সীতার” পদগুলি
 তুলনীয়। পদ-আরোহণ—তু°—“চরণে চরণ রাখ” (বৈ-
 প-ল, ২২০ পৃঃ)।

১৪। আঙ্গুলি ঘুরাহ রাখা—তু°—(অঙ্গুলি) “ধর
 দেখি রক্ত মাখে মাখে” (ঐ)।

১৬। চূড়া বাধ ইত্যাদি—তু°—“চূড়া বান্ধ আউ-
 লায়্যা কবরী” (ঐ)। পরবর্তী পদটিও দ্রষ্টব্য।

[৫৯৪]

গড়া

রসিক নাগর বলে—“শুন বিনোদিনি ।
 তোমারে শিখাব বাঁশী আমি ভালে জানি ॥”
 রাখা কহে—“কুটিল ছাড়িতে যদি পার ।
 তবে গুণ শিখাইবে শুন বংশীধর ॥”
 কান্নু বলে—“কুটিল যে জানিলে কেমনে ।
 ধর বাঁশী,” কহে হাসি, “শিখাই যতনে ॥”
 রাই কহে—“বিনোদ নাগর রসময় ।
 ভালমতে শিখিতে আমার মনে হয় ॥”
 করেতে মুরলী দিলা হাসিয়া হাসিয়া ।
 মনের হরিষে বাঁশী শিখায় রসিয়া ॥
 কান্নু কহে—“শুন ধনী আমার বচন ।
 ত্রিভঙ্গ হইয়া থাক পদ-আরোহণ ॥
 চরণে চরণ বেড়, দাগুহ ভঙ্গিমে ।
 আঙ্গুলি ঘুরাহ রাখা”—বলে ঘনশ্যামে ॥
 কহে চণ্ডীদাস—বড় অপরূপ বাণী ।
 চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

[৫৯৫]

কামোদ

নাগর চতুর-মণি ।
 কহেন একটি বাণী ॥
 “শুন, শুন, স্কুমারী রাধে ।
 দাগুহিতে শিখ আগে ॥
 তবে সে ভালই লাগে ।
 তবে বাঁশী শিখাইব সাথে ॥
 ধরহ আমার বেশ ।
 আরহ চরণ-শেষ ॥
 পদের উপরে দেহ পদ ।
 ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও
 বাঁশী বাও হইয়া আমোদ ॥”
 শুনিয়া আনন্দ বাড়ি সে নব-কিশোরী গোরী
 ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিম স্ঠামে ।
 ধরিয়া রাখার করে নাগর রসিকবরে
 অঙ্গুলি ঘুরাইতে শিখান ॥

রঞ্জে রঞ্জে সে অঙ্গুলি শিখাইছে বনমালী—
“দেহ ফুঁক সুকুমারী রাখা।

বাজাহ মধুর তান মন্দ মন্দ কর গান
তিলেক নাহিক কর বাধা ॥”

হাসি কহে বিনোদিনী—“এবে কি শিথিতে জানি
অলপে অলপে যদি পারি।”

কহেন রসিক-রাজ— “ভালে সে পাইবে লাজ”
চণ্ডীদাস যায় বলিহারি ॥

দ্রষ্টব্য :—একই পদে দুই প্রকার ছন্দ লক্ষণীয়।

বংশীবাদন

[৫৯৬]

কেদার

“অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পূর
শুনি যেন শ্রবণ পূরিয়া।

দেহ ফুঁক ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নাড়হ রাধে”
তাহে শ্যাম দিছে দেখাইয়া ॥

“রাই, হের দেখ চেয়ে মোর পানে।

রঞ্জে রঞ্জে ‘ও’ রা-ধনি করের অঙ্গুলি ঢাক
প্রথম রঞ্জেতে কর গান ॥”

এ বোল শুনিয়া রাই শ্যাম-মুখপানে চাই
ফুঁক দিল সব রসগান।

না উঠে কোনই গান ফাঁক ফুঁক পড়ে যেন
হাসি কানু না যায় ধরণ ॥

পুনঃ কহে স্নাগর— “শুনহ নাগরী গৌরি
নহিল নহিল এ না গান।

পুনঃ দেহ দৃঢ় ফুঁক বাডুক অনেক সুখ
পুনঃ ধনী, পূরহ সন্ধান ॥”

কানুর বচন শুনি বৃষভানু-নন্দিনী
কহে রাই বিনয়-বচনে।

“প্রথম মুরলী-শিক্ষা কেবল লয়েছি দীক্ষা”
দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে ॥

দ্রষ্টব্য :—এই বংশীবাদনও রাসলীলার প্রকারভেদ যাত্র।

[৫৯৭]

ধানশী

পুনরপি রাই মুরলী বাজাই
উঠিল একটি ধনি।

প্রথম সন্ধান উঠিল সঘন
“কৃষ্ণ, কৃষ্ণ”—উঠে বাণী ॥

কহে শ্যাম পর “বাজে অপস্বর
না উঠিল রাখা নাম।

আগে গাহ ধনী, রাখা নাম শুনি
তবে সুধা অনুপাম ॥”

তবে হাসি ধনী, রাজার নন্দিনী
কহিছে কানুর কাছে।

“মুরলী শিথিতে বড় সাধ আছে
শিখাহ যে আর আছে ॥

তুমি গুণমণি গুণের সাগর
আমি সে অবলাজনে।

মুরলী শিখালে যাহা চাহ দিব”
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্-৫। অপস্বর—“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ধনি উঠিয়াছে
বলিয়া। রাখার পক্ষে “কৃষ্ণ” নাম বাজানই স্বাভাবিক
বটে, কিন্তু কৃষ্ণের বাণী “রাধা নামে সাধা” বলিয়া এখানে
“অপস্বর” বলা হইয়াছে।

[৫৯৮]

আহীর

“শুনহে নাগর গুণমণি ।

এক রক্তে দুজনতে বাজাহ ভালই মতে
যেমন মধুর উঠে ধ্বনি ॥”

শুনিয়া রাধার বাণী হাসিল সে গুণমণি
মধুর বাঁশীতে দিল ফুঁক ।
“রাধা-কৃষ্ণ”—দুটি নাম ধ্বনি উঠে অমুপাম
শুনিতে মধুর অতি সুখ ॥

এক রক্তে দুই জনে বায়ে বাঁশী ঘনে ঘনে
মৃত তরু মুঞ্জরিতে চাহে ।
যমুনার যত নীর কূলে পড়ে স্ন-ধীর
গান শুনি পরাগ মিলায়ে ॥

রাই কহে—“শুন হরি এই সে বিনতি করি
ভাল মতে মুরলী শিখাও ।
কোন্ রক্তে কোন্ কয় ফুঁক দিলে কিবা হয়
কোন্ রক্তে কোন্ রস গায় ॥

দশাঙ্গুলি করে হই সপ্তাঙ্গুলি পরিচয়
কোন্ অঙ্গুলি কিবা বোল ।”
শ্যাম কহে—“শুন রাই যে হেতু শুনহ তাই
বাঁশী কিবা পরিচয় হল ॥

কাননে মধুর বলে কোন্ খানে কোন্ দিলে
আগে আছে ভাগবতে লেখা ।
পূরবে সে এককালে মধুকরি আনি ছলে
তিন জনা আনি দিল দেখা ॥

সেই তিন বসি তথা কহিতে কানন-কথা
সেই মধু গাগরিতে ছিল ।
তিন জন অভিপ্রায় ঢালে মধু তথায়
সকল ঢালিয়া তায় দিল ॥

মধুবনে সেই মধু ঢালি দিল কোন বিধু
সেই মধু উপজ্বল কায় ।
হইয়া নারীর কায় দিব্য স্নিগ্ধ রূপ পায়
সেই রামা হইল রস ছায় ॥

তবে তার শুন কথা কোন কৰ্ম্ম সখী হেথা
বড় পুণ্যবতী সেই নারী ।
দিল তার পরিচয় মনে মনে কথা কয়”
চণ্ডীদাস বলে বলিহারী ॥

টীকা

পঙ্-১৪-১৫। তু—“কোন্ রক্তে রাধা বলে ডাকে
আমার নাম ॥” ইত্যাদি। (জ্ঞানদাস, বৈ-প-ল,
২২০ পৃঃ)।

১৬-১৭। হাতে দশটি অঙ্গুলি রহিয়াছে, তন্মধ্যে
সাতটি অঙ্গুলি বাঁশী বাজাইতে ব্যবহৃত হয়, ইহাদের কোন্
অঙ্গুলিতে কি সুর বাজে তাহা বল।

২০-২১। ভাগবতের ১০।২৯।৩ শ্লোকের “বনঞ্চ তৎ
কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্”
ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“কলং
ককারলকারং। বামদৃশামিতি চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়া সহ
পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগৌ” অর্থাৎ কল পদে ক, ল,
বামদৃক পদে ঙ, এবং মনঃ পদে চক্রবিন্দু, এই সমষ্টিতে
কামবীজ ক্রীং সহ শ্রীকৃষ্ণের স্বররূপভূত মহামন্ত্রমন্ত্র গান
করিলেন। বৈষ্ণবতোষিণী টীকাত্তেও—“অত্র শ্লেবেণ
কামবীজং জগাবিতি রহস্যং” বলা হইয়াছে। বোধ হয়
কবি ঐ শ্লোক এবং তাহার টীকার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

২২-২৩। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা পরবর্তী ৬১০-১১
সংখ্যক পদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

[৫৯৯]

সুহৃৎ

আট রক্তে আট গুণের মহিমা
 পাঁচ রস করে গান ।
 এ রাগ-রাগিণী প্রথম আঁখর
 কনিষ্ঠ আঙ্গুলি তান ॥
 তানে মধু আছে অঙ্গুলির কাছে
 অতি সে স্তম্বর বটে ।
 রাই-করে ধরি রসিক মুরারি
 গানের মাধুরী উঠে ॥
 “গাও গাও কিছু মধুর মধুর
 কালিয়া আঁখর শুনি ।”
 প্রেমরসে রাধা আবেশ হইয়া
 কহেন একটি বাণী ॥
 রাধা-শ্যাম বলি বাজয়ে মুরলি
 যমুনা উজান ধরে ।
 খগ মৃগ পাখী ছসারি কাননে
 বাঁশীটি শুনিয়া বুঝে ॥
 একবার রাই বাঁশী ফুঁক দিল
 পুনঃ ফুঁক দেয় শ্যাম ।
 মধুর মধুর এ রাগ-রাগিণী
 বাজাই অনুহিপাম ॥
 রাধা নাম ক্লেণে শ্যাম নাম ক্লেণে
 যেমন রসের বাঁশী ।
 চণ্ডীদাস কহে— ছুঁছ সে রসিক
 মরমে মরমে পশি ॥

[৬০০]

কামোদ

ছুঁছ বাহে মধুর মুরলী ।
 অপরূপ ছুঁছ রসকেলি ॥
 এক রক্তে দুজনে বাজায় ।
 রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তায় ॥
 রাই কহে—“শুন নাগর কান ।
 পূরল মনের অভিমান ॥
 সাধ ছিল শিখিতে মুরলী ।
 তাহাও শিখালে বনমালী ॥”
 কানু কহে—“আর কি শিখিবে ।
 নিশ্চয় কহিবে তুমি এবে ॥”
 হাসি ধনী ধরণে না যায় ।
 দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গায় ॥

[৬০১]

গড়া

“হেদে হে মুরলীধর না বাস আপন পর
 হাসিয়া কহ না এক বোল ।
 যে ছিল মনের সিদ্ধি (১) তাহাই পূরালে বিধি
 মুরলী শিখিল রামভূর ॥ (১)
 আর এক শুন কান আকুল রমণী-প্রাণ
 আপনি বাজাহ নিজ বাঁশী ।
 শুনি গোপ স্তনাগরী শুনিতে আনন্দ বড়ি
 যুখে যেন হেন নিশি দিশি ॥

মধুর মধুর ধ্বনি গাও দেখি গুণমণি
নিজ মুখে শুনিতে মধুর ।

কি জানি কি গাও গুণে বিষ ভরি মুখ খনে(?)
শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর ॥

যেই ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন
চেতন গেয়ান নাহি থাকে ।

তেমতি তোমার বাঁশী কুল লেই হাসি হাসি
দংশন করয়ে আসি বুকে ॥

কভু বাঁশী প্রেমধারা কখন ভুজঙ্গ পারা
গরল সমান কভু হয়ে ।

কেন বা এমন হয় এ অবলা প্রাণ লয়”
দীন চণ্ডীদাস ইহা কয়ে ॥

টীকা

পঙ্—১৭। তু°—“শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্তৃক দংশিত
হইয়াছেন” (বিদগ্ধমাধব, ৬৯ পৃঃ) ।

১৮। প্রেমধারা—যেহেতু ইহা “শঙ্কামৃতপ্রবাহ
উদগরণ করে” (ঐ, ৬৬ পৃঃ)। ভুজঙ্গ পারা—কারণ
হৃদয়ে দংশন করে। গরল সমান—যেহেতু ইহা
অভিলাষের তীব্র জ্বালা উৎপাদন করে ।

কখন কখন বাজয়ে কেমন
কখন মধুর সম ।

কখন কখন গরল সমান
গাইতে হইয়ে ভ্রম ॥

কোন অভিলাষে বাজয়ে কেমন
না জানি ইহার রীত ।

মধুর মধুর বাজয়ে সুস্বর
কত আনন্দের গীত ॥

বাঁশী পরবশ নহে নিজ বশ
কখন হয়নি ভাল ।

বাঁশীর চরিত বুঝিতে না পারি
তুমি বা কি আর বল ।

তুমি কি জানিবে মধুর মুরলী
নহে পরিচয় ভায় ।

বাঁশী আগে কর বশীভূত পনা
তবে কিবা রস হয় ॥

যখন না ছিল পরিচিত রাখা
এবে হল জানাশুনা ।”

চণ্ডীদাস বলে— আমি জানি ভাল
যে দেহ দুকুলে হানা ॥

নিধুবনে কিশোরী রাজা

[৬০২]

গড়া

হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
রাধারে কিছই বলে ।—

“কহিল সকল তোমার গোচর
বাঁশীর বচন-ছলে ॥

[৬০৩]

শ্রী

সব গোপীগণে কমল-নয়ানে
কহিল একটি বাণী ।

“হেন শুন আসি,— কহে হাসি হাসি
এক মনে অনুমানি ॥

কহে গোপীগণ হরষ বদন
কহেন নাগর রায় ।

[৬০৪]

“কি হেতু হৃদয় করল নাগর
কহ না শুনিতে তায় ॥”

শ্রী

“মনের বেদনা মরমের খেলা
কহিল সবার কাছে ।

এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন গোপের নারী ।

এক অভিলাষ মনের মানস
ইহাই কহিতে আছে ।”

“বড় অদভুত শুনিল বেকত
ইহা পরমাদ বড়ি ॥”

“কহ না বিচারি,— কহিল নাগরী
চাহিয়া নাগর-পানে ।

ভাল ভাল বলি বলে গোপীগণ
“যাহাই করিবে তুমি ।

কহিতে লাগিলা রসের রসিক
উগারল যেবা মনে ॥

সেই সত্য ফল সেই সে সুদিন
কি আর বলিব আমি ॥”

“এই বৃন্দাবনে রতন-আসনে
রাধারে করিব রাজ্য ।

কেহ বলে—“শুন নাগর মোহন
না দেখি না শুনি কানে ।

রমণী-মাঝারে জয় জয় দিয়া
বাঁধিয়া রাখিব ধ্বজা ॥

রাধারে রাজত্ব দিবে সে বেকত
দেখি যে মনের সনে ॥”

সবার মাঝারে ছত্র দণ্ড দিব
ধরিয়া আড়ানি মাথে ।”

আনন্দ অখির হইয়া নাগরী
কহেন কানুর পাশে ।

চণ্ডীদাস বলে— অদভুত লীলা
ইহা বা বুঝিবে কতে ॥

রাধা পাঠাইয়া সকল গোপিনী
বদনে বসনে হাসে ॥

অপরূপ লীলা কিবা সে সৃজিলা
রসিক নাগর কান ।

টীকা

এমন আনন্দ রসের লহরী
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥

পঙ্—১-২ । শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন ।

৪ । আমার মনে এক বাসনার উদয় হইয়াছে ।

৭-৮ । তোমার হৃদয়ে কি বাসনার উদয় হইয়াছে

তাহা বল ।

১১-১২ । আমি আর সকল কথাই তোমাদিগকে
বলিয়াছি, কিন্তু মনের একটি বাসনা সশব্দে এখনও
বলা হয় নাই ।

১৬ । উগারল—উদিত হইল ।

দ্রষ্টব্য :—২৩শ পঙ্ক্তির “অদভুত লীলা”র আর এক
প্রকার রাসের সূচনা হইতেছে ।

[৬০৫]

কাফি

কেহ কেহ গোপী যমুনার নীরে
তুলল পঙ্কজকুল ।

কোন গোপী তুলে নানা সে কুসুম
স্বপ্নম সৃগাল ফুল ॥

কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর
মল্লিকা মাধবী লতা ।
কানড়া কুসুম ধাতকী সুষম
তুলল বামরু পাতা ॥
কুন্দ করবী আঁমলি সুন্দর
চম্পক কেতকী বেলি ।
কিবা মনোহর তুলল গোলাপ
তাহে সুন্দর চামেলী ॥
নানা জাতি ফুল তুলল সুন্দর
নাগরী গোপের রামা ।
কেহ করে ভালি গাঁথে বনমালা
নিকুঞ্জ সহরে জানা ॥
নিকুঞ্জ-বেদিকা বেড়িয়া রোপল
সুন্দর কদলীদল ।
স্বর্ণের ঘটে বারি সে পুরল
আমশাখা তার পর ॥
কোন ব্রজনারী এ তৈল-হলুদি
বিবিধ সৌরভ করি ।
নানা গন্ধ আদি আছিল যে বিধি
বসাইল আসন 'পরি ॥
সহস্রধারা করি তাহা বারি ঢারি
স্নান করাইল গৌরী ।
নানা বেদ-ধ্বনি করিয়া গোপিনী
সবাই মগন কেলি ॥
জয় জয় ধ্বনি যতেক গোপিনী
দেওলি নিকুঞ্জ-মাঝে ।
বিনোদ নাগর অভিষেক করে
শঙ্খ ঘণ্টা যোড়া বাজে ॥
স্নান সমাধি রাখারে লইয়া
করত বেশের শোভা ।
বিনোদ পাগুড়ি বিনোদ বন্ধান
বান্ধল আনন্দ লোভা ॥

তাহে আরোগিত মাগিকের ঝুরি
দেওল পাগুড়ি পাছে ।
তনু-আচ্ছাদন নীল তমুত্রাণ
অতি সে রঞ্জিম কাছে ॥
তাহে সে বান্ধল নেতের পটুকা
বেড়ল ভালই তাখে ।
চণ্ডীদাস অতি দেখিয়া মূর্তি
যেছন চাঁদের মতে ॥

[৬০৬]

মালব

অসীম সুসর সাজল সুন্দর
নবীন কিশোরী গৌরী ।
মগল-বচন যত ব্রজজনা
কুঞ্জেতে লইল সরি ॥
রত্ন-সিংহাসনে বসাই যতনে
উজ্জল করল রাখা ।
হুলাহুলি দিয়া যত গোপীগণ
আনন্দে নাহিক বাধা ॥
কেহ শিরে দেই দুর্বাদল আনি
কেহ সে দিছেন ধান ।
কেহ কেহ ফেঁকে শিরের ছুপাশে
গুবাক সুগন্ধ পান ॥
নানা ফল পুষ্প দধি মীন ঘট
রাখল সম্মুখে ধরি ।
রতন প্রদীপ জ্বালল ছুসারি
হেম ঘটে ধাপি বারি ॥

কোটাল প্রহরী রসিক নাগরী
সাধয়ে রসের দান ।

* * * * *
* * * * *

রাজার দোহাই দোসারি ফিরাই
ফিরিয়া চলত তাই ।

করহ চৌদল ফিরাই সুন্দর
রচহ উপায় এই ॥

এ নব নাগরী চৌদল করল
রাখা চড়াইল তায় ।

লইয়া সহরে ফিরায় সুন্দরী
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

— —

[৬০৮]

কেদার

সহর ফিরায়ে ধনী রমণীর শিরোমণি
লীলাবতী চামর ঢুলায় ।

চম্পাবতী আদি নারী এ নব অষ্ট নারী
সেবা করে মনে অভিপ্রায় ॥

ফিরাইল বিনোদিনী নব নব গোপিনী
সবে লয়ে গেল সেই কুঞ্জে ।

এই লীলা রচে কান আইল সে কুঞ্জধাম
দেখ ইহা সব নবপুঞ্জে ॥

করিতে রাসের রস মদনে হইয়ে বশ
রচিলা নাগরবর কান ।

কহেন রসিক রায়— “মোর মনে হেন ভায়
বিহ্বল মদন-শর বাণ ॥”

পুনঃ ধনী করে বেশ বাঁধল চাঁচর বেশ
বেগীর বন্ধান করে ছাঁদে ।

নব মল্লিকার মাল বেড়িয়া কনকজাল
মানিক কোঁপনি দিয়া বাঁধে ॥

সিঁথায় সিন্দুর শোভা যেমন রবির আভা
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু ।

মেঘ হইতে যেন শশী আসিয়া যেমন বসি
কত ঘটা ছটা কোটা ইন্দু ॥

অধর রাতুল দেখি হিজুল কিসে বা লখি
নাসার বেশর ঝলমল ।

কাঁচুলি সে অনুপাম বেড়িয়া মুকুতাদাম
অনুপাম কি তার সুন্দর ॥

নানা আভরণ সাজে কিঙ্কিণী সুচারু বাজে
চরণে নুপুর করে ধ্বনি ।

কি আনন্দ দেখি তায় মনমথ মুরহায়
চণ্ডীদাস যাইছে নিছনি ॥

দ্রষ্টব্য :—“করিতে রাসের রস” (পঙ—৯) উক্তিতে
বুঝা যায় যে, কবি ইহাও রাসের অদীভূত করিয়াছেন ।

টীকা

পঙ—৯-১০। এই পালাটিতে রাধাকৃষ্ণের মিলনে
রাসের পরিকল্পনা রহিয়াছে। পরবর্তী পালাতে ভাগবতের
অনুকরণে নৃত্যগীতাদি সহ রাস অহুষ্ঠিত হইয়াছে, বস্তুতঃ
ঐ পালাটি রাসপঞ্চাধ্যায় অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছিল।
কবি নিজেও ইহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন (৫৩৯ সং
পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই পালাতে রাধার মান, বংশীবাদন,
নিধুবনে কিশোরী রাজা ইত্যাদি বিষয়ে কবি নানাশ্রকার
নূতনত্বের সমাবেশ করিয়াছেন। রাসের এই নূতনত্বও
লক্ষণীয় বিষয়।

১৩-১৪। এখন রাধা “রাজবেশ” পরিত্যাগ করিয়া
মিলনের বেশে সজ্জিত হইতেছেন ।

[৬০৯]

কেদার

শ্যাম-বামে বৈঠল কিশোরী ।
 মেঘে যেন মিশয়ে বিজুরি ॥
 সোনার কমলে মধুকর ।
 তেমতি সাজল কলেবর ॥
 ছুঁছ রূপ না যায় কখন ।
 কোটী কোটী মুরছে মদন ॥
 সহচরী কুঞ্জ-নিকেতনে ।
 কেহ করে চামর ব্যঞ্জে ॥
 কেহ চন্দন দিছে গায় ।
 কেহ চুয়া চন্দন যোগায় ॥
 কেহ করে পাখা মন্দ বায় ।
 চণ্ডীদাস ছুঁছ গুণ গায় ॥

যুগল-রূপ

[৬১০]

মঙ্গল

দেখ দেখ সখি চাহিয়া ছু আঁখি
 কিশোর-কিশোরী-শোভা ।
 যেমন ঘনেতে বিজুরি বেঢ়ল
 কি দেখি বরণ-আভা ॥
 সখীগণ কহে— “হেন মনে লয়ে
 মেঘ আসি কিবা নামে ।
 গগন হইতে আর্সি আচম্বিতে
 কলপ-তরুর ঠামে ॥”

কোন সখী কহে — “এই ঘন নহে
 ও দেখি শ্যামের দেহা ।

বিজুরি বলিয়া দেখিলে ভালিয়া
 ওরূপ কিশোরী সেহা ॥

যার অপরূপ দেখিনু স্বরূপ
 কহিলে কি জানি কি হয় ।

ছুছ অনুপায় বেশের আভাতে
 বৃন্দাবন শোভাময় ॥

এক তরুবর কালিয়া বরণ
 আর তরুবর গোরা ।

বড় অদভুত কি হেতু ইহার
 বিচারি কহ না তোরা ॥”

সখীর বচনে আর সখী তাহে
 চাহিল বনের পানে ।

দেখিল বেকত আধ সে গউর
 আধ সে কালিয়া সনে ॥

এক সখী ছিল চেতন গোয়ালী
 বিচারি কহিছে তায় ।

“এ কথা কহিতে কাহার শকতি
 কে না পরতীত যায় ॥

রসের সায়র রূপের দরিয়া
 তাহে আছে এক সূধা ।

সেই সূধা আনি বিহি সে রাখিল
 বেকত করিয়া জুদা ॥

আর কুপ মাঝে সে ছিল অমিয়া
 লইল যতন করি ।

সেই দুই সূধা বিহি সে আনন্দে
 রাখল একক ধরি ॥”

চণ্ডীদাস কহে— অপার চাতুরী
 কে জন বুঝিবে ইহা ।

বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
 গড়ল দৌহার দেহা ॥

টীকা

পঙ্—৫-৮। ভূ°—“বড় অদকুত দেখি যে বেকত,
যেঘ নামে আচমিতে” (প্রথম খণ্ড, ১১৮ সং পদ, এবং
১৪৩ সং পদ)।

২২-৩৬। এই পদে এবং পরবর্তী পদে রূপ, রস ও
সুধা লইয়া বিধাতা কর্তৃক রাখাক্ষের দেহ গঠনের বর্ণনা
করা হইয়াছে।

[৬১১]

সুহই

“দুই সুধা লয়ে বিহি গেল ধেয়ে
গড়ল মুরতি দুই।

কুন্দন সুন্দর অতি মনোহর
মুরতি হইল সেই ॥

যখন গড়ল প্রথম পৃথক্
নিরমাণ কৈল দেহা।

সম্মুখে আছিল রূপের সুধায়ে
পড়িল কাজর রেহা ॥

সেই সুধা লয়ে গড়ল মুরতি
কালিয়া হইল শ্যাম।

আর সুধা ছিল আন ঘটে পুরি
তার কহি পরমাণ ॥

তবে সেই বিহি গড়ল মুরতি
অনেক যতন করি।

চামস করকলা (?) পড়ল তাহাতে
তাহাতে হইল গোঁরী ॥

বিহি নিরমিয়া চলল সেখানে
যেখানে রসের নদী।

সেই নদীজল খোয়াল সুন্দর
মাজল বেকত সিধি ॥

কোনখানে কৈল সেই সে সম্পদ
এ তিন ভুবনে ধাতা।”

চণ্ডীদাস বলে— এই দুই মুরতি
কে জানে এ সুখ-কথা ॥

[৬১২]

ধানশী

এক এক দেহ দেহের গণন
এ দেহ আছয়ে বহু।

নব নব শত সহস্র পুরিত
অনন্ত সমন্দ কহু ॥

কোন অঙ্গ কোন করত সেবন
সহস্র পুটকে ছটা।

ইন্দু বিন্দু বিন্দু বিষহ আভাষ (?)
বৈগ সে সব ঘট ॥

সাত পুট ঘট সারল্য শব্দক
চিহ্ন চিহ্ন অতিশয়।

এক এক দেহ দেহ ভিন্ন নহে
দেহে রসভার হয় ॥

কোন সে স্বভাবে কিসে কোন রতি
রতির আর্ন্তিক কত।

কোন সে প্রধানে কোন সে বেকত
কোন সে মোক্ষক যত ॥

চারি চারি চারি অঙ্গ অঙ্গ বহু
এ অঙ্গ কে রতি পায়।

চণ্ডীদাস কহে— কোন কোন জন
কেহ সে খুঁজিয়া পায় ॥

[৬১৩]

এই সব তত্ত্ব কছিল বেকত
 ইহা কে কহিতে পারে ।
 ছায়ার মুকুর দেহ সে দেখহ
 এ কথা দেখিবে ছলে ॥
 কালার ছটায়ে কালারূপ ধরে
 এ সব তরুর কুলে ।
 গৌর দেহেতে গৌর বরণ
 ধরিয়াছে অবহেলে ॥
 সখীর বচন হাসিয়া সঘন
 সকলি গৌর দেখি ।
 আপনার দেহ দেখল গৌর
 দেখল সকল সখী ॥
 নিকুঞ্জ-ভুবন সেই ত গৌর
 গৌর কালিয়া কানু ।
 সকল গৌর দেখল বেকত
 গৌর আপন তনু ॥
 সকল গৌর দেখিয়ে সখিনী
 মনেতে লাগল ধন্দ ।
 চণ্ডীদাস কহে— ও নব নাগর
 গৌর হইল কুঞ্জ ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে চৈতন্যাবতারের আভাস রহিয়াছে
 বলিয়া বোধ হয় ।

[৬১৪]

সুহই

তৈথনে দেখল আর অপরূপ
 তমাল তরুর গাছে
 সে গাছে কতক চাঁদ ফলিয়াছে
 দেখি অদভুত সাজে ॥

কোথা হতে এল এত শশধর
 অরুণ সেখানে কেনে ।
 ময়ুর ফণীতে একত্র দেখিয়ে
 কি হেতু ইহার সনে ॥”
 সখীর বচন শুনিয়া তখন
 কহেন কোন বা সখী ।
 “ও নব তমাল ও নব কিশোরী
 তাহাতে বেড়িয়া থাকি ॥
 ফুলে ফুলে এক দেখ পরভেক
 ভুজঙ্গ না হয় এই ।
 ভুজঙ্গ সমান রাখার বেণী সে
 দোলনা হইছে ওই ॥
 বিধু যত দেখ ও নখ-চন্দ্রক
 উপমা গণিব কিসে ।”
 হুঁ হুঁ হুঁ ওই লখিতে লখই
 কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

টীকা

প্রথমখণ্ডের ১৪৩ সং পদ এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য ।

[৬১৫]

কলাপ

সকল গোপিনী মোহিত হইল
 দেখিয়া দৌহার রূপ ।
 ক্ষেণে ক্ষেণে সুখ আনন্দ বাড়িছে
 প্রেমের রসের কূপ ॥

টীকা

- পঙ্ক—২। পঙ্কজ—পদকোকনদ।
 ৪। বিশ শশধর—রাধাকৃষ্ণের বিংশ পদনখচক্র।
 ৫। গজ—গজগুণাকৃতি উরু চতুষ্টয়।
 ৭। কেশরী-শোভিত—সিংহের জায় সরু কটিদেশ।
 ৮। সায়র—নাভী-সরোবর।
 ৯। গিরি—নিভষদেশ।
 ১০। তমাল—দেহতরু।
 ১১। চাক্র শাখা—চার হাত।
 ১৩। কৃষ্ণের বর্ণ।
 ১৪। রাধার বর্ণ।
 ২৬ ১৭। অরুণ-বরণ ফল—বাঁধুলীর ত্রায় ওষ্ঠ চতুষ্টয়।
 ১৮-১৯। কন্দ কলিকার ত্রায় দন্তরাজি।
 ২০। কির—কীরের চকুর ত্রায় নাসিকা।
 ২১। চকোর চারি—ভূমিত চারি চকু।
 ২২। চাঁদের এ ছই—অর্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটদ্বয়।
 ২৪। বিধু ও অরুণ—চন্দন ও সিন্দূরের ফোঁটা।
 ২৫। ময়ূর অহি—কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছ এবং রাধার সর্পাকৃতি

শিরোভূষণ।

এইরূপ বর্ণনা প্রথম খণ্ডের ১৪৩ সং পদেও আছে।

[৬১৮]

সুহই-মঙ্গল

দেখ নব কিশোর কিশোরী।

ও নব নাগরী দেখ নাগরের কোলে গো
 অঙ্গে অঙ্গে আহুয়ে পসারি ॥

নবঘন যেন শ্যাম রাই সে চম্পকদাম
 ছুঁ ছুঁ তনু এ ছুঁই সমান।

মস্ত করিবর কাছে যেমন কুরঙ্গ রাজে
 মস্ত ভুজ কুমুম স্তম্ভাম ॥

শিখিপুচ্ছ উড়ে বায় এক বেণী শোভা পায়
 এক কপালে শশধর ধরে।

আর কপাল-মাঝে কিবা সে অরুণ সাজে
 নীল পীত বসন সুন্দরে ॥

বলয়া বাহুটি টার আর বৈসে মতিহার
 বেশর সে আভরণ সারা।

এ মণি-মঞ্জরী পায় তাহে সে পঞ্চম গায়
 আর পদে নূপুর বিকারা ॥

ছুঁ ছুঁ সে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে রাশি
 বৃন্দাবন কি শোভা আনন্দে।

চণ্ডীদাস বলে ভাল ছুঁ ছুঁ রূপে করে আলো
 গোপীগণ মোহিত সানন্দে ॥

[৬১৯]

সুহই-মঙ্গল

এ নব নাগর গুণের সাগর
 রাধার বদন হেরি।

হাসি রসে রসে অমিয়া বরিষে
 বামে শেভিয়াছে গৌরী ॥

দেখ দেখ রূপ' সিয়া।

কোন বিধি এত রূপ নিরমিল
 কে জানে কি সুধা দিয়া ॥

এত রূপখানি কেমনে গড়ল
 ধন্য সে রসিয়া জনে।

কোন বিধি এত রূপ নিরমিল
 কন্দল মনের মনে ॥

শুভক্ষণ দিনে

অমিয়ার সনে

[৬২১]

মুখেতে দিয়াছে ঢালি ।

চণ্ডীদাস কহে

ছুঁছ রূপখানি

হিয়াতে রাখিয়া ভালি ॥

রসিক নাগর

চতুর শেখর

করিতে রসের রঙ্গ ।

মনমথ যেন

কুঞ্জর ছুটল

রমণী মোহিতে সঙ্গ ॥

ধৈরজ্ঞ না মানে

আন নাহি শুনে

মত্ত চিত্ত ভেল তায় ।

নাগরী সকল

দেখিয়া বিকল

কটাক লহরে চায় ॥

ঈষৎ হাসিয়া

নাগর রসিয়া

করিতে রমণ-কেলি ।

যেমন কুসুম

দেখিয়া সুষম

লোভিত হইলা অলি ॥

যেন কবিবর

করিণী দেখিয়া

ধৈরজ্ঞ নাহিক মানে ।

মত্ত যুগ যেন

য়ুগিনী দেখিয়া

ছুটিয়া বুলয়ে বনে ॥

তৈছন লুবধ

মাধব মুগধ

মোহিতে তরুণীগণে ।

অতি রাসলীলা

নাগর রচিলা

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

[৬২০]

সুহই-মঙ্গল

“শুন গো মরম সহি, কি রূপ দেখিনু ওই

* বেষ কি দিব তুলনা ।

হেন মোর মনে লয় কি আর কুলের ভয়

মনে রহে বড়ই ঘোষণা ॥

হেন মনে করি সাধ যদি নহে পরমাদ

গুরুজনে কতছঁ ডরাই ।

হিয়া ফাড়ি যথা তনু রাখিতে কালিয়া কানু

সেইখানে করিতাম ঠাঁই ॥

নারীজন্ম করে বিধি নহে এই গুণনিধি

নিশি দিশি রাখিনু সম্মুখে ।

যেখানে মরম-স্থান রাখিতাম সেইখান

না পাইয়া শেল রহে বৃকে ॥

শাশুড়ী ননদী পাপ তারা দেয় বড় তাপ

উচ কথা না পাই কহিতে ।”

চণ্ডীদাস কহে তায় হেন মোর মনে ভায়

এ কথা না গেল মোর চিতে ॥

দ্রষ্টব্য:—মিলনের পরবর্তী রাধার এইরূপ উক্তি দানলীলার (প্রথমখণ্ড, ১৪৫-৭ সং পদে) পালাতেও রহিয়াছে ।

টীকা

পঙ্—৭৮। ছুঁ—“এ বৃক চিরিয়া যেখানে হৃদয়, সেখানে তোমারে খুব ।” (জ্ঞানদাস) ।

টীকা

পঙ্—১৩-১৪। তুঁ—জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ” (চর্যা, ৯) ।

১৯২০। এখানে আর এক প্রকার রাসলীলার অবতারণা করা হইয়াছে। ভাগবতে যে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অমুকরণে কবি প্রথম পালাটি রচনা করিয়াছিলেন (পরবর্তী পালা দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই দ্বিতীয় পালায় “নিধুবনে কিশোরী রাজা”, (৬০৩ সং পদ), “রাধা-কৃষ্ণের মিলন”, (৬০৮ সং পদ), এবং “নব কুঞ্জর-লীলা”

(৬২৫ সং পদ) প্রভৃতিতে কবি বিবিধ নূতন ধরণের রাসের
পরিকল্পনা করিয়াছেন । (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য ।)

চামর চামরু কুঞ্জর-রাজ
দেওত নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝ
তাহাতে সাজল [নাগর] রাজ
তাহার বামে নারী গৌরী
হেরি চণ্ডীদাস গাইতে ॥

[৬২২]

বিহাগড়া

নিকুঞ্জ-শোভিত কি রস-কেলি
এ মণিমণ্ডপ করিয়া মেলি
রতন-মণ্ডিত পরেশ দোল
স্তম্ভ সূচারু গড়ল ভাল
রতন মন্দিরে শোভিতে ।
ঝঝর ঝলকে এ চারু পাশ
মুকুতা হুসারি গাঁথনি সার
গন্ধ মল্লিকা যাতি স্বেদাস
কুঞ্জ-কুটীরে চৌদিকে ভাল
সুগন্ধে আমোদে মোহিতে ।
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গান
চকোর চকোরী পাওত তান
হংস হংসী কর জোড়েতে ফিরত
নিকুঞ্জ মাঝে মাঝে ঘুরি
মণ্ডলগণ সারিতে ।
ময়ূর ময়ূরী সরস ভাল
কোকিল ডাহক ডাকে রসাল
শারী শুক পিক ডাকত সার
জয় জয় কৃষ্ণ মোহিতে ॥
হরিণ হরিণী সারস পাখী
ভূলোক গগন ফেরত আঁখি
যৈছে দিক উপর রেখি
সূচারু গমন করত কেলি
হেরি নয়ন মোহিতে ।

[৬২৩]

বিহাগড়া

ফুটল ফুল মাধবী যাতি
পারুল কিংশুক ধাবক ভাতি
কেতকী কুন্দ কদম্ব পাঁতি
ধরণী-লম্বিত রসাল ফুল
বরণ কুম্ভ-কাননে ।
কেয়া আমলকী পলাস ফুল
ফুটল মল্লিকা হুসারি কুল
করবী গুলাল সৌরভ-পূর
গন্ধে আমোদ কাননকুঞ্জ
মধুকর-কর শোভনে ॥
বাঘনখি আর কুবল আদি
ফুটল ফুল সব সমাধি
চণ্ডীদাস গুণ গাওত সাধি
অপরূপ রূপ কাননে ।
গাওত কতেক তান মান
হেরি মুরতি রসের প্রাণ
অতি মগন এ পাঁচবাণ
রসিক নাগর শোভনে ॥

[৬২৪]

কামোদ

যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
 অখল রমণী করত গান
 মগন হইয়া গাওয়ে বাওয়ে
 বরজ রমণী ধনী ।
 বাঝরি গান মৃদঙ্গ তান
 ররাব ঠমকি তান মান
 মুরজ কেরি ভেরী বায়
 দৃমি দৃমি ঘন বাজনি ॥
 বীণা বেণু সব মণ্ডলী গায়
 পাখোয়াজ সব কি গতি বায়
 সুন্দরী পিনাক মধুর গাওনি ।
 চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
 গোপীর মণ্ডলী কি শোভা পায়
 আনন্দ বড়ি সে রসের সার
 ফেরি ফেরি মগন চিত
 বিসখ বিছল কামিনী ॥

দ্রষ্টব্য:—এই সকল পদের অস্পষ্টতা বোধ হয়
 পরবর্তী পুথিলেখকগণের অসতর্কতায় হইয়াছে ।

[৬২৫]

ধানশী

নাগর নাগরী প্রেমের গাগরী
 এ দুই গমনসরে ।
 ধরিয়া নাগরী নাগরের কর
 নিকুঞ্জ মাঝারে ফিরে ॥

এ নরকুঞ্জর আকার সুন্দর
 দেখিয়া নাগররাজ ।
 এক শত নারী কুঞ্জর-আকার
 আসিয়া মিলিল মাঝ ॥
 তা দেখি নন্দেব নন্দন-আনন্দ
 চরিয়া কুঞ্জর 'পরে ।
 রাধা শ্যাম তাই চড়ল তাহাই
 বিহার করই তারে ॥
 কুঞ্জর-কামিনী বরজ-রমণী
 ফিরই যে কুঞ্জে কুঞ্জে ।
 এই রস-কেলি করে দুই জনে
 সকল কাননপুঞ্জে ॥
 চণ্ডীদাস দেখি আনন্দ-মগন
 সুখের নাহিক ওর ।
 নাগর নাগরী প্রেমের লহরী
 গনমথে হল ভোর ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানেও আর এক প্রকার "রস-কেলি"
 (পৃ—১৫) বা রাসলীলার সূচনা হইতেছে ।

[৬২৬]

কেদার

দেখ দেখ অপরূপ ।
 এ নর-কুঞ্জর শোভিছে সুন্দর
 বড় আনন্দের কূপ ॥
 নিকুঞ্জ-ভবনে বিলাসি সঘনে
 লহরী মদন ভাতি ।
 মদন দংশল হিয়ার মাঝার
 হেরিয়া খবল রাতি ॥

যখন মোহিত গোপিনী মোহিতে
 তেজিয়া কুঞ্জের বাস ।
 বিকল মদন ধামুকী ধমুক
 ছাড়িয়া নাগর-পাশ ॥
 পরের রমণী নিশিতে গমন
 জানিয়া নাগর রায় ।

* * * * *
 * * * * *

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের
 ৫০৯ সংখ্যক পদ। ইহার পাদটীকায় নীলরতন বাবু
 লিখিয়াছেন—“এখান হইতে মূল পুথির ৮টি পাতা নাই।
 * * * ৪০টা পদ বাদ গিয়াছে।” অতএব এই
 পালাটির পরিসমাপ্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা জানা
 বাইতেছে না। ইহার পরে রাসের প্রথম পালাটি সন্নিবিষ্ট
 হইল।

এইরূপ কুঞ্জরলীলার ছবি ডাঃ দীনেশচন্দ্র মেনন মহাশয়ের
 বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস এই
 লীলার প্রবর্তক হইলে, ইহা তাঁহার সময়সঙ্কে ধারণা
 করিবার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

রাসলীলা

ভাগবতের অনুকরণে রচিত

প্রথম পালা

প্রবেশিকা

নীলরতন বাবু তাঁহার চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৫০৯ সংখ্যক পদের (পূর্ববর্তী ৬২৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) পাদটীকায় লিখিয়াছেন—“পরবর্তী (অর্থাৎ তাঁহার গ্রন্থের ৫১০ সং পদ, এবং এই গ্রন্থের ৬৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) পদ পড়িয়া বুঝা যাইতেছে যে, কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্যা দিয়া যাইতেছিলেন, পথে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে কাঁধে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অহঙ্কার হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা অদৃশ্য হন।”

এই ঘটনাটি ভাগবতেও বর্ণিত রহিয়াছে (ঐ, ১০।৩০।৩১-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পূর্ববর্তী ৫৩৯ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাস বলিয়াছেন যে, তিনি ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় অনুসরণ করিয়া একটি পালা পূর্বেই রচনা করিয়াছিলেন। গোপীকে কাঁধে করিবার প্রসঙ্গও রাসপঞ্চাধ্যায়ের অন্তর্গত। অতএব এখানে দীন চণ্ডীদাস-রচিত রাসলীলার প্রথম পালাটির ঘটনাবিশেষের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তারপর নীলরতন বাবু ১৩০৫ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাসলীলার যে পালা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার প্রথম পদটি “রমণীমোহন, রমণী মোহিতে” ইত্যাদি রূপে আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৬৬ সংখ্যক পুথিতেও ঐ পালাটি ঐ পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব চণ্ডীদাস-রচিত রাসের একটি পালা যে এইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইতেছে। [অগ্ৰ একটি (অর্থাৎ গোঁগরাসের পরে রচিত) পালা যে, “শারদপূর্ণিমা, নিরমল রাত্তি” ইত্যাদি ক্রমে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পূর্ববর্তী পালার প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য)]। সুতরাং প্রথম পালার আরম্ভ ও তদন্তর্গত ঘটনাবিশেষের পদও পাওয়া যাইতেছে। এইজন্য চণ্ডীদাসের উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরবর্তী পদগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই পালাটি প্রকৃত পক্ষে প্রথমখণ্ডে অকুরাগমনের পূর্বে বসিবে (১৯৩ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

দীন চণ্ডীদাস প্রধানতঃ ভাগবত অনুসরণ করিয়া এই পালাটি রচনা করিলেও মধ্যে মধ্যে কিছু নূতনত্বের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ৬৬৫-৬ সং পদদ্বয় পড়িয়া বুঝা যায় যে, রাসের শেষভাগে কাঁধে লইবার জগ্গ রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাধা গর্বিত হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ এক গোপীকে লইয়া রাস হইতে অন্তর্হিত হন। বনমধ্যে সেই গোপীও কৃষ্ণের কাঁধে

উঠিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতেও অন্তর্হিত হন। এদিকে রাধার সহিত অগাধ গোপীগণ কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে বনমধ্যে পরিত্যক্তা ঐ গোপীর সহিত মিলিত হন, এবং তাঁহার নিকট সকল ঘটনা অবগত হইয়া সকলেই কৃষ্ণের জন্ম আক্ষেপ করিতে থাকেন। তৎপর কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় রাসের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরে রাস-শেষে যে যাহার গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইহাই এই পালার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যাইতেছে না। পরবর্তী ৬২৭ সং পদ হইতে ৬৪৪ সং পদ পর্য্যন্ত রাসের

জন্ম কৃষ্ণের সাজসজ্জা, বংশীবাদন ও গোপীগণের আগমন বর্ণিত হইয়াছে। তৎপর ৬৪৫ সং পদে কৃষ্ণ গোপীগণের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। এই পদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৫৯ সং পদ পর্য্যন্ত রাধা ও গোপীগণের আক্ষেপ বর্ণিত হইয়াছে। ৬৬০ সং পদেই গোপীর কাঁধে উঠিবার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অতএব এই দুই পদের মধ্যে রাসের অনুষ্ঠান এবং রাধার কাঁধে চড়িবার অনুরোধ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল। ঐ সকল পদ পাওয়া যাইতেছে না। ইহা ব্যতীত এই পালার প্রারম্ভের এবং পরিসমাপ্তির পদগুলি পাওয়া গিয়াছে।



রাসলীলা

[৬২৭]

রমণীমোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ ।
চূড়ার টালনি কিবা সে বাঁধনি
বিচিত্র সূচারু কেশ ॥
মণি হেম মালে বেড়িয়া দুধারে
তাহাতে মুকুতার মাল ।
প্রবাল গাঁধিয়া তাহে খরি দিয়া
দেখনা শোভিছে ভাল ॥
নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমরা ধাওল কোটী ।
পরিমল-আশে উড়ি বৈশে তাহে
কিবা তাহে পরিপাটী ॥
দুকানে শোভিত কদম্বের ফুল
কি'শোভা কহিব তায় ।
ময়ূর-শিখণ্ড বলমল করে
তাহা' সে উড়িছে বায় ॥
নাগর-বরণ যেন নবঘন
অঞ্জন গণিয়ে কিসে ।
ভাঙ-ধনুবাণে কামের কামানে
রমণী হানয়ে জিসে ॥
মন্দ মন্দ হাসি করে লয়া' বাঁশী
মৃগমদ মাথা গায় ।
সোণার বরণ নান! আভরণ
রতন নুপুর পায় ॥

রমণী-রমণ করিতে যতন
নাগর-শেখর রায় ।
এমন মূর্তি সূখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

পাঠান্তর :—

১ তাহে, সা ; নী । ২ লয়ে, ঐ ।

দ্রষ্টব্য:—এই পদের বর্ণনা প্রথমখণ্ডের ১৯৪ সং
পদের অনুরূপ ।

পঙ—১৯-২০ । কামদেবের ধনুর সহিত ক্রম উপমা
(নৈবধচরিত, ৭।২৫-২৮) ।

কৃষ্ণের রূপমাধুরী

[৬২৮]

রাগ—কানড়া

মোহন মূর্তি কান ।
অবলা কি রহে প্রাণ ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা ।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা ॥
তা দেখি রমণী জিয়ে ।
নব মধু যেন পিয়ে ॥
হাসির হিল্লোলে তারা ।
অমিয়া বরিখে ধারা ॥
নবীন চাতক যেন ।
ঘনরস পিয়ে ঘন ॥

চাহনি চঞ্চল শরে ।
 তারা কি রহিবে ঘরে ॥
 নব নব বেশখানি ।
 রহিবে কোন বা ধনী ॥
 মুরলী অপার গান ।
 পাষণ গলিয়া যান ॥
 সে নব চলন-গতি ।
 মদন মোহিত তথি ॥
 চণ্ডীদাস রূপ হেরি ।
 মুচ্ছিত ধরণী পড়ি ॥

বরজ-রমণী রমণ-কারণ
 চলিলা গভীর বনে ।
 এই রস-তত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
 কেহত নাহিক জানে ॥
 প্রবেশ করিল বৃন্দাবন-মাঝে
 দেখিয়া নিভৃত স্থান ।
 রতন-বেদিকা অতি সুশোভিত
 বৈঠল নাগর কান ॥
 চণ্ডীদাস কহে— অপরূপ রাস-
 বিহার করল কানু ।
 রস-সুখ-রতি° করিতে পীরিতি
 স্মধুই রসের তনু ॥

[৬২৯]

রাগ—সুই

বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
 মোহিতে অবলাগণে ।
 নানা আভরণ করিল শোভন
 জননী নাহিক জানে ॥
 নিভূতে উঠিয়া নাগর-শেখর
 তেজিয়া আনহি কাজ ।
 চলিলা সত্বরে বাঁশী লয়া করে
 নানাবেশ ফুল-সাজ ॥
 চলিতে গমন মদমত্ত° হাতী
 অক্লুশ নাহিক মানে ।
 মদন-বেদন উপজে তখন
 আপন পর কি জানে ॥
 মনসিজ-শরে বিক্ষিপ্ত° ধানুকী
 আর কি চেতন রহে ।
 নিবারণ নহে মরমবেদন
 মনহি মাঝারে রহে ।

পাঠান্তর :—

- ১। ময়মত্ত, সা ; বি ।
- ২। দুইবার আছে, ঐ ।
- ৩। অতি, নী ।

টীকা

পঙ—৪-৮। শ্রীকৃষ্ণের এইভাবে গমনের বিবরণ ভাগবতে
 নাই, কিন্তু গোবিন্দলীলামৃতে আছে—“শ্রীকৃষ্ণ দাসগণকে
 বহির্ভাগে স্থাপনপূর্বক পুরদ্বারকে শৃঙ্খলাদি দ্বারা বদ্ধ করিয়া
 খিড়কীর দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন । (ঐ, ২।১।৩০) ।

১৭। রমণ-কারণ—তু°—“রস্তুং মনশ্চাক্র” (ভা,
 ১০।২৯।১) ।

[৬৩০]

রাগ—জয়শ্রী

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
 রতন-বেদিকা তায় ।
 নানা তরুবর পুষ্প বিকশিত
 নানা পক্ষী° গুণ° গায় ॥

ভরুগণ যত ফুল ভরে' তারা
লক্ষিত ধরনী-তলে ।

মধু বারে কত দেখহ বেকত
মধুকর ভ্রমে ডালে ॥

ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
ফেকম' ধরিয়া তারা ।

চাতক চাতকী ডাঙ্ক ডাঙ্কী
হংস জোড়ে ডাকে তারা ॥

যমুনার নীরে জলচর চরে
শফরী ফিরিছে তায় ।

নানা পুষ্প ফুটে পক্ষজ ছসারী
মধুকর মধু খায় ॥

চণ্ডীদাস কহে--- কিবা সুখময়ে
নিভৃত স্চাচরু বনে ।

সেখানে একাকী বৈঠল নাগর
একথা কেহ না জানে ॥

পাঠান্তর—

১। পক্ষগণ, নী

২। ফুলে, বি

৩। ফেকন, বি; পেকন, সা

টীকা

পঙ—১-৪। তু°—“যমুনার তীরের উপরিস্থ চম্পক, অশোক, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা নিকুঞ্জসমূহ পরিবেষ্টিত” (গোবিন্দলীলামৃত, ২১শ সর্গ, ৮৩ শ্লোক) ।

পুষ্পবিকশিত—তু°—“তাহার বহির্ভাগ চতুর্দিকে পুষ্প-বাটীসম্বিত ও সুবিস্তৃত উদ্যানে পরিবৃত্ত” (ঐ, ৭৭ শ্লোক) ।

নানা পক্ষী ইত্যাদি—তু°—“কপোত, ময়ূর, চকোরাদি পক্ষিগণের রব ও বিহার দ্বারা শ্রবণ ও নেত্রকে হরণ করিতেছে”, (ঐ, ৬৬৬৭ শ্লোক) ।

৫-৬। তু°—“তাহার বহির্ভাগ ফলভরে ঝিনত বৃক্ষ-গণের উপবন দ্বারা বেষ্টিত” (ঐ, ৭৮ শ্লোক) ।

৯-১২। তু°—“হংস, সারস, কাদম্ব প্রভৃতি পক্ষি-

গণের বিলাস-ধ্বনিতে জল ও তীরদেশ সর্বদা প্রতিক্ষণিত হইতেছে” (ঐ, ৮২ শ্লোক) ।

১৩-১৪। তু°—“জলে ঝর, শাল প্রভৃতি মৎস্য চরিতেছে” (ঐ, ৭৫৬ শ্লোক) ।

১৫। তু°—“যমুনা ফুল, সারস, ও শোভন মধুকরযুক্ত কল্লার, কোকনদ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা সুশোভিত” (ঐ, ৮৮ শ্লোক) ।

| ৬৩১ |

রাগ -কাফি

নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ-কুটীর
মণিমাণিকের স্তম্ভ ।

রতন-জড়িত পরশ-পাথর
অতি অমুপাম রত্ন ॥

উপরে জড়িত হেম মরকত
মুকুর কিসে বা গণি ।

চারিপাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি ॥

বালর বালকে অতি মনোহর
ঐছন কুটীর শোভে ।

পুষ্পের সৌরভে দশদিক মোহে
মধুকর ধায় লোভে ॥

নেতের পতাকা উড়ে অমুপাম
কুটীর উপরে দিয়া ।

শত শত কোটা এ কুঞ্জ-কুটীর
সকল তাহার জায়া ॥

বৈঠল নাগর চতুর-শেখর
চতুর নাগর কান ।

এমন আনন্দ দেখিয়া সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥

টীকা

পূর্ববর্তী ৫৪০ সং পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।

[৬৩২]

তথা

টল টল টল অতি নিয়মল '
 শরৎ-পূর্ণিমার শশী ।

নটবর কানু মুরলী-বদনে
 সদনে ' কুটীরে বসি ॥

কলরব করু যত পক্ষিগণ
 ময়ূর ময়ূরী নাচে ' ।

ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার'-শব্দে
 ডাক্তক ডাকিছে সাধে ॥

মদন-বেদন নন্দের নন্দন
 করিতে রসের লীলা ।

নিভূতে বসিয়া নাগর রসিয়া
 কামেতে হইয়া ভোলা ॥

বদনে ভূষণ মুরলী-বদন
 বাজয়ে কতেক তান ' ।

সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান
 ছুটল পঞ্চম গান ॥

প্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
 শুনিল শ্রবণে যবে ।

যত গোপনারী আন নহে কিছু
 কাননে চলল তবে ॥

বিঙ্কল মরমে হিয়া আনচান
 কহিতে কাহারে নারে ।

মনের বেদন নাহি জানে আন
 শুনি মন হিয়া বুঝে ॥

শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
 বনের হরিণী প্রায় ।

ব্যাধ-বাণ খেয়ে ঘাউল ' হইয়া
 চারি ' দিকে যেন চায় ॥

চণ্ডীদাস বলে—

ব্রজজনা-চিত

আকুল হইয়া গেল ।

নাহি আন কথা পাই হিয়া-ব্যথা
 কি বুদ্ধি করিব বল ॥ ৬ ॥

পাঠান্তর :—

১ মনোহর, সা । ২ সদলে, বি ।
 ৩ নাদে, বি ; নী । ৪ ঝঙ্কর, নী ।
 ৫ তাল, বি । ৬ ধাওল, সা ; নী ।
 ৭ চাক, বি ।

পঙ— ২৭-২৮ । তু°—“বিবাইল কাণ্ডের ঘায় যেহেন
 হরিণী” (কৃ: কী: ৩৯২ পৃ:) ।

[৬৩৩]

রাগ-ধানসী

“শুনগো মরম সখি ।

এই শুন শুন মধুর মুরলী
 ডাকয়ে কমলআঁখি ॥

ধৈরজ না ধরে প্রাণ কেমন করে
 ইহার উপায় বল ।

আর কিয় জীব গোপের রমণী
 বৃন্দাবনে যাব চল ॥”

এই অনুমান করে গোপীগণ
 শুনি সে বাঁশীর গীত ।

“শুধু তনু দেখে এই তনু মোর
 তথায় আছয়ে চিত ।”

মুগধ রমণী কুলের কামিনী
 না জানে আপন পথ ।

যেনক তাঁদের রসের পরশ
 চকোর অমুহি রথ ॥

সে জন পাইলে তাঁদের স্মৃতি
 স্মৃতির নাহিক ওর ।
 “কতকণে মোরা ভেটিব নাগর
 পাবহ তাকর কোর ॥
 যেন মেঘরস তাহাতে আবেশ
 চাতক না পায় বারি ।
 সে জন পিয়ারে না পাই আবেশে
 সে জন হতাশে মরি ॥
 জলের আবেশে চাতক ঝুরয়ে
 তেমনি আমরা হই ।
 তবে সে জিয়ই অথির রমণী
 জলদ-গতিক সেই ॥”
 চণ্ডীদাস বলে— চলহ নিকুঞ্জ
 ভেটিতে নাগর কান ।
 ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি
 স্বরিতে চলিয়া যান ॥

টীকা

পঙ—১০-১১। এখানে আমরা দেহটাই পড়িয়া
 রহিয়াছে, চিত্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে ।
 ১৩। বেহেতু তাঁহারা পাগলিনী-প্রায় হইয়াছেন ।
 ১৭। ওর—সীমা ।
 ১৯। তাকর—তাহার
 ২০। মেঘরস—বৃষ্টির জল ।

[৬৩৪]

শ্রীরাগ

“কি করিতে পারে গুরু দুরঞ্জে
 হয় হউ অপযশ ।
 চল চল যাব শ্যাম-দরশনে
 ইথে কি আনের বশ ॥

যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলকে
 তিলে কত যুগ মানি ।
 সে জন ডাকিছে^১ মুরলী সঙ্কেতে
 তুরিতে^২ গমন মানি ॥”
 কেহ বলে—“শুন আমার বচন
 রহিতে উচিত নহে ।
 চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
 মোর মনে^৩ হেন লয়ে ॥”
 কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
 করিতে গৃহের কাজ ।
 গৃহ-কাজ তাজি চলিলা তখনি
 যেমত আছিল সাজ ॥
 কোন গোপী ছিল দুক্ষ আবর্তনে
 তেজিল দুঃখের খুরি ।
 আবেশে দুঃক্ষেতে ঢালিয়া দিয়াছে
 গাগরি ভরিয়া বারি ॥
 চলিলা তুরিতে সব তেয়াগিয়া
 দুঃখ আবর্তন ছাড়ি ।
 বৃন্দাবন-মুখে তখন চলিলা
 রহিল তেমতি^৪ পড়ি ॥
 কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
 শুধুই হাঁড়িতে জাল ।
 আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
 আনহি হাঁড়িতে ঝাল ॥
 রন্ধন উপেখি চলে সেই সখি
 শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী ।
 চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
 হয়^৫ হউ কুল^৬ হাসি ॥

পাঠান্তর :—

১ ডাকিতে, সা, বি ২ স্বরিতে, সা
 ৩ মন, সা ; শোনে, বি ৪ তেমত, সা
 ৫ হইবে উখল, সা ; হইবে উকুল, বি

টীকা

দ্রষ্টব্য:—পূর্ববর্তী ৫৪১-২ সংখ্যক পদদ্বয় তুলনীয়।
 পঙ—১। তু°—“স্বামী কুপ্যতি কুপ্যতাং পরিজনানি
 নিন্দন্তি নিন্দন্ত” ইত্যাদি (পদ্মাবলী, ১৭৭ সং শ্লোক)।
 ২৭-২৮। তু°—“আম্বল ব্যঞ্জে মো বেষোআর
 দিলে” ইত্যাদি (কৃ: কী, ৩০৬ পৃ:)।

[৬৩৫]

রাগ তথা

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
 পিয়াইতে ছিল স্তন।
 দুগ্ধপোষ্য বালা ভূমে ফেলি গেলা
 ঐছন তাহার মন ॥
 চলিলা গমন সেই বৃন্দাবন
 কান্দিতে লাগিল শিশু।
 তেমতি চলিল সব পরিহরি
 চেতনা নাহিক কিছু ॥
 কোন জন ছিল পতির শয়নে
 যুমে অচেতন হয়।
 হেন বেলে শুনি মুরলির ধ্বনি
 উঠিল চেতনা পায়।
 বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
 চলল পতির ত্যজি।
 পতি-কোল সেই ত্যজিলা তখনি
 চলল বনেতে সাজি ॥
 কোন গোপী ছিল কোন আরম্ভণে
 ত্যজিয়া তখনি চলে।
 রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
 করে কিছু নাহি বলে ॥

কোন জন ছিল

বেদনে দুঃখিত

অঙ্গেতে আছিল দোষ।

শুনি বংশী-গীত

অঙ্গ পুলকিত

সব দূরে গেল শোষ ॥

চণ্ডীদাস বলে

কিবা সে দেখউ

অপার অখল রামা।

তেই সে প্রেমেতে

বন্ধন সবাই

গোপের রমণীজনা ॥

টীকা

পঙ—১-৪। তু°—“পয়োপানে শিশু ছাড়ি সেও
 গোপী ধায়” (গোবিন্দদাস)।

পূর্ববর্তী ৫৪১ সংখ্যক পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
 এই সকল বর্ণনা ছই পালাতেই প্রায় একরূপ।

[৬৩৬]

রাগ—কানড়া

ঐছন রমণী

মুরলী শুনিয়া

আকুল হইয়া চিতে।

নিজ বেশ করে

মনের সহিত

শুনিয়া মুরলী-গীতে ॥

রসের আবেশে

পদ-আভরণ

কেহ' বা পরিলা' গলে।

গলা-আভরণ

কোন ব্রজরামা

পরিছে চরণে ভালে ॥

বাহুর ভূষণ

কনক কঙ্কণ

পরিলা হৃদয়-মাঝে।

হিয়ার ভূষণ

পরিছে যতন

কটিতে ভূষণ সাজে ॥

কেহ বা পরিল একই^২ কুণ্ডল
শোভাই একই কানে ।
ঐহ্ন চলিল বরজ-রমণী
ধৈরজ নাহিক^৩ মানে ॥
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দূর পরল ভালে ।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহি^২ নয়ন চালে ॥
নানা আভরণ পরে কোন্ খানে
তাহা সে নাহিক জানে ।
আবেশে রমণী গমন করল
সেই বৃন্দাবন পানে ॥
কেহ নব রামা বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে ।
চণ্ডীদাস কহে— আহার-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে ॥

পাঠান্তর :—

১-১ কেহবা পড়িল, বি^২ একহি, নী
৩ না হিয়, স্নি; না হিঅ, সা

টীকা

পূর্ববর্তী ৫৪২ সংখ্যক পদ ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

—

[৬৩৭]

কামোদ —রাগ ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
তাজিয়া যাইতে তারে ।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিয়া^২ বলে ॥

“এত নিশি বল কোথারে গমন
সরম নাহিক তোর ।
লোকে অপযশ কুশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর ॥
নড় বিপরীত দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথারে যাবে ।
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুখ যায় তবে ॥
তাজিয়া আমারে যাই কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি ।”
বহুত গঞ্জনা শুনি নিঃশব্দে
রহিল কমলমুখী ॥
যখন তাহার যুমাইল পতি
তখন তাজিয়া গেল ॥
রসের আবেশে চলিল সুন্দরী
কিছুই নাহি গুনিল^২ ॥
ভয় পরিহরি চলিল সুন্দরী
যেখানে নাগর কান ।
চণ্ডীদাস ভণে কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান ॥

পাঠান্তর :—

১ ধরিল, নী । ২ শুনিল, নী

টীকা

পঙ—২১-২৪ । ভূ°—“যা করে তা কর, গৃহে
গুরুজন, নাহিক তাহার ভয় ।” ইত্যাদি (৫৪২ সং পদ) ।

—

[৬৩৮]

কামোদ ।

আর এক গোপী যাইতে বাহিরে
দেখিল তাহার পতি ।

তাহারে রুষিয়া কহিছে গর্জ্জিয়া—
“নিশীথে যাইবে কতি ॥

একে ঘোর রাতি তাহাতে স্ত্রী জাতি
ভয় নাহিক মনে ।

নাহি লাজ ভয় কুলের কলঙ্ক
কি করি যাইবি বনে ॥”

অনেক গঞ্জিয়া তাহারে ধরিয়া
লইয়া থুইল ঘরে ।

* * * *

দ্রষ্টব্য : --পদটি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে ।

[৬৩৯]

শ্রীরাগ ।

এই মত সব গোপেরি রমণী
চলিল নাগরী রামা ।

রাই পাশে গিয়া চলিল ধাইয়া
সঙ্কত ' বনহি ধামা ' ॥

“চল চল ধনি রাই প্রেমমণি
চল চল যাব বনে ॥”

রসের আবেশে কহে নব রামা
কহিছে ধনীর স্থানে ॥

ইথে ধনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই ।

তরল কথন রমণী-অস্তর
কহেন সুন্দরী রাই ॥

“পুনঃ শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মুরলী তান ।

শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে
চিত্তে নাহি কিছু আন ॥”

রাধার আরতি সে হেন পীরিতি
তথায় আছয়ে মন ।

বৃন্দাবন যেতে রসের আবেশে
কহিছে সকল জন ॥

সুখময়ী রাধা বেশ বনাইল
বন্ধন করিল জাল ।

নানা ফুলদাম বেড়ি অম্বুপাম
দিয়া মুকুতার মাল ॥

দুসারি মাণিক তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল ।

কনক চম্পক কবরী বেঢ়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল ॥ *

সিথায় সিন্দূর তার মাঝে মাঝে
দিয়াছে চন্দন-কোঁটা ।

যেন শশধর চৌদিকে বেঢ়ল
কি তার কহিব ঘট ॥

নাসায় বেসর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে ।

কনক কাঁচুলি তার পরিপাটী
মুকুতা গাঁথনি পাশে ॥

ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে রিণি রিণি
পিঠেতে ঢুলিছে কাঁপা ।

তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
স্বাস কনক চাঁপা ॥

নীল উরগী ভুবন মোহিনী
সোনার নূপুর পায় ।

চলিতে চরণে পঞ্চম বাজয়ে *
হংসগমনে যায় ॥

চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
রূপে করিয়াছে আলো ।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে
দেখিতে যাইবে চল ॥

অভিসারানুরাগ

[৬৪১]

পাঠান্তর :—

১. বনহি ধায়া, সা, বি বেষের, ঐ
০ বাজই, ঐ

দ্রষ্টব্য :—এই পদের অমুরূপ বর্ণনা পূর্ববর্তী ৫২
সংখ্যক পদেও রহিয়াছে ।

[৬৪০]

রাগ—কামোদ ।

দেখ সখি অপরূপ মনোহর ।
এ ভব সংসার মাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে চল চল ॥
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হয়ে বাধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায় ।
ভয়েতে আকুল হৈয়া তুরিতে রাধারে লৈয়া
বৃন্দাবন মুখে সব ধায় ॥
মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কৃতহলে—
“আজ বড় আনন্দ অপার ।
সেরূপ আনন্দ নিধি আজু সে মিলাব বিধি
দেখিব চরণ ছুটি তার
ভাসিব আনন্দ-রসে পূরিব যতেক আশে
তবে হয় কামনা পূর্ণিত ।”
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হেথা বড়নাথে
রাধা নামে বাঁশী গায় গীত ॥

রাগ—হুই

শ্যাম-মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায় ।
রসের আবেশে আনন্দ-হিল্লোলে
তরল নয়নে চায় ॥
অপার অপার বল বিদগধ
সুন্দরী সে ধনী রাই ।
শ্যাম-দরশনে চলিলা ধেয়ানে
শুধু শ্যাম-গুণ গাই ॥
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোনার লতা ।
কিবা সে তড়িৎ চলিল তুরিত
কি কব তাহার কথা ।
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ-রসে ।
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে ॥
পথে যেতে কহে রাধা বিনোদিনী
“কত দূরে বৃন্দাবন ।
কহ কহ দেখি কোন খানে আছে
রমণী জনার ধন ॥”
“আগে হেরি দেখ ছু আঁধি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে ।
এখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে ॥”

চণ্ডীদাস কহে— গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিলা রাই ।
ঘন ঘন রব মুরলী শব্দ
তাহাই শুনিতে পাই ॥

গোপীগণ বলে হাসিরস রসে—
“চলহ তুরিত করি ।
কাননে কালিয়া নিভূতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি ॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে ।”
চণ্ডীদাস কহে— তুরিত গমনে
এস বৃন্দাবন-মুখে ॥

[৬৪২]

রাগ—কানড়া ।

রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখি ।—
“আজ্ঞি সে তোমারে মিলব স্তুদিন
কমল-নয়ান আঁখি ॥”

প্রেম-অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি ।
প্রেমের হতাশে কহিছে নিকশে
কহেন রমণী ধনী ॥

“কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয় ।

এই দুঃখ উঠে মরম-বেদন
মোর মনে হেন লয় ॥

শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পরিয়াছি ।

এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে লইয়াছি ॥”

শ্যাম-পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা ।

প্রেমের তরঙ্গে কহে আন বোল
নিগূঢ় আছয়ে বাঁধা ॥

অথ রূপাভিসার

[৬৪৩]

রাগশ্রী ।

✓ চলল গমন হংস যেমন
বিজুরীতে যেন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
ও চাঁদ-বদন হেরিয়া ।
সরল ভালে সিন্দূরবিন্দু
তাহে বেঢ়ল কতেক ইন্দু
কুসুম সুষম মুকুতা-মাল
লোটন ঘোটন বান্ধিয়া ॥
বিশ্ব অধর উপমা জোর
হিঙ্গুল-মণ্ডিত অতি সে ঘোর
দশন কুন্দ যেমন কলিকা
কি বা সে তাহার পাঁতিয়া
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল
নাসা-কির পর বেসর আর
মুকুতা নিশ্বাসে ছুলিছে ভাল
দেখহ বেকত ভালিয়া ॥

চণ্ডীদাস দেখি অধির চিত
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত
রস ভরে ধনী সুন্দরী রাই
চলল মরমে মাতিয়া ॥

[৬৪৫]

রাগ—সুই ।

কানু কহে—“শুন আমার বচন
যতক গোপের নারী ।
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী ॥
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুইতে কুলের নাশ ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস ॥”

পাঠান্তর :—

১ নাগিকার পর, নী ।

[৬৪৪]

রাগ কানড়া ।

রাধার আবেশে গমন মন্ত্রর
চলিল আবেশ হৈয়া ।
শ্যাম মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করল গিয়া ॥
উপবন-মাঝে প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনী রাই ।
শ্রেম-রস-ভরে আধ আধ বোল
কহিছে সঘনে তাই ॥
এক সখী গিয়া সেখানে যাইয়া
কহিছে রাধার পাশে ।—
“কি আর বিলম্ব করিছ তোমরা
চলহ তুরিত বেশে ॥
নাগর-শেখর একলা আছয়ে
চলহ তুরিত করি ।”
গিয়া বৃন্দাবনে দিল দরশন
চণ্ডীদাস কহে ভালি ॥

রাধা কহে তাহে— “শুন যদুনাথে,
আর কি কুলের ভয় ।
এক দিন জ্ঞাতি কুল শীল পাঁতি
দিয়েছি ওদুটি পায় ॥
আর কি কুলের গৌরব-সূচন
আর কি জেতের ডর ।
তোমার পীরিতে এ দেহ সশেছি
এখন কি কর চল ॥
কেবল গোপীর নয়ন-অঞ্জন
হিয়ার পুতলি তুমি ।
তাহে কর হেন কেন তুয়া মন
এবে সে জানিলু আমি ॥
ভাল হুমি বট ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ ।”
চণ্ডীদাস বলে— এ নহে উচিত
শুন হে নাগর-রাজ ॥

দ্রষ্টব্য : - এই ঘটনা ভাগবতেও বর্ণিত রহিয়াছে ।

টীকা

পঙ্ক—২-৭ । তু—“এই রজনী যোররূপা এবং এখানে
ভয়ঙ্কর প্রাণিসকল ভয়ণ করিতেছে, শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাবে”
(ভা, ১০।২২।১৮) ।

১১-১২। তু —“আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া
আপনার পদসেবা কারত্বেছি” (ভা, ১০।২৯,২৭)।

১৬। তু —“এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা
আপনার উচিত হয় না” (ঐ)।

[৬৪৬]

শ্রীরাগ।

কামুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তাথে।—
“আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর পড়িল মাথে ॥
পরের পীরিতি আগে না গণিয়া
যে জন পীরিতি করে।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়
পরিণামে হেন করে ॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিলাএ ১
জলের বিষুকি প্রায়।
যেন নিশিকালে নিশার স্বপন
তেমত পীরিতি ভায় ॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতলি
নাচায় যতন করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটা
বাজীকরে করে কেলি ॥
তেমতি তোমার পীরিতি জানিলু
শুনহে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায় ॥
মুখে কতজন ২ সরল ০ বচন
হিয়াতে কুটিল সারা।
তখনি এমন না জানি কখন
এমন তোমার ধারা ॥”

চণ্ডীদাস বলে— “শুন বিনোদিনি,
কে বলে পীরিতি ভাল।

পীরিতি-গরলে এ দেহ জারল
অন্তর হইল কাল ॥”

পাঠান্তর :—

১ মিশায়, নী। ২ কত যতন, ঐ। ০ সরস, ঐ

পীরিতের প্রতি আক্ষেপ

[৬৪৭]

সুই সিন্ধুড়া।

“সে নারী মরুক জলে কাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায় অতি পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেঁম ॥
তাহে কি বলিব সকল জানহ
যার লাগি যেনা জিয়ে।
সে কেনে নিদয়া নিষ্ঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে ॥
তোমার মুরলী ডাকিল সুস্বরে
আইল ধাইয়া বনে।
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে ॥
তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন কহিতে কহিতে
শোকতে মরিবে রাধা ॥
তোমার কারণে এ ঘর ছুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাঙ্গাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে ॥”

চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত
মুখে নাহি সরে বাণী ।
চিত বেয়াবুল হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনী ॥

কাষ্ঠের পুতলি রহে সারি সারি
চাহিয়া নাগর-পানে ।
যেন সে চান্দের রসের লাগিয়া
চকোর থাকয়ে ধ্যানে ॥

দ্রষ্টব্য :—এখানে প্রকৃত পক্ষে প্রেমবৈচিত্র্য বর্ণিত হইতেছে । পেমের উৎকর্ষণতঃ প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদ-ভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্র্য (উজ্জলনীলমণি) । প্রেম-বৈচিত্র্যে নানাপ্রকার আক্ষেপই বর্ণিত হইয়া থাকে । এই পদের প্রারম্ভেও পুঁথিতে “পীরিতের প্রতি আক্ষেপ” লিখিত রহিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি অষ্ট প্রকার আক্ষেপ প্রেম-বৈচিত্র্যের বিষয়ীভূত ।

তেমত নাগরী রসের গাগরী
মুগ্ধ তাহাতে বড়ি ১ ।
যেন বা কো^২ আশে^৩ ধনের লালসে
তৈছন গোপের নারী ॥

যেন মেঘবর চাতক অবশ
কবিত্তে রসের পান ।
শফরা-জীবন যেন জল বিন
সে জন কুলেতে জান ॥

* * * * *
* * * * *

সুধা মাথে যেন করে^৩ আনচান
চণ্ডীদাস কহে তবে ॥

টীকা

পঙ্—৯-১০ । কারণ শ্রীকৃষ্ণের স্নমধুর সঙ্গীতে তাঁহাদের কামায়ি উদ্দীপিত হইয়াছিল । ঐ বেণুগীতে পুরুষেরাও স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই (ভা, ১০২৯৩২, ৩৭) ।

১৬-১৯ । গৃহব্যাপারে রত গোপীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়াছিলেন, তদবধি আর তাঁহাদের গৃহকার্যে রত ছিল না (ভা, ১০২৯৩১, ৩৩), এখন সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করা শ্রীকৃষ্ণের উচিত নয়, ইহাই বক্তব্য ।

পাঠান্তর :—

১ করি, সা ; কিত্তি, বি । ২-৩ ক আশে, নী ;
কো আসে, বি । ৩ করি, সা ।

টীকা

পঙ্—৮-৯ : তু—“রাধা-চাতকী বরং আহার না করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তথাচ কৃষ্ণমেঘমুক্ত অমৃতবর্ষণ ব্যতীত অল্প জীবনোপায় করনা করিবে না” (উজ্জল-নীলমণি, রাধাপ্রকরণ, ১২১ পৃ:) ।

[৬৪৮]

রাগ—সুই—সিন্ধুড়া ।

“বঁধু, আর কি ঘরের সাধ ।

হাদে গো সজ্জনী কহ মোরে বাণী

এ সুখে হইল বাদ ॥

যে জন ব্যথিত সে জন নৈরাশ

মনে না পূরল সাধ ।”

* * * * *
* * * * *

[৬৪৯]

কানোদ ।

“শুন হে কমলআঁখি ।

এ দেহ^১ সেখানে পরাণ এখানে

শুধু দেহ আছে সাধী ॥

সকল তেজিয়া শরণ লয়েছি
 ও দুটী কমল পায়।
 ঠেলিয়া না ফেল ওহে বাঁশীধর
 যে তোর উঁচিঁত হয়।
 তিলেক না দেখি ও মুখমণ্ডল
 মরমে না শুনে আন।
 দেখিলে জুড়ায় এ পাপ পরাণ
 ধড়ে আসি রহে প্রাণ ॥
 যেমন ঘরের দীপ নিভাইলে
 অন্ধকার হেন বাসি।
 তেন মত তুমি লোচন সভার
 হেনক আমরা বাসি ॥
 সকল ছাড়িয়া যে লয় ' শরণ
 তাহারে এমতি কর।
 তুমি সে পুরুষ- ভূষণ শক্তি
 বাঞ্জা-সিন্ধি নাম ধর ॥”
 চণ্ডীদাসে বলে শুন গোপনারী
 কি শুন দারুণ বাণী।
 সরস বচনে সিঁচহ যতনে
 যতেক কুলের নারী ॥

পাঠান্তর :—

১ বড়, সা ; বি।

২ জন, সা।

টীকা

পঙ্—২-৩। অর্থাৎ গুণময় পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে ঠাঁহারী কৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাঁহাদের ভৌতিক দেহ কৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিতির সাক্ষ্য যাত্র।

৪-৫। তোমার চরণ সেবা করিব, এই আশা করিয়া আমরা গৃহপরিত্যাগপূর্বক তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি (ভা, ১০২৯৩৫)।

৬। আমরা যে আশালতাকে ধারণ করিমাছি, তাহা ছেদন করিও না (ভা, ১০২৯৩০)।

১৮। যেহেতু তুমি গুণসম্বন্ধরূপ সচ্চিদানন্দধন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। তু’—“পুরুষভূষণ” (ভা, ১০২৯৩৫)।

শ্রীমতীর করুণা-দৈন্ত্য-উক্তি

[৬৫০]

তথা রাগ।

“শুনহে নাগর রায়।
 কি বলিব রাঙ্গা পায় ॥
 আমরা কুলের বি।
 তোমারে বলিব কি ॥
 যে ভঞ্জে তোমার পায়।
 সে জন তোমারে ধায় ॥
 আন কি জানিএ মোরা।
 তুমি নয়নের তারা ॥
 যে বল সে বল মোরে।
 ছাড়িতে নারিব তোরে ॥
 তোমার মুরলী শুনি।
 ধাইয়া আইলুঁ আমি ॥
 শুন হে পুরুষ-ভূষণ।
 তুয়া মুখে এমন বচন ॥
 কি বলিব আমরা অবলা।
 আমি হই দাসীপণ সারা ॥”
 চণ্ডীদাস কিছু গুণ গায়।
 অদভূত শুনি যে হেথায় ॥

টীকা

পঙ্—১৩। তু’—“পুরুষভূষণ” (ভা, ১০২৯৩৫)।

১৬। তু’—“ভবাম দাস্তং” (ঐ, ১০২৯৩৬)।

[৬৫১]

তথা রাগ ।

“শুন হে নাগর রায় ।

তোমার উচিত এই লএ চিত
এ কথা কহিব কায় ॥

তোমার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়েছি ডোর ।

অবলা অথলে হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর ॥

আমরা স্বপনে আন নাহি জানি
কেবল দুখানি পায় ।
এতেক বেদন তোমার কারণ
শুন হে নাগর রায় ॥

সকল তেজিলু তহু না পাইলু
হৃদয় কঠিন বড়ি ।
হাসিয়া হাসিয়া বন্ধিম চাহিয়া
এবে কেনে কর ডেড়ি ॥

তুমি প্রেমমণি ২ পরম বাখানি
ছুঁইলে রতন হয় ।
রাঙ্গের সমান ইথে নাহি আন
এমন গতিক নয় ॥

বহু রত্ন ধন অমূল্য রতন
যাহার নাহিক মূল ।
এ ধন লাগিয়া পাইয়া আমরা
না পাইয়া কোন কুল ॥”

চণ্ডীদাস বলে— আমি জানি ভালে
কালার পীরিত্তি লেঠা ।

যেমন জানিবে সরোরুহ-ফুল
তাহার অঙ্গের কাঁটা ॥

পাঠান্তর :—

১-১ এ নহে উচিত, নী ; এ নয় উচিত, সা ।

২ প্রাণমান, নী ।

টীকা

পঙ্—১৪ । তু—“হসিতাবলোকং” (ভা, ১০।২৯।৩৬) ।

[৬৫২]

রাগ—কানড়া ।

“তুমি বিদগধ সুখের সম্পদ
আমার সুখের ঘর ।

যে জন শরণ লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর ॥

দেখি বল নাথ এ ভব সংসারে
আর কি আছয়ে মোরা ।

এ গোপী-জনার হৃদয়-মানস
কেবল আখির তারা ॥

গৃহপতি ত্যজে হা হা মরি লাজে
শুন হে নাগর রায় ।

এ সব না জানি মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায় ॥

শীতল চরণ যে লয় শরণ
তাহারে এমনি রোষ ।

অবলা-বচনে কত খেণে খেণে
কত শত হয় দোষ ॥

প্রাণপতি তুমি কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে ।

আমার কেবল তুমি সে নয়ন
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥”

চণ্ডীদাস বলে— শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন ।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সভার প্রাণ ॥

টীকা

পঙ্—৫-৮। তু°—“ভাবিয়া দেখিছ, প্রাণনাথ বিহু,
আব কেহ নাহি মোর” (প্রথমখণ্ড, ৩৯৯ সং পদ)।

৯-১২। তু°—“শুধু গরবিত, তারা বলে কত, দে সব
গোরব বাদি” (ঐ, ৩৯৭ সং পদ)।

১৫-১৬। তু°—“অবলা জনার, দোষ না লইবে, তিলে
কত হয় দোষ” (ঐ, ৩৯৫ সং পদ)।

১৭-২০। তু°—“আনের অনেক, আছে আনজন,
রাধার কেবল তুমি” (ঐ, ৩৯৪ সং পদ)।

[৬৫৩]

শ্রীরাগ ।

“তুমি বিদগধ রায় ।
বলিতে কি জানি কি আর বলিব
সকলি গোচর পায় ॥

যে বল সে বল মোরে নাগর-শেখর ।
পর কৈল আপন আপন কৈল পর ॥
মনের আশুন কত উঠে অনিবার ।
কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার ॥
এমন ব্যথিত নাই আপনা বলিতে ।
আন কথা কহিলে করএ অন্য় চিতে ২
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনী ।
মিছামিছি বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী ॥
তোমার কলঙ্ক হেম-মালা করি গলে
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে ॥

ঘরে হৈল পরিবাদ লোকের গঞ্জনা ।
তাহাতে নিষ্ঠুর তুমি এবে গেল জানা ॥
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে ।
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলে পীরিতে ॥
তোমার পীরতি গোপী তেজিয়া সকল ।
দাণ্ডাইতে নারি মোরা হইল বিকল ॥”
চণ্ডীদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী ।
হরষে পরসমণি পরিবে এখনি ॥

পাঠান্তর :—

১ পাই, নী, সা। ২-২ কহয়ে অহুচিত, নী।

টীকা

পঙ্—১৩। তু°—“বধু, কি আর বলিব আমি । যে
মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জানহ তুমি” (প্রঃ খঃ,
৪০১ সং পদ)।

৫। তু°—“আপন যে জন, তারে কৈল পর, পরেরে
করিল ঘর” (ঐ, ২৩৯ সং পদ)।

৯-১১। তু°—“যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে,
শাশুড়ী ননদী তারা । বলে—‘শ্যাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী’
এমতি তাহার ধারা ॥”

(ঐ, ৩৯৬ সং পদ)।

[৬৫৪]

রাগ—কাফি

নয়ন তরল বহে প্রেমবারি
অধির কুলের বালা ।
থেনে খেনে উঠে বিরহ আশুন
দুগুণ হইল জালা ॥

মলয়-চন্দন যুগমদ যত
 অঙ্গেতে আছিল মাথা ।
 হৃদয়-কাঁচুলি তিভিল সকল
 তাহা নাহি গেল রাখা ॥
 প্রেমে ঢল ঢল যেমন বাউল
 বনের হরিণী তারা ।
 ব্যাধ-বাণ খায়্যা হইয়া ঘাউল
 চারিদিকে চাহি সারা ॥
 ক্ষীণ গোপীগণে চাহে চারিপাশে
 বিরহ বেদনা পায়্যা ।
 কাষ্ঠ-সম যেন চিত্রের পুতলি
 সারি সারি দাড়াইয়া ॥
 “কি শুনি কি শুনি বিষম শঙ্কট
 হৃদয়ে হইল বেথা ।
 আর কি জীবন শঙ্কট হইল
 কি আর দেখহ হেথা ॥
 যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
 এমত তাহার রীত ।
 চল গিয়া জলে পৈস কুতূহলে
 মরিষ এ নহে’ চিত ॥
 কি আর পরাণ রাখিব আমরা
 কি শুনি দারুণ বোল ।
 যার লাগি এত বিষম বিবাদ
 নয়নে বহিছে লোর ॥”
 এই অনুমান করে গোপীগণ
 কহত ইহার বাণী ।
 নাগর-বচন বিষের সমান
 এবে সে ইহাই জানি ॥
 চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনী
 এই মোর মনে লয় ।
 ভকতি-আদরে সরস বচনে
 বিনতি করহ পায় ॥

পাঠান্তর :—

১ ধাওল, নী ২ নাহি, ঐ
 ৩ চাহি চারি পানে, ঐ ৪ সেথা সা; বি ।
 ৫ প্রেম, সা ।

তীকা

পঙ্ক—১-৮ । গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বদন
 অবনত করিয়া তৃষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, অশ্রুতে কুচকুম্ব
 প্রক্ষালিত করিতে লাগিলেন, এবং অশ্রু নয়নের কজ্জলকে
 হরণ করিল (ভা, ১০:২২.২৬) ।

২-১২ । তু—“তেমন বাউল, হরিণীর প্রায় সের জন
 চৌদিকে চায়” (প্র: খং, ২৩২ সং পদ) ।

১৫-১৬ । তু—“কাষ্ঠের পুতলি, রহে দাড়াইয়া, চিত্রের
 কায়ার প্রায়” (ঐ)

[৬৫৫]

রাগ—জয়শ্রী

“তুমি বঁধু ব্রজের জীবন ।
 জাতি কুল করি আরোপণ’ ॥
 তুমি নহ নিষ্ঠুরাই পনা ।
 কেনে দেহ বিরহ-বেদনা ॥
 যে ভঞ্জে তোমার ছুটি পায় ।
 তারে নাথ হেন না জুয়ায় ॥
 গৃহ-পরিবার পরিহরি ।
 তোমারে ভজিল ব্রজনারী ॥
 দেখ নাথ মনে বিচারিয়া ।
 যত দুখ তোমার লাগিয়া ॥
 শাশুড়ী ধুরের অতি ধার ।
 খরতর তাহার বিচার ॥

কান্দিতে না পারি তব লাগি ।
তবু বলে শ্যামের সোহাগী ॥
ঘরে পরে তোমার বিবাদ ।
বাহির হইয়াঃ যাইতে সাধঃ ॥”
চণ্ডীদাস দেখিয়া দুঃখিত ।
শ্যামে কহিতে অনুচিত ॥

যে দেখি তোমার আচার বিচার
কুটিল অস্তুর বড়ি ।
সরল যে জন নাহি তার কোন
কুটিল কুটক ছাড়ি ॥
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পূরিয়া
যতনে তাহাকে পুষে ।
কোন কোন দিনে সেই বাদিয়ারে
দংশয়ে আপন রোষে ॥

পাঠান্তর :—

১ করিয়া রোপণ, নৌ, সা।
২-২ হইও সাথে বাদ, সা, বি।

টীকা

পঙ—২। তু°—“জাতিকুলশীল, সকল মজিল, ও
রাক্ষা চরণতলে” (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)।

১০। তু°—“তোমার কারণে, এত পরমাদ, শুনহে
মুরলিধর” (ঐ, ২৩৯ সং পদ)।

১৩-১৪। পূর্ববর্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৬৫৬]

রাগ- ধান্সী

রাধা কহে—“শুন আমার বচন
নিশ্চয় করিয়া কও ।
কেনে হেন চিত করিলে বেকত
এত নিদারুণ নও ॥
তোমা হেন ধন পরম কারণ
পাইল অনেক সাধে ।
বিহি দিয়া পুনঃ করিল এমন
কি আর বলিবে রাধে ॥

ভুজঙ্গ সমান তেন তুয়া মন
তৌহার চলন বাঁকা ।
তোমার অস্তুর সেই সে সোসর
এ দুই তুলনা একা ॥
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি ।
অস্তুর কুটিল মুখে মধুপর
আমরা এমন বাসি । •
যে ছিল তা হল তাহাই করিল
নিরমল যেরা ছিল ।
তাহে দিয়া কাল ঠাকুরালী ভালি
কলঙ্ক উঠিল ভালি ॥”
চণ্ডীদাস কহে শুন বলি রাধা
এঁছন কানুর লেহা ।
অমিয়া সেচনে সরল বচনে
সঁপহ আপন দেহা ॥

টীকা

পঙ—১১-১২। তু°—“এমতি পীরিত, জানহ আরাতি,
সরল বাহার চিত” (প্রঃ খঃ, ২৩৯ সং পদ)।

২৩-২৪। তু°—“ধুপরে মধুব, দেখি মনোহর, অস্তুরে
আছয়ে গাঢ়” (ঐ)।

২৭-২৮। তু°—“কুলে দিলে কালী, করিলে কুলটী,
কলঙ্ক হইল গারা” (ঐ, ২৪৩ সং পদ)।

[৬৫৭]

রাগ—পূর্ববী

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
কহেন কাহিনী যতি ।

“তুমি সুনাগর গুণের সাগর
কি জানি তোমার রীতি ॥

হাসি রসাইয়া কুল ভাঙ্গাইয়া
নিদানে এমনি কর ।

এ নহে উচিত তোর অনুচিত
কালিয়া-বরণ-ধর ॥

কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
বড়ই কঠিন সেহ ।

তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি
এবে হে জানিল এহ ॥

তখন প্রথম পীরিতি করিলে
দেখাইলে^২ আকাশের চাঁদ ।

কত মুখে হাসি বচন সেচন
ইবে সে পাতিলে ফাঁদ ॥

হৃদয় যাকর কালিয়া-বরণ
সে মেনে কঠিন বড়ি ।

হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিলে^৩
এবে সে হইল গাঢ়ি ॥

আমরা হইএ কুলের বৌহারি
কি বলিতে মোরা পারি ।

তাহার উচিত করিলা বেকত
শুন হে প্রাণের হরি ॥”

চণ্ডীদাস কহে— “শুন বিনোদিনি
সকল স্বপন সম ।

কানুর ঐছন পীরিতি কেবল
কেন বা করিহ ভ্রম ॥”

পাঠান্তর :—

ভাসাইয়া, সা। ২ দেখি, সা, বি।
৩ করিতে, ঐ

টীকা

পঙ—৫-৬। তু'—“হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
নিদানে ডারিলে জপে” (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)।

১৩-১৪। তু'—“তখন আনিয়া চাঁদ কবে দিলা,
অনেক কহিলা মোরে” (ঐ)।

১৭। যাকর - যাহার। তু'—“কালিয়া বরণ, ধরয়ে
যে জন, সে জন কঠিন বড়” (ঐ, ৩৫২ সং পদ)। ৬৭০
সং পদও তুলনীয়।

[৬৫৮]

তথা রাগ

“বঁধু, তুমি বড় কঠিন পরাণ ।
ইবে মোরা জানি অমুমান ॥
কেনে তুমি বিরস বদন ।”
কহে যত গোপ^১-সখীগণ ॥
“ওহে তুমি বিদগধ রায় ।
মো সভারে হেন না জুয়ায় ॥
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয় লাগে^২ ।
মরিব সকলে^৩ তব আগে^৩ ॥
দাগুইয়া দেখহ আপনে ।
হয় নয় বুঝ নিজ মনে ॥
একে একে ভ্রজের রমণী ।
হেঁট মাথে খুঁটএ ধরণী ॥
পাসরিলে সে সব পীরিতি ।
পরিণামে হেন কর গতি ॥

তুয়া বিনে আর কেবা আছে ।
আমরা দাঁড়াব কার কাছে ॥”
চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি ।
হুখে রসে কর রাসকেলি ॥

আপনি বলিলে আপনি কহিলে
আবার এমত কর ।
আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার ॥
একটি বচন করি নিবেদন

পাঠাঙ্কর :—

- ১। গোপী, নী
- ২। পাবে, ঐ, বি, সা।
- ৩। তোমার নিজ ভাবে, ঐ।

টীকা

পঙ—৭। তু°—“স্বী-বধ-পাতকী, ভয় না গণহ, শুনহ
কমল আঁখি” (প্রঃ খঃ, ২৪১ সং পদ)।

৮-১০। তু°—“আঁখি আড় হলে, এখনি মরিব,
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ। হয় নয় এই, দেখ তবে বাই,
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক ॥” (ঐ, ২৪০ সং পদ)।

১২। তু°—“নেবল চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখিত করিতে
লাগিলেন” (ভা, ১০।২০।২৬)।

শুনহে নাগর রায় ।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
ধরেছিলে ছুটি পায় ॥
দোসর বচন করি নিবেদন
শুনহে নন্দের স্তুত ।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
দশনে ধরিলে কুট ॥
তেসর বচন করি নিবেদন
দাঁড়ায়ে শুনহে তুমি ।
এ জনমের মত ফিরে চাও তুমি
বিদায় হয়ে যাই আমি ॥”
এ কথা শুনিয়া রসিক নাগর
ভাসিল নয়ানের জলে ।
রসিক নাগর হইল কাতর
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

[৬৫৯]

শ্রী

বেদিন হইতে তোমার সহিতে
পহিলে হয়েছে দেখা ।
সে সব বচন রয়েছে ঘোষণ
যেমত শেলেরই রেখা ॥
শপাখি করিয়া পীরিতি করিলে
তাহা বা রাখিলে কই ।
কে আছে ব্যথিত কাঁহারে কহিব
যে দুখে আমরা রই ॥

দ্রষ্টব্য :—নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে ইহার পরবর্তী
৪২৭ সংখ্যক পদে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাখার “মান
উপজল” বলিয়া লিখিত আছে। ইহা রাসের দ্বিতীয়
পালার বর্ণনীয় বিষয়। (৫৪৪ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। ঐ
পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯
সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত ৮৩টি পদে এই মানের অভিনয় এবং
ভাগবতাত্মিক অত্যন্ত লীলা ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত
হইয়াছে। অতএব ঐ পদগুলি যে দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত
তাহাও বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে ঐ পালাতেই ইহাদিগকে
স্থাপন করা হইয়াছে। পরবর্তী পদে (অর্থাৎ নীলরতন
বাবুর ৫১০ সংখ্যক পদে) গোপীকে কাঁধে লইবার প্রসঙ্গ
আছে। ইহা পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার অন্তর্গত বলিয়া

ঐ পদ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট পালাটি ইহার পরেই স্থাপন করা হইয়াছে। এই কাঁধে লইবার ঘটনাটি যে প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ প্রথমখণ্ডের পদে রহিয়াছে, যথা—

কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলা কালা ।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জালা ॥
(প্রথমখণ্ড, ২৪৩ সং পদ) ।

অতএব ইহার পূর্বেই যে রাসের এই ঘটনা একবার বর্ণিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। মধ্যবর্তী কতকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে না।

পঙ্—১-৬। ভূ—“যে দিন মাধবী তরুহায়। কি বোল বলিলে যজুরায় ॥ তখন করিলে তুমি পণ। এবে কর এখন এমন ॥ (প্রঃ খঃ, ২৩৪ সং পদ)। এই পরিকল্পনাট দীন চণ্ডীদাসের নিজস্ব। প্রথমখণ্ডের অনেক পদেই ইহার উল্লেখ আছে (ঐ ভূমিকা, ২।০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব এই সকল রচনা যে একই কবির কল্পনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

[৬৬০]

* * * আগল শ্রম অতিভরে
বিকল হইল প্রাণ ॥
রাস-জাগরণে অলস সঘনে
আঁখি ঢুলু ঢুলু করে ।
আর আমি মেনে চলিতে না পারি
শুনহ নাগর রে ॥
তবে সে যাইতে পারি এ কাননে
যদি কাঁধে করি লহ ।
তবে সে যাইতে পারি বনভিতে
আগে এ কবুল কর ॥”

হাসি কহে কিছু রসময় কান-
“ইহার এমন রীত ।
রাধার যেমত দশা উপজল
তেমতি ইহার চিত ॥”
“ভাল ভাল,” বলি কহে বনমালী—
“তোমারে লইব কাঁধে ।
বড় নহে এই তার পরিণাম”
কহিলা শ্যামরু চাঁদে ॥
সরস বচন পেয়ে সেই গোপী
উঠিয়া বসন বাঁধে ।
“হের আসি,” কহে - “আর কিবা মোহে
মোরে আসি লহ কাঁধে ॥”
সুঘড় শেখর জানিল অন্তর
ইহার এমন দশা ।
মদ-অরুন্ধার হইল ইহার
পাওল বিষম দশা ॥
হাসি গুণমণি কহে এক বাণী
“তুমি কি চড়িবে কাঁধে ।”
চণ্ডীদাস কয়— বিপাক পড়িল
সে গোপী পড়ল ধন্দে ॥

দ্রষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসের সময়ে ত্রীকুণ্ড এক গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন (ঐ, ১০।১২।৪৩, ১০।৩০।৩০)। কিন্তু ভাগবতকার কোন গোপীর নাম উল্লেখ করেন নাই, অথচ ১০।২২।৪৩ সংখ্যক শ্লোকের টাকায় ঐ গোপীকে রাধা বলা হইয়াছে। ইহার সহিত দীন চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। তিনি কৃষ্ণপ্রিয়া সেই গোপীকে রাধা বলেন নাই, অথ কোন রমণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পরবর্তী ৬৬৩ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। বোধ হয় রাধাকে প্রধানী নামিকা করিয়া তাঁহার বিপ্রলম্ব-দশা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে কবি নৃতনম্বের অবতারণা করিয়া থাকিবেন।

টীকা

পঙ্ ১-১০। কৃষ্ণকান্তা সেই গোপী বনপ্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্বে কহিয়াছিলেন—“হে প্রিয়তম, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার বথায় ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল” (ভা, ১০৩০৩১)।

১৫-১৬। কৃষ্ণ কহিলেন—“তবে আমার স্বন্ধে আরোহণ কর” (ঐ, ১০৩০৩২)।

[৬৬১]

শ্রী।

“শুন গুণমণি কহি এক বাণী

কাঁধেতে করহ মোরে।

তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে
নিশ্চয় কহিয়ে তোরে ॥”

“আইস ধনী রামা কাঁধে করি তোমা”
সেখানে বসিলা হরি।

শ্যামের সরস বচন পাইয়া
দাঁড়াইল গোপনারী ॥

বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।

হেন বেলে তখি চলি গেলা কতি
সে নব গোকুল-চাঁদে ॥

সেই নব-নারা কাষ্ঠের পুতলি
দাঁড়ায়ে চেতন হরি।

যেমন আকাশে বজর ভান্দিয়া
পড়ল শিরের 'পরি ॥

কান্দয়ে করুণে পড়িয়া কাননে
ধূলায়ে ধূসর তনু।

যেমন হরিণী বিকল হইয়া
কাননে বেড়ায় পুসু ॥

অচেতন সরে

রোদন বেদন

হারায়ে পরাণ-পতি।

“কোথা গেল নাথ ছাড়ি মোর সাথ
তোমারে না দেখি কতি ॥”

সেই নব-রামা শ্যামেরে খুঁজিয়া
একাকী কাননে পড়ি।

মুখে নাহি বাণী যেন অনাধিনী
শিরে করাঘাত পাড়ি ॥

যেন সে ধবলি সোনার পুতলি
পড়িয়া কানন-বনে।

বিকল হইয়া মূরছা খাইয়ে
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

পঙ্-৫। তু°—কৃষ্ণ প্রথমসীকে কহিলেন—“তবে আমার স্বন্ধে আরোহণ কর” (ভা, ১০৩০৩২)।

৯-১২। তু°—“সেই গোপী স্বন্ধারোহণে উত্ততা হইবা-
মাত্র ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন” (ভা, ঐ)।

১৭-১৮। তু°—“তখন সেই গোপী বিশেষরূপে
অনুতাপ করিতে লাগিলেন” (ভা, ঐ)।

২৩-২৪। তু°—“হা নাথ, হা প্রিয়তম! কোথায়
রহিলে!” (ভা, ১০৩০৩৩)।

[৬৬২]

কেদার।

“ওহে নাথ কি করিয়া গেলে।

বজর পাড়িয়ে মোর ভালে ॥

আমি সে করল কোন কাজ।

পরিহরি সতীপণা লাজ ॥

আঁ পাছু কিছু না গুণিন্দু ।
 ছার মুখে কি বোল বুলিন্দু ॥
 তুমি পতি পুরুষরতনে ।
 ইহা না জানিল পরিণামে ॥
 অপরাধ ক্ষম এইবার ।
 শুন নাথ মহিমা তোমার ॥
 অবলা কি জানে গুণরাশি ।
 আমি তোমার চরণের দাসী ॥
 আপনার গুণে কর দয়া ।
 লইয়াছি তুয়া পদ-ছায়া ॥”
 দীন হীন চণ্ডীদাস বলে ।
 কান্দু খুঁজিবারে ধনী চলে ॥

টীকা

পঙ্—১২ । তু°—“আমরা তোমার বিনা মূল্যের দাসী
 (ভা, ১০৩১২) ।
 ১৩ । তু°—“কৃপা করিয়া একবার দর্শন দাও” (ভা,
 ১০৩১১) ।

[৬৬৩]

ক্রী ।

হেথা রাধা বিনোদিনী রমণীর শিরোমণি
 কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পথে ।
 প্রিয় সহচরী সনে চলে সখী অশেষণে
 বড়ই হইল অনুরথে ॥
 বিরহে আকুল ধনী আর যত গোপিনী
 সেই বনে প্রবেশিল গিয়া ।
 দেখিল চরণচিহ্ন বিহি পদ আছে শূন্য
 তার কাছে কাছে আরসিয়া ॥

“রমণীর পদ আছে সে পদের কাছে কাছে
 ঐ দেখ নয়ন চাহিয়া ।
 এই দেখ গুণমণি আনিয়া বা কোন ধনী
 বেশ কৈল হরষ হইয়া ॥
 তার চিহ্ন দেখ অরে সিন্দূর দেওল তারে
 পত্রে মধি পরাইল ভালে ।
 সেই পত্র ঐ দেখ কাজলের আছে রেখ
 স্তবেশ করল কুতূহলে ॥
 চন্দন দিয়াছে অঙ্গে তার চিহ্ন দেখ রঙ্গে
 এই দেখ তাহার নিশান ।”
 নয়ন আগুন হয়ে বদনে বসন লয়ে
 অতি বড় উঠি গেল মান ॥
 “তুলিয়া বনের ফুলে বেশ বনাইল ভালে
 এই দেখ কুসুম তুলিয়া ।
 এই বৃক্ষ-লতা ধরি কুসুম ভাঙ্গল হরি
 তার চিহ্ন দেখ না আসিয়া ॥
 তা দেখিয়া অনুরাগী বিরহ উঠিল আগি
 কোন রামা এল কৃষ্ণ লয়ে ।”
 চণ্ডীদাস কহে জানি সঙ্গে লয়ে গোপধনী
 তবে কান্দু গেছেন ছাড়িয়ে ॥

টীকা

পঙ্—৩-৪ । তু°—গোপীগণ এক বন হইতে অত্র
 বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন”
 (ভা, ১০৩০৪) ।
 ৭ । তু°—“তাঁহারা বনের এক প্রদেশে সেই পরমাশ্রী
 শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন” (ভা, ১০৩০২১) ।
 ৯-১০ । তু°—“তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের অগ্রেই
 এক রমণীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন” (১০৩০২২) ।
 ২১-২২ । তু°—“কৃষ্ণ এখানে পুস্পাদি দ্বারা আপনার
 কামিনীর কেশ-প্রসাধন করিয়াছিলেন” (ভা, ১০৩০২২) ।

২৫। তু°—“এই সকল পদচিহ্ন আমাদের অতিশয়
চঃখ জন্মাইতেছে” (ভা, ১০।৩০।২৬)।

[৬৬৪]

কানড়া।

অতি সে আকুল দেখিয়া নিকল
সে নব কিশোরী রাই ।

অতি দুঃস্বর মানেন্তে মোহিত
কিছু না বোলয়ে তাই ॥

“সে কোন কামিনী কুলের রমণী
কেমন তাহার কাজ ।

সবারে তেজিয়া বঁধুরে লইয়া
বিহরে বনের মাঝ ॥

একে বিরহিণী বিয়োগ-বিরাগে
তাহে ভেল অতি বিরাগী ।

যে আছে মরমে তাহা সে করিব
যদি বা পাইয়ে লাগি ॥

সে এত ব্যথিত এ সব থাকিতে
সে হইল এতক ভাল ।

এই অনুরাগে রাগিনী অন্তরে
বিয়োগ উঠিয়া গেল ॥”

সেই পথে চলি যায় সবে মিলি
রাধার সন্তেতে দেখা ।

সেই গোপনারী মুচ্ছিত হইয়া
পড়িয়া আছিল একা ॥

চণ্ডীদাস বলে-- শুন বিনোদিনি
ইহার ঐছন দশা ।

নিষ্ঠুর বচন কহিতে ইহার
পাইলা পরভাষা (?) ॥

টীকা

পঙ—৫-৮। তু°—“এই রমণী গোপীদিগের সর্বস্ব
হরণ করিয়া একা নিৰ্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধরমুখা পান
করিয়াছে” (ভা, ১০।৩০।২৬)।

১৭-২০। তু°—“পরে তাঁহারা প্রিয়বিশ্লেষে বিমোহিতা
ঐ অবলাকে অবলোকন করিলেন” (ভা, ১০।৩০।৩৪)।

[৬৬৫]

কানড়া

“সখি, এমন তোমারে কেন দেখি ।

একলা গহন বনে পড়িয়া আছহ কেনে
আভরণ সকল উপেখি ।”

রাধা আগে কহে বাণী “কি আর পুছহ তুমি
কহিতে বলত হয়ে লাজ ।

মুই অভাগিনী নারী বচন-চাতুরী করি
করিলাঙ আপনি অকাজ ॥

বৃন্দাবন-রাসরসে জাগি সব গোপী শেষে
উজাগর নিশিশেষে এই ।

রাধার বাসনা সাধে কানুর চরিতে কাঁধে
তোমারে তেজিয়া গেল সেই ॥

আমারে লইয়া শ্যাম আইলা সে বনধাম
আগে সে কহিল ফলভাষা ।

ভান্সি মোর অহঙ্কার স্তম্ভ গেল ছারখার
আমার হইল হেন দশা ॥

তোমার ভান্সিতে মান তেজি গেল কোন স্থান
সেই মত একাকিনী বনে ।”

শুনি স্তম্ভামুখী রাধা হৃদয়ে পাইল বাধা
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদের ১০-১১ পঙ্ক্তিতে দেখা যায় যে, রাসের সময়ে রাধাও কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন। যদি এই পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রাসের সময়ে কৃষ্ণের অন্তর্হিত হইবার কারণ স্বরূপ কবি ৬৬০ সংখ্যক পদের পূর্বে এইরূপ কোন ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাসের এই পালাটি এইভাবে রচিত হইয়াছিল—কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণের আগমন, উক্তি-প্রভৃতি, রাসের আরম্ভ, এবং রাসের শেষভাগে রাধার কাঁধে চড়িবার প্রবৃত্তি, ও এক গোপীকে লইয়া কৃষ্ণের অন্তর্হিত হওয়া। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৫০৯ সংখ্যক পদের পাদটীকায় (এই গ্রন্থের ৬২৬ সংখ্যক পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তিনি লিখিয়াছেন যে, পরবর্তী প্রায় ৪০টি পদ পাওয়া যায় নাই। ঐ পদের পরে নবকৃষ্ণরলীলার পরিসমাপ্তি এবং তৎপর রাধার কাঁধে চড়িবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি এই পালার অন্তর্ভুক্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। পরবর্তী পদ দ্রষ্টব্য।

-[৬৬৬]

এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী ।
অধিক হইলা বিরহিণী ॥
“কি আর করিব সখি বল ।
কানু বড় নিদয় হইল ॥
বনে বনে খুঁজিতে মাধাই ।
তার দরশন নাহি পাই ॥
তেজব কঠিন পরাণ ।
সে পছঁ করল নিদান ॥
জ্ঞানল দোহে ভেল বাম ।
আমরা কি পাওব কান ॥
যার লাগি তেজহ গেহ ।
তছু পদে সোপনু দেহ ॥

গুরুজন পরিজন-আশ ।
দূরে ডারনু অভিলাষ ॥
কুবচন করিল ভূষণ ।
অপথ সপথ কৈল পণ ॥
পাড়ার পড়সি দিল ডোর ।
সে কানু করল নিজ কোর ॥
নিশ্চয় তেজল গুণমণি ।
অনুরাগে যতেক গোপিনী ॥”
দান চণ্ডীদাস বলে তায় ।
এখনি মিলব যতুরায় ॥

টীকা

পঙ্-১-২ । তু —“ঐ গোপীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত গোপী পরম বিষময় প্রাপ্ত হইলেন” (ভা, ১০।৩০।৩৪) ।

৯ । রাধার এই উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি এবং অত্র এক গোপী উভয়েই কৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন, এবং এজন্য কৃষ্ণ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ।

১৭ । ২৩৯ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য ।

[৬৬৭]

কামোদ

“শুন গো সজ্জন সই কি বুদ্ধি করিব ।
কালিয়া কানুর লাগি আনলে পশিব ॥
বাহার লাগিয়ে হল এত পরমাদ ।
সে জন করিল সুখ-সম্পদেতে বাদ ॥
সকল গোপিনী বলে “আর কিবা দেখ ।
সে শ্যাম নৈরাশ হল কি আর উপেখ ॥
যে জন করিত দয়া সে হল নিষ্ঠুর ।
তেজিয়া বিমুখ ভেল, কৈল অতিদূর ॥

যমুনাতে গিয়ে চল মরিব ডুবিয়া ।
এ ছার জীবন কেন থাকিয়ে ধরিয়া ॥”
দীন চণ্ডীদাস বলে এত পরমাদ ।
এখনি মিলব কান্নু মিটিবেক সাধ ॥

অষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, গোপীগণের
আক্ষেপ শুনিয়া কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় দর্শন
দিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩২।২) ।

অষ্টব্য :—ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে, গোপীগণ
আক্ষেপ করিতে করিতে যমুনাগুলিনে আগমন করিয়াছিলেন
(ভা, ১০।৩০।৩৭) ।

[৬৬৯]

সুহই

নাগর পাইয়া নাগরীসকল
সুখের নাহিক ওর ।

যেন বা কে ধন পাইয়া তেমন
বঁধুয়া করিল কোর ॥

নয়নের তারা খসিয়া গেছিল
আসিয়া বসিল পুনঃ ।

জল ছাড়া হয়ে শফরী বিকল
সে জল পাইল হেন ॥

যেমন চাঁদের রসের বিহনে
চকোর অবশ হয়ে ।

রস পেয়ে যেন পরাণে জিয়ল
তেন সে শ্যামেরে পেয়ে ॥

যেন মেঘরস লাগিয়া চাতক
পিয়াসে পিউ সে পিউ ।

রস-আলাপনে চাতক বাঁচল
এ রস না জানে কেউ ॥

পাইয়া নাগর নাগরী সকল
কহিতে লাগিল তায়ে ।

এমন পীরিতি নাহি দোখ কতি
চণ্ডীদাস গুণ গায়ে ॥

[৬৬৮]

কানড়া

“শুনহ সজনি আর কি দেখহ
মরণ হইল সারা ।

যাইয়া যমুনা মরিব সজনি
এ শুন আমার ধারা ॥”

এই মনে ঠানি সকল গোপিনী
যাইয়া যমুনাকূলে ।

সব গোপীগণ হেন কৈল মন
ঝাঁপ দিতে সেই জলে ॥

বুঝিল নিশ্চয় সেই যতুরায়
স্ত্রী-বধ-পাতকী ভয়ে ।

আসি দেখা দিল সেই সে নাগর
বচন মধুর কয়ে ॥

দেখিয়া নাগর গুণের সাগর
নবীন ব্রজের রামা ।

চণ্ডীদাস বলে নাগরী সুকল
উঠলি উথল প্রেমা ॥

টীকা

পঙ্—২ । ভাগবতেও বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণকে দর্শন
করিয়া গোপীগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন (ভা,
১০।৩২।২-৮) ।

৫-১৬। ভাগবতে এই হর্ষ মুমুকু ব্যক্তির দৈব প্রাপ্তির
শ্রায় বর্ণিত হইয়াছে (ঐ, ১০।৩২।৮), কিন্তু চণ্ডীদাস
এখানে কবিজনোচিত সহজ উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

[৬৭০]

ধানশী।

“বঁধু, ভাল সে বটহ তুমি।

এক অপরাধ জনম অবধি
করিয়া আছিল আমি ॥

সেই অপরাধ বিষম বিবাদ
করিল নাগর রায়।

আমরা অবলা অখলা কি জানি
সকল গোচর পায় ॥

কালিয়া যে জন কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দঢ়।

কালার সঙ্গেতে যে করে পীরিতি
পরিণামে হয়ে আর ॥

যখন না ছিল তোমার মিলন
তখন আছিল ভাল।

হাসিয়া হাসিয়া জাতি কুল নিয়া
নিদানে আনল জ্বাল ॥

পরের পরাণ হরিতে তোমার
তিলেক নাহিক দয়া।

পরবশ তুমি কি বলিব আমি
যেমন কায়ার ছায়া ॥

যেমন জলের বিন্দুক সম্মুখে
দেখিয়া মিলায়ে যায়।

তোমার পীরিতি দেখিতে তেমন”
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

টীকা

পঙ্—২-৫। জন্মাবধি আমি তোমার প্রেমে পাগলিনী,
(তু°-নী-৩১৪ সং পদ) ইহাই আমার স্বাভাবিক দুর্কলতা,
এখন দেখিতেছি তোমাদ্বারা বিষম অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে।
অথবা তোমার কাঁধে চড়িতে চাওয়া ব্যতীত জন্মাবধি আমি
তোমার নিকট আর কোন অপরাধ করি নাই, তুমি তাহাই
অবলম্বন করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিলে।

৮-২। ৬৫৭ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪-১৫। ঐ

১৮। তু°—“যে জন পবের বশ, সে কি জানে আন রস
(৩০৩ সং পদ)।

[৬৭১]

ধানশী।

“ভাল হইল বঁধু তোমার পীরিতি
নিশির স্বপন যেন।

কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
সে সব মিছাই মেন ॥

আমরা অবলা অখলা রমণী
তিলে কতবার ভুলি।

দোষ গুণ আদি কিসের অবধি
ধরিয়াছ বনমালী ॥

ভাল সে তোমার চরিত বেভার
এবে সে জানিলু কাণ্ড।

নিজ বশ নহ পরবশ হও
তোমারি স্বপন-তনু ॥

তুমি দয়া কর দয়ার সাগর
কলপতরুর গাছে।

শীতল দেখিয়া ও দুটি পঙ্কজ
শরণ লইয়াছি কাছে ॥

এ নহে তোমার মহিমা করিতে
অবলা জনার দুখ ।

এড়িয়া কাননে গেলা কোন স্থানে
কত না হইল দুখ ॥”

চণ্ডীদাস বলে-- যে হল সে হল
এখন পাইলা কান ।

পরশ-রতন করিয়া ভূষণ
হৃদয়ে করহ স্থান ॥

[৬৭২]

সিন্ধুড়া

“হেদে হে কমল-কান কা সনে করহ মান
দোষ গুণ কিছই না লও ।

পরবশ রস প্রেম এবে সে জানিল হেম
অমিয়া সেচনে কথা কও ॥

তোমার অমৃত-বাণী কত বোল পেয়ে জানি
হাসি পরকিত সুধাময় ।

এমন রতন ধন পাইয়া অবলা জন
কোথা ছিল হেন মনে লয় ॥

তোমার কারণে হরি গৃহকাজ পরিহারি
গুরু গরবিত যত জনে ।

তোমার কলঙ্ক-মালা হৃদয়ে পরেছি কালা
লইলাঙ করিয়া চন্দনে ॥

যে বল সে বল কান্দু তোমাতে সঁপিষু তনু
মো সবা ছাড়িবে জানি পাছে ।

দেখ দেখি ত্রিভুবনে কেবা আর্ছে তোমা বিনে
আর সে দাঁড়াব কার কাছে ॥

যে কর উচিত কাজ শুন হে নাগররাজ
পর ভাব না করিহ মনে ।

ব্রজনারী-মনস্কাম কে পূরাবে ওহে শ্যাম,”
দীন কাণ চণ্ডীদাস ভণে ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই সময়ে গোপীগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“কেহ ভজনকারীকে অমুরূপ ভজনা করে, কেহ ভজন্যের অপেক্ষা না করিয়াই ভজনা করে, আবার কেহ ভজনকারী কি অভজনকারী কাহাকেও ভজনা করে না, ইহার কারণ কি ?” (ভা, ১০৩২।১৫)। এই পদে গোপীগণও বলিতেছেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণের জ্ঞাত সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ তুঃখ দিতেছেন কেন ?

পঙ্-৬। পরকিত—প্রকৃত ।

১৫-১৬। তু°—“একুলে ঙকুলে, গোকুলে হুকুলে, আর কেবা মোর আছে” (প্রঃ খঃ ৩৯৯ সং পদ) ।

[৬৭৩]

সিন্ধুড়া ।

৫ “কি আর বলিব পায় ।

শুন হে নাগর রায় ॥

তার কি পরাণ এড়ি ।

কাননে রহিলা ছাড়ি ॥

আমরা অবলা নারী ।

দোষগুণ নাহি ধরি ॥

তুমি সে পরাণ-বন্ধু ।

কেবল করুণাসিন্ধু ॥”

দীন চণ্ডীদাস কয় ।
সুধারস তুমি ময় ॥

১৩। তু—“এই সকল বিবেচনা করিয়া তোমরাও
আমার প্রতি দোষারোপ করিওনা” (ভা, ১০।৩২।২০)।

[৬৭৪]

সিন্ধুড়া ।

শুনিয়া রাধার বিনয়-বচন
কহিতে লাগিলা তায় ।
“তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এ কথা কহিব কায় ॥
তোমা না দেখিয়া ঙ্গাখির পলক
যদি বা নাহিক দেখি ।
দেখিলে জুড়াই না দেখিলে মরি
শুন শশধরমুখি ॥”
হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
তুষিতে লাগল তায় ।
রসাল বচনে করিয়া সেচনে
কর্তাক্ষ নয়নে চায় ॥
“যা হল তা হল মনে না ভাবিহ
শুনহ সুন্দরী রাধা ।
তোমার মরমে আমার মরমে
সদাই আছেয়ে বাঁধা ॥”
রমণীমাঝারে তুষিয়া নাগর
চাহিয়া সবার পানে ।
এমন পীরিতি কোথাও না দেখি
চণ্ডীদাস রস ভণে ॥

টীকা

পঙ্—২-১২। কৃষ্ণ যে মধুর থাকে গোপীগণকে
পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে
(ঐ, ১০।৩২।১৫-২১)।

[৬৭৫]

পুরবী ।

দেখিলা নাগর নাগরী সকল
দিয়া সে রসের ভারা ।
যেমন কুসুম মধুর সরসে
অলিকুল পিয়ে তারা ॥
খতে খতে খতে লাখ শত শত
রমণী একেক রয় ।
কান্নু সে লুবধ ভ্রমর যেমন
মধুপানে অতিশয় ॥
মধুরসে মাতি যেন মত্ত হাতী
অক্লশ নাহিক মানে ।
সবারে তুষিয়া নাগর রসিয়া
করণ বাঁশীর গানে ॥
মধুর স্রসরে বাঁশী বাজাইয়া
নাগর চতুর রায় ।
গুপ্ত পীরিতি বাঁশীর আরতি
এ কথা না জানে মায় ॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা গোপীগণ
না জানে গৃহের পতি ।
যেমন যে ছিল তেমন পৈশল
ঐচ্ছন আরতি গতি ॥
যত্ননাথ গেলা নন্দের মহলে
শুভলি মায়ের কোলে ।
জননী না জানে এ রস-বেভার
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—প্রথমখণ্ডের অন্তর্গত “অক্রূরাগমন” পালার প্রথম পদটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্রামক চন্দ্র । (ঐ, ১২৩ সং পদ)

এখানে যে কোন বিশেষ রাত্রির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বিশ্বাস এই উল্লেখে রাসলীলার রাত্রির কথাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই পালাটি অক্রূরাগমনের পূর্বে সন্নিবিষ্ট ছিল। ভাগবতেও রাসের কিছু পরেই অক্রূরাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

পঙ—৫-৮। ভাগবতেও আছে যে, রাসস্থলে যত সংখ্যক গোপী ছিলেন, কৃষ্ণ আপনাকে তত সংখ্যক করিয়াছিলেন

(ঐ, ১০।৩৩।২০), এবং এইরূপে একাকী শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত বিহার করিয়াছিলেন (ঐ, ১০।৩৩।৩)।

১৮-২০। ভাগবতে আছে যে, ব্রজবাসিগণ ভগবানের মায়ার মোহিত হইয়া স্ব স্ব পত্নীদিগকে আপনাদের পার্শ্বেই অবস্থিত মনে করিয়াছিলেন (ভা, ১০।৩৩।৩৭)। অশ্বত্থ—অভিসারাদিকালে যোগমায়া-কল্পিত ভাদৃক গোপীমূর্ত্তি গৃহান্তর্কর্ত্তিনী দেখিয়া গোপগণের এইরূপ বোধ হইত যে, আমার পত্নী আমার গৃহে আছে (উজ্জলনীলমণি), অতএব রাসাস্ত্রে যখন ঠাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন মায়াকল্পিত স্ত্রীমূর্ত্তি সকল অন্তর্হিত হইল, আর গোপীরা তৎপরিবর্ত্তে গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন বলিয়া ঠাহাদের পতিগণ রাসের ব্যাপার জানিতে পারিলেন না (ভাগবতের উক্ত শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। গোবিন্দলীলাযুতেও বর্ণিত আছে যে, রজনী-বিলাসের পরে রাধা ও কৃষ্ণ গুরুজনদিগের গৃহদ্বারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নিজালায়ে আগমন করত স্ব স্ব শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন (ঐ, ১।১১৫)।

পূর্বরাগ

প্রবেশিকা

নীলরতন বাবুর চণ্ডাদাসের প্রথমভাগেই পূর্বরাগের পদগুলি সম্বন্ধিত হইয়াছে। কৃষ্ণ গাভী অশেষকালে বুধভানুপুরে যাইয়া রাধাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া সখা স্তবলের নিকট সেই ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পূর্বরাগের পালাটির আরম্ভ হইয়াছে। তৎপর স্তবল বাজীকর-বেশে বুধভানুপুরে যাইয়া রাধাকে যমুনা-স্নানের ব্যবস্থা দিয়া আসিলেন। রাধা যমুনায় স্নান করিতে আসিলে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু উভয়ের মিলন হইল না। তৎপর কবি বলিয়াছেন—

নহিল পরশ

কেবল দরশ

মানস-ভিতরে খুই :

সূর্য্যপূজাছলে

আনি মিলাইব

তবে সে পরশ হব। ইত্যাদি।

(পরবর্তী ৭১৩ সং পদ)।

এইখানেই নীলরতন বাবু কর্তৃক সংগৃহীত পালা শেষ হইয়াছে, অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহার পরে উভয়ের মিলন-বিষয়ক যে পালা কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, তাহা নীলরতন বাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে

সূর্য্যপূজাছলে উভয়ের মিলনের একটি পালা দীন চণ্ডাদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, এবং কবি যে পূর্বরাগের নিশানা দিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন ইহাতে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে (১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬-১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পালার এই অংশ নীলরতন বাবু কর্তৃক প্রকাশিত প্রথমাংশের গায় শ্রীকৃষ্ণ ও স্তবলের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং ইতিপূর্বে কৃষ্ণ যে হঠাৎ রাধাকে দেখিয়াছিলেন (প্রথমাংশের প্রারম্ভের পদটি দ্রষ্টব্য) তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যথা —

হেদে হে স্তবল সখা, আচম্বিতে দিল দেখা

চিতের পুতলী হেন বাসি।

(ঐ, ৭ পৃষ্ঠার ১৮৬২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

তৎপর মিলনের পরে শ্রীকৃষ্ণ স্তবলকে বলিতেছেন --

তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে।

(ঐ, ৯ পৃঃ)।

এবং ইহার পূর্ববর্তী পদটিতেও রাধা কর্তৃক সূর্য্যপূজার উল্লেখ রহিয়াছে। সখীগণের প্রস্নে রাধা বলিতেছেন --

পূজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে। ইত্যাদি।

অতএব পূজার ছলে আনিয়া রাধাকে কৃষ্ণের সহিত

মিলিত করাইবেন বলিয়া পালার প্রথমাংশে কবি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা এইরূপে এইস্থানে সংঘটিত হইল দেখা যাইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে যে পালাটির আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষের অংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যাইতেছে (ইহার বিস্তৃত আলোচনা ১৩৩৬ সালের “প্রবাসী” পত্রের ৬৩০-৬৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতএব এই দুইটি পালা একত্রিত করিয়া এই গ্রন্থমধ্যে স্থাপিত হইল।

পূর্বরাগের পদবিভাগ। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাধার রূপ বর্ণনার পদগুলি একস্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু পর্যাবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের কতকগুলিতে রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার প্রসঙ্গ আছে, আর কতকগুলিতে স্নানের ঘাটে দেখার উল্লেখ রহিয়াছে। এজন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। পূর্ব-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পূর্বরাগের পালাটি দীন চণ্ডীদাস এইভাবে রচনা করিয়াছিলেন—প্রথমতঃ কৃষ্ণ কর্তৃক স্ববলের নিকট রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার ঘটনা বর্ণন, তৎপরে আঙ্গিনায় দেখার উল্লেখ করা রাধার রূপ বর্ণনা, স্ববলের সাস্ত্রনা দান, বৃষভানুপুরে গমন এবং রাধাকে যমুনা-স্নানের ব্যবস্থা দান, রাধার স্নান করিতে আগমন, রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, স্নান-কালীন কৃষ্ণকে দেখার উল্লেখ করা রাধার পূর্ব-রাগের পদ, স্নানকালীন রাধাকে দেখার উল্লেখ করা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার রূপ বর্ণনার পদ, স্ববলের সাস্ত্রনা, এবং পুনরায় বৃষভানুপুরে যাইয়া পূর্ণ্যপূজা-হলে রাধাকে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত করান। পালার মধ্যে পদগুলি এই পর্যায়েই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই পালাতে শতাধিক পদ ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। তন্মধ্যে পালার প্রথমাংশে নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ে ৬৯টি পদ মুদ্রিত হইয়াছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২:৮৯ সংখ্যক পুথিতে প্রাপ্ত শেষের অংশে ১৮৬১ হইতে ১৯০৬ সংখ্যা চিহ্নিত (১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬-১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ৪৬টি পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি সন্দেহজনক হইলেও, পূর্বরাগের পালাতে যে শতাধিক পদ ছিল তাহা ধারণা করা যাইতে পারে।

পূর্বরাগের বর্ণনায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের সমাবেশ রহিয়াছে। অনেকে কবিত্বের মোহে ইহাদিগকে বড় চণ্ডীদাসের রচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন। আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না। এই সকল উৎকৃষ্ট পদ রাধাকে আঙ্গিনায় দেখার, এবং স্নানের ঘাটে দেখার প্রসঙ্গ লইয়া রচিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত, অতএব এখানে বড় চণ্ডীদাসকে টানিয়া আনা সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল বড়ায়ের মুখে রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া, ইহাতে আঙ্গিনায় দেখার, বা স্নানের ঘাটে দেখার প্রসঙ্গ নাই। অতএব এইজাতীয় পদ বড় চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্বরাগ কাহাকে বলে? উজ্জলনীলমণি-কার লিখিয়াছেন

রতির্থা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।

তয়োরুম্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

(ঐ, ৮৩৮ পৃঃ)।

সাহিত্য-দর্পণে আছে—

শ্রবণাদর্শনাবাহপি মিথঃ সংরুচরাগয়োঃ ।
দশাবিশেষো যোহ প্রাপ্তৌ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥
শ্রবনস্ত ভবেত্তত্র দূতবন্দীসখীমুখাৎ ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্ ॥
(৩য় পরিঃ) ।

দশরূপে আছে—

সাক্ষাৎপ্রতিকৃতিস্বপ্নছায়ামায়াসু দর্শনম্ । ইত্যাদি ।
(৪র্থ পরিঃ) ।

মিলনের পূর্বের দর্শন বা শ্রবণ দ্বারা নায়কনায়িকার মনে মিলনের যে অভিনায় জাগরিত হয় তাহাই পূর্বরাগ । সূত, ভাট বা সখীর মুখে গুণকীর্তন শুন্য নাম শ্রবণ, এবং ইন্দ্রজালে, চিত্রে, স্বপ্নে বা সাক্ষাৎ দর্শনের নাম দর্শন । কবি সে ভাবে পূর্ব-রাগের পালাটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া ইহাতে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছিলেন । বৃষভানুপুরে রাধাকে সাক্ষাৎ দর্শনে কৃষ্ণের পূর্ব-রাগের উদয় হইল, সুবলের অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দেখিয়া রাধার পূর্বরাগের উদয়

হইয়াছিল, তারপর নাম শ্রবণেও তিনি বিমোহিত হইলেন (রাধার পক্ষে শ্রবণ ও দর্শন উভয়ই সংঘটিত হইল) । তৎপর যমুনা-স্নানে আসিয়া পুনরায় উভয়ের সাক্ষাৎ দর্শন হইল, কিন্তু সাবধানী কবি বলিয়া দিলেন —

নছিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থই ।

এখানে উজ্জ্বলনামগির উক্ত “সঙ্গমাৎ পূর্বং” কথাটি অবলম্বন করিয়া যে পালা-রচনা করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় । ঘটনার দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এখানেই মিলন সংঘটিত হইলে পূর্বরাগের পালা শেষ হইয়া যাইত, এবং রাধার পূর্বরাগ বিশদভাবে বর্ণিত হইত না । অতএব কবি রাধাকে স্নানের ঘাটে দেখার পরে কৃষ্ণের অভিনায় এবং রাধার পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়া পরে সূর্য্যপূজাচ্ছলে আনিয়া তাঁহাদের মিলন সংঘটিত করাইয়াছেন । এই পালাতে সাক্ষাৎ দর্শন, ইন্দ্রজালে দর্শন, চিত্রে দর্শন প্রভৃতি অনেক ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে । পূর্বরাগ-সম্বন্ধীয় অগাণ্ড আলোচনা পরবর্তী পদগুলির পাদটীকায় দ্রষ্টব্য ।

পূর্বরাগ

[৬৭৬]

রাগ বরাড়ি

একদিন গোচারণে সকল সখা সনে
বসি এক তরুয়ার ছায় ।
নন্দের নন্দন হরি কহে কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায় ॥
“সখা হে, কহ দেখি কি করি উপায় ।
হিয়া করে কেন মত সহিতে না পারি এত
নিরন্তর জ্বলিছে হিয়ায় ॥
সদয়ের কথা জান আমার বচন শুন
কহ দেখি আমার মরম ।
মরম-বাধিত তুমি কি আর বলিব আমি
নয়ানে হইয়াছে এক ভ্রম ॥
অপূর্ব সে অকস্মাতে দেখিল নয়ন-ভিতে
পূর্বাপর যা দেখিল ভাই ।
শুন সখা মন দিয়া যেমন করিছে হিয়া
শ্রবণ-পরশ কিছু কই ॥
পূর্বাপর যে দেখিল তাহা কিছু রাগ হৈল
সেইরূপ পূর্বরাগ হ'ল ।
পূর্বরাগ-আগি হেন জ্বলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল ॥
সেই হইতে তনু মোর মরমে হয়েছে ভোর
তনু মন সব হৈল চল ।

* * * * *
* * * * *

আচম্বিতে পরদিনে ধবলী চলিলা বনে
গেল বৃকভানুপুর দিয়া ।
দেখিল ধবলী নাই খুঁজিল অনেক ঠাই
অনুসারে চলিল পাঁজিয়া ॥
দেখি সে খুরের চিহ্ন রহি যাই ভিন্ন ভিন্ন
পদ-অনুসারে গেল চলি ।
বৃকভানুপুর-বনে আনের ধেমুর সনে
ধবলী মিলিয়া গেল ভালি ॥
তঁাহা যে দেখিল ভাই অকথ্য কখন এই
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি ।
ছায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বৃকভানু-মহলেতে উগি ॥
মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে ।
ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘট
কত সূখা বরিখয়ে মুখে ॥
স্বপ্ন সম দেখি তারে ছায়ার সমান পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে ।”
চণ্ডীদাস কহে তাথে শুন প্রভু যত্ননাথে
এ কথা বুঝিবে আন কাজে :

তীকা

শ্রুতব্য :—চণ্ডীদাস এই পালাতে তীক্কার পূর্বরাগ
আগে বর্ণনা করিয়াছেন । সাহিত্যদর্পণকার লিখিয়াছেন—

“আগৌ রাগে স্ত্রিষো বাচাঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদঙ্গিতৈঃ।” কিন্তু উজ্জলনৌলমণিতে আছে —

“অণি মাধবরাগস্ত প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি।

আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তা স্রাচ্চাক্তাধিকা ॥”

(ঐ, ৮৪ পৃঃ)

ইহার টীকায় বলা হইয়াছে—“নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া” অলঙ্কারকৌস্তভের এই বচনানুসারে যদিচ বয়ঃসন্ধির প্রারম্ভে ভাবের প্রথম বিক্রিয়াস্তরই স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অন্বেষণ সম্ভব হয়, তথাপি লজ্জাধিগ্যা-কুলাচারাদি দ্বারা আবৃত্তা স্ত্রীর পুরুষের প্রতি সহসা পূর্বরাগ প্রকট হয় না। কিন্তু পুরুষের বৈয়ালজ্জাদি আচরণ না হওয়াতে প্রায় পুরুষ কর্তৃকই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ সম্ভবপর হয়। তবে যে স্ত্রীলোকের পূর্বরাগ আগে বর্ণনা করিবার কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবলমাত্র রমণীর পূর্বরাগে চাক্তার আধিক্য হেতু (উজ্জলনৌলমণি, ৮৪৪ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করিলে নায়কের পূর্বরাগই আগে বর্ণনা করা উচিত, কিন্তু রসাদিকা হেতু নায়িকার পূর্বরাগ আগে বর্ণনা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। চণ্ডীদাস বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই পালাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ আগে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কবি “উজ্জলনৌলমণি গ্রন্থকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

পঙ্—৪। পূর্বরাগ বর্ণনায় সুবলের উল্লেখ উজ্জল-নৌলমণির একটি শ্লোকেও রহিয়াছে। রত্নাস্তবের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—“অভিযোগ, বিষয়, সঙ্কল্প, অভিমান, উপমা, স্বভাব ইত্যাদি কারণে রতির আবির্ভাব হয়” (ঐ, ৩৫৩ পৃঃ)। তন্মধ্যে অভিযোগের অন্তর্গত ব্যক্তিযোগের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন—“যমুনাতটে চঞ্চলনয়না যে রমণী আবার চিত্ত হরণ করিয়াছে, সে কে ?” (ঐ, ৬৫৫ পৃঃ)।

১২। অকস্মাৎ দর্শন ও অকস্মাৎ শ্রবণ পূর্বরাগের কারণ বটে। এই সম্বন্ধে উজ্জলনৌলমণিতে আছে—“কোন কোন পণ্ডিত পূর্বরাগ বিষয়ে প্রথম নয়নপ্রীতি, তৎপর যথাক্রমে আসক্তি, সঙ্কল্প, নিদ্রাচ্ছেদ, ক্লেশতা, বিষয়নিবৃত্তি, লজ্জাবিনাশ, উন্মাদ, মূর্ছা ও মৃত্যু এই দশ দশা নির্দেশ

করিয়া থাকেন (ঐ, ৮৬৮ পৃঃ)। এখানে প্রথমেই নয়ন-প্রীতির বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৬-১৭। কবি এখানে নিজেই পূর্বরাগ ব্যাখ্যা করিতেছেন :—পূর্বের রূপ দেখিয়া যে রাগের উদয় হইয়াছে তাহাই পূর্বরাগ। তু—“রূপ লাভ্য যার দেখি জন্মে ক্ষোভ। প্রাপ্তি কারণে সদা চিত্তে হয় লোভ ॥ পূর্বরাগের সব এই সদা চিন্ত মনে।” (রসসার, ১৩ পৃঃ)।

২১। এই পদে দুই দিনের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দিন অকস্মাৎ দর্শন, পরের দিন হেতু-অন্বেষণে সাক্ষাৎ। ইহার পরে সুবলের নিকট এই সকল ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

২৫। পাঞ্জিরা - পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।

শেষ ৪ পঙ্ক্তি : প্রবেশিকায় উদ্ধৃত দশরূপের “স্বপ্ন-ছায়ামায়ামু দর্শনম্” এই সূত্রের আদর্শে ইহা রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অথবা আবেগের আধিক্য হেতু যেমন কৃষ্ণকে দর্শনাস্তর রাখা বলিয়াছিলেন—“আমি এই রূপ স্বপ্নে দেখিলাম, কি জাগরণে দেখিলাম, কি রাজে দৃষ্ট হইল, কি দিনে প্রত্যক্ষ হইল, তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই।” (বিদগ্ধমাধব, ৮২ পৃঃ)।

[৬৭৭]

কানড়া

“মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতলি কায়া।
তাহে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপম ছায়া ॥
বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া
যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি ॥

কি আর কহিব নয়ান চঞ্চল
 নানা আভরণ গায় ।
 নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
 লাখ লাখ অলি ধায় ॥
 চলিল যখন দেখিল তখন
 গমন হংসিনী প্রায় ।
 আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে
 এমত রূপের কায় ॥
 সোনার নূপুর বাজয়ে মধুর
 পঞ্চম শব্দ করে ।
 চলিয়া যাইতে সে মন্দগামিনী
 হেলিয়া হেলিয়া পড়ে ॥
 যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
 ঘটের মুটকে পাই ।
 ঐছন দেখিনু মধুর মুরতি
 আপন নয়ানে চাই ॥
 হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত
 দেখিলাম নয়ান-কোণে ।
 যেমত দেখিনু রাজার কুমারী”
 দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

শেষ দুই পঙ্ক্তি :—রাধাকে এখানে রাজার কুমারী বলা হইয়াছে। ললিতমাধব নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে রাধার জন্ম-সম্বন্ধীয় এই বিবরণ পাওয়া যায়—রাধা বিদ্যা পর্কণ্ডের দুহিতা, শৈশবে রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হইয়া বিদর্ভরাজ কর্তৃক প্রতিপালিতা হন। পরে বৃষভানু গোপের প্রতি তাঁহার লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। এই গোপাদিগের রাজা ছিলেন নন্দ, বৃষভানু তাঁহার অধীনস্থ প্রতিপত্তিশালী গোপ হইলে, তাঁহার “রাজা” এই সম্মানসূচক উপাধি ধাকা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ বিদর্ভরাজ কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়াতে রাধাকে রাজার কুমারীও বলা যাইতে পারে। আর এক দিক দিয়াও রাধার এই আখ্যার সার্থকতা লক্ষিত হইতে পারে। উজ্জলনীলমণিতে রত্নাঙ্কুরের

কারাগসমূহের মধ্যে “সম্বন্ধের” উল্লেখ রহিয়াছে। কুল, রূপ, সৌন্দর্য্য প্রকৃতি সমগ্রত্বের গৌরবকে সম্বন্ধ বলা হয় (ঐ, ৬৬৩ পৃঃ)। রাজকুমারীর কুলগৌরবের সহিত তাঁহার রূপগুণাদির ধারণা যুগপৎ মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে। এই পদেও কবি রাধার তড়িতের জ্বাল বর্ণ, চঞ্চল লোচন, অমৃতময় হাসি, হংসিনীর জ্বাল গমন এবং নানা প্রকার বেশ-পরিপাটোর বর্ণনা করিয়া এক অপূর্ণ সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তদুপরি তিনি রাজার কুমারী। তাঁহার রূপগুণ তাঁহার বংশ-গরিমার উপযুক্তই বটে। এই জন্তই তিনি জগৎ-মোহন কৃষ্ণেরও মোহিনী হইতে পারিয়াছেন।

দ্বিজ ভণিতা :—এই পদের এবং পরবর্তী কয়েকটি পদের দ্বিজ ভণিতা সম্বন্ধে আলোচনা এই খণ্ডের ভূমিকায় এবং প্রথমখণ্ডের ভূমিকার ২৫৮-৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[৬৭৮]

সুহই

“দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি
 মরমে লাগিল তাই ।
 যেই সে দেখিল তখন হইতে
 কিছু না সম্বিত পাই ॥
 ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
 শুনত সুবল সখা ।
 সেই নব রামা আর পুন বেরি
 কখন হইবে দেখা ॥
 কহিল মরম তোমার গোচর
 শুন হে সুবল তুমি ।
 মরম-বেদন জানে কোন্ জন
 বিকল হইল আমি ॥

সেই কথা মোর মনে পড়ি গেল
কহিব কাহার আগে ।

[৬৭৯]

কালি হতে মন কেমন করিছে
হৃদয়-ভিতরে জাগে ॥

তুড়ি ’

শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে ।

“তড়িৎ-বরণী” হরিণী-নয়নী
দেখিনু° আঙ্গিনা-মাঝে ।

নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন বুঝে ॥

কি° জানি কি° দয়া অমিয়া° ছানিয়া
গড়িল কোন° বা° রাজ্জে ॥

কি হল অন্তরে হিয়া জর জর
বিঁধল সন্ধান শরে ।

সই ’, কিবা সে সুন্দর রূপ ।

জর-জর কৈল পরাণ-পুতলি
মন-মত্ত-হাতীবরে ॥”

চাহিতে চাহিতে পশি° গেল° চিতে
বড়ই রসের কুপ ॥

চণ্ডীদাসে বলে— “শুনহ রসিক
নাগর চতুর কান ।

সোনার কটোরি কুচযুগ-গিরি
কণক মন্দির লাগে ।

হইবে দরশ করিবে পরশ
ইহাতে নাহিক আন ॥”

তাহার উপর চূড়াটি বনালে°
হিয়ার°° অবর°° ভাগে ॥

এমন°° কারিগর বনাইলে ঘর
দেখিতে না পানু°° তারে ।

দেখিতে পাইখু°° শিরোপা যে°° দিখু°°
এমতি°° মন যে করে ॥

অর্থনৈতিক :—পূর্বরাগে লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, প্রভৃতি দশা উপস্থিত হয়। কবি এখন কৃষ্ণের এই সঙ্গল খবরকার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন।

ঐছন°° মন্দিরে শয়ন যে°° করে°°
কেমন°° নাগর সে°° ।

হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু°° দে°° ॥

শেষ পর্জুক্ৰম :—এখানে কবি এই আখ্যায়িকার সূত্র-বিজ্ঞাস করিয়াছেন। প্রথমতঃ সুবলের দৌত্যে রাধা যমুনাস্নানে আসিলে কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, পরে সূর্য্যপূজা-হলে তাঁহাদের মিলন হইবে। পরবর্তী পালাটিও এই ভাবেই রচিত হইয়াছে। অতএব সমগ্র পালাটি যে একই কবির রচনা প্রস্তুত তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিয়ার মালা যৌবন°°-ডালা
পশারী-পশার°° যেন ।

চাঁদ যে কাটিয়া চাকা°° যে গড়িয়া°°
তাহাতে বৈসাল হেন°° ॥

অধরের°° তৃধা পড়িছেক°° জুদা
দশন মুকুতা-শশী ।

মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি ॥”

চণ্ডীদাস কয়— ৩২৮ কথা কি^{২২} হয়^{২৩}
 মরম কহিলে বটে ।
 আর কার কাছে কহ যদি পাছে
 তবে সে কুৎসা^{২৪} রটে^{২৫} ॥

নী-৮, বিপু, ২২২, ২৩৮৯

- ১ বাদ, সকল পুঁথি ।
 ২-২ তরুণী বরণী, নী (পাঃ), ২২২, ২৩৮৯ ।
 * পেখিমু, ২২২ ; দেখিঞা, ২৩৮৯ ।
 ৪-৪ কিবা সে, নী ; না জানি^{২৬}, ২৩৮৯ ।
 ৫-৫ ছানিঞা গড়িল, সে দেহ কোনো, ২৩৮৯ ।
 * জে, ২২২, ২৩৮৯ ।
 ১ মহি, সকল পাঠে ।
 ৮-৮ পসিল জে, ২২২ ; সামাইল, ২৩৮৯ ।
 ২ বনায়ল, ২৩৮৯ ; বনাইলে, ২২২ ।
 ১০-১০ মে আর অধিক, নী, ২২২ ।
 ১১ কে এমন, নী ।
 ১২ পাইল, ২২২ ; পাল্য, ২৩৮৯ ।
 ১৩ পাইধু, ২২২ ।
 ১৪-১৪ করিথু, ২২২, ২৩৮৯ ।
 ১৫ এমনি, ২৩৮৯ । ১৬ এই জে, ২২২, ২৩৮৯
 ১৭-১৭ করয়ে, নী । ১৮ সে যেনে, নী, ২২২ ।
 ১৯ কে, নী, ২২২ । ২০ পাইল, ২২২ ।
 ২১ সে, নী । ২২ জোবনের, ২৩৮৯ ।
 ২৩ পশারল, নী, ২২২ ।
 ২৪ কাটা জে করিয়া, ২২২ ।
 ২৫ তেন, ২২২, ২৩৮৯ । ২৬ অধর, নী, ২২২ ।
 ২৭ পড়ছে, নী, ২২২ ।
 ২৮ ট, ২৩৮৯ । ২৯-২৯ সহয়, ২২২ ।
 ৩০-৩০ কুচ্ছা ঘটে, ২২২ ।

প্রত্নতাল্য :—এই পদ হইতে ৬৮৪ সং পদ পর্যন্ত ৬টি পদে রাখার রূপ বর্ণনা চলিয়াছে। পূর্ববর্তী অর্থাৎ ৬৭৮

সং পদের পরে ৬৮৫ সং পদ পাঠ করিলেও আখ্যায়িকার ক্রম ভঙ্গ হয় না, বরং ঐ দুইটি পদেই পালার সংযোজক সূত্র বর্তমান রহিয়াছে, মধ্যবর্তী এই ৬টি পদ গল্পাংশসম্বৃত কুসুম মাত্র, ইহাদিগকে অতিরিক্ত যোজনা বলিয়া ধরিয়া লইলেও উপাখ্যান-ভাগের কোনই ক্ষতি হয় না। পূর্ববর্তী ৩টি পদেও রাখার রূপ বর্ণনা রহিয়াছে, আবার এই ৬টি পদেও সেই বিষয় পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ এই সকল পদে একই বিষয়ের পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য এই সকল পদের প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। মূল আখ্যায়িকার বক্তা কৃষ্ণ এবং শ্রোতা সুবল, কিন্তু এই ৬টি পদই সখী সঘোষনে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও বর্ণনার বিষয় চণ্ডীদাসের মূল আখ্যায়িকা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। মূলে “সুবল” ছিল, পরে পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইলে অবশ্যই কতকটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় কিন্তু সকল পুঁথিতেই “সই বা সখী” শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এই সিদ্ধান্তের অনুকুল নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বরাগেও এই আখ্যায়িকার স্থান নাই। যে ভাবেই এই পদগুলির উদ্ভব হইয়া থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, পূর্বরাগের এই পালা রচিত হইবার পরে ইত্যাদের জন্ম হইয়াছে। কবিত্তে শ্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়া পাঠকগণের উপভোগের জন্ত এই পদগুলি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

টীকা

পঙ্-১। তড়িৎ-বরণী—তু’—“কনকনিকম সম তনু-কাস্তি-লীলা” (ক্লঃ কীঃ, ৫৯ পৃঃ)।

৩-৪। রাজে—রাজ (প্রধান, শ্রেষ্ঠ) মিত্রী। এই অর্থে রাজমিত্রী হইতে। তু’—বিদ্যাত্মা চন্দ্রমণ্ডল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া মুখ নির্মাণ করিয়াছেন (নৈষধঃ, ২২৫)।

৭। সকল পাঠেই “সই” রহিয়াছে, কিন্তু পালাটিতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ সুবলের নিকট এই কথা বলিতেছেন, অতএব এই পদটি চণ্ডীদাসের রচিত হইলে “সখা” বা “সুবল” জাতীয় কোন শব্দ থাকি উচিত ছিল। পদ-কল্পতরুতে “সাক্ষাদর্শন”, “অপরাক্ষে দর্শন” প্রভৃতি পর্যায়ে

বিভিন্ন কবির রচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের অনেকগুলি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে (ঐ, ১৯২ ২১১ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের অধিকাংশই “সজনি” বা “সই” সম্বোধনে রচিত। তন্মধ্যে বিছাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের পদও রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া বিচ্ছিন্ন পদাবলী রচনা করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের ত্রায় আখ্যায়িকামূলক পালাগানের আকারে বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই। অতএব তাঁহারা ইচ্ছামত “সজনি” বা “সখী” সম্বোধনে পদ রচনা করতে পারেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে “স্ববল” স্থানে “সজনি” বা “সখী” সম্বোধনে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সুতরাং এই সকল পদ দন্দেহজনক।

৮-১১। কুচয় গুরুত্রে গিরতুল্যা, এবং আকৃতি ও বর্ণে সোনার বাটির ত্রায়, দোখলেই স্বর্ণমন্দিরের ত্রায় বোধ হয়, আবার ইহার উপরিস্থ বৃন্ত দেখিয়া মনে হয় যেন স্তনমন্দিরের উপর, হৃদয়ের অপর দিকে, চূড়া বাঁধা হইয়াছে। অপর—অপর। লাগে—বোধ হয়। তু—“কুচ উলট কটোরে” (কৃ: কীঃ, ৯১ পৃ:)।

১২-১৩। তু—“কোণ বিশ্বকর্মে নির্মিল দুই তন” (কৃ: কীঃ, ৬৫ পৃ:)। অপর—যেমন নৈষধচরিতে, তিন জন ইহাতে সৃষ্টির দক্ষতা দেখাইয়াছেন—প্রথমঃ বিধাতা, তৎপর যৌবন, অবশেষে কামদেব (ঐ, ৭/১০৭)।

১৬-১৯। বাধার অন্তর্নিহিত গুপ্ত মন্যপ যেন স্তনরূপ মন্দির-দেহে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তু—“ক্ষুরিত রতি-পতিঃ গুর্জরীণাং স্তনেষু।” দে—দেহ।

২০-২৩। বক্ষোপরে হার লক্ষ্যমান রহিয়াছে, এবং সেখানে যৌবন-লক্ষণ স্তনদ্বয়ও বিরাজিত, ইহাদের সম্মিলনে যে শোভা হইয়াছে, তাহা সুসজ্জিত বিপণির পণ্যসম্ভারের ত্রায়। বোধ হয় যেন কেহ চাঁদ কাটিয়া চক্রাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

মন্তব্য:—এই জাতীয় পদরচনায় কবির মৌলিকত্ব বড় বেশী নাই, কারণ রূপ বর্ণনায় এই প্রকার উপমাধি প্রয়োগ করাই কবিগণের চিরপ্রাসিদ্ধ রীতি। সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া বখাসম্ভব পরবর্ত্তী পদগুলিতেও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় “ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজ পত্র” হইতে সংকলিত করিয়া একটি পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ওকি অপরূপ দেখি ধনি।

পিঠেতে লম্বিত ধরনি সম্বিত

কিস্বা ফনি কিস্বা বেণী ॥

অলকা-বেষ্টিত কনকে রচিত

শিতি কিস্বা সৌদামিনি।

তার অধদেসে অন্ধকারো নামে

সিন্দূর কি দিনমনি ॥

খঞ্জন যুগল নয়ান চঞ্চল

কি সফরি অমুমানি।

কিবা বিধুবর কি মুখ স্তন্দর

কিছুই না জানি ॥

কিবা কামকুঞ্জ কি তড়িতপুঞ্জ

কিবা হয় তমুখানি।

কি কুচ কি গিরি বৃষ্টিতে না পারি

কি কোক বিহিন পানি ॥

কি মুনাল-দণ্ড কিবা করি-সুণ্ড

কিবা বাহুর সুবলনি।

ত্রিবলি ত্রিগুন কি কাম সোপান

কিবা নাভি তরঙ্গনি ॥

কিবা কোটীদেস কিবা পমু ইয়

মধ্যে সোভিছে কিঙ্কনি।

কিবা রস্তা তরু কিবা যুগ্ম উরু

কিবা মরাল চলনি ॥

লালচন্দ্র কহে এ বেসে কোথায়

চল্যাছ লো বিনোদিনি।

নন্দলাল ভনে চায়্যা আমা পানে

হাস্তা কথা কহ সুনি ॥

[সা-প-প, ১৩২৯ সন, ১২৪ পৃ: ।]

লালচন্দ্রে বিখ্যাত কবি নহেন, অথচ রূপ বর্ণনায় তিনি যে সকল উপমাধি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়, এবং চণ্ডীদাসের অনেক পদেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষত্ব এই যে প্রচলিত পদাবলীতে ভাষা অনেক স্থূললিত হইয়াছে। অতএব মৌলিকত্ব বেশী না থাকিলেও এই সকল পদ রচনায় যে পাণ্ডিত্য ও রচনা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

[৬৮০]

• শ্রীগান্ধার্য

বদন স্তন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয় ।
ছটার ২ বলকে পরাণ চমকে
তিমির পাইল ভয় ॥
নয়ান-চাহনি বিষের ধায়নি
তিথিন তিথিন শর ।
দেখিয়া অন্তর উপজিল ৩ জ্বর ৩
মদন পাইল ডর ৩ ॥
সই, ৬ কে বলে ৩ কুচয়ুগ বলে ১ ।
সোনার গুলি শোভিছে ৬ ভালি
যুবা ৩ বধিবার ৩ শেল ॥ ৬৩ ৩
আজানুলম্বিত করিকর ১১ মত ১১
কনক ভুজ ১২ যে সাজে ।
হেরিয়া মদন ১৩ গেল সে ১৩ সদন
মুখ না তুলিছে ১৬ লাজে ॥
মাঝা ১৩ খিন তার সিংহের আকার ১৩
নিতম্ব ১১ বিমান চাকে ১১ ।
চরণ কমলে ভ্রমরা বুলিয়ে ১৬
চৌদিকে ১২ বেড়িয়া ঝাঁকে ২০ ॥

পদযুগ ২১-রাজে ২১ যাবক যে ২২ সাজে
মিহির-শোভিত ২৩ জন্ম ।
চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়
দেখিতে নারিলু ২৪ তনু ॥

- নী-৯ ; বিপু, ২২২, ২২৭ ।
১ বাদ, ২২২, ২২৭ ।
২ চুলের, ২২২ ।
৩-৩ উপজল ডর, ২২২ ।
৪ এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, ২২৭ ।
৫ সখি, ২২৭ । ৬ কহ, ঐ । ৭ ভাল, ঐ ।
৮ শোভয়ে, ২২২ ; সোভএ, ২২৭ ।
৯-৯ যুবক ধরিবার, নী ; জুবক বধের, ২২২ ।
১০ বাদ, নী, ২২৭ ।
১১-১১ করিবর শুণ্ডিত, নী, ২২২ ।
১২ চুড়ি, ২২২, ২২৭ ।
১৩ বদন, ২২৭ । ১৪ জে, ২২২, ২২৭ ।
১৫ তুলিল, নী ।
১৬-১৬ মাজা যে ডম্বরু, সিংহিনী আকার, নী ; মাঝ.
অতি খিন, কেসরি জেমন, ২২৭ ।
১৭-১৭ চাক, নী ; বিমান জেমন চাক, ২২৭ ।
১৮ দোলয়ে, নী ; দোলএ, ২২৭ ।
১৯ হুদিগে, ২২৭ । ২০ ঝাঁক, নী, ২২৭ ।
২১-২১ অঙ্গুলির মাঝে, নী, ২২২ ।
২২ বাদ, নী । ২৩ সহিত, ২২৭ ।
২৪ নারিলু, নী, ২২২ ।

টীকা

পঙ্—১-৪ । তু°—“পূর্ণিমাতিথির মুখরূপ চন্দ্রকে জয় করিয়া ইহার মুখখানি নিঃস্বের গর্ক পূর্ণ করিয়াছে, (নৈষধ-চরিত, ৭।৫৩), এবং “ইহা সম্মুখের ও পার্শ্বের অঙ্ককার সরাইয়া দিয়াছে” (ঐ, ৭।২১) । তু°—“বোলকলা সংপূর্ণ চন্দ্রবদন” (কৃ: কাঃ. ৬৯ পৃঃ) এবং “মুখশী-ভয়ে কিরে রোয়ে আন্ধিয়ার” (ভরু, ২০৭ সং পদ) ।

৫ তু°—“কালকূট বিষহরি জানল কটাক্ষ” (কৃ: কী:, ৬৯ পৃ:)।

৬। তু°—“অর্জুনের বাণ জিনী তাহার সন্ধানে” (কৃ: কী:, ৯৯ পৃ:) এবং “নয়ন কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিকিতে ধায়” (তরু, ১৫২ সংপদ)।

৭। তু°—“ঐত্থানে যবমে মদনজ্বর উপজল” (তরু, ১৯৬ সং পদ)।

৮। যেহেতু ইহা ঐন্দ্রজালিক অর্থাৎ সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী পুস্পশর কন্দর্পেরও মোহনকারী হইয়াছে। তু°—“ইন্দ্রজালিক, কুম্ভ সায়ক, কুহকি ভেল বরনারী” (তরু, পদ সং ৫৭)।

১০-১১। তু°—“দময়ন্তীর দুইটি নাসিকা যেন নলের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে নির্মিত কাম ও রতি দেবীর দুইটি বনুকের নাল” (নৈষধচরিত, ২১৮)। আবার—মদনের গুলিকার উল্লেখ (ঐ, ৩১২৭)।

১৪-১৫। নিজের পাশ ভ্রমে নিকটবর্তী হইয়া মদন বাহুদ্বয়কে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

১৭। তু°—“কামদেব জগজ্জয়ের জগু নিতধরূপ চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন” (নৈষধচরিত, ৭১৮)।

২০-২১। তু°—“পাদপদ্ম প্রবাল অপেক্ষাও অধিক রক্তবর্ণ” (নৈষধচরিত, ৭১৯)।

[৬৮১]

তুড়ি

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি

চমকি চলিয়ে ২ গেল।

সঙ্গের সঙ্গিনী সকল ৩ কামিনী ৪

ততহি উদিত ভেল ॥

সই ৫, জনমিয়ে ৬ দেখি নাই হেন নারী ৭।

রঞ্জিম ভঞ্জিম ঘন সে ৮ চাহনি ৯

গলে ১০ যে ১১ মোতিম হারি ॥

অঙ্গের সোরভে ভ্রমরা ধাওয়ে

ঝঙ্কার ১২ করয়ে তাই ১৩।

অঙ্গের বসন ঘুচায়ে ১৪ কখন

সঘনে বাঁপয়ে তাই ১৫ ॥

মনের সহিতে মনের কৌতুকে

সখার কাচেতে ১৬ যাহ ১৭।

হাসির চাহনি দেখালে কামিনী

পরাণ হারালুঁ ভাই ॥

চলন ভঞ্জিম ১৮ অতি সুরঞ্জিম ১৯

হংস ২০-গতি জিনি খোর ২১।

অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে

পড়িছে উথলি ২২ জোর ॥

চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে

দারুণ দাহন ২৩ তার।

হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে

বিঙ্কিয়া ২৪ করল পার ২৫।

জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া

চেতন হরিল ২৬ মোর।

চণ্ডীদাসে কয় ২৭ ব্যাধি কিছু নয়

দেখিয়া হইলা ২৮ ভোর ॥

নী—৪ ; বিপু. ২৯২, ২৯৭।

১ বাদ, ২৯২, ২৯৭।

২ চাহিয়ে, নী।

৩-০ জতেক রমণী, ২৯৭।

৪ বাদ, ২৯৭।

৫-১ জনমি দেখি নাঞি হেন জে নারি, ২৯২ ; কহু

না দেখি যে এমন নারি, ২৯৭।

৬-১ সে চাহন, নী ; ষে°, ২৯২।

৭-১ "সে, নী ; গলায়, ২৯৭।

৮-১ "যাই, নী ; ঝঙ্কারে বেড়িয়া রাই, ২৯৭।

- ৯ খসায়, ২৯৭।
 ১০ এই দুই পঙ্ক্তি ২৯২ পৃথিতে নাই।
 ১১-১১ সঙ্কেতে রাই, ২৯২।
 ১২ ভঙ্গি, ২৯২; স্থভঙ্গি, ২৯৭।
 ১৩ স্থরঙ্গি, ২৯২, ২৯৭।
 ১৪-১৪ চাপটিলে জীবন মোর, নী; ঠাহরে পরান মোর,
 ২৯৭।
 ১৫ উছলি, ২৯৭।
 ১৬ দরশি, নী; দেহসি, ২৯৭।
 ১৭-১৭ বিঁধিলে বাণ যে জার, নী, ২৯২।
 ১৮ নাহিক, নী; নহিল, ২৯২।
 ১৯-১৯ কহে, ব্যাধি সমাধি নহে, দেখিয়া হইলাম, নী;
 কহে, বেয়াধি সমাধি নহে, দেখিয়া হইল, ২৯২।

টীকা

পঙ্ক্তি-৪। “সঙ্কের সহচরী কামিনীগণের মনো উশঙ্কিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, রমণী বিভ্রাতের ত্রায় তাহার চক্ষু ঝলসিয়া সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন” (নী— ৪ পৃ:)। তু’—“মেঘমাল সঞ্চে তড়িত-লতা জহু জহয়ে শেল দেই গল” (তরু, পদ সং—১৯৫)।

১৭। হংসের গমনভঙ্গী অপেক্ষাও অধিকতর ধীর-মস্থর। তু’—“মত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে” (কৃ: কাঃ, ১২ পৃ:)।

[৬৮২]

: গাঙ্গার ১।

পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ ২ নাগরা
 সখীর সহিতে যায়।
 সকল অঙ্গ মদন-ওঁরঙ্গ ৩
 হসিত ৪ বদনে ৫ চায় ॥

সই ৬, কে বল ৭ মোহিনী সেহ ৮।
 বিধি ৯ পাই ১০ সহায় এমতি ১১ হয় ১১
 তা সনে করি:যে লেহ ১২ ॥ ধ্রু ১৩ ॥
 নীল মুকুতার ১৪ হার ১৫ মনোহার ১৬
 শোভিত দেখি যে ১৭ গলে ১৮।
 যেন তারাগণ উদিত গগন
 চাঁদে ১৯ বেড়িয়া জলে ২০ ॥ ২০
 কুচ যে ২১ মণ্ডলী কনক কটোরি ২২
 বনালে ২৩ কেমন ধাতা।
 হাসির ২৪ যে রাশি মনের যে খুসি
 দান যে করিছে দাতা ২৫ ॥
 চণ্ডীদাসে ২৬ কয় ২৭ মনে ২৮ করি ভয় ২৯
 কি দান ৩০ মাগিবা তায়।
 যে ধন মাগয়ে ৩১ তাহা না পাইয়ে ৩২
 অপযশ রহি ৩৩ যায় ৩৪ ॥ ৩২

নী—৫; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭; তরু, ১৯৮।

১ শ্রীগাঙ্গার, ২৯১, ২৯২; তুড়া, তরু; বাদ, ২৯৭।

২ দেখিলু, নী, ২৯১, ২৯২; নবিন, ২৯৭।

৩ রঙ্গ, তরু। ৪ ঈষৎ, ২৯৭।

৫ নয়নে, ২৯৭। ৬ সখি, ২৯৭।

৭ কেমন, নী; বলে, ২৯৭।

৮ দে, নী, ২৯১, ২৯৭।

৯ যদি, নী, তরু, ২৯১, ২৯৭।

১০ বাদ, ২৯২; সে, ২৯৭।

১১-১১ এমনি, নী; অনুমতি দেয়, ২৯৭।

১২ নেহ, তরু; লে, নী, ২৯১, ২৯৭।

১৩ বাদ, নী, ২৯৭।

১৪ মুকুতা, তরু; যে তরু, ২৯১।

১৫-১৫ হার লম্বিত, নী; হার বেকতা, তরু; মুকুতা
 হার, ২৯১।

১৬ দেখিলুঁ, তরু; দেখিল, ২৯১।

১৭ ভাল, নী, তরু, ২৯১।

- ১৮ চান্দে, তরু ; চান্দ, ২১১ ; চান্দকে, ২১২ ।
 ১৯ জাল, নী, তরু, ২১১, ২১২ ।
 ২০ ইহার পর ৪ পঙ্ক্তি ২১৭ পুথিতে নাই ।
 ২১ এ, তরু ।
 ২২ পুথলি, ২১১ ; পুতলি, ২১২ ।
 ২৩ বনালো, তরু ; বনাঞাছে, ২১১ ; বনাইল, ২১২ ।
 ২৪-২৫ হাসির রাশি, মনের খুসি, দান করে যদি দাতা,
 নী, তরু ; হাসিয়ে রাশি, মনের খোসি, দান করিছে
 দাতা, ২১১ ; হাসিয়ে জে রাশি—দাতা, ২১২ ।
 ২৬ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২১২ ।
 ২৭ কহে, নী, তরু ।
 ২৮-২৯ দান যদি নহে, নী ; যদি দান হয়ে, তরু ; দান
 সে হয়, ২১১ ; মনেতে কি হয়, ২১২ ।
 ৩০ ২১১ পুথির পাঠ, অল্পত্র “জানি” ।
 ৩১ মাগিবে, ২১২, ২১৭ । ৩০ পাইবে, ঐ ।
 ৩১-৩২ বাড়িয়া জায়, ২১২ ; পাছে রয়, ২১৭ ।
 ৩৩ এই দুই পঙ্ক্তি তরুতে আছে—ছটার বলকে,
 পরাণ চমকে, তিমিরে লাগয়ে ভয় ।

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পূর্বরাগের প্রথম পদটিতে (৬৭৬ সং পদ
 দ্রষ্টব্য) আছে—“মহল ছাড়িয়া আসি, সঙ্গে সহচরী দাসী”
 ইত্যাদি । বোধ হয় ইহা হইতেই ‘সখীর সহিত পথে
 জড়াজড়ি করিয়া যায়’ এই পরিকল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে ।
 তরুতে এই পদের সহিত বিজ্ঞাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি
 কবি-রচিত কয়েকটি পথে দেখার পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে ।
 ইহাদের ভাবসাদৃশ্য তুলনীয় ।

পঙ্—৩-৪ । তু—“রাধার জুগলই ধনু, কটাক্ষই বাণ,
 বাহুঘন নাগপাশ ইত্যাদি, অতএব শ্রীরাধিকার শরীর কন্দপ-
 রাজের সুবিশাল অস্ত্রশালার জায় দীপ্তি পাইতেছে ।”
 (গোবিন্দলীলামৃত, ৫৭৩-৪) ।

অল্পত্র—“শরীরে কামদেব ও যৌবন ষয়স ইহার দুই-
 জনে সঁতার দিতেছে” (নৈষধচরিত, ২৩১) ।

৫ । তু—“কাহাঁ রমণি ও কে উহ জান” (তরু,
 পদ সং ১১৩) ।

- ৬ । আমার সৌভাগ্যবশতঃ ভগবান সহায় হইলে ।
 ৮-১১ । ব্যাখ্যার জ্ঞান ৩৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য । অথবা
 গলদেশে মণিয়ুক্তাগঠিত হারের দীপ্তি প্রাহুর্ভূত হইতেছে,
 এবং তত্পরি মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলটির উদয় হইয়াছে (নৈষধ-
 চরিত, ৭৭৬-৭), দেখিলে মনে হয় যেন চন্দ্রকে বেঠন
 করিয়া তারকারাজি শোভা পাইতেছে ।
 ১৪-১৫ । শ্রীরাধিকা যেন হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া
 চলিয়াছেন । হাসি দান করিবার পরিকল্পনা নৈষধচরিতেও
 রহিয়াছে, যথা—দময়ন্তী তাঁহার হাসির সহস্রভাগের এক
 ভাগও যদি দান করেন, ইত্যাদি (ঐ, ৭১৫) ।

[৬৮৫]

তুড় ।

- বেলি অসকালে ২ দেখিলুঁ ৩ যে ৪ ভালে
 পথেতে ৫ বাইতে ৬ সে ।
 জুড়াল ৭ কেবল ৮ নয়ন ৯ যুগল ১০
 চিনিতে নারিলু ১১ কে ॥
 সেই ১২, রূপ ১৩ কে ১৪ চাহিতে ১৫ পারে ।
 সে ১৬ অঙ্গের আভা বসন-শোভা
 পাসরিতে ১৭ নারি ১৮ তারে ॥ ৬৮ ১৬ ॥
 বাম অঙ্গুলিতে মুকুর ১৯ সহিতে
 কনক কটোরি ২০ হাতে ।
 সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাঞ্জর
 মুকুতা শোভিত নথে ২১ ॥ ২২
 নীল ২৩ যে ২৪ শাড়ী মোহনকারী ২৫
 উছলিত ২৬ দেখি ২৭ পাশ ।
 কি আর পরাণে, সঁপিলুঁ ২৮ চরণে ২৯
 সদা ৩০ করি অভিলাষ ৩১ ॥

কুচযুগ-গিরি কনক °° কটোরি

শোভিত °° হিয়ার মাঝে ।

ধীরে °° ধীরে °° যায় °° চমকিয়া °° চায় °°

ঘন °° না চাহে লোকলাঞ্জে °° ॥

কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা °°

চলন মস্তুর °° গতি ।

কোন ভাগাবানে পাইয়াছে °° দানে

ভঞ্জিয়া °° সে উমাপতি °° ॥

চণ্ডীদাসে কয় মুরতি °° সে °° নয় °°

বধিতে নাগর জনে ।

অমিয়া ছানিয়া °° যতন করিয়া

গঠিল °° বুঝি °° অসুমনে ॥

নী-° ; বিপু, ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২৩৮৯ ; তরু, ২০২ ।

১ বাদ, সকল পুঁথি । ২ যবসানকালে, ২১৬ ।

০ দেখিলু, নী, ২১২ ; দেখিলাম, ২১৬ ; দেখিল, ২১৭ ।

৪ সে, ২১২, ২১৭ ; বাদ, নী, ২১১, ২১৬ ।

৫ পথে জে, ২৩৮৯, ২১১ (°°যে), ২১২, ২১৬ ।

৬ যাইতেছে, ২১১ ; আইসে, ২১৭, ২১২ ; জাইছে, ২১৬ ।

৭ জুড়ায়, তরু ; যুড়ীলা, ২১১ ; জুড়াইল, ২১২ ; যুড়াইল, ২১৬, ২১৭ ।

৮ সকল, ২১১, ২১২, ২১৭ ; মোর, ২১৬ ।

৯ নয়ান, ২১১, ২১৬ ; নআন, ২১৭ ।

১০ এই পঙক্তিটা ২৩৮৯ পুঁথিতে আছে—“নয়ানজুগল করিল সিতল” ।

১১ নারিলু, নী, ২১২, ২১৬, ১১৭ ।

১২ সখি, ২১৭ । ১৩ সেরূপ, নী ।

১৪ কেবা বা, ২৩৮৯ ; কেবা, ২১২, ২১৬ ।

১৫ চাহিবারে, ২১১, ২১২ ।

১৬ বাদ, তরু, ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭, নী ।

১৭-১৭ চিনিতে না পারি, ২১২ ।

১৮ বাদ, নী, ২১৬, ২১৭, ২৩৮৯ ।

১৯ যদিরা, ২১১ ।

২০ কঙ্কন, ২৩৮৯ ; টোড়র, ২১১, ২১২ ; কোটর, ২১৬ ।

২১ মাথে, তরু ; নখে, ২১১ ; নাশাতে, ২১৬ ।

২২ এই ৪ পঙক্তি বাদ, ২১৭ ।

২৩ নিলমনি, ২৩৮৯ ; পরি নিল, ২১৭ ।

২৪ বাদ, নী, তরু, ২৩৮৯, ২১৭ ।

২৫-২৫ মোহন কবরি, ২১৭ ।

২৬ উছলিতে, নী, তরু, ১১১, ১১২ ; উচলিতে, ১১৬ ; উলটিতে, ১১৭ ।

২৭ দেখিলু°, ১১১ ; দেখিলু, ১১২, ১১৬ ; দেখিলু, ১১৭ ।

২৮-২৮ বিধির করনে, ১৩৮৯ ; সঁপিহু°, নী ; সোঁপিলু°, তরু, ১১১ ; সোঁপিল°, ১১২ ; সোঁপলো°, ১১৬ ; সোঁপিৰ°, ১১৭ ।

২৯-২৯ দাস করি মনে আশ, নী, তরু, ১১২, ১১৬ ; দাস করএ যাস, ১৩৮৯ ; হইব তাহার দাস, ১১৭ ।

৩০ কনয়া, ১১৬ । ৩১ শোভিছে, ১১৭ ।

৩২-৩২ ধীরি ১, ১৩৮৯ ; ধিরি ২, ১১১, ১১২, ১১৬ ; মন ২, ১১৭ ।

৩৩ চাষ, নী ; জাই, ১৩৮৯, ১১২, ১১৬ ; যাই, ১১১ ।

৩৪ চমকিত, ১১১ ; সচকিত, ১১২ ; স্চকিত, ১১৬ ; ইসত ১, ১১৭ ।

৩৫ যায়, নী ; চাই, ১৩৮৯, ১১১, ১১২, ১১৬ ।

৩৬-৩৬ বেকত লোকের মাঝে, ১৩৮৯ ; °চাই°, ১১১ ; °নাহি লোক°, ১১২ ; °চাহ°, ১১৬ ।

৩৭ ইহার পরে ২১৬ পুঁথির পাতা নাই ।

৩৮ কুঞ্জর, ১১৭ ।

৩৯ পাঞাছে কি, তরু ; পালা কোন, ১৩৮৯, ১১১, ১১৭ ; পাইয়া কোন, ১১২ ।

৪০-৪০ সেবিআ উমা পার্কতি, ১১৭ ।

৪১ যুবতি, ১৩৮৯, ১১১, ১১২, ১১৭ ।

৪২-৪২ এ নয়, তরু ।

১০ আনিয়া, ২৯২, ২৯৭; আনিঞা, ২৯১।

১১-১১ গড়িল কি, ২৩৮৯; গঢ়িল সে, তরু; গঢ়ল°, ২৯১; গড়িল বিধি, ২৯৭।

ভীকা

দ্রষ্টব্য:—পূর্ববর্তী ৬৭৬ সং পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধাকে একবার হঠাৎ দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপর দাসীর সহিত জল আনিতে বাইতে দেখিয়াছিলেন। ইহা অপরাহ্নে হইয়াছিল কিনা তাহার কোন উল্লেখ ঐ পদে নাই, কিন্তু পদকল্পতরুতে “অপরাহ্নে দর্শন” পর্যায়ে তিনটি পদ সম্বলিত দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ, ২০১-২০৩ সং পদ দ্রষ্টব্য), আবার ২১৪ সং পদেও “বেলি অবসান কালে” দর্শনের উক্তি রহিয়াছে। এই সকল পদের পরিকল্পনায় কে কাহার নিকট ঋণী তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

পঙ-৩। তু°—“হেরইতে ভৈগেলু° ভোর” (তরু, ১৯২ সং পদ)।

১৩-১৫। তু°—“তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা। কনক-কমল হেরি কাহে না লোভা” (ঐ, ১৯৩)।

১৮-১৯। তু°—“মুখে হেরি সন্দরি, ভরমহি চঞ্চল, চকিত চমকি চলি যাই” (ঐ, ১৯৯)।

[৬৮৪]

আশাবরি ১।

রমণীর ২ মণি ২ পেখিলু ° আপনি °

ভূষণ °-শোভিত °-গায় °।

দেখিতে ৮ দেখিতে ৮ বিজুরি ২ বালকে ২

ধৈরজ ১° ধরা না যায় ১° ॥

সই ১°, চাহনি মোহিনী ১° যোর ১°।

মরমে ১° লাগিল ১° হেরিয়া ১° বুঝিল ১°

রূপের নাহিক ওর ১° ॥ ৬৮ ১° ॥

বদন-চান্দ ১°

কামের ফান্দ ১°

ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে ২°।

কেশের আগ

চুম্বয়ে জাগ ২°

ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ২° ২°

বসন খসয়ে ২°

আঙ্গুলে ২° চাপয়ে ২°

কর ° সে করছে ২° থুয়া ২°।

দেখিয়া লোভয়ে

মদন ক্রোভয়ে ২°

কেমনে ধরিব হিয়া ॥

জলের কান্ধারে

কেশের আন্ধারে °

সাপিনী লাগয়ে ° মোয় °

কেমনে কামিনী

আঁচয়ে আপনি

এমন সাপিনী ° থোয় ° ॥

দশনের ° কাঁতি

মুকুতার ° পাঁতি

হাসিতে ° উগারে ° শশী।

পরান পুতলি

হইল পাগলী

মরমে ° রহিল ° পশি ॥

শুধু ° যে হিয়া

রহিল ° পড়িয়া

বস্ত্র ° যে চলিল ° তায়।

চণ্ডীদাসে কয়

ফিরি দেখা হয়

তবে সে পরান পায় ° ॥

নী-৬; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯; তরু, ২০৩।

১° বাদ, ২৯১, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯।

২-২° রমনের রমনি, ২৯১; রমনে রমনি, ২৯২, ২৩৮৯; যোহন রমনি, ২৯৭।

° পেখিলু, নী, ২৯১, ২৯২।

° অমনি, ২৯১; আপনি, ২৯৭; কামিনি, ২৩৮৯।

° অভরণ, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

° সচিত্তে, নী, তরু; সহিত, ২৯১, ২৯২।

° এই পঙক্তিটি ২৩৮৯ পুষ্টিতে আছে—নানা অভরণ

গায়

৮-৮° হেরিতে ২, ২৯৭।

৯-২° বিয়ুরিময়, ২৯১; বিজুরিময়, ২৯২, ২৯৭

১০-১০ ধৈরষে ধৈরষ নয়, নী; ধৈরজে°, তরু, ২৯১;
ধৈরজ ধৈরজ নয়, ২৯৭; ধৈরজ ধরিল নয়, ২৩৮৯।

১১ বাদ, ২৯৭।

১২ মোহনি, তরু, ২৯৭, ২৩৮৯; মোহন, ২৯১।

১৩ ধোরি, ২৯১; ধোর, নী, তরু, ২৯২, ২৯৭।

১৪-১৪ মরম বান্ধলু, তরু।

১৫-১৫ °ভুলিল, তরু; আরজে বুলিল, ২৯২; হেরি জে°,
২৩৮৯।

১৬ ওরি, ২৯১; যোর, ২৯৭।

১৭ বাদ, নী, ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯।

১৮ ছাঁদ, নী। ১৯ ফাঁদ, ঐ।

২০ কাঁদে, ঐ।

২১ চাগ, নী; চাগ, তরু, ৪১৪৪; ঠাগ, ২৩৮৯;

ভাগ, ৫৪২১।

২২ বাঁধে, নী। *

২৩ এই ছই পঙক্তি ২৯২ পুথিতে নাই; প্রথম
পঙক্তিটি ২৯৭ পুথিতে এই ভাবে আছে—কেশের
আগঙ চুখ চাতক নিরম্ব।

২৪। খসায়, ২৯৭।

২৫ অজুলি, নী, তরু, ২৯৭। ২৬ চাপায়, ২৯৭।

২৭-২৭ °করচে, নী; কড়ছে করছি, ২৯১, ২৯২;
করচে ২, ২৯৭; কড়চে কড়চ, ২৩৮৯; কড়ছে কড়ছে,
৫৪২১।

২৮ থুইয়া, নী, তরু।

২৯ ক্ষেপয়ে, ২৯৭।

৩০ আঁধারে, নী; ২৩৮৯ পুথিতে জলের সহিত

“আঁকারে” ও কেশের সহিত “কাঁকারে” আছে।

৩১ লাগিল, নী, ২৯১; নাশিল, ৫৪২১।

৩২। মোয়ী, ২৯১; মোই, ২৯২; মুঞী, ২৯৭;

মঞ, ৫৪২১;

৩৩। নাগিনী, নী।

৩৪। ধোই, ২৯১; থুই, ২৯২, ২৯৭।

৩৫। দশন, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

৩৬। মুকুতা, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৭।

৩৭-৩৭। হাস উগারয়ে, তরু।

৩৮-৩৮। °লাগিল, নী; °রহল, তরু; মনে যে লাগিল,
২৯১; মনে জে রহিল, ২৯২; মনে তাঁরহল, ২৩৮৯।

৩৯। শূন, তরু।

৪০। রহল, তরু।

৪১-৪১। বস্তুরহল, তরু; পরাণ নিল, ২৯৭।

৪২। রয়, নী, তরু।

টীকা

পঙ—৩৪। নাগিকার রূপ, অথবা অলঙ্কারের অন্তর্গত
রত্নের জ্যোতি বিদ্যুতের শ্রায় ঝিকমিক করিতেছে, তাহা
দেখিয়া আমি ধৈর্য হারাইয়াছি। (তু°—নৈবধচরিত,
৭:১৯; কুমারসম্ভব, ১:৩৮)।

৮। যেহেতু তাঁহার ছইটি জু যেন কামদেবের ধমু,
নাসিকা যেন শুলি নিক্ষেপ করিবার বন্দুকের নাল, এবং
নয়নে যেন কামদেবের বাণ সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইত্যাদি
(নৈবধচরিত, ২:২৮, ৭:২৭ ইত্যাদি)।

৯। ইহা লাষণ্য-জলপ্রবাহ উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া
(ঐ, ৭:১১) এইরূপ বোধ হয়। তু°—“ঢল ঢল কাঁচা
অঙ্গের লাষণি, অবনী বহিয়া যায়” (তরু, ১:৫২ সং পদ)।

১০। জাগ—সং জজ্ব শব্দজ। কেশ লম্বিত হইয়া
জাগু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

১৩। “কটিতে হস্ত রাখিয়া অজুলি চাপিতেছেন”
(তরু, টীকা)। কটি-কক্ষ হইতে কড়ছ কি? (ঐ)।

১৬-১৭। রাধার মুখে লাষণ্যরূপ জল উছলিয়া
পড়িতেছে এবং তাহাতে শৈবালরূপ কুম্ববর্ণ কুম্বলও
বিরাজিত। তন্মধ্যে কালসর্পরূপ ত্রয়ুগল শোভা পাইতেছে
বলিয়া বোধ হয়। তু°—“লাষণ্য জল তোর সিহাল কুম্বল”
(ক: কী:, ১:২৫ পৃ:), এবং—“জাহি কাল শাপে, যুগল
তাহাত, শোভএ নিচল হোই” (ঐ, ৭:৩ পৃ:)।

২০। মুক্তার পড়ুস্তর শ্রায় দস্তুর কান্তি (কুমারসম্ভব,
১:৪৪)।

২১। যেহেতু শুভ্রদশনকান্তিসুশোভিত তাঁহার মধুর
হাস (ঐ)।

[৬৮৫]

সুহই ।

এ বোল শুনিয়া সুবল সাঙ্গাত
কহেন উত্তর বোল ।

“ইহার বচন জানিয়ে সকলি
করিব এখন ওর ।”

কহেন সুবল সখা ।

“তোমার চরিত করিব বেকত
তা সনে করাব দেখা ॥

তোমার মরম বুঝি করম
শুন রসময় কান ।

তা সনে মিলন করাব যতনে
ইহাতে নাহিক আন ॥

তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম সখা ।

বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমারে করাব দেখা ।

ভাল সে জানিল মনের গুমান
আমি সে করিব ভাই ।”

সুবলের বোলে অতি কুতূহলে
আনন্দ হইল তাই ॥

নর্মসখাগণ বসি পঞ্চজন
সুবল ত্রিবিট তথা ।

এ মধুমঙ্গল বিদূষক দল
কহেন মরম কথা ॥

এ পীঠমদন তেঁই সে সূজন
কহিতে লাগিল তায় ।

সুবল বচন মর্ম্মত বেকতা (৭)
কহন নাহিক যায় ॥

কমল-নয়ন কহেন বচন
“শুনহ বচন মোর ।”

চণ্ডীদাস যায়, অতি সে স্বরায়
বৃকভানুপুর ওর ॥

টীকা

৭৬—৪। ওর—সীমা, সমাধান ।

১২। সুবল নর্মসখা বলিয়া ।

২০। উজ্জলনৌলমণির সহায়ভেদ প্রকরণে পাঁচ প্রকার
সহায়ের উল্লেখ রহিয়াছে—যথা—চেটক, বিট, বিদূষক,
পীঠমর্দ এবং প্রিয়নর্মসখ (ঐ, ৪৯ পৃঃ) ।

২২। বিদূষকমাত্রেয় নাটকে মধুমঙ্গল নামক বিদূষকের
উল্লেখ রহিয়াছে ।

২৪। আদর্শে “এপিচ মদন” আছে । ইহা পীঠমর্দ
হইবে বলিয়া বোধ হয় । পরবর্তী ৬৯০ সং পদ দ্রষ্টব্য ।

—

[৬৮৬]

কানাড়া ।

“শুন প্রাণসখা আমি সে জানিয়ে
অনেক টোনার খেলা ।

তাহাই খেলিতে যাইব স্বরিতে
শুন পরাণের কালা ॥”

কহে তব তায় সেই যদুরায়
“কিবা সে খেলিবে ভাই ।

দেখি তাহা আমি আপন নয়ানে
তবে সে প্রতীত যাই ॥

সখাহে সুবল, এইখানে খেল
কোন্ সে করিবে টোনা ।

যদি মনে লাগে এই হিয়া জাগে
তবে সে যাইবে জানা ॥”

সোণার প্রতিমা বিজুরি-উজোর
নয়ান-ভঙ্গিমা তায় ।

কণক কটোরি বদরি সমান
দেখি মন মূরছায় ॥

নীল শাড়ী তাহে ওড়নী ভঙ্গীমা
চাহনি কটাক্ষে বাঁকে ।

মদন কম্পিত হইল বেকত
সেই সে মূরতি দেখে ॥

মধুর মূরতি দেগি যত্নপাত
হরষ পাইল তার ।

“পূর্বে দেখিল যেমন মূরতি
সেই মত অভিপ্ৰায় ॥

মনমত্তহাতী ধরিতে না পারি
মরমে লাগিল তাহা ।”

এই অনুমানে করি নিরীক্ষণে
পুলক মানিল দেহা

কহেন সুবল “কেন দেখাইনু
মনেতে লাগিল তাহা ।

কহ কহ ভাই, প্রাণ কানাই,
এই সে কেমন দেহা ॥”

ছাড়িয়া মূরতি সুবল আকৃতি
হইল যেমত সখা ।

নন্দের নন্দন মোহিত মানল
চণ্ডীদাস দেখে একা ॥

টীকা

শ্রুতব্য:—সুবল এখন রাধার মূর্তি ধারণ করিয়াছেন।
সুবলের সহিত রাধার রূপসাদৃশ্য ছিল, ইহা অবলম্বন করিয়া
পরবর্তীকালে সুবল-মিলন পালা রচিত হইয়াছিল।

পঙ্-৫-৬। নববিকসিত নলিনীর শ্রায়, অথবা
চিত্রাঙ্কিত মনোহর মূর্তির শ্রায় (নী, ১৪ পৃঃ)।

৭। কনক মঞ্জরি—তু°—“অমলা তড়িতদণ্ড হেম
মঞ্জরি, জ্বিনি অঁত সুন্দর দেহা” (ভক, ২৭১ সং পদ)।
গঠন-পারিপাট্যে বাধাকে কনক মঞ্জরির শ্রায় বোধ
হয়। আদর্শে “মঞ্জির” আছে। তু°—“কেতকৌকলিকা-
কম্পকলেবরদ্রুতি” (বিদগ্ধমাধব, ১০৯ পৃঃ)।

১০-২০। পূর্বে সাক্ষাতে আমি রাধাকে যেরূপ
দেখিয়াছি, সুবল সেইরূপ মূর্তিই ধারণ করিয়াছে বলিয়া
বোধ হয়।

[৬৮৯]

জয়শ্রী।

“শুন শুন ভেয়া নন্দ-দুলালিয়া
যে দেখিল হেন খেলি ।

দেখাইনু এত মনেতে লাগিল
কহ দেখি বনমালী ?”

কহে নন্দসুত তায়ে — “আমার মরম-ভেয়ে,
যে দেখিনু বৃকভানুপুরে ।

তাহাতে ইহাতে খেদ নাহি কিছু বর্ণভেদ
পশি পুন রহিল অন্তরে ॥

সেই যেন কমলিনী দেখিল তেমতি খানি
শুন ভাই সুবল সাক্ষাত ।

ও জন যতন করি দেখাহ আমারে বেরি
কেমনে ইহারে দেখি সাত ॥

শুন সখা মর্শ্ব-বোল অন্তর হইল ভোল
এই সেই দেখিনু সাক্ষাত ।

কেমন উপায় মিলি সেই সে চন্দ্রিকা বালি-
শুন শুন মরম সাক্ষাত ॥”

সুবল কহেন তাহে — “আমি মিলাওব তোহে
ইহাতে অগুথা নাহি কিছু ।

গিয়া বৃকভানুপুরে খেলাইব কুতুহলে
মোহিত করিব তাহে পিছু ॥

যাব পঞ্চ শিশু সনে সবে হইয়া একমনে
 খেলিব বিনোদ খেলা অতি ।
 মায়া-হলে মুগ্ধ করি মোহন মুরতি ধরি
 অনায়াসে দেখাব যুবতী ॥
 এই যমুনার তটে বৈস ভাই স্নানিকটে
 চম্পকের বন অনুপাম ।”
 চণ্ডীদাস সুখ চিতে দেখে তাহা একভিতে
 গভরেত বংশীগুণ গান ।

নানা বেশ ধরি যেন বাজিকর
 নাচায় পুতলি কায়া ।
 বহু মন্ত্র তন্ত্র যার নাহি অন্ত
 কতেক জানায় মায়া ॥
 চলে পঞ্চজন হয়ে একমন
 বৃকভানুপুর যায় ।
 পথে যায় তথি খেলে খেলা অতি
 চণ্ডীদাস সুখী তায় ॥

টীকা

ঋষ্টব্য :—পঙ—১৩-১৬ নীতে নাই ।

পঙ—৩ । আমি যাহা দেখাইয়াছি তাহা তোমার
 মনে ধরিয়াছে কি ?

৫ । মরম ভেয়ে—নর্মসখা ।

১২ । সাত—সাক্ষাতে ।

[৬১১]

বরাড়ী ।

[৬৯০]

কানড়া ।

ধরি অনুপম বাজিকর যেন
 খেলার কতেক তানে ।
 সুবল ত্রিবিট এ পীঠ-মদন
 মধুমগলের সনে ॥
 কহে বিদূষক— “শুন হে সুবল,
 নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে ।
 তবে যে খেলিব নানামত খেলা
 গাইব নাচিব রঙ্গে ॥”
 নানা যন্ত্র নিলা নানা সে প্রতিমা
 কাঠের পুতলি লৈয়া ।
 আর যত নিল মধুর মধুর
 বাদিয়া বাদির ছায়া ॥

বৃকভানুপুরে গিয়া কুতূহলে
 সুবল এ চারি-জনে ।
 রাজার দুয়ারে এ গান বাজন
 করেন আনন্দ মনে ॥
 কেহ গায় অতি কেহ বায় তথি
 আনন্দ কোতুক মনে ।
 বৃকভানুরাজা শুনি সুললিত
 অতি সে মধুর গানে ॥
 রাজা কহে—“কোন্ গুণীর গমন
 জান একজন দ্বারে ।
 নেহত খবর আনত গোচর”
 ভেজিয়া দিল সে চরে ॥
 গিয়া একজন ~ বুঝল কারণ—
 কেন বা আইলে তোরা ।
 কোন দেশে ঘর কহত সত্বর
 কি বটে তোদের ধারা ॥

রাজা বৃকভানু পাঠাইল পুত্র
লইতে তোদের তরে ।

‘কোন্ জন মোর দুয়ারে প্রবেশি
গায়ন বাজন করে’ ?

কহে বাজিকর— “শুনহ উত্তর
বিদেশে মোদের ঘর ।

গুণিজন হই আইনু হেথায়
লহ আমাদের সর ॥

এই সে লালসে হইল মানসে
আইল পঞ্চম বালা ।

রাজার গোচর” কহে বাজিকর—
“দেখাব বাজির খেলা ॥

কিছু গুণগ্রাম করিব সন্ধান
খেলিতে বাজির খেলা ।

এই সে কারণে আইল যতনে
এ পঞ্চ করিয়া মেলা ॥”

“ভাল ভাল”—বলি আইল সে চর
কহিল রাজার পাশে ।

চণ্ডীদাস কহে— শুন মহারাজ,
বড় গুণিজন সে ॥

—

[৬৯২]

বরাড়ি

চরকে পুছিল বৃকভানু রাজা—
“কোন্ গুণী এই বটে ।

কেন বা আইল কোন্ প্রয়োজন
কহত বচন কুটে ॥”

করযোড় করি কহে বরাবরি—
“শুনহ নৃপতি তুমি ।

বিদেশ হইতে পঞ্চ বাজিকর
আইল বালক গুণী ॥

বাজির পুতলি অনেক আছয়ে
নানা যন্ত্র দেখি তথি ।

বহু গুণ জানে গায়ন নাচন
শুন মহানরপতি ॥”

কহে গুণিজন— “শুনহ রাজন্,
খেলিব কিছুই খেলা ।”

“ভাল, ভাল” বলি বৃকভানু রাজা
স্বরায়ে বাহির হৈলা ॥

বাহির দুয়ারে বিচিত্র বিছানা
পাড়িল সকল জনে ।

তাহে বৃকভানু বৈঠল হরিষে
ডাকি আনি গুণিজনে ॥

নৃপে আঞ্জা দিল মহল আটনে
রাণীবর্গ আদি করি ।

ঝরকা উপরে বসিলা হরিষে
সব সহচরী মিলি ॥

রাধার জননী কৃত্তিকা মোহিনী
বৈঠল ঝরকাপরে ।

বিনোদিনী রাধা স্তন্দরী অগাধা
বৈঠল মায়ের কোড়ে ॥

ললিতা স্তন্দরী অনঙ্গমঞ্জরী
বৈঠল রাধার পাশে ।

শত সহচরী চামর ঢুলায়
পাখা বুলে প্রতি আশে ॥

নানা সেবা করে প্রতি সহচরী
আনন্দ কোঁতুক বড়ি ।

কনক-বারিতে বারি পূরি করি
ধরে ধরে সব এড়ি ॥

তাম্বূল বাটাতে রেখেছে ঝরিতে
কর্পূর মিশান করি ।

চণ্ডীদাস বলে নানা উপহার
আনি খোয় সারি সারি ॥

তীকা

পঙ—২১। মহল-আটনে—অবরোপে ।

২৩। ঝরকা—জাল-গবাক্ষ ।

২৫। কৃত্তিকা—রাধা যে কীৰ্ত্তিদার কণা তাহার উল্লেখ
উজ্জলনীলমণিতে রহিয়াছে (ঐ, ১৩১ পৃঃ) । ভবিষ্যপুরাণেও
রাধার অন্তরুতাস্তে কীৰ্ত্তিদাকে রাধার মাতা বলা হইয়াছে ।

[৬৯৩]

বিহাগড়া ।

রাঙ কহে তবে কৃত্তিকার আগে

“এ কি এ দেখিতে দেখি ।”

কহেন জননী — “শুন বিনোদিনী,
বাজিকর ওই পেখি ॥

কোন দেশ হতে এই পঞ্চ শিশু
এই সে করিবে বাজি ।

তোমার পিতার আবেশ হইল
বাজিয়ার দেখিতে বাজি ॥

তথির কারণে বাহির দুয়ারে
বসিল তোমার পিতা ।

বাজিকর আগে দেখহ চাহিয়া
এমত না দেখি কোথা ॥”

রাজা আজ্ঞা দিল গুণী পঞ্চজনে
“কি গুণ জানহ তোরা ।

খেলহ আনন্দে মর্নের কৌতুকে
কেমন বাজির ধারা ॥”

“শুন মহারাজ, কি গুণ খেলিব
কহ না উত্তর বাণী ।

এই পঞ্চজনে গুণ গুণ ভেদ
অনেক খেলিতে জানি ॥

অবধান কর বৃকভানু রাজা,
খেলাতে করহ মন ।”

চণ্ডীদাস বলে রাজার গোচর
খেলায় সে পঞ্চজন ॥

[৬৯৪]

ধানশ্রী ।

আগে খেলে গুণী দশ অবতার
দেখহ নয়ানে চাই ।

খেলে নানা খেলা সেই পঞ্চবালী
এক দিঠে দেখে তাই ॥

মৎস্য অবতার চারি ভুজধর
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ।

তারপর আর দেখায়ে গোচর
কৃষ্ণরাজ অনুসঙ্গ ॥

তারপর আর হইল সত্তর
বরাহ আকৃতি কায়া ।

আনন্দে মগন অন্তর হইল
দেখিয়ে বাজির ছায়া ॥

নৃসিংহ-মুরতি হইল আকৃতি
প্রবল প্রতাপ বড়ি ।

হিরণ্যকশিপু জামুতে ধরিয়ে
বিদায়ল নখে চিঁড়ি ॥

নখেতে ছেদিল হৃদয়-ভিতর
 টানিল একুশ নাড়ী ।
 হুহু হুহু স্বরে কম্পিত ধরণী
 দীঘল নিশ্বাস ছাড়ি ॥
 তবে সে হইল বামন-মুরতি
 ত্রিপদ হইল কায়া ।
 বলিরে লইল পাতাল-ভুবনে
 দেখায়ে এ সব মায়া ।
 তারপর হয় শ্রীরাম-মুরতি
 কাঁধেতে ধনুক শর ।
 সঞ্চেতে মৈথিলী জনক-নন্দিনী
 দেখি অতি মনোহর "।
 তা দেখি রাজার মনে অতি সুখ
 এ বড়ি মুরতি সুখ ।
 দেখিতে দেখিতে আন নহে চিতে
 দূরে গেল অতি দুখ ॥
 পুন তা ত্যজিল আবেশ হইল
 ভৃগুরাম অবতার ।
 প্রবল প্রতাপে বসুমতা কাঁপে
 মাথায় জটীর ভার ॥
 অতি খরশাণ টাঙ্গার বাখান
 নিঃক্ষেত্রি করিল যাতে ।
 চণ্ডীদাস বলে অতি কুতূহলে
 দেখি সুখ লাগে তাতে ॥

টীকা

পঙ—১৩-২০ । ভূ-নসিংহাবতারে তিনি ভয়ঙ্কর কুকুটী
 এবং ভীষণরূপে দস্ত ঘর্ষণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে
 রাখিয়া নখদ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ।
 (ভা, ২।৭।১৪) ।

[৬৯৫]

শ্রীনটরাগ ।

পুন বলরাম রোহিণী-নন্দন
 ধরিল ধবল কায়া ।
 হল কাঁধে করি আনন্দে মগন
 করিল বাজির ছায়া ॥
 পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ-অবতার
 হইল মুরতি তিন ।
 জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদরা
 সুভদ্রা তাহাতে চিন ॥
 বলরাম পুন হইল তখন
 দেখে বৃকভানু রাজে ।
 দেখিয়া মুরতি পরম পীরতি
 পাণ্ডল সে সভামাঝে ॥
 পুন তা ত্যজিয়া কল্কি-অবতার
 ধরেন মুরতি কায়া ।
 অশ্বের উপরে ধরি ছুঁকরে
 সংহার অশুপ ছায়া ॥
 নানা অবতার করিল সত্তর
 দেখিয়া মোহিত মন ।
 দশ অবতার ভেদ দেখাইল
 দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

টীকা

পঙ—৫৮ । এখানে বুদ্ধাবতারের বর্ণনা লক্ষণীয় ।
 বুদ্ধদেব তিন মুহুর্তে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা হইয়া
 প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এই উক্তিভে বৃদ্ধা যায়,
 পুরীধামের বিগ্রহ যে বুদ্ধ-মূর্তির রূপান্তর মাত্র তাহা কবি
 জ্ঞাত ছিলেন ।

[৬৯৬]

কানাড়া।

আর খেলে খেলা বাজিকর-বাল।
দেখায় পাণ্ডব-বংশ।

ধর্ম যুধিষ্ঠির ভীম সহোদর
অর্জুন ধরিল অংশ ॥

নকুল আকৃতি ধরিল মুরতি
সহদেব রূপ প্রায়।

দেখিতে রাজার চিত মন হরে
নয়নে দেখিল ভায় ॥

তাজি আনরূপ ধরিল তখন
শিশুপাল-রূপ হয়।

সূর্য্যবংশকুল ভগীরথগণ
অজ আদি করি নয় ॥

নানা রাজকুল নানা অবতার
দেখিলা অনেক খেলা।

কহেন রাজন্— “আর কিবা জান
কহ বাজিকরবালা ॥”

“আর খেলা আছে বৃকভানু-রাজে
কহি যে তোমার কাছে।

একমন করি হেরহ রাজন্,
খেলি এ সভার মাঝে ॥”

চণ্ডীদাস বলে— পুন সে ধরিল
নন্দ উপনন্দ যত।

যশোদা রোহিণী বরজ-রমণী
তাহা দেখাইল কত ॥

[৬৯৭]

সিন্ধুড়া।

তবে সে হইল শ্রীদাম সুদাম
স্তোককৃষ্ণ বলরাম।

অর্জুন সুবল অংশসেন কোকিল
বসন্ত, প্রধান রাম ॥

কিঙ্কিণী বান্ধার অতি মনোহর
ধবল বালক-মূর্ত্তি।

করে কোন গুণ গুণের আখ্যান
করে হয়ে নানা শক্তি ॥

দেখিয়া মুরতি বিলক্ষণ জ্যোতি
নানা সে বন্ধান বেশে।

অমুপ সুন্দর মুরতি কিশোর
বিনোদ বন্ধান কেশে ॥

নানা সে কুসুম গাঁথিয়ে সুধম
বিনোদ বন্ধান চূড়া।

হেরষ-অমুজ তলে আরোপিত
ভবজ অমুজ গাড়া ॥

সে রূপ ছাড়িয়া মদনমোহন
মুরতি কৈশোর হয়।

চণ্ডীদাস বলে বৃকভানু-বালা
দেখি পাছে মুরছায় ॥

টীকা

পঙ—১-৪। এই সকল গোপবালকের নাম সুহৃৎ, সখা প্রভৃতি ক্রমে ভক্তিরসামৃত্তিসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে (ঐ, ৭২১-৩০ পৃ:)। অংশসেন—অংশু এবং ভদ্রসেন কি? সুবল, অর্জুন ও বসন্ত ত্রিয়নর্থ বয়স্তু। প্রধান রাম—সর্বশ্রেষ্ঠ বলরাম।

৫-৬। এখন বলরামের রূপবর্ণনা চলিতেছে। বলরামের বর্ণ খেত, এবং তাঁহার কিঙ্কিণীর মনোহর শব্দ

হইতেছে। তু°—“কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রুণু ব্লু গান”
(বৈ-প-ল, ২৬২ পৃ:)।

১৫-১৬। পরবর্তী ৭১৭ সং পদে (নী—৫৬ সং পদ)
অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। হেরষের অমুজ্জ কার্তিকেশ, তাঁহার
তলে (বাহনরূপে) আরোপিত ময়ূর, লক্ষণায় ময়ূরপুচ্ছ
গাড়া প্রোথিত। তু°—যুগলরূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাসের পদে
—“তাপর ময়ূর অহি” (বৈ-প-ল, ১২৭ পৃ:) এবং বলরামের
রূপ-বর্ণনায়—“টলমল শিখিদল তায়” (ঐ, ৯৭ পৃ:)।
ভবজ অমুজ্জ বোধ হয় হেরষ-অমুজ্জের বিশেষণ। কিন্তু
পাঠ সন্দেহজনক। পরবর্তী ৭১৭ সং পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

[৬৯৮]

সিদ্ধুড়া

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ-অবতার
হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন
জলদ সমান দেখা ॥
যেমত অঞ্জন ললিত রঞ্জন
কিবা অতসীর ফুল।
যেন কুবলয় -দল সরোরুহ
যেমত কানড় ফুল ॥
কোন রূপ হেন নহে নিরূপম
দেখিয়াছি বহু রূপ।
বিবিধ বন্ধান করিয়া সন্ধান
গড়ল রসের কূপ ॥
চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিঙ্গুল দলিয়া যৈছে।
তাহতে অধিক বিশ্বফল সম
লখিতে না পারে কৈছে ॥

তাহাতে রঞ্জিত দশ নখ-চাঁদ
চরণে শোভিত ভাল।
তাহার শোভাতে দশদিক শোভা
সকল করেছে আলো ॥
কনক কিঙ্কিণী কলহংস জিনি
পীতের বসন সাজে।
এ চুয়া চন্দন অঞ্জে সুলেপন
মৃগমদ আদি রাজে ॥
বনমালা গলে কিবা শোভা করে
শোভিত কোস্তভ তায়।
যমুনাতে যেন চাঁদ ঝলমল
দেখিতে তেমতি প্রায় ॥
শিখা মনোহর অধিক সুন্দর
শিরে পুচ্ছ শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলয়ে
যেমতি রবির প্রায় ॥
অধর বাঙ্কুলি সুন্দর উপমা
দশন দাড়িম্ব-বীজে।
ভালে সে শোভিত চন্দনের চাঁদ
তাহে গোরোচনা সাজে ॥
নয়ন-কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা-কিনারে মেঘের ধারাটি
অধিক দিয়াছে দেখা ॥
নবগ্রহ বেড়ি তাহার উপরে
মুকুতা দুসারি সাজে।
প্রবাল মাণিক মণির মালায়
বেড়িয়া তাহার মাঝে ॥
বিচিত্র চামর কেশের আটুনি
বান্ধিয়া বিনোদ চূড়া।
নানা সে কুসুম অতি সে সুসম
তাহে মালা দিয়ে বেড়া

ভাপরে ময়ূর— শিখণ্ড আরোণি
 করেতে মোহন বাঁশী ।
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিয়া কটাক্ষ চাহনি
 অমিয়া মধুর হাসি ॥
 দেখিয়া সে রূপ মদন মূরছে
 কুলের কামিনী যত ।
 মুনির মানস জপ-তপ ছাড়ি
 ও রূপ দেখিয়া কত ॥
 বৃকভানুপুরে নাগর নাগরা
 পড়িছে মূরছা খাই ।
 ঢলিয়া পড়িল বৃকভানু রাজা
 দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই ॥

টীকা

পঙ—৩-৪। তু° “অভিনব জলধর অঙ্গ” (বৈ-প-ল, ৩০৭ পৃঃ)।

৫। তু°—“অঙ্গন-গঙ্গন, জগঙ্গনরঙ্গন” (ঐ ৩০৬ পৃঃ)।

৬। তু°—“সুন্দর শ্রামের দে ॥ নব কুবলয়দল, কিষে অভসৌকুল, নীল মুকুর মণি আভা” (ঐ, ১২৬ পৃঃ)।

৭। তু°—“কুবলয় কন্দর কুশুম কলেবর” (ঐ, ৩০৬ পৃঃ)।

৮। তু°—“কানড় কুশুম জিনি, শ্রামের বদনখানি” (নী—৬৪ সং পদ)

১১-১২। তু°—“এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাঁহারে, প্রতি অঙ্গে মদনের শরে” (নী—৫৯ সং পদ)।

১৩-১৬। তু°—“তরুণ অরুণ কুচি পদ অরবিন্দ” (বৈ-প-ল, ৩০৫ পৃঃ)। সাধারণতঃ গুণ বিধফলের সহিতই উপস্থিত হয়, কিন্তু এখানে বর্ণসাদৃশ্যে রক্তবর্ণ চরণের সহিত বিধফলের তুলনা করা হইয়াছে।

১৭-১৮। তু°—“নখচন্দ্রছটা ঝলকে অমুপাম” (ঐ, ৩১১ পৃঃ)।

২১। তু°—“তাহে কলহংস কি নুপুর জাগ” (ঐ, ৩০৫ পৃঃ)।

২৬-২৮—কৃষ্ণের নবনীরদ বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি শোভা পাইতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন কাল যমুনার জলে প্রতিফলিত চন্দ্র ঝিকমিক করিতেছে।

[৬১৯]

সিন্ধুড়া।

রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা ।
 নগরে চাতরে সব পড়িল ঘোষণা ॥
 “রূপবতী কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি ।
 জনমিয়া হেন রূপ নাহি দেখি কতি ॥”
 বৃকভানুপুরে যত পুরবাসিগণ ।
 মুগধ হইয়া রহে দেখিয়া স্তম্ভান ॥ *
 “এ বড় বিষম বাজি কখন না দেখি ।
 কি আনন্দ দেখিয়া মজিল যেন আঁখি ॥”
 লাগিল মোহ-নিগড়া রহে এক চিতে ।
 তটস্থ হইয়া রহে কেহ কোন ভিতে ॥
 মদন-মুরতি দেখি রাজা বৃকভানু ।
 গদগদ সর্ব ভেল পুলকিত তনু ॥
 সম্বিত পাইয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে ।
 “দেখিল নয়ান ভরি রূপ সুমধুরে ॥
 প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মুরতি দেখি ।”
 চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ উপেখি ॥

টীকা

পঙ—২-১০। কাহারও মন মোহাবিষ্ট হইল, আবার কেহ বা স্তম্ভীভূত হইয়া রহিল।

[৭০০]

কানড়া ।

ঝরকা উপরে কৃত্তিকা স্তন্দরী
তা সনে স্তন্দরী রাখা ।

দেখিতে সে খেলা মন ভেল ভোলা
সকলি মানিল বাধা ॥

হৃদয়-ভিতরে পশি গেল রূপ
ধৈরজ নাহিক রহি ।

“এমন মুরতি এ মহীমণ্ডলে
কভু ত নাহিক হয়ে ॥

হেন রূপ সখি, কোথা না আছিল
কে হেন আনিল নিধি ।

কেমন করিয়া এমন বরণ
বসিয়া গড়িল বিধি ॥”

হৃদয়-মাঝারে পশিল ও রূপ
* বিদগধি রাই ।

মানস পূরিয়া সবল হৃদয়ে
মগন হইল তাই ॥

কহিতে না পারে মরম-বেদন
মনের পোড়নি ভেল ।

হৃদয়-ভিতর তরল অস্তর
জর জর হৈয়া গেল ॥

দেখিতে দেখিতে ভুলিল নাগরী
মুদল নয়ান ছুটি ।

রসের আবেশে ঠেকিল স্তন্দরী
কুলের ভরম টুটি ।

“এই সে পুরুষ- রতনে যতনে
যদি বা মিলয়ে মোরে ।

তোমারে কি দিয়া ভূষিব হরিশে
কিনিয়া লইবে মোরে ॥

জনমে জনমে তোমারে ভূষিব
ঘোষিব তোমার গুণে ।”

এ বোল বলিয়া পড়িল চলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

[৭০১]

কানড়া ।

এ কথা জননী কিছুই না জানে
সঙ্গের সঙ্গতি গুণে ।

গোপত আখ্যান ইহা কে জানিবে
কেহ সে নাহিক জানে ॥

মুচ্ছিত কিশোরী আপনা পাসরি
পড়ল পরণী-মাঝে ।

বেগম সোনার পুতলি পড়ল
অবনৌমণ্ডল-মাঝে ॥

কাঞ্চন-বরণী সুবলমোহিনী
দামিনী চমকে যেন ।

অগেয়ান হৈয়া সুধী নাহি রহে
পড়িল কিশোরী তেন ॥

বিস্মিত হইলা ললিতা স্তন্দরী
অনঙ্গমঞ্জরী কহে ।

“আচম্বিতে হেন রাই অচেতন
কেন বা এমন হয়ে ॥

এই মাত্র খেলা দেখিতে দেখিতে
এমন কেন বা হল ।

কি হেতু ইহার বুঝিতে নাড়িয়ে
সবাই হইল ভোল ॥”

কৃত্তিকা কহেন— “রাধা কেন হেন
মুদিয়া নয়ন দুই ।
চেতন নাহিক কাঠের পুতলি
পড়িয়া রহল রাই ॥”
কান্দিয়া বিকল মায়ের অন্তর
কহেন সবার আগে ।
“এ কি পরমাদ বিষম বিষাদ
বালিকা দেখিয়া লাগে ॥
এক সহচরী আন ডাক দিয়া
কহত রাজার আগে ।
আচম্বিতে রাই পড়িল অধাই”
চণ্ডীদাস যায় লগে ॥

তীকা

পঙ্—২ । সখীগণের কোশলে ।
৯ । পরবর্তী ৭০৯ সং পদ দৃষ্টব্য ।
১৩-১৪ । অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি সখীর নাম চৈতন্য-
পরবর্তী যুগে হইয়াছে । :

[৭০২]

নটনারায়ণ ।

গিয়া একজনে কহে কাণে কাণে
বৃকভানু রাজা কাছে ।
“অপরূপ এক অন্তঃপুরে দেখ
অদ্ভুত কথা আছে ॥
আচম্বিতে হেদে বরকা উপরে
কৃত্তিকা বৈঠল তায় ।
সঙ্গে সহচরী রাধিকা সুন্দরী
বসিলা মায়ের ঠায় ॥

দেখিতে লাগিলা বাজিকর-ছায়া
তোমার নন্দিনী রাধা ।
আচম্বিতে কেন মূরছা খাইয়া
সে তনু হয়ছে আধা ॥
তুরিতে গমন করহ রাজন
বিলম্বে নাহিক কাজ ।”
এ কথা শুনিয়া বৃকভানু-মাথে
পড়িল আকাশ-বাজ ॥
যেমত আছিল সভাতে বসিয়া
তেমতি উঠিয়া গেলা ।
বিয়োগ অন্তরে গেলা অন্তঃপুরে
দেখিতে আপন বালা ॥

“কি হৈল, কি হৈল.” বলে বৃকভানু
“আচম্বিতে কিবা শুনি ।
আন কোন জন দেখহ এখন
কে কহে কেমন বাণী ॥

কোন দেবঘাত দেবের নিশ্চিত
কোন বা দেবের বায় ।
আনহ চেতনী কোন বা গোপিনী
দেখাহ তুরিত তায় ॥”

চণ্ডীদাস কহে— “শুন মহারাজ,
আনিয়া চেতনী কেহ ।
নাটিকা ধরিয়া দেখহ বুঝিয়া
নিবিষ্ট করিয়া দেহ ॥”

তীকা

পঙ্—৩ । বাজিকর-ছায়া—স্বপনের বহুরূপী খেলা ।
১৯ । বিয়োগ—বিষাদিত ।
২৫-২৬ । কোন দেবতা কর্তৃক পীড়িত হইতেছে
কিনা, অথবা কোন অপদেবতার বাতাস গারে লাগিয়াছে

কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত চেষ্টনসম্পাদনশক্তিশালিনী
কোন গোপ-রমণীকে আনিয়া দেখাও ।

৩১। নাটিকা—নাড়ী !

[৭০৩]

কামোদ ।

সহচরী ধায় আনিতে চেতনী
আনি আহীরিণী এক ।

দেখিয়া নাটিকা করে কর ধরি
বুঝিলা যে পরতেক ॥

“নহে ছর-জালা দেব অপঘাত
কোন বা বায়ুর জোর ।

বুঝিতে নারিল কি হেতু ইহার
মনেতে হইল ভোর ॥

বুঝিতে নারিল নাটিকা চঞ্চল
না হয় এ ছর-জালা ।

নহে দেবঘাত নহে সান্নিপাত
নহে উপদেব-খেলা ॥

নাটিকা ভিতরে কিছু না পাওল
শুন বৃকভানু-রাজে ।

দেখি তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়িয়ে স্তম্ভ
বসিয়া ঘরের মাঝে ॥”

আনি স্বর্ণ-বারি তাহা করে ধরি
পড়ে মন্ত্র বারে বার ।

ঝাড়ি অনিবার তন্ত্র করি সার
চৈতন্য না হয় তার ॥

তার পর গলে বাকি কুতূহলে
ঔষধি বাকিল রামা ।

নহে নিবারণ দ্বিগুণ বাঢ়ল
তাহে কিছু নহে কমা ॥

অনেক প্রকার প্রবন্ধ করিল
তাহাতে না হয় ভাল ।

আর কোন মন্ত্র ঝাড়িয়ে স্তম্ভ
কাণে শুনাইলে ভাল ॥

জালিয়া অনল তাহে পূণা দিল
মায়ের নির্ম্মিত বাণ ।

উপদেব হ'ত তখনি ছাড়িত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

টীকা

পঙ—১৫ । কমা—উপশম ।

৩০ । বাণ—অভিচারাদি মন্ত্রপন্থোগ ।

[৭০৪]

সুহই ।

“হেদে গো চেতনী বুড়া আহীরিণী
ঝাড়হ লতার ছলে ।

কি জানি দংশিল আসি কোন ঘাতে
জানি বিষ করে বলে ॥

দেহ পানীপড়া কর নাড়া ঝাড়া
যদি বা ছুঁইল অঙ্গ ।

বাক্কাহ ধরণী শুন গোয়ালিনী
তিলেক না কর ভঙ্গ ॥

ঝাড়হ চৌসাপা বলি ধর্ম্বাপা
চন্দ্র সূর্য্য করি মেলা ।

নিদান বিধান পানীসার আন
ঝাড়হ আমার বাল্য ॥”

তথাপি না হয়ে তিলেক চেতন
তৈছন রহল রাই ।

পানীসার জলে নাহি বিষ জালে
নাহি সংবরণ পাই ॥

নানা সে উপায় ঝাড়িল সবাই
না হয় কণ্ঠহি বোল ।

মুদিত নয়ান বয়ান বচন
মরমে আছয়ে ভোর ॥

কোন সহচরী চামর ঢুলায়
শীতল বলিয়া গায় ।

সরোরুহ দল আনি বিছাওল
রাই শুতাওল তায় ॥

মলয় চন্দন করয়ে লেপন
শীতল হইবে বলি ।

অঙ্গে উঠে জালা শুকাইছে ব্রা
গরল সমান ভেলি ॥

বলু তন্ত্র মন্ত্র করিল বন্ধন
চেতন নাহিক মানি ।

এ কথা কেহ যে জানিতে না পারে
চণ্ডীদাস কিছু জানি ॥

টীকা

পঙ-২। লতার—সাপের। সর্পে দংশন করিয়াছে মনে করিয়া।

৩। ষাতে—“স্বয়ংগে”।

৭। ধরণী—ভোর।

৮। কণমাত্রও খুলিয়া দিও না।

৯-১০। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজপত্র” হইতে সঙ্কলন করিয়া সাপের বিষ দূর করিবার একটি মন্ত্র ১৩২৯ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে আছে “চৌসাপার বিষ ডাইনে বায় চল।” চতুষ্পদ হইতে চৌসাপা হইলে, তক্ষকজাতীয় বিষধর সর্প (যাহার চারি পা) ইহা দ্বারা বুঝাইতে পারে। উক্ত সাপের মস্ত্রে অনেক দেবতারও উল্লেখ আছে।

১১। পানীসার—সর্পদংশনের চিকিৎসায় রোগীর মাথায় জলধারা দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাকে পানীসার নিদান বা শেষ চিকিৎসা বলা হয়। “জালে—জারে, জীর্ণ হয়, নষ্ট হয়।”

২০। অন্তরে কৃষ্ণপ্রমে বিভোর হইয়া আছে।

২১-২২। তু°—গীতগোবিন্দ, ৪।২-৪।

এবং—

“কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি স্নশীতল।

আন্ধার মনত ভায়ে যেহেন গরল ॥ •

নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।

—(কৃঃ কীঃ, ২৯৭ পৃঃ)।

[৭০৫]

ধানশী।

কহে বাজিকর — “খেলিল বিস্তর
রাজা গেল অন্তঃপুরে।

গুণীর সম্মান না করিয়া কেন
ভরিতে চলিলা ঘরে ॥”

এই সব কথা কহে বাজিকর
সভার মাঝারে বসি।

গুণীর গোচরে কছিল সবরে
এক সহচরী দাসী ॥

“শুন বাজিকর কহিল সত্বর
দেখিতে তোমার খেলা ।

[৭০৬]

অস্তঃপুরে বড় বিষম হইল
এক বৃকভাসু-ালা ॥

ধানশী

তার নাম রাধা সন্দরী আগাধা
ভুবনমোহিনী রূপে ।

এ কথা শুনিয়া সহচরী-আগে
কহে বাজিকর-রায় ।

তুলনা নাহিক তাহার শ্ববেশ
দেখিতে চলিলা ভূপে ॥”

“আমি কিছু জানি তন্ত্র মন্ত্র যত
দেবঘাত আছে গায় ॥”

দাসীর বচন শুনিয়া শুধায়
যত বাজিকর বালা ।

সহচরী দাসী কহিতে লাগিল
“শুন বাজিকর তোরা ।

“কিরূপ দেখিলে নয়ান গোচরে
কাহার হইল খেলা ॥”

যদি বা পারহ ভাল করিবারে
পাবে খাসা জামাজোড়া ॥

“কোন দেব বটে নিশাচর ফুটে
যোগিনী ডাকিনী হয় ।”

বল রত্ন পাবে রাজার গোচরে
কতক রজত দান ।”

“কাহার পরশ বুঝিলে কি হেতু
কেমনে দেখিল ভয় ॥”

কহে বাজিকর — “অনেক জানিয়ে
সন্ধান বিধান আন ॥”

“আনিয়া চেতনী এক গোয়ালিনী
ধরিল নাটীর টান ।

“ভাল ভাল”, বলি দাসী গেলা চলি
কহিতে রাজার কাছে ।

নহে দেবঘাত আনের নিঘাত
না পাইল কিছু জ্ঞান ॥”

করযোড় করি করিছে গোহারী
“এক নিবেদন আছে ॥

চণ্ডীদাস বলে— দেখিল যেমত
বড়ই দেবের খেলা ।

যেই বাজিকর তোমার দুয়ারে
খেলায় নাটের ছায়া ।

যেমতি দেখিল উঠিল তৈছন
অস্তর-ভিতরে ছালা ॥

সেই জন কহে— ‘বহু মন্ত্র জানি
নাটীকা দেখিতে কায়া ॥

সেই কোন দেব দেখিয়া অস্তরে
ভয় সে মানিল চিত্তে ।

সেই সে নিঘাত দেব অপঘাত
পাইল ঝরকা হৈতে ॥

টীকা

পঙ্-২৬ । নাটীর—নাড়ীর ।

২৮ । কিছুই বুঝিতে পারিল না ।

তাহারে দেখিলে ভাল করি দিব
ইহাতে নাহিক আন ।

রাজার গোচরে বোলহ আমারে
কহিনু তোমার স্থান ॥”

শুনি বৃকভানু পুলকিত তনু

“আনত সেই সে গুণী ।

করুক গেয়ান যে হয় বিধান
তারে ডাক দিয়া আনি ॥”

গিয়া সেই দাসী বাহিরে প্রবেশি
ডাকিয়া আনিল তারে ।

অতি কুতূহলে স্তবল চলিল
লয়ে গেল অস্তঃপুরে ॥

গিয়া সে স্তবল রাধার গোচরে
ধরিল তাহার নাড়ী ।

নানা সেই তন্ত্র মন্ত্র আরোপিয়া
প্রকার প্রবন্ধে বাড়ি ॥

চণ্ডীদাস কহে — শুনহে স্তবল
আর আছে কিছু দোষ ।

বাজমন্ত্র কহ শ্রবণ ভিতরে
তবে হবে পরিতোষ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেহ ।

এই কুড়ি বর্ণ ভেদ জানাইল
পরম স্বরূপ সেহ ॥

সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন
সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি ।

সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন
গোকুলে গোপীর পতি ॥

সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শক্তি
এই কৃষ্ণ রূপে দেহা ।

এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন
যেই জন রাখে লেহা ॥”

যবে প্রবেশিল ‘কৃষ্ণ’ নাম কাণে
তখন হইল ভাল ।

আঁখি দুই মেলি করেছে কচালি
দুঃখ অতিদূরে গেল ॥

চণ্ডীদাস বলে চেতন হইল
সেই বৃকভানু-বালা ।

অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল চাহিয়া
দূরে গেল যত জ্বালা ॥

[৭০৭]

ধানশী

গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল
স্বমন্ত্র কহিল কাণে ।

কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায় রাধার স্থানে ॥

“সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিলে যে, তেঁহ
হয়েন রসিকরাজ ।

সে পল্ল নাগর স্নগড় মুরতি
বসতি গোকুল-মাঝ ॥

[৭০৮]

: কামোদ

“সেই, কেবা’ শুনাইল শ্যাম-নাম ।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ৫ ॥

না জানি কতক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব, সহি, তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐহন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয় ॥
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যার গো
কি করিব কি হবে উপায় ।”
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবর্তী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

নৌ—৫৭; নচ—৫৩ পৃঃ; তক, ১৪১। পদটি বিবিধ
পাঠান্তরের সহিত এই সকল গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে ।

- ১-১ সজনী কেন বা—পাঠা
২-১ কেমনে বা পাসরিব, ঐ;

প্রবেশিকা

দ্রষ্টব্য:—পূর্ববর্তী পদটির পাদটাকায় নীলরতনবাবু
লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণ নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাধিকার
চেতন হইল, এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন—

“সখি, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম ।” ইত্যাদি ।

ইহাতে বুঝা যায় যে, নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে এই
পদটি ইহার পরেই সন্নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু রাধার পূর্বরাগের
পদগুলি তিনি পরে একসঙ্গে মুদ্রিত করিয়াছেন বলিয়া
বোধ হয় এই পদটি সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে । এই
পদটি অবলম্বন করিয়া নীলরতনবাবু নাম-মাহাত্ম্য প্রচার
করিয়াছেন, এবং অনেক টাকাকার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক
ব্যাখ্যা প্রদান করিতেও বিরত হন নাই । কিন্তু পদটি
যে পূর্বরাগের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । দর্শন ও
শ্রবণের দ্বারা পূর্বরাগের উদয় হয় (প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য) ।

কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের এই বিধি অবলম্বন করিয়া পূর্বরাগের
পালাটি রচনা করিয়াছেন । প্রথমতঃ চিত্রপট দর্শনে এবং
পরে কৃষ্ণ নাম শ্রবণে রাধার পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল,
কবি এইভাবেই আখ্যাতিকা রচনা করিয়াছেন, অতএব
এই পদে কোন গুঢ় অর্থের সন্ধান করিতে যাওয়া সম্ভব
কিনা ইহাই বিবেচ্য বিষয় । আবার ইহাও দেখা যায় যে,
এই পদটির রচনায় চণ্ডীদাসের মৌলিকত্বও বড় বেশী নাই,
কারণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি অমুসরণ করিয়া রূপগোপ্তার
কৃষ্ণনাম শ্রবণে রাধার পূর্বরাগ-উন্মেষের বর্ণনা
বহুপূর্বেই করিয়া গিয়াছেন । বিদগ্ধমাধবের অনেক
স্থলে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—“যখন ক্রীরাধা
কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করেন, তখন রোমাঙ্কিতা
হইয়া কোন এক রমণীয়ভাব প্রাপ্ত হন” (ঐ, ২৯ পৃঃ) ।
অতএব—“সখি! এক ব্যক্তির কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর নাম
কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মতি বিলোপ করিতেছে”
(ঐ, ৮৯ পৃঃ) । আবার—“সখি, কৃষ্ণ নাম উপস্থিত
হইলেই আমাদের প্রিয়সখী ক্ষুর হইয়া থাকেন” (ঐ,
৯০৭ পৃঃ) ইত্যাদি । কিন্তু বিদগ্ধমাধবের “তুণ্ডে তাওবিনী
রতিন্” (ঐ, ২৯ পৃঃ) ইত্যাদি শ্লোকের প্রভাবও আলোচ্য
পদটিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয় । অনেক স্থলে যে ভাষ-
সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাও পরবর্তী টীকাতে প্রদর্শিত
হইল ।

টীকা

পৃঃ—১০৩ । তু—“সখি, ‘কৃষ্ণ’ এই দুই অক্ষর নাম
কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মতি বিলোপ করিতেছে”
(বিদগ্ধমাধব, ৮৯ পৃঃ) । অথবা—“কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি
মনোমধ্যে আবিস্কৃত হইয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে
পরাজিত করে” (ঐ, ২৯-৩০ পৃঃ) ।

৪ । তু—“নো জানে জনিতা কিমন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণতি
বর্ণধরী” (ঐ, ৩০ পৃঃ) । অর্থাৎ—কত অমৃত দ্বারা “কৃষ্ণ”
এই বর্ণধর নির্মিত হইয়াছে তাহা জানি না । শ্যাম-নামে—
শ্যামের নাম “কৃষ্ণ”, তাহাতে । পূর্ববর্তী পদে দেখা যায়
যে, স্ববল “কৃষ্ণ” এই নামই রাধাকে শুনাইয়াছিলেন,

অতএব সৰ্ব্বত্রই “শ্রাম-নাম” বস্তুতৎপুরুষবন্ধ পদ-
রূপেই গ্রহণ করা উচিত। তুঁ—“কেমন অমিয়া
দিয়া, কে জানি গঢ়িল ইহা, কৃষ্ণ এই ছ আঁখর করি”
(যহনন্দনদাস-কৃত অমুবাদ)। অত্র—“‘কৃষ্ণ’ এই ছই
অক্ষরের কি মধুরতা।” (বিদগ্ধমাধব, ৬৩ পৃঃ)।

৫। তুঁ—“কৃষ্ণ এই বর্ণ ছইটি যদি তুঁতে অর্থাৎ
বদনমধ্যে নৃত্য করে, তাহা হইলে বহু বহু তুঁদের নিমিত্ত
রতি বিস্তার করে” (ঐ, ২৯ পৃঃ)।

৬। তুঁ—“মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত হৈন্দ্রিয়
ব্যাপারকে পরাজিত অর্থাৎ দেহ অবশ করিয়া দেয়” (ঐ,
৩০ পৃঃ)।

৭। তুঁ—“অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়” (যহনন্দন
দাস-কৃত অমুবাদ)। অতএব পাঠান্তরের “কেমনে বা
পাসরিব তারে” পাঠ সুসঙ্গত নহে।

৮-১১। কৃষ্ণ নামের প্রভাবেই আমার এইরূপ দশা
উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গের স্পর্শ পাইলে আমার
কি অবস্থা হইত তাহা বলিতে পারি না। তুঁ—“যাহার
নাম মাত্রই সুন্দরীদিগের চিত্তকে এইরূপ বিমোহিত
করিতেছে, না জানি সে কিরূপ সুন্দর।” (বিদগ্ধ°,
৬৩ পৃঃ)। যেখানে তিনি বাস করেন, সেই স্থানের রমণীরা
তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া, তাহাদের যুবতী-ধর্ম্ম কিরূপে অকুণ্ঠ
রাখিয়াছে, তাহাই ভাবিতেছি। কোন প্রকার দার্শনিক
ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তুঁ—“হেরি কুলবতী, ছাড়ে
নিজপতি, তেজি লাজ ভয় মান” (নী—৫৮)।

১৪-১৫। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের “বিশাল বক্ষঃস্থল কুলস্ত্রী-
দিগের ধৈর্য্য-নদী রোধ করিতে সুপণ্ডিত, মুখচন্দ্র কুলধর্ম্ম
নষ্ট করে, লোচনভঙ্গী কুলস্ত্রীদিগের সমুদায় ধর্ম্ম গ্রাস করে”
(বিদগ্ধমাধব, ১৩৯-৪০ পৃঃ)। অথবা—শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ক
মাধুরী দেখিয়া “যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়”
(জ্ঞানদাসের পদে, বৈ-প-ল, ২০৫ পৃঃ)।

[৭০৯]

সুহই

চাহে চারি পাশে কুরঙ্গ-নয়ানে
দেখিল সুবল সখা।

যেমত তড়িৎ দামিনী চমকে
তৈছন পাইল দেখা ॥

সুবল মুদিল সে দুটি নয়ান
চাহিতে নাহিক পারে।

রূপের ছটায় নয়ন বারিল
দেখি অতি মনোহরে ॥

দেখিয়া নয়ন ভরিল তখন
সেই বাজিকর শিশু।

কহিতে লাগিল বৃকভাসু রাজা
শুণীরে ডাকিয়া কিছু ॥

“তুমি আসি মোর নন্দিনী জিয়ালে
কি দিব তোমারে দান।

আপন হৃদয়— ভিতরে আনিয়া
যবে দিয়ে তোরে প্রাণ ॥”

তবে কহে শিশু -- “শুন মহারাজা,
শুণীর একাজ হয়ে।

পর-উপকার বড়ই দুর্লভ
সকল জনেতে কয়ে ॥

পর-হিংসা সম নাহিক পাতক
এ তিন ভুবন লোকে।

ধিক রহু তার জীবন অসার
কি আর বলিব তাকে ॥

যদি কোন ছলে করে উপকার
যেমত বন্ধুর প্রায়।

ইহ লোক তরে উহ লোক তরে”
ষিঞ্জ চণ্ডীদাস গায় ॥

[৭১০]

কানাড়া

এ বোল শুনিয়া বৃকভানু রাজা
 মগন হইলা চিতে ।
 “তোমারে কি দিয়া আমি সে তুষিব
 কি তোবে আছয়ে দিতে ॥
 পরাণ কাড়িয়া দিই তোমা হাতে
 তবু সে শোধন নয় ।
 কোন বস্তু দিয়া তোমা স্তুখী করি
 হেন মোর মনে হয় ॥”
 করেছে ধরিয়া বাহির হইলা
 সেই শিশু লই সঙ্গে ।
 নানা রত্ন আদি কনকের মালা
 দিল হরষিত রঙ্গে ॥
 মণি-মাণিকের মালা অতি শোভা
 দিল সে এ পঞ্চজনে ।
 মকর-কুণ্ডল দোহারিয়া দিল
 অতি আনন্দিত মনে ॥
 সোনার পদক অতি মনোহর
 তাহে তাড়বালা শোভে ।
 বিচিত্র বসন সোনায়ে জড়িত
 দিল মহারাজ তবে ॥
 বহুত কাঞ্চন রজত পুরিয়া
 যুতে যুতে দিল যত ।
 হরষ বদনে তুষি পঞ্চজনে
 আদর করিল কত ॥
 চণ্ডীদাস তাই দেখে দাঁড়াইয়া
 বৃকভানু ধরি করে ।
 আদর করিয়া ভঙ্কের সামগ্রী
 কত আনি দিল তারে ॥

[৭১১]

ত্রীনট

কহে পঞ্চজন— “শুনহ রাজন,
 এক নিবেদন আছে ।
 তোমার নন্দিনী সঙ্গে একজন
 নিরবধি থাকে কাছে ॥
 দেবের নিধাত হৈয়াছিল অঙ্গে
 এবে জানি কোন দোষ ।
 যমুনাতে স্নান করাহ যতনে
 যুচুক দেবের রোষ ॥
 এক তীর্থ হয় পতিত-পাবনী
 করিলে তাহাতে স্নান ।
 সব দোষ যুচে তবে অন্ন রুচে
 ইহাতে নাহিক আন ॥”
 তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
 যমুনা-সিনান লাগি ।
 চলে সহচরী রসের নাগরী
 রসময় ধনী আগি ॥
 চলিতে গমন মন্তুর সূচারু
 ভুবন করেছে আলা ।
 সেই পঞ্চশিশু বৃন্দাবন-বনে
 আগে সে চলিয়া গেলা ॥
 যথা নটবর নাগর শেখর
 চতুরের চূড়ামণি ।
 সেইখানে গিয়া বলিল, দেখিয়া
 রহিল সুবল জানি ॥
 চণ্ডীদাস বলে— শুন হে সুবল,
 গমন করিল রাই ।
 সহচরী সনে যমুনা-সিনানে
 দেখিল পথেতে চাই ॥

টীকা

পঙ্—৩-৪। কোন অদৃশ্য দেবতা সর্বদা তোমার
কণ্ঠার সঙ্গে রহিয়াছে।

৫। নির্ধাত—আঘাত, আক্রমণ, প্রকোপ।

৬। এখনও বোধ হয় কোন দোষ রহিয়াছে।

৯। যমুনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

[৭১২]

বরাড়ী

যমুনা নিকট যথা বংশীবট
অতি সে সুন্দর থল।

নানা পঙ্কিগণ তরুগণ তাতে
ধরে নানা ফুল ফল ॥

নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকি চামেলি কুন্দ।

নাগেশ্বর আদি নানা সে কুম্ভম
চাঁপা পারুলির গন্ধ ॥

গুলাল তুলাল বাঁটি গজকুন্দ
কিংশুক আমলা কত।

কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়
লাখে লাখে ফুল যত ॥

হংস হংসিনী চক্রবাক অতি
চকোর চকোরী ডাকে।

কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী
গুঞ্জরিছে লাখে লাখে ॥

তরুলতা আর লবঙ্গ লতায়
বেষ্টিত মাধবী-তরু।

সেইখানে নব নাগর কালিয়া
মোহন মুরতি ধরু ॥

সেহেন মুরতি জলধর অতি
হেলিয়া মাধবী-তলা।

চূড়ার টালনি বন্ধিম চাহনি
ভুবন করেছে আলা ॥

বিনোদিয়া চূড়া মালতিয়া বেড়া
ময়ূর-শিখণ্ড উড়ে।

ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরাজিত
কে হেন বাঁধিল চূড়ে ॥

নাসিকার আগে মাণিকের চুলি
গজমতি তাহে দোলে।

নিভঙ্গ-ভঙ্গিম ভঙ্গিমা হইয়া
দাঁড়ায় মাধবীতলে ॥

গলে বনমালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে।

অলিকুল মত্ত লাখে লাখে কত
সতত তাহে বিরাজে ॥

পীত পরিধান বিনোদ বন্ধান
চরণে নৃপূর বায়।

পঞ্চপবনি শুনি মগন মেদিনী
মধুর মুরলী গায় ॥

চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
সুখের নাহিক ওর।

এবে সে এ বেশে যুবতী ভুলিল
মরমে হইল ভোর ॥

টীকা

পঙ্—১। বংশীবট নামক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ-চিহ্নিত স্থান
(গোবিন্দলালামৃত, ২১।২৬)। গোবিন্দলালামৃতের ২১শ
সর্গে এই স্থানের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে।

এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ২০৫-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

[৭১৩]

সিন্ধুড়া

পথের মাঝেতে আছেন স্তবল
হেনই সময়ে রাই ।
সহচরী সনে স্বরিতে মিলিল
যমুনা-সিনানে যাই ॥
কহেন স্তবল— “অপরূপ আগে
স্থল জল সেই দিকে ।
যে রূপ ছায়াতে দেখিয়ে মুচ্ছিত
সহজ মুরতি আগে ॥
এ পথে গমন না কর বিলম্ব
আগে দেখ নটরায় ।”
হংস-গমনী রাজার নন্দিনী
প্রবেশ করল তায় ॥
সহচরী রহে পথের মাঝাবে
স্তবল সঙ্গতে তথা ।
দেখিয়া নাগর নাগরীর মুখ
মুচ্ছিত ভেল তথা ॥
অবশ পরশ নয়ান নয়ান
হেরিয়া নাগরী পানে ।
নাগরী নাগরে হৃদয়ের পরে
বাঁধিল সে ছুই জনে ॥
কেবল দরশ হইল হরস
নয়ানে নয়ানে খেলা ।
বচনে মিলিল হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা ॥
বুকভানুসুতা চরণ হইতে
নিরীক্ষণ করে চূড়া ।
মনের মানসে আপনার চিতে
হৃদয়ে বাঁধল গাঁটা ॥

মনে মনে বন- ফুল তুলি রাধে
পূজল চরণ ছুই ।
নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই ॥
সূর্য্য-পূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব ।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব ॥
এ কথা অনেক বিচার করিতে
রসের চাতুর্য্য বড়ি ।
সুগড় হইলে এ সব জানিলে
বুঝিব চাতুরী তারি ॥
চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাতুরী রসের সার ।
রসিক হইলে জানিতে পারয়ে
কিবা সে কি রসধার ॥

টীকা

পৃ—৬। স্থল জল—এই জল, “জাহ্নবদ্রব্জল” অর্থাৎ
জাহ্নবপরিস্রিত জল (গোবিন্দলীলামৃত, ২১:২৭)।

৭। বাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তুমি মুচ্ছিত হইয়াছিলে
তিনি ঐদিকে রহিয়াছেন ।

১৭-২০। স্পর্শ হইল না, কিন্তু চক্ষে দেখিয়া উভয়ে
উভয়কে উপভোগ করিলেন ।

২১-২২। কেবল দর্শন হইল, স্পর্শন হইল না। এই
স্থানে ঐরূপ মিলন হইলে পূর্বরাগের পালা শেষ হইয়া
যায় বলিয়া কবি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন ।
(প্রবেশিকা দ্রষ্টব্য) ।

৩৩-৩৬। সূর্য্য-পূজা ছলে আনিয়া উভয়ের মিলন
সংঘটন করাইবেন, কবি এই কথা বলিতেছেন । ইহা
পরবর্ত্তী পালার স্বরূপে বলা হইয়াছে । (প্রবেশিকা
দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীরাধার পূর্বরাগ

[৭১৪]

. ধানশী'

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
যরে আইল বিনোদিনী ।

বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া' কাঁদিয়া'
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি ॥

বাম' করোপর রাখিয়া' কপোল'
মহায়োগিনীর পারা ।

ও দুটি নয়ানে বহিছে সননে
শ্রাবণ মেঘেরি' ধারা ॥

হেন কালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবার' তরে ।

সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া
তুলি' বসাইল কোরে' ॥

নিজ বাস দিয়া মুখানি' মুছায়া'
কহিছে' মধুর বাণী ।

“আজু কেন ধনি হয়েছ এমনি
কি' হেতু কহনা' শুনি ॥

সব' দিন' মুখে হাসি বিনে' মুখে
কখন' না দেখি' আন ।

আজু' কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥

টাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান' ।”

চণ্ডীদাস কহে বেজ্ঞে হৃদয়ে'
শ্যামের' পিরীতি-বাণ ॥

নী—৪৫ ; নচ—১৪০ পৃঃ ; বিপু, ২৮৯ ।

১' বাদ, ২৮৯ ২-২ কান্দি ২, ঐ ।

০' নিজ, নী । ৪-৪ ধরিয়া কপাল, ২৮৯ ।

৫' মেঘের, ২৮৯ । ৬' ভেটিবার, ঐ ।

১-১' তুলিলা লইয়া করে, নী ।

৫-৫' মুছিয়া পুছয়ে, ঐ ।

২' মধুর, ঐ ।

১০-১০' কহবা কি লাগি, ঐ ।

১১-১১' আজ্ঞনম, ঐ । ১২' বিধু, ঐ ।

১৩-১৩' কতু না হেরিয়ে, ঐ ।

১৪-১৪' বাদ, ২৮৯ ।

১৫' মরমে, ঐ । ১৬' কানুর, ঐ ।

টীকা

রাধা যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা এই পদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব পূর্ববর্তী আখ্যানিকার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া পদটি প্রথমেই স্থাপিত হইল।

পঙ—৫-৬। ত্রয়স্তের চিন্তায় নিমগ্না শকুন্তলার চিত্তের অমুরূপ। তু'—“বামহস্তের উপর বদন গুস্ত করিয়া চিত্তার্ণিতার আয় শকুন্তলা ভর্তৃচিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছে” (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৪র্থ অঙ্ক)।

৭-৮। তু'—রাধার প্রতি বিশাখার উক্তি—“তোমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইয়া ভূমিকে পঙ্কিল করিতেছে।” (বিদগ্ধমাধব, ৬৯ পৃঃ)।

১৫-১৬। ললিতা বিশাখা সখীর উল্লেখ পূর্ববর্তী ৭১৩ সং পদে রহিয়াছে। বিদগ্ধমাধব নাটকেও রাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় ললিতা আসিয়া রাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“সখি, তোমার অঙ্গ বিবশ কেন ?” (ঐ, ৬৬ পৃঃ)।

অষ্টব্যা:—নচ'র পাঠান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা পুঁথি হইতে জ্ঞানদাসের ভণিতাসহ এই পদের অমুরূপ একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭১৭]

ধানশী.

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার^১
 তিলে^২ তিলে^৩ আসি^৪ যাও^৫ ।
 মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
 কদম্ব-কাননে চাও^৬ ॥

রাই^৭, এমন কেনে বা হৈলে^৮ ।

গুরু ছুরুজনে ভয়^৯ নাহি মনে^{১০}
 কোথা বা কি দেবে পাইলে ॥

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
 সংবরণ নাহি কর^{১১} ।

বসি থাকি থাকি উঠ^{১২} 'যে' 'চমকি
 ভূষণ^{১৩} 'খসাইঞা^{১৪} 'পর^{১৫} ॥

রাজার বিয়ারী^{১৬} বয়সে কিশোরী
 তাহে কুলবধু^{১৭} বাল।

কিবা অভিলাষে বাঢ়াল্যে লালসে
 বুঝিতে^{১৮} 'নারি এ ছলা^{১৯} ॥

তোমার চরিত্র অতি বিপরীত
 হাত বাড়াইলা চাঁদে ।

চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে^{২০}
 ঠেকিলে কালিয়া^{২১} 'ফাঁদে ॥

নৌ-৪৬; নচ-৪৭ পৃঃ; তরু, ২৯; বিপু, ২২২, ২২৭
 ইত্যাদি ।

^১ দশবার, ২২২

^{২-২} নিত্য নিত্য, ২২৭

^৩ আশ্র, ২২৭; আসে, নী

^৪ যায়, তরু, নী

^৫ চায়, ঐ

^৬ সহ, ২২৭

^৭ হৈল, তরু, ২২২; হইল, নী

^{৮-৮} ভয় না মানিল, নী; 'নাহি মন, তরু; 'না মানিলে,
 ২২৭ ।

^৯ করে, তরু, নী, ২২২

^{১০-১০} উঠসি, নচ 'বসন, ২২৭

^{১২} খসাইঞা, ঐ । 'পরে, তরু, নী ।

^{১৪} কুমারী, তরু । 'কুলবধী, নী ।

^{১৬-১৬} না বুঝ তাহার', তরু ।

^{১৭} অহুনয়, নী । 'বন্ধুর, ২২৭; কালার, ২২২

পদটি নী, নচ এবং তরুতে বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত
 উদ্ধৃত রহিয়াছে ।

টীকা

স্রষ্টব্য:—এই পদটির প্রথম অংশ উজ্জলনীলমণির
 নিম্নোক্ত শ্লোকটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, শেষের অংশেও
 বিদগ্ধমাধব নাটকে বর্ণিত পৌর্ণমাসী প্রভৃতির উক্তির প্রভাব
 পরিলক্ষিত হয় । বস্তুতঃ নচ গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় যে পাঠান্তর
 উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আছে—“রাধা বিনোদিনী, নবানু-
 রাগিনী, শ্রাম-শ্রেম জাগে যারে । তা দেখি সখিনী,
 আকুল হইঞা, কহে পূর্ণমাসী তারে ॥” ইহাতেও স্পষ্টই
 বুঝা যায় যে, বিদগ্ধমাধব নাটক হইতে কবি ভাব গ্রহণ
 করিয়াছেন । নিম্নোক্ত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা নামক
 টীকাতেও আছে—“ললিতা শ্রীরাধামাহ ।” তরুতেও
 “রাধার প্রতি সখীর উক্তি” রূপে এই পদের পাঠান্তর উদ্ধৃত
 হইয়াছে । অতএব রাধাকেই বলা হইতেছে, এইভাবেই
 পদের পাঠ গ্রহীত হইল । ইহাতে পূর্বরাগে গুণস্বক্য,
 চপলতা, ঘূর্ণা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে ।

পঙ্-১-৪ । তু—“সমুদবাসিতান্নিক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশ-
 স্ত্যাসৌ ঋটিতি ঘটিকামধ্যে বারাহুতে ব্রজসীমনি ।” ইত্যাদি ।

(উজ্জলনীলমণি, ৮৪৬ পৃঃ)

অর্থাৎ—“তুমি কেন ঘটিকার মধ্যে শতবার গৃহ হইতে
 নির্গত হইয়া ব্রজসীমায় গমন করতঃ তথা হইতে পুনরাগমন
 করিতেছ, কেনই বা গুরুতর ত্রাসহেতু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে
 করিতে কদম্বকাননের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ ?”

(ঐ) ।

৫। তু°—“অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন ?”
(বিদগ্ধমাধব, ৬৬ পৃঃ)

[৭১৬]

: সিঞ্চুড়া

৬-৭। “সাম্বী ঘোর ছরুবার, গোআল বিশাল, প্রতিবোল
ননন্দ বাছে” (কৃঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ)। এইরূপ ছরুবার
স্বামী, এবং ননন্দাদি দুর্জনদিগকেও তুমি ভয় করিতেছ না,
তুমি কি কোন দেবতা প্রাপ্ত হইয়াছ ? তু°—“আহার পদ
লক্ষী সেবা করেন, তুমি কি সেই অসুলভ বস্তুতে অভিলাষ
করিতেছ ?” (বিদগ্ধমাধব, ১৭৮ পৃঃ)।

অথবা—“রাধার চিত্ত ভূমিতে কোন্ নবীন গ্রহ প্রবেশ
করিয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।”

(ঐ, ৯৬-৭ পৃঃ)।

৮-১১। পদকল্পতরুর ২৪ পৃষ্ঠায় যে পাঠান্তর উদ্ধৃত
হইয়াছে তাহাতে এই চারি পঙ্ক্তি নাই। মূলরচনায় ইহা
ছিল কি না সন্দেহজনক।

সদাই চঞ্চল—বাগবান ঘরের বাহিরে যাতায়াত করিতেছেন
বলিয়া।

১২-১৫। তুমি রাজার বিয়ারী—“বিশুদ্ধ কুলে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছ” (বিদগ্ধমাধব, ১০২ পৃঃ), এবং বরসে
কিশোরী, যেহেতু “এযাবৎ তোমার মতি রসিকতা সমূহে
পটায়সী হয় নাই, শরীরে বাল্যচাক্ষু্যই রহিয়াছে, তথাপি
তুমি মনে কোভ বিস্তার করিতেছ কেন ?”

(ঐ, ৯৩ পৃঃ)।

১৬-১৭। তু°—“তুমি গগনচর চক্ষুকে হই হস্তে গ্রহণ
করিতে কুভকিনী হইও না” (ঐ, ১৭৯ পৃঃ)।

১৯। তু°—“এই কোমলাঙ্গী কুরঙ্গী প্রথমে জালে
নিপতিত হইলেন” (ঐ, ৬৫ পৃঃ)।

আগো^১, রাধার কি হৈল^২ অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে^৩ এংলে
না শুনে কাহারো^৪ কথা ॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা ॥

বিরক্তি^৫ আচরে^৬ রাজ্য বাস পরে
মহা^৭ যোগিনীর^৮ পারা ॥

আউলাইয়া^৯ বেণী খুলয়ে^{১০} গাঁথনি
দেখয়ে আপন^{১১} চুলি।

হসিত^{১২} বদনে^{১৩} চাহে মেঘপানে^{১৪}
কি কহে^{১৫} দুহাত তুলি ॥

এক দিঠ^{১৬} করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

নী ৪৭ ; নচ-৫০ পৃঃ ; তরু, ৩০ ; ষিণু, ২৯২, ২৯৭
ইত্যাদি।

^১ কেবল নী-তে আছে। ^২ হলো, নী।

^৩ থাকই, ঐ। ^৪ কাহার, ঐ।

^৫ বিরতি, তরু, নী, ২৯২। ^৬ আহারে, ঐ।

^{৭-৮} যেমত যোগিনী, তরু ; যেন^৯, নী।

^৯ এলাইয়া, নী। ^{১০} ফুলয়ে, তরু।

^{১১} ষগাঞা, ঐ। ^{১২} স্নহাস, ২৯৭।

^{১৩} বয়ানে, নী। ^{১৪} চক্ষু^{১৫}, ২৯৭ ; নচ

^{১৬} চাহে, ২৯২, ২৯৭। ^{১৭} দিঠি, ২৯৭।

পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত তরু ও নচ^{১৬}তে উদ্ধৃত
রহিয়াছে।

প্রস্তাব্য:—পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কোন সখী কাহারও নিকটে রাখার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। দীন চণ্ডীদাসের রচনার ধারা অনুসরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এইরূপ পদ তাঁহা দ্বারা রচিত হইলে ইহার পূর্বে সখীদের কথোপকথনমূলক কোন ঘটনা তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সংগ্রহকারণের কৃপায় পদটি পূর্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতএব পালা হইতে বিচ্ছিন্ন পদটির রচয়িতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারেনা। বিশেষতঃ বিদগ্ধমাধবদি গ্রন্থের ভাব-সাদৃশ্য যে পদটিতে রহিয়াছে তাহাও পাদটীকায় প্রদর্শিত হইল। এই অনুকরণ অপরের পক্ষেও হ্র:সাধ্য নহে, কিন্তু পদটি চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

টীকা

পঙ্—১-৭। উজ্জলনীলমণিতে পদ্মাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত রহিয়াছে :—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়ন্য বদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চোদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিখ্যমভাতি তে
তদ্বয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিম্বা বিয়োগিস্তসি॥
(ঐ, ৬২১ পৃঃ ; তু°—পদ্যাবলী, ২৩৯ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ—পূর্বরাগবতা শ্রীরাধাকে বিশাখা বলিতেছেন—
“রাধে, তোমার আহারে বিরতি হইল কেন? সমস্ত বিষয়েই তোমাকে নিবৃত্ত দেখিতেছি। তোমার নাসাগ্রে নয়ন, মনের একতান, মৌনাবলম্বন প্রভৃত্তিতে তোমার নিকট এই বিশ্ব শূন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব সখি! তুমি যোগিনী কি বিয়োগিনী তাহা সত্য করিয়া বল।”
নচ°তে বলা হইয়াছে—“পদটি এই শ্লোকেরই আধারের উপর রচিত বলিয়া মনে হয়।” পদের প্রথমাংশে এই শ্লোকের প্রভাব লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু অন্তঃপ্রবেশ ইহার ভাবসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

৬-৭। তু°—“তদবধি চিরচিন্তাচক্রশক্তি বিরক্তিং
মম মতিরূপভোগে যোগিনীবি প্রযাতি ॥
(বিদগ্ধমাধব, ১০৭ পৃঃ)।

অর্থাৎ—“আমার মতি চিরকালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ত্রায় উপভোগ বিষয়ে বিরক্তি লাভ করিয়াছে।”

রাজা বাস পরে—রাধার বসনের বর্ণ নীল, কিন্তু যোগিনীর অনুকরণে, অথবা অনুরাগব্যঞ্জক বলিয়া এখানে রাজা বাসের উল্লেখ রহিয়াছে।

৮-৯। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাদৃশ্যের জন্ত।

১০-১১। তু°—“যদি দৈবাৎ অসিতবর্ণ নবজলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তৎকর্ণাৎ আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয় ইচ্ছা করেন।” (বিদগ্ধমাধব, ১৯১ পৃঃ)।

১২-১৫। তু°—“শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প অবলম্বন করে। ইহা যুকুন্দের নবানুরাগ সমূহেরই ঔদ্ধত্য (ঐ ৯৬-৯৭ পৃঃ)।

| ৭১৭ |

গাফ্কার°

সই°২, কি° আজু° দেখিলু° রঙ্গ।

আজু° গিয়াছিলু° যমুনা-সিনানে°
দুই চারি সখা°-সঙ্গ ॥

একে° কাল° দেহ,— বসন ভূষণ—
চূড়াটি টালিয়া° বামে।

হিরণ্য° জমুজ্জ° তাহে° আরোপিত
বেড়িয়া কুসুম-দামে°° ॥

তার মাঝে°২ দিয়া° ময়ূরের পাখা
হেলিচ্ছ ছলিছে বায়।

যেমন°° রবির স্ততার তরঙ্গ
লহরী তেমতি প্রায়°° ॥

ভালে^১ শশধর মলয়^২ চন্দন
তার মাঝে গোরোচন।
তাহার সৌরভ^৩ পেয়ে^৪ অলিকুল^৫
করে^৬ আসি^৭ আনাগোনা ॥

নাসা খগ জিনি কিবা^৮ কির গণি^৯
এ^{১০} ছুটি^{১১} লখিলে নয়।
আকর্ণ^{১২} পূরিত এ^{১৩} ছুটি লোচন^{১৪}
চঞ্চল^{১৫} শোভিত^{১৬} হয়^{১৭} ॥

কটাক্ষ মিশালে হাসির হিম্মোলে
অমিয়া বরিখে^{১৮} রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা থাকি দিবা^{১৯} নিশি^{২০} ॥০০

গলে^{২১} বনমালা^{২২} কিবা^{২৩} করে আলা^{২৪}
যমুনা ছুকুল ভরি।
পীতবাস অতি কাঞ্চন^{২৫} মুরতি
করেতে মুরলী ধরি ॥

এত দিন বসি গোকুল-নগরে
না দেখি না শুনি কাণে।
এমন মুরতি গড়ে কোন বিধি
দীন^{২৬} চণ্ডীদাসে^{২৭} ভণে ॥

নী-৫৬; বিপু, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭, ৩৪০, ২৩৯৪, ৩৮১২
ইত্যাদি।

^১ রাগ সায়দ, ২৯৫; বাদ, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪, ৩৪০,
৩৮১২।

^২ সখি, ২৮৯, ২৯৭; বাই, ৩৮১২; বাদ, ৩৪০।

^{৩-৪} আজু কি, ২৮৯; কি আর, ২৯৭।

^৫ দেখিল, নী; দেখিছ, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪;
পেখিল, ৩৮১২।

^{৬-৭} গিয়াছিলাম, ২৮৯; গিয়াছিছ, ২৯৫, ২৩৯৪।

^{৮-৯} যমুনার কূলে, নী। এই পঙ্ক্তিটা ২৯৭ পুথিতে
এইভাবে আছে—“জমুনা সিনানে, সিআছিলাম আমি।”

^১ জন, নী।

^{২-৪} এক কালা, নী; কালা, ৩৮১২।

^৫ বেন্কাছে, ২৮৯; টালনি, ২৯৭; টালিএ, ২৩৯৪।

^{১০-১১} হেরষ অমুজ, নী, ২৮৯, ২৯৫, ২৩৯৪; হেরমু
অমুজ, ২৯৭; হেরষ জমুজ, ৩৪০; হিরণ্যজমুতা (জ ?) র,
৩৮১২।

^{১১-১১} বাদ, ৩৮১২। ^{১২} মাঝ, নী।

^{১৩} বাদ, ৩৮১২।

^{১৪-১৪} জেন রবিসুতা তরঙ্গ লহরী তেমতি দেখিয়ে প্রায়,
৩৮১২।

^{১৫} তাহে, নী, ২৯৫, ২৯৭, ২৩৯৪; তাতে, ৩৮১২;
তাথে, ৩৪০।

^{১৬} মলয়া, ২৯৭।

^{১৭} সৌরভে, ২৮৯।

^{১৮} পেয়া, ২৮৯; পায়্যা, ২৯৫, ৩৮১২; পাইআ, ২৯৭;
পায়্য, ২৩৯৪।

^{১৯} অলিগণ, ২৮৯; অলিরাজ, ২৯৭।

^{২০-২০} কত করে, ২৮৯, ৩৮১২, ৩৪০; তাহে করে,
২৯৫, ২৩৯৪;

^{২১-২১} বাদ, নী; কিরগনি, ২৮৯; কিরগনি, ২৯৭।

^{২২-২২} এই ছুই, নী, ২৯৭; ছুই, ২৮৯, ৩৮১২; ও
ছুই, ৩৪০।

^{২৩} শ্রীকৃষ্ণ, ২৯৭।

^{২৪-২৪} সে ছুই নআন, ২৮৯; সে, নী, ২৯৫, ২৩৯৪;
এই ছুই, ৩৮১২; ওছুটি, ৩৪০।

^{২৫} চঞ্চলে, নী।

^{২৬} সজ্জিত, ২৮৯, ২৩৯৪।

^{২৭} ভায়, নী।

^{২৮} বরিসে, ২৮৯।

^{২৯-২৯} নিশি দিশি, নী, ৩৪০।

^{৩০} এই চারি পঙ্ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই।

^{৩১-৩১} গলার মালা, ৩৪০।

^{৩২-৩২} করিছে আলা, ঐ।

^{৩৩} যোহন, ৩৮১২।

^{৩৪-৩৪} দ্বিজ চণ্ডীদাস, নী, ২৯৭; দ্বিজ, ৩৮১২

দ্রষ্টব্য:—পূর্ববর্তী ৭১১ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা মাত্র একজন সখী সঙ্গে করিয়া যমুনামানে গিয়াছিলেন, কিন্তু এই পদে “ছইচারি” সখীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে মূল আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, অথচ পদটি রাধার মানের প্রশঙ্গ লইয়াই রচিত হইয়াছে, এবং চণ্ডীদাসের মূল রচনার ভাব ও বর্ণনা ইহাতে অনুরূপ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এইজন্ত পদটি সন্দেহজনক ও পরবর্তী রচনা বলিয়াই বোধ হয়। রাধা অথ কোন সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের রচনার এইরূপ কোন আখ্যায়িকা আমবা ইহার পূর্বে পাই নাই। তাহার অভাবে বুদ্ধচ্যুত কুম্বমের জায় এই পদটিকে স্বস্থানে আরোপিত করা সম্ভবপর নহে।

পঙ্-৪। এখানে শ্রামের একটা মোটামুটি রূপবর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।—শ্রীহার দেহ কাল, এবং বসনভূষণে সজ্জিত। “একে কাল দেহ”, এবং “বসনভূষণ”, এই উভয়ই ন্যূনপদ বাক্য, পদবিছাদে দ্রুত রূপবর্ণনার প্রয়াস সূচিত করে। কিন্তু ৫ম পঙ্ক্তিতে চূড়ার প্রশঙ্গে উপস্থিত হইয়াই কবি রাধাকে অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে রূপবর্ণনায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলে পর, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইবার কালে, প্রথমতঃ সেরূপ গোলমাল হইয়া যায়, চতুর্থ পঙ্ক্তিতে ঠিক সেই ভাবটি পরিষ্কৃত হইয়াছে। কাল—অর্থাৎ নবজলধর-বর্ণ।

৬-৭। নীতে আছে “হেরষ অমুজ”। পূর্ববর্তী ৬৯৭ সং পদেও “হেরষ অমুজ তলে আরোপিত” রহিয়াছে (নী-২৯ সং পদ দ্রষ্টব্য)। ইহা সহজবোধ্য নহে। কিন্তু পাঠান্তরে “হিরণ্যজমুজ” পাওয়া যাইতেছে। হিরণ্য (স্বর্ণ) হইতে জমু (উৎপত্তি) বাহার (অর্থাৎ সোনার গুটিকা)—হিরণ্যজমু। এই প্রকার গুটিকা গ্রথিত করিয়া জাত (প্রস্তুত) মালা বিশেষকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী ১১৪ সং পদে (নী-৫২৭ সং পদ) শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার বর্ণনায় আছে—“সোনার ছধরি, মালা দিয়া ফেরি, মাণিক ধোপনি সাজে।” অতএব শ্রীকৃষ্ণের চূড়াতে যে ছই স্তর সোনার মালা ছিল, এই বর্ণনা চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত পদেও

পাওয়া যাইতেছে। আবার হেরষ অমুজ অর্থে কার্তিকের, এবং লক্ষণায় ময়ূরপুচ্ছের কল্পনাও এই স্থানে করা যায় না, কারণ পরবর্তী ৮ম পঙ্ক্তিতেই ময়ূরপুচ্ছের কথা রহিয়াছে। অতএব হিরণ্যজমুজ পাঠই গৃহীত হইল।

১০-১১। রবিশঙ্ক যমুনার তরঙ্গের জায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে।

১২-১৩। জু—“কপালে মলয় চন্দন তিলক, তাহে গোরোচনা ফোঁটা” (প্রথম খণ্ড, ১১৪ সং পদ)।

১৬। নাসিকা গকড় অথবা টীম্বাপাখীর চক্ষুর জায়। জু—“নাসা সে সুন্দর, জেযত কিরের চক্ষু” (১৬ সং পদ)।

[৭১৮]

কামোদ

বরণ দেখিলু^২ শ্যাম জিনিয়াত^৩ কোটা কাম
বদন জিতল কোটা শশী।
ভাঙ ধনু-ভঙ্গা-ঠাম নথান-কোণে পুরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই, এমন সুন্দর বরকান।
হেরিয়া^৪ সে মুরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া^৫ লাজ ভয় মান ॥৬॥
এ বড় কারিগরে^৬ কুঁদিলে^৭ তাহারে
প্রতি অঙ্গে^৮ মদনের শরে।
যুবতী-ধরম ধৈর্যা-ভুজঙ্গম
দলন^৯ করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিলু^{১০} দর্পণাকার।
তাহার উপরে^{১১} মালা বিরাজিত^{১২}
কি দিব উপমা তার ॥

নাভির উপরে লোম^১-লতাবলী
 সাপিনী আকার শোভা ।
 উরুর^২ বলনি রাম^৩ কদলী^৪
 তমাল^৫ জিনিয়া^৬ আভা ॥
 চরণ-নখরে^৭ বিধু বিরাজিত^৮
 মণির^৯ মঞ্জীর^{১০} তায় ।
 চণ্ডীদাসের^{১১} হিয়া সেরূপ দেখিয়া
 চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

নী—৫৯ ; তরু, ১৫৩ ; বিপু—৩৩৪৮

^১ বাদ, ৩৩৪৮

^২ দেখিমু, নী ; দেখিল, ৩৩৪৮

^৩ জিনিয়া জে, ৩৩৪৮

^৪ হেরি, নী

^৫ তেজিয়া, ৩৩৪৮

^৬ বাদ, নী, ৩৩৪৮

^৭ কারিকরে, নী

^৮ কুন্দিলে, তরু

^৯ অঙ্গ, ৩৩৪৮

^{১০} দমন, নী, তরু

^{১১} দেখিমু, নী, ৩৩৪৮

^{১২} উপর, ৩৩৪৮

^{১৩} মনোহর, ঐ

^{১৪} রোম, ঐ

^{১৫} ভুরুর, নী

^{১৬-১৭} কামধমু জিনি, নী ; কদলিনী, ৩৩৪৮

^{১৮-১৯} ইন্দ্র ধনুকের, নী

^{২০-২১} নখ কোণ, জাবক রঞ্জিত যেন, ৩৩৪৮

^{২২-২৩} মণিময় মূপুর, ঐ

^{২৪} চণ্ডীদাস, নী

পূর্বরাগের এইরূপ পদ বিদগ্ধমাধবদি গ্রন্থের প্রভাবাধীনেও
 রচিত হইতে পারে ।

পঙ্—১। ষোটা কাম—তু°—“কন্দর্পকোটিলগিতং
 বপুরাদধানঃ” (পতাবলী, ৯১ পৃঃ) ।

২। তু°—“পূর্ণিমাতিথির চন্দ্রকে জয় করিয়া ইহার
 সুখখানি নিজের গর্ভ পূর্ণ করিয়াছে” (নৈষধ, ৭।৫৩) ।

৩। তু°—“ক্রু ছইটি রতিদেবী ও কামদেবের ছইখানি
 ধনু” (ঐ, ২।২৮) । অত্র—“কামানসদৃশ শোভে ক্রুহি
 যুগল (কৃঃ কীঃ, ৬ পৃঃ) ।

৫-৭। যেহেতু—“তীহার বক্ষঃস্থল কুলজ্ঞীদিগের ধৈর্য্য
 নদী রোধ করে, মুখচন্দ্র কুলধর্ম্ম সঙ্কোচ করে, বাহু লজ্জা
 বিনাশ করে, এবং লোচনভঙ্গ্যরূপ ভুজঙ্গ কুলজ্ঞীদিগের
 সমুদায় ধর্ম্ম গ্রাস করে” (বিদগ্ধমাধব, ১৩৯-৪০ পৃঃ) ।

১০-১১। তু°—“এষ হৈর্য্যভুজঙ্গসজ্বদমনাসঙ্গে বিহঙ্গে-
 খরা” (ঐ, ৭১ পৃঃ) । উপমার সাদৃশ্য লক্ষণীয় ।

১৬-১৭। তু°—“নাভি-সরোবরে লোম-ভুজঙ্গিনী”
 (তরু, ২১ সং পদ) ।

[৭১৯]

কামোদ^১

টীকা

দ্রষ্টব্য:—শ্রীরাধা কোন সখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের
 রূপ বর্ণনা করিতেছেন, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে ।
 পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইলে ইহার পূর্বে এইরূপ
 কোন আখ্যায়িকা নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট ছিল । সেই
 আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত বর্ণনাস্বক এই পদটি সংগ্রহ-
 গ্রন্থের সাহায্যে প্রচারিত হইয়া থাকিবে, অথবা রাধার

যাইতে^২ দেখিলু° শ্যামে কি করিবে° কোটী কামে
 ভাঙ°-ভঙ্গিম সূঠাম ।

ও°চাঁদ বদনে চাহে যাহা° পানে
 সে ছাঁড়ে কুল অভিমান ॥

সই, এমন সুন্দর কান ।

হেয়ি° কুলবতী° ছাড়ে নিজপতি
 তেজি° লাজ ভয় মান° । ক্র° ১ ॥

অতি সুশোভিতঃ^১ বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখি যেঃ^২ দর্পণাকারঃ^৩ ।

তাহার উপরেঃ^৪ মালঃ^৫ শোভিয়াছে ভাল
উপজেঃ^৬ মদন-বিকারঃ^৭ ॥

নাভিরঃ^৮ উপরেঃ^৯ জন্ম তম্বাল জিনিয়া তনু
দলিতঃ^{১০} অঞ্জনঃ^{১১} জিনিঃ^{১২} আভা ।

বড় কারিকরঃ^{১৩} কুঁদিয়াছে ভালঃ^{১৪}
রাম কদলি জিনিঃ^{১৫} শোভা ॥

চরণঃ^{১৬} নখের শোভা যে চান্দ্রেরঃ^{১৭}
মণিময় নূপুর পায়ঃ^{১৮} ॥

চণ্ডীদাসের হিয়া ওরূপঃ^{১৯} দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

নী—৫৮ ; বিপু—২২২, ২২৭

১ বাদ, ২২২, ২২৭ ২ সখি জাইতে, ২২৭

৩ দেখিল, নী, ২২২ ৪ করে তার, ২২৭

৫ ভাঙর, ২২২, ২২৭ ৬ বাদ, নী ; সে, ২২৭

৭ জার, ২২৭ ৮-৯ হেরিআ যুবতি, ঐ

১০ তেজিয়া, ২২২

১১ সান, ২২২ ; আন, ২২৭

১২ বাদ, নী, ২২৭ ১৩ সে শোভিত, নী

১৪ সে, নী ; এ, ২২৭

১৫ দর্পন আকার, ২২২ ; দর্পন কোর, ২২৭

১৬-১৭ তাহার মাল, শোভিয়াছে ভাল, ২২৭ ; উপর,
মণিময় হার, ২২২

১৮-১৯ উপজিছে, ২২২ ; ধৈরজ না রহে মোর, ২২৭

২০-২১ নাভির, ২২৭

২২-২৩ দলিতাঞ্জন, ২২২ ২৪ বাদ, ২২৭

২৫-২৬ কারিগরে, উরে কুঁদিয়াছে, ২২৭ ; কারিকর
উরে, কুঁদিয়াছে ভাল তারে, ২২২

২৭ বাদ, নী, ২২৭

২৮-২৯ চরণ-নখর-কোণে, রঞ্জিত শোভিত যেনে, নী,
২২৭

৩০ ভায়, ২২২, নী । ৩১ সে, ২২২, ২২৭

ত্রুট্য—এই পদটিকে নীলবতনবাবুর চণ্ডীদাসে
৫৮ সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া পৃথক পদরূপে স্থাপন করা
হইয়াছে, কিন্তু ইহা পূর্ববর্তী পদটিরই প্রকারভেদ মাত্র ।

[৭২০]

ধানশী

সই গো, কিবা সে শ্যামের ছবিঃ^১ ।

কোটা মদন জন্ম নিন্দিতঃ^২ শ্যামঃ^৩ তনু
উদয়ঃ^৪ হইয়াছে শশী রবিঃ^৫ ॥

কিবাঃ^৬ অপকৃপঃ^৭ অমিয়াঃ^৮ স্বরূপঃ^৯
নয়নঃ^{১০} জুড়ায় চাঞাঃ^{১১} ।

হেনঃ^{১২} মনে লয়ঃ^{১৩} নহেঃ^{১৪} কুল ভয়ঃ^{১৫}
কোলে করি গিয়াঃ^{১৬} ধাঞাঃ^{১৭} ॥

তরলঃ^{১৮} মুরলীঃ^{১৯} করিল পাগলী
রহিতে নাঃ^{২০} দিলঃ^{২১} ঘরে ।

সবারে বলিয়াঃ^{২২} বিদায় লইবঃ^{২৩}
কিঃ^{২৪} মোরঃ^{২৫} সোদরঃ^{২৬} পরেঃ^{২৭} ॥

ধরম করম দূরে তেয়াগিলুঃ^{২৮}
মরনেঃ^{২৯} লাগিল যে ।

চণ্ডীদাসেঃ^{৩০} ভণেঃ^{৩১} আপনঃ^{৩২} পরাণেঃ^{৩৩}
বুঝিয়া করিবে সেঃ^{৩৪} ॥

নী—৬০ ; বিপু—২২২, ২২৭

১ বাদ, ২২২, ২২৭

২-৩ শ্যামের বরণছটার কিবা ছবি, নী, (শ্যামের
কিরণ) ২২২ ; (শ্যামের বদন) নী (পাঠান্তর) ।

৪-৫ জিনিয়া শ্যামের, ২২২ ; নিন্দিতা, নী ।

- ১-১ উদইছে যেন রবি শশী, নী ; উদয়িছে হেন°,
২২২ ।
- ১-২ কিবা সে শ্রামের রূপ, নী, ২২২ (সেই কিবা°)
- ১-৩ সুধাময় রসকূপ, নী ; বাদ, ২২২
- ১ নয়ান, ২২২, ২২৭
- ১ বাহা চেয়ে, নী ।
- ১-২ হেন মোর মনে হয়, নী ; হেন মনে হয়, ২২২
- ১০-১ যদি লোকভয় নয়, নী ; করি লোক ভয় নয়, ২২২
- ১১-১ জাঞা ধাঞা, ২২২ ; যেয়ে থেয়ে, নী ।
- ১২ তরুণ, নী ; এমন, ২২৭
- ১৩ মুকুতি, ২২৭
- ১৪-১ নারিলুঁ, ২২২, ২২৭
- ১৫ কহিয়া, ২২২, ২২৭
- ১৬ হইয়া, ২২২ ; হইব, ২২৭
- ১৭-১ কি কবে, ২২২ ; কি করে, নী ।
- ১৮ দোসর, ২২২ ; সহদর, ২২৭
- ১৯ তেয়াগিল নী ২০ মনেতে, ২২২, ২২৭
- ২১ চণ্ডীদাস, নী ২২ কয়, ২২৭
- ২৩-২ আপনাব মনে, ২২৭
- ২৪ জে, ২২২

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সম্বন্ধ প্রাপ্তি রাখার উক্তি । এইজাতীয় পদের আখ্যায়িকা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পদের পাদ-টীকায় আলোচনা করা হইয়াছে । পদটির প্রথমভাগে দীর্ঘ ত্রিপদী এবং শেষের অংশে লঘু ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সাধারণতঃ একই পদ এইরূপ দুই প্রকার ছন্দে রচিত হইতে দেখিলে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হইয়া থাকে । তারপর পদবর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম অংশে রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু ইহার পরেই বংশীধ্বনি শ্রবণের কথা রহিয়াছে । দীন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পালা যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বংশী-ধ্বনি শ্রবণে রাখার পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ

কোন আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না । অতএব পদটি চণ্ডীদাসের রচিত কি না সে সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহের কারণ বর্তমান রহিয়াছে ।

পঙ্-৮-১১ । তু°—“গুরুজনের গজনা, অযশ, গৃহ-স্বামীর কঠিন ব্যবহার, মুরাতির মুরলী এ সমস্ত একেবারে বিশ্বরণ করাইয়া দিল” (পদাবলী, ১৭৩ শ্লোক) ।

[৭২১]

কামোদ°

“জলদ-বরণ° কানু দলিত-অঞ্জন তনু°

উদয়° হয়্যাছে° সুধাময় ।

নয়ন-চকোর মোর পিতে° করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ° নাহি সয়° ॥

সই, কি° পেখলু যমনার কুলে° ।

ভালে সে গোকুল° —নাগরী° পাগল°°
সকল লোকেতে বলে ॥°° ॥ ধ্রু

কিবা সে চাহনি ভুবন-ভুলানী°°
দোলনী°° গলার মাল ।

মধুর°° ছলে°° ভমরা বুলে°°
বেড়িয়া তাঁহি°° রসাল ॥

দুইটি°° লোচন মদনের বাণ
চাহিয়া°° পরাণে°° হানে ।

পশিয়া মরমে যুচায় পরমে
পরাণ°° সুহিতে টানে ॥”

চণ্ডীদাসে কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর ।

যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল
কি°° তার কুলবিচার°° ॥

নী—৬১ ; বিপু—২২২, ২২৭, ৩৩৪৮

[৭২২]

১ বাদ, সকল পুঁথি কিবা সে বরন, ৩৩৪৮

২ জহু, নী (পাঠা)

: কামোদ'

৩-৪ উদইছে, নী, ২২২ ; উগারিছে, ২২৭

৫ চিত, ৩৩৪৮

৬-৭ লখিল নাহি হয়, ২২২, ২২৭, ৩৩৪৮

৮-৯ দেখিহু শ্রামের রূপ বাইতে জলে, নী, ২২২ ;

দেখিলুঁ জাইতে জলে, ২২৭

১০ গোকুলনারী, নী

১১ হইয়াছে, নী ; হয়াছে, ২২২

১২ পাগলী, নী ১১ বাদ, নী, ২২৭, ৩৩৪৮

১৩ ভুলনী, নী, ২২২ ; মোহনি, ৩৩৪৮

১৪ শোভিত, নী

১৫-১৬ োলোভে, নী ; কিবা মধুলোভে, ২২২ ; মধুর
লোভএ, ২২৭

১৭ বুলয়ে, ২২২, ২২৭ ; ভুলে, ৩৩৪৮

১৮ গাওএ, ৩৩৪৮ ১৯ সে হুই. ঐ ।

২০ দেখিতে, নী, ২২২ ২১ পরাণ, নী ।

২২ অন্তর, ২২৭

২৩-২৪ কুলে তিলাঞ্জলি তার, ২২৭ ; কুল জে ছার,
৩৩৪৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও সখীর প্রাতি শ্রীরাধার উক্তি,
কিন্তু এইরূপ রূপবর্ণনায় নতনয় কিছুই নাই, সর্বত্রই
কবিগণের চিরাচরিত রীতিই অনুসৃত হইয়াছে, এবং ইহাতে
একই কথা পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

পঙ্-১। তু°—“নবজলধর, করে ঢল ঢল, বরণ অঞ্জন
সম” (প্রথমখণ্ড, ১৬ সং পদ, ও তাহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) ।

২। তু°—“ঞ্জন কোটি চান্দ, উদয় করিল, রসের
পশরা হাটে” (ঐ) ।

৩-৪। তু°—হেরি শ্রামরূপ, নয়ন ভরিয়া, আঁধির
নিম্বিখ নয়” (ঐ, ১০৫ সং পদ) ইত্যাদি ।

* সুধা ছানিয়া কেবা ও' সুধা টেলেছে রে°
তেমতি শ্রামের চিকণ দেহা ।

অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন বসাইল° রে
চাঁদ নিগাড়ি কৈল খেহা ॥

খেহা নিগাড়িয়া কেবা মুখ বনাইল রে°
জবা ছানিয়া° কৈল গণ্ড° ।°

বিগ্নফল যিনি কেবা ওঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড ॥

কম্বু জিনিয়া কেবা কর্ণ বনাইল রে
কোঁকিল জিনিয়া সুষর ।

আরদ্র মাথিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পাতাম্বর ॥

বিস্তারি পাষণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা ।

দাম কুসুমে কেবা সুসমা করেছে রে
এমতি তমুর দেখি আভা ॥

অদালি° উপাড়ি° কেবা কদলি রোগিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ ।

অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডাদাস দেখে যুগে যুগ ॥

নী—৬২ ; নচ—৫৮ পৃঃ ; বিপু, ২২২, ৩৩৪৮, ৫১১২

১ বাদ, ২২২, ৩৩৪৮

২ °গো, নী, ২২২ ; হুদা তালিয়াছেরে, ৩৩৪৮, ৫১১২

৩ আনিল, নী, ২২২, ৫১১২ ; বৈশাইয়াছে, ৩৩৪৮

৪-৫ সু'খানি বনা'ল রে, নী

৬-৭ নিগড়িয়া°, নী ; ছানি গড়ল অধর, ৩৩৪৮

১ পরবর্তী অংশ নিম্নলিখিত পুথিত্রয়ে এইভাবে
আছে :—

কম্বু জিনিয়া কেবা গ্রিবা বনাইলে রে

ঐছন দেখি শ্রামকণ্ঠ ॥

অর্গল জিনিঞা কেবা ভুজ বনাইলে রে

ঐছন দেখি যে উরুযুগ ।

অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইলে রে

চণ্ডিদাস দেখে জুগে জুগ ॥

২৯২ পুথি ।

অর্গল জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইলে রে

কোকিল জিনিয়া কৈল স্বর ॥

* * * * * * বনাইলে রে

কমল জিনিয়া পদ্ম কর ।

আরদ্র মথিয়া কেবা সারদ্র বনাইলে রে

ঐছ * * * ॥

৩৩৪৮ পুথি ।

অর্গল জিনিঞা কেবা কণ্ঠ বনাইলে রে

ঐছন দেখি উরুযুগে ।

অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইলে রে

চণ্ডিদাসে দেখে যুগে যুগে ॥

৫১১২ সং পুথি ।

মন্তব্য:—শেষ ১৪ পঙ্ক্তির স্থানে এই সকল
পুথিতে ৬ ও ৪ পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ।

১-১ । আদলি উপরে, নী, নচ, ২৯২ প্রভৃতি সকল
আদর্শে । গৃহীত পাঠ শ্রীমান্ মৃগাল সর্বাধিকারী কর্তৃক
সংগৃহীত পুথি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে ।

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই পদের অন্ত্রসাধারণ বিশেষ্য কিছুই
নাই, কারণ কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ উপন্যাস সাহায্যে ইহা
রচিত হইয়াছে । পদটিতে বস্ত্র ও শ্রোতার সম্বন্ধে স্পষ্ট
কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা রাখার উক্তিরূপেই গৃহীত

হইয়া আসিতেছে । পাঠান্তরের বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া
ইহার আদি রূপ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
যায় না ।

পঙ—১-২ । তু°—“কিবা সে শ্রামের রূপ, স্ত্রীময়
রসকূপ” (নী, ৬০ সং পদ) ।

এবং—তু°—“অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া, গঢ়িল
সে অমুমান” (তরু, ২০২ সং পদ) ।

৩ । গঠন-পারিপাট্য ও চঞ্চলতার সাদৃশ্যহেতু খঞ্জনের
সহিত চক্ষুর উপমা দেওয়া হয় । একপ্রকার খঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ,
বুক সাদা (শব্দকোষ) । দমস্তীর রূপ বর্ণনায় কবি
লিখিয়াছেন—“ব্রহ্মা কলাগাছের পাঁচ ছয় খানা পাট
ফেলাইয়া দিয়া, সে স্থানের সাদা ভাগ নিয়া, তার দুইটির
দুই ধার যেন নির্মাণ করিয়াছেন, আর নীলোৎপলের পাঁচ
ছয়টা পাতা ফেলাইয়া দিয়া, সে স্থানের নীল ভাগ নিয়া,
যেন তার দুইটি গঠন করিয়াছেন” (ঐ, ৭৬১) । অতএব
চক্ষুতে খঞ্জনের আয়, সাদা ও কালার সমন্বয় রহিয়াছে ।
এই রূপসাদৃশ্যে কৃষ্ণের চক্ষু দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ
কজ্জলাধিক কৃষ্ণবর্ণ খঞ্জন পাখী বসাইয়া রাখিয়াছেন ।

৪-৫ । তু°—“চন্দ্রমণ্ডল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া
বিধাতা মুখ নির্মাণ করিয়াছিলেন” (নৈষধচরিত, ২২৫) ।
নিঙ্গড়ান—“যন্ত্রেণ ইক্ষুদণ্ডাদিকং নিস্পীড্য তৎসাররূপং
রসাধিকং” বাহির করন । চন্দ্রের স্তম্ভের নির্ঘাস দ্বারা
যেন মুখ নির্মিত হইয়াছে ।

১১-১২ । হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের প্রভাসুক্ত পীতাম্বর ।
তু°—“হারিদ্ৰনিভপ্রভেরম্” (নৈষধচ, ৭১৩) ।

১৩-১৪ । তু°—“যাহার তনুদ্বারা মরকত কান্তিসমূহের
মনোহরতা বিজুত হয়” (বিদগ্ধমাধব, ৮০ পৃঃ) ।

১৫-১৬ । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দেখিয়া মনে হয় যেন
কেহ তাহা কুম্বের সমাবেশে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে ।
তু°—“সগর শরীর, কুম্ব তুচ্ছ সিন্ধুজল” (উমাগতি-কৃত
পারিজাত হরণ, ২১ পৃঃ) ।

১৭ । আদলি অর্থাৎ দল বা পত্ররহিত ; উপড়—
অধোমুখ (শব্দকোষ) । উপাড়ি—অধোমুখ করিয়া ।
পত্রহীন কলসীবৃক্ষ যেন কেহ অধোমুখ করিয়া যোপণ

করিয়াছে। তু—“উরু শোভে বিপরীত রাম-কদলী” (কৃঃ
কীঃ, ৪৮ পৃঃ)। নৈমগ্ধচরিতে পত্রহীন অবনতমস্তক
কদলীর সহিত উরুর উপমা দেওয়া হইয়াছে (ঐ, ৭।৯২-
৯৩)। অথবা—উপাড়ি—উৎপাটিত করিয়া। অদল=
পত্রশূন্য বৃক্ষ (বিখ্যকোষ); তু°—অপত=পত্রহীন
(বিজ্ঞাপতি, ৭২০ সং পদ)। কদল=রস্তাতরু, স্ত্রীলিঙ্গে—
কদলী (জ্ঞানেন্দ্র), ইহার বিশেষণ বলিয়া অদলী (=পুথিতে
অদলি)। কে রস্তাতরু উৎপাটিত করিয়া রোপণ
করিয়াছে।

নী—৫০; নচ—৪৬ পৃঃ; তরু—১৩৪

- ১ ককণা রাগ, তরু। ২ হইলা, ঐ।
৩ বাউলি, তরু (পাঠা°)। ৪ দেখিয়া, নী।
৫ সে, তরু। ৬ রাখিলে, ঐ।
৭ বাদ, নী। ৮-৯ কালিয়া প্রেমের, ঐ।

পদটি বিবিধ পাঠান্তরের সহিত তরু এবং নচ°তে মুদ্রিত
হইয়াছে। এইরূপ খার একটি পদ পাঠান্তরের সহিত
নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

[৭২৩]

ধানশী°

সোনার নাতিনা এমন যে কেনি
হইলি° বাউরি° পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি° কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে কদম্ব-তলাতে
দেখিলে° যে° কোন জনে।
যুবতী-জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেইখানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি°
চাহিয়া তাহার পানে ॥৫° ॥
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়য়ার বধু।
কহে চণ্ডীদাসে কুলশীল নাশে
কালিয়ার° প্রেম°-মধু ॥

[৭২৩ ক]

কামোদ°

সোনার° নাতিনা কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ°
না° বুঝি তোমার অভিপ্রায়°।
সদাই কাঁদনা দেখি অবরে° বুঝয়ে আঁখি
জাতি কুল সব পাছে যায় ॥
যমুনার জলে যাও কদমতল°-পানে° চাও
না জানি দেখিলা° কোন জনে।
শ্যামল° বরণ তমু উপমা নাহিক জমু°
সে জন পড়িছে বুঝি মনে ॥
ঘরে আসি নাহি° খাও° সদাই তাহারে°° চাও°°
বুঝিল°° তোমার মন°°-কথা।
একথা°° শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে°° তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥
একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোর°° বৈরী
আর তাহে বড়য়ার°° বধু°°।
কহে বড়ু°° চণ্ডীদাসে কুলশীল সব ভাসে
লাগিল°° কালিয়া-প্রেম-মধু°° ॥

নী—৪৯ ; নচ—১ পৃঃ ; বিপু, ২২২, ২২৭, ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১

১ বাদ, সকল পুঁথিতে

২-২ নাতি নাকি যেনে জায়, বিরলে দেখিলে ভায়, ২২২

৩-১ না বুঝি যে তোমার আশয়, ২২২

৪ অথক, নী ; অরুরে, ২২৭

৫ কদম্বতগার, ২২২, ২২৭ * পাশে, নী।

৬ দেখিলে, ২২৭ ; দেখিল, ২২২

৭-৮ 'বরণ হিরণ পিঙ্কন বসি থাকে যখন তখন, নী ; শ্রামের বরণ পিতবসন বস্তা থাকে জখন, ২২৭ ; নী ও নচ'র মিলিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

৯-৯ মন জায়, ২২৭

১০-১০ তার পানে চায়, ২২৭

১১ বুঝিলাম, নী ; বুঝিলাও, ২২৭

১২ মনের, নী, ২২৭

১৩ এখন, নী ; এখন, ২২৭ * বুঝিবে, ২২২

১৪ তোমার, নী, ২২৭ * ১০-১০ রাজার কি, ২২৭

১৫ এই, ২২৭, ৫১১২ ; বাদ, ৫৪২০, ৫৪২১

১৬-১৬ এখন করিবে আর কি, ২২৭

টীকা

“সোণার নাতিনী” সঘোষনে পদম্বয় রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে বড়াইর উক্তি রূপে ধরিয়া লইবার কোনই কারণ নাই, এবং ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, এই পদম্বয়ে “ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীৰ্তনের বিরোধী কিছুই নাই।” শ্রীকৃষ্ণকীৰ্তনে “নাতিনী” ও “পরান-নাতিনী” আখ্যায় বহুবার বড়াইয়ি রাখাকে সঘোষন করিলেও, এই পদম্বয়ের ভাব সম্পূর্ণই শ্রীকৃষ্ণকীৰ্তন-বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণকীৰ্তনে রাখার পূর্বরাগ বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণের প্রেম-নিবেদন শুনিয়া রাখা বড়াইকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, আর এই পদম্বয়ে দেখা যায় যে, কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়া রাখা আহার নিজা পরিভ্যাগ করিয়া তাঁহার অন্ন পাগলিনী

হইয়াছেন! এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য থাকি ত দূরের কথা, পদম্বয়ের ভাব যে শ্রীকৃষ্ণকীৰ্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা বুঝাইবার অল্প কোন টীকাকায়ের প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। প্রথম পদটি পদ-কল্পতরুতে মুখরার উক্তিরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বিদগ্ধ-মাধব নাটকে মুখরার উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন ‘বশোদার ধাত্রী, এবং রাখা ছিলেন ‘ঠাঁহার “অপ্লগো গতিনী” (ঐ, ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব নাতিনী সঘোষনে রচিত পদ মুখরার উক্তিরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এজ্ঞ বড়াইকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। বিদগ্ধমাধবে রাখা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনার মুখরার, নান্দীমুখী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

পৌর্ণমাসীর প্রশ্নের উত্তরে মুখরার উক্তি—“রাখা মনুরপুচ্ছ দেখিয়া উৎকম্প অবলম্বন করে, গুণ্ডাপুঞ্জ দর্শনমাত্রে সজল নেত্রে চিংকার করিতে থাকে, অতএব তাহার চিত্তে কি নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না” (বিদগ্ধমাধব, ৯৬-৭ পৃঃ)।

এবং—“তুমি কৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হও কেন ?” (ঐ, ১০৪ পৃঃ)।

অত্র—“তুমি সচরিত্রা, বিগুণ্ডকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তোমার পতি অতিশয় প্রেমবান্, অতএব তুমি এমত দুঃসাহসিক বিষয়ে মতি করিতেছ কেন ?” (ঐ, ১০২ পৃঃ)।

কিন্তু দ্বিতীয় পদটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা রহিয়াছে। এই ভণিতাও সন্দেহজনক, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১, সং পুঁথিতে এবং ‘নচ’র একটি পাঠান্তরেও বড়ু ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এক সময়ে এই পদটি বড়ু বিহীন ভণিতায় চলিয়া আসিতেছিল। পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, কারণ যমুনাতে গিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া আসিয়া রাখার পূর্ব-রোগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা বধন কৃষ্ণকীৰ্তনে নাই, তখন এই পদটিও বড়ু চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায় না। অতএব ভণিতার বড়ু শব্দটি

অতিশয় সন্দেহজনক। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় পদটি তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একটির আদর্শে অপরটি রচিত হইয়াছে। প্রথম পদের লঘু ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণে দুই দুইটি অক্ষর যোগ করিয়া দ্বিতীয় পদটি রচিত হইতে পারে। উভয় পদের শেষ চারি পঙ্ক্তি মিলাইয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। পদকল্পতরুতে ষষ্ঠম প্রথম পদটিই উদ্ধৃত রাখিয়াছে, তখন ইহারই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া আমরা দ্বিতীয় পদটিকে নানাধিক দিয়া বিচার করিয়াই প্রথম পদের আদর্শে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। ১৩৩৬ মালের প্রবাসী পত্রের ৬৩৪-৫ পৃষ্ঠায় আমরা এই দুইটি পদ লইয়া আলোচনা করিয়াও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম।

[৭২৪]

১. তিরোতাঃ

হাম^২ সে অবলা^১ হৃদয়^৩ অথলা^৪
 ভাল মন্দ নাহি জানি।
 বিরলে বসিয়া পটেতে^৫ লিখিয়া^৬
 বিশাখা দেখাল আনি ॥
 হরি, হরি, এমন কেনে বা হ'ল।
 বিষম বাড়ব অনল মাঝারে^৭
 আমাদের ডারিয়া^৮ দিল^৯ ॥
 বয়সে কিশোর অতি^{১০} মনোহর
 অতি সুমধুর^{১১} রূপ।
 নয়ন যুগল করয়ে শীতল
 অমিয়া^{১২} রসের^{১৩} কূপ ॥
 নিজ পরিজন সে জন^{১৪} আপন
 বচনে বিশ্বাস করি।
 চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
 বুক বিদরিয়া মরি ॥

চাহি ছাড়াইতে না^{১৫} পারি ছাড়িতে^{১৬}
 এখন করিব কি।

কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
 ঠেকিলা রাজার বি ॥

নী-৫৫; তরু, ১৪৩; বিপু, ২২২, ২২৭

১. সুহই, তরু (পাঠা^{১০}); বাদ, ২২২, ২২৭

২. আমি, তরু (পাঠা^{১১}), ২২২, ২২৭

৩-৬. হৃদয়ে^৩, তরু; রথল হৃদয়, ২২২; অথল হৃদয়, ২২৭

৭-৯. পটেতে^৫, তরু; লেখি চিত্রপটে, ২২২, ২২৭

৬. শিখায়, ২২২, ২২৭

১০-১১. ফেলিয়া গেল, ২২২; পেলিয়া দিল, ২২৭

১২. রূপ, নী, ২২২; বেশ, তরু

১৩. সে সুমধুর, তরু (পাঠা^{১১})

১৪. বডই, নী, তরু

১৫. সুধার, ২২২

১৬. হেন, তরু; নহে, নী

১৭-১৮. ছাড়া নহে চিতে, তরু, নী ('নাহি'); ছাড়া না জায় চিতে, ২২৭

টীকা

এই পদটি বিদগ্ধমাধবের নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে :—

শিশিরমধুশো দৃষ্টা দিব্যকিশোরমিতৌক্ষিতেঃ

পরিজনগিরায় বিপ্রস্তুত্বং বিলাসফলকাক্ষিতেঃ।

শিব শিব কপং জানীমহ্যামবক্রধিধো বয়ং

নিবিড়বড়বাবহিছালাকলাপবিকাশিনং ॥

(ঐ, বহরমপুর সং, ১০৫ পৃঃ)

গোবিন্দাসী বিশাখাকে শ্রীকৃষ্ণের স্তম্ভিত করিয়া রাখাকে দেখাইতে বলিয়াছিলেন। ঐ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাখার যে অবস্থা হইয়াছে তাহা রাখা

নিজেই উক্ত শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন—“আমাকে পরিবারবর্গে উপদেশ দিয়াছিল যে, রাধে, যদি চিত্রপটে নেত্র নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে তোমার অন্তরতাপ দূরীভূত হইবে, আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাসহেতু যখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন কৃষ্ণের লোচনদ্বয় অতিশয় শীতল, এবং মূর্তি নবকৈশোর লক্ষিত হইয়াছিল। শিব শিব। আমরা সরলবুদ্ধি, ঐ পট যে নিবিড় জালাসমূহ প্রকাশ করিবে, তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিব।” এই পদটি উজ্জলনীলমণিতে চিত্রপটে দর্শনের দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে (ঐ, ৮৩৯ পৃঃ)।

দীন চণ্ডীদাসের এই পালাতে রাধাকে পট দেখান হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বিশাখা দেখান নাই, সুবল দেখাইয়াছিলেন। অতএব এই পদটি যে এই পালায় অন্তর্ভুক্ত নহে, অত্র স্থান হইতে আহরিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

[৭২৫]

ধানশী

“ওঝাং বেজাং আনং গিয়া পাইয়াছেং ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে ঐ বুকভানু সূতা।”
কাল্যাং কাশুর বরণ চিকণং যবে পড়ে মনে।
মুরছিং পড়িয়াং ধনৌ কঁাদে ভূম খানে ॥
রক্ষা অক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরিং ধনীর চূলে।
কেহং বলে—“আনি দেহ কালার গলার ফুলে ॥
কালিয়াং কোঙর থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালেং ॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বাল।
ভূত প্রেত ঘূচিবেক যাবে অপের জালাং ॥
চণ্ডীদাসং কহেং—“সবেং যারে কহ ভূতং।
সেং শ্যাম কালিয়া চিকণ নন্দঘোষের পূতং ॥”

নী—৫১; নচ—১৫৪ পৃঃ; বিপু, ২২২, ২২৭। তুঁ—
তরু, ১১৮ সং পদ

- ১ বাদ, ২২২, ২২৭
২-২ রোঝা ওঝা, নী; রোঝা রোঝা, ২২৭
৩ আনি, ২২৭
৪ পেয়েছে কি, নী; পাইয়াছে কোন, ২২৭
৫ কাঁপি, নী
৬-৬ কানাই কোঙর চিকণ, নী; কাল্যাং কোঙর ছিরণ
কিরণ, ২২২
৭-৭ মুরছিত হইয়া, ২২৭
৮-৮ কান্দে ধরি, ২২২, ২২৭
৯-৯ ধরিয়া মাএর, ২২৭
১০ সতে, ২২২
১১-১১ বাদ, ২২২, ২২৭
১২-১২ ঘূচিবে জাইবে অপের মলা, ২২২
১৩-১৩ চণ্ডীদাসেতে কর, ২২২, ২২৭
১৪-১৪ জাইবেক ভূত, ২২২; জাবেক ভূতা, ২২৭
১৫-১৫ শ্যাম চিকণ কাল্যাং সে নন্দের ঘরের সূত, ২২২;
শ্যাম চিকণিয়া সেই নন্দের ঘরের পূতা, ২২৭

টীকা

পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কেহ রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। রাধার এইরূপ দরদিগণের সন্ধান করিতে গেলে প্রথমে সখীগণের কথাই আমাদের মনে উদ্ভিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও সম্ভবপর। নচ’তে উদ্ধৃত এই পদের একটি পাঠান্তরে দেখা যায় যে, পদটি “পূর্ণমাসী কহে যদি রাধা ভাল হবে” ইত্যাদিক্রমে আরম্ভ হইয়াছে। বিদগ্ধমাধব নাটকে রাধার পূর্ণমাগ বর্ণনায় পৌর্ণমাসীর উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পদকল্পতরুতে এই পদের আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত একটা পদ বংশীবদনের ভূমিকায় উদ্ধৃত আছে (ঐ, ১১৮ সং পদ)। ইহার টীকায় সম্পাদক সতীশবাবু লিখিয়াছেন—“এই পদের জায় কিয়দংশ ত্রিপদী ও বাকী অংশ পয়ার ছন্দে রচিত পদ পদাবলী-সাহিত্যে বিরল।” কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রিপদী

ছন্দে রচিত এই পদের সমুদায় আর একটি পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী'তে এবং পদকল্পতরুতেই সঙ্কলিত রহিয়াছে (ঐ, ১৩৫ সং পদ। এই পদটি নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল)। এইরূপ নানা প্রকার বৈষম্যের দরুণ এই পদের আদি রূপ এবং ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। পদটি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, ইহাতে পূর্বরাগের অন্তর্গত ব্যাধিদেশা বর্ণিত হইয়াছে। “বাহা অভীষ্টের অলাভহেতু শরীরের পাণ্ডিত্য বৈবর্ণ্য, এবং উত্তাপজনক হয়, তাহাকে ব্যাধি বলে। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস, পতনাদি হইয়া থাকে” (উজ্জলনীলমণি, ৮৫৩ পৃঃ)। এই পদের ইহাই বিশিষ্টতা।

কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
যুচিবে অঙ্গের জালা ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি নীর ৫২ এবং পদকল্পতরুর ১৩৫ সং পদ। তরুতে ইহা বিভিন্ন পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে। ৭২৫ সং পদের সহিত ইহার যে ভাব-সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা ঐ পদের পাঠটীকার উল্লেখ করা হইয়াছে (পূর্ববর্তী পদ দ্রষ্টব্য)। একই পদের এইরূপ বিভিন্ন প্রকার অভিযুক্তি কৃত্রিমতার পরিচায়ক মাত্র।

[৭২৬]

ধানশী

কালিয়া বরণ হিরণ পিঙ্কন
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কাঁপয়ে ধরিয়া
সব সখা জনে জনে ॥
কেহ বলে মাই ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃকভানু সূতা ॥
রক্ষা-মন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
“নিশ্চয় কহি যে আনি দাও এবে
কালার গলার ফুলে ॥
পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি যুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জালা ॥”

[৭২৭]

ত্রীরাগ

“এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ° পুন° ॥
না বান্ধে° চিকুর না পরে চীর।
না খায়° আহার না পীয়ে নীর° ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল° ব্যাধি।
যত তত করি না হসে° সুধী ॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম ॥
না চিনে মানুষ° নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে° চাই ॥
তুলা খানি° দিলুঁ° নাসিকামাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ° শোয়াস আছে ॥
আহয়ে শ্বাস° না বহে° জীব।
বিলম্ব না কর°; আমার দিব ॥”
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ° রাখা ॥

নী—৬৯ ; নচ—৬২ পৃঃ ; তরু, ৯৮

- ১ সুহই, তরু (পাঠ্য) । ২ আইমু, নী ।
৩ পুনঃ, ঐ । ৪ বাধে, ঐ ।
৫ খায়ে, তরু ।
৬ এই হই পঙ্ক্তি তরুতে পরবর্তী হই পঙ্ক্তির পরে

আছে ।

- ৭ বাড়ল, নী । ৮ নহিয়ে, ঐ ।
৯ মামুখ, তরু । ১০ রৈয়াছে, তরু ।
১১ টুকী, তরু (পাঠ্য) । ১২ দিলে, নী ।
১৩ বুঝিমু, ঐ । ১৪ শোয়াস, তরু ।
১৫ রহে, তরু ১৬ সহে, তরু ।
১৭ ঐখধ, নী ; ঐখধ, তরু ।

টীকা

দ্রষ্টব্য:—ইহা কোন দ্বিতীয় উক্তি । শ্রীকৃষ্ণের নিদান-অবস্থা দেখিয়া আসিয়া কেহ রাখার নিকট তাহ বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যায়িকায় এইরূপ ঘটনার সমাবেশ নাই, এবং দীন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পালা ষড়টা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও সখীগণের এইরূপ দোত্যের আভাস পাওয়া যায় না । তথাপি এই পদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । উজ্জলনৌলমণিতে পূর্বরাগ বর্ণনার শেষভাগে লিখিত আছে—নায়িকার পূর্বরাগ সন্ধকে যাহা বলা হইয়াছে সেইরূপ ক্রমে শ্রীকৃষ্ণেরও পূর্বরাগ জানিতে হইবে (ঐ, ৮৬৯ পৃঃ) । পূর্বরাগের অন্তর্গত “মুর্ছা” বা “মোহ” অবস্থার বর্ণনাই এই পদে রহিয়াছে । পদমধ্যেও “নিদান” অবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । পূর্ববর্তী পদে রাখার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অবস্থার বর্ণনাই এই পদে এবং পরবর্তী পদটিতে পাওয়া যায় ।

গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরহাবস্থা এক সখী কর্তৃক রাখার নিকট বর্ণিত হইয়াছে । তাহার সহিত এই পদের কিছু ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যথা—

পঙ্—১-৪ । তু°—

“সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী”

(৫১২) ।

৮ । তু°—“বহ বিলপতি তব নাম” (৫১৫) ।

১৪ । তু°—“ন কুরু নিতম্বিনি গমন বিলম্বনম্”
(৫১৮) ।

[৭২৮]

তিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণের ধাম ।

জপয়ে তোহারি নাম ॥

শুনিতে তোহারি বাত ।

পুলকে ভরয়ে গাত ॥

অবনত করি শির ।

লোচনে ঝরয়ে নীর ॥

যদি বা পুছয়ে বাণী ।

উলট করয়ে পানি ॥

কহিয়ে তাহারি রীতে ।

আন না বুঝিবি চিতে ॥

ধৈর্য নাহিক তায় ।

বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥

নী—৬৮ ; তরু, ৯৪ ।

টীকা

দ্রষ্টব্য:—পদটি তরুতে ব্যাখ্যা ও পাঠান্তরের সহিত উদ্ধৃত রহিয়াছে । এই পদসম্বন্ধীয় মন্তব্য পূর্ববর্তী পদের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য ।

পঙ্—২ । তু°—“জপন্নপি তবৈবালাপমজ্জাকরম্” (গীত-গোবিন্দ, ৫১৭) ।

১১ । তু°—“সীদতি তব বিরহে বনমালী” (ঐ, ৫১২) ।

১২ । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই আখ্যায়িকার স্থান নাই, অতএব বড়ু-ভণিতা সন্দেহজনক ।

পরবর্তী অংশের প্রবেশিকা

রাধাকে আজিনায় দেখার উল্লেখ করা রূপ-
বর্ণনার পদ এই পালার প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে। তৎপর সুবলের পরামর্শে রাধা যমুনায়
স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত
শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরবর্তী
পদগুলিতে রাধাকে স্নানের ঘাটে দেখার উল্লেখ
রহিয়াছে, এজ্জল আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া,

তাহাদিগকে ইহার পরেই স্থাপিত করা হইল।
এই সকল পদেও রাধার রূপবর্ণনা রহিয়াছে, এবং
তাহাতে একই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া
যায়। পদগুলিতে কবিত্ব এবং রচনা কৌশলের
নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও, ইহাদের রচয়িতা সম্বন্ধে
আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ের
বিস্তৃত আলোচনা পদগুলির পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

[৭৩০]

: শ্রীগান্ধার

“একে সে” সুন্দরী কনক পুর্ণি
খঞ্জন লোচন* তার।

বদন-কমলে* ভ্রমরা গুঞ্জরে*
তিমির কেশের ভার* ॥

সই*, নবীন কলিকা* সে।

দৈবে উপজিন দেখিতে পাইল*
কাহারে*^১ সুধাব কে*^২ ॥

নয়ন*^৩ উজরে*^৪ পরাণ জুড়য়ে*^৫
ধৈর্য ঘুচাল*^৬ মোর*^৭ ।

সঙ্গে কেহো*^৮ নাই শুন ওরে*^৯ ভাই
মদনে*^{১০} করিল ভোর*^{১১} ॥

কিবা*^{১২} দস্ত বিজ*^{১৩} দাড়িম্বের*^{১৪} বোজ
ওষ্ঠ বিশ্বক*^{১৫} শোভা।

দেখিয়া ওরুপে*^{১৬} মদন কুলুপে*^{১৭}
মনেতে*^{১৮} হইল লোভা ॥

গলার*^{১৯} যে*^{২০} মাল শোভিয়াছে*^{২১} ভাল
তাম্বুল বদনে তার।

চর্বিবত চর্বনে পড়িছে বদনে
বহিছে পিঙ্গল*^{২২} ধার ॥”

চণ্ডীদাসে*^{২৩} বলে*^{২৪} গিয়াছিল*^{২৫} জলে
আইল আপন ঘরে।

রাজার বিয়ারি সুন্দরী*^{২৬} নাগরী
তুমি কি করিবে তারে ॥

নী—১০ ; বিপু, ২২২, ২২৭, ৫১১২, ৫৪২০, ৫৪২১

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|
| ১ | বাদ, ২২২, ২২৭ | ২ | যে, নী |
| ৩ | নয়ন, ২২৭ | ৪ | কামলে, ২২৭ |
| ৫ | বুলয়ে, নী, ২২২ | ৬ | ধার, নী, ২২২ |
| ৭ | সখি, ২২৭ ; সই, ২২২ | | |
| ৮ | বালিকা, নী, ২২২ | ৯ | না পাইল, নী |

- | | |
|-------|---|
| ১০-১০ | সুমতি না দিল কে, নী ; সুমতি না দিল সে, ২২২ |
| ১১-১১ | নয়নে নয়নে, ২২৭ ; নজরে ২, ২২২ |
| ১২ | ছুটয়ে, নী, ২২২ |
| ১৩-১৩ | উঠাল যে, নী ; ঘুচাইল যে, ২২২ ; উড়াইল, ২২৭ |
| ১৪ | কেহ, নী। |
| ১৫ | কহি, নী ; যহে, ২২২ |
| ১৬-১৬ | কাহারে সুধাব কে, নী, ২২২ |
| ১৭ | বাদ, নী, এই পঙ্ক্তি এবং পরবর্তী ৩ পঙ্ক্তি ২২৭ পুথিতে নাই। |
| ১৮ | চিঙ্গ, ২২২ |
| ১৯ | বিধুক, ২২২ |
| ২০ | যুবকে, নী ; উলফে, ২২২, ২২৭ ; গৃহীত পাঠ ৫১১২ পুথি হইতে। |
| ২১ | কোপে, নী। |
| ২২ | গলায়, নী। |
| ২৩ | শোভিত, নী ; শুভিছে, ২২২ |
| ২৪ | পিঙ্গল, ২২৭ |
| ২৫ | বোলে, ২২২ |
| ২৬ | সুন্দর, ২২৭ |
| ২৭ | দাড়িম্ব, নী |
| ২৮ | মনজে, ২২২ |
| ২৯ | বাদ, নী, ২২২ |
| ৩০ | চণ্ডীদাস, নী |
| ৩১ | গিআছিলে, ২২৭ |

টীকা

পঙ্—১-৪। এখানে কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধা স্বর্ণ-প্রতিমার স্থায় সুন্দরী (তু—“দশাং কষ্টমষ্টাপদমপি নরত্যাঙ্গিককচিঃ” অর্থাৎ—রাধার অঙ্গকান্তি স্বর্ণেরও কষ্টদশা উপস্থিত করিয়াছে (উজ্জলনী, ১০৭ পৃঃ), তাঁহার লোচন খঞ্জনের স্থায়, কমলক্রমে বদনের চতুর্দিকে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, (কারণ, “তাঁহার বদনকমল চঞ্চল”, ঐ, ১০৩ পৃঃ) এবং পুঞ্জীভূত অঙ্গকারের স্থায় তাঁহার কেশদাম।

৫। পদটি চণ্ডীদাসের রচিত হইলে “সই” সম্বোধন থাকিতে পারে না।

৬। যেন কোন দৈবশক্তি প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া আমার নেত্রপথবর্তী হইয়াছে। কারণ—“বিচিহ্নং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি” অর্থাৎ—রাধার তুল্য মধুরাকৃতি কুজাপি দৃষ্ট হয় না (উজ্জলনী, ১০৭ পৃঃ)।

৭। চণ্ডীদাসের এই পালাতে কৃষ্ণ ইতিপূর্বেই একাধিকবার রাধাকে দেখিয়াছেন, অতএব তিনি যে রাধাকে চিনেন না, এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। অথবা—এই মূর্তি অপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ণ, অতএব কাহার নিকট ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব।

৮-৯। উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল, এবং আমি অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছি।

১০। এই পালাতে রাধা সখীর সঙ্গে যখনায় স্নান করিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু একাই স্নানের ঘাটে গিয়াছিলেন বলিয়া সঙ্গে কেহ নাই ইহা বলা যাইতে পারে।

১৪-১৫। রূপ দেখিয়া মদনও আশঙ্ক বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। কুলুপে = কুলুফে, বন্ধ হয় (জানেঙ্গ)। দেখিয়া যুবকে মদন কোপে, অথবা—দেখিয়া উলফে, মদন কুলুফে, ইত্যাদি পাঠের উদ্ভব লিপিকরণের অসতর্কতা নিবন্ধন হইয়াছে।

১৬-১৯। রাধার দ্বাদশ আভরণ, এবং ষোড়শ শৃঙ্গারের মধ্যে গলদেশে নক্ষত্রভূলা হার, ও মুখকমলে তাষুলের উল্লেখ রহিয়াছে। (উজ্জ্বলনী, ১০৪ পৃঃ)।

হিয়া জর জর খসিল* পাঁজর
এমতি করিল বটে।

চলল* কামিনী* বন্ধিম চাহনি
বিধিল পরাণ-তটে* ॥

না পাই সমাধি কি হৈল বেয়াধি
মরম কহিব কারে।

চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি কিছু* নয়*
যবে* সে পাইবে* তারে ॥

নী—১১; বিপু—২২২, ২২৭ ইত্যাদি।

* বাদ, ২২২, ২২৭

২-৩ শুচিত্র জানিয়া, হুলিছে কবরি, ২২৭

* দেখিলু, নী।

* বাটে, ২২২, ২২৭

* হুলারি, ২২২; হুরারি, ২২৭

*-০ পাজর খসল, ২২২; °অস্তর, ২২৭

*-১ গজেন্দ্রগামিনি, ২২২; হংসগমনি, ২২৭

* বটে, ২২২, ২২৭

*-২ সমাধি হয়, ২২২, নী।

*-১০ পাইবে যবে, নী। বিরলে পাইলে, ২২২

দ্রষ্টব্য:—এই পদটিও সখী সযোধনে রচিত। পদमध्ये রাধাকে বৃষভানু-হৃহিতা বলা হইয়াছে, এবং বর্ণনাও বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

[৭৩১]

তুড়ি*

চম্পক-বরণী বয়সে তরুণী

হাসিতে অমিয়া ধারা।

সুচিত্র* বেণী হুলিছে জনি*

কপিলা-চামর-পারা ॥

সখি, যাইতে দেখিলু* ঘাটে*।

জগত-মোহিনী হরিণ-নয়নী

ভানুর ঝিয়ারি* বটে ॥

[৭৩২]

: তুড়ি*

ধির বিজুরি সম* যে* গৌরী

পেখিলু* ঘাটের কূলে।

কানড় ছান্দে

কবরী বান্দে

নবমল্লিকার মালে ॥

সই°, মরম কহিলু° তোরে ।

আড় নয়নে° ঈষৎ হাসিয়া

বিকল° করিল° মোরে ॥ ধ্রু° ॥

ফুলের গেঁড়ুয়া°° লুফিয়া°° ধরয়ে°°

সঘনে দেখায় পাশ ।

উচ°° কুচযুগ°°— বসন ঘুচায়ে°°

মুচকি মুচকি হাস ॥

চরণ°°-কমলে°° মল্লতোড়ল°°

সুন্দর°° যাবক°°-রেখা ।

কহে চণ্ডীদাস°°— হৃদয়ে°° উল্লাস°°

পালটি°° হইবে দেখা ॥

নী, ১২ ; তরু, ২০৫ ; বিপু, ২১১, ২১২, ২১৬
ইত্যাদি ।

° বাদ, ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭

২-২ বরণ, নী, তরু ; জিনিঞা, ২১১ ; সম, ২১৬,
২১৭

° পেখিলু, নী ; পেখিলু, তরু, ২১১, ২১৬ ;
দেখিলু, ২১৭

° আলো° সই, ২১২ ; আগো° সই, ২১৬ ; সখি,
২১৭

° কহিয়ে, নী, ২১১

° নয়নে, তরু, ২১১, ২১৬, ২১৭

° আকুল, তরু, ২১১

° করিলে, তরু ; করল, নী ।

° বাদ, ২১১, ২১৬, ২১৭, নী ।

°° গেরুয়া, নী ।

°°-°° ধরণ লুফিয়া, ২১৭ °° উচল, ২১৬

°° কুচযুগে, ২১১ ; কুচে, ২১২, ২১৬ ; কুচের, ২১৭

°° ঘুচে, ২১১, ২১২, ২১৬ ; খসায়, ২১৭

°° রাতুল, ২১১

°° চরণে, ২১১ ; যুগলে, ২১২, ২১৬

°° তোড়র, ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭

°°-°° তাহে আবকের, ২১১ ; স্বরঙ্গ°, ২১৭

°° চণ্ডীদাসে, তরু, ২১১, ২১৭

°°-°° হৃদয়-উল্লাসে, তরু ; সে হেন সুন্দরী, ২১১ ।
বাণুলি আদেশে, তরু (পাঠা°) ।

°° পুন কি, ২১১, ২১৭

ত্রুষ্টব্য :—পদটি রসকল্পবলী গ্রন্থে গোপালদাসের
ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (নচ, ১৫৮-৬০ পৃঃ) । পূর্ক-
রাগের এই পালাতে দীন চণ্ডীদাস রাধাকে প্রেমময়ী
করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ নারিকার
শ্রায় এইরূপ চঞ্চলতার ছাপ তাঁহাতে নাই । নচ'র
পাঠান্তরে এই পদের পূর্কে রসকল্পবলী হইতে যে পদাংশ
উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য লক্ষিত
হয় । অতএব পূর্কপত্র সম্বন্ধ বিচার করিয়া এই পরি-
কল্পনা এবং পদটিও গোপালদাসের বলিয়া মনে হইতেছে ।
যমুনায় স্নান করিতে আসিয়া রাধার সহিত কৃষ্ণের যে ভাবে
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা পূর্কবর্তী একটি পদে
রহিয়াছে (৭১৩ সং পদ) । তাহাতে এমন কথা নাই যে,
যমুনার ঘাটে বসিয়া রাধা চুল বাঁধিয়াছিলেন, এবং মল
বাজাইয়া ফুলের গোলক লইয়া খেলা করিয়াছিলেন ।
অতএব এই পালাতে যে এই পদের স্থান নাই, তাহাও
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ।

টীকা

পঙ্—১ । অচঞ্চল বিদ্রুতের শ্রায় পৌরবণা ।

৩ । কানড় কবরী—কানড় পুষ্পাকৃতি, অথবা
কানড় সাপের কুণ্ডলাকৃতি, অথবা কর্ণটি দেশে প্রচলিত
রীতি অনুযায়ী আষড় খোঁপা ।

৮ । গেঁড়ুয়া—সং কন্দুক হইতে, গোলাকৃতি পুষ্পগুচ্ছ

[৭৩৩]

: ধানশী° ।

“সুবল,° সে° ধনী কে কহ° বটে ।

গোরোচনা গৌরী নবীনা কিশোরী

নাহিতে দেখিলু° ঘাটে ॥

*শুনহে পরাণ স্ববল সাজ্জাতি
কো ধনী মাজ্জিছে গা ।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা ॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়াছে বেণী ।
উচ কুচমূলে হেম হার দোলে
সুমেরু-শিখর জিনি' ॥
সিনিয়া' উঠিতে নিতম্ব তটীতে'
পড়েছে' চিকুররাশি ।
কাঁদিয়ে' আঁধার কনক' চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে দু'গুলি শঙ্খ বালমলি
সরু সরু শশিকলা ।
সাঁঝেতে' উদয় যেন' সুধাময়
দেখিয়ে হইলু' ভোলা ।
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর ।
সেই হৈতে মোর হিয়া' নহে থির'
মনমথ জ্বরে ভোর ॥"
কহে' চণ্ডীদাসে বাণ্ডুলী-আদেশে'
শুনহে নাগর' চন্দা' ।
সে' যে বুকভানু' রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা ॥

নী—১৩; নচ—১৬০-৪ পৃ.; তরু, ২১০; বিপু,

২৩৯০

- ' বেলাবলী, তরু; তিরোথা ধানশা, ঐ (পাঠ)।
- ' সজ্জন, তরু; স্বজ্জন, নী।
- ও, তরু, নী।
- বাদ, ২৩৯০
- দেখিছ, নী; লেখিলাম, ২৩৯০'
- ইহার পর ৮ পঙ্ক্তিতে ২৩৯০ পুথিতে নাই।

- ' জানি, তরু
- ১৫ নাহিয়া, ২৩৯০
- ১৬ নিকটে, ২৩৯০
- ১৭ এলয়াছে, ২৩৯০
- ১৮ কালিয়া, ২৩৯০
- ১৯ কলঙ্ক, নী
- ২০ মাজ্জিতে, তরু।
- ২১ শুধু, তরু, নী।
- ২২ হইলু, হইলাম, ২৩৯০
- ২৩-২৪ অঙ্গ জরজর, ২৩৯০
- ২৫-২৬ কহে জগন্নাথ, সখিগণ সাথ, ২৩৯০
- ২৭-২৮ গোকুল চান্দা, ২৩৯০
- ২৯-৩০ সে বড় রঙ্গিনী, ২৩৯০

টীকা

দ্রষ্টব্য:—পদটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা সুবল-সম্বোধনে রচিত হইয়াছে, এবং ইহার ভণিতায় বাণ্ডুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ১৩৩৬ সালের প্রবাসী-পত্রে এই পদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম—
“রাধা যমুনাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সেই কথা কৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন। কৃষ্ণ-সুবলঘটিত রাধার স্নানের আখ্যায়িকাটি দীন চণ্ডীদাসের কল্পনার বিষয়ীভূত। বাণ্ডুলী-সেবক চণ্ডীদাস তাহা অবলম্বনে পদরচনা করিয়াছেন, ইহা যে রাম না হইতে রামায়ণ রচনার মত বোধ হয়। আবার দেখুন, বড় চণ্ডীদাসের রাধা সাপরের ঘরে পছমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃষভানু-নন্দিনী যে রাধা, একথা বড় চণ্ডীদাস প্রচার করেন নাই, অথচ এখানে ভণিতার মধ্যে তাহাও প্রচারিত হইয়াছে।” (ঐ, ৬৩৪ পৃ:)। যমুনায় স্নান করিবার কালে যে, রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকাও বড় চণ্ডীদাস রচনা করেন নাই, এবং সুবল-সখার নামও শ্রীকৃষ্ণকর্তনে পাওয়া যায় না। অতএব ভণিতায় বাণ্ডুলীর উল্লেখ থাকিলেও বড় চণ্ডীদাসকে এই পদের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ভারপর ভণিতাটিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রবাসী প্রত্নের উক্ত প্রবন্ধে আমরাই প্রথমে সম্মান দেই, যে পদটি জগন্নাথের ভণিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯০ সং পুথিতে পাওয়া যাইতেছে (ঐ, ৬৩৪ পৃ: দ্রষ্টব্য)। নচ'র একটি পাঠান্তরেও জগন্নাথ দাসের ভণিতা মিলিতেছে। (ঐ, ১৬৩ পৃ: দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত পদকল্পতরুর অনেক পাঠান্তরে লোচনদাসের ভণিতা পাওয়া যায় (ঐ, ১৪১ পৃ: দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথ দাসের আর একটি পদও বিজ্ঞ চণ্ডী-দাসের ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে (পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, ১১৮ পৃ: দ্রষ্টব্য), এবং ইনি "স্বল-মিলন" নামক পালাও রচনা করিয়াছিলেন। অতএব এই পদের রচয়িতা-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু পদটি যে দীন চণ্ডীদাসের নহে, এই বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। পূর্বরাগের এই পালাতে চণ্ডীদাস রাখার যমুনা-স্নানের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন (৭১৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে এমন ধারণাও করা যায় না যে, রাখা ঘাটে বসিয়া চুল ঝাঁধিয়াছিলেন, বা নীল শাড়ী নিঙ্ড়াইতে নিঙ্ড়াইতে কৃষ্ণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল পদ পরবর্তী কবিদিগের উদ্ভূত কল্পনা-প্রসূত। ব্যাখ্যার জন্ত পদকল্পতরু ১৪১ পৃ: দ্রষ্টব্য।

নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরি
সদাই মনেতে জাগে ॥
সই, সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে ॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর বড় ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পদটি পদকল্পতরুতে নাই, এবং কোন পুথিতেও আমরা প্রাপ্ত হই নাই, কিন্তু ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্বরাগের এই পালাতে দীন চণ্ডীদাস একজন সখী-সঙ্গে রাখাকে যমুনা-স্নানে পাঠাইয়াছেন (২১১ সং পদ দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই পদের প্রথম পঙ্ক্তিতেই "সখীগণের" উল্লেখ রহিয়াছে, এবং পদমধ্যে আছে—"সই, সে নব রমণী কে?" অর্থাৎ কৃষ্ণ যেন রাখাকে চিনেন না, তাই কোন সখীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু পালার প্রারম্ভেই স্বল কৃষ্ণকে রাখার পরিচয় দিয়া দিয়াছেন, অতএব এই জাতীয় উক্তি সামঞ্জস্য-বঞ্চিত। পদটি পূর্বে এই পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে।

পঙ্—১-২। তু—"সহচরি মেলি, চললি বররঙ্গিণি, কালিন্দী করই সিনান" (তরু, ২০৪ সং পদ)।

৩। তু—"বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে" (নৌ—১০ সং পদ)।

৫-৮। নায়িকার রূপে যেন অলঙ্কারের যথি-মাণিক্যাদির বর্ণ মলিন করিয়া দিয়াছে।

[৭৩৪]

কামোদ।

সখিগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি ॥

[৭৩৫]

তুড়ি

কনক বরণ কিয়ে দরণ

নিছনি লই' যে' তার ।

কপালে' ললিত' চাঁদ সুশোভিত'

সিন্দূর' অরণ-ফার' ॥

সই, কিবা সে মুখের হাসি ।

হিয়ার' ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে

মরমে রহল পশি ॥ ধ্রু ॥

হিয়ার' উপর মণিময় হার

গগনমণ্ডল হেরু' ।

কুচযুগ গিরি কনয়া' কঠোরি'

উলটি'° পড়িয়ে মেরু'° ॥

উরু'° যে লম্বিত কাম যে স্তম্ভিত'°

হেরিয়ে'° নিতম্বে তার'° ।

যেন'° বনফুল হেরি যে দুকুল'°

জলদ-সোঙরি'°-ধার ॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে'°

হেরিয়া নয়ান'°-কোণে ।

জনম সফলে যমুনার'° কুলে'°

মিলায়ল'° কোন জনে'° ॥

নী—১৫ ; তরু, ২০৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭,

২৩৮৯

১-১ । না দিয়ে, ২৯১, ২৯২ ; জাইত্র, ২৯৭ ; লইঞা,

২৩৮৯ ; দিয়ে যে, নী, তরু ।

২ । কপল, ২৯২ ; কপোল, ২৯১, ২৯৬

০ । লোলিত, ২৯১, ২৯২, ২৯৬

০ । শোভিত, নী ; যে শোভিত, তরু, ২৯২

০ । সুন্দর, নী, তরু, ২৯১, ২৯৬

০ । আর, নী, তরু ; ভার, ২৩৮৯

১ । গলার, নী, তরু, ২৯১, ২৯২

৮ । হেরি, ২৯১

২-১ । কনক গাগরি, নী, তরু, ২৯২, ২৯৬

১০ । উলসি, ২৯১

১১ । সুধেরি, ২৯১

১২-১২ । গুরু যে উরুতে লম্বিত কেশ, নী ; উরজে

উরুতে লম্বিত কেশ, তরু ; °সম্বিত, ২৯১

১৩-১৩ । হেরি যে সুন্দর ভার, নী ; হেরিয়ে সুন্দর

ভার, তরু, ২৯১, ২৯৬ ; হেরি যে লম্বিত ভার, ২৯২,

২৩৮৯

১৪-১৪ । বহিয়া দুকুল, বরণের ফুল, নী ; চরণের

ফুল, হেরি যে দুকুল, তরু ; চরণ যুগল, হেরিয়া দুকুল,

২৯১ ; চরণ কুল, হেরি দুকুল, ২৯২

১৫ । শোভিত, নী, তরু ।

১৬ । আভাসে, ২৩৮৯

১৭ । নখের, নী, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭

১৮-১৮ । বিহি আনি দিল, নী ; পায় পুত্রফলে,

সকল পুথি ।

১৯-১৯ । এমন কোন বা জনে, নী ।

টীকা

ব্রহ্মব্যা :—এই পদটিও সখী-সম্বোধনে রচিত হইয়াছে, অতএব এই পালাতে ইহার স্থান নাই ।

পঙ-১-২ । সুমার্জিত গৌরবর্ণা নাম্বিকার অবয়বে স্বর্ণ-মুকুর-সাদৃশ্য অমুভূত হয়, ইহার নিছনি বা বালাই লইতে বাসনা জন্মে ।

৩-৪ । কপালে চন্দনবিন্দু চন্দ্রবৎ, এবং সিন্দূর-ফোঁটা অরণের আকৃতিবাশিষ্ট । ফার=বিস্তার । তু°=বি-ফর খাছু হইতে বিফর=বিস্তার ।

১১ । তু°—"পালাটি বৈঠায়ল কনক কটোরা" (তরু, ২০৯ সং পদ) । সুমেকর সহিত উপমা—তু°—"সুমেক-শিখর জিনি" (৭৩৩ সং পদ) ।

১২-১৩ । "কবিকর খার" (৭৩৬ সং পদ) নাম্বিকার উরুদয় দীর্ঘায়ত ; কামদেব নিজের রথচক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম্বিকার নিতম্বচক্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন ।

১৪-১৫ । নাম্বিকার গুড়নায় এমন নিপুণতার সহিত পুষ্পাদি খচিত আছে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন

বনকুল সকল প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, অথবা—ইহা
তৎৎ নির্মল এবং রমণীয়, আর ঐ ওড়নার পাড় এমন
গাঢ় নীলবর্ণ যে, দেখিলেই জলদবর্ণের কথা মনে
করাইয়া দেয় ।

[৭৩৬]

তুড়ি ।

“কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায় ।

হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায় ॥

দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে ছলিছে ছল ।

স্ববিশাল ঙ্গাখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল ॥

ঙ্গাখি-ভারা দুটি বিরলে বসিয়া
স্বজন করেছে বিধি ।

নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥

কিবা দস্ত-ভাঁতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুম্ভক কুঁড়ি ।

সীতায় সিন্দূর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি ॥

শ্রীফল-যুগল যিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে ।

তাহার উপর গণিময় হার
উপমা কহিব কাহে ॥

কেশরী-জিনি কৃশ মাঝাখানি
মুঠে করি যায় ধরা ।

গজ-কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করি-কর পারা ॥

চরণ-যুগল জিনিয়া কমল
আলতা রঞ্জিত তায় ।

মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মরুছা পায় ॥

কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে ।

কোন পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে ॥”

চণ্ডীদাস বলে— “ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি ।

তুমি যে তাহার সরবস ধন
তোমারি আছে সে ধনী ॥”

টীকা

পঙ.—৭-৮ । নায়িকার স্থবিস্তৃত চক্ষুর উপরে রাজহংসা-
কৃতি অলকাবলী ছলিতেছে, অথবা তক্রপ চিত্রপুস্পাদি
রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যেন মরালগণ মানসসরোবর
ভ্রমে তাহাতে ক্রীড়া করিবার অঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ।

৯-১২ । তু’—“ব্রহ্মা নীলোৎপলের পাঁচ ছয়টা পাতা
ফেলিয়া দিয়া সে স্থানের নীলভাগ নিয়া নয়নযুগলের তার
দুইটি নির্মাণ করিয়াছেন” (নৈষধ, ৭৩১) ।

[৭৩৭]

* * * *

“ স্থির মান ভাই আপন চিত্ত ॥

তাহারে মিলাব তোমার সঙ্গ ।

তবে মোর নাম.....রঙ্গ ॥”

একথা শুনিতে হরষ কানু ।

পুলক হইল সকল তনু ॥

“ তাহারে হেরিতে ভৈগেলুঁ ভোর ।

স্বথের অবধি নাহিক ওর ॥

তৈখনে পড়িল অঙ্গের ধড়া ।
 বিধার হইল মাথার চূড়া ॥
 নৃপুর পড়িল ধরণীতলে ।
 এসব বচন কহিল তোরে ॥”
 চণ্ডীদাস বলে চরণতলে ।
 সুবল ইহার জানিল মূলে ॥ ১৮৬১ ॥

অষ্টম্য :—ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং
 পৃথির ১৮৬১ সং পদ । ইহাতে ত্রীকক্ষ কর্তৃক রাখার রূপ
 বর্ণনার পরে সুবলের উক্তি রহিয়াছে ।

[৭৩৮]

ধানশী

“হেদে হে সুবল সখা আচন্দিতে দিল দেখা
 চিত্রের পুতলি হেন বাসি ।
 কিবা সে অঙ্গের ভঙ্গী কনক পুতলি রঙ্গী
 মন্দ মধুর কৈল হাসি ॥
 সে কথা পড়িল মনে আমার মরমে জানে
 কুটিল নয়ন কর বাঁকা ।
 দেখিতে তাহার রঙ্গ অবশ করিল অঙ্গ
 শুন ভাই মরমের সখা ॥
 সে হইতে তনু মোর মদনে হইল ভোর
 প্রাণ মোর স্থির নাহি মানে ।
 তোমারে কহিল এহ বিচার করিয়া কহ
 বেদনা কহিল তোর স্থানে ॥”
 হাসিয়া সুবল কয়— “শুন তুয়া রসময়,
 রসিক নাগরী দিব আনি ।
 তবে সে আমার নাম সুবল বলিয়া গান (?)
 নিসন্দে জানিহ তুমি ॥”

কালিয়া নাগর কহে— “সকলি কহিল তোহে
 মরম সরম সব কথা ।
 বুঝিয়া যে কর তুমি কি আর বলিব আমি
 বড়ই হইল হিয়ার বেথা ॥”
 “ভাল, ভাল,” বলি কহে অতি স্নেহ প্রেমমোহে
 “চল ভাই নিজ ঘরে যাই ।”
 সুবল সংহতি যাই নন্দের মন্দিরে আই
 দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গাই ॥ ১৮৬২ ॥

[৭৩৯]

তুড়ি রাগ

কহেন সুবল তবে মধুর বচন ।
 “ইহার বিচার ভাই কহিব এখনএ”
 নিভূতে বসিল গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গতি ।
 সুবল কহেন--“কিছু শুন যত্নপতি ॥
 বৃথভানুপুরে যাব একটি বিচার ।”
 মনে মনে কহি বাক্য রচিলা সুসার ॥
 “যাইব তথায় যদি শুন বনমালী ।
 ইহার বচন কিছু নিবেদন করি ॥
 ধরিব কনক ছালা, হব পাটদার ।
 তবে বৃথভানুপুরে করিয়া সুসার ॥
 নানা অবতার লিখ মৎস্য কুর্শ্ব আদি ।
 বরাহ নৃসিংহরূপ এই বিবিধ ॥
 লিখিব বাউন.....তি রাম ।
 ভৃগুরাম বলরাম লিখিব অমুপাম ॥
 শ্রীনন্দ যশোদা লিখি তরুলতা ।
 নানামত জীব হাথে লিখিয়ে সর্বধা ॥
 পশ্চাতে লিখিয়ে রূপ নবঘন শ্যাম ।
 চতুর মুরলী ধরি বেশ অমুপাম ॥

সেই চিত্রপট দেখাইব সভা শেষে ।
পট দেখি মুগ্ধ হরষ হয় যিসে ॥
এই তন্ত্র মন্ত্র করিব *সাই রাখা ।
ইহাতে অগ্ৰাধী নাহে না করিব বাধা ॥”
দীন চণ্ডীদাস বলে অনুমানি ।
চিত্রপট দেখি যেন লাগয়ে মোহিনী ॥১৮৬৩॥

টীকা

দ্রষ্টব্য :—পালার প্রথমভাগে সুবল বাজিকর বেশে
গিয়াছিলেন, এখন পুনরায় পাটদার (পটকার, পটুয়া)
হইয়া বাইতেছেন ।

পঙ্-১৩ । বাউন = বামন

মৎস্য কুর্শ আর নৃসিংহ অবতার
বরাহ মূর্তি সারা ।
বামন শ্রীরাম আর ভৃগুরাম
রোহিণী-নন্দন পারা ॥
তিন রাম রূপ লিখিলা স্বরূপ
শ্রীানন্দ যশোদা আদি ।
তরুলতা যত লিখিলা বেকত
আর সে যমুনা নদী ॥
নানা পক্ষিগণ লেখিলা তৈছন
নানা জীব করি মেলা ।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
আনন্দ রসের খেলা ॥১৮৬৪॥

দ্রষ্টব্য :—পূর্বে বেশ ধারণ করিয়া এইসকল মূর্তি
রাধাকে দেখাইয়াছিলেন, এখন চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া
দেখাইবেন ।

[৭৪০]

শ্রীনট

“ভাল, ভাল,” বলি নাগর-শেখর
সুবল পানেতে চায় ।
“লিখ চিত্রপট হইয়া নিকট
মোর মনে হেন ভায় ॥”
আনিয়া কাগত পট করি যুত
যাহার উপমা নহে ।
আনি তুলিকাঠি লিখিতে লাগল
অতি সে সুবল মোহে ॥
নানা অবতার মৎস্য কুর্শ আদি
নানা তরু জীব করি ।
নানা পক্ষিগণ লিখিল তৈছন
তাহা কি কহিতে পারি ॥

[৭৪১]

ধানশ্রী

তবে আর পট লিখিলা নিকট
নব ঘন শ্যামরূপ ।
দেখিতে কি দেখি পিছলিয়ে আঁধি
আনন্দ রসের কূপ ॥
জলদ-বরণ যেন নব ঘন
চরণে নপুর দিল ।
নখচন্দ্র দশ যেন শশধর
অতি সে উজ্জর ভেল ॥
রতন নপুর চরণ উপর
সোনার বসন সাজে ।
কটি মাঝে কিবা ঘাঘর কিঙ্কিণি
কলহংস পারা বাজে ॥

সুনাভি গভীর অতি সে মধুর
কুন্দ কন্দর শোভা ।

কুঞ্জর সোসর কুস্ত পরিসর
তৈছন দেখিতে আভা ॥

তাথে সুলেপন মলয় চন্দন
মুগমদ তাথে সাজে ।

সুগন্ধ পাইয়া অলিকুল যত
তাহাতে আসিয়া মজে ॥

সুবাহু গঠন সুবল-মোহন
বলয়া বিরাজে ভাল ।

কর দুটি যেন হিঙ্গুল সমান
দশ চান্দ শোভে তার ॥

.....পদক করে ঢল ঢল
বনমালা শোভে তায় ।

শ্রবণে মকর কুণ্ডলে শোভিত
যেন দীন.....॥১৮৬৫॥

প্রস্তাব্য:—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ রূপবর্ণনা পূর্ববর্তী অনেক পদেই রহিয়াছে ।

ইহার পরে ৩৭টি পদ পাওয়া যায় নাই । এই সকল পদে সুবলের পটুয়া হইয়া বুঝভানুপুরে গমন, এবং রাধাকে সূর্য্যপূজাছলে বন্দাবনে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন সংঘটন করান প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত হইয়াছিল । ইহার পরে মিলনের পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে ।

[৭৪২]

... ... দোহে সে পুলক
অতি সে আনন্দ পায়ে ॥

চলল সুন্দরী যেথা সহচরী
সুবল যেখানে আছে ।

নবোঢ়া মিলন হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে ॥

সুবল জানল সকল মরম
চিত্তের আনন্দ বড়ি ।

চণ্ডীদাস তাথে আনন্দ অপার
সুবল চরণে পড়ি ॥১৯০৩॥

[৭৪৩]

শ্রীরাগ

চলল যমুনা-সিনান আশে ।
সহচরীগণ রাধারে পুছে ॥

“দেখিলে বনের দেবতা কৈছে ।
কেমন বরণ ভূষণ তৈছে ॥

কেমন মুরতি কহ না রাধে ।
কত সুখ কৈলে মনের সাধে ॥

কেমন দেবতা কোন বা স্থান ।
কেমন মুরতি কি তার নাম ॥”

রাধা কহে তবে সভার আগে ।
“শুনহ শ্রবণে ঐছন রাগে ॥

পূজল নৈবেদ্য সুগন্ধ ফুলে ।
তিঁহ সে থাকেন বটের মূলে ॥

... ... মুরতি কায়া ।
দেখিতে না পাই কনছঁ ছায়া ॥

যখন পূজল নৈবেদ্য ফুলে ।
... ... ঘনে বুলে ॥

শব্দ শুনিতে কাঁপল দেহ ।
না দেখি মুরতি শব্দ এহ ॥

... ... দেখি রূপ ।
উঠিল লহরি ভয়ের কূপ ॥

ভরাসে এ অঙ্গ শৈবাল ফুলে ।
... ... যেমন টলে ॥

... ..মোর অঙ্গ তৈছন হয় ।
 বড়ই অন্তরে লাগল ভয় ॥
 বন... ..কানে ।
 নাহিক মুরতি कहিল মনে ॥”
 কহে রসবতি সুন্দরী রাধা ।
 “পূজল সেখানে করিয়া সাধা ॥
 একেলা গেলড়ি দেবের স্থানে ।
 তোমরা এখানে রহিলে কেনে ॥”
 কহে সহচরী রাধার পাশে ।
 “কহিলা সুবল আমার কাছে ॥
 আন জন গেলে দেবের ক্রোধ ।
 আমরা পাই সে মনের বোধ ॥
 তেই সে না গেলুঁ তোমার সাথে ।
 আমরা রহিলুঁ এই সে পথে ॥”
 হাসি রসবতি নবীন রাই ।
 দীন চণ্ডীদাস এগুণ গাই ॥১৯০৪॥

নিজ নিকেতনে গৌরী করিল পয়ান ।
 ভাবিতে লাগিল সেই রূপের আখ্যান ॥
 নাগর বটের মূলে আছয়ে বসিয়া ।
 নবঘন পথ চাহি সুবল লাগিয়া ॥
 হেনক সময়ে আসি সুবল মিলিল ।
 চিত্রপট কথা সকল कहিতে লাগিল ॥
 নাগর হরষ বড় সুবলের বোলে ।
 আনন্দে সুবল লয়া করিলেন কোলে ॥
 “তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে ।
 বহুমূল্য হেম মণি দিলে তুমি দানে ॥
 হে...মনি রত্ন কত খুজিলে সে পাই ।
 প্রাণ সমতুল বস্ত্র দিলে মোর ঠাই ॥
 কিনিলে আমার মন প্রেমডোর দিয়া ।
 ইহাকে অধিক কিবা সুখী হইল পায়্যা ॥”
 চণ্ডীদাস কহে কিছু করিয়া বিনয় ।
 পূর্বরাগ সখা-উক্তি এই রস কয় ॥১৯০৫॥

দ্রষ্টব্য :—এই পদ পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা
 সখীগণের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সুবলের চক্রান্তে
 একেলা পূজার জন্ত বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।

[৭৪৪]

তুড়ি রাগ

সহচরী বলে-“ভালে শুন নবরামা ।
 না দেখ মুরতি রতি বনচারী নামা ॥”
 একথা শুনিয়া রাধা হাসিতে লাগল ।
 “বনচারী দেবে কতি দেখিতে না পাল্যা ॥”
 চলিলা যমুনা স্নানে সহচরী সনে ।
 স্নান করি রসবতী চলিলা ভবনে ॥

[৭৪৫]

রাগ কাফি

কহিতে লাগিল তবে রাজা পরীক্ষিত ।
 “কহ কহ মুনিবর, আকর্ষিল চিত ।
 প্রেমরস কথা শুনি অমৃতের ধারা ।
 কোন্ প্রয়োজন উক্তি কহ মুনি সারা ॥”
 “ব্রহ্মবৈবর্তের কথা নৈমিষারণ্যেতে ।
 গরুড়পুরাণ কথা শুনিলে তুরিতে ॥
 ষাটি সহস্র মুনি শুনি কহে খগরাজ ।
 অষ্টাদশ পুরাণ কথা দেখি পাখ-মাঝ ॥
 বিস্মিত হইলা বাস দেখি পক্ষরাজ ।
 অষ্টাদশ পুরাণ লেখা পাখের সমাজ ॥

গরুড় পুরাণ কথা আর বৈবর্ত ।
 বিষ্ণুপুরাণ কথা আর শ্রীভাগবত ॥
 চারিপুরাণ ঘাটি সখা-উক্তি হয়ে ।
 পূর্বরাগ নবোটার কথা कहিলে নিশ্চয়ে ॥
 স্তবল-মিলন আর পূর্ব কথা শুনি ।
 নানা মত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব আনি ॥
 শ্রীভাগবতে আছে সখার গণন ।
 রাধিকার নামতত্ত্ব পরম কখন ॥
 বিস্তার না কৈল ব্যাস রাগিলা গোপনে ।
 সাঁটিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে ॥”
 এ ঘট সম্বাদ কথা [অ] পূর্ব কখন ।
 পিক সনে শুক পক্ষ কহেন বচন ॥
 পিক কহে—“শুনিলাও পূর্বরাগ কথা ।
 সখা-উক্তি নবোটারস রতিগুণ-গাথা ॥
 আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে ।
 অমৃত-বচন-কথা শুনি একমনে ॥”

শুক কহে—“শুন পিক আর এক শ্রেণি ।
 যুগল-মধুর-রস অমিয়ার কণি ॥
 * * * * *
 দীন চণ্ডীদাস কহে সমুদ্রের কণি ॥১৯০৬॥

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এইখানে পূর্বরাগের পালা শেষ হইয়াছে ।
 ইহার পরে যুগলমধুররসের বর্ণনা আরম্ভ হইবে ।
 পঙ্-১। পালার মধ্যে পরীক্ষিতের উল্লেখ পূর্ববর্তা
 ৩২ সং পদেও রহিয়াছে ।
 ১৭-১৮। ভাগবতে সখাগণের কথা আছে, কিন্তু
 রাধিকার নাম নাই । কবি বলিতেছেন যে, ব্যাসদেব ইহা
 প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । বস্তুতঃ গোড়ীয়া
 বৈষ্ণব-টীকাকারগণ ভাগবতের অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যায়
 রাধার নামের উল্লেখ করিয়াছেন । কবি এখানে তাহারই
 ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন ।

পূর্বরাগের পরিশিষ্ট

দ্রষ্টব্য :—নী-তে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ পর্যায়ে ৪৫ হইতে ৬৯ সংখ্যক ২৫টি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১৮টি পদ পূর্বেই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৭টি পদ এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

৭-৮। তু°—“নিশ্চয় ইনি শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্তৃক দংশিত হইয়াছেন।” (ঐ, ৬৯ পৃঃ।) অতঃ—মূল আছে “তা নুগং” (সং—তন্নুং), ইহারই বাক্যলা “অতএব, নিশ্চয়।” এইজন্ত নচ-ধৃত পাঠ “অতএ” হইতে পারে (ঐ, ৫০ পৃঃ)। “এতৎ” পাঠও সম্ভবপর।

[৭৪৬]

বাল্য ধানশী

এ সখি সুন্দরি, কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া চল চল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তমু কণ্টক দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥
বড় চণ্ডীদাস কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতঃ সে হয় :

দ্রষ্টব্য :—বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্বরাগের উদয় হইয়াছে এই পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বহির্ভূত। অতএব এই পদটি বড় চণ্ডীদাসকে আরোপ করা যায় না। বিশেষতঃ উদ্ধৃত টীকা পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, পদটি বিদগ্ধমাধব নাটকের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে এইরূপে কতকগুলি পদে যে বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তহল।

[৭৪৭]

তুড়ি

নী, ৪৮।

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—“প্রিয়সখি! অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন?” (বিদগ্ধমাধব, ৬৬ পৃঃ।)

৩-৪। তু°—“তোমার লোচনযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে, তোমার নিশ্বাস স্তন্যাবরণ-বস্ত্রকে নৃত্য করাইতেছে, এবং রোমাঞ্চপূঞ্জ তোমার মূর্ত্তিকে কণ্টকিত করিতেছে।” (ঐ, ৬৯-৭০ পৃঃ।)

অঙ্গ পুলকিত

মরম সহিত

অঝরে নয়ন ঝরে।

বুঝি অমুমানি

কালারূপখানি

তোমাতে করিয়া ভোরে ॥

দেখি নানা দশা

অঙ্গ যে বিবশা

না হত এমন ভায়ে।

সে বড় নাগর

গুণের সাগর

কিবা না করিতে পারে ॥

শুন শুন রাই কহি তব ঠাই

[৭৪৮]

ভাল না দেখি যে তোরে ।

সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি

সুহই

আছয় গোকুলপুরে ॥

ইহাতে এখন দেখি যে কেমন

নাহি লাজ গুরুতরে ।

কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে

বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে

আসিয়া পশিল মোর কাণে ।

অমৃত নিছিয়া^১ ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী

কি জানি কেমন করে প্রাণে ॥^২

সখি হে, নিশ্চয় করিয়া^৩ কহি তোরে ।

হাহা কুলাঙ্গনা-মন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ

যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥ ধ্রু ॥

শুনিয়া ললিতা কহে— “অণু কোন শব্দ নহে

মোহন মুরলী-ধ্বনি এহ ।

সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে

রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ ॥^৪”

রাই কহে—“কেবা হেন^৫ মুরলী বাজায় যেন^৬

বিষায়ুতে একত্র করিয়া ।”

জল নহে হিমে জন্ম কাঁপাইছে সব তনু

প্রতি^৭ তনু শীতল করিয়া ।^৮

অন্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে

ছেদন না করে হিয়া মোর ।

তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি

বিচারিতে^৯ না পাইয়ে^{১০} গুর ॥”

নী, ৫৩ ।

টীকা

পঙ্—১-২ । পূর্ববর্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৩-৪ । তু°—“বোধ হয় মাধবমাধুর্য্য তোমার প্রবণের সমীপবর্তী হইয়াছে ।” (বিদগ্ধমাধব, ৭০ পৃঃ ।)

৯ । বিদগ্ধমাধবে পৌর্ণমাসী এই ভাবেই রাখাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা—“বাছা! কিছু জিজ্ঞাসা করি ।” (ঐ, ১০২ পৃঃ ।)

১০ । তু°—“এমত হুঃসাহস-বিষয়ে মতি করিতেছ কেন ?” (ঐ)

১১-১২ । তু°—“গোকুলমধ্যে সূচরিত্রা বলিয়া তোমার কথা প্রসিদ্ধ আছে ।” (ঐ)

১৩-১৪ । তু°—“তুমি কি বজ্রজনের সমীপে লজ্জিত হইবে না ?” (ঐ)

দ্রষ্টব্য :—এই পদেও বিদগ্ধমাধব নাটকের ভাবসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ।

নী—৬৩ ; তরু, ১৪২

১ ছিনিয়া, নী ২ মনে, ঐ ৩ কহিয়া, ঐ

৪ স্বেহ, তরু ৫ কেন, নী ৬ হেন, ঐ

৭-৮ শীতল করিয়া মোর হিয়া, ঐ

৯-১০ চণ্ডীদাস ভাবি না পায়, ঐ ।

দ্রষ্টব্য :—বংশীধ্বনি শুনিয়া রাখার পূর্বরাগের উদয় হইয়াছিল, এই পরিকল্পনা বহু চণ্ডীদাসের ত্রীকণকীর্তনে নাই, দীন চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পালাতেও নাই, অথচ

বিদগ্ধমাধবে রহিয়াছে । যত্নশ্রম দাসের অল্পবাদেও তাঁহার
ভণিতায় পদটি পাওয়া যাইতেছে । অতএব স্পষ্টই বুঝা
যায় যে, পরবর্ত্তীকালে ইহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা আরোপিত
হইয়াছে । সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তরুর ভূমিকায় ইহার
নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন (ঐ, ১০২ পৃঃ দৃষ্টব্য) ।

টীকা

পঙ্ক—১-৪ । কদম্বের বন হইতে অক্ষয়্যঃ একটি শব্দ
উখিত হইয়া আমার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে。
তদ্বারা আমি এক অনির্কচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ।
(বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ ।)

৬-৭ । এই শব্দ যুবতীগণের ধৈর্য্যরূপ ভুঙ্কসঙ্গদমন
বিষয়ে গরুড়-সদৃশ । (ঐ, ৭১ পৃঃ ।)

৮-৯ । ললিতা বলিলেন—সখি ! ইহা অত্ কোন শব্দ
নহে, মুরলীর শব্দ । (ঐ, ৬৭ পৃঃ ।)

১৪-১৭ । সখি ! এ হিম নয়, কিন্তু হিমের ছায়
কম্পিত করিতেছে ; এ তাপ নয়, কিন্তু উষ্ণতা ধারণ
করিতেছে । (ঐ, ৬৮ পৃঃ ।)

[৭৪৯]

কামোদ

স্বজন, কি হেরিনু যমুনার কূলে ।

ত্রৈকুলনন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়িয়ে তরুমূলে ॥

গোকুলনগর মাঝে আর যে রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা ।

নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥

মল্লিকাচম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে ।

আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ নিয়ে
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে ।

সে শিরে চূড়ার ঠাম কেবল যৈছন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া ।

সে শিরে বেনানিজালে নব গুঞ্জামণিমালে
চঞ্চল চাঁদপরে পারা ॥

পায়ের উপরে গুয়ে পা কদম্ব-হেলন গা
গলে দোলে মালতীর মালা ।

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা ॥

নী, ৫৭ ।

[৭৫০]

সুহই

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা ।

নবজলধর রূপ মূনির মন মোহে গো
তৈঁই জলে যেতে করি মানা ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে ।

ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে ॥

নয়ানকটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান ।

শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥

কানড়া কুম্ব যিনি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ানের কোণে যে ।

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দপানে
পরানে বাঁচিবে সখি কে ॥

নী, ৬৪ ।

[৭৫১]

বিভাষ

সেই কোন বিধি আনি সুধানিধি
 খুইল রাধিকা নামে ।
 শুনিতে যে বাণী অবশ তখনি
 মূরছি পড়ল হামে ॥
 সেই, কি আর বলিব আমি ।
 সে তিন আঁখর কৈল জর জর
 হইল অন্তরগামী ॥
 সব কলেবর কাঁপে থর থর
 ধরণ না যায় চিত ।
 কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
 শুনহ পরাণ-মিত ।
 কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
 সেই যে নবীন বালা ।
 তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে
 পরশে যুচব জ্বালা ॥

নৌ, ৬৬ ।

দ্রষ্টব্য:—এই পদটির যে পঙ্ক্তিতে “সই” এবং ১১শ পঙ্ক্তিতে “পরামিত” সঙ্ঘোধন রহিয়াছে বলিয়া পাঠ সন্দেহজনক । পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের কল্পনার বহির্ভূত ।

[৭৫২]

সুহই

হেদে লো সুন্দরি প্রেমের আগরি
 শুনহ নাগর-কথা ।
 নিকুঞ্জে আসিয়া তোহরি লাগিয়া
 কাঁদিয়ে আকুল তথা ॥

রাই রাই করি ফুকারি ফুকারি
 পড়ই ভূমির তলে ।
 ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
 কেমনে সে ধনী মিলে ॥
 রাই, অতএ আইনু আমি ।
 কানুর পিরিতি যতেক আরতি
 যাইলে জানিবা তুমি ॥
 প্রেম-অমিয়া বাড়াও উহারে
 তোহারে কে করে বাধা ।
 চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
 পুরাহ মনের সাধা ॥

নৌ, ৬৭ ।

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের কয়েকটি শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে ।

পঙ্—১-৬ । তু°—“মনোহর বাস-ভবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি এখন বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন, আর ভূমিশয্যায় লুপ্তিত হইতেছেন, এবং সর্বদা তোমার নাম উচ্চারণপূর্বক পরিতাপ করিতেছেন।” (গীতগোবিন্দ, ৫।৫ ।)

৭-৮ । তু°—“হে প্রিয়সখি! তুমি শ্রীমতী-সমীপে গমন করিয়া আমার অহুন্নয় জ্ঞাপন কর, এবং তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।” (ঐ, ৫।১ ।)

শ্রীকৃষ্ণের সখী-সঙ্ঘোধনে রচিত পদগুলি গীতগোবিন্দের প্রভাষজাত, কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব-রাগের পালার এই পেরিকল্পনা নাই, কিন্তু গীতগোবিন্দে রহিয়াছে ।

যুগলমধুররস

প্রথম পল্লব

প্রবেশিকা

পূর্ববর্তী ৭৪৫ সং পদে দেখা যায় যে, কবি “যুগলমধুররসের” বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, আর তাহার পরবর্তী পদটিও “অথ বিপ্রলস্ত” পরিচয়ে আরম্ভ হইয়াছে (৭৫৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে বিপ্রলস্তের উল্লেখ স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, কবি যুগলমধুররসের একটিকে বিপ্রলস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে এই যুগলের অপরটি কি ? রসশাস্ত্রে মধুররসকে বিপ্রলস্ত ও সন্তোগ ভেদে দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবি এখন বিপ্রলস্ত ও সন্তোগ পর্যায়ে মধুররসের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। যুগলের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের) মধুররস, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও বিপ্রলস্ত এবং সন্তোগই লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিপ্রলস্ত, যথা—

যুনেরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাধ যো মিথঃ ।

অভীক্ষালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তো প্রকৃষাতে ॥

স বিপ্রলস্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্তোগোন্নতিকারকঃ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, ৮৩৫ পৃঃ ।)

অর্থাৎ—“নায়কনায়িকাষয়ের অযুক্ত এবং যুক্ত সময়ে পরস্পর অভিমত আলিঙ্গনচুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকটিত হয়, তাহাকে বিপ্রলস্ত বলে। ইহা সন্তোগের পুষ্টিকারক।” বিপ্রলস্ত

কেবল যে সন্তোগপোষক তাহা নহে, ইহা “নিরবধিচমৎকারসমর্পকতেন সন্তোগপুঞ্জময় এব।” অতএব সন্তোগ অপেক্ষা বিপ্রলস্তে আনন্দোল্লাসাদি অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে। এই জগুই বলা হইয়া থাকে—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তৃতাঃ ।

সঙ্গে সৈব তথৈক্য ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥

(পদ্মাবলী, ২৪০ সং শ্লোক ।)

উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্র্য ভেদে বিপ্রলস্ত চারি প্রকার বলা হইয়াছে, যথা—

পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি ।

প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলস্তচতুর্বিধঃ ॥

(ঐ, ৮৩৭ পৃঃ ।)

কিন্তু সাহিত্যদর্পণে প্রেমবৈচিত্র্যের পরিবর্তে “করণের” উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

স চ পূর্বরাগ-মান-প্রবাস-করণাঙ্কশ্চতুর্বিধাঃ ।

(ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।)

সকল প্রাচীন রসশাস্ত্রেই করণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, প্রেমবৈচিত্র্যের নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, করণের স্থানে প্রেমবৈচিত্র্যের

পরিকল্পনা বৈষ্ণবগণ করিয়াছেন। শৃঙ্গারবীর-
করুণাদি ভেদে যে নয় প্রকার (মতান্তরে আট ও
দশ) কাব্যরস নির্দেশিত হয়, তদন্তর্গত করুণের
সহিত বিপ্রলস্তের করুণের পার্থক্য রহিয়াছে।
করুণবিপ্রলস্ত সম্বন্ধে বলা হয়—

যূনোরেকতরস্মিন্ গভবতি লোকাস্তরং পুনর্লভো ।
বিমনায়তে যদৈকস্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলস্তাথাঃ ॥

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিঃ ।)

অর্থাৎ—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজনের মৃত্যু
হইলে তাহার জন্ম অপরের আক্ষেপে করুণবিপ্রলস্ত
হয়, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি পরে পুনর্জীবিত হয়,
নতুবা করুণ কাব্যরস হয় মাত্র। অতএব রূপ-
গোপ্যামী কেবল যে করুণবিপ্রলস্তের স্থানে প্রেম-
বৈচিত্র্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, এই
নূতন শব্দটি তিনি বিশিষ্টার্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন,
কারণ উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার নিম্নলিখিত প্রকার
সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়—

প্রিয়স্ত সন্নির্দেহপি প্রেমোৎকর্ষম্ভাবতঃ ।

যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥

(ঐ, ১১২ পৃঃ ।)

অর্থাৎ—প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ব্যক্তির
সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার
অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্র্য। ইহাতে
নায়কনায়িকার মৃত্যু বা পুনর্জীবিত হওয়ার কোন
কথাই নাই। অতএব প্রেমবৈচিত্র্যের এই নূতন
পরিকল্পনা গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজস্বই বলিতে
হইবে। পরবর্তী কালে এই প্রেমবৈচিত্র্যের
আক্ষেপ এবং করুণবিপ্রলস্তের আক্ষেপ হইতে
আক্ষেপানুরাগের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ

হয়। উজ্জ্বলনীলমণির বহরমপুর সংস্করণের শেষ-
ভাগে চতুঃষষ্টিরসবিবৃতিতে প্রেমবৈচিত্র্যের প্রকার-
ভেদে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, সখীর প্রতি, নিজের প্রতি
প্রভৃতি আট রকমের আক্ষেপের উল্লেখ রহিয়াছে।
আবার পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার একাদশপাঠে
আক্ষেপানুরাগ-ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—“স এব
নানাবিধো যথা—

কৃষ্ণঃ মুরলীকৈবমাত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি ।

দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিসু ।”

অতএব প্রেমবৈচিত্র্য এবং আক্ষেপানুরাগ যে
পরবর্তী কালে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে
কোনই সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের :৩৮৯ সংখ্যক
পুথির ১৯০৬ সং পদে (পূর্ববর্তী ৭৪১ সং পদ
দ্রষ্টব্য) যুগলমধুররস বর্ণনার প্রসঙ্গ রহিয়াছে।
তৎপরে “অথ বিপ্রলস্ত, উল্লাস” পরিচয়ে ১৯০৭
সং পদ (পরবর্তী ৭৫৩ সং পদ দ্রষ্টব্য)
আরম্ভ হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়
যে, ইহা বিপ্রলস্তের অন্তর্গত প্রেমবৈচিত্র্যের পদ
(পরবর্তী পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ইহার পরে
প্রায় ৯২টি পদ পাওয়া যাইতেছে না। তৎপরে
১৯৯৯ হইতে ২০০২ সংখ্যক যে চারিটি পদ পাওয়া
যাইতেছে তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে,
ইহারা আক্ষেপানুরাগের পদ (পরবর্তী ৭৫৪-
৭৫৭ সং পদ দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা যাইতেছে
যে, দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে প্রেমবৈচিত্র্য
এবং আক্ষেপানুরাগেরই শতাধিক পদ ছিল। বঙ্গীয়
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নালরতনবাবুর সম্পাদকতায়
চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে,
তাহাতে ২৫০-৩৯১ সং পদ পর্যন্ত ১৪২টি পদ
আক্ষেপানুরাগ-পর্যায়ের সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই

পদগুলি “নায়ক-সম্বোধনে” (অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ), “সখী-সম্বোধনে” (অর্থাৎ সখীর প্রতি আক্ষেপ), বংশীর প্রতি আক্ষেপ, পিরীতির প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়-বিভাগে সম্বন্ধীভূত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি পদ সন্দেহজনক এবং অণু কবির রচিত হইলেও যথোচিত পাদ-টাকার সহিত তাহাদিগকে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইল। তরুতে আক্ষেপানুরাগ পর্যায় ৭৯৯ হইতে ৯৯২ সংখ্যক ১৭৪টি পদ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৬৩টি পদে চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায়। সমগ্র তরুতে চণ্ডীদাস ভণিতার পদ ১১৮টি মাত্র। অতএব ইহার অর্ধাধিক পদই আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ভুক্ত।

এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এখানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পালাগান রচনার সুযোগ নাই। কবি এক একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভণিতার গোলমাল প্রধানতঃ এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ধারাবাহিক পালাগানে অণু কবির পদ সন্নিবিষ্ট করা সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না, কিন্তু বিচ্ছিন্ন পদ-সমষ্টিতে ইহা সহজেই করা যাইতে পারে। আক্ষেপানুরাগের পদাবলীতেও এই জগু বড়ু আদি, কবি প্রভৃতি ভণিতায়ুক্ত চণ্ডীদাসের পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী সংগ্রহকারগণ কোথা হইতে পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া রাখিয়া গেলে, চণ্ডীদাসসমস্ত এইরূপ জটীলাকার ধারণ করিত না।

কিন্তু ভণিতা যে ভাবেই থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাস কখনও প্রেমবৈচিত্র্য বা আক্ষেপানুরাগের নিশানা দিয়া

পদ রচনা করিতে পারেন না, কারণ ঐ শব্দ দুইটি পরবর্তীকালে সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই অধ্যায়ে বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ পাইলে তাহা বিচার করিয়া গ্রহণ করা উচিত। প্রধানতঃ দুই কারণে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এই অধ্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসের অশুকরণে পদ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অশুকরণই, বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নহে। অতএব ভাবসাদৃশ্য দেখিলেই তাহা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়, যেমন এই গ্রন্থের ৪৬৩ সং পদকে বিছাপতির পদ বলা যায় না, তাঁহার অশুকরণ মাত্র বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী সংগ্রহকার-গণের দ্বারা বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, যেমন “প্রথম প্রহর নিশি” ইত্যাদি পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে সংগৃহীত হইয়া নী-তে ২০১ সং পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার পদ অশুকরণজাত, না সঙ্কলিত তাহা বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ববর্তী ৫০ সংখ্যক পদে (প্রথম খণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কবি মধুররস সম্বন্ধে বলিয়া- ছিলেন “এ কথা অনেক কহিব বিস্তারে” ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে তিনি নানাভাবেই এই রস বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে দানলালা ও নৌকা-লালায় প্রসঙ্গতঃ সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে অক্রুরাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন গোপীগণের আক্ষেপে বিপ্রলম্বের অন্তর্গত প্রবাস বর্ণিত হইয়াছিল, ইহার পরে ভাবসম্মিলনে পুনরায় সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগেই বিপ্রলম্বের পালা আরম্ভ হইয়াছে, তৎপরে গোঁগরাসে সম্ভোগ, এবং রাসে

মান ও মিলন, তৎপরে একটি সম্পূর্ণ পালাতে কবি প্রেমবৈচিত্র্য এবং আক্ষেপানুরাগ বিস্তৃতভাবে পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব বিপ্রলস্তের বর্ণিত হইল। যুগলমধুররস-সম্বন্ধে তিনি আর অন্তর্গত পূর্বরাগ, মান ও প্রবাস ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা পরবর্তী দুই পল্লবে সন্নিবিষ্ট নানাভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই পালাতে হইল।

যুগলমধুররস

[৭৫৩]

সুই রাগ

একদিন বসি নাগর রসিয়া
বসিয়া চাঁপার বনে ।

কহে বিনোদিনী হরষবাদনী
চাহিয়া পিয়ার পানে ॥

“আজ সে তোমার বেশ বনায়ব
বসিয়া চাঁপার বনে ।

তবে সে পূর্ব মনোরথ কাম
শুনহ নাগর কানে ॥”

তুলি বনফুল হার বনাওল
তুলব সুন্দরী রাই ।

চন্দনের চাঁদ ভালে পরা(ইল)
পিয়ার বদনে চাই ॥

পুন শশধর কিবা সে শোভন
চাঁর কুন্তল আটি ।

পটুয়ার ডোরীদোফেরী
বান্ধল সে পরিপাটি ॥

নানা ফুলদাম বেরি অনুপাম
এ গজমুকুতা ছড়া ।

হুসারি মালি
... .. ॥১৯০৭॥

টীকা

উজ্জলনামণিতে আছে—“রত্নভাবে (যে মহাভাবে
সাম্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত হয়, ঐ, ৭৬৭ পৃঃ) বিপ্রলম্ব

সম্বন্ধীয় সম্ভোগ উৎপন্ন হয়, এই সম্ভোগ নির্ভর আনন্দরাশির
পরম অবধি পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। এইভাবে বিরহ
হইলে ‘তজ্জন্ত দ্বিগুণ পীড়া হয়,’ ইত্যাদি (ঐ, ৯৪৯ পৃঃ) ।

কবি নিজেও পূর্ববর্তী ৪৭০ সং পদে বলিয়াছেন—

“হরস হইয়া বিরস বদন
বিরহ হইল তবে ।”

এই পদটির শেষের অংশ পাওয়া যায় নাই। পদটি
পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে সাজাইতেছিলেন,
তাহার পরে বোধ হয় “প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয় ব্যক্তির
সম্মিথানে অবস্থিত হইয়াও বিচ্ছেদ-ভয়ে” রাধা পীড়া অনুভব
করিয়াছিলেন (প্রেমবৈচিত্তোর সংজ্ঞা, ঐ, ৯১২ পৃঃ),
যেমন নিয়োক্ত পদগুলিতে রহিয়াছে—

“রোদতি রাধা শ্রাম করি কোর ।
হরি হরি কাই গেও প্রাণনাথ মোর ॥”
(তরু, ৭৬৬ সং পদ ।)

অথবা—

“কাহুক কোরে কলাবতি কাতর ।
কহত কাহু পরদেশ ॥”
(ঐ, ৭৭০ সং পদ ।)

স্রষ্টব্য:—এই পদটি দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্য-
গ্রন্থের ১৯০৭ সং পদ। তৎপরে প্রায় ৯২টি পদ পাওয়া
যাইতেছে না। পরবর্তী পদটি উক্ত গ্রন্থের ১৯৯৯ সং পদ।

[৭৫৪]

... শেষ নিশি দ্বিতীয় প্রহরে
 দেখিল স্বপনে এই ।
 দেখিতে দেখিতে ঘুম দূরে গেল
 কাতরে চলিল সেই ॥
 তেজিল শয়ন কচালি নয়ন
 বৈঠল শেজের মাঝ ।
 ননদীর ভয়ে বাহির না হই
 বুঝিল আপন কাজ ॥
 সেই হতে মোর হিয়া জ্বর জ্বর
 পরাণ হইল সারা ।
 বল বল দেখি কেমন উপায়
 করিমু কেমন ধারা ॥
 মোর মন সেই এমত হইল
 যেমন বাউল প্রায় ।
 পুন কর জুড়ি কহেন বচন
 দীন চণ্ডীদাস তায় ॥১৯৯৯॥

অন্তব্য:—এই পদে গোপ-সন্তোষ বর্ণিত হইয়াছে ।
 স্বপ্নশেষে যে বিরহাবস্থা তাহাই বিপ্রলম্বের বিষয়ীভূত বলিয়া
 পদটি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল । সন্তোষস্বতির অন্ত্য পদ
 তৃতীয় পদে দ্রষ্টব্য ।

[৭৫৫]

রাগ হুই সিন্ধুড়া

কহিমু কাহার আগে ।
 ভূমি সে বেধিত ভধির কারণে
 কহিল তোমার লগে ॥

যে দিন দেখল কদম্বের তলে
 চাহিয়া অকাজ কইমু ।
 সেই দিন হতে অঙ্গ জর জর
 না জানি কি ফল পামু ॥
 গৃহপতিজনে বিষ সম দেখি
 লোকের বচন রুঠা ।
 বুক ছুরু ছুরু কেমন করয়ে
 এ বড়ি বিষম লেঠা ॥
 জাতি কুল শীল আর কিবা রয়
 বেক ।
 করে কানাকানি
 তুলয়ে দারুণ রব ॥

 ।
 শ্যাম বিহনে জীবন না রহে
 এ অঙ্গ হইল চল ॥ *
 সঙ্গ
 ঐছন পীরিতি লেহা ।
 কানুর পীরিতি যে জন করিল
 তাহার পুড়য়ে দেহা ॥২০০০॥

অন্তব্য:—এই পদে রাধার সখী-সম্বোধনে
 আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে ।

[৭৫৬]

শ্রীনট

কাহারে কহিব মরম কথা ।
 উগারিতে নারি হিয়ার বেধা ।
 যে হয় ব্যথিত তাহারে কই ।
 মরম-বেদনা কহিল এই ॥

ঘরে পরে হল্য কলঙ্ক সারা ।
তমু তেয়াগিব এমতি ধারা ॥
কেন বা চাহিল কালিয়া পানে ।
হিয়া জর জর মরম স্থানে ॥
কে এত সহিব বিষম তাপ ।
জলে গিয়া দিব দারুণ ঝাঁপ ॥
ননদী-বচনে কুশের কাঁটা ।
চণ্ডীদাস কহে বিষম লেঠা ॥২০০১॥

[০৫৭]

কাফি কানাড়া

কি কাজ করিমু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে ।
এ ঘরে বসতি নহিল নহিল
এমতি হইল কেনে ॥

যেমন বাউল হরিণী তরাসে
খাইলে ব্যাধের বাণ ।
তেমত করিল অবলার প্রাণ
ইহাতে নাহিক আন ॥

পরের পরাণ হরিতে নাগর
পাতয়ে কতক ফান্দ ।
কোন্ কুলবতী পীরিতি করিয়া
এ চিন্তে ধৈরজ বান্ধ ॥২০০২॥

টীকা

মন্তব্য:—এই পদে রাধার নিজের প্রতি
আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে ।

পঙ্-১-২ । ভূ—

“কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা বাবে পরভীত ।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত ॥
(নী—৩৫৮ সং পদ ।)

৫ । ভূ—“জগৎ-ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন ।”
(৭৬২ সং পদ ।)

৭ । ভূ—

“কি কাজ করিমু আপনা খাইয়া
চাহিল শ্যামের পানে ॥”
(৭৫৭ সং পদ ।)

১১ । ভূ—

“ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা মেয় খোঁটা ।”
(৭৬১ সং পদ ।)

মন্তব্য:—এই পদেও রাধার নিজের প্রতি
আক্ষেপোক্তি বর্ণিত হইয়াছে । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা
যায় যে, কবি এখন আক্ষেপাহুয়াগ বর্ণনার প্রবৃত্ত
হইয়াছেন ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সং পুথির পদ
এইখানে শেষ হইল । ইহার পরে বিপ্রসত্তের এই প্রথম
পদপুস্তি, দ্বিতীয় পদপুস্তি কলহাস্তরিতা, বাসকসজ্জিতা প্রভৃতি
অষ্টনায়িকা বর্ণনার পদপুস্তি, এবং তৃতীয় পদপুস্তি
সন্তোষের অন্তর্গত সন্তোষ-স্মৃতির পদপুস্তি সন্নিবিষ্ট হইল ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ

প্রবেশিকা

পদকল্পতরুতে এই পর্যায়ের স্থাপিত ৭৯৯ হইতে ৮১৯ সংখ্যক ২১টি পদের মধ্যে ৬টি মাত্র (৮০১, ৮০৫, ৮১০, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬ সং পদ দ্রষ্টব্য) চণ্ডীদাস ভণিতার পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু নী-তে ২৫০ হইতে ২৫৯ সংখ্যক ১০টি পদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে “ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে” (নী—২৫০) পদটি তরুতে গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ পর্যায়ের ৮৬৮ সংখ্যক পদরূপে সঙ্কলিত রহিয়াছে। ইহা সেই পর্যায়েরই সম্মিবিষ্ট হইল। অবশিষ্ট ৯টি পদের মধ্যে তরুতে উদ্ধৃত ৬টি পদই নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে, এতদ্বািত তরুর ৭৫৫ সং পদটিও নী-তে এই পর্যায়ের সঙ্কলিত রহিয়াছে এবং দুইটি নূতন পদও ইহাতে যোগ করা হইয়াছে। এই সকল পদ এখানে সঙ্কলিত হইল।

চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচলিত অগাণ্ড পদের ভাবসাদৃশ্য যে এই সকল পদে রহিয়াছে তাহা পাদটীকায় প্রদর্শিত হইল। একই ভাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া চণ্ডীদাস এই জাতীয় বিবিধ পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। নচ-র দুইটি নূতন পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাদটীকায় ইহাদেরও ভাবসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি। এই ভাবের বহু পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইতেছে। ভানুসিংহের পদাবলীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলে তাহাও চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যাইত। এইরূপে চণ্ডীদাসের পদাবলী যে কতটা পরিপূর্ণ হইয়াছে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

[৭৫৮]

• শ্রীরাগ*

সকলি^১ আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।^২
না জানিয়া যদি করেছি^৩ পীরিত
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে^৪ দেখিয়া
খাইলু^৫ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে ॥
সো^৬ যদি জানিতাম^৭ অলপ ইঞ্জিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল^৮ সকল^৯
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি।
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে^{১০} সাধ।
প্রথম পীরিত তাহার নাহিক
ত্রিভাগ^{১১} আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই^{১২} যদি করে আনে।
চণ্ডীদাসে কহে এমনি পীরিত
করয়ে সৃজন সনে ॥

নী, ২৫৭; তরু, ৮০১

* শ্রী, নী

১-২ বন্ধু সকলি আমার দোষ, তরু

৩ কর্যাছি, তরু • সমুখে, নী

- ১ আইনু, নী
- ২ যো, তরু
- ৩-৪ সকল যজ্ঞিল, যজ্ঞিল সকলি, তরু (পাঠ্য)
- ৫ করিয়ে, তরু
- ৬-৭ সেহ, তরু

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি ।
 বৃষ্টিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥^১
 ঘর কৈনু^২ বাহির, বাহির কৈনু^৩ ঘর ।
 পরকে^৪ আপনা করি আপনি হনু পর ।^৫
 কোন বিধি সিরজিল^৬ সোতের^৭ সের্গলি ।^৮
 এমন ব্যথিত^৯ নাই ডাকে রাখা বলি ॥^{১০}
 বঁধু^{১১} যদি তুমি মোরে^{১২} নিদারুণ হও ।
 মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া^{১৩} রও ॥
 চণ্ডীদাস^{১৪} কহে হিয়া শুনিতে যুড়ায় ।
 এমন পীরিতি আর না দেখি কোথায় ॥^{১৫}

টীকা

পঙ্-১৪। তু°—

“কাহাবে করিব রোষ ।
 না জানি না দেখি সরল হইল
 সে পুনি আপন দোষ ॥”
 (নী—৩৪৭ সং পদ ।)

৫-৮। তু°—

“অমৃত বলিয়া গরল ভথিল
 বিষেতে জারিল দে ।”
 (নী—২৫৩ সং পদ ।)

৯-১০। তু°—

“মুই যদি জানিতু এত তবে কেন হব রত
 না করিতু হেন সব কাজ ।”
 (নী—৩৭৮ সং পদ ।)

১৩ ১৬। শ্রামের সহিত যখন প্রথম পিরীতি করি তখন প্রাণে অসীম আশা পোষণ করিয়াছিলাম, এখন সেই আশা পূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা, একবার তাঁহাকে চক্ষে দেখিতেও পাই না। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, পিরীতির প্রথম অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার যে তীব্রতা ছিল, এখন তাহার তিন-ভাগের অর্ধেকের অর্ধেকও নাই।

নী, ২৫৪; তরু, ৮০৫; বিপু, ২৯২, ৪৫৫৯

১ বাদ, ২৯২

২-২ বন্ধু হে কি মোহিনি তুমি জান, ২৯২

৩ ২৯২ পুষ্টিতে এই দুই পঙ্ক্তি পরবর্তী দুই পঙ্ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৪, ৫ কনু, ২৯২; কৈলু°, তরু (সর্বত্র)

৬-৬ পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর, নী, তরু, (কৈলু°) সিরজিলে, তরু

৭-৭ সতের শিয়লি, ২৯২; °শেহলি, তরু

৮ বেধিত, তরু, ২৯২

৯ এই দুই পঙ্ক্তি তরুর পাঠান্তরে নাই

১০-১১ বন্ধু হে তুমি মোরে, ২৯২; বন্ধু তুমি যদি মোরে, তরু ১২ দাঁড়াইয়া, ২৯২

১৩-১৪ বাণ্ডলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ।

পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

নী, তরু (চণ্ডীদাসে °আপনা°) ।

চণ্ডীদাস বলে এই বাহুলি কুপায় ।

এমন পিরিতি আমি না দেখি কোথায় ॥

২৯২ এবং নী (পাঠ্য) ।

[৭৫৯]

মুইই

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ।
 অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥

পঙ্-২। তু°—

“রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।”

(প্রঃ খঃ, ৩৯৯ সং পদ।)

৩। তু°—

“শুকজন ঘরে গল্পে আমারে।”

(৭৬৩ সং পদ।)

৭। তু°—

“আহার ভোজন কিছু না কয়ে।”

(প্রঃ খঃ, ৪৮০ সং পদ।)

২.২ না করিখে, ২৯২

২.১ মাঝারে খুতে, ঐ

২.৩ ভোমার, ঐ ২.৪ হাম, নী, ভর

২.৫ কুলের রমণী, ২৯২

২.৬ ঘরে, নী, ২৯২ ২.৭ পরমাদ, নী

২.৮.১ না বার তমুত, ভর; তমুত না জানি, নী

২.৮.২ তার, ২৯২

২.৯.১ জীবন হেতু ভোমার পিরিতি, ২৯২

২.৯.২ কবি, ভর

২.৯.৩ এই শেষ ছই পঙ্ক্তির স্থানে ২৯২ পুথিতে আছে—“ধুবিনি চরণরজে, ধ্যান করি হিয়া মাখে. চণ্ডীদাস করয়ে বিনতি।”

[৭৬১]

সিদ্ধুড়া।

বখন পীরিতি কৈলাং আনি চাঁদ হাতে দিলাং

আপনিং করিতা মোরং বেশ।

আঁখিং আড় নাহিং করং হিয়ার উপরেং ধরং

এবে তোমাং দেখিতে সন্দেশ ॥

একে আমিং পরাধিনী তাহে কুল-কামিনীং

ঘরেং হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।

এত পরমাদেং প্রাণ তবুং নাহি জানেং আন

আর কত কহিব বিশেষ ॥

ননদী বিষের কাঁটা বিষ-মাখা দেয়ং খোঁটা

ভাহেং তুমি এত নিদারুণ।”

ধ্বজং চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়

বন্ধু তোর নহে অকরণ ॥”

নী, ২৫১; ভর, ৮১৪; বিপু, ২৯২

১. বাদ, ২৯২ ২. কৈলে, ঐ

৩. দিলে, ঐ ৪. আপনে করিরা দিখে, ঐ

৫. আঁখির, নী, ভর

তীকা

পঙ্-১। তু°—

“পহিলা পীরিতি বখন করিলে

হাতে আনি দিলা চাঁদ।”

(৩৫২ সং পদ।)

২-৪। তু°—

“দিয়া প্রেমরাশি, কত মধু চারি, সিকিয়া করল শাখা।

ডালে মূলে কাটি, পেগাএগ ঘরে, পুনই পে না পাই দেখা।”

(৪৮২ সং পদ।)

৫-৬। তু°—

“অমুখণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি

হুয়ারের বাহিরে পরবাস।”

(ভর, ৮৩৯ সং পদ।)

৮। পরমাদে—গ্রমাদে। তথাপি অস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আশি একমনে ভোমারই ধ্যান করি।

৯। তু°—“ননদী বচনে পাজরে বিধে মূণ।”

(নী, ৩৮৩ সং পদ।)

এষণ—“ননদী বচনে কুলের কাঁটা।”

(৭৫৬ সং পদ।)

দ্রষ্টব্য:—নী-তে “বিজ,” তরুতে “কবি,” এবং ২৯২
সং পুথিতে খুবনৌচরণ ষানকারী চণ্ডীদাস রহিয়াছে।
এইরূপ পাঠ-বৈষম্যের দরুন এই পদের রচয়িতার সম্বন্ধে
সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

[৭৬২]

সুহই

আরে মোর আরে মোর বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পীরিতের দায় ॥
ভাবিতে গণিতে মোর তমু হৈল ক্ষীণ ॥
জগৎ ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন ॥
তোমা সনে পীরিতি করি কিবা কাজ কৈমু।
মমু লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈমু ॥
না জানি অস্তুরে মোর কিনা হৈল ব্যথা।
একে মরি মনোদুখে তাতে নানা কথা ॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোর প্রেম নয় ॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাসে কহে কার কথায় কি যায় ॥

নী, ২৫৬; তরু, ৮১৫; বিপু, ২৯১, ২৯২

১. বাদ, ২৯১, ২৯২

২. আরে মোর, নী; হেদে হে, তরু

৩. পিরিতি, ২৯১

৪. সই ভাবিতে গুণিতে তমু খীণ, ২৯১ ২৯২;

গুণিতে তমু হৈল অতি ক্ষীণ, তরু

৫. জগভরি কলঙ্ক রহিল কুদিন, ২৯১, তরু। (এই
চিন)

৬. বাদ, ২৯১, ২৯২, তরু

৭. হৈল কিনা, ২৯১; কি হৈল, নী

৮ মনের দুখে, ২৯১; মনদুখে, ২৯২

৯. আরে, নী; আর, ২৯২, তরু

১০. বাদ, ২৯১, ২৯২, তরু

১১. বঁধু, নী; বাদ, ২৯১

১২. হে রায়, ২৯১

১৩. চণ্ডীদাস, নী, ২৯২, তরু

১৪. কয়, ২৯১

১৫. বোলে, ২৯২

১৬. কিবা, নী, ২৯২

দ্রষ্টব্য:—৫-৬ এবং ৯-১০ পঙ্ক্তি চারিটি ২৯১,

২৯২ সং পুথিতে এবং তরুতে পাওয়া যায় না।

[৭৬৩]

: ভাটিয়ারী

ভূমিত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর-রীত।
আমি ত দুঃখিনী কুল কলঙ্কিনী
হইমু করিয়া প্রীত ॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা কহিলে কি যায়
পরায় সহিছে যত ॥
অনেক সাধের পীরিতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি সে মনে লয় ॥
চণ্ডীদাস কহে পীরিতি বিষম
শুন বড়ুয়ার বহ।
পীরিতি-বিচ্ছেদ হইলে মরণ
এমতি না হউ কেহ ॥

নী, ২৫৯; তরু, ৮১৬; বিপু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০

- ১ বাদ, সকল পুঁথি ২ সে, ২৯১
 ৩ গুণের, ৩৩০০ ৪ যেমন, নী
 ৫-৫ আমরা, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০
 ৬ হইলু, ২৯২; হইলু, ২৯১; হইলু, ৩৩০০
 ৭-৭ করি তোমা সনে, ২৯২, ২৯১; করিঞা তোমার
 সনে, ৩৩০০; হইলু, তরু
 ৮-৮ যেদনে, না জায় পরানে, ২৯২
 ৯ পরানে, তরু, ২৯২, ২৯১
 ১০-১০ সহিব কত, ২৯১
 ১১-১১ মনে সে হয়, ২৯২; মনেতে লয়, ২৯১
 ১২ কয়, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০
 ১৩-১৩ এমন না হয়, ২৯২; পিরিতি এমতি হয়, ২৯১;
 ৩৩০০ ('এমন')
 ১৪ স্ননলো, ২৯২; শুনহ, ২৯১
 ১৫ বিপদ, ২৯২, ২৯১, ৩৩০০ ১৬ কাছ, ঐ

টীকা

পঙ—১-২। তু°—
 "ভয়রা সমান আছে কতজন
 মধুলোভে করে প্রীত ।
 মধু পান করি উড়িয়া পলায়
 'এমতি তাহার রীত ॥'
 (নী, ৭৮৩ সং পদ ।)

৩-৪। তু°—"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে ।"
 (প্রঃ খঃ, ৪০৫ সং পদ ।)

৫-৬। তু°—
 "গুরুর গঞ্জন যেধের গঞ্জন
 কত না সহিব প্রাণে ।"
 (নী, ৩১৬ সং পদ ।)

৭-৮। তু°—
 "মনের বেদনা কহিতে কহিতে
 দ্বিগুণ উঠয়ে ছুথ ।
 যেমন দাড়িষ ফাটিয়া পড়য়ে
 তেমতি করিছে বুক ।"
 (প্রঃ খঃ, ৩৯৬ সং পদ ।)

৯-১২। তু°—

"আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
 খুইতে সোয়াস্তি নাই ।"
 (ঐ, ৩৯৩ সং পদ ।)

এবং—

"তিলে আঁখি আঁড় করিতে না পারি
 তবে যে মরি আমি ।"
 (ঐ, ৪০৭ সং পদ ।)

[৭৬৪]

পটমঞ্জরী

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ-রায় ।
 তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
 শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি ।
 ভরমে তোমার রূপ ধরনীতে লেখি ॥
 গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া ।
 পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
 পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখে বরে জল ।
 তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ॥
 নিশি দিশি তোমায় বঁধু পাসরিতে নারি ।
 চণ্ডাদাস কহে হিয়া' রাখ স্থির করি ॥

নী, ১৫২; তরু, ৭৫৫

১ ভরে, নী ২ হিয়ায়, তরু

টীকা

পঙ—১। তু°—"তোমার চরণে, আমার পরাণে,
 বাধিল প্রেমের ফাঁসি ।"
 (প্রঃ খঃ, ৩৯৯ সং পদ ।)

২। তু°—"ভাষিয়া দেখিলু, প্রাণনাথ বিহু, আর
 কেহ নাহি মোর ।"

(ঐ)

৩। তু°—“শয়নে স্বপনে, নিজ্রা জাগরণে, কছু না
পাসরি তোমা ।”
(ঐ, ৪০৭ সং পদ ।)

৫-৮। তু°—

“সাধেতে বেড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে ।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্রাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার ।
নয়নের ধারা যোর বহে অনিবার ॥”
(নী, ২৯৬ সং পদ ।)

পরসঙ্গে—প্রসঙ্গক্রমে । দরবয়ে—দ্রব হয় ।

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে ।

অমৃত বলিয়া গরল ভাখিনু
বিষেতে জারিল দে ॥

নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে চেউ ।

তাহার উপরে রাসকের বসতি
পীরিতি না জানে কেউ ॥

চণ্ডীদাস কয় দুই এক হয়
তবে সে পীরিতি হয় ।

(নতু) খলের পীরিতি তুষের অনল
ধিকি ধিকি যেন বয় ॥

নী, ২৫৩ ।

টীকা

[৭৬৫]

: ধানশী

যখন নাগর পীরিতি করিলা
হুথের না ছিল ওর ।

সোতের সেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥

মুই ত অবলা অখলা হৃদয়
ভাল মন্দ নাহি জানি ।

বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি ॥

পীরিতি মুরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে ।

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এত পরমাদ করে ॥

পঙ—১-৪। তু°—

“প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্জে
করিলে অনেক সুখ ।

কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে হুখ ॥”

(প্রঃ খঃ, ২৯২ সং পদ ।)

আমাকে শ্রোতের শেওলার ছায়া আশ্রয়হীন করিয়া
এখন প্রেম-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ; কারণ, তোমার জগু
আমি—

“জাতি কুল বলি দিলাম তিলাঞ্জলি
চাড়িছু পতির আশ ।

ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিহু নাশ ॥”

(নী, ৩৭৩ সং পদ ।)

এইরূপে আমাকে আশ্রয়হীন করিয়া, এখন “নিদানে
জারিলে জলে” (প্রঃ খঃ, ২৪০ সং পদ)। পূর্ববর্তী ৭৫২
সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য ।

৫-৮। তু°—

“হাম সে অবলা ছন্দয় অখলা

ভালমন্দ নাহি জানি।

বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া

বিশাখা দেখালে আনি ॥”

(নী, ৫৫ সং পদ।)

১৩-১৬। তু°—

“পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর

ভুবনে ধানিল কে।

মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলু

তিতায় তিতিল দে ॥”

(নী, ৩৩৪ সং পদ।)

১৭-২০। তু°—

“প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান

পুলক উপরে ধারা।”

(নী, ৭৮৮ সং পদ।)

অধবা—

“মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি

তাহার উপরে চেউ।

তাহার উপরে পীরিতি বসতি

তাহা কি জানয়ে কেউ ॥”

(নী, ৭৯৫ সং পদ।)

২১-২২। তু°—

“তুই বুঢ়াইয়া এক অঙ্গ হও

ধাকিলে পীরিতি আশ।”

(নী, ৩৮৪ সং পদ।)

অন্তব্য:—এই পদটিতে যে চণ্ডীদাস-ভণিতায় প্রচলিত অস্ত্রান্ত পদের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা উপরে টীকায় প্রদর্শিত হইল। অতএব এই পদটি চণ্ডীদাসের মূল রচনায় ছিল, না পরবর্ত্তী কালে অস্ত্রান্ত পদের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। এজন্ত ইহাকে সন্দেহজনক পদপর্যায়ের স্থাপন করা যায়।

[৭৬৬]

• কামোদ

বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে দুখ।

যতেক রমণী ধনা বৈঠয়ে জগত মাঝে

না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥

লোক মুখে জানিনু লখি আগে না দেখিনু

আমারে কুমতি দিল বিধি।

না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ

দুখ রহে জনম অবধি ॥

কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর

স্ত্রীবধে ভয় নাহি কর।

গগন-ইন্দু আনিয়া করে কর দর্শাইয়া

এবে কেন এমতি আচর ॥

পীরিতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে

সে কেন পীরিতি করে সাধ।

বিজ চণ্ডীদাসে কয় মোর মনে হেন লয়

ভাঙ্গিলে গাড়িতে পরমাদ ॥

নী, ১৫৮ ; অস্ত্র পাণ্ডয়া যায় নাই।

টীকা

পঙ্ক-৩। তাহার তোমার প্রতি চাহিলে কি বিপদে পতিত হইবে তাহা আগে বুঝিতে না পারিয়া তোমার মুখ দেখে।

৬-৭। তু°—

“আপ্তপাছু না গণিয়া যে ধনী করম খেয়া

প্রেম করে পরের পুরুষে।

পরিণামে পায় দুখ কখন নাহিক সুখ

অগম পাধারে পড়ে শেষে ॥”

(প্রথম খণ্ড, ৩০৩ সং পদ।)

৯। তু°—“ক্রীষণ পাতকী, ভয় না গণহ”
(ঐ, ২৪১ সং পদ।)

১০। তু°—“হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি”
(ঐ, ৩০৩ সং পদ।)

১২। দয়বয়ে—ঋষ হয়।

১৫। তু°—

“অনেক বতনে পীরিতি রতনে
ভালিতে তিলেকে পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম
তনহ প্রাণের হরি ॥”
(ঐ, ৩৯৮ সং পদ।)

[৭৬৭]

বন্ধু, চিত-নিবারণ তুমি।

কোন শুভদিনে দেখা তোমার সনে
পাশরিতে নারি আমি ॥

ও চাঁদ-বদন না দেখি যখন
শুনহে প্রাণের হরি।

অনাথীর প্রাণ করে আনচান
দিনে কতবার মরি ॥

তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি।

তুমি হেন শ্যাম মোরে হলে বাম
বড় অভাগিনী আমি ॥

তখন করিলে যেমন পীরিতি
এখন এমতি কর।

অবলা হইলে পরমাদ হ'ত
পুরুষ হইয়া তর ॥

চণ্ডীদাস ভণে কানুর চরণে
শুনহে প্রাণের হরি।

সকল ছাড়িয়া শরণ যে লয়
তাহার এমতি করি ॥

তীকা

নচ—৮৭ পৃঃ।

পঙ্—১-৩। তু°—

“যেদিন হইতে, তোমার সহিতে, পহিলে হয়েছে দেখা।
সে সব বচন, রয়েছে ঘোষণ, যেমত শেলের রেখা ॥”
(৬৫৯ সং পদ।)

৪-৭। তু°—

“তিলেক না দেখি, ও চাঁদবদন, মরমে মরিয়া থাকি।”
(প্রথম খণ্ড, ৩৯৫ সং পদ।)

৮-৯। তু°—“তোমা হেন ধন, অমূল্য রতন, তোমার
তুলনা তুমি।”

(ঐ. ৩৯৪ সং পদ।)

১২-১৫। তু°—

“আপনি বলিলে, আপনি কহিলে
আবার এমত কর।

আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার ॥”

(৬৫৯ সং পদ।)

মন্তব্যঃ—এই পদ এবং পরবর্তী পদটি অত্রাণ
পদের অস্থিমাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়।

[৭৬৮]

বঁধু, ভিন না বাসিও তুমি।

পতি-গুরুজন এ ঘরকরণ

সকল ছাড়্যাছি আমি ॥

আবাল হইতে আন নাহি চিতে
ওপদ কর্যাছি সার ।

তুমি মোর ধন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥

তোমার লাগিয়া চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে ।

পথ পানে চাই দেখিতে না পাই
লোকে আস্তা দেখে পাছে ॥

ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যেন দংশে কালসাপ ।

চণ্ডীদাস কহে পীরিত্তি করিয়া
বড়ই পাইলা তাপ ॥

নচ, ৮৬ পৃঃ ; অপ্রঃ পঃ, ৫০ পৃঃ ; বিপু, ২৮৯

ব্রহ্মব্যা :—পদটি বিপু ২৮৯তেও পাওয়া গিয়াছে, যথা—

বন্ধু ভিন না বাসিত তুমি ।

পতি গুরুজন এ ঘরকরন
সকল ছাড়িলেম আমি ॥

সিন্ধুকাল হোইতে আন নাহি চিতে
উ পদ করেছি সার ।

তুমি ধনজন জীবন জৌবন
তুমি সে গলার হার ॥

সমনে সপনে ঘুম জাগরনে
কভু ছাড়া নাহি তোমা ।

অবলার তুটি হয় কত কোটি
সকল করিবে খেমা ॥

এক নিবেদন গলাএ বসন
দিয়া বলি শ্যাম রায় ।

চণ্ডীদাস বলে অহুগত জন
না ঠেগিহ রাজা পায় ॥ ৪৪ ॥

টীকা

৭৬-২-৩। তু—

“তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া ।”

(৫৬৪ সং পদ ।)

৪-৭। তু—

“শিন্ধুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার ।

তুমি ধনজন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥”

(প্রঃ খঃ, ৪০৭ সং পদ ।)

১০-১১। তু—

“যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও ।

(ঐ, ৫৫২ সং পদ ।)

১২-১৩। তু —“গুরুজন-কুবচনে শেলের যে ঝায় ।”

(নী, ৩৮৩ সং পদ ।)

বংশীর প্রতি আক্ষেপ

[৭৬৯]

শ্রীঃ

সজনি লো সই ।

তিলেক * দাঁড়াও খানিক শ্যামের
বংশীর কথাটি কই * ॥ ধ্রু ॥

শ্যামের * বংশীটি ছুপুরা * ডাকাতি
সরবস হরি নিল ।

হিয়া দগদগি পরাণ-পাগলী *
কেন বা এমতি কৈল ॥

এমতি বেভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার * সনে ।

গোপত * করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে ॥

দোষ পরিহর * বাঁশীটি সম্বর
আমরা * তোমার * দাসী ।

চণ্ডীদাস ভণে কহিছ *° কেমনে *°
কামু *°-সরবস বাঁশী *°

কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসি ।

চণ্ডীদাস কহে এই সে কারণে
কামু-সরবস বাঁশী ।

নৌ-তে প্রায় ইহাই পাঠান্তররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

টীকা

পঙ—১-৫ তু°—“কদম্বের বন হইতে উথিত বংশীধ্বনি
শ্রবণ করিয়া আমি কুলীনগৃহিণীগণের নিন্দনীয় কোন
অনির্কচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ।”

(বিদগ্ধমাধব, ৬৭ পৃঃ ।)

*-১ তু°—“আমার হৃদয়ে কেন গুরুতর বেদনা
উপস্থিত হইয়াছে ।” (ঐ, ৭২ পৃঃ ।)

১-১১ তু°—“গোপত বলিয়া কেন না বলিলে
এমত করিলে কেনে ।

এমত ব্যভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে ॥”

(নী, ৩০০ সং পদ ।)

বোধহয় “রাধা, রাধা” বলিয়া বংশীর ধ্বনি উথিত হইয়া-
ছিল বলিয়া তাঁহাদের গুপ্ত প্রেম প্রকাশের ভয়ে রাধা এই
কথা বলিতেছেন ।

তু°—“নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, বাঁশী
কেন বলে রাধা রাধা” (নী, ৫৭ সং পদ ।)

১২ তু°—“বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায় ।

ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥

কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্রামের নিকটে ।”

(৭৭৩ সং পদ ।)

[৭৭০]

ধানশী °

কাল্য ° গরলের জ্বলা ° আর ° তাহে অবলা °

তাহে ° মুই কুলের ° বৌহারি ° ।

আরে ° মরমের ° ব্যথা কাহারে কহিব কথা

গুপতে ° যে ° গুমরিয়া ° মরি ॥

ধাইতে শুইতে আন নাহি চিতে

বধির করিল বাঁশী ।

সব পরিহরি করিলো বাড়রী

মানয়ে যেমন দাসী ॥

দ্রষ্টব্য :—তরুতে এই পর্ধ্যায়ে চণ্ডীদাসের যে পাঁচটি
পদ সংকলিত রহিয়াছে তাহা প্রথমেই স্থাপিত হইল ।

নী, ২৬১ ; তরু, ৮২৭ ; বিপু, ২২২

১ বাদ, ২২২

১-২ তিলেক দাড়াও সুনিয়া ভাণ্ড, শ্রাম বন্ধুর কথা

কই, ২২২ ; ঋনিক বৈসহ শ্রামের বাঁশীর কথা কই, তরু ;
খানিক দাড়াও শ্রামের°, নী

• কামু, ২২২

• হুপুবে, নী

• পুড়নি, তরু

• তাহার, তরু, নী

১-১ গোপত রাখিল কেন না বলিল, ২২২

১ পরিহরি, নী

২-২ যো হয় তাকর, নী

১০-১০ সম্বরহ মনে, ঐ

১১ কালার, ঐ

১২ সর্ক শেষের ৮ পঙ্ক্তির পরিবর্তে তরুতে এই পাঠ

আছে :

সখি 'হে, ' বংশী দংশিল ' মোর কানে ।
ডাকিয়া চেতন করে পরাণ ' ' না রহে ধড়ে ' '
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ' ' ॥ ৬ ॥

' মুরলী ' ' সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব ।
বিজ্ঞ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মশী লাভ ॥ ' ' ১০

পদের ভণিতা পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে । পরবর্তী
পদের টীকাও দ্রষ্টব্য ।

[৭৭১]

• ধানশী •

নী, ২৬৭ ; তরু, ৮২৮ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

- ১ বাদ, সকল পুথি
- ২-২ কালী হলায় গলার মালা, ২৯২
- ৩-৩ আর কি সহে অবলা, নী
- ৪-৪ আর তাহে কুলের, ২৯২
- ৫ বোহাবি, ২৯১ ; বহারি, ২৯২
- ৬-৬ অন্তরে মরম, তরু, নী, ২৯২ ; আর, ৩৩০০
- ৭ গোপতে, তরু ; গোপথে, ২৯১, ৩৩০০
- ৮-৮ গুমরি, তরু, নী ; কুকরি, ২৯১ ; গোমবিঞা,
৩৩০০

৯-৯ সই, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

১০ দংশিলে, তরু

১১-১ প্রাণ নাহি রহে, ২৯১

১২ বাদ, ২৯১, ৩৩০০

১৩-১ এই চারি পঙ্ক্তির পরিবর্তে তরু, ২৯১, ২৯২,
৩৩০০ পুথিতে

"কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী" এই পদটি
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ইহার একটি ত্রিপদী ও অপরটি
পরার ছন্দে রচিত । একই পদে এইরূপ দুই ছন্দের
সমাবেশ চণ্ডীদাসের পলাবলীতে সাধারণতঃ দেখা যায় না ।
নী-তে এই দুইটি পদ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে ।

দ্রষ্টব্য:—যদি এই দুইটি পদ মূলে একই পদের
অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই

কালার লাগিয়া হাম ' হব বনবাসী ।
কালী নিলে ' জাতি-গুল প্রাণ ' নিলে ' বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াঞ্জাল ।
সভারি ' সুলভ ' বাঁশী রাখার হৈল কাল ॥ ' '
অন্তরে ' অসার বাঁশী বাহিরে সরল । ' '
পিবয়ে অধরসুধা উগারে গরল ॥
যে ' ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাণ্ড । ' '
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ' ' ভাসাণ্ড ॥ ' '
বিজ্ঞ ' ' চণ্ডীদাসে ' ' কহে ' ' বংশী কি করিবে । ' '
সকলের ' ' মূল কালী তারে না পারিবে । ' ' ১০

নী, ২৬৫ ; তরু, ৮২৮ ; বিপু ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

১ বাদ, তরু এবং সকল পুথি

২ আমি, সকল পুথি

৩ নিল, ২৯১, ২৯২

৪ পরাণে মাল, ২৯১ ; • নিল, ২৯২

৫ সংসারের, নী, ২৯১, ৩৩০০ ; সংসারে, ২৯২

৬ গুলভ, ২৯১, ২৯২, ৩৩০০

৭ ইহার পরে নী-তে আছে—

মন যোর আর নাহি লাগে গৃহকাঙ্ছে ।

নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাঞ্ছে ॥

হাঁরে সখি কি দাকুণ বাঁশী ।

বাঁচিয়া যৌবন দিয়া হস্ত ভ্রাত্মের দাসী ॥

অপর তিনখানা পুথিতে আছে—

আর বেই মোর মন নহে গৃহকাজে ।

নিশিদিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে ॥

—২৯২ সং পুথি ।

আর মোন মোর না রহে গৃহকাজে ।—৩৩০০ সং পুথি ।

আর যোর মন নাহি রহে গৃহকাজে ।—২৯১ সং পুথি,
ইত্যাদি ।

৮-৮ অন্তরে সরল বাঁশী বাহিরে প্রবল, নী ;

অন্তরে কঠিন^০, ২৯২, ৩৩০০ ; অন্তরে বাহির^০, ২৯১

২-৯ জেনা দেশে বাশির ঘর সে না দেশে জাঙ, সকল
পুথি । ০তার লাগি পাঙ, নী

১০ দহেতে, ৩৩০০

১১ পেলাঙ, ২৯১, ২৯২

১২-১২ চণ্ডি দাশেতে, ২৯১, ২৯২, ; চণ্ডিদাশ, ৩৩০০

১৩-১৩ বলে বাঁশী আমার কি করে, নী ; কহে বাঁশী
কিবা করে, ২৯২, ৩৩০০ ; কহে বাঁশী কি কএ, ২৯১

১৪-১৪ আপন করম দোষ দোষ দিব কারে, নী এবং
সকল পুথি

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদের দ্বিজ ভণিতা নী এবং উল্লিখিত
তিনখানা পুথিতে নাই । নচ-র পাঠান্তরে দুইখানা পুথিতেও
ইহা দৃষ্ট হয় না (ঐ, ৯৫ পৃঃ) এবং একখানা পুথিতে বড়ু
চণ্ডীদাসেরও ভণিতা রহিয়াছে । পূর্ববর্তী পদের সহিত
ইহার সংযোগ এবং নানা প্রকার পাঠান্তর দৃষ্টে এই পদটি
সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হয় ।

পঙ—৫-৬ । তু—বংশীর সঙ্গশে জন্ম, সর্বদা ক্রোধের
করে অবস্থিত করে, এবং জাতিও সরলা, অথচ গোপী-
মোহনকারী বিষম মস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে ।

(বিদগ্ধমাধব, ৩৩৪ পৃঃ ।)

[৭৭ঃ] -

• তুড়ি^১

মুরলীর স্বরে রহিব^২ কি ঘরে

গোকুল^৩-যুবতীগণে ।^৪

আকুল^৫ হইয়া

বাহির হইবে

না চাবে কুলের পানে ॥^৬

কি রঙ্গ-লীলা

মিলায় শিলা

শুনিলে^৭ সে^৮ ধনি^৯ কানে ।

যমুনা পবন

স্বর্গত^{১০} গমন^{১১}

ভুবন মোহিত গানে ॥

আনন্দ উদয়

শুধু^{১২} সুধাময়

ভেদিয়া অন্তরে টানে ।

মরমে^{১৩} জ্বালা

জ্বায়ে কি অবলা

হানয়ে^{১৪} মদন-বাণে ॥

কুলবতী-কুল

করে^{১৫} নিরমূল

নিষেধ নাহিক মানে ।

চণ্ডীদাসে ভণে

রাখিও^{১৬} মরমে

কি^{১৭} মোহিনী কাল^{১৮} জানে ॥

নী, ২৬৪ ; তরু, ৮২৯ ; বিপু, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

১ বাদ, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

২ রহিব, সকল পুথি

৩-৩ গোকুলে আকুল প্রাণ, সকল পুথি

৪-৪ কালিয়া নাগর, অমিয়া সাগর, অমিয়া মুরলী

তান, ঐ

৫ শুনিলে, তরু, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৬-৬ স্তম্বর, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৭ ধকিত, তরু ; স্থকিত, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

৮ গগন, ২৯২, ২৯৩

৯ সুধ, তরু, ৩৩০০

১০ রম্যারম্যা, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

- ১১ হানিল, ২৯২, ৩৩০০ ; হানিলে, ২৯৩
 ১২ কৈল, তরু, ২৯২, ২৯৩
 ১৩ রাখিহ, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; রাখিয়, ৩৩০০
 ১৪-১৫ কেমন মোহিনী, ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০

টীকা

পঙ্-১—৪। তু°—“কর্ণকুহরে বংশীরব প্রবেশমাত্র
 গোকুলরমণীরা ব্যরম্বার নিবারিত্ত হইয়াও বনের দিকে
 ছুটিয়া যায়” (বিদগ্ধমাধব, ২২৩-৪ পৃঃ)।

৫-৮। তু°—“শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাণ্য করিতে নদীসকলের
 জলরাশি স্তম্ভিত হইল, প্রস্তুতচয় দ্রবীভূত হইল, স্থাবর
 সকল কম্পিত হইল, এবং জঙ্গমগণ স্থাবর-ধর্ম প্রাপ্ত
 হইল।” (ঐ, ৪২ পৃঃ)।

৯-১০। তু° “অমৃত নিছিয়া পেলি সুরমাধুর্যা
 পদাবলী, কি জানি কেমন করে মনে।” ষহুনন্দনদাস-
 কৃত অমৃতবাদ, বিদগ্ধমাধব. ৬৭ পৃঃ)।

১১-১২। তু°—“এই বংশীধ্বনি যুবতীগণের বৈষ্ণা ও
 লজ্জা, এবং সাধ্বীগণের গর্ভ নাশ করে (বিদগ্ধমাধবের
 একটি শ্লোকের ভাবার্থ, ঐ. ৭১ পৃঃ)।

১৩। বংশী যুবতীগণের মান ধন অপহরণ করে
 (ঐ, ৩৫২ পৃঃ)।

প্রস্তাব্যঃ—এই পদটিতে বিদগ্ধমাধবের ভাবসাদৃশ্য
 রহিয়াছে।

হারে° সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
 গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥°
 সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মন।°
 শুনি পুলকিত নয় তরুলতাগণ ॥
 কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
 কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥

নৌ. ২৬২ ; তরু, ৮৩০

- ১-১ কহিলে না হয়, তরু
 ২ হরিণ, নৌ
 ৩-৩ বাদ, তরু
 ৪ যোন, নৌ

টীকা

পঙ্-১-৪। পূর্ববর্তী পদের ১-৪ পঙ্ক্তির টীকা
 দ্রষ্টব্য।

৫-৬। তু°—“গৃহকর্ম করিতে আরম্ভ করিলে যে
 (মুরলীধ্বনি) করস্তম্ভ করাইয়া দেয়।” (বিদগ্ধমাধব
 ২৮৯ পৃঃ)।

৭। তু°—“রাত্রিতে পতিক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিলে
 যে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসে।” (ঐ)।
 বিদগ্ধমাধবে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে
 নারদ, ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি বিমোহিত হইয়াছিলেন।

[৭৭৪]

বাঁশীর নিঃস্থান কাণে সান্ধাইল বিষম্বরে
 এ অঙ্গ জুলিয়া গেল মোর।
 কেবা করে প্রাণ দান সেচয়ে বা কোন জন
 তবে যায় এ দুখের ওর ॥
 সই, হিয়া মোর কেন কাঁপে।
 নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির
 এ বাঁশীর মধুর আলাপে ॥

[৭৭৩]

সুহই

বিষম বাঁশীর কথা কহনে° না যায়°।
 ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
 কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
 পিয়াসে হরিণী° যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥

মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
 মোর কাছে নাচিছে আসিয়া ।
 নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
 তেঁই পুরে হাসিয়া হাসিয়া ॥
 কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে শব্দ যায় আকাশে
 মুগীন্দ্র মূরছি পড়ে যাতে ।
 সে ধনি নারীর কাণে হানয়ে মরম স্থানে
 কেমনে সে ধরিবেক চিতে ॥

নী, ২৬৬ ।

[৭৭৫]

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশীয়া নাগরে ।
 কুল ছাড়া বাঁশীটি কলক হৈল মোরে ॥
 নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রইতে নাগি ঘরে ।
 মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে ॥
 যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ ।
 কুলবতীর কুলবহ না করিহ ভঙ্গ ॥
 শাস্ত্রী ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা ।
 মরমে মরমের ব্যথা নাহি জানে কালা ॥
 কালা কালা বলিয়া আসয়ে জগৎ-জনে ।
 চরণে শরণ নিল না বাসিল ভিনে ॥
 একে ত অবলা জাতি পরের অধীন ।
 * * * * * ॥
 নিরমল কুল ছিল তাহে দিগু কালি ।
 হাতে হাতে মাথে নিগু কলঙ্কের ডালি ॥
 দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার ঝি ।
 বাঁশীয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি ॥

নী, ২৬৮ ।

[৭৭৬]

রাগ কানড়া^১
 সুই, পশিল^২ বিষম বাঁশী ।^৩
 বাহির করিতে যতন করিনু^৪
 মরমে^৫ রছিল পশি ॥
 তেরছ^৬ নয়ানে^৭ বাণের সন্ধান^৮
 না^৯ বাজে এমন^{১০} নয় ।
 বাজিলে^{১১} অন্তরে^{১২} আকুল করয়ে
 যতনে পরাণ রয় ॥
 নাহি দিবা নিশি মন^{১৩} যে^{১৪} করিছে
 এ কথা কহিব কায় ।
 মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ^{১৫}
 কে না পরতীত যায় ॥
 আধুয়া^{১৬} পুকুরে^{১৭} যেন^{১৮} মীন থাকে^{১৯}
 ইঁপায়ে^{২০} ধীবর জালে ।
 তেন আছি হাগ^{২১} এ ঘরকরণে
 গুরু জনা^{২২} যত বলে ॥
 ক্ষুরের উপরে রাধার^{২৩} বসতি^{২৪}
 নাড়িতে কাটয়ে দেহ ।^{২৫}
 আমার ছুখের আচার বিচার
 এ কথা বুঝিবে কেহ ।^{২৬}
 বণিক^{২৭}-জনার^{২৮} করাত যেমন
 ছুদিগে^{২৯} কাটিয়া যায় ।
 তেমতি^{৩০} আমার গুরুজনা কাটে
 দীন^{৩১} চণ্ডীদাসে^{৩২} গায় ॥^{৩৩}

নী, ২৬৯ ; বিপু, ২৬৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪

^১ ২২২ পুথির পাঠ ; বা৭, ৬৬৩

^২ পুরিল, ২৮৯, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪

^৩ গাসি, ২৮৯ ; গাসি, ২৯৭

^৪ করিলাব, ২৮৯ ; করিহু, নী

- ৫ অস্তরে, ২৯৭
 ৬-৬ তোর নয়ানের, ২৯৭ ; °নয়ান, ২৩৯৪
 ৭ সন্ধান, ২৩৯৪
 ৮-৮ হানল যেমনি, ২৯২ ; °এমনি, নী
 ৯ বাজিল, ২৯২
 ১০ মরমে, ২৯৭
 ১১-১১ যেমন, নী, ২৮৯, ২৯২ ; এমনি, ২৯৭
 ১২ হুগুণ, ২৯৭
 ১৩-১৩ পথুর ভিতরে, ২৮৯
 ১৪-১৪ মিন জেন থাকএ, ২৯৭
 ১৫ ঝাঁপরে, নী, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪
 ১৬ আমি, ২৯৭, ২৩৯৪
 ১৭ জন, ২৩৯৪
 ১৮-১৮ বসতি রাখার, ২৮৯ ২৩৯৪ ; ধারের বসতি, ২৯২
 ১৯ দে, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪
 ২০ কে, ঐ
 ২১-২১ সজ্ঞা বর্ণিকের, ২৩৯৪
 ২২ হৃদিক, নী
 ২৩ ত্তমন, ঐ
 ২৪ ষিঙ্গ, নী, ২৯৭ ; বড়ু, ২৯২
 ২৫ চণ্ডীদাস, নী
 ২৬ কম, নী

১০-১১। তু°—

“কাহারে কহিব মনের আশুন
 জলিয়া জলিয়া উঠে।”
 (নী, ৩২৭ সং পদ।)

১২-১৫। তু°—

“সরোবর মাঝে মীন যেন থাকে
 উঠে অগ্নি দেখিবারে।
 ধীবর কাল হাতে লয়ে জাল
 ভুরিতে ঝাঁপয়ে তারে।”
 (নী, ৩৪৩ সং পদ।)

অথবা—

“যেন বেড়াঙ্গালে সফরি সলিলে
 তেমতি আমার ঘর।”
 (প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ।)

২০-২১। তু°—

“শজ্ঞা বর্ণিকের করাত যেমন
 আসিতে যাইতে কাটে।”
 (নী, ২৮৮ সং পদ।)

স্রষ্টব্য:—একই পদে ষিঙ্গ, দোন ও বড়ুভগিতা পাওরা যাইতেছে। এই বিশেষণগুলি পরবর্ত্তী কালে যে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

টীকা

পঙ্—১-৩। তু°—

“এ বাড়ি বিষম ষাশীটি বেঞ্চল
 বৃকে বাজি পিঠে পার।
 টানিলে ঘটনে বাহির না হয়
 এ ছুখে জীব কি আর ॥”
 (৫৮১ সং পদ।)

নিজের প্রতি আক্ষেপ

[৭৭৭]

: গান্ধার:

ধিক রহঁৎ জীবনে পরাধীন° যেহ।°
 তাহার অধিক দুখ° পরাধীন° লেহ ॥°
 এ° পাপ-কপালে বিহি° এমতি লিখিল।°
 সুধার সাযর° মোর° গরল হইল ॥
 অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলু° তায়।
 গরল° ভরিয়া° যেন° উঠিল হিয়ায় ॥

শীতল বলিয়া যদি পাষণ করি° কোলে ।

পীরিত্তি°-অনল°-তাপে°°

পাষণ যে°° গলে°° ॥

ছায়া দেখি বসি যদি°° তরুলতা বনে ।

জলিয়া উঠয়ে তরু°° লতাপাতা সনে ॥

যমুনার জলে গিয়া°° যদি°° দিই কাঁপ°° ।

পরাগ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥

অতএ°° এ ছার পরাগ যাবে কিসে ।

নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল-বিষে°° ॥

চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান ।

দারুণ পীরিত্তি ইবে°° বধয়ে°° পরাগ ॥

নী, ৩৬৩; তরু, ৮৩৪; বিপু, ২২২, ২২৮, ইত্যাদি ।

° শ্রীরাগ, ২২৮

° রহ, নী, ২২২, ২২৮

°-° যে পরাধীন জায়ে, নী, তরু (পরাধিনী°)

° ধিক, নী, তরু, ২২২

°-° হিয়ে, নী; পরবশ হয়ে, তরু

° বাদ, ২২২ ° বিধি, ২২৮

° করিল, ২২২

° সাগরে, তরু; সাগরে, ২২৮

°° যোরে, তরু, ২২২, ২২৮

°° গরলে, ২২৮ °° ভেদিয়া, ২২২

°° কেনে, তরু, ২২৮; মোর, ২২২

°° কৈলাম, তরু °° এ দেখ, তরু

°-°° অনলে সে, ২২২; অনল°, ২২৮

°-°° সে জলে, নী; সে, তরু

°° যাই, তরু °°° তরু, তরু

°° জাঞা, ২২৮; যদি, তরু

°-°° দিয়ে হাম কাঁপ, তরু

°-°° বাদ, ২২২, ২২৮

°° সেই, তরু; মোর, নী, ২২২

°° বধিল, নী

টীকা

পঙ—১। তু°—

°পরের অধিনী যুচিবে কখনি

এমতি করিবে ধাতা।°

(নী, ৩১৬ সং পদ ।)

৪। তু°—

°অমিয়া সাগরে সিনান করিতে

সকল গরল ভেল।°

(নী, ৩১১ সং পদ ।)

[৭৭৮]

গাঙ্কার°

যত নিবারিয়ে° চিতে° নিবার° না° যায় রে ।

আনপথে যাইতে° সে কানু°-পথে ধায়° রে ॥

এ° ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।°

যার নাম না° লইব তার নাম লয় রে ॥°

এ ছার নাসিকা মুই যত°° করি°° বন্ধ।°°

তবুত দারুণ নাসা পায়°° শ্যাম°°-গন্ধ ॥

সে না°° কথা না শুনিব করি অনুমান ।

পরসঙ্গ°° শুনিত্তে আপনি যায় কান ॥

ধিক রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব ।

সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥°°

°°চণ্ডীদাস বলে°° রাই°° ভাল ভাবে আছ।°°

মনের মরম কথা কারে°° জানি পুছ ॥°°

নী, ৩৬৯; তরু, ৮৩৫; বিপু, ২২২, ২২৮

° ষষ্ঠা রাগ, ২২৮; বাদ, ২২২

° নেবারিয়ে, ২২২; নিবারিতে, ২২৮

° পায়, তরু; মনে, ২২২; চাই, ২২৮

° নেবারা, ২২২; নিবারাত, ২২৮

° নাহি, ২২৮

৩-৩ চলিতে চায় আন, নী; জাইতে মন°, ২২২ ;

চলিতে পা আন, ২২৮

° জায়, ২২৮

৬-৬ বাদ, ২২২ ; এ ছার বাঘনা ঘোরে হইল কাল
রে, ২২৮

২-২ নাহি লই লয় তার নাম রে, তরু ; না লই তার
সদা নাম°, ২২২

১০-১০ কত করু, নী

১১ এই এক পঙ্ক্তির স্থানে ২২২ পুথিতে আছে—
“এ পাপ নাসিকা আমি নাসা কৈলু বন্ধ ;” এবং ২২৮
পুথিতে আছে—“এ নাক নাসীকা মুঞা নাসা কৈল
বন্ধ রে ।”

১২ লয়, ২২২

১০ তার, নী

১৪ বাদ, নী

১১ পরসঙ্গে, ঐ

১০ এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, ২২৮, ২২২ । ২২২
পুথিতে একটি অতিরিক্ত পঙ্ক্তি আছে—“জারে না দেখিএ
আখি তারে সদা দেখে রে,” ইহা “এ পাপ নাসিকা”
ইত্যাদি পঙ্ক্তির পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে ।

১১-১১ কহে চণ্ডীদাস, তরু ; চণ্ডীদাষে কহে, ২২৮

১৮ বাদ, ২২৮

১২ আহরে, ২২৮

২০-২০ কাহে নাহি পুহরে, ২২৮

টীকা

“আমুকুল্য সর্কেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণামুশীলন”—

ইহারই অভিযুক্তি এই পদে রহিয়াছে ।

পঙ—১ ।

“আপনা আপনি মন বুঝাইতে

পরতীত নাহি হয় ।”

(নী, ৩০১ সং পদ ।)

৩-৪ । ভূ°—

“আন কথা কহো যদি গুরুর সম্মুখে ।

ভরমে তখনি যোর শ্রাম আইসে মুখে ॥”

(তরু, ৮৩৮ সং পদ ।)

৭-৮ । ভূ°—

“শ্রাম-পরসঙ্গ

বিনে নাহি তার

প্রষণ তা পানে রয় ।”

(নী, ৩২৮ সং পদ ।)

[৭৭৯]

: ত্রী°

কোন বিধি সিরঞ্জিল কুলবতা নারী ।

সদা পরাধিনী° ঘরে রহে° একেশ্বরী ॥°

ধিক্ রহ হেন জন হয়ে° প্রেম করে ।

বুখা সে জাবন রাখে তখনি° না° মরে ॥

বড় ডাকে° কথাটি কহিতে যে না পারে ।

পর পুরুষেতে° রতি ঘটে কেন তারে ॥

এ ছার জাবনের মুই যুচাইনু°° আশ ।

চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস ॥

নী, ৩৭০ ; তরু, ৮৩৭

১ পদটি অন্তত পাওয়া যায় নাই

২ পরাধীন, নী ° রহি, নী

৩ একেশ্বরী, তরু (পাঠা°)

৪ হৈয়া, তরু ° এখনি, তরু (পাঠা°)

৫ সে, নী ° ডাকি, তরু (পাঠা°)

৬ °পুরুষেত, পুরুষের, (ঐ)

১০ যুচাইলু, তরু

টীকা

পঙ— ১-২ । ভূ°—

“আন্ধার ঘরের কোনে থাকি একেশ্বরী ।

কোন বিধি সিরঞ্জিল ছার কুলনারী ॥

(তরু, ৮৩৮ সং পদ ।)

৩। তু°—“তাহার অধীন হুখ পরাধীন লেহ ।”

(৭৭৭ সং পদ ।) ৭৮৩ সং পদের দুইটি কলির অমুরূপ, যথা—

“কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি ।

বিষম হইগ কালা কামুর পীরিতি ॥

খাইতে না রুচে অন্ন, শুইতে না লয় মন ।

বিষে মিশাইল যেন এ ঘর-করণ ॥”

তু°—“ঘর কৈলু বাহির, বাহির কৈলু ঘর ।”

(নী, ২৫৪ সং পদ ।)

[৭৮০]

গান্ধার

কেনে° বা পীরিতি কৈলু° শ্যাম° বঁধুর° সনে ।

ভাবিতে রসের তনু জারিলেক যুগে ॥

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি ।

বিষম হইল কালা কামুর পীরিতি ॥

না রুচে ভোজন-পান কি মোর শয়নে ।

বিষ মিশাইল যেন° এ ঘরকরণে ॥

ঘরে গুরু দুর্জন ননদিনী আগি ।

তু° আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কামু লাগি ॥°

আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ, যেতে° পথ° নাই ।

কছে বডু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই ॥

নী, ৩৫৩ ; বিপু, ২২২, ২২৮, ৩৩০০ ইত্যাদি ।

° যথারাগ, ২২৮ ; বাদ, ২২২, ৩৩০০

° কেন, নী

° কৈলাম, নী ; কল্যাম, ২২২ ; ৩৩০০ ; কলু, ২২৮

°-° কালা কামুর, নী (পাঠান্তর), ২২২, ৩৩০০

° মোর, নী

°-° দুই আঁখি নিরবধি ঝুরে কাছ লাগি, ২২২ ;

° কান্দে শ্রাম লাগী, ২২৮

° আইতে, ২২২, ২২৮, ৩৩০০

° দেশ, ২২৮

টীকা

পঙ—১-২ । তু°—

“কেন বা কামুর সনে পীরিতি করিলু ।

না ঘুচে দারুণ লেহা° ঝুরিয়া° মরিলু ॥°

১-২-৩

(৭৮১ সং পদ ।)

৩-৬ । এই চারি পঙ্ক্তি দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত

এবং—

“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার

তিলে তিলে আসি যাও ।”

(৭১৫ সং পদ, এবং তাহার টীকা দ্রষ্টব্য ।)

৭-৮ । তু°—

“যদি বা কখন, কাঁদি কোন ছলে, শান্তুড়ী ননদী তারা ।

বলে শ্রাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী, এমতি তাহার ধারা ॥”

(প্রঃ খঃ, ৩২৬ সং পদ ।)

৯ । তু°—

“যেন বেড়াঙ্গালে সফরি সলিলে

তেমতি আমার ঘর ।”

(প্রথমখণ্ড, ১০৯ সং পদ ।)

[৭৮১]

সুহই°

কেন বা কামুর সনে পীরিতি করিলু° ।°

না ঘুচে দারুণ লেহা° ঝুরিয়া° মরিলু° ॥°

আর° জ্বালা সহিতে নারি কত উঠে তাপ ।°

বচন° নিঃস্বত নহে বৃকে খাইল সাপ ॥°

জনম হৈতে কুল গেল, ধরম গেল° দূরে ।°

নিশি দিন° মোর মন কামু লাগি° ঝুরে ॥°°

নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার ।°°

বুঝিলু°° পীরিতি° হয়°° স্বতন্ত্র আচার ॥°°

১০ করম-দোষে জনমে মোর এই ফল ধরে ।^{১০}
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাণুলীর বরে ॥

নী, ৩৬১ ; বিপু, ২২২, ২২৮, ইত্যাদি ।

১ ষধা রাগ, ২২৮ ; বাদ ২২২

২ করিমু, নী ; করুলু, ২২৮

৩-৩ লেহ বুয়া ২, ২২৮

৪ মরিমু, নী ; মলু, ২২৮

৫ ঘরের, ২২২ ; ঘরে, ২২৮

৬-৬ বৃকে খেলে, নী ; বিষ মিশাইল জেন বৃকে,
২২২ ; বচনে মিশাইল জেন বৃকে, ২২৮

৭ রহিল, ২২৮

৮ দিশি, ২২২

৯ গুণে, ২২২

১০ এই পঙ্ক্তিটি ২২৮ পৃষ্ঠিতে এই ভাবে আছে—

দিবা নিশি যোন মোর কাছুর লাগিয়া বুঝে

১১ বিচারে, ২২৮

১২ বৃমিমু, নী

১৩ পীরিতের, নী, ২২৮

১৪ নহে, ২২২

১৫ আচারে, ২২৮

১৬-১৬ করমের দোষেরে জনমে কিবা করে, নী ; করমের
দোষ সব ধরমে কি করে, ২২৮

৪। কারণ—

“বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেই সে অবলা নাম ।”

এবং—

“অবলার যত দুঃখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে ।”
(প্রথমখণ্ড, ৪০০ সং পদ ।)

৫। কারণ—

“শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার ।”
(৪০৭ সং পদ ।)

৬। ছু°—

“নাহি জানি দিবানিশি মরিয়ে বুরিয়া ।”
(৭৮৩ সং পদ ।)

স্রষ্টব্য:—জন্ম হইতে রাখা কৃষ্ণপ্রমে বিভোরা,
ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার বহির্ভূত, এবং “পীরিত্তি”
শব্দটিও কৃষ্ণকৌতুবে ব্যবহৃত হয় নাই, অতএব ভণিতায়
“বড়ু চণ্ডীদাস” থাকিলেও এই পদ উক্ত কবি রচনা
করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না

ভীকা

[৭৮২]

পঙ্—১.২। তু°—

“কেনে বা পীরিত্তি কৈলু শ্রামধুর সনে ।
ভাষিতে রসের তমু জারিলেক যুগে ।”

(৭৮০ সং পদ ।)

৩। তু°—

“তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায় ।”

(৭৮৩ সং পদ ।)

তুড়ি°

কি হৈল° কি হৈল° মোরে° কানুর° পীরিত্তি ।
আধি ঝোরে পুলকেতে° প্রাণ কীদে নিতি ॥
শুইলে° সোয়াস্তি নাই° নিদ° গেল দূরে ।
কানু° কানু করি প্রাণ° নিরবধি বুঝে° ॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে ।°
নব অনুরাগে চিত্ত নিবেধ° না মানে ॥

এনা রস যে না জানে সে না আছে ভাল ।
হৃদয়ে বি'খিল' ২ মোর কানু-প্রেম-শেল ॥
নিগুঢ় পীরিতখানি আরতির ঘর ।
ইথে চণ্ডীদাস' ১ বড়' ১ হইল' ১ ফাঁফর ॥

নী, ৩৫৫; তরু, ২২৬; বিপু, ২২১, ২২২, ২২৩,
২২৮, ইত্যাদি ।

- ১ বধা রাগ, ২২৮; বাদ, অস্তিত্ব
- ২-২ হল্য, ২২১, ২২২; হইল, ২২৩, ২২৮
- ৩ মোর, নী
- ৪ শ্রামের, ২২৮
- ৫ পুলকিত, ২২১, ২২২, ২২৩; সদা মোর, ২২৮
- ৬-৬ সেই হইতে স্ব-স্তী, ২২৮
- ৭ নিন্দ সকল পুথিতে
- ৮ কানু লাগি প্রান মোর, ২২৮
- ৯ বাদ, ২২১, ২২৩, ২২৮
- ১০ শুনে, ২২২, ২২৩, ২২৮
- ১১ নিশধ, ২২১; ধৈরজ, নী (পাঠাস্তর), ২২৮
- ১২ রহিল, নী (পাঠা); বিন্দিল, ২২১; বিকোল,
২২২
- ১৩-১৩ চণ্ডীদাস মার্ভ, ২২১; চণ্ডীদাস কবি, নী;
বড়ু চণ্ডীদাস, ২২২, ২২৩; চণ্ডীদাস তবে, ২২৮
- ১৪ পড়িলা, ২২১; পড়িল, ২২২, ২২৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—প্রথমতঃ পীরিত-গন্ধী পদ বড়ু চণ্ডীদাসের
হইতে পারে না। তারপর এই পদের ভগিতাও সামঞ্জস্য-
বজ্জিত। তরুতে “ইথে চণ্ডীদাস বড়ু”, নী-তে “ইথে
চণ্ডীদাস কবি”, এবং পাঠাস্তরে “কবি—বড়ু”, ২২১ সং
পুথিতে “চণ্ডীদাস মার্ভ” (মাত্র), ২২৮ সং পুথিতে “চণ্ডী-
দাস তবে”, ২২২ এবং ২২৩ সং পুথিতে “বড়ু চণ্ডীদাস”,
নচ-র পাঠাস্তরে “কহে চণ্ডীদাস ইথে,” “দ্বিজ চণ্ডীদাস
কহে” ইত্যাদি (ঐ, ২০১ পৃ: দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত
পদটি বহুনাথদাস, জ্ঞানদাস এবং নরহরির ভগিতাতেও

পাওয়া যাইতেছে (নচ, ২০১-৩ পৃ: দ্রষ্টব্য)। এই প্রকার
পাঠবিভিন্নতার অন্তরালে প্রকৃত পদকর্তার সন্ধান পাওয়া
সম্ভবপর নহে; তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে
যে, পীরিত-গন্ধী এই সকল পদ বড়ু চণ্ডীদাস রচনা
করেন নাই। বোধ হয় “বড়ু” হইতে “বড়ু” ভগিতার
উদ্ভব হইয়াছে।

এই পদটি তরুতে আক্ষেপানুরাগের শেষের অংশে
“তব্রানুরাগঃ প্রকারান্তরং” পর্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

পঙ—১। তু'—

“বিষম হইল কালা কানুর পীরিত।”

(৭৮০ সং পদ।)

৩। তু'—

“খাইতে না রুচে অন্ন, শুইতে না লয় মন।”

(৭৮৩ সং পদ।)

৪। তু'—

“নিশিদিন মোর মন কানু লম্বিগ বুঝে।”

(৭৮১ সং পদ।)

৫। পাউস—সং-প্রাবৃষ হইতে, বর্ষাকাল (তরু,
টীকা)। বর্ষাগমে নূতন জলে মাছ নির্ভয়ে বিচরণ করে।

৮। তু'—

“বুকে খেয়েছি, শ্রামের শেল

পিঠে হৈল পার।”

(নী, ২৭৩ সং পদ।)

[৭৮৩]

: ক্রী:

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি ।

বিষম হইল কালা কানুর পীরিত ॥

খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না লয় মন ।

বিষে মিশাইল যেন এ ঘরকরণ ॥

পাসরিতে চাহি মনে^১ পাসরা না যায় ।

ভূমের অনল^২ যেন জ্বলিছে হিয়ায় ॥^৩

হাসি^১ হাসি শ্যাম^১-সনে^২ পীরিতি করিয়া ।

নাহি জানি^১ দিবানিশি^১ মরিয়ে^১ ঝুরিয়া ॥

পীরিতি এমন জ্বালা^১ জানিব কেমনে ।

তবে^১ কেনে পীরিতি করিব শ্যাম^১ সনে ॥

পীরিতি গরলে^১ মোর হেন দশা^১ ভেল ।^২

আছিল সোণার তনু^১ কাল^২ হৈয়া গেল ॥^২

পীরিতি^১ বিচ্ছেদে পাশ পরাণ না রয় ।^২

এমতি^১ পীরিতি দীন^১ চণ্ডীদাসে কয় ॥^২

নী. ৩৬৬; বিপু, ২৮২, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, ২৩২৪ ইত্যাদি ।

^১ বাদ, ২৮২, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; রাগ বড়ারি. ২৩২৪

^{২-২} শ্যাম বন্ধুর, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; °বন্ধুর, ২৩২৪

^{৩-৩} নারিয়ে, ২৯২

^{৪-৪} ধাইতে না লয়, ২৮২; শুতে না লয়, ২৯৭; স্থির নহে, ২৩২৪

^৫ বিষ, নী, ২৯২, ২৯৩; বিশ, ২৯১; বিস, ২৩২৪

^৬ মিশাইলে, নী

^{৭-৭} মোর হৈ, ২৯১

^৮ জদি, নী, ২৮২, ২৯৭, ২৩২৪

^৯ আনল, ২৮২, ২৯২, ২৯৭, ২৩২৪

^{১০} এই দুই পঙক্তি ২৯১, ২৯৩ পুঁথিতে নাই

^{১১-১১} হাসিতে শ্যামের, নী; হাসিএ শ্যামের, ২৮২; হাসিতে ২ শ্যাম, ২৯১; কি খেনে বন্ধুর, ২৯৭; হাসিতে ২, ২৩২৪

^{১২} সঙ্গে, ২৮২, ২৯১; খল, ২৩২৪

^{১৩} যায়, নী

^{১৪} ২৯৩ পুঁথিতে “নাহি জানি”র পূর্বে “দিবানিশি” আছে। ২৯৭ পুঁথিতে আছে—দিবানিশি সদাই আবি ঝুরিয়ে° ।

^{১৫} মরয়ে, নী; ঝুরিয়ে, ২৯৭; ঝুরিয়া, ২৩২৪

^{১৬} হবে, ২৮২; বজা, ২৩২৪

^{১৭-১৭} °কেনে বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে, নী;

°পীরিতি বাড়াব শ্যাম, ২৩২৪, ২৮২; জানিলে পীরিতি না করিতাঙ শ্যাম, ২৯১; °করিব বন্ধুর, ২৯৭

^{১৮} আনলে, ২৮২, ২৯৭

^{১৯} গতি, নী, ২৮২, ২৯১, ২৯৭

^{২০} হল্য, ২৮২, ২৩২৪

^{২১} দেহ, নী

^{২২-২২} কালী-হজা গেল, ২৯৭; হৈয়া গেল কাল, নী, ২৮২, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

^{২৩-২৩} তিলেক বিচ্ছেদ পাশ পরাণে না সহে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; তিলেক বিচ্ছেদ পাশ°, ২৮২

^{২৪} এমন, নী, ২৮২; বিষম, ২৯১, ২৯২, ২৯৩; এহেন, ২৯৭

^{২৫} ষিঙ্গ, নী, ২৮২, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭; বড়ু, ২৯১

^{২৬} কহে, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

টীকা

দ্রষ্টব্য:—ভগিনী-পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই পদটির উল্লেখ করা যািতে পারে। নী এবং ২৮২, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭ সং পুঁথিতে আছে “ষিঙ্গ”; ২৩২৪, ৪৫৫৭, ৪২০২ সং পুঁথিতে “দীন” এবং ২৯১ সং পুঁথিতে “বড়ু” ভগিনী রহিয়াছে। ইহার অল্প কবি নিজে দায়ী নহেন, কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরবর্তী লেখক বা গায়কগণ-কর্তৃক এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জাতীয় নজির অবলম্বন করিয়া অনেকে বড়ু চণ্ডীদাসকে ষিঙ্গ বা দীন চণ্ডীদাসের সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

পঙ—১-৪। এই চারি পঙক্তি ৭৮০ সং পদে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় (ঐ পদের টীকা দ্রষ্টব্য) ।

৫। ছু—

“পাসরিতে চাহি মনে পাসরা না যায় গো।”
(নী, ২৭৭ সং পদ)

৬। তু°—

“কাহারে কহিব মনের আশুন, জলিয়া জলিয়া উঠে।”

(নী, ৩২৭ সং পদ)

১২। তু°—

“পোড়া কড়ি সমান করিছ নিজ দেহা।”

(নী, ২৮২ সং পদ)

৮-৮ বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিত্তে, নী ;

বল না কি করি সহি চিত্তে কত উঠে, ২২৮

১° ছুখ, ২২২

১° বিম্ব, নী

১১-১১ কুলশীলজাতি, নী

১২ অভিমান, নী, ২২২

১৩ দিম্ব, ঐ

১৪-১৪ চণ্ডীদাসেতে, ২২২ ; চণ্ডীদাস বড়ু, ২২৮

শ্রুতব্যঃ—২২২ পুথিতে পদের ভগিতায় “বড়ু” শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

[৭৮৪]

স্বহই°

পীরিতি লাগিয়া দিলু° পরাণ নিছনি।

কামু বিনে° দোসর ছকানে° নাহি শুনি ॥

কামুরূপ° নিরখিয়া° রতি° নাহি ছুটে।

কি° বোল বলিব আমি কত চিত্তে উঠে ॥°

মনোহুখে° হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।

কামুপরসজ্জ বিনে° তিলেক না জীয়ে ॥

যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।

নিছিয়া লয়েছি তারে করিয়া °° খেয়াতি ॥°°

আর যত অভিলাস °° দিলু°° বঁধুর পায়।

বড়ু°° চণ্ডীদাসে°° কহে যেবা যারে ভায় ॥

নী, ৩৬৭, বিপু, ২২২, ২২৮

১° তথা, ২২৮ ; বাদ, ২২২

২° দিম্ব, নী

৩° বিম্ব, ২২২

৪° ছকুলে, ২২৮

৫° রূপ, নী, ২২৮

৬° দেখিঞা, ২২৮

৭° আর আরতি, ২২৮ ; আরতি, নী

[৭৮৫]

শ্রী°

কাহারে কহিব ছুখ কে বুঝে° অন্তর।

যাহারে মরমী কহি° সে বাসয়ে পর ॥

আপনা° বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।

এতদিনে বুঝিছু° সে ভাবিয়া অন্তরে ॥

মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।

দ্বিগুণ আশুন সেই জালি দেয়° মোরে ॥

এতদিনে বুঝিলাম মনেতে° ভাবিয়া।

এ তিন ভুবনে নাই° আপনা° বলিয়া ॥

এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।

সেই সে যুক্তি°° কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

নী, ৩৭২ ; তরু, ৪৮১

১° পদটি অন্তরে পাওয়া যায় নাই।

২° জানে, নী

৩° বাসি, তরু (পাঠা°)

৪° আপনার, তরু

- ৬ বৃষিধুঁ, তরু
- ৭ দেই, ঐ (পাঠা°)
- ৮ মনেত, তরু
- ৯ নাহি, নাঞি, ঐ (পাঠা°)
- ১০ আপন, নী
- ১১ যুগতি, তরু

ভগিতা ধাকা সবেও বড়কে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। উপরের টাকায় এই পদের প্রত্যেক পঙ্ক্তির ভাব-সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, ষিঙ্গ স্থানে বড়ুর পরিকল্পনা সম্পূর্ণই অনাবশ্যক।

এই পদটি তরুতে সখীর প্রতি আক্ষেপ পর্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

টীকা

পঙ—১। তু°—

“কাহারে কহিব, মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত।”
(নী, ৩৫৮ সং পদ)

[৭৮৬]

অথবা—

“কাহারে কহিব, কেবা পতিয়াব, আমার যাতনা যত।”
(প্রথম খ° ৩২৩ সং পদ)

সুহই°

২। কারণ—

“সুজন দেখিয়া, পীরতি করিলুঁ, পরিণামে এত জালা।”
(ঐ, ৩২৫ সং পদ)

আনিল° অমিয়া-পানা দুখে মিশাইয়া।

লাগিল গরল যেন° মিঠ তেয়াগিয়া ॥

তিতায়° তিতিল দেহ মিঠ হবে কেন।°

জলন্ত অনলে° যেন পুড়িছে পরাণ ॥°

বাহিরে অনল° জলে দেখে সব লোকে।

অস্তুর° জলিয়া° উঠে তাপ লাগে বুকে ॥

পাপ দেহের তাপ মোর° যুচিবেক কিসে।

কানুর পরশে যাবে কহে°° চণ্ডীদাসে ॥°°

৩-৪, ৭-৮। তু°—

“ভাবিয়া দেখিলু, এ তিন ভুবনে, আপনা বলিব কায়।”
(ঐ, ৩২২ সং পদ)

৫-৬। তু°—

“মনের বেদনা, কহিতে কহিতে, দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।”
(ঐ, ৩২৬ সং পদ)

নী, ৩৫৯ ; বিপু, ২২২, ২২৮ ইত্যাদি

২। তু°—

“এ দেশে না রব সহি, দূর দেশে যাব।”
(নী, ৩১০ সং পদ)

১ যথা রাগ, ২২৮

২ আনিয়া, ২২২, ২২৮

৩ কেন, ২২২ ; যাতে ২২৮

৪ তিতায়ে, ২২২ ° কেনে, ২২২

৫ আনলে, ২২২ ° পরাণে, ২২২

৬ আনল, ২২২, ২২৮

৭ অস্তুরে, ২২৮

১০ পুড়িয়া, নী

১১ বাদ, ২২২, ২২৮

১২-১৩ চণ্ডীদাসে তাবে, ২২৮

টীকা

দ্রষ্টব্য:—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার যোগিনী হইবার কথা আছে বলিয়াই এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না। এই ভাব যদি বড়ু চণ্ডীদাসেরই নিজস্ব হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী যে কোন কবি তাহা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিতে পারেন, এ জন্ত ষিঙ্গ

টীকা

এবং ইহারই অনুবাদে রাখার পূর্বরাগ-বর্ণনায় চণ্ডীদাসের পদে—

পঙ্—১-৩! তু°—

“পীরিত্তি বলিয়া এ তিন আঁখর
তুবনে আনিগ কে।
মধুর বলিয়া হানিয়া খাইহু
তিত্তায় তিত্তিল দে।”

(নী, ৩৩৪ সং পদ)

“বিষম বাড়ব- অনল নাথারে
আমারে ডারিয়া দিল।”

(পূর্ববর্তী, ৭২৪ সং পদ দ্রষ্টব্য)

এইপ্রকার ভাবসাদৃশ্য কবিগণের অভিন্নত্ব সূচিত করে না, কারণ পূর্ববর্তী কবির ভাব অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কবিগণ পদ রচনা করিতে পারেন। অতএব এইরূপ ভাবসাদৃশ্য দেখিয়াই পদটিকে বড় চণ্ডীদাসে আরোপ করিবার কোনই হেতু নাই।

পানা—সং—পানক হইতে, শর্করাদি মিশ্রিত পানীয় (শব্দকোষ), যেমন চিনিপানা, মিশ্রিপানা ইত্যাদি।
হুখে মিশ্রিত অমৃতবৎ পানীয় আমার নিকট তিত্ত বোধ হইল।

৪। তু°—“কাহারে কহিব মনের আশুন
জলিয়া জলিয়া উঠে।”

(ঐ, ৩২৭ সং পদ)

[৭৮৭]

: পটমঞ্জরীঃ

৫-৬। তু°—

“বন পোড়ে বলে বনে আশুনি
দেখয়ে জগৎ লোকে।
এ বড়ি বিষম শুনগো সজনি
জলে উঠে বিনি ফুকে।”

(ঐ, ৩২৬ সং পদ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—

“বন পোড়ে আগ বড়ারি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে য়েহু কুস্তারের পনী।”

(ঐ, ২২৪ পৃঃ)

একে কাল হৈল মোর° নয়লি° যৌবন।

আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন।

আর কাল হৈল মোর° কদম্বের তল।

আর কাল হৈল মোর° যমুনার জল।

আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।

আর কাল হৈল মোর° গিরি গোবর্দ্ধন।

এত কাল সনে আমি থাকি°একাকিনী।

এমন ব্যথিত নাই° শুনে° যে° কাহিনী।

দ্বিজ চণ্ডীদাসে° কহে না কহ এমন।

কারু°° কোন দোষ নাই সব°° এক জন।

এবং

“একে দহদহ যসির আশুন
আরে কেনা জালে ফুকে।”

(ঐ, ৩৪২ পৃঃ)

নী, ৩৬০ ; তরু, ২৪৫

° পটমঞ্জরী, নী

° মোরে, তরু

° নহলি, তরু

° মোরে, তরু

° মোরে, তরু

° মোরে, তরু

° নাহি, তরু

°-° শুনে, নী

এইরূপ বিষহানলের পরিকল্পনা বিলম্বনাথবেও রহিয়াছে।

যথা—“নিবিড়বড়বাবহিআলাকলাপবিকাশিনম্।”

১ চণ্ডীদাস, নী
২ সবে, ভঙ্গ

৩ কার, নী

অনুক্রমের নিদর্শন রহিয়াছে যাত্র, কিন্তু সে অল্প সম্পূর্ণ
পদটিকে বড় চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না।

নচ-র পাঠান্তরে এই পদের ভণিতার ছই পঙ্ক্তির
পরিবর্তে নিয়োক্ত ছই পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে—

টীকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯২ সং পুঁখি হইতে বটু
চণ্ডীদাসের ভণিতায়ুক্ত নিয়োক্ত পদটি আমরা বঙ্গীয়
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত করিয়াছিলাম (ঐ,
১৩৩৯, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) :—

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল ॥
আর কাল হইল মোরে পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন ॥
আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল ॥

ইত্যাদি।

এই পদের প্রথম চারি পঙ্ক্তির সহিত আলোচ্য পদটির
প্রথম চারি পঙ্ক্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া দ্বিজ ভণিতার
এই সম্পূর্ণ পদটিকেই বড় চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ
করা যায় না। এই গ্রন্থের ৪৬৩ সং পদে আছে—

“আজু নিজ দেহ দেহ করি মানি
আজু গেহা ভেল গেহা।

* * * *
আজু মলয়গিরি মন্দ পবন বহ
আকাশে উদিত হউ চন্দা।
অবহ মউরগণ নাদ সাধে কর
কোকিল কুহু ধকা ॥” ইত্যাদি।

ইহার সহিত বিভাপতির একটি পদের ভাব-সাদৃশ্য আছে
বলিয়া এই পদটি বিভাপতি রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা
যাইতে পারে না। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে,
চণ্ডীদাস বিভাপতির অনুক্রমে এই পদ রচনা করিয়াছেন।
সেইরূপ বড় চণ্ডীদাসের যে কোন পদ পরবর্তী কবিগণ-
কর্তৃক অনুকৃত হইতে পারে। আলোচ্য পদটিতেও এইরূপ

প্রাণ সহ নিবেদন করি।

নিশ্চয় কহিলুঁ জলে প্রবেশিয়া মরি ॥

ইহার উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—
“অনুমান হয়, মূল রচনায় এই পয়ারটিই ছিল, উপরে
নী-ধৃত ও আমাদের পাঠে প্রদত্ত ভণিতার পয়ারটি
পরবর্তী কালের।” দ্বিজ ভণিতার উৎপত্তি যে পরবর্তী কালে
হইয়াছে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

[৭৮৮]

‘ধানশী’

কাহারে কহিব মনের মরম’

কেবা যাবে পরতীত।

হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা’

সদাই’ চমকে’ চিত ॥

গুরুজন’ আগে দাঁড়াইতে’ নারি

সদা ছল ছল আঁধি।

পুলকে আকুল দিক্’ নেহারিতে

সব’ শ্যামময়’ দেখি ॥

সখীর সহিতে জলেতে যাইতে

সে কথা কহিবার নয়।

যমুনার জল করে ঝলমল’

তাহে কি পরাণ রয়।

কুলের ধরম’ রাধিতে নারিনু’

কহিনু’ সবার’ আগে’ ॥

কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সূনাগর’

সদাই হিয়ার’ আগে ॥

[৭৯০]

• ত্রী:

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া

জনমে কি ফল পেলু^১।^২

হিয়া দগদগি পরাগ^৩ পোড়নি^৪

মনের^৫ আশুনে মলু^৬ ॥^৭

গোকুল-নগরে কেবা^৮ কি না করে^৯

তাহে^{১০} কি নিষেধ বাধা।^{১১}

সতী^{১২} কুলবতী সে সব যুবতী^{১৩}

শ্যাম^{১৪}-কলঙ্কিনী রাধা ॥

এ ঘর দারুণ^{১৫} বিধি^{১৬} নিদারুণ

বসতি^{১৭} পরের বশে।

হেন করে^{১৮} মন^{১৯} হউক মরণ

কি^{২০} আর জীবনে যশে ॥^{২১}

বাহির হইতে^{২২} লোক চরচাতে^{২৩}

বিস^{২৪} মিশাইল^{২৫} ঘরে।

পীরিত্তি করিয়া^{২৬} জগতে^{২৭} বৈরিয়া^{২৮}

আপনা^{২৯} বলিব কারে^{৩০} ॥

রাধা^{৩১} বলি নাম কেহ নাহি লবে

এখনি এমনি মলে।^{৩২}

চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে

বন্ধুয়া^{৩৩} সদয়^{৩৪} হলে ॥

নী, ৩৬৫ ; বিপু, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪ ইত্যাদি।

^১ রাগ কামদ, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৭

^২ পাম্বু, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

^{৩-৫} মনের আশুনে, ২৯৭ ; ^৬পুড়নি, ২৩৯৪, ২৮৯

^{৬-৮} বিগুন পুড়িয়া মলু, ২৯৭ ; ^৯মলু, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

^{৮-৯} কেবা না কি করে, ২৯৭

^{১০-১১} তাহারে নাহিক বাধা, ২৩৯৪ ; তাহে বা নিষেধ,^{১২}

^{১-১} সে সব যুবতি কুলবতি সতি, ২৩৯৪

^২ হাম, নী ; কাম্বু, ২৯৭

^৩ করণ, ২৩৯৪, ২৯৭

^৪ বিহি, ২৯৭

^৫ পীরিত্তি, নী, ২৩৯৪, ২৮৯

^{৬-১২} করি মনে, ২৮৯

^{১৩-১৫} আর যত অপযশে, নী ; কি যার গোরব জসে, ২৩৯৪ ; কি যার জিবনে যাসে, ২৮৯ ; কি আর জস অবজসে, ২৯৭

^{১৬} বেড়াতে, নী, ২৮৯

^{১৭} পরতীতে, ২৮৯

^{১৮-১৯} বিষম হইল, নী ; বিস জে হইলু, ২৩৯৪

^{২০} বলিয়া, নী, ২৮৯

^{২১-২২} যতেক বৈরী, নী ; জগতের বৈরী ২৮৯

^{২৩} আপন, নী

^{২৪} এই চারি পঙ্ক্তি ২৯৭ পুথিতে নাই

^{২৫-২৬} রাধা যেনে কেহ, নাম নাহি লবে, এখানে অমানি মলে, নী ; রাধিকা বলিয়া, নাম নাহি ধরে, থুইলে এমতি মলো, ৩৩৯৪ ; রাধা বলি নাম, কেহ নাই ধরে, এঁখনে অমানি মলো, ২৮৯ ; রাধা বলি নাম, কেহ নাহি ধরে, এমনি এমনি মলো, ২৯৭

^{২৭-২৮} বঁধু আপমার, নী, ২৮৯, ২৯৭

টীকা

পঙ্—৫-৮। তু—

“কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী।”

নী. ৩৫৪ সং পদ

৭৯৩ সং পদও দ্রষ্টব্য।

১৩-১৪। তু—“বিষ মিশাইল যেন এ ঘর-করণে।”

৭৮০ সং পদ

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি কিছু রূপান্তরিত ভাবে নী, ৩৬৪ সং পদরূপে এবং উরুর ৯২০ সং পদরূপে পাওয়া যাইতেছে। এই দুইটি পদ ইহার পরেই সম্মিষ্ট হইল।

[৭৯০ক]

সিদ্ধুড়া

মুঞি মৈলু মৈলু মরিয়া গেলু
ঠেকিলু পীরিত্তি-রসে ।

এ ঘর-করণ বিহি নিদারুণ
সকলি পরের বশে ॥

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পাইলু ।

হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি
মনের আশুনে মৈলু ॥

তরু, ৯২০ সং পদ ।

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পানু ।

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আশুনে মনু ॥

মরিনু মরিনু মরিয়া গেলু
ঠেকিনু পীরিত্তি-রসে ।

আর কেহ জানি এ রসে ডুলে না
ঠেকিলে জানিবে শেষে ॥

এ ঘরকরণ বিহি নিদারুণ
বসতি পরের বশে ।

মাগ এই বর মরণ সফল
কি আর এ সব আশে ॥

এখনি জানিলে আর কি জানিবে
জানিবে পীরিত্তি শেষে ।

অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে
তাহা জানে চণ্ডীদাসে ॥

নী, ৩৬৪ সং পদ ।

[৭৯১]

সুহই

জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব ।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব ॥

অন্তরে রহিল ব্যাধি কুলে কি করিবে ।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিবে ॥

মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি ।
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি ॥

ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া ।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া ॥

অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে ।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে ॥

ভাল মন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন ।
তুঁই সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ ॥

চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময় ।
কপালক্রমে অমৃততে বিষ উপজয় ॥

নী, ৩৮৯

টীকা

পঙ্-১। তুঁ—

“জনম গোয়াছ বিরহ বেদনে
তিলেক নাহিক সুখ ।”

(৩৫১ সং পদ)

পঙ্-২। তুঁ—

“নিশি দিন মোর মন কানু লাগি বুয়ে ।”

(৭৮১ সং পদ)

৫-৩। তুঁ—

“শপি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে ।

(নী, ৩১৬ সং পদ)

এবং—“ঘর ছয়বে আশুন দিয়া যাব বঁধুর পাশে।”
(নী, ৩৭১ সং পদ)

২-১০। তু°—

“কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক ছখে ॥
সো যদি জানিতাম অলপ ইচ্ছিতে
তবে কি এমন করি।”

(৭৫৮ সং পদ)

দ্রষ্টব্য :—পদটি ভাবে ও ভাষায় অপেক্ষাকৃত
আধুনিক, কিন্তু এই পদের অমুরূপ ত্রিপদী ছন্দে রচিত
আর একটি পদ ৩৫৭ সং পদরূপে বড়ু চণ্ডীদাসের ভগিতায়
নী-তে সঙ্কলিত রহিয়াছে (পরবর্তী পদ দ্রষ্টব্য)।
নচ-র ছইটি পাঠান্তরে ঐ পদে বড়ু ভগিতা দৃষ্ট
হয় না, অতএব মূলে ঐ পদে বড়ু ভগিতা ছিল কি না
সন্দেহজনক। “সোণার নাভিনী, এমন যে কেনি” ইত্যাদি
পদটির স্থায় এই পদেও পয়ারকে ত্রিপদীতে পরিণত করিয়া
পরে “বড়ু” শব্দ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

অবলা কি° জানে° কিছু এমতি হইবে শিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।

ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঞি সে আনলে পুড়ে মরে ॥

বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
সুধুই যে সুখাময় লাগে।

ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥

নী, ৩৫৭ ; বিপু, ২২২, ২২৮, ৩৩০০

১ গান্ধার রাগ, ২২৮

২-১ সহিবেক ৩৩০০

৩ দিল, ২২২

৪-৪ দিলাম ধুলী, ২২৮

৫ করিমু, ২২২

৬ ছাড়িল, ঐ

৭ কৈল, ২২৮, নী

৮ পামু, ২২২

৯-২ না গণে, নী

সখীর প্রতি আক্ষেপ

[৭৯১ক]

ত্রীগান্ধার°

জনম গোঁয়াশু দুঃখে কত না° সহিব° বৃকে
কামু কামু করি কত নিশি পোছাইব।
অস্তরে রহিল বেধা কুলশীল গেল কোথা
কামু লাগি গরল ভগিব ॥

কুলে দিলু° তিলাঞ্জলি গুরুদিঠে দিলু° বালি°
কামু লাগি এমতি করিলু°।°

ছাড়িলু° গৃহের সাধ কামু হৈল° পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পালু° ॥°

৩৭

[৭৯২]

তুড়ি°

কানড়° কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে° যার° লাগে।

ছাড়য়ে° সকল কাজ তেজে° কুলভয় লাজ°
মরয়ে° কালিয়া অনুরাগে ॥

সই, আমার বচন যদি রাখ।

ফিরিয়া নয়ন°-কোণে না চাহিও° তার°° পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥প্র॥°°

আরতি^{১০} পীরিতি মনে যে করে^{১০} কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল ।

কালিয়া রভস^{১০} কালী^{১০}

মন-^{১০}সূতে গাঁথি^{১০}মালা^{১০}
ভাবিয়া^{১০} জপিয়া^{১০} প্রাণ গেল ॥

নিশিদিশি^{১০} অমুখণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে^{১০} জ্বলে তনু ।

ছাড়িলে ছাড়ন^{১০} নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কামু ॥

দারুণ মুরলী^{১০} স্বর^{১০} না মানেন^{১০} আপন পর
মরম^{১০} ভেদিয়া^{১০} যার থাকে ।

দ্বিজ^{১০} চণ্ডীদাসে^{১০} কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে^{১০} সেই^{১০} পাকে ।

নৌ, ২৬০ ; তরু, ১২৫ ; বিগু, ২০১, ২০২, ইত্যাদি

- ১ বাদ, ২২১, ২২২, ২২৩
- ২ কা [ন] ড়, ২২১ ; কাল, ২২২
- ৩ নয়নে, নী ; ২২১, ২২৩
- ৪ যদি, নী, তরু, ২০১
- ৫ ছাড়ায়, নী, ২২২ ; ভেজিয়া, তরু ; ছাড়ায়, ২২৩
- ৬ ভেজি, নী
- ৭ এই পদাংশ তরুতে—“জাতি কুলশীল লাজ” রূপে আছে

- ৮ মরিব, নী ; মরিবে, তরু, ২২১
- ৯ নয়নে, নী, ২২১, ২২৩
- ১০ চাহিয়, ২২২, ২২৩ ; চাহ, ২০১, তরু
- ১১ তাহার, ২০১
- ১২ বাদ, নী, ২২১, ২২৩

১৩-১০ পীরিতি আরতি মনে^{১০}, নী ; আরতি জে করে
মনে নিঠুর, ২২২, ২২৩

- ১৪ জ্বরণ, নী, ২২১, ২২২, ২২৩
- ১৫ মালা, ২২২, ২২৩

১৩-১০ মনেতে গাঁথিয়া, নী, তরু ; ২২১ (গলাতে°)

১১ পৌ, ২২২, ২২৩

১৬ জাগিয়া, নী ; জপিয়া, ২২২, ২২৩

১২ জাগিয়া, তরু, (পাঠা°)

২০ নিশি দিন, ঐ

২১ আনলে, নী, ২২১, ১২২, ২২৩

২২ ছাড়ান, ২২১, ২২২, ২২৩

২৩ মদন, ২২১

২৪ শর, ২২২

২৫ জানে, ২২১, ২২২, ২২৩

২৬ মরমে, নী, ২২১

২৭ ভিজিয়া, ২২১

২৮-২৯ চণ্ডীদাসেতে, ২২১, ২২২, ২২৩

২২ হইব, ২২১, ২২২, ২২৩

৩০ ঐ, ২২১, ২২২ (যই), ২২৩ (অই)

টীকা

পঙ্—১-৪। ছু°—

“তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়া
ভুলল বরজ ধনী
কেবা কোথা দেখ ভাল আছে কেবা
পরামে লইল টানি ॥”

(৪৮৩ সং পদ)

৬-২। কারণ—

“কালিয়া বে জন কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দর ।
কালার সন্নেতে যে করে পীরিতি
পরিণামে হয়ে আর ॥”

(৬৭০ সং পদ)

১৮। বিশ্ববিজ্ঞানরের ২২১, ২২২, ২২৩ সং পুথিতে ভগিনীতার “দ্বিজ” নাই। নচ-র অনেক পাঠান্তরেও দ্বিজ ভগিনীতা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু একখানা পুথিতে “দ্বিজ শ্রাম-দাসের” ভগিনীতা পাওয়া যায়। অতএব এই ভগিনীতা সন্দেহজনক।

দ্রষ্টব্য:—তরুতে এই পদটি রূপাহুরাগ পর্যায়ে, এবং
নী-তে আবেগপাহুরাগ পর্যায়ে সঙ্কলিত রহিয়াছে।

নী, ২৭০; তরু, ৮৪০; বিপু, ২২১, ২২২, ইত্যাদি।

[৭৯৩]

সিন্দুড়া

(তোমরা^২ মোরে^২)

ডাকিয়া শুধাও^০ না, প্রাণ আন^০-চান বাসি।

কেবা নাহি করে প্রেম আমি হলু^০ দোষী ॥৩৫॥

গোকুল-নগরে কেবা কি না করে
তাহে^০ কি^০ নিষেধ বাধা।

সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কামু-কলঙ্কিনী রাখা ॥

বাহির^৬ হইতে^২ লোক^০ -চরচাতে^০
বিষ^১ মিশাইল^১ ঘরে।

পীরিত্তি^{১২} করিয়া^{১২} সব^১ হৈল^১ বৈরি
আপন্য বলিব কারে ॥

তোমরা^০ আমার^০ পরম^০ ব্যথিত
জীবনে মরণে সঙ্গ।

অনেক দোষের^১ দোষী^৬ হলে^{১২} সে কি^{১২}
ছাড়য়ে^{২০} আপন অঙ্গ ॥

নন্দের নন্দন গোকুলের^{২১} কামু^{২১}
সবাই আপনা বলে।

মো^{২২} পুনি ইছিয়া^{২২} নিছিয়া^{২০} লইলু^{২০}
আন^{২০} জনমের^{২০} ফলে ॥

রাধা^{২০} বলি আর ডাকি না শুধাও^{২০}
এখনি^{২০} এখানে^{২০} মৈলে।

চণ্ডীদাসে বলে সকলি পাইবে
বঁধুয়া আপন হৈলে ॥

১ বাদ, সকল পুধি

২-২ বাদ, সকল পুধি

৩ শুধায়, ২২১, ২২২

৪ ২২২ পুধিতে এই শব্দের অস্ত কতকটা স্থান বাদ
রাখা হইয়াছে, বোধ হয় লেখক শব্দটি কি হইবে তাহা
বুঝিতে পারেন নাই।

৫ হৈলাম, নী, তরু; হলাম, ২২১; হইলাম, ২৮২

৬ একমাত্র তরুতে আছে।

৭-১ তারে নাই, নী, ২২২; তারে^০, ২২১

৮ বাহিরে, নী, ২২১, ২২২, ২২৮

৯ বেড়াতে, নী

১০-১০ লোকে চরচায়, তরু

১১-১১ বচন মিশাল, ২২২

১২-১২ পীরিত্তি পীরিত্তি করি, নী, ২২১, ২২৮; 'করি';
২২১

১৩-১৩ জগতের, তরু, নী (পা:); জগৎ হৈল, নী
জগৎ হইল, ২২১, ২২৮

১৪ তুমি সে, ২২১

১৫ পরাণের, তরু, নী, ২৮২

১৬-১৬ বেথিত আছিল, তরু; মরম^০, নী, ২২৮

১৭ দোষ, নী

১৮ দোষিনী, তরু, নী (পা:)

১৯-১৯ হইলে, তরু, নী

২০ কে ছাড়ে, তরু

২১-২১ গোকুল কানাই, নী; কান, তরু, ২২১

২২-২২ সো পুন^০, নী; আপনি নিছনি, ২২২

২৩-২৩ লইয়া আপনি, ২২২; লইল নিছিয়া, নী

২৪-২৪ অনাদি জনম, তরু; অনেক জনম, ২২৮

২৫-২৫ রাধা বলি ডাকি, শুধাইতে নাই, নী, ২২২,
২২১; ২২৮ (রাধা বলি কেহ^০)

২৬-২৬ এখানে এখানে, নী; এখনি এইখানে, ২২১;
এখনি জেবতি, ২২২; এখতি এখানে, ২২৮

টীকা

পঙ্—৩-৬। কু°—

“এতেক যুবতীগণ আহরে গোকুলে।

কলঙ্ কেবল লেখা য়োর সে কপালে ॥”

(৭৫১ সং পদ)

৭২০ সং পদও দ্রষ্টব্য।

৭-৮। বাহিরে লোকে আমার এই প্রেম লইয়া এমন আলোচনা করিতেছে যে আমার ঘরে থাকি কষ্টকর হইয়া পড়িল।

১৩-১৪। নিজের অঙ্গ বিবিধ প্রকারে রোগদুষ্ট হইলেও যেমন লোকে তাহা ত্যাগ করিতে চায় না, সেইরূপ এই প্রেম করিয়া আমি অপরাধী হইলেও তোমরা আমার ব্যথায় ব্যথী জীবনমরণের সঙ্গিনী সখীগণ আমাকে ত্যাগ করিও না।

১৭-১৮। যে কান্নাকে সকলেই আপনা বলিয়া ভাবে, আমার পূর্ক জন্মের স্মৃতি বশতঃ আমি সেই কান্নাকে শ্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি, অতএব আমাকে তোমরা দোষী করিতে পার না। অথবা, কান্না বহুকান্তাপ্রিয়, এমন লোককে আমি পূর্ক জন্মের কর্ণের ফলে শ্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর, ছাড়িয়া যাইও না।

[৭৯৪]

সিক্কুড়া

দেখিলে কলঙ্কিনীর' মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥°
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে° দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥°
কাল-মাণিকের মালা গাঁথি নিজ° গলে।
কান্নু-গুণ-বশ কাশে পরিব কুণ্ডলে ॥

কান্নু-অমুরাগ রাজা বসন পরিব।°

কান্নুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥

চণ্ডীদাসে কহে কেন হইলা উদাস।

মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥

নী, ২৭১; তরু, ৮৪৪

° কলঙ্কীর, নী

° হইবে, তরু

*° তরুতে এই পঙ্ক্তিত ৮ম পঙ্ক্তির স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং এই স্থানে—“এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া” আছে।

° নিব, তরু ° পরিয়া, তরু

টীকা

ইহা রাধার আক্ষেপোক্তি। সখীরা রাধাকে কলঙ্কিনী বলিয়া তিরস্কার করিয়া ক্লঙ্ককে ভুলিবার' কথা বলিয়াছিল, তাহার উত্তরে রাধা সখীগণকে বলিতেছেন, “তোমরা যখন এইরূপ বলিতেছ, তখন এই কলঙ্কিনীর মুখ আর দেখিও না; তোমরা ফিরিয়া ঘরে যাও, আর আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করি।”

[৭৯৫]

তুড়ি°

আগুনি° জালিয়া° মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।°
গরল ভথিব° এখনি° মরিব
নতুবা লউক° যম ॥°
সই, জালহ আনল চিতা।
সীমন্তিনী° আনিয়া কেশ° যে বাক্কিয়া°
সিন্দূর দেহ° যে° সী°ধা ॥

তমু তেয়াগিয়া সতী যে হইয়া^{১০}
 সাধিব মনেতে^{১১} যত ।
 মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি
 আমারে সেবিবে কত ॥
 জানিবে^{১২} তখন^{১৩} বিরহ-বেদন
 পরের লাগয়ে যত ।
 তাপিত হইলে তাপ^{১৪} সে জানিবে^{১৫}
 তাপ^{১৬} যে লাগয়ে^{১৭} কত ॥
 বিনা যে বেদন^{১৮} না হয়^{১৯} চেতন^{২০}
 দরদে^{২১} দরদী নয় ।
 পর^{২২} দরদের দরদী জানয়ে^{২৩}
 সেই সে সৃজন হয় ।
 আপনি যে^{২৪} মরে কিবা^{২৫} করে পরে
 দোস^{২৬} বলহে বা কেনে ।
 কাহার কারণ কে সহে মরণ
 চণ্ডীদাস বলে^{২৭} মনে ॥^{২৮}

১০-১০ এ তাপ যে জানে, ২২২ ; 'জানয়ে, নী
 ১০-১১ এ তাপ করয়ে কত, ২২২, 'হয় যে,' নী
 ১২ বেদনে, নী, ২২২, ২২৮
 ১৩ জানে, নী
 ১৪ চেতনে, নী, ২২৮, ২২২
 ১৫ দরদের, নী, ২২৮
 ১৬-১৭ পরের বেদন দরদি যে জন, ২২২
 ১৮ বাদ, নী, ২২৮
 ১৯ কি, নী, ২২৮ ; কি করিব, ২৮৯
 ২০-২১ সোদর নহে, নী, ২২২
 ২০ ভগ্নে, ২২৮
 ২১ মেনে, নী ; মেন, ২৮৯, ২২২

টীকা

দ্রষ্টব্য:—এই পদের ভাবসাদৃশ্য প্রথম খণ্ডের ২৩৬
 সং পদে এবং ইহার পরিশিষ্টের ৭ সং পদেও দৃষ্ট হইয়া
 থাকে ।

নী, ২৭২ ; ষিগু, ২৮৯, ২২২, ২২৮

১ বাদ, ২৮৯, ২২২, ২২৮

২-২ গুরুজনে অড়িয়া, ২২২

৩ মনে, ২৮৯

৪ ভাষিয়া, ২৮৯ ; খাইব, ২২২

৫ আপনি, নী ; সু পুন, ২২২ ; সো পুন, ২২৮

৬-৬ [*] ক শমনে, ২৮৯ ; নেউক, ২২২ ;

নেউক শমন, ২২৮ ; শমন, নী

৭-৭ সীমস্তিনী, নী ; সেমস্তি আনই, ২২৮

৮-৮ কেশ সে বাক্বাই, ২২৮ ; কেশেতে বাক্বাই, ২৮৯ ;

কেশ বাধিয়া, নী

৯-৯ দেহত, ২৮৯ ; দেয় সে, ২২৮

১০ হইব, নী, ২৮৯

১১ মনের, নী, ২৮৯

১২-২ তখন জানিবে, নী, ২২৮

: [৭২৬]

সই, কেমনে জীব গো আর ।

বুকে খেয়েছি শ্যামের শোল
 পিঠে হৈল পার ॥

মনু মনু মনু মনু গো সখি
 কালিয়া বাঁশীর গানে ।

সৃজন দেখিয়া পীরিত্তি করিনু
 এমতি হবে কে জানে ॥

সকল গোকুল হইল আকুল
 গুনিয়া বাঁশীর কথা ।

খলের সহিতে পীরিত্তি করিয়া
 কি হ'ল অন্তরে ব্যথা ॥

ছিন্ন হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা ।
আখির জলেতে পথ নাহি দেখি
মুখে না বাহিরায় রা ॥
পীরিতি রতন পীরিতি যতন
পীরিতি গলার হার ।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণ বধিলে আমার ॥
কে জানে কেমন পীরিতি এমন
পীরিতি কৈল সব নাশ ।
গঞ্জে গুরুজন সেহ সুখমন
কহে দীন চণ্ডীদাস ॥

নী, ২৭৩

টীকা

পঙ্-২-৩। জু—

“পশিয়া সে শ্যাম-শেল বাহির না ভেল”।

নী, ২৭৫ সং পদ

[৭৯৭]

: ধানশী:

সজনিং, না কহ ও সব কথা ।

কালারং পীরিতিং যাহারং অন্তরেং
জনম অবধিং ব্যথা ॥

কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলিং কাল।
তথাপিং সে কাল। অন্তরে জাগয়েং
কাল। হৈল জপ-মালা ॥

বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইয়া
কুণ্ডল পরিব কাণে ।
সবারং আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন-বনে ॥^১
ঘরেঃ গুরুজনঃ বলে কুবচন,
না যাব লোকেঃ^২ পাড়া ।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পীরিতি
জাতি কুল সবঃ^৩ ছাড়া ॥

নী, ২৭৪ ; তরু, ২৩৩ ; বিপু, ২২২, ২২৩

^১ বাদ, ২২২, ২২৩^২ সহ, তরু^৩ কালিয়া, নী^৪ পীরিতি যার, ঐ^{৫-৬} যাহারে লাগিল, তরু ; মরমে লাগিয়াছে, নী ;
°মরমে, ২২৩^৭ হইতে, তরু ; অবধি তার, নী^৮ হেরি, নী^{৯-১০} দিবস রজনী আন নাহি জানি, নী ; রজনী
দিবসে আন নাহি চিতে, ২২২, ২২৩ ; তত্বত
সে°, তরু^{১১-১২} গুরুগরবিত বিদিত করিব, পরিবাদ জেন জানে,
২২২, ২২৩^{১৩-১৪} গুরু পরিজন, নী, তরু^{১৫} সে লোক, তরু ; ও ছার, ২২২, ২২৩^{১৬} শীল, তরু

[৭৯৮]

: সুহই:

সই, আর বাং সহিবং কত ।

আপনা খাইনুঃ ছাড়িতে নারিনুঃ
হইতে নারিনুঃ রত ॥

ঝাপ যেই* দিয়া^১ জলেতে পশিয়া^২
যমুনায় থাকিব মরি ।

গোঠেতে^৩ যাইতে^৪ ধেনু চরাইতে^৫
সেখানেে^৬ দেখিবে^৭ হরি ॥

এখনি তখনি^৮ বচন^৯ দুখানি^{১০}
পরিমাণ কিছু নয় ।

কহিতে কহিতে^{১১} সোণা সে বরিখে^{১২}
রাঙ্গের তুলনা নয় ॥

ধাউর^{১৩} চতুর^{১৪} চোর^{১৫} যে ছেছড়^{১৬}
সব যে মিছাই কয় ।^{১৭}

তাহার অধিক^{১৮} দ্বিগুণ চাতুরী^{১৯}
টীট চলেতে^{২০} কয় ॥

এমতি^{২১} নাগর^{২২} গুণের সাগর^{২৩}
এমতি বচন^{২৪} তার ।^{২৫}

এমতি বচনে^{২৬} করিয়া প্রমাণে^{২৭}
কেবা^{২৮} কোথা হৈল^{২৯} পার ॥

চণ্ডীদাসে কয়^{৩০} ক্রোধা^{৩১} যেবা হয়^{৩২}
সেই^{৩৩} না এতেক^{৩৪} কয় ।

আপনাকে^{৩৫} বুঝি^{৩৬} মনেতে সমুঝি^{৩৭}
মনের মনেতে রয় ॥

নী, ২৭৬ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

^১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২

^{২-২} আর যে কহিব, নী, ২৯৮

^{৩-৩} লু, ২৯৮

^৪ যে, নী, ২৯৮

^৫ দিব, ২৯৮

^৬ পশিব, ২৯৮

^৭ গোঠে জে, ২৯৮

^{৮-১০} দেখিব সেখানে, ঐ

^{১১} চরণ, ২৯২, ২৯৮

^{১২} বরিখয়ে, ২৯৮

^{১৩} ধাঙ্গর, নী

^{১৪-১৫} চতুর জে চোর, ২৯২ ; চোর যে টীট নী

^{১৬-১৭} জে সব জে মিছাই কয়, ২৯৮

^{১৮} চলেতে যে, ২৯২

^{১৯} যেমতি, ২৯২

^{২০-২১} বচনে তোর, ২৯৮

^{২২-২৩} কে কোথা হইরাছে, ২৯২

^{২৪-২৫} ক্রোধে কিনা ২৯২, ২৯৮

^{২৬-২৭} সেই জয়েতে কে, ২৯৮ ; সেইত^{২৮}, নী

^{২৯} আপনা, নী, ২৯৮

^{৩০} সঘরি, নী, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-২। আমি আর কত সহ করিব! আমি নিজের সর্বনাশ করিয়াছি তথাপি কামুকে পরিত্যাগ করি নাই।

৪-৭। এখন আমি এই সহ করিয়াছি যে যমুনায় জলে ঝাপ দিয়া মরিয়া থাকিব, যেন গোঠে ধেনু চরাইতে যাইবার কালে আমার মৃতদেহ কাছুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে (যাহা জীবিত অবস্থায় আমি করাইতে পারি নাই)।

৮-১১। তাহার কথাই কোন দ্বিগুণ নাই; ইহা এখন এক প্রকার এবং তখন (অল্প সময়) অল্প প্রকার হয়, অতএব ইহার কুল-কিনারা পাওয়া যায় না। কহিবার সময় মনে হয় যে তাহা খাঁটা সোনা, এবং তাহাতে রাঙ্গের ভাজও নাই, কিন্তু পরে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তুঁ—“তোমার বচন পাবাণ নিশান, এবে সে রাঙ্গের পারা” (২৩৮ সং পদ)।

১২-১৫। চতুর, ধাউর, চোর, ছেছড়, ইহারা সকলেই বিদ্যা কথা বলে, কিন্তু শঠচূড়ামণি কামু ইহাদের সকলের চেয়েও দ্বিগুণ চতুরতার সহিত বিবিধ চন্দ্রে কথা বলিয়া থাকে। উজ্জলনীলমণির মানপ্রকরণে বলা হইয়াছে যে, ক্রোধবশতঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কপটনিরোষিণি, খলশ্রেষ্ঠ, মহাবর্ত্ত প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন (ঐ, ৯১০ পৃঃ)।

[৭৯৯]

: তুড়ি'

পাশরিতে চাহি তারে পাশরাং না যায় গো ।
 না দেখি তাহার রূপ মন কেনে টানে গো ॥
 পথে চলি যাই যদি চাহি লোক পানে গো ।
 তার কথায় না রয় মন, তারে কেনে টানে গো ॥
 খাইতে যদি বসি তবে খাইতে না পারি গো ।
 কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেনে ঝোরে গো ॥
 বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো ।
 সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাপে গো ॥
 না জানি কি হৈল মোর কোথা আমি যাব গো ।
 না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥
 চণ্ডীদাসে কহে মন নিবারিয়া থাক গো ।
 সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো ॥

নৌ-২৭৭ ; বিপু, ২৯৮

- ১ জধারাগ, ২৯৮ ২-২ পাশরিতে নারি, ঐ
 ৩-৩ মনে কেন, নী ৪ রহে, ২৯৮
 ৫ কেনে, ঐ ৬-৬ নারি কেনে, ঐ
 ৭-৭ চাহিলে, নী ৮-৮ বুঝে কেনে, ২৯৮
 ৯ পরি, ঐ ১০-১০ যদি চাহি, ঐ
 ১১-১১ সদাই ঝাপে মোরে, ঐ
 ১২ ঘরে, ঐ ১৩-১৩ বাদ, ঐ
 ১৪ চণ্ডীদাস, নী ১৫ মনে ঐ
 ১৬-১৬ লাগীয়া আছে, ২৯৮

[৮০০]

শ্রীগঙ্গার'

কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে ।
 নিরবধি দেখি কাল শয়নে স্বপনে ॥

কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি ।

কাল অঙ্গন আমি নয়নে না পরি ॥

আলো সই, মুই গণিলু নিদান ।

বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥

মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল ।

পশিয়া সে শ্যাম শেল বাহির না ভেল ॥

চণ্ডীদাসে কহে রূপ শেলের সমান ।

নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥

নৌ, ২৭৫ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮ ইত্যাদি ।

১ স্বহই নী ; বাদ, ২৯১, ২৯২

২ ২৯২ পুথিতে ইহার পরে "সই" আছে ।

৩ কালাচান্দ, ২৯৮

৪ শয়ন, ২৯১, ২৯৮

৫ এলুইয়া, ২৯১ ; এল্যাইয়া, ২৯২ ; আলুয়াঞা,

২৯৮

৬-৬ করে কর জুড়িয়া কাজল নাহি পরি, নী

৭-৭ সই আল, ২৯১, ২৯২ ; সইলো, ২৯৮

৮ শুনিলা, নী ; শুনিলাঙ, ২৯১ ; গনিলাম, ২৯৮

৯ বিনদ, ২৯১, ২৯২ ১০ বিলু, ২৯২

১১ মরম, নী ১২ তে, ২৯১

১৩ ফুটিয়া, নী ; ফুটিল, ২৯১, ২৯২

১৪-১৪ শ্যামের, ২৯১, ২৯২

১৫ হৈল, ২৯১ ; হইল, ২৯৮

১৬ চণ্ডীদাস, নী ১৭ শ্যামশেল, ২৯৮

[৮০১]

: বরাড়ি'

কানড় কুম্ব করে পরশ না করি ডরে

এ বড়ি মরমে মোর বেধা ।

যেখানে সেখানে যাই সদাই শুনিতে পাই

কাণে কাণে অই সব কথা ॥

সই^১, লোকে বলে কালা-পরিবাদ।^২

কালার^১ ভরমে হাম^১ জলদে^১ না হেরি গো^১

ভাজিয়াছি কাজরের সাধ ॥৩৭॥^২

যমুনা সিনানে যাই আঁখি তুলি^১ নাহি চাই^১

তরুয়া^১ কদম্বতলা পানে।^১

যেখানে^১ সেখানে^১ থাকি^১

বাঁশীটি শুনিয়ে^১ যদি^১

দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে ॥

চণ্ডীদাসে^১ ইথে কহে^১ সদাই অন্তরে^১ রহে^১

পাশরিলে না যায় পাশরা।

দেখিতে^১ দেখিতে^১ হরে^১

তনু^১ মন^১ চুরি^১ করে^১

না চিনিলু^১ কালা কিবা^১ গোরা ॥

১০-১০ চাই তরুয়া কদম্ব পানে, ২১১

১০-১০ যথা তথা বসে, তরু

১১ আঁখি, ২১১, ২১২, ২১৮

১১-১১ শুনিলে লো, ২১১, ২১২, ২১৮; শুনিয়া গো, নী

১২-১২ বড়ু, তরু (পাঠা); চণ্ডীদাসেতে, ২১১;

চণ্ডীদাসেতে কয়, ২১২; শিঙ্গ চণ্ডীদাসে, ২১৮

১০-১১ অন্তর দহে, তরু; রয়, ২১২

২১-২১ জপিতে জপিতে, নী

২২ হরি, নী, ২১৮

২০-২০ প্রাণ জে, ২১১

২০-২০ করে চুরি, নী, ২১৮

২২ চিনিয়ে, তরু; চিনি যে, নী; চিহ্নিয়ায়, ২১৮;

চি [নি] লাঙ, ২১১

১০ কিবা, নী; কি, ২১১, ২১৮; কিয়ে, ২১২

নী, ২১৮; তরু, ২০৫; বিপু, ২১১, ২১২, ২১৮

ইত্যাদি

১ স্নহই রাগ, ২১২

২ কালা, ২১২; কাল, ২১১, ২১৮

৩ বড়ু, তরু, ২১৮ মনের, তরু

৪ মন, তরু, নী ব্যথা, নী

১০-১১ সকল লোকের ঠাঞ্জি, তরু, নী (ঠাই); শুদাই,
২১১

১১-১১ কাণাকানি শুনি এই কথা, তরু, নী; কানে
কহে ওনা কথা, ২১১; কানাকানী কি কহে ওনা কথা,
২১৮

১০-১১ দারুণ লোক বলে মোরে কালা^১, ২১১; দারুণ
লোকেতে বলে কালা^১, ২১২, ২১৮ (মোরে বলে^১)

১০-১০ তাহার বরণ ভ্রমে, ২১১, ২১২, ২১৮

১১-১১ জলদ শ্রামের সনে, ২১২, ২১৮; জলদ না হেরিয়ে,
২১১

১২ বাদ, নী, ২১১, ২১২, ২১৮

১৩ মেলি, তরু

১৪ দুটি আঁখি তুলি নাঞি, ২১১

প —১ কন্দোট হইতে কানড়, নীলশয় (জ্ঞানেন্দ্র)
পাঠান্তরের “কাল” শব্দ তুলনীয়।

৩-৫। তু°—

“সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল
রাধিকা কাহাঞির সঙ্গে আছে।”

(কৃ: কী:, ৩৪৪ পৃ:)

৭। তু°—

“কাল অজ্ঞান আঁখি নয়নে না পরি” (পূর্ক্ববর্তী পদ)।

১২। তরুর পাঠান্তরে “বড়ু চণ্ডীদাসে” রহিয়াছে;
২১৮ সং পুথিতে “শিঙ্গ” পাঠ পাওয়া যায়, এবং তরু, নী,
২১১, ২১২ সং পুথিতে শুধু “চণ্ডীদাস” পাঠই ধৃত হইয়াছে।
আবার নচ-র একটি পাঠান্তরেও রাজীবলোচনের ভণিতা
মিলিতেছে (ঐ, ১২১ পৃ:)। অতএব এই পদের ভণিতা
সন্দেহজনক।

নী, ২৮২; বিপু, ২৯২

১-১ বাদ, ২৯২

২-২ সদা চমকায়, ২৯২

৩-৩ নারিব, ২৯২

৪-৪ কলঙ্কের, নী

৫-৫ মাধায়ে, ২৯২

৬-৬ ফিরিয়া, ২৯২

১-১ এই চারি পঙ্ক্তি ২৯২ পৃষ্ঠিতে নাই; তাহার পরিবর্তে এখানে নী—৩৫৪ সং পদটী সরিষিষ্ট রহিয়াছে। ঐ পদটি তরুতেও ৮৮৬ সং পদরূপে পৃথক্ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। ছন্দের পার্থক্যের দরুণ আমরা ইহাকে পৃথক্ পদরূপেই ধরিয়া লইতেছি।

[৮০৪]

১-১ খানশী

অগো সই, কে জানে এমন রীত ।

শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া
কেবা যাবে পরতীত ॥

থাইতে পীরিতি শুইতে পীরিতি
পীরিতি স্বপনে দেখি ।

পীরিতি লহুরে আকুল হইয়া
পরান পীরিতি সাথী ॥

পীরিতি আঁখর জপি নিরন্তর
এক পণ তার মূল ।

শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া
নিছিদ দিলাম কুল ॥

চণ্ডীদাস কয় অসৌম পীরিতি
কহিতে কহিব কত ।

আদর করিয়া যতেক রাখিয়ে
পীরিতি পাইবা তত ॥

নী ২৮৩; অস্ত্র পাওয়া যায় নাই ।

[৮০৫]

তুড়ি

আমার মনের কথা শুন লো সজনী ।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে ।
মুখেতে না সরে বাণী ছুটি আঁখি কাঁদে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব ।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেমে কুটিলতা রীত ।
কুল দম্পা লোকলঙ্কার নাহি মানে চিত্ত ॥

নী, ২৮৪; অস্ত্র পাওয়া যায় নাই ।

[৮০৬]

খানশী

জাতি জীবন ধন কালা ।

তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা ॥

সই, ছাড়িতে বল যদি তারে ।

অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে ॥প্রা०

যে দিন যেখানে যেই সব লীলা
করেন কালিয়া কান্দু ॥

সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিনু
শুনিভাম ও মুছ বেণু ॥

এতরূপে নহে হিয়া পরতীত
যাইভাম কদম্বের তলা ।

চণ্ডীদাসে কহে এত প্রাণে সহে
বিষম বিষের ছালা ॥

- নৌ ২৮৫; বিপু, ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি
 ' বাদ, সকল পুষ্টি ২-২ নারিব, নৌ
 • বাদ, নৌ, ২৯১
 ৪-১ জে সৰ স্নিতি লীলা করে কালা কান্দ, ২৯২, ২৯১
 • হৈয়া, নৌ • রহিষাম, ২৯২; রহিতু, ২৯১
 ১-১ স্তনিতাও মধুর, ২৯১ • জাইতাও, ২৯১
 ২-২ এত কি পরাণে সন্ন, ২৯২; প্রাণে নাহি শঅ, ২৯১
 ১০ বচন, ২৯২, ২৯১

টীকা

পঙ—২-৬। ভূ—

“কুজন বচনে ছাড়িব কেমনে
 সেহেন গুণের নিধি।”
 (নৌ—২৮১ সং পদ)

[৮০৭]

• সিন্ধুড়া

বলে^২ বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।^১
 ছাড়িতে নারিব আমি^৩ শ্যাম চিকণ ধন ॥^৪
 সে রূপ-লাবণি^৫ মোর হিয়ায় লাগি^৬ আছে।^৭
 হিয়া^৮ হৈতে^৯ পঁজর কাটি^{১০} ল'য়া^{১১} যায় পাছে ॥^{১২}
 সখি^{১৩} এই ভয় মনে বড়^{১৪} বাসি।
 অচেতন^{১৫} নাহি থাকি, জাগি দিবানিশি ॥প্রা^{১৬}
 অলসে আইসে নিদ যদি দুটি আঁখে।^{১৭}
 শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া কাঁখে ॥^{১৮}
 এমন পিয়ারে মোর^{১৯} ছাড়িতে লোকে^{২০} বলে।^{২১}
 তোমরা বলিবে^{২২} যদি^{২৩} খাইব গরলে ॥
 কানু^{২৪} •-রূপের^{২৫} • নিহনি নিছিয়া দিলু^{২৬} কুল।^{২৭}
 এত দিনে বিহি^{২৮} • মোরে হৈল অমুকুল ॥^{২৯}

পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক^{৩০} দূরে।
 কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি যুরে ॥
 চণ্ডীদাসে^{৩১} বলে রাই এমতি চাহ^{৩২} বটে।^{৩৩}
 সুঘরের^{৩৪} • পীরিতি হৈলে কভু^{৩৫} নাহি^{৩৬} টুটে ॥^{৩৭}

নৌ, ২৮৬; বিপু, ২৯২, ২৯৮

• বাদ, ২৯২

২-২ বোলে বা না বোলে কেনে গৃহের গুরুজন, ২৯২,
 ২৯৮ (°গৃহে°)

• মুঞি • লাবণ্য, ২৯৮

১-২ লাগিয়াছে, ২৯২, ২৯৮

৩-৩ হিয়ায় হইতে, ২৯৮ • কাটাঞা, ২৯৮

• লইয়া, নৌ; বাদ, ২৯৮

২-২ °ভয় বড়, ২৯২; সেই এই ভয় এই বড় মনে, ২৯৮

১০ অচেতন, নৌ, • বাদ, নৌ, ২৯২

১২ আখি, ২৯৮ • রাখি, ২৯৮

১৪-১৪ জেই ছাড়িবারে, ২৯২; যোয় ছাড়িতে, ২৯৮

১৫-১৫ °তবে, ২৯২; জদি বল, ২৯৮

১৬-১৬ কাল রূপে, ২৯২ • ১৭-১৭ দিমু কুলে, নৌ

১৮ বিধী, ২৯২ • ১৯ অমুকুলে, নৌ

২০ জাউ, ২৯২; জাকু, ২৯৮

২১ চণ্ডীদাস, নৌ, ২৯২

২২ সে, ২৯২ • ২৩ সুগড়ের, ২৯২

২৪-২৪ পিরিতি কি, ২৯২ • ২৫ ছুটে, ২৯২

[৮০৮]

• দাস পাড়িয়া

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
 না জানি কাহার ধন কিবা^১ আমি নিলু গো ॥^২
 কারো সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
 ভবুত^৩ দারুণ লোকে কহে^৪ নানা কথা^৫ গো ॥

তার সনে মোর দেখা নাহি^১ পরিচয়^২ গো ।
 দেখা^৩ হইলে কইত যদি তার বোল সহিত গো ॥৮^৪
 মিছা কথা ক'য়া^৫ পরের মন ভারি করে গো ।^৬
 পরকুচ্ছায় ধরম মেনে কেমন করি সয় গো ॥^৭
 চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছে কথা কয় গো ।
 আপন^৮ মনে বুঝে দেখে হয় কি না হয় গো ॥৯^{১০}

নী, ২৭৮ ; বিপু, ২২২, ২৯৮

^১ বাদ, ২২২, ২৯৮

২-২ দিলায় আমি গো, নী ; নিল কোন পাকে গো,
 ২৯৮

^৩ তথাপি, ২৯২

^{৪-৫} সেই কথা কয়, ২৯২ ; মিছা কথা কয়, ২৯৮

^{৬-৭} নাই মিছা কথা রটে, নী, ২৯২

^{৮-৯} মুখ ঠাটে কথা কয় পাজর ফেটে জায় গো, ২৯২ ;
 ২৯৮ পুথিতে এইস্থানে—“একে নারি কুলের বৈরি দেখিতে
 নারে ঘরে গো” আছে ; এবং এই পঙ্ক্তিটি ২৯২ পুথিতেও
 ইহার পরে আছে

^১ কইরে, নী

^{১০-১১} হয় কি না হয় মনে আপনা বুঝি দেখ গো, নী ;
 হয় কি না হয় আপন মনে বুঝে দেখি গো, ২৯৮

[৮০৯]

: তুড়ি^১

সুজন কুজন যে জন না জানে

তাহারে বলিব কি ।

মনের^২ বেদনা^৩ জানয়ে^৪ যে জনা^৫

তাহারে^৬ পরাণ দি^৭ ॥

সই^১ কহিতে বাসি যে ডর ।^২

যাহার^৩ লাগিয়া সব^৪ তেয়াগিলু^৫

সে কেন বাসায় পর ॥৬^৭

কানুর পীরিতি ভাবিতে^৮ ভাবিতে^৯

পাঁজর ফাটিয়া উঠে ।

শঙ্খবণিকের করাত যেমন^{১০}

আসিতে যাইতে কাটে ॥

সোনার গাগরী যেন^{১১} বিষ ভরি^{১২}

তুখে^{১৩} পুরি তার মুখ ।^{১৪}

বিচার করিয়া যে জন না খায়

পরিণামে পাথ ছুখ ॥

চণ্ডীদাসে কয়^{১৫} শুনহ^{১৬} সুন্দরি^{১৭}

এ কথা কুঝবে পাছে ।

শ্যাম-বঁধু সনে পীরিতি করিয়া

কেবা কোথা ভাল আছে ॥

নী, ২৮৮ ; তরু, ২৫৭ ; বিপু, ২৮২, ২৯১, ২৯২, ২৯৩
 ২৯৮, ৩২৫ ইত্যাদি

^১ বাদ, সকল পুথিতে ; ধানলী, তরু ।

২-২ অন্তর^১, নী ; অন্তরের^২, ২৯১, ২৯২, ২৯৩ ;
 অন্তরে^৩, ২৯৮ ; অন্তর বাহির, ৩২৫, তরু

^{৩-৪} যেজন জানয়ে, ২৮২, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩২৫

^{৫-৬} পরাণ কাটিয়া দি, নী ; তাহারে পরাণ কাটিয়া দি,
 ২৯১ ; পরাণ কাটিয়া দি, ২৯২, ২৯৩

^৭ শুনল সই, ২৯২, ২৯৩ । তরুতে এই ৩ পঙ্ক্তি
 পদের প্রথমে আছে

^৮ এই পঙ্ক্তি হইতে পরবর্তী ৬ পঙ্ক্তি ৩২৫ পুথিতে
 নাই

^১ তাহার, ২৮২, ২৯১

^{১১-১২} সকল ছাড়িলু, ঐ

^{১৩-১৪} বলিতে বলিতে, নী, ২৯১ ; কহিতে কহিতে,
 ২৮২, ২৯২, ২৯৩ ; কহিতে শুনিতে, তরু

^{১৫} পীরিতি, ২৯১, ২৯৮

- ১১-১১ তাথে বিস পুরি, ২৮২; বিখ ভরি, নী। বিশে
 জেন পুরি, ২২১; তাথে বিস ভরি, ৩২৫। পদটি তরুতে
 এই পঙ্ক্তির পূর্বে শেষ হইয়াছে
 ১২-১২ দুখেতে ভরিয়া মুখ, নী; দুখেতে পুরিয়া মুখ, ২২২,
 ২২৩; মুখে পুরিয়া তার ছদ, ৩২৫
 ১৩ বলে, ২৮২, ২২১; কহে, ২২২
 ১৪ সুনগো, ২৮২; সুনলো, ২২২, ২২৩
 ১৫ এই চারি পঙ্ক্তির স্থানে ৩২৫ পৃথিতে নিম্নলিখিত
 পাঠ আছে—

ধরিণি জিনিঞা ভাবের ভার।
 কহিতে বহিতে সক্তি কার ॥
 একথা কহিব তাহার আগে।
 শ্রাম-ধন জার হিয়ায় জাগে ॥
 পুলকে আকুল জাকর চিত।
 স্থখের সাযরে সিনাএ নিত ॥
 কহএ নরহরি পিরিতি-রিত।
 সদাই উঠয়ে চমকি চিত ॥

টীকা

অষ্টব্যা :—পদটি তরুতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপোক্তি
 পর্যায়ে সরিবিষ্ট হইয়াছে।

পঙ্—১-২। কারণ—

“সুজনে কুজনে পীরিতি হইলে
 সদাই দুখের ঘর।”

(নী—৭৮৩ সং পদ)

পঙ্—৩-৪। তু°—

“সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে
 এমতি পরাণ ঝরে।” (ঐ)

৬। তু°—“তোমার কারণে ‘সব তেরাগিছু’ ইত্যাদি
 (৬৫১ সং পদ)

১০-১১। তু°—

“বগিক্ জনার করাত যেমন
 ছদিকে কাটিয়া যায়।”

(নী—২৬২ সং পদ)

১২-১৩। তু°—

“যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
 হৃদয়ে বিঘের রাশি।” ইত্যাদি

(৬৫৬ সং পদ)

[৮১০]

সিন্দুড়া^১

পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইলু।
 তবুত দরুণ চিতে সোয়াস্তি না পামু ॥
 কি হৈল কলঙ্ক রব গুনি যথা তথা।
 কেন বা পীরিতি কৈলু^২ খানু আপন মাথা ॥
 না বল না বল সহ^৩ সে^৪ কামুর^৫ গুণ।
 হাতের কালি গালে দিলু^৬ মাথে^৭ কালি^৮ চূণ ॥
 আর না করিব পাপ পীরিতের লেহা।
 পোড়া কড়ি সমান করিলু^৯ নিজ^{১০} দেহা ॥
 বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
 সুজনে করিলু^{১১} প্রেম হইল^{১২} কুজনা ॥
 চণ্ডীদাসে কহে তুমি^{১৩} না কর ভাবনা।
 সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা ॥

নী, ২৮২; বিপু, ২২২

^১ বাদ, ২২২

^২ কহু, ২২২

^৩ সখি, ঐ

^৪ আপনার, ঐ

^৫ দিল, নী

^৬ মাখি নিলু, ২২২

^৭ করিল বহু, ঐ

^৮ করম আপনা, ঐ

^৯ রাই, ঐ

[৮১১]

ধানশী রাগঃ

একঃ জ্বালা ঘরঃ হৈলঃ বাহিরেঃ জ্বালা কান্নু ।
 জ্বালাতেঃ জ্বলিল প্রাণঃ সারা হৈলঃ তনু ॥
 কিঃ করিব কোথা যাবঃ কি হবে উপায় ।
 গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
 কাহারে কহিব কেবাঃ যাবে পরভীত ।
 মরণ অধিক ভেলঃ কান্নুর পীরিত ॥
 জারিলেক তনু মন, কি আরঃ ঔষধে ।
 জগত ভরিল এইঃ কান্নু-পরিবাদে ॥
 লোক-মাঝেঃ ঠাই নাই অপযশঃ দেশে ।
 বাশুলীঃ আদেশে কহে বিজ্ঞ চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২১০ ; তরু, ২২৫ ; বিপু; ২২২, ২২৮, ৪৪১৫

১ তুড়ী, নী, তরু ; ধানশী, ২২২

২ একে, ২২৮ * বরে, নী, ২২৮

৩ হইল, ২২৮

৪ আর, নী, তরু, ২২২

৫ জ্বালায়ে, ২২২

৬ দে, নী ; পরাণ, ২২৮

৭ হইল, নী, ২২৮

২.২ কোথাকারে যাব সহি, নী, ২২৮ ; কোথায় বাইব
 সহি, তরু

১০.১০ আমি কে জানে প্রভীত, নী

১১ হৈল, ২২২

১২ পিরিত্তি, ২২৮ ; পিরিত্তি, তরু

১৩ করে, নী ; আছে, তরু ; কাজ, ২২৮

১৪ কাল, তরু

১৫ লাজে, তরু, ২২৮

১৬ অবজয়, ২২৮

১১.১১ °কবি কহে চণ্ডীদাসে, ২২২ ; বাশুলি আদেশে পাই
 কহে, ২২৮ ; বাশুলী আদেশে কবি কহে, ৪৪১৫

টীকা

পঙ—১। তু°—

“বাহির হইতে লোক-চরচাতে

বিষ মিশাইল ঘরে ।”

(নী—২৭০ সং পদ)

৪। তু°—“জ্বরজন কুবচন সদা শেলের ঘায় ।”

(নী—৩৮৩ সং পদ)

৫। তু°—“কাহারে কহিব মনের মরণ

কেবা যাবে পরভীত ।”

(নী—২৮২ সং পদ)

১০। নী এবং তরুতে “বিজ্ঞ”, ২২২ এবং ৪৪১৫ সং
 পুঁথিতে “কবি”, ২২৮ সং পুঁথিতে কেবল চণ্ডীদাস, এবং
 নচ-র এক পাঠান্তরে “কবি বিজ্ঞ” ভাণ্ডার পাওয়া যাইতেছে ।
 চণ্ডীদাস-রচিত অত্রাশ্র পদের সহিত ইহার ভাব-সাদৃশ্য
 দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা বড় চণ্ডীদাসের পদ নহে ।
 বিভিন্ন প্রকার ভাণ্ডার ইহার কৃত্রিমতার পরিচায়ক ।

[৮১২]

সিন্ধুড়াঃ

এ দেশে বসতিঃ নাইঃ যাব কোন্ দেশে ।
 যার লাগি কান্দেঃ প্রাণঃ তারে পাব কিসে ॥
 বলঃ না উপায় সহি বলঃ না উপায় ।
 জনম অবধিঃ দুখঃ রহল হিয়ায় ॥ ৩৭ ॥
 তিতঃ কৈল তনুঃ মনঃ ননদী-বচনে ।
 কত বাঃ সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে ॥
 বিষ খাইলে দেহ যাবেঃ রব রবেঃ দেশে ।
 কলকঃ যুঁষিবে লোকে, নিষেধিল চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২২১ ; তরু, ২১৮ ; বিপু, ২২২, ২২৮, ৩৩০০,
 ৪৪৫২, ৪৪১৫

- ১ বধা রাগ, ২২৮ ; বাদ, ২২২, ৩৩০০
 ২-২ 'নহিল, ২২২, ৩৩০০
 ৩-৩ প্রাণ কান্দে, নী ; প্রাণ কান্দে, তরু ; পরাণ কান্দে
 ৩৩০০
 ৪ বোল, তরু
 ৫ বোল, তরু ; কহ, ২২৮
 ৬ হইতে, ২২৮, ৩৩০০
 ৭ ৩৩০০ পুথিতে ইহার পরে "মোর" শব্দ আছে
 ৮ বাদ, তরু, নী, ২২৮, ৩৩০০
 ৯ তিতা, নী, ২২৮
 ১০-১০ দেহ মোর, নী, তরু, ৩৩০০ ; মোর দেহ, ২২৮
 ১১ ননদীর বোলে, তরু (পাঠা°)
 ১২ না, তরু, ২২২, ৩৩০০, ২২৮
 ১৩ পঙ্ক্তিটি ২২৮ পুথিতে এই ভাবে আছে :—
 "কতনা কহিব ছুখ সহিব ছুখ এ পাপ পরানে ।"
 ১৪ বাইবে, নী,
 ১৫ রহিবে, নী, ২২২, ৩৩০০ ; রৈব ২২৮
 ১৬-১১ এই পাঠ ২২২, ৪৪৫২, ৪৪১৫ পুথিতে আছে ;
 অঙ্ক—

বাঙলী	আদেশে	কহে	কবি	চণ্ডীদাসে,	নী
"	"	"	দ্বিজ	"	তরু
"	"	কহিব	কহে	"	২২৮
"	"	কবি	কহে	"	৩৩০০

টীকা

পঙ্—৪। আমার জন্মের সময় হইতেই আমি কানুর প্রতি অমুরাগবতী, কিন্তু আজও তাঁহাকে পাইলাম না, অতএব আমার মনের ছুখ মনেই রহিয়া গেল। জন্মকাল হইতেই যে রাখা কৃষ্ণগতপ্রাণা তাহা নী—৩১৪ সংখ্যক পদেও বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কৃষ্ণকীর্তনে নাই, অতএব এই পদও বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

৭-৮। এখন বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে অপযশ রহিয়া বাইবে, এবং লোকে কলঙ্ক ঘোষণা করিবে, অতএব চণ্ডীদাস রাখাকে সেইরূপ কাঁজ করিতে নিবেশ করিতেছেন।

শেষ পঙ্ক্তিটি অল্পধাবনযোগ্য। পরিষদ-সংকরণে ইহাতে কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, পদকল্পতরুতে তাহার স্থানে দ্বিজ চণ্ডীদাস পাওয়া যায় ; অত ছুইখনি পুথিতেও "কবি" পাঠটি রক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই পাঠটি যে খাঁটা নহে তাহার ধারণা আমরা করিতে পারি। দেখা যাইতেছে যে, এই "কবি" "দ্বিজ" নির্ভরযোগ্য ভণিতা নহে, এবং বাঙলীকেও আনিয়া ইহাদের সহিত যোগ করা হইয়াছে। ২২২, ৪৪৫২, ৪৪১৫ সং পুথিতে যে পাঠ আছে, তাহাই গ্রহণ করা হইল।

[৮১৩]

রাগ রামকেলী

আর কি বলিব সখি ।^১

এ° কুল ও কুল° দুকুল মজিল°

বড়° পরমাদ দেখি ।^২

শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি°

তাহা বা° সহিব° কত ।

পাড়ার° পড়নী ইঞ্জিত আকারে

কুবচন বলে যত ॥^৩

অবলা-পরানে এত°° কিনা সয়°°

শুন°° গো পরাণ°°-সই ।

মরম-বেদন যতেক°° যাতন°°

আপনা°° বলিয়া কই ॥

এ ঘরকরণ কুলের ধরম

ভরম সরম গেল ॥

কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল°°

নিশ্চয় মরণ ভেল ॥

চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী°°

সে শ্যাম তোমার বটে ।

কি করিতে পারে গুরু দুঃজন্য

কান্দু°° সে রয়েছে বাটে °°

নী, ২২৮ ; বিপ্লু, ২২৭, ২৩২৪ ইত্যাদি

১ বাদ, নী, ২২৭

২-২ সেই, কি আর জীবনে সাধ, নী ; সেই আর কি

জীবনে সাধ, ২২৭ ; আর কি জিহের সাধ, ২৩২৪

৩-৩ ইকুল উকুল, ২২২, ২৩২৪ ; উকুল, ২২৭

৪ ভাবিতে, ২২৭ ; ভাবিয়া, নী, ২৩২৪

৫-৫ বাড়াইলা পরমাদ, নী ; দেখি বড় পরমাদ, ২২৭ ;

বড় হল পরমাদ, ২৩২৪

৬ নিরবধি, ২৩২৪ ৭ তাহা না, ২২২

৮ কহিব, ২৩২৪

৯ এ পাপ, ২২২ ; এ পাট, ২২৭

১০ কত, ২২৭

১১-১১ এত কি সহিএ, ২২৭ , এত কিবা সহে, ২৩২৪

১২-১২ সুনল সজনী, ২২২ ; প্রাণের, ২২৭ ; সৃজন,

২৩২৪

১৩-১৩ বুঝে কোন জনা, ২২৭

১৪ আপন, নী ১৫ ভরিয়া, ২২৭

১৬-১৬ সুনল সুনন্দরি, ২২২ ; শুন শুন রাধা, নী, ২২৭

(০রাধে)

১৭-১৭ কাল সাপ আছে°, সকল পুথি

দ্রষ্টব্য :—এই পদটিও পুনরাবৃত্তি মাত্র ।

[৮১৪]

ধানশী°

কে আছে বুঝিয়া বলিবে সুঝিয়া

আমার পিয়ার পাশে ।°

পীরিতি° গোপত না করে বেকত°

শুনিয়া লোকেতে হাসে ॥

গোপত° বলিয়া কেন বা বলিলে

এমত করিলে কেনে ।

এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার

পীরিতি যাহার সনে ॥°

সই, এমতি কেনে বা হল ।

পরের যে° নারী নিল° মন° হরি

নিশ্চয় ছাড়িয়া গেল ॥প্র° ১°

আমি অভাগিনী দিবস রজনী

সোঙরি সোঙরি মরি ।

কুলের কলঙ্ক হইল° সালঙ্ক

তবু যে না পানু° হরি ॥

পুরুষ পরশ হইল°° দুঃস

বিছুরি°° আপন মতি ॥°°

জনম অবধি না পাই°° সোরাগি°°

কাঁদিয়া মরি যে নিতি ॥°°

চণ্ডাদাসে কয় সৃজন গে তয়

এমতি না করে সে ।

তাহার পীরিতি পাষণে°° লেখতি°°

মুছিলে°° না মুছে সে ॥°°

নী, ৩০০ ; বিপ্লু, ২২২

১ বাদ, ২২২ ২ কাছে, ২২২

৩-৩ পীরিতি গোপত না করে বেকত, ২২২

৪-৪ এই চারি পঙ্ক্তি ২২২ পুথিতে নাই

৫ বাদ, নী ৬-৬ মন যে, নী

৭ বাদ, নী ৮ করিয়া ২২২

৯ পাইনু, ২২২ ১০ হইব, ২২২

১১ বিছুরল, ২২২ ১২ রীত, ২২২

১৩ পানু, ২২২ ১৪ সোরাগি, নী

১৫ নীত, ২২২ ১৬-১৬ পাশান লেখতি, ২২২

১৭-১৭ মুছিলেও নাহি মুছে, নী

[৮১৫]

: ধানশী

সই, কেমনে ধরিব হিয়া ।

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়

আমার আজিনা দিয়া ॥

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে ।

আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে ॥

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিন্দু
লোকে অপশ কয় ।

সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি
আর জানি কার হয় ।

আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয় ।

পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয় ॥

যুবতী হইয়া শ্যাম ভান্ধাইয়া
এমতি করিল কে ।

আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে ॥

কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস
যে শুনি উত্তম মুখে ।

কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পরমনে ছুখে ॥

নী, ৩০১ ; বিপু, ৩২৭ ; ছু—বিপু, ২২৩

এই পদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ পৃষ্ঠিতে এই ভাবে
আছে :—

কত না সহিব ইহা ।

আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥

যখন দেখিব আপন নয়নে
কহিতে কা সনে কথা ।

কেশ পরিহারি বেষ দূর করি
ভান্ধিব আপন মাথা ॥

কান ভান্ধানি দিয়া শ্রামেরে ভান্ধায়া
এমত করিল যে ।

আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ॥

কহে নরহরি গুন গো সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে ।

শ্রামবন্ধু সনে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে ॥

দ্রষ্টব্য :—নরহরির এই পদটির রচনা-সাদৃশ্য আলোচ্য
পদে এবং পরবর্তী পদে (নী—৩০১ ও ৩০২ সং পদদ্বয়ে)
রহিয়াছে। ৩০২ সং পদের প্রথম চারি পঙ্ক্তি এবং
উদ্ধৃত পদের ৪-৭ পঙ্ক্তি প্রায় অভিন্ন। ৩০১ সং পদের
১৭-১৯ পঙ্ক্তি এই পদের ৯-১১ পঙ্ক্তির পুনরুক্তি মাত্র।
পরবর্তী পদের পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।

[৮১৬]

গান্ধার

দেখিব যে দিনে আপন নয়ানে
কহিতে তা সনে কথা ।

বেশ দূর করি^২ কেশ^৩ বুচাইব^৩
ভান্ধিব আপন মাথা ॥

সই, কেমনে ধরিব হিয়া ।^৩

এমত সাধের বঁধুয়া আমার
দেখিলে না চায় ফিরিয়া ॥

সেহেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
এমতি করিল কে ।

হৃদি সীদতি আমার যেমতি
তেমতি পুড়ুক সে ॥

কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
সে ধন তোমারি বটে ।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
আসিবে তোমা নিকটে ॥

নী, ৩০২ ; বিপু, ২২৩

১ বাদ, ২২৩

২-২ কবিব, নী ; বেশ জে°, ২২৩

৩-৩ কেশ যে ছিড়িব, ২২৩

৪ ইহার পরে ২২৩ সং পুথিতে পূর্ববর্তী অর্থাৎ

৮১৫ সং পদের অধিকাংশ উদ্ধৃত রহিয়াছে ।

[৮১৭]

ধানশী^১

সই, তাহারে বলিব কি ।^২

এমতি করিয়া পীরিতি^৩ করিলে^৪

বুথায়^৫ জীবন^৬ জী ॥^৭

ধরমগণে^৮ ভয় না মানে

কেবল^৯ ডাকাতি সহ ।

বুঝিলাম^{১০} মনে ডাকাতিয়া সনে

ঘুচিল ভাল যে লেহ ॥^{১১}

বিনি^{১২} যে^{১৩} পরখি^{১৪} রূপ যে^{১৫} দরখি^{১৬}

ভুলিনু^{১৭} পরের বোলে ।

পীরিতি করিয়া^{১৮} কলঙ্কী^{১৯} হইয়া^{২০}

ডুবিনু^{২১} অগাধ জলে ॥

গুরুর গঞ্জন নাহি^{২২} সহে মন^{২৩}

না^{২৪} জানি কিসের বসে ।^{২৫}

অমিয়া ঘুচিয়া^{২৬} গরল হইল^{২৭}

এমতি বুঝিলু^{২৮} শেষে ।

আগে যদি জানি^{২৯} ৩^{৩০} সব কাহিনী^{৩১}
এ^{৩২} মতি না করি^{৩৩} মনে ।

সে হেন পীরিতি হবে^{৩৪} বিপরীতি
কে জানে এমন মনে ॥

চণ্ডীদাসে^{৩৫} কল্প^{৩৬} ধৈর্য্য ধরি^{৩৭} রহ^{৩৮}
কাহারে^{৩৯} না কহ^{৪০} কথা ।

কথা যে^{৪১} কহিবে বুথাই^{৪২} হইবে^{৪৩}
মনেতে^{৪৪} পাইবে ব্যথা^{৪৫} ॥

নী, ৩০৩ ; বিপু, ২২২ ২২৮

১ বধারাগ, ২২৮ ; বাদ, ২২২

২ কী, ২২২

৩ শপথি, নী ; সপতি, ২২৮

৪ করিল, ২২৮

৫ বুথাই, ২২২, ২২৮

৬ জীবানে, ২২২, ২২৮

৭ বাদ, নী

৮ গুণে, নী

৯ এমন, নী

১০ বুঝিনু, ২২২

১১ দেহ, নী

১২ বিনা, ২২২

১৩-১৪ পরখে, ২২৮

১৫-১৬ দরখে, ২২৮

১৭ ভুলিল, ২২২ ; ভুলিলু, ২২৮

১৮ করিনু, ২২২

১৯ কলঙ্ক, নী

২০ হইলু, ২২২ ; হইল, নী

২১ ডুবিলু, ২২৮

২২-২৩ সহি সদাতন, নী ; সহিল অমন, নী (পাঠান্তর) ;
সহিল জেমন, ২২৮

২৪-২৫ না জানিনু সেই রসে, নী (পাঠান্তর) ; রসে,
২২৮

২৬ হইয়া, নী, ২২৮

২৭ লাগিল, ২২৮

২৮ বুঝিলাম, নী ; বুঝিলু, ২২৮

২৯ জানিছুঁ, নী, ২২৮

৩০-৩১ সতর্কে থাকিছুঁ, নী ; সত্বর হইছুঁ, ২২৮

৩২-৩৩ এমত না করিছুঁ, নী ; এমতি না করিছুঁ, ২২৮

৩৪ হইবে, ২২৮

৩৫ চণ্ডীদাস, নী, ২২২

- ১০ কহে, নী
 ১১ করি, ২২২, ২২৮
 ১২ রয়, ঐ
 ১৩ কাঙ্করে, ২২৮
 ১৪ কয়, ২২২ ; কহে, ২২৮
 ১৫ সে, ২২৮
 ১৬-১৭ বধা সে যাইবে, নী ; বধা জে হইবে, ২২২ ; বৃথায়
 হইবে, নী (পাঠান্তর)
 ১৮-১৯ বৃথাই মনের ব্যথা, নী (পাঠান্তর), ২২২, ২২৮

[৮১৮]

. ধানশী°

পীরিত্তি পসার লইয়া° বেভার°
 দেখি° যে° জগৎ ময় ।
 যত° সে° নাগরী কুলের কুমারী
 কলঙ্কী° আমারে° কয় ।
 সখি° না° জানি° কি হবে° মোর । ১°
 সে শ্চামনাগর গুণের° সাগর
 কেমনে বাসিব পর° ২° ॥ ক্র° ১°
 সে গুণ স্মরিতে° ৩° যাহা° করে° চিতে
 তাহা বা বলিব° কত ।
 গুরুজন° ১°-কুলে° ২° ডুবাইয়া মূলে° ৩°
 তাহাতে° হইব রত ॥
 থাকিলে এ° দেশে মোরে° ২° দেখি° ২° হাসে
 কহিতে না পারি কথা ।
 অযোগ্য লোকে যত° বলে মোকে° ৩°
 সে আর দ্বিগুণ বাথা ॥
 কহে° চণ্ডীদাস বাণ্ডলীর° আশ° ৪°
 যদি° হয় এমন রীত । ৫°
 যার° সনে হয় পীরিত্তি করয়
 কহিলে সে° পরতীত ॥

- নী, ৩০৪ ; বিপু, ২৮৭, ২২২, ২২৮
 ১° বধারাগ, ২২৮ ; বাদ, ২২২, ২৮৭
 ২° লইত, ২৮৭ ৩° ব্যভার, নী
 ৪-৫° দেখিয়ে, নী, ২২২, ২৮৭ ৬-৭° যতেক, নী
 ৮-৯° কলঙ্ক আমার, ২২৮, ২২৭ (°আমারে)
 ১° সেই ২২২, ২৮৭ ২-৩° জানিনা, নী
 ৪° হইবে, নী ৫° মোরে, ২৮৭
 ৬° বিয়ের, ২২৮ ৭° পরে, ২৮৭
 ৮° বাদ, নী, ২২২, ২৮৭
 ৯° সোঙরিতে, নী, ২২৮, ২৮৭
 ১০-১১° কত উঠে, ২২২ ; যেমন করএ, ২২৮ ; যেমন
 করে, ২৮৭
 ১২° কহিব, ২২২, ২৮৭
 ১৩° গুরুজন, ২২২, ২২৮, ২৮৭
 ১৪° কুল, ২২২ ১৫° মূল, ঐ
 ১৬° তাহারে, ২২২, ২৮৭
 ১৭° যে, নী, ২৮৭ ; সে ২২৮
 ১৮-১৯° আমারে, নী ; আমারে জে, ২২২ ; আমারে সে,
 ২৮৭
 ২০-২১° তত দেয় শোকে, নী ; দেয় জে সোকে, ২২৮ ;
 জত দেয় সোকে, ২৮৭
 ২২° কহে বড়, ২২৮
 ২৩-২৪° বাণ্ডলীর পাশ, নী ; বাণ্ডলি আভায়, ২২২ ;
 "পায়", ২২৮
 ২৫-২৬° এমন যদি হয় মনোরীত, নী
 ২৭° কার, ২২২ ; কারো, ২২৮
 ২৮° সে হয়, নী, ২৮৭

টীকা

পঙ্-১-৪। তু°—

"কুলে কুলটিনী আছে কলঙ্কিনী
 গৌকুলে যতেক জনা ।
 সে সব যুবতী তার বলে কত
 দেখাইয়া সতীপনা ॥" (পরবর্তী পদ)

[৮১৯]

ধানশী^১

সই,^২ কি কাজ এ^৩ ছার ঘরে ।

শ্যাম^৪ নাম নিতে^৫ না পারি^৬ গৃহেতে
তবে^৭ তারা হেদে^৮ মরে ॥

কুলে কুলটিনী^৯ আছে^{১০} কলঙ্কিনী
গোকুলে কতক জনা ।

সে সব যুবতী তারা বলে কত
দেখাইয়া সতীপনা ॥^{১১}

কেবল রাধার পরিবাদ সার
সে সব কুলের মণি ।

লোক চরচাতে^{১২} মলু^{১৩} মলু^{১৪} মলু^{১৫}
কি ছাড় পড়সী গণি ॥

আমি সে হয়ছি^{১৬} শ্যাম-দ্বারে^{১৭} বাঁধা^{১৮}
মনেতে^{১৯} করিয়া সার ।^{২০}

লোক-চরচাতে পরাণ পুড়িছে
ইথে কি বলিব আর ॥^{২১}

চণ্ডীদাসে^{২২} কহে^{২৩} শ্যাম স্নানাগর
ভজহ^{২৪} কিশোরী গোরী ।

লোক-পরিবাদ মিছা যত^{২৫} কহে^{২৬}
গোকুলে গোপের নারী ॥^{২৭}

নী, ৩৩১ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

^১ আশোজারী, ২৯২ ; বাগ সাসয়ারি, ২৩৯৪ ;

বাদ, ২৮৯

^২ বাদ, ২৮৯, ২৩৯৪ ^৩ ই, ২৯২

^{৪-৬} শ্যামের মিলিতে, ২৮৯ ; সে শ্যাম বলিতে, ২৯২

^৭ পাই, ২৮৯

^{৮-১০} তেজি সে ভাবিএ, ২৮৯ ; তবে তারা মেনে; ২৯২

^{১১} কুলাটিনি, ২৮৯, ২৯২ ; কুলটিনি, ২৩৯৪

^{১২} জার, ২৮৯ ; জারা, ২৯২

^{১৩} এই ৪ পঙ্ক্তি নী-তে নাই

^{১৪} চরাচরে, নী

^{১৫-১৬} ময় ময় ময়, নী, ২৮৯ ; মন ২ নিতে, ২৩৯৪

^{১৭} লয়েছি, নী ; লয়াছি, ২৯২ ; লয়াছি, ২৩৯৪

^{১৮-১৯} হেন মালা, নী, ২৯২, ২৩৯৪

^{২০-২১} জনমে পরিয়াছি, ঐ

^{২২-২৩} কহে জত জন, শত কুৎসন, সে বহি লইয়াছি, নী ;
কহে যত জন কত কুৎসন সে নিছিয়া লইয়াছি, ২৯২,
বাদ, ২৩৯৪

^{২৪} চণ্ডীদাস, নী, ২৮৯

^{২৫} বলে, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

^{২৬} ভয় কি, ২৯২

^{২৭-২৮} স্ত হয়, নী ; সব হয়, ২৯২

^{২৯} এই দুই পঙ্ক্তি ২৩৯৪ পৃষ্ঠিতে নাই

[৮২০]

শ্রীঃ

সাঁজে^১ নিবাইল রাতি কত পোহাইব রাতি
শুণ গণি^২ হৃদয় বিদরে ।

না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে ॥^৩

সই, কি ছিল আমার করমে ।^৪

রোপিল কলপলতা না হল তাহার পাতা
শুকাইয়া গেল সেই^৫ ঠামে ।^৬

জনম অবধি^৭ করি ক্ষীর নীর ধরি^৮
সিঞ্চিল^৯ ও লতামূলে ।

ক্ষীরের গরিমা নীরের যে^{১০} সীমা
হরিয়া লইল আনলে ॥

যাতার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হইল^{১১} বনবাসী ।

চণ্ডীদাসে কয় সে কথাটি^{১২} খাটি^{১৩} হয়
পরশে করিবে স্থখী ॥

- নী, ৩০২ ; বিপু, ২২৮
 ১ বধাভাগ, ২২৮
 ২ সে যে, ঐ
 ৩ গুণি, নী
 ৪ কাহারে, ২২৮
 ৫ কপালে, ২২৮
 ৬ বাদ, নী
 ৭-১ অবধি ক্ষীর নীরে করি, নী
 ৮ সিচিল, নী
 ৯ বাদ, ঐ
 ১০ হৈল, ঐ
 ১১-১১ তাহার কি ঘাটি, ঐ

তীকা

পঙ্—১। রাখা বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রণয়ের প্রথমাবস্থাতেই শ্রামের সহিত বিচ্ছেদ ঘটয়াছে, জীবনের অধিকাংশ সময় এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কিরূপে কাটিবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

১০-১১। আমার প্রেমকরলতার মূলে ক্ষীর ও নীর সেচন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে আমি আজীবন চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বিরহানলে সেই ক্ষীরের পুষ্টিকর ক্ষমতা এবং নীরের স্নিগ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

[৮২১]

ধানশী'

দৈবের^২ যুক্তি বিশেষ স্মৃতি^৩
 যাহারে লাগয়ে যেহ।^৪
 আন আন জনে করিয়া যতনে
 প্রেমেতে গঢ়য়ে^৫ দেহ।^৬
 সেই, এমতি^৭ কামুর লেহ।^৮
 জনম অবধি রহিব^৯ পীরিতি
 বিচ্ছেদ না হবে^{১০} সেই^{১১} ॥প্রণা^{১২}

যাহা^{১২} মনে ছিল তাহা না হইল
 সোঙরি পরাণ কাঁদে।
 লেহ-দাবানলে বন^{১৩} যেন জ্বলে
 হরিণী পড়িল কাঁদে ॥
 পলাইতে মনে^{১৪} চাহে^{১৫} পথ পানে^{১৬}
 দেখয়ে^{১৭} অনলময়।
 বনের মাঝারে ছট্ফট করে
 কত^{১৮} বা পরাণে সয় ॥^{১৯}
 বাহিরে^{২০} আসিয়া বাণ^{২১} যে খাইয়া^{২২}
 পশিতে^{২৩} তাহাতে পুন।^{২৪}
 গরল-আনলে শরীর বিকলে^{২৫}
 শামাইতে^{২৬} নারে যেন ॥
 করিবর আদি না পায় সমাধি
 ফিরিয়া চীৎকার করে।
 আমি^{২৭} কুলনারী ফুকারিতে নারি
 ননদী আছয়ে ঘরে ॥
 এমতি আকার^{২৮} পীরিতি তাহার
 রহিয়া^{২৯} দহিছে মনে।^{৩০}
 ননদী-বচনে দগধে পরাণে^{৩১}
 পাঁজর বিঁধিল যুগে ॥
 নয়নে নয়নে^{৩২} নয়ন-পাঁজরে^{৩৩}
 রাখয়ে আপন কাছে।

জ্বলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে
 শ্রামেরে দেখি যে পাছে ॥
 চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী সহায়
 মনেতে থাকয়ে যদি।
 যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
 তার কি করে ননদী ॥

নী, ৩১৮ ; বিপু, ২২২, ২২৮

১ বধাভাগ, ২২৮ ; বাদ, ২২২

২ দৈব, নী, ২২৮ ৩ গতি, নী, ২২৮

- ১ ভায়, নী ; জে, ২২২
 ২ গড়াবে দেয়, নী ; গঢ়ল দে, ২২২
 ৩ এমন, নী ' রসে, ঐ
 ৪ রহিল, ২২২, ২২৮
 ৫ হৈল, ২২২ ; হইব, ২২৮ '০ শেষে, নী
 ৬ বাদ, নী '২ যেই, নী ; যে, ২২৮
 ৭ মন, নী '৩ চায়, নী
 ১৫-১৫ পথ নাহি পায়, ঐ
 ১৬ দেখি যে, ঐ ; দেখিয়ে, ২২৮
 ১৭-১৭ তাহে কি পরাণ রয়, ২২৮
 ১৮ অহীর, ২২২, ২২৮
 ১৯-১৯ জড়াজড়ি হইয়া, ২২২, ২২৮ ('করিঞা)
 ২০-২০ পড়িল তাহাতে জেন, ২২২, ২২৮
 ২১ বিকল, নী
 ২২ শামালিতে, ২২২ ; সামাই, ২২৮
 ২৩ একে, নী, ২২৮ '৪ আমার, ২২২, ২২৮
 ২৫-২৫ সহিতে সহিছে মন, ঐ
 ২৬ জীবনে, ২২৮
 ২৭-২৭ নজরে ২ নয়ন সাজরে, ২২২ ; বাদ, ২২৮

টীকা

পঙ্—১-৪। বিশেষ স্মৃতিবশতঃ দৈবাৎ কেহ কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। ইহাতেই স্বাভাবিক প্রীতির উদয় হয়, কিন্তু অনেকে সাধ্যসাধনা করিয়া প্রেমের সৃষ্টি করে, তাহাতে প্রকৃত প্রেম জন্মে না।

৫-৭। কান্নুর সহিতও আমার স্বাভাবিক প্রীতি জন্মিয়াছিল, ইহা চিরস্থায়ী হইবে ভাবিয়াছিলাম।

১০-১২। তু°—

“প্রেমে চল চল যেমন বাউল

বনের হরিণী তার।

ব্যাধ-বাণ খায়্যা হইয়া ঘাউল

চারিদিকে চাহি সারা।”

(৬৫৪ সং পদ)

২৬-২৭। তু°—“ননদী-বচনে পাজরে বিঁধে সুণ।”

(নী—৩৮৩ সং পদ)

২৮-৩১। তু°—“যেন বেড়ালালে সফরি সলিলে
 ডেমতি আমার ঘর।”

(১০২ সং পদ)

[৮২২]

‘খানশী’

জন্ম অবধি পীরিত্তি-বেয়াধি

অন্তরে রহিয়া মোর।

থেকে থেকে উঠে পরাণ যে ফাটে

জ্বালার নাহিক গুর।

সই, এ বড় বিষম^৩ নেপা।^২

কান্নুর কলঙ্ক জগতে হইল

জুড়াইব আর কোথা।^১

বেয়াধি অবধি করিয়ে^১ সমাধি^১

পাইয়ে^২ ওবার^৩ লাগি।

এমতি^২ ঔষধি^৩ হয় অল্প মূল্য লয়

হিয়ার ঘুচাই^১ আগি।

জন্ম অবধি কর্তক ননদী

জ্বালাতে জ্বালিলে^২ মূল।^১

তাহার অধিক বিগুণ জ্বালাল^৩

খলের পীরিত্তি-শূল।^১

খলের সংহতি ছাড়িলু^১ পীরিত্তি

ছাড়িলু^১ সকল সুখ।

চণ্ডীদাসে কয় যদি দেখা হয়^২

তবে কেন বাস দুখ।

নী, ৩১২ ; বিপু, ২২১, ২৮৭, ২২২, ২২৮

১ বাদ, সকল পুঁধি ২ রহল, ২২৮

৩ বাদ, নী, ২৮৭ ; শে, ২২১

৪ মনের, ২২১ ৫ কথা, নী, ২২৮

- * বাদ, নী
- ১-১ সর্বাধি করিয়ে, নী, ২২২, ২৮৭, ২৯১
- ৮-৮ পাই এবে যার, নী; পাই জে রোঁয়ার, ২৯৮;
- পাইএ বেজের, ২৯১, ২৮৭
- * এমন, ২২৮, ২৮৭, ২৯১
- ১০ ঔষধ, নী, ২৯৮, ২৮৭, ২৯১
- ১১ ঘুচায়, নী
- ১২-১২ জলিল মম, নী; জলিল°, ২২২; জালাল্যো°, ২৮৭; জলিলে মৈলু°, ২৯১
- ১৩ জালায়, নী; জালালে, ২২২; জলিল, ২৯৮;
- জলল, ২৯১
- ১৪ স্তন, নী
- ১৫ ছানিলু, ২২২; ছাড়িল, ২৯৮
- ১৬ নাহি হয়, ২৯১

টীকা

পঙ্—১-৪। তু—

“জনম অবধি না পাই সোয়াস্তি
কাঁদিয়া মরি যে নীতি।”
(নী—৩০০ সং পদ)

এবং—

“জনম গোয়াস্তু হুঃখে কত না সহিব বুকে” ইত্যাদি
(৭৯১ ক সং পদ)

[৮২৩]

ধানশী

যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া
সাজে সাজাদিলু হুখে।^১
দধি সে নহিল জল যে হইল
পাইলু বড় যে হুখে ॥^২
সই, দধি কেন ছিঁড়ি গেল।
কামুর পীরিতি কুলের করাতি
পরাণ কাটিয়া নিল ॥^৩

পীরিতি মুছিল^৪ আরতি^৫ ঘুচিল^৬
না^৭ ঘুচে^৮ কলঙ্ক^৯ জালা।
তবু অভাগিনী^{১০} কহয়ে^{১১} কাহিনী
পরিবাদ দেই কালা ॥
বুঝিলু^{১২} যতনে প্রবোধি^{১৩} পরাণে
ছাড়িলু^{১৪} তাহার আশ।
চিত্তে আর কত ভাবি অবিরত
দৈবে করিল^{১৫} নৈরাশ ॥
আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ^{১৬} পাপ^{১৭} দেহা।^{১৮}
চণ্ডীদাসে^{১৯} কর^{২০} ছাড়িলে^{২১} ছাড়া নয়^{২২}
শুধুই^{২৩} স্খাময় লেহা ॥^{২৪}

নী, ৩২০; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

১ বাদ, ২৯১, ২৯২; যথারাগ, ২৯৮

২-২ সাজেতে সাজাইলু হুখ, ২৯১; সাজা সাজাইলু
হুখ, ২৯৮; সাজে শাজাইলু হুখ, নী *

৩ সে, নী, ২৯১; বাদ, ২৯৮

৪ পাইলু, নী, ২৯২ ৫ বড়ই হুখ, নী, ২৯২

৬ কেনে, ২২২, ২৯৮ ৭ ছিঁড়িয়া, ২৯১

৮ বাদ, নী, ২৯১ ৯ ঘুচিল, নী, ২৯১, ২৯২

১০ আর, ২৯১

১১ না পুরিল, নী, ২৯১; পুরিল, ২৯২

১২-১২ ঘুচিল, ২৯১, ২৯২, ১৩ কলঙ্কের, ২৯২

১৪ অভাগির, ২৯১ ১৫ না ঘুচে, নী, ২৯১, ২৯৮

১৬ বুঝিলাম, নী; বুঝিলাঙ, ২৯১; বুঝিলু, ২৯২

১৭ প্রবোধিলু, নী; প্রবোধিল, ২৯১, ২৯৮

১৮ ছাড়িলু, নী, ২২২; ছাড়িলাঙ, ২৯১

১৯ করল, ২৯১, ২৯৮ ২০-২০ আপন, ২৯৮

২১ দেহ, নী

২২ চণ্ডীদাস, নী, ২৯২; চণ্ডীদাসেতে, ২৯১

২৩ কহে, নী, ২৯১, ২৯২

২৪-২৪ ছাড়িলে ছাড়ান নহে, নী, ২৯১; ছাড়ি ছাড়া
নহে, ২৯২

২৫ শুধু, নী

২৬ লেহ, ঐ

টীকা

পঙ্—৬-৭ তু°—

“পীরিত্তি করাতিয়া শিবে চড়াইয়া
কুল হই ফার কৈল ।”
নৌ—২২৩ সং পদ

[৮২৪]

ধানশী°

ইক্ষু° রোপিণু গাছ যে হইল
নিঙ্গাড়িতে রসময় ।

কানুর পীরিত্তি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয় ॥^২
সই, কে বলে মিঠা° ইক্ষু°-গুড় ।

পরের বচনে চাকিলু° বদনে
খাইলু° আপন° মুড় ॥

চাকিতে° চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মিঠ ।

মোদক আনিয়া ভিয়ান করিয়া
তবে সে লাগিল সীট ॥

মশলা° আনিলু° আগুনে চড়ালু°°
বিছুরিলু°° আপন ভাব ।

বন্ধুর°° পীরিত্তি বুঝলু°° এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ ॥

আপন করমে°° বুঝিলু°° মরমে°°
বন্ধুর°° নাহিক°° দোষ ।

চণ্ডীদাসে°° কহে পীরিত্তি°° করিয়া°°
কে°° কোথা পাইল°° যশ ॥

নৌ, ৩২২ ; বিপু°, ২২৮

° যথারাগ, ২২৮ ২-২ বাদ, ২২৮

°-° এ সব মিট জে, ২২৮

° চাখিলু°, ২৮২ ; চাকিলু, নৌ

° খাইলু, নৌ ° আপনা, ২২৮

° চাখিতে, ২২৮ ° মসলা, ২২৮

° আনিলু, নৌ ° চড়াইলু, নৌ ; ডাইলু°, ২২৮

°° বিছুরিলু, নৌ

°° কাছুর, নৌ °° বুঝিলু, নৌ

°° করম, ২২৮ °° বুঝিলু, নৌ ; কি বুঝিলু°, ২২৮

°° করম, ২২৮ °° বন্ধুর, নৌ

°° নাহিক, ২২৮ °° চণ্ডীদাস, নৌ

২°-২° পিরিত্তি, ২২৮

২°-২° কে°, নৌ ; কে কো [খা] পাইছে, ২২৮

[৮২৫]

সিকুরা°

সই, কি হইল কালার° জ্বালা ।

রাতি° দিন মন° করে° উচাটন°
হৃদয়ে° জাগিছে কালা° ॥

মুদিয়া নয়ন ঘুমাই যখন°
কানুরে° স্বপনে দেখি° ।

মনের মরম তোমারে কহিনু°°
শুন°° গো মরম°° সখি ॥

ঘরে নাহি°° মন সদা°° উচাটন
কি না°° হৈল মোর°° ব্যাধি ।

কি জানি°° কি হয়°° বাঁচিতে°° সংশয়°°
কহ না ইহার বুধি ॥°°

সদাই°° আমার পরাণ-পুতলি°°
কানুর চরণে বাধা ।°°

সে°° জন°°-পীরিত্তি°° পাড়ার°° পড়সী
সদাই°° করয়ে বাধা ॥°°

- দূরে^{২০} রহু তার আদর পীরিতি
সে জনা^{২৫} আশির^{২০} বালি ।
- না যাব সে^{২০} ঘর পাড়ার^{২৬} পড়সী
দেই দেউ^{২০} যত গালি ॥^{২০}
- চণ্ডীদাসে^{৩০} কহে^{৩০} লোকের বচনে^{৩২}
কিবা সে করিতে পারে ।
- আপন^{৩০} হৃদয়ে^{৩০} মনের মানসে
নিরবধি ভজ^{৩০} তারে ॥^{৩০}
- নৌ, ৩২৪ ; বিপু, ২২৫, ২২৭, ২৮৯, ২৩২৪ ইত্যাদি
১ রাগ সুরই, ২২৫ ; বাদ, অস্ত পুথি
২ কামুর, ২২৭
৩ রাজি, নী, ২২৫, ২২৭, ২৩২৪
৪ খেদে, ২৮৯ ; হেন, ২২৫, ২৩২৪
৫ সদাই, নী, ২৮৯ ; সদা ২২৫, ২৩২৪
৬ উঠএ, ২৮৯
- ১-১ স্বপনে দেখি যে কাল, নী ; স্বপনে দেখিএ
কাল, ২৮৯, ২২৫, ২৩২৪ (°দেখিরা°)
- ২-২ মুদিত লোচনে, যদি বা ঘুমাই, নী, ২২৮ (°নয়ানে°)
২২৫, ২৩২৪
- ২-২ হৃদয়ে কামুরে°, নী, ২২৮, ২২৫, ২৩২৪
- ১০ কহিল, ২৮৯ ; কহিয়ে, ২২৭
- ১১-১১ শুনরে প্রাণের, ২২৭
- ১২ নাই, ২৮৯
- ১৩ মন, নী, ২২৭ ; করে, ২৮৯
- ১৪-১৪ হল্য মোরে বা, ২২৫, ২৩২৪
- ১৫-১৫ জীবন, নী ; °এমন, ২৮৯ ; করি সজনি, ২৩২৪
- ১৬-১৬ বাচিব কেমন, ২৮৯
- ১৭ বুদ্ধি, ২৮৯, ২২৭, ২৩২৪
- ১৮-১৮ সদত রিদএ, আমার পরাণে, ২৮৯ ; সদাই হৃদয়,
আমার পরাণ, নী ; সদয় হৃদয়ে, আমার পরাণ,
২২৫, ২৩২৪
- ১৯ বান্দা, ২৮৯ ; বাঁধা, নী
- ২০-২০ বে,° নী ; °জনার, ২২৫, ২৩২৪

- ২১ পিরিতে, ২২৫, ২২৭, ২৩২৪
- ২২ এ পাট, ২২৭
- ২০-২০ দেই দেঅ জত বান্দা, ২৮৯ ; ইহার পর ৪ পঙ্ক্তি
এই পুথিতে নাই
- ২৪ ঘরে, ২২৭ ২৫ জন, নী, ২২৫
- ২৬ আঁথের, ২২৫ ; চকের, ২২৭
- ২৭ তার, ২২৭ ২৬ পাট, ২২৭
- ২২-২২ যত গালি, নী ; দেউ গালাগালি, ২২৫,
২৩২৪ (°দেকু°)
- ৩০ চণ্ডীদাস, ২৮৯, ২২৫, ২৩২৪
- ৩১ বলে, ২৮৯, ২২৫, ২২৭, ২৩২৪
- ৩২ বচন, নী, ২২৫ ৩০ আপনা, নী
- ৩৪ শুথের, ২২৭
- ৩৫-৩৫ জপ তাকে, ২২৭

[৮২০]

ধানশী°

- না° জানি° পীরিতি এমন বলিয়া
তবে কি বাড়াতাম° পা ।
- পীরিতি-বিচ্ছেদে জীবন না রহে
এলায়ে পড়িছে গা ॥
- কহ° কি বুদ্ধি করিব সখি ।°
- একে লোকলাজ এ পাপ-পরায়ণ
ঘরে থির নাহি থাকি ॥
- আপনার বুড়া° অঙ্গুলি বিনিয়া
চলিতে নারি° যে° ধীরে ।
- আমার কপালে° বিধির লিখন°
মিছা দোষ দিব কারে ॥

ভাবিতে গণিতে কামুর^১ পীরিতি
পর্যগ হইল সারা ।

সঘনে সঘনে^২ সজল নয়নে^৩
নিরবধি বহে ধারা ॥

চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি
দেখি যে অবোধপারা ।

মিছা লোককথা চাঁদ যার^৪ সখা^৫
কিবা করে লাখ^৬ তারা ॥^৭

নী, ৩২৫ ; বিপু, ২৮৯, ২৯৭, ২৩৯৪, ২৯৫

^১ রাগ কানড়া, ২৩৯৪, ২৯৫ ; বাদ, ২৮৯, ২৯৭

^{২-২} জানিতাম, ২৯৭ * বাড়াযু, নী

^৪ সখি কহনা, ২৯৭ ; সখি, ২৩৯৪

^৫ দেখি, নী, ২৩৯৪, ২৯৫, ২৯৭

^৬ বোঝা, ২৮৯

^{৭-৭} নারিহু, ২৯৫, ২৯৭ ; নারিলাম, ২৩৯৪, ২৮৯

^৮ করমে, নী, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫

^৯ লিখনে, ২৩৯৪, ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭

^{১০} কালার, ২৯৭

^{১১-১১} সঘনে এ ছুটি নখানে, ২৯৭

^{১২-১২} সখা বার, নী ^{১৩-১৩} লাক তার, ২৯৭

[৮২৭]

, ধানশী'

শুন গো মরম-সখি ।

কামুর পীরিতে^১ পর্যগ না রহে
বড় পরমাদ দেখি ॥

কিবা সে কুদিনে^২ দেখিলু^৩ সেজনে^৪
নয়ান পসারি ছুটি ।

সেই^৫ দিন হতে^৬ আন নাহি চিতে
পীরিতি-আনলে ছুটি ॥^৭

আন^৮ সে^৯ আনলে বারি^{১০} চালি^{১১} মিলে
তখনি^{১২} নিবায়ে যায় ।^{১৩}

মনের আশুনে^{১৪} নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জ্বলয়ে^{১৫} তায় ॥^{১৬}

বন পুড়িছে^{১৭} যে^{১৮} বনের^{১৯} আশুনে^{২০}
দেখয়ে জগৎ-লোকে ।

এ বড়^{২১} বিষম শুন গো^{২২} সজনি
জ্বলে^{২৩} উঠে বিনি ফুকে ॥^{২৪}

হের দেখে সখি^{২৫} অঙ্গে^{২৬} হাত দিয়া
উঠিছে বিনহ-আগি ।

সে শ্যাম^{২৭}-বচ্ছেদ^{২৮} নেবারিতে^{২৯} নারি^{৩০}
সদ^{৩১} কাঁদি^{৩২} তার^{৩৩} লাগি ॥^{৩৪}

চণ্ডীদাসে বলে^{৩৫} শুন বিনোদিনি
মিছাই ভাবনা কর ।

শ্যামের কলক চন্দন^{৩৬} করিয়া^{৩৭}
হৃদয়ে যতনে পর ॥^{৩৮}

নী, ৩২৬ ; বিপু, ২৯২, ২৯৫, ২৮৯, ২৯৭ ইত্যাদি

^১ কামোদ রাগ, ২৯২, ২৯৫, ২৩৯৪ ;

বাদ, ২৮৯, ২৯৭

^২ পীরিতি, নী

^৩ কুদিন, নী

^৪ দেখিল, নী ; দেখিলাম, ২৮৯ ; দেখিহু, ২৯২,
২৩৯৪

^৫ সে হনে, নী

^{৬-৬} সে দিন হইতে, ২৯২

^৭ কাটি, ২৯২ ; ছুটি, ২৯৭

^{৮-৮} জলন্ত, ২৯৭

^৯ জল, ২৯৭

^{১০} ডালি, ২৮৯ ; ডারি, ২৯১

^{১১} এখনি, ২৯৭

^{১২} নিভাএ, ২৮৯ ; নিভায়া, ২৯২, ২৯৭, ২৩৯৪,
২৯৫

^{১৩} আশুনি, ২৯৭

- ১৪-১৪ জলিএ জাঅ, ২৮৯ ; জলিয়,° নী, ২২২ ;
পুড়িছে,° ২২৭ [৮২৮]
- ১৫-১৫ পুড়ে জেন, ২৮৯ ; পোড়ে বলে, ২২২, নী ;
জে পুড়য়ে, ২৩২৪, ২২৫ • শ্রী°
- ১৬-১৬ বনে আশুনি, নী
১৭ বড়ি, নী, ২২২, ২৩২৪, ২২৫
১৮ লো, ২২২
- ১৯-১৯ জলি,° ২৮৯, ২২৭ ; জালিয়া উঠএ ফুকে, ২২২ ;
°মিনি ফুকে, ২৩২৪
২০ মোর, ২২৭
২১ গাত্র, ঐ
- ২২-২২ শ্রামের লাগিয়া, ২২৭ ; °বিচ্ছেদে, ২৮৯, ২২৫ ;
°বিচ্ছাদে, ২৩২৪
২৩-২৩ ক্ষুধার বিষাদে, নী ; পরাণ না রহে, ২২৫ ;
শুধা দেহ সখি, ২৩২৪, ২২৫ ; পরাণ আকুল, ২২৭
২৪ কান্দে ২৮৯, ২৩২৪, ২২৫
- ২৫-২৫ অমুরাগী, ২২৭
২৬ কহে, ২৩২৪ ; কয়ে ২২২
- ২৭-২৭ পরিবাদে বাদ, ২৮৯ ; পরিবাদ প্রেম, ২২২ ; যত
পরিবাদ, নী ; রতন,° ২৩২৪, ২২৫
২৮ ধর, নী

তীকা

পঙ—১২-১৫। তু°—

“বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।

মোর মন পোড়ে যেকু কুস্তারের পনী ॥”

কুঃ কীঃ, ২২৪ পৃঃ

এবং—“একৈঁ দহদহ যসির আশুনি

আরে কে না জালে ফুকে ।”

ঐ, ৩৪২ পৃঃ

সই°², বড়° পরমাদ° দেখি ।
কাল্য° কানু° সনে° পীরিত্তি করিয়া ।
নিরবধি বুয়ে আঁখি ॥
কাহারে কহিব মনের আশুনি
জলিয়া জলিয়া উঠে ।
যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে°
অক্ষুশ ভাগিয়া ছুটে ॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল° লেঠা ।
হেন মনে করি উঁচৈঃস্বরে কাঁদি
তাহে গুরুজন কাঁটা ॥
যাইয়া° নিভূতে° বসি° এক ভিতে°
সদা ভাবি কাল্য কানু ।
বিরলে° বসিয়া°° বুঝিতে বুঝিতে
কবে হারাইব তনু ॥
ধীর দেখিয়া জলে°° যত মীন°°
যেমন°° তরাসে কাঁপে ।
আমার°° তেমতি°° ঘরের°° বসতি°°
গরজি°° গরজি°° ঝাঁপে ॥
ধরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি ।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি ॥
চণ্ডীদাসে°° বলে শুন°° বিনোদিনি
সকুলি সফল°° মানি ।
তুমি সে কাল্যার°° কালিয়া°° তোমার
জগতে সবাই জানি ॥

নী, ৩২৭ ; বিপু, ২৮৯, ২২২, ২২৫ ইত্যাদি

- ১ তথ্যরাগ, ২২৫, ২৩২৪ ; বাদ, ২৮২, ২২২
 ২ সখি, ২৮২, ২২৭ ; বাদ, ২২৫
 ৩-০ বড়ই প্রমাদ, নী
 ৪-০ কাহ্নর, নী ; শ্রামের, ২২৭
 ৫ সনেতে, ২২৭
 ৬ হইএ, ২৮২ ; হইয়া, ২২২, ২২৭
 ৭ কাহ্নর, ২৮২, ২২৫, ২২৭, ২৩২৪
 ৮-৮ জাইতে, ২৮২
 ৯-৯ ০চিত্তে, ২২৫ ; হয়ে এক চিত্তে, ২৩২৪
 ১০-১০ নিশ্চয় জানিমু, ২২৭
 ১১-১১ জত মিনগণ, ২২২
 ১২ সে জেন, ২২২, ২২৫, ২২৭, ২৩২৪
 ১৩-১০ তেমতি আমার, ২২৭
 ১৪-১৪ এ ঘর বসতি, ২৮২, ২২২, ২২৫, ২৩২৪ ;
 এ ঘর করণ, ২২৭
 ১৫-১২ বচন গরলে, ২২২ ১০ চণ্ডীদাস, ২৮২, ২২৫
 ১৬ স্ননি, ২৮২
 ১৭ স্বপন, নী, ২২২, ২২৭
 ১৮ কাহ্নর, ২২৭ ২০ কাহ্ন সে, ২২৭

টীকা

পঙ্—১৬-১২। তু—

“যেন বেড়া জালে সফরি সলিলে
 তেমতি আমার ঘর।”

প্রঃ খঃ, ১০২ সং পদ

এবং—“সরোবর মাঝে মৌন যেন থাকে
 উঠে অগ্নি দেখিবারে।

ধীবর কাল হাতে লয়ে জাল
 তুরিতে ঝাঁপিয়ে তীরে ॥”

নী. ৩৪৩ সং পদ

[৮ ৯]

শ্রীঃ

সই, রহিতে নারিলুৎ ঘরে।
 নিরবধি বলে কালা* কলঙ্কিনী *
 এ কণা কহিব কারে ।
 ঘরে গুরুজনে বলে* কুবচনে*
 কালার* কলঙ্ক* সারা ।
 নিরলে বাইয়া* সেখানে বসিয়া*
 নয়নে গলয়ে* ধারা ॥
 কি করিব বল ইহার উপায়
 শুন গো মরম সখি ।
 এ পাপ-পরাণ* সদাট চঞ্চল
 ঘরে স্থির নাহি থাকি ॥
 বিষ ভৈল গৃহ* ভোজন* না রুচে*
 ঘুম সে* নাহিক হয় ।
 শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে* নাহি ভায়*
 শ্রবণ* তা পানে রয় ॥
 গৃহকাজে চিত্ত না হয়* বেকত*
 কালার* ভাবনা* লাগি ।*
 চণ্ডীদাসে বলে কালার* পীরিতি
 মরমে* রহিল জাগি ॥*

নী, ৩২৮ ; বিপু, ২৮২, ২২২, ২২৩ ইত্যাদি

১ সুইরাগ, ২৮২, ২৩২৪ ; সুহই রাগ, ২২২ ;
 বাদ, ১২৩

নারিলেম, ২৮২ ; নারিলাম, ২২২, ২২৩ ;
 নারিমু, নী

* কাহ্ন, নী, ১২২, ২২৩, ২৩২৪

*-৪ যত আছে মনে, নী, ২৮২, ২৩২৪

* কালা, ২৮২ ; কাহ্নর, ২২৩

* কলঙ্কিনী, ২৮২ * বসিয়া, নী, ২৮২, ২৩২৪

* জাইয়া, ২৮২, ২৩২৪

- * বহিছে, ২৩২৪
 ১০ পরাগে, ২৮২; দাবানল, ২২২, ২২৩
 ১১ হেন, ২৮২; জেন ২২৩
 ১২-১২ এ ঘরকরণ, ২২৩ ১৩ বাদ, নী
 ১৪ বিনে আন, ২২২, ২২৩; বিনা, ২৮২, ২৩২৪
 ১৫ পায়, ২৮২; ভাই, ২৩২৪
 ১৬ জিবন, ২৩২৪ ১৭ বয়, নী
 ১৮ বাঞ্ছিত, ২৩২৪
 ১৯ কাহুর, ২২৩
 ২০ বেদন, ২৮২
 ২১ গাড়া, ২৮২; গাঢ়া, নী; বাড়া, ২৩২৪
 ২২ শ্রামের, ২২২, ২৮২, ২২৩
 ২৩-২৩ সকলে হইবে ছাড়া, নী, ২৮২ (সকল^০), ২৩২৪
 (‘হইল’)

[৮৩০]

ধানশী^১

সই^২, মরিব গরল খেয়া ।^০
 কালার^০ পীরিতি বিরহ^০-বেয়াধি
 আমারে ঘেরিল^০ সিয়া ॥^১
 কত না সহিব^১ অবলা-পরাগে
 কুবচনে ভাজা^১ দেহ ।^০
 মনের বেদনা^১ বুঝে কোন জনা
 আনে^১ কি বুঝয়ে সেহ ॥^১
 হেন মনে করি বিষ খেয়া^১ মরি
 দূরে যাউ^১ যত দুখ ।
 অখলা^১ রমণী কুলের কামিনী
 সভার^১ হউক সুখ ॥

কত বা^১ সহিব লোকের^১ বচন^১
 সহিতে হইলু^১ কালী ।
 হেন মনে করি এ ঘরকরণে
 দিব^১ সে আনল^১ জালি ॥
 চণ্ডীদাসে বলে শ্রামের^১ পীরিতি^১
 এমন^১ বিষম^১ লেহা ।
 পীরিতি আরতি যার উপজল^১
 তার কি আছয়ে^১ দেহা ॥

নী, ৩২২; বিপু, ২৮২, ২২২ ইত্যাদি

- ১ রাগ আছয়ার, ২৮২; শ্রীরাগ, ২২২, ২৩২৪
 ২ বাদ, ২৮২
 ৩ খেয়ে, নী
 ৪ কাহুর, ঐ
 ৫ বিষম, নী, ২৮২, ২৩২৪
 ৬ বেরল, নী
 ৭ গিয়ে, নী
 ৮ সহিব, নী, ২৮২, ২৩২৪
 ৯ ভাজে, ২৩২৪
 ১০ দে, ঐ
 ১১ বেদনা, ঐ
 ১২-১২ আন কি বুঝিবে কেহ, নী; আন কি বুঝিবে এ,
 ২৮২; বুঝিবে যে, ২৩২৪
 ১৩ খেয়ে, নী
 ১৪ জাক ২৮২; জাকু, ২৩২৪
 ১৫ অখল, ২৮২, ২২২, ২৩২৪
 ১৬ সবার, নী
 ১৭ না, নী, ২৮২, ২২২
 ১৮-১৮ সেই কুবচন^১ নী; অবলা পরাগে, ২৮২, ২২২
 ১৯ হইলু, নী; হইলাম, ২৮২
 ২০ দিয়ে, ২৩২৪ ২১ য়াঙন, ঐ
 ২২-২২ পীরিতি এমন, ২৮২; পীরিতি যেমন, ২৩২৪;
 এমন পীরিতি, নী

- ১০-২০ বিষয় প্রেমের, নী, ২৮৯, ২৩৯৪
 ২৪ উপজিগ. নী, ২৯২
 ২৫ থাকয়ে, ২৮৯, ২৩৯৪

[৮৩১]

ধানশীঃ

সই^২, আর কিছু কৈয় না গো ।

আমার^০ সকলে বজ্র পড়ল^০

নন্দঘোষের^০ পো ॥

কে জানে হইবে^০ এত পরমাদ^০

স্বপনে নাহিক জানি ।

তবে কি তা সনে বাড়াতাম^০ প্রেম^০

অখল^০ কুলের ধনী ॥

শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে

সদা^০ দেখি কালা^০ কান্নু ।

বিরহ-বেয়াধি কত দিনে^০ যাবে^০

অবশ^০ জীবন^০ তনু ॥

শুন গো^০ সজনি হেন মনে গণি^০

গরল ভথিয়া^০ মরি ।

তবে যুচে তাপ^০ বিষম সস্তাপ

গুপতে^০ গুমরি^০ মরি ॥^১

কহে চণ্ডীদাসে^০ কহি^০ তুয়া পাশে^০

পীরিতি এমতি^০ রাত ।^২

কেন এত^০ তুমি করিছ বিননি^০

ক্ষণেক ধৈরজ চিত ॥

নী, ৩৩০ ; বিপু, ২৮৯, ২৯২ ইত্যাদি

^১ বড়ারি রাগ, ২৯২ ; রাগ বড়াড়ি, ২৩৯৪ ;

বাদ ২৮৯

^২ বাদ, ২৮৯, ২৯২, ২৩৯৪

^{৩-৩} সকল বজ্র, পড়িয়া পরল, নী, ২৯২ ; সকল বজ্র
 পড়িল কেবল, ২৮৯

^৪ গোকুলে নন্দের, নী, ২৮৯, ২৯২

^৫ পাইব, নী, ২৮৯ ; পড়িব, ২৩৯৪

^৬ পরিণামে, ২৮৯ ; অপবাদ, নী

^{৭-৭} বাড়াইমু^০, ২৮৯ ; বাড়ামু মরমে, ২৯২ ; মরমে,
 ২৩৯৭ ; বাড়ামু মরমে, নী

^৮ অধবা, নী

^{৯-৯} দেখিয়া কালিয়া, নী, ২৮৯, ২৩৯৪

^{১০-১০} না সাইব, নী

^{১১-১১} কবে সে তেজিব, নী, ২৯২, ২৩৯৪

^{১২} শুনহ, নী, ২৯২ ; সুনহে, ২৩৯৪

^{১৩} করি, নী ; শূনি, ২৮৯, ২৩৯৪

^{১৪} ভথিয়া, নী, ২৯২ ^{১৫} পাপ, ২৮৯

^{১৬} গোপতে, নী ^{১৭} গোমরি, ঐ

^{১৮} এই হই পঙ্ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই

^{১৯} চণ্ডীদাস, নী ^{২০-২০} হিত আশাস, নী

^{২১} এমত, নী ; এমন ২৮৯

^{২২} এই পঙ্ক্তির পরিবর্তে ২৩৯৪ পুথিতে “গুপতে
 গুমরি মরি” আছে ।

^{২৩} হেন, ২৮৯ ^{২৪} বিষাদ, নী, ২৮৯

^{২৫} এই হই পঙ্ক্তি ২৩৯৪ পুথিতে নাই ।

[৮৩২]

. শ্রীঃ

কান্নু সে জীবন

জাতি প্রাণ ধন

এ ছুটি আঁখির তারা ।

পরাগ-অধিক

হিয়ার পুতলি

নিমিখে নিমিখে হারা ॥

তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার মনে যেবা লয় ।

[৮৩৩]

ভাবিয়া দেখিলু^২ শ্যামবঁধু^৩ বিম্ব^৪
আর কেহ মোর নয় ॥

ধানশী

কি আর বুঝাও ধরম^৫ করম^৬
মন স্ততন্তর নয় ।

শুন শুন সই কহি তোরে ।
পীরিতি করিয়া কি হৈল মোরে ॥

কুলবতী হৈয়া পীরিতি^৭ আরতি^৮
আর কার জানি হয় ॥

পীরিতি-পাবক কে জানে এত ।
সদাই পুড়িছে সহিব কত ॥

যে মোর করমে লিখন আছিল
পিত্তি ঘটায়ল মোরে ।

পীরিতি দুরন্ত কে জানে ভাল ।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল ॥

তোরা কুলবতী দেখিলে কমতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥

অবিরত বহে নয়ানে নীর ।

গুরু দুরজন বলে^৯ কুবচন
সে^{১০} মোর চন্দন চূয়া ।

নিলাজ পরাণে না বাঁধে থির ॥

শ্যাম-অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া ॥

দোসর ধাতা পীরিতি হইল ।

পড়শী দুর্জজন বলে কুবচন^{১১}
না যাব সে লোকপাড়া ।

সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥

চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি ।

এই অনুরাগ সকল সিধি ॥

নী-৩০৮

চণ্ডীদাসে^{১২} কয় কানুর পীরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥

নী, ২৯৯ ; তরু, ৮৯৮ ; বিপু, ৩২৪

১- মুহই, তরু ২- দেখিলাম, নী

[৮৩৪]

৩-৩- বিনে, নী ; বজু, তরু

৪-৪- কুলের ধরম, তরু

শ্রী

৫-৫- রসের পরাণ, তরু ৬- বলু, ঐ

৭-৭- বাদ, ঐ

শুন গো মরম সই ।

৮- জ্ঞানদাস, তরু, ৩২৪, নী (পাঠা)

যখন আমার

জনম হইল

নয়ন মুদিয়া রই ॥

শ্রষ্টব্য :—এই পদটি জ্ঞানদাসকেই আরোপ করা
হইয়াছে (তরু, ভূমিকা, ১০২ পৃ:) ।

দিতে ক্ষীর সর

জননী আমার

নয়ন মুদিয়া দেখি ।

জননী আমার

কবে হাহাকার

কহিল সকলে ডাকি ॥

শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া কোরে ।

[৮৩৫]

আমারে দেখিতে আইল তুরিতে
সুতিকা মন্দির ঘরে ॥

সুহই

দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
এই কি ছিল কপালে ।

না জানে পীরিতি যারা নাহি পায় তাপ ।

পরবশ পীরিতি আধার ঘরে সাপ ॥

সই, পীরিতি বড়ই বিষম ।

করিয়া সাধনা পেলাম অন্ধ কণ্ঠা
বিধি এত দুখ দিলে ॥

না পাই মরনী জনা কহি যে মরম ॥

গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন-জালা ।

উঠ উঠ বলি করে ধরি তুলি
বসান যতন করে ।

কত বা সহিবে দুখ পরাধীন বালা ॥

পীরিতি বেয়াধি যদি অস্তুরে সামাইল ।

হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়ে
বঁধু পরশিল মোরে ॥

ওষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল ॥

চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম ।

পায়ে দিতে হাত মোর প্রাণনাথ
অস্তুরে বাড়ল সুখ ।

জীয়ন্তে মরণ করে লাউক শমন ॥

হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া

নী—৩১৭

* * *

ঘুটিল অন্ধ বাড়িল আনন্দ
জননী যশোদার মনে ।

আমার কল্যাণে আনন্দিত মনে
করিল বিবিধ দানে ॥

[৮৩৬]

ধানশী

সুজন যে জন জানে সেই জন
কুজন নাটক জানে ।

না বল না বল সখি না বল এমনে ।

পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে ॥

অশুরাগে মন সদাই মগন
ধ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

ত্র্যজিলে কুল-শীল এ লোকলাজ ।

কি গুরু-গৌরব গৃহের কাজ ॥

তাজিয়া সব লেহা পীরিতি কৈলু ।

যে হইবে বিরতি ভাবে তাজিয়া মৈলু ॥

যে চিত্তে দাঁড়ায়েছি সেই সে হয় ।

ক্ষোঁপল বাণ যে রাখিল নয় ॥

ঠোকিল প্রমর্ফাদে সকলি নাশ ।

ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ ॥

নী—৩১৪

দ্রষ্টব্য :—এই পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধা অপেক্ষা
বয়সে বড়। মহাভাবস্বরূপিণী রাধা যে জন্ম হইতেই
কৃষ্ণগতপ্রাণা তাহা দেখাইবার জন্ত বোধ হয় এই পদ
রচিত হইয়াছে ।

নী—৩২১

দ্রষ্টব্য :—পদ দুইটি অল্পত পাওয়া যায় নাই। পাঠ
সম্ভাবজনক নহে।

[৮৩৭]

বিহাগড়া

শুন ওগো সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে ।
লোক-মুখে শুনি ইহা বলে লোক
কানু সনে রাখা আছে ।
গোকুল-নগরে গোপের মাঝারে
এতদিন আছি মোরা ।
লোকমুখে শুনি কখন না চিনি
কানু কালা কিবা গোরা ॥
ঘরের ঘরণী আছে কাল বাদিনী
পাপমতি ননদিনী ।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আইস শ্যাম সোহাগিনি ॥
কিবা সে শ্যাম কানু কার নাম
তাহা না বলিব কি ।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আই মাইকে জানাই দেখি ।
একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিষ্ণু আন নাহি জানি ।
চণ্ডীদাস বলে ভাঁড়াইলা ভালে
ধন্য রাখা ঠাকুরাণি ॥

টীকা

পঙ্—৩-৪ । তু°—

“সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল
রাধিকা কাহাঞির সঙ্গে আছে ।”
কুঃ কীঃ, ৩৪৪ পৃঃ

২-১০ । তু°—

“বরে গুরু ছরজন ননদিনী আগি ।”
নৌ, ৩৫৩ সং পদ

[৮৩৮]

বিভাস

আমিত অবলা তাহে এত জ্বালা
বিষম হইল বড় ।
নিবারিতে নারি গুমরিয়া মরি
তোমায়ে কহিল দড় ॥
সহজে আপন বয়স যেমন
আর নহে হাম জানি ।
স্বপন ভালিয়া সে রূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী ॥
সই, মরণ ভাল ।
সে বর নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এইত রসের কৃপ ॥
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ ॥

নৌ—৩৪২

[৮৩৯]

তুড়ি

শুন কমলিনি চল কুল রাধি

আর না করিও নাম !

সে যে কালিয়া মুরতি কালিয়া প্রকৃতি

কালি খল নাম শ্যাম ॥

জনক জননী তেজিয়া আপনি

অন্তের হইয়া মজে ।

রাম অবতারে জানকী সীতারে

বিনি অপরাধে ত্যজে ॥

উহার চরিত আচ্যে নিদিত

বালী বধিবার কালে ।

বলিকে চলিয়া পাতালে লইল

কি দোষ উহার পেলে ॥

উহার চরিত আচ্যে বিদিত

হৃদয় পাষণময় ।

উহার শরণে যেমত রাবণে

যেই সে শরণ লয় ॥

চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে

যেবা পরচরচায় থাকে ।

পীরিতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া

কুলেতে কি করে তাকে ॥

নী—৩৫২

[৮৪০]

ধানশী

* * * * *

* * * * *

সেই হৈতে মোর মন নাহি লয় সম্বরণ

নিরন্তর বুঝে ছুটি আঁখি ॥

একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি

সে কভু না দেখে আমারে ।

আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা

কোন্ ধনী কহি দিল তারে ॥

না দেখিয়া চিন্তু ভাস দেখিয়া অকাজ হল

না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে ।

চণ্ডীদাস কহে ধনি কামু সে পরেশমণি

ঠেকে গেলা মোহনিয়া কাঁদে ॥

নী—৩৫৬

দূতীর প্রতি আক্ষেপ

[৮৪১]

‘ মল্লার ’

দিবস রজনী দিন^২ গুণি গুণি

কি হৈল^৩ দারুণ^৩ ব্যথা ।

খলের বচনে পাণ্ডিয়া^৩ শ্রবণে

খাইলু^৩ আপন মাথা ॥

শুন^৩ শুন দূতি কি কহ মো প্রতি

বচন না লাগে ভাল^৩ ।

সে^৩ চার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে

সোণার বরণ কাল^৩ ॥

বিষের^৩ গাগরি ক্ষীরে^৩ মুখে ভরি^৩

কেবা আনি দিল আগে ।

করিলু^৩ আহার না^৩ করি^৩ বিচার

এ^৩ বধ কাহারে লাগে ॥

নীর-লোভে মৃগী আনন্দে^১ ধাইতে^২
 ব্যাধ শর দিল বুকে ।
 জলের সফরী^৩ আহার করিতে
 বড়শী লাগিল মুখে ॥
 নবঘন^৪ হেরি পিয়াসে চাতকী^৫
 চঞ্চু পসারল আশে ।
 বারিক^৬ বারণ করল পবন
 কুলিশ মিলল শেষে ॥^৭
 ক্ষীর নাড়ু করি বিধে মিশাইয়া
 অবলা বালাকে দিল ।
 স্তম্ভদ পাইয়া খাইতে খাইতে
 নিকটে মরণ ভেল ॥^৮
 রতন^৯ পাইয়া^{১০} যতনে বাঁধিতে
 পড়িল অগাধ জলে ।
 হেন অমুচিত কব্বে পাপ বিধি^{১১}
 দীন^{১২} চণ্ডীদাসে বলে ॥

১৫ ধায়ই, ২২১, ২২২ ; ধাবই, ২২৩
 ১৬ মরক, ২২২
 ১৭-১৭ জলধর হেরি পিয়াসি চাতকি, ২২১
 ১৮ বারিদ, ২২২, ২২৩
 ১৯ ইহার পরের ৪ পঙ্ক্তি তরুতে নাই ।
 ২০ হল্য, ২২১
 ২১-২১ লাখ হেম পেয়ে, নী, ২২৮
 ২২ বিহি, ২২২
 ২৩ দীন, ২৮২ ; অশ্রুত বিজ

টীকা

পঙ্- ২-১২ । তু—

“সোনার গাগরি যেন বিষ ভরি
 হুধে পুরি তার মুখ ।
 বিচার করিয়া সে জন না খায়
 পরিণামে পায় দুখ ॥”

৮০২ সং পদ

১৩-১৪ । তু—

“যেমন হরিণী বিহ্বল বেয়াধি
 লইয়া ধেমুক শর ।”

২৩২ সং পদ

১৫-১৬ । তু—

“আগে আহার দিয়া মারল বাঁধিয়া
 এমন করয়ে পাপ ।”

নী, ৩৪৪ সং পদ

১৭-২০ । তু—

“পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিহু
 বজর পড়িয়া গেল ।”

নী, ২১১ সং পদ

২৫-২৬ । তু—

“মানিক হারান্ন হেলে ।”

নী, ৩১১ সং পদ

প্রস্তাব্য :—তরুতে এই একটিমাত্র পদ এই পর্যায়ে
 সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ।

নী, ৩২৩ ; তরু, ৮৪৮ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২২২,
 ২২৩, ২২৮, ইত্যাদি

১ যথারাগ ২২৮ ; বাদ, অশ্রু পুপি

২ শুশি, নী, ২২২, ২২৩, ২২৮ ; শুণ, তরু

৩ ভেল, ২২২, ২২৩, ২২৮

৪ অস্তুরে, নী পাতিলু, ২২৮

৫ খাইহু, নী

৬-১ কে বলে পীরিত্তি ভাল গো সখি, কে বলে পীরিত্তি

ভাল, নী

৭ কি. তরু, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৮

৮ বাদ, তরু, নী, ২২২, ২২৩, ২২৮

৯ সোনার, তরু ১১-১১ বিষ জল ভরি, তরু

১২-১২ করহ, সকল পুধি ১৩ সে, ঐ

১৪ পিয়াসে, তরু, ২২১ ; তূসাতে, ২২৮

বিধাতার প্রতি আক্ষেপ

[৮৪২]

বিহাগড়া^১

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে^২ দিলু^৩ চাই।

জনম^৪ হইতে দুখিনী করিলে দোসর দিলেক

নাই^৫ ।

না^৬ দিলে রসিক মুঢ় পুরুষের সনে ।^৭

এমতি আছিল তোর^৮ এ পাপ-বিধানে ॥

যার লাগি প্রাণ কঁাদে তার নাতি দেখা ।

এ পাপ-করমে মোর এমতি সে^৯ লেখা ॥^{১০}

ঘরছুয়ারে^{১১} আগুন দিয়া যার বঁধুর^{১২} পাশে ।^{১৩}

আরতি^{১৪} পূরিবে তবে কহে চণ্ডীদাসে ॥^{১৫}

অষ্টব্য :—এই পর্যায়ে তরুতে তিনটি মাত্র পদ
সঙ্কলিত রহিয়াছে। তাহাই প্রথমে সন্নিবিষ্ট হইল।

নী, ৩৭১ ; তরু, ৮৫০ ; বিপু, ২২২ ।

^১ তেউট বিহাগ, তরু ; বাদ, ২২২

^২ কপালে, নী (পাঃ)

^৩ দিলাম, তরু ; দিযে, নী

^{৪-৫} জনম হইতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই,
তরু, নী

^{৬-৭} না দিল রসিক জন মুকুথের সনে, ২২২ ; না দিল
রসিক জন মোর পুরুষের সনে, নী (পাঃ)

^৮ যোর, নী, ২২২

^{৯-১০} লেখাজোখা, নী, তরু

^{১১} ঘরে, ২২২

^{১২-১৩} দূরদেশে, তরু, ২২২

^{১৪-১৫} আরতি পূরিতি তবে কহে চণ্ডীদাসে, নী

^১ কহে কবি চণ্ডীদাসে, তরু ;

তবে যোর আরতি পূরিব কহে চণ্ডীদাসে, ২২২

আরতি পূরিবে কহে ষিচ চণ্ডীদাসে, নী (পাঠা°)

অষ্টব্য :—ভণিতার পাঠ-বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

[৮৪৩]

বিহাগড়া^১

বিধি^২ বিধানে হাম আনল ভেজাই ।

যদি সে পরাণবঁধু^৩ তার লাগি পাই ॥

শুরু দুকজন^৪ যত বঁধু^৫ দেখে করে ।

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামূন তার বুক পড়ে ॥

আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায় ।^৬

কালসাপিনী যেন তার বুক খায় ॥

অমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর ।

দিবস ছপু^৭রে বেন পোড়ে^৮ তার ঘর ॥

এতেক যুবতী আছে গোকুল-নগরে ।

কেন^৯ বঁধুকে^{১০} দেখি^{১১} বুক ফাটি^{১২} মরে ॥

বাশুলী আদেশে ষিচ চণ্ডীদাসে^{১৩} ভণে ।

তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥

নী, ৩৮০ ; তরু, ৮৫১

^১ তথ্যরাগ (বিহাগ) তরু^২ বন্ধুর, ঐ

^৩ হরজন, নী

^৪ বন্ধুর, তরু ; এবং পরেও

^৫ পুড়ে, নী^৬ বন্ধুরে, তরু ।

^৭ দেখে, নী^৮ ফেটে, ঐ

^৯ চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

পঙ্—১-২ । কারণ—

“কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী ।

সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী ।”

নী, ৩৭০ সং পদ

অতএব—

“ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই।

এবং—

ঘরদ্বারে আগুন দিয়া যাব ঝুঁর পাশে।”

নী, ৩৭১ সং পদ

৪। সন্ধ্যামুনি—সর্পবিশেষ।

৫-৬। তু°—

“পরচরচায় যে থাকে সদায়
সাপে খাক তার বৃকে।”

নী, ১২৬ সং পদ

২-১০। তু°—

“গোকুল-নগরে আমার ঝুঁরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপনা বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে।”

নী, ২২৪ সং পদ

[৮৭৪]

: শ্রী°

আপনা আপনি ভাবিছি° রজনী
কতনা° উঠিছে° দুঃখ।যদি পাথা পাই পাখী হয়ে যাই
না দেখাই এ°পাপ মুখ ॥

সই, কানু° দিল মোরে° শোকে।°

পীরিত করিয়া আশা° না পূরিল°
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে ॥°°একে°° অভাগিনী হাম°° একাকিনী°°
নহিল°° দোসর জন।অভাগিয়া লোকে যত°° ধলে মোকে
তাহাত°° না যায় শোনা ॥

বিধি°° যদি শুনিত মরণ হইত°°

ঘুচিত সকল দুখ।

চণ্ডীদাসে°° কয় এমতি°° হইলো°°

পীরিতির°° কিবা স্মৃথ ॥°°

নী, ৩১৫; তরু, ৮৫২; বিপু, ২৮৭ ২২১, ২২২,
ইত্যাদি

° যথারাগ, ২২৮; শ্রীরাগ, তরু

° দিবস, নী, তরু; অত্র ভাষিছি

°-° ভাবিয়ে কতেক, নী, তরু; °উঠয়ে ২২৮

° বাদ, তরু ° বিধি, তরু, নী

° মোকে, ২৮৭, ২২১ ° শোক, ২২১, ২৮৭

° আরতি, সকল পুধি

° পূরল, তরু, নী, ২৮৭, ২২১

° লোকে, তরু, নী, ২২২ °° হাম, তরু, নী

°২-°৩ তাতে°, নী; তাহে°, তরু; কিছু নাহি জানি, ২২

°৬ নাহিক, ২২৮ °° জেবা, ২৮৭, ২২১, ২

° বাদ, ২৮৭; ও, নী; যে, তরু

°৩-°৬ যদি বিধি°, নী; বিধি°, ২৮৭; °স্মৃনিথ, ২২২

°৭ হইধ, ২২২

°৮ চণ্ডীদাস, নী, ২২২; চণ্ডীদাসেতে, ২২১

°২-°২ জদি এমতি হয়, ২৮৭; জদিবা°, ২২১; জদি
য়েমন হয়, ২২২; জদি হেন হয়, °২২৮°০-°০ পীরিত কিসের°, ২৮৭, ২২৮; তবে পীরিত
কিসের°, ২২১, ২২২

[৮৭৫]

: শ্রী°

পর° পুরুষে°° যৌবন সঁপিলে

আশা° না পুরয়ে তায়।

আপন যে° পতি° বিছুরিলে কতি

দ্বিগুণ দুখ° সে পায় ॥

সই, বিধি সে * কৈল এমন রীতি ।*
 কুলবতী হ'য়া * পতি তেয়াগিয়া
 পরপতি সনে ৫ শ্রীতি ॥* ৬ ॥ ১*
 পহিলে নহিল ১১ এবে সে ১১ জানিল
 দুকুল ভাসিল জলে ।
 পীরিতি করাতি ১০ শিরে চড়াইয়া
 কুল ১০ দুই ফার ১০ কৈলে ১০*
 দুদিকে ভাসিতে ১১ উড়ে ডুবু দিতে ১৫
 কিনারা নহিল ১১ দেখি ।
 মহাজন ২০ ঘরে চোরে চুরি করে
 পড়শী দেয় যে ২১ সাখী ॥
 তলাস করিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
 ধনের না পায় লেশ ।
 মনেতে বুঝিয়া মরয়ে ২২ বুঝিয়া ২২
 কপালে ২০ সে দেয় ২০ দোষ ॥
 এমন ডাকাতি বঁধুর পীরিতি
 হরি ২০ নিল ২০ মোর ২০ মন ।
 আপনা কি ২০ পর বিচরলু ২১ সব
 তাজিলু ২৫ গৃহের ২০ জন ॥ ২০
 বাশুলি-রূপায় চণ্ডীদাসে ৩০ গায় ৩০
 দোসর বোধিনী ৩১ জনা ।
 সকলি পাইবে কুলে ৩২ সে ৩২ রাত্বে
 আনি ৩৩ দিলে ৩৩ নন্দনন্দনা ॥

১ হইয়া, নী ; হঞা, ২১১, ২১৮
 ৫ শঙে, ২১১ ; সঞে, ২১২ ২ শ্রীতি, ২১২
 ১০ বাদ, নী, ২১১ ১১ সহিল, নী, ২১৮
 ১২ বাদ, ২১১
 ১৩ করাতিয়া, নী, ২১১, ২১৮
 ১৪ পুন, ২১১ ১৫ ফাক, ২১১, ২১২
 ১৬ করে, ২১২ ১৭ ভাসিল, নী
 ১৮ চিত্তে, ২১১, ২১৮ ; করিতে, ২১২
 ১৯ নাহিক, ২১১ ; হইল, ২১২
 ২০ মহাজনের, নী, ২১১, ২১৮
 ২১ অংসিয়া, নী ; দেখশিঞ্জা, ২১১ ; আসি, ২১৮
 ২২-২২ তাহারে বেড়িয়া, ২১২ ; মরয়ে বুঝিয়ে, নী ;
 ২৩-২৩ তাহারি কপালে, নী ; তাহারি কপালের, ২১১ ;
 তারি কপালে, ২১৮
 ২৪-২৪ হরিল, ২১১ ; হরিল জে, ২১৮
 ২৫ আমার, ২১৮ ২৬ বাদ, নী, ২১৮
 ২৭ বিছুরল, নী ; বিছুরিলু, ২১১ ; বিছুরলু, ২১৮
 ২৮ তাজিল, নী ; তেজি, ২১২
 ২৯-২৯ গৃহ গুরুজন, নী, ২১১ ; গৃহে গুরুজন, ২১২
 ৩০-৩০ চণ্ডীদাস হিয়ায়, নী, ২১১, ২১৮
 ৩১ ধোবিক, নী, ২১৮
 ৩২-৩২ কুশলে, ২১১
 ৩৩-৩৩ আলিঙ্গনে, নী, ২১২ ; আলিঙ্গিলে, ২১৮

নী, ২১৩ ; বিপু, ২৮৭, ২১১, ২১২, ২১৮

১ বাদ, ২১১, ২১২ ; যথারাগ, ২১৮

২-২ পরেক রূপে, ২১১

৩ আস, ২১১, ২১২, ২১৮

৪-৪ রতন, নী ; রতি, ২১১, ২১৮

৫ সুখ, নী

৬-৬ শে করিল এমুতি রিতি, ২১১ ; কৈল যেই রিত,
 ২১২ ; করিল, ২১৮, নী

[৮৪৬]

• সিদ্ধুড় •

গোাকুল-নগরে

আমার বঁধুরে

সবাই আপনা ২ বাসে ।

হাম অভাগিনী

আপন বলিলে *

দারুণ লোকেতে হাসে ॥

সই, কি জানি কি হৈল মোরে ।

আপনা বলিয়া দুকুল চাহিয়া

না দেখি দোসর পরে ॥ ৬ ॥

কুলের কামিনী হাম একাকিনী ৬

নহিল দোসর জনা ।

রসিয়া ৬ নাগরী ৬ গুরুজন্য বৈরি

এ বড় মুরখপণা ॥ ৭ ॥

বিধির বিধান এমন করল ৬

বুঝিলু ৬ করম-দোষে ।

আশু ১০ পাছু বুঝি ১০ না কৈল সমঝি ১১

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২২৪ ; বিপু, ২২৮ ইত্যাদি

১ যথারাগ, ২২৮ ২ আপনার, ঐ

৩ বলিতে, ঐ ৪ বাদ, নী

৫ অভাগিনি, ২২৮ ৬-৭ রসিক নাগর, নী

৮ মুরখ জনা, নী (পাঠা) ; মুর অপজস, ২২৮

৯ করণ, নী ১০ বুঝিলু, ঐ

১১-১২ আগেতে বুঝিয়া, ঐ ; আগে পাছে, ঐ (পাঠা)

১৩ সুঝিয়া, নী

চল চল আলো সই ওঝার ৬ বাড়ী যাই ১২

কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই ॥ ১০ ॥

পীরিত্তি ১১ মিরিত্তি ১১ লাগি য়েবা করে আশ ।

পীরিত্তি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

নী, ২২৫ ; বিপু, ২২৮

১ যথারাগ, ২২৮ ২ কুল, ২২৮

৩ তেয়াগীলাম, ঐ ৪ তভুত, ঐ

৫ শ্রামবন্ধু, ঐ

৬-৭ ২২৮ পুথিতে এই অংশ বড়ই অস্পষ্ট

৮ পরে, ২২৮ ৯ হইল, ঐ

১০ মোরা আপন বাড়ি জাঙো ঐ

১১ খাঙো, ঐ

১২ পীরিতে মরিতে, নী

কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য :—তরুতে এই পর্যায়ে চণ্ডীদাস-ভণিতার এই একটি মাত্র পদ সংকলিত রহিয়াছে ।

[৮-৮]

: পানশী ১

[৮৪৭]

গাঙ্কার ১

পীরিত্তি লাগিয়া আমি সব ১ তেয়াগিন্যু । ১

তবুত ১ শ্রামের ১ সনে ১ গোঙাতে নারিন্যু ॥

বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম ।

কি ক্ষণে করিন্যু প্রেম না জানি মরম ১ ১

যরে যরে ১ চাতরে কুলটা হল ১ খ্যাতি ।

কান্যু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি ॥

কুলের বৈরি

হইল মুরলী

সকলি ২ করিল ২ নাশে ।

মদন-কিবাতি ১

মধুর মুরতি ১

ধরিতে আইল শেষে ॥ ১ ॥

সই, জীবন ১ য়ে নেয় বাঁশী । ১

পীরিত্তির ১ আঠা

ননদিনী ১ কাঁটা ১

পড়সী ১ হইল কাঁসী ১ ॥ ৬ ॥

বৃন্দাবন-মাঝে বেড়ায় যে^১ সাজে^১

ধরিতে^২ যুবতী-জনা ।

যমুনার কূলে^৩ কদম্বের^৪ তলে^৫

আসিয়া^৬ করিল থানা ॥

এক^৭ পাশ হৈয়া হাতে^৮ শান্ দিয়া^৯

দেখে যে বসিল পাখী ।

ধীর ধীর বায় ভঙ্গি^{১০} করি^{১১} চায়

আনলা^{১২} চালায় দেখি ॥

গাছের ডালে বসিয়াছে^{১৩} ভালে

তাকায়^{১৪} সে^{১৫} এক দিঠে ।

জড়ান^{১৬} যে^{১৭} আঠা নাহি^{১৮} যায়^{১৯} কাটা

লাগিল পাখীর পিঠে ॥

পড়িয়া^{২০} ভূমিতে^{২১} ধড়ফড়াইতে^{২২}

কিরাতে^{২৩} ধরিল পাখে ।

পাখে পাখা^{২৪} দিয়া বাঙ্কিল টানিয়া

ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥

চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয়

কানিয়া লয় যে পাখী ।

পাখা^{২৫} খুলি দেয়^{২৬} আটা^{২৭} যে ধোয়ায়^{২৮}

তবে সে এড়ান দেখি ॥

নৌ—২৬০ ; তরু, ৮৫৭ ; বিপু, ২৯১, ২৯২ ইত্যাদি

^১ বাদ, ২৯১, ২৯২

^{২-২} করিল সকল, নী, ২৯১ * কীরতি, ২৯২

^৩ যুবতী, নী, তরু ; পাখি, ২৯১

^৫ দেশে, তরু, নী, ২৯১

^{৬-৬} জীব না এমন বাসি, তরু ; জিব না এমন বাশি, ২৯১ ; জীবন যেমন বাসী, ২৯২ ; জীবন মন নেয় বাশী, নী

^৭ পীরতি, তরু, নী, ২৯১

^৮ ননদী, তরু, নী

^৯ খোটা, তরু (পাঠা°)

^{১০-১০} আনলা হইল বাশী, নী ; আনল°, ২৯১, ২৯২

^{১১-১১} সাজে, তরু ; সেজে, নী

^{১২} বধিতে, ২৯১ ^{১০} জলে, ২৯২

^{১৪} গাছের, নী, তরু, ২৯১ ^{১৫} ডালে, ২৯১

^{১৬} বসিয়া, নী ; করিল (আসিয়া), ২৯১

^{১৭} এই চারি পঙ্ক্তি তরুতে নাই

^{১৮-১৮} থাকি লুকাইয়া, নী ; হাখে দেই খেয়া, ২৯১

^{১৯-১৯} তার পানে, নী ; তাহা পানে, ২৯১

^{২০} নল জে, ২৯২

^{২১} বসিয়া, তরু, নী ; বআছে, ২৯১

^{২২-২২} তাক করে, তরু, নী, ২৯১

^{২৩} চড়াইল, ২৯১ ^{২৪} বাদ, তরু, নী, ২৯১

^{২৫-২৫} না বায়, তরু, ২৯১ ; লাগায়, নী

^{২৬} পড়িল, ২৯২ ^{২৭} ভূমেতে, নী

^{২৮} ধড়ফড়ইতে, তরু ; ধড়ফড় করিতে, ২৯১

^{২৯} কিরাত, ২৯২

^{৩০} পাখা, তরু, ২৯১ ; পাখে, নী

^{৩১-৩১} ছাড়িয়া দেয়, তরু ; ছাড়িয়া দেয়ায়, ২৯২ ;

ছাড়িয়া ধোয়, ২৯১

^{৩২-৩২} পাখা যে, তরু ; °সে°, ২৯২ ; পাখের আঠা

জাঅ, ২৯১

গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ

স্রষ্টব্য:—এই পর্ধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট পদগুলি সকলই তরুতে সংকলিত রহিয়াছে ।

[৮৪৯]

সিন্ধুড়া°

তাহারে বুঝাও° সেই পেলে তার লাগি ।

ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে° আগি ॥

কাহারে না কহি কথা রহি^১ দুখে ভাসি ।^২
 ননদী-দ্বিগুণ বাদী^৩ এ পোড়া^৪ পড়শী ॥
 কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা ।
 কার^৫ সনে^৬ কব^৭ আমি^৮ কানুর^৯ সে^{১০} কথা ॥
 যত দূরে যাবে^{১১} বন্ধু^{১২} তত দূরে যাব ।
 পরাণ^{১৩}-দেসার লাগি^{১৪} কোথা^{১৫} গেলে পাব ॥
 তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া ।
 চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

নী—২৯৭ ; তরু, ৮৬০ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০,
 ইত্যাদি

- ১ যথারণ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ৩৩০০
 ২ বুঝাই, নী, তরু, ২৯২, ২৯৮
 ৩ লাগে, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
 ৪-৫ থাকি দুখ বাসি, ঐ জালা, ২৯২
 ৬ পাপ, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ ; পাড়া, তরু
 ৭-৮ কা সনে, ২৯২
 ৯ কহিব, নী, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০
 ১০ কালা, নী, ৩৩০০ ; আর, তরু ; সে, ২৯৮
 ১১-১২ কানুর, তরু ; কালা কানুর, ২৯২ ; কালা-রসের,
 ২৯৮
 ১৩-১৪ যার মন, নী, তরু ; তুমি, ২৯৮, ৩৩০০
 ১৫-১৬ পীরিতি পরাণ-ভাগী, নী, তরু, ৩৩০০ ; পরাণ
 পীরিতি লাগি, ২৯৮ ; গৃহীত পাঠ তরুর পাঠান্তর হইতে
 ১৭ বধা, তরু ; জোথা, ২৯২

[৮৫০]

শ্রীঃ

পরের অধীন^১ যুচিবে কখন^২ *
 এমতি^৩ করিবে^৪ খাতা ।
 গোকুল-নগরে^৫ প্রতি^৬ ঘরে ঘরে
 না শুনি পীরিতি-কথা ॥

সই, যে বল^১ সে বল^২ মোরে ।
 শপথি^৩ করিয়া বলি^৪ দাঁড়াইয়া
 না রব^৫ এ^৬ পাপ ঘরে ॥
 গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জন^৭
 কত^৮ না সহিবে^৯ প্রাণে ।
 ঘর তেয়াগিয়া^{১০} যাইব চলিয়া^{১১}
 রহিব গহন বনে ॥
 বনে^{১২} যে^{১৩} থাকিব শুনিত্তে না পাব
 এ পাপ-জন্যের কথা ।
 গঞ্জনা যুচিবে হিয়া^{১৪} জুড়াইবে^{১৫}
 যুচিবে^{১৬} অন্তর^{১৭}-ব্যথা ।
 চণ্ডীদাসে^{১৮} কয় স্বতন্ত্রী^{১৯} হয়
 তবে সে এমন^{২০} বটে ।
 যে সব কহিলে করিতে^{২১} পারিলে^{২২}
 তবে সে এ^{২৩} তাপ^{২৪} ছুটে ॥

নী—৩১৬ ; তরু, ৮৬১ ; বিপু, ২৯২, ২৯৮

- ১ শ্রীরাগ, তরু ; বাদ, ২৯২, ২৯৮
 ২ রমণী, তরু ; অধিন, ২৯২ ; অধীন, ২৯৮
 ৩ কখন, ২৯২ ; তখন, ২৯৮
 ৪-৫ এমন করিল, ২৯২ ৬ সব, ২৯৮
 ৭ বল, ২৯২ ৮ বলু, ঐ
 ৯ শপতি, তরু, ২৯২ ; সবতি, ২৯৮
 ১০-১১ বলি দাঁড়াইয়া, তরু ; বলেছি দড়ায়া, ২৯২ ;
 বলিছি ডাকিঞা, ২৯৮
 ১২-১৩ না রহিব, ২৯৮ ১৪ তর্জন, ২৯২, ২৯৮
 ১৫-১৬ বা সহিব, নী ; আর শুনিব, ২৯৮
 ১৭ যে ভেজিয়া, নী
 ১৮ ছাড়িয়া, ২৯২ ; ছাড়িঞা, ২৯৮
 ১৯-২০ বনেতে, ২৯২
 ২১-২২ পরাণ জুড়াবে, ২৯২, ২৯৮
 ২৩-২৪ অন্তরের বাইবে, নী ; যুচিবে মনের, তরু ; অন্তরের
 জাবে, ২৯৮

- ১৮ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২২২
 ১৯ স্বতন্ত্র, ২২২, ২২৮ ২০ এষতি, ২২৮
 ২১-২১ সে সব হইলে, ২২২, ২২৮
 ২২-২২ তাপ যে, নী, ২২২ ; সে তাপ, ২২৮

- ১১ কুবচন, নী, তরু, ২২৮, ৩৩০০
 ১৭ হষে, নী
 ১৮-১৮ 'কহার' বলে, নী, ২২২, ২২৮, ৪৫৬০, ৩৩০০ ;
 'কবি, তরু (পাঠা) ; 'সহার', ৪৪১৫
 ১৯-১৯ আপনার চিত্ত ধনি, নী

[৮৫১]

ক্রীঃ

ছার দেশে বাস^১ হইল^২ নাতি^৩ দোসর জনা ।
 মরমের মরমী বিনে^৪ না^৫ জানে বেদনা ॥
 চিত উচাটন করে^৬ মন রুক্ষু রুক্ষু ।^৭
 ননদী^৮-বচনে পাঁজরে বি^৯ধে^{১০} যুগ ॥^{১১}
 জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি ।
 বঁধু মোরে^{১২} বিমুখ^{১৩} ননদী^{১৪} তৈল^{১৫} বৈরী ॥
 গুরুজন^{১৬} কুবচনে^{১৭} শেলের যে ঘায় ।
 কলকে ভরিল দেশ কি করি^{১৮} উপায় ॥
 বাশুলী^{১৯} আদেশে দ্বিজ^{২০} চণ্ডীদাস-গীত ।
 আপনা^{২১} আপনি চিত^{২২} করহ সম্বিত ॥

নী—৩৮৩ ; তরু, ৮৬২ ; বিপু, ২২২, ২২৮, ৩৩০০,

৪৪১৫, ৪৫৬০

- ১ যথারাগ, ২২৮ ; বাদ, ২২২, ৩৩০০
 ২ বসতি, নী, তরু, ২২২ ; বসত, ৩৩০০
 ৩ বাদ, নী ৪ নাহিক, তরু
 ৫ নৈলে, নী, তরু ৬ কে, ২২২
 ৭ সদা কত উঠে মনে, তরু
 ৮ ননদিনীর, তরু ; ননদীর, নী ; ননদিনি, ২২৮
 ৯ বিকিলেক, ২২২, ২২৮, ৩৩০০
 ১০ যমু, নী ১১ হৈল, তরু
 ১২ বিমুখ হইল, ২২২, ২২৮, ৩৩০০
 ১৩ ননদিনী, নী, ২২৮ ১৪ বাদ, নী
 ১৫ গুরুদ্বর, ২২২, ২২৮, ৩৩০০

দ্রষ্টব্য :—পদটিতে নূতন কিছুই নাই, এই পর্যায়ের
 সন্নিবিষ্ট অস্ত্রাণ্য পদের ভাব-সাদৃশ্য ইহাতে রহিয়াছে ।
 বিশেষতঃ পদের ভণিতা বড়ই সন্দেহজনক । তরুতে
 "দ্বিজ", এবং পাঠান্তরে "কবি", নী-তে বাশুলী ও চণ্ডীদাস,
 এবং পাঠান্তরে কবি চণ্ডীদাস, অস্ত্রাণ্য পুথিতেও পাঠ
 বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় ।

[৮৫২]

পটমঞ্জরীঃ

নিশ্বাস ছাড়িতে না^১ দেয় ঘরের^২ গৃহিণী ।
 বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী ॥^৩
 শুন^৪ শুন^৫ প্রাণ^৬ প্রিয় সহি ।
 তুমি সে আমার^৭ আমি^৮ সে তোমার^৯,
 তেই সে^{১০} তোমারে^{১১} কই । ধ্রু ॥^{১২}
 বিনিচলে ছার^{১৩} দেশে^{১৪} সদাই^{১৫} ধরে চুরি ।^{১৬}
 হেন মনে^{১৭} করে^{১৮} জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
 সাধেতে^{১৯} বেড়াই^{২০} যদি সখীগণ-সঙ্গে ।
 পুলকে পুরয়ে^{২১} তমু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
 পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার ।
 নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
 পোড়া^{২২} লোকে^{২৩} না^{২৪} জানে পীরিতি
 বলে^{২৫} পারে ।
 তুমি যদি বল সমাধান^{২৬} দেই^{২৭} ঘরে ॥
 চণ্ডীদাসে বলে^{২৮} শুন আমার যুক্তি ।
 অধিক^{২৯} যাতনা^{৩০} যার দ্বিগুণ^{৩১} পীরিতি ॥

- নী—২২৬ ; তরু, ৮৬৩ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮,
ইত্যাদি
- ১ ষথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯১, ২৯২
- ২-২ নারি ঘর, ২৯২
- ৩ ইহার পরে তিন পঙ্ক্তি তরুতে নাই
- ৪-৪ শুন, ২৯১ ; সুনলো ২, ২৯২
- ৫ প্রাণের, ২৯১
- ৬-১ বাদ, ২৯১, ২৯২, নী
- ৬-৬ তোষার আগে, ২৯১, ২৯২ ; তোষায়, নী
- ৭ বাদ, ২৯১, নী
- ১০-১০ ছলে সে, তরু ; সদা সহী, ২৯২
- ১১ মোরে, ২৯২
- ১২ মন, তরু, ২৯১
- ১৩ করি, ২৯১, ২৯২ ; হয়, ২৯৮
- ১৪-১৪ সতী সাথে দাঁড়াই, নী, তরু, ২৯১ (°পাতাই),
২৯৮
- ১৫ পুরল, ২৯১, ২৯৮
- ১৬-১৬ পাড়ার লোক, তরু ; ছার লোকে, ২৯২, ২৯৮
(°লোক)
- ১৭ নাহি, ২৯১
- ১৮ বলি, তরু, ২৯১, ২৯২ ; বলীয়া, ২৯৮
- ১৯-১৯ °দিয়ে, তরু, ২৯৮ (°দিএ) ; সহী সমাধিয়া, নী,
২৯১, ২৯২
- ২০ কহে, ২৯২
- ২১ দ্বিগুণ, ২৯১
- ২২-২২ জালা তার ষার অধিক, তরু ; °অধিক, ২৯২

টীকা

পঙ্—১-২ । তু°—

“যেন বেড়াঙ্গালে, সফরী সলিলে,
তেমতি আমার ঘর ।”

প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

৬-৭ । তু°—

“যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে, শাণ্ডী ননদী তারা ।
বলে শ্রাম লাগি, কান্দে কলঙ্কিনী, এমতি তাকার ধারা ।
হেন মনে করে, শুনি কুবচন, গরল ভঞ্ঝিা মরি ।”

প্রথম খণ্ড, ৩৯৬ সং পদ

৮-১১ । তু°—

“শুকজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া ।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবরে হিয়া ॥
পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখে বারে জল ।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল ॥”

নী—২৫২ সং পদ

ট্রিষ্টব্য:—নচ'র পাঠান্তরে এই পদটি ছইখানি পুথিতে
যজ্ঞনাথ দাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে ।

[৮৫৩]

: সিন্ধুড়া

সই, এত কি° সহে পরাণে ।
কি বোল বলিয়া গুল ননদিনী
শুনিলে° অাপন কানে ॥ ধ্রু ॥
পরেব কথায় এত কথা কহে°
ইহাতে কহিব কি ।
কানু-পরিবাদে ভুবন° ভরিল°
বৃথাই° জীমনে° জি ॥
কানুরে পাইত এ° সব° কহিত
তবে° বা সে বোল ভাল ।°
মিছা°° পরিবাদে বাদিনী হইয়া°°
জর জর প্রাণ হৈল ॥
কে আছে বুঝয়ে°° শ্রামেরে কহিয়ে°°
এ দুখে করিবে পার ।
চণ্ডীদাসে°° কহে°° ধৈর্য্য ধবি°° রহ
কে°° কিবা করিবে°° কার ।

নী—২৯২ ; তরু, ৮৬৭

১ এ, নী ২ শুনিলা, তরু
৩ কয়, ঐ (পাঠা°) ৪ জগত, ঐ

- ৫ ভুলিল, ভাসিল, ঐ
 ৬ বুধায়, নী ; কেমনে, তরু (পাঠা°)
 ৭ পরাণে, তরু
 ৮-৮ তবে যে, ঐ (পাঠা°)
 ৯-৯ °বোলে°, নী ; তবে ভালবাসে বোল, সে বোল
 আমার ভাল, তরু (পাঠা°)
 ১০-১০ মিছা বাদে পরিবাদিনী হইয়া, তরু (পাঠা°)
 ১১ বুঝাঞা, বুঝাইয়া, বুঝিয়া, ঐ
 ১২ কহিয়া, তরু
 ১৩-১৩ চণ্ডীদাস কহে, নী
 ১৪ করি, তরু
 ১৫-১৫ কে কোথা কি করে, তরু

স্বামী চায়াতে মারে বাড়ি ।°
 তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাস্ত্রী ।°
 ননদী° দেখয়ে চোখের° বালি ।
 শ্যাম-নাগর তোলাই° সদাই° পাড়ে গালি ॥
 এ দুখে পাঁজর°° হৈল কাল ।
 ভাবিয়া দেখিলু°° এবে মরণ সে ভাল ॥
 বিজ চণ্ডীদাসে°° পুনঃ কয় ।
 পরের বচনে কি আপন পর হয় ।

২৫০ ; তরু, ৮৬৮

দেখিলু, নী ২ নঠ°, তরু
 যুবতী, তরু ৪ বারি, নী
 স্বাশুড়ী, ঐ ৬ ননদিনী, ঐ
 চোখের, ঐ ৮ তোমায় ঐ
 বাদ, ঐ ১০ পাঁজল, ঐ
 দেখিলু, ঐ ১২ চণ্ডীদাস, ঐ

টীকা

পঙ্—২-৩। সখীর সাক্ষাতে ননদিনী আসিয়া রাখাকে তিরস্কার করিয়া গেল, এইভাবে পদটি রচিত হইয়াছে। অতএব এই পদটি যে ঐরূপ কোন আখ্যায়িকার সন্ধান দিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই জাতীয় কোন পালা চইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে।

দ্রষ্টব্য:—এই পদের পাদটীকায় তরুতে লিখিত আছে যে, পাঁচখানা পুথিতে এই পদের পরে “তাহারে বুঝাই সহ” ইত্যাদি পদের প্রথম চারি পঙ্ক্তিসম্মিষ্ট রহিয়াছে।

[৮৫৪]

ধানশী

তাদরে দেখিলু° নটচাঁদে।°
 সেই হৈতে উঠে মোর কানু-পরিবাদে ॥
 এতেক যুবতীগণ° আছয়ে গোকুলে ।
 কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥

টীকা

দ্রষ্টব্য:—পদটি তরুতে গুরুজনের প্রতি আক্ষেপোক্তি-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু নী-তে ইহা নায়ক-সংবোধনের পদরূপে ধৃত হইয়াছে।

পঙ্—১। তু°—“ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী” (কঃ কীঃ, ৩২১ পৃঃ)। ভাদ্রমাসের চতুর্থীর চন্দ্র (বাহাকে নষ্টচন্দ্র বলে) দেখিলে স্বকারণ কলঙ্কপবাদ ঘটনা থাকে (স্রমস্ককমণির উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)। রাখা বলিতেছেন যে, নষ্টচন্দ্র দেখাতে স্বকারণ তাঁহার কানু-কনক রটিয়াছে। তু°—“তে কারণে বাঁশী চুরি দোষদি জগরাথে”, ঐ।

৩-৫। তু°—

“গোকুল-নগরে, কেবা কিনা করে, তাহে কি নিবেধ রাখা ।
 সতী কুলবতী, সে সব যুবতী, হাম কলঙ্কিনী রাখা ।”

নী, ৩৬৫ সং পদ

৫। তু°—

নিজ পতির বচন যেমন শেলের বা ।
 তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে পা ॥

তরু, ৮১১ সং পদ

৬। তু°—“দারুণ শ্বাশুড়ী মোর জলন্ত আশুনি।”

ঐ, ৮১২ সং পদ

৭। তু°—

“এখন বাসয়ে, যেন কালকুটি, নয়নে আছয়ে মিশি।”

২৩৬ সং পদ

৮। তু°—

“শুনাইয়া মোকে, আর কাকে ডাকে,
আইস শ্রাম-সোহাগিনী।”

নী, ৩৩৩ সং পদ

১১-১২। এই দুই পঙ্ক্তির পাঠান্তরে তরুতে আছে—

কাহারে কহিব সেই মরমের কথা।

বলরামদাস বলে কি কৈল বিধাতা ॥

বলরামদাস-রচিত আক্ষেপামুরাগের অনেকগুলি পদ তরুতে উদ্ধৃত আছে। এই জাতীয় পদ ঠাঁহাধারাও রচিত হইতে পারে। অসমাক্ষর ছন্দেও তিনি পদ রচনা করিয়াছেন (তরু, ৮২২ সং পদ দ্রষ্টব্য)। পদে দ্বিজ ভণিতা রহিয়াছে, বড়ু হইতে ইহার পার্থক্য প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন পদের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ ভাব-সাদৃশ্য থাকিলেও, ঐক্লপ সাদৃশ্য যে অগ্ৰান্ত কবি-রচিত পদের সহিতও রহিয়াছে, তাহা উপরে টীকার প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অমুকরণ করা পরবর্তী যে কোন কবির পক্ষে অতি সহজ কাজ, এ জন্ত দ্বিজ স্থানে বড়ুকে টানিয়া আনিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। অতএব এই পদের রচয়িতা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

প্রেমের প্রতি আক্ষেপ

দ্রষ্টব্য:—পদকল্পতরুতে আক্ষেপামুরাগ-বিবৃতিতে আট প্রকারের আক্ষেপের উল্লেখ আছে, যথা—কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, নিজের প্রতি, সখীর প্রতি, দৃতীর

প্রতি, বিধাতার প্রতি, কনকর্ণের প্রতি এবং গুরুজনের প্রতি। ইহাতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ নাই, অথচ উক্ত গ্রন্থে “গুরুগণের প্রতি আক্ষেপ” পর্যায়ের পরে “প্রেমের প্রতি আক্ষেপ” নির্দেশে অনেকগুলি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে। উজ্জলনীলমণির শেষভাগে চতুঃষষ্টিরসবিসৃতিতে প্রেমবৈচিত্তোর প্রকারভেদে প্রেমের প্রতি আক্ষেপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরবর্তী বৈষ্ণবগণ প্রেমবৈচিত্ত্য এবং আক্ষেপামুরাগকে যে একই পর্যায়ের গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারও সন্ধান মিলিতেছে।

পদকল্পতরুতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপ পর্যায়ের ৮৭০ হইতে ৮৯৮ সংখ্যক যে ২৯টি পদ সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনটি মাত্র পদ জ্ঞানদাসের, অবশিষ্ট ২৬টি পদই চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায়। পরবর্তী অংশেও চণ্ডীদাস-ভণিতার পদ রহিয়াছে। এই সকল পদ এই অধ্যায়ের প্রথমভাগেই স্থাপিত হইল।

[৮৫৭]

: পটমঞ্জরী

সই° কি বুকে° দারুণ ব্যথা।°

সে দেশে যাইব যথা° না শুনিব°
পাপ-পীরিতের° কথা ॥ ধ্রু ॥°

সই,° কে বলে পীরিতি ভাল।°

হাসিতে° হাসিতে° পীরিতি করিমু°°
কাঁদিতে জনম গেল ॥

কুলবতী হৈয়ে°° কুলে°° দাঁড়াইয়ে°°

যে ধনী°° পীরিতি করে।

তুষের°° অনল°° যেন সাজানিয়া°°
এমতি°° পুড়িয়া মরে ॥

হাম^১ অভাগিনী^২ এ^৩ দুখে দুখিনী^৪

প্রেমে ছল ছল আঁখি ।

চণ্ডীদাস^২ বলে^২ এমতি^২ হইলে^২

পরান^২ সংশয় দেখি ॥

নী—৩০২ ; তরু, ৮৭০ ; বিপু, ২৮২, ২২১, ২২২, ২২৭, ২২৮, ২৩২৪ ইত্যাদি

^১ বধা রাগ, ২২৮ ; বাদ ২২২, ২৮২, ২২১, ২২৭ ;

ধানসী, ২২২ ; রাগ ধানসি ২৩২৪

^২ বাদ, তরু, নী, ২২৮, ২২২, ২৩২৪

^৩ বৃকে হইল, ২৩২৪

^৪ বেধা, তরু, ২২৮, ২৮২, ২২১, ২২২ ; ব্রধা, ২৩২৪ ; কথা ২২৭

^৫ যে দেশে না শুনি, নী, তরু ; জে দেশে^৫, ২২৮, ২২৭ ; বেধা^৫, ২২১ ; জে দেশে না সুনিব, ২২২

^৬ পিরিত্তির, ২২৮, ২২১, ২৩২৪

^৭ বাদ, নী, ২৮২, ২২১, ২২২, ২৩২৪

^৮ পিরিত্তি বলিয়া, এ তিন আখের, কে বলে পিরিত্তি ভাল, ২৮২, ২২২, ২৩২৪, ২২৭ (°তিনটি আখর °)

^৯ শ্যাম বন্ধু সনে, ২২৭

^{১০} করিলু^{১০} ২২৮, ২২১ ; করিয়া, তরু, নী, ২৮২, ২২২, ২৩২৪ ; করিয়া, ২২৭

^{১১} হইয়া, তরু, ২২২ ; হইঞা ২২৮ ; হয়া, ২৩২৪, ২২৭ ; হআ, ২৮২ ; হঞা, ২২১

^{১২} কুলেত, ২২৮ ; কুলেতে, ২২১ ; কুল, ২২২, ২৩২৪

^{১৩} তাড়াইঞা, ২২৮ ; দাড়াইয়া, ২৮২, ২২৭ ; থাকিয়া ২২১ ; দাড়াইয়া, তরু ; তেগিয়া, ২২২ ; তিয়ারিয়া, ২৩২৪

^{১৪} জন, ২২৮, ২৩২৪ ; জনা ২২২, ২৮২

^{১৫} ভুবেতে, ২২২

^{১৬} আনল, তরু, ২২৮, ২২২, ২৮২, ২২১, ২২৭ ; আশুন, ২৩২৪

^{১৭} না জানিঞা, ২২৮ ; ভেজাইয়া, ২২২, ২৮২, ২২২

^{১৮} ভেমতি, ২৩২৪, ২২৭, ২২২, ২৮২, ২২২ ; সদাই, ২২১

^{১৯} রাই. বিনোদিনী, ২২১, ২২২, ২৩২৪

^{২০} ও দুঃখ^{২০}, ২২৮ ; দুঃখের দুখিনী, ২২২ ; জনম দুখিনি, ২৮২ ; জেমন^{২০}, ২৩২৪ ; উ দুঃখ^{২০}, ২২৭

^{২১} চণ্ডীদাসে, ২২১, ২২২, ২২৭

^{২২} কহে, নী, তরু, ২২১, ২২৭

^{২৩} যে গতি হইল, তরু, ২২২ ; যে মতি হইল, নী ; জে গতি হইব, ২২১ ; কাহুর পিরিত্তি, ২৮২, ২৩২৪ ; শ্যামের পিরিত্তি, ২২২ ; বন্ধুর পিরিত্তি, ২২৭

^{২৪} জিবন, ২৮২, ২২২, ২৩২৪, ২২৭

[৮৫৬]

: শ্রী

পীরিত্তি-মুরতি কভু না হোরিব

এ ছুটি নয়ান^৬-কোণে ।

পীরিত্তি বলিয়া নাম শুনাইতে^৬

মুদিয়া রহিব কাণে ॥

সখি, আর কি বলিব তোরে ।^৬

পীরিত্তি বলিয়া এ তিন^৬ আখর

এত দুখ দিল মোরে ॥^৬

পীরিত্তি^৬-আরতি কভু না করিব^৬

শয়নে^৬ স্পনে^৬ মনে ।

পীরিত্তি-নগরে^৬ বসতি তাজিয়া

রাহিব গহন বনে ॥

পীরিত্তি-পবন পরশ লাগিয়া

তেজিব নিকুঞ্জবাস ।

পীরিত্তি-বেয়াধি চাড়িলে^৬না ছাড়ে

ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥

নী—৩০৬ ; তরু, ৮৭১ ; বিপু, ২২২, ২২৩, ইত্যাদি

^১ বাদ, সকল পুঁধি

^২ নয়নের, ২২২ ; নয়ানের, ২২৩

- ° স্তনাইতে, নী ° তোখে, ২২২, ২২৩
 °-° দাকৃণ, ২২২, ২২৩ ° যোকে, ঐ
 ১-১ পিরিত্তি মুকুতি কছু না স্মরিব, ঐ
 ৮-৮ শয়ন স্বপন, তরু, ২২২, ২২৩
 ° নগরের, নী

[৮৫৭]

: শ্রী:

পীরিত-রসের° সাযর° দেখিয়া
 নাহিতে° নামিলু° তায় ।
 নাহিয়া° উঠিয়া° ফিরিয়া° চাহিতে°
 লাগিল দুখের বায় ॥
 সেই,°° কেবা নিরমিল°° প্রেম-সরোবর
 সুধাময়°° তার জল ।
 দুখের মকর°° ফিরে°° নিরন্তর°°
 প্রাণ করে টলমল ॥°° ধ্রু ॥
 গুরুজন°°-জ্বালা°° জলের°° শিহলা°°
 পড়সী-জিয়ল°° মাছে ।
 কুলপানীফল কাঁটাতে°° সকল
 সলিল ঢাকিয়া°° আছে ॥
 কলঙ্ক-পানায়°° সদা লাগে গায়
 ছানিয়া খাইলু°° যদি ।
 অশুর°° বাহিরে কুটু কুটু করে
 সুখে দুখ দিল বিধি ।
 চণ্ডীদাসে°° কহে°° শুন°° বিনোদিনী°°
 সুখ দুখ দুটিভাই ।
 সুখের লাগিয়া যে°° করে পীরিত্তি
 দুখ যায়°° তার ঠাই ॥°°

- নী—৩৮৭; তরু, ৮৭২; বিপু, ২৮২ ২২১, ২২২,
 ২২৩, ২২৮, ৩২৭ ইত্যাদি
 ১° সকল পুধি
 ২° সুখের, তরু, ২৮২, ২২১, ৩২৭
 ৩° সাগর, নী, ২২৮; সাএর, ৩২৭
 ৪° নাহিতে, ২২২, ২২৩, ৩২৭
 ৫° নামিলাম, নী, তরু, ২২২; ডুবিলু, ২২৮, ৩২৭;
 ডুবিলোঙ, ৩২২
 ৬° ডুবিঞা, ২২৮
 ৭° উঠিতে, ২২২, ২২৮, ৩২৭, ৩২২
 ৮° ফিরিঞা, ২৮২ ° চাহিঞা ২২৮
 ১০° বাদ, নী, তরু, ২৮২, ২২৮, ৩২৮, ৩২২
 ১১° সিরঙ্গালে ২৮২; সিরঞ্জীল, ৩২৭, ৩২২
 ১২° নিরমল; ২৮২, তরু; শুকমল, ৩২৭; সুখময়,
 ২২২, ২২৩, ৩২২
 ১৩° মগর, ২৮২, ২২৮, ২২২, ৩২২
 ১৪-১৪° ভাসে°, ২২৮; দেখিয়া সকল, ৩২৭
 ১৫° টলবল, ২৮২, ২২১, ৩২৭, ৩২২
 ১৬-১৬° ননদি°, ২৮২; ঘরে গুরুজন, ৩২৭
 ১৭° পানিয়, ২২২, ২২৩, ২২৮, ৩২৭
 ১৮° সেহলা, নী, ২৮২; শিহালা, তরু; সিয়লা ২২৮;
 সিউলি, ৩২৭; সেহালা, ৩২২
 ১৯° জিউল, নী
 ২০° কাঁটায়, তরু, ২২২, ৩২৭, ২২৩, ২২৮; কাটায়ে,
 ২২২; কাটাঞা, ২৮২, ৩২২
 ২১° বেড়িয়া, তরু; ঘেরিয়া, ২৮২; বাঁপিয়া, ২২১
 ২২° পানা, ২৮২, ২২৮, ৩২৭, ৩২২; পানা তায়, ২২১
 ২৩° খাইল, নী
 ২৪° অশুর, নী, ২৮২, ২২৮; ভিতরে, ৩২২
 ২৫-২৫° কহে চণ্ডীদাস, নী, তরু; °বলে ২২১
 ২৬-২৬° সুনল সুনরি, ২২২, ২২৩, ২২৮ (সুনগো°), ২২১
 (সুনহ°)
 ২৭-২৭° তার ঠাই ঠাই, নী

[৮৫৮]

সুহিনীঃ

“শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর ।

কি জাতি মুরতি কান্নুর পীরিতি
কোথায় তাহার ঘর ॥

চলে কি বাহনে টিকে কেহ্ন স্থানে
সৈন্তগণ কেবা সঙ্গে ।

কোন্ অস্ত্র ধরে পারাপার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥

পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা ।

নয়নে শ্রবণে বচনে ত্যজিব
সোঙারি তাহার পা ॥”

সখী কহে সার— “দেখি নিরাকারঃ
স্বরূপ কহিবে কে ।

অনুরাগ-ছুরি বৈসে মনোপরিঃ
জাতির বাহিরে সে ॥

মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গী ।

সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পীরিতি অদ্ভুত রঙ্গী ॥

কহে চণ্ডীদাসেঃ বাসুদেব-আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ ।

পীরিতি-নগরে বসতি করেচঃ
পরেচঃ পীরিতি-বাস ॥

নী—৩০২ ; তরু, ৮৭৩

১ বাদ, নী ২ কোথাই, তরু

৩ পারাবার, তরু (পাঠা°)

৪ নৈরাকার, তরু

৫ মানপরি, ঐ (পাঠা°)

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ৬ বাহির, নী | ৭ সঙ্গে, তরু (পাঠা°) |
| ৮ ছাড়িয়া, তরু | ৮ রঙ্গে, ঐ (পাঠা°) |
| ৯ চণ্ডীদাস, নী | ৯ কয়াছ, তরু |
| ১০ পর্যাছ, তরু | |

[৮৫৯]

সুহিনীঃ

পীরিতি বলিয়াঃ এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে ।

মধুর বলিয়াঃ ছানিয়াঃ খাইলুঃ
তিতায়ঃ তিতিলঃ দে ॥

সই, এ কথা কহিব করে ॥

হিয়ার ভিতরেঃ বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে ॥ ১° প্রু ॥ ১°

পিয়ারঃ পীরিতি বিষমঃ আরতি
আরন্তঃ অবধিঃ শেষ ।

পুনঃ নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥

প্রকটঃ পীরিতি আরতি বাঢ়ালুঃ
মিরিতিঃ সাধিলুঃ কাজে ।

লোক-চরচায়ঃ কলঃ রক্ষা দায়ঃ
জগত ভরিল লাঞ্জে ॥

হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলু ॥ ২°

ভাবিতেঃ ভাবিতেঃ তনু জর জর
বাউলীঃ হইয়া গেলু ॥ ২°

এমনঃ পীরিতিঃ না জানি এঃ রীতিঃ
পরিণামে কিবা হয় ।

পীরিতি পরমঃ সুখঃ দুঃখময়ঃ
চণ্ডীদাসেঃ ইহাঃ কয় ॥

নী—৩৩৪ ; তরু, ৮৭৪ ; বিপু, ২৮৯, ২৯১-৩ ; ৩৪৩৬,
ইত্যাদি

- ১ বাদ, সকল পুধি
২, ৩ বলিয়ে, ৩৪৩৬ ৪ ছানিয়ে, ঐ
৫ খাইয়, নী, ২৯২, ২৯৩ ; খাইতে, ৩৪৩৬
৬ বিযেতে, ২৯২, ২৯৩
৭ আরিল, ২৯২, ২৯৩ ; উরিল, ২৮৯
৮-৮ কহিল নহে, তরু ; কহন নয়, ৩৪৩৬ ; কহিলে
নয়, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ ; কহিল নহে, ২৯১
৯ ভিতর, নী, তরু
১০ কহে, তরু, ২৯১ ; হয়, ৩৪৩৬, ২৮৯ ; কয়, ২৯২,
২৯৩
১১ বাদ, নী, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১
১২ পীয়াক, ৩৪৩৬ ; পিআক, ২৯১
১৩ প্রথম, নী, তরু, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৯১
১৪-১৪ তাহার নাহিক, নী, তরু ; অতুল°, ৩৪৩৬ ;
আবাল°, ২৯৩ ; অতুল অবোধ, ২৮৯ ; আতুল°, ২৯১
১৫ এবে, ৩৪৩৬
১৬ কপট, নী, তরু, ৩৪৩৬, ২৮৯, ২৯১
১৭ বাঢ়াঞা, তরু ; বাজায়ে, ৩৪৩৬ ; বাড়ায়ে, নী ;
বাজায়, ২৮৯
১৮-১৮ মরণ অধিক, নী ; সাধিল আশন, ৩৪৩৬ ; পিরিতি
সাধিল, ২৮৯
১৯ চরচায়ে, তরু ; চরাচর, ৩৪৩৬ ; চরচা, ২৯২,
২৯৩ ; চরচাতে, ২৮৯ ; চরচার, ২৯১
২০-২০ কুলের খাঁখার, তরু, ৩৪৩৬, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯,
২৯১
২১ মনু, নী, ৩৪৩৬
২২ কহিতে কহিতে, নী, তরু, ২৮৯
২৩ পাগলী, নী, তরু, ২৯১ ; কালি, ৩৪৩৬
২৪ গেহু, নী, ৩৪৩৬, ২৯২
২৫-২৫ এমতি°, তরু ; পীরিতি এমতি, ৩৪৩৬, ২৯২ ২৮৯,
২৯১
২৬-২৬ কি°, ২৯২, ২৯৩ ; আরতি, ২৮৯
২৭ পরাণে, ৩৪৩৬ ; পরাণ, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯, ২৯১

২৮-২৮ দুখময় হয়, নী ; হয় দুখময়, তরু ; কহে সুখ সুখ,
৩৪৩৬ ; হয় দুখ সুখ, ২৮৯ ; হয় দুঃখ সুখময়, ২৯১
২৯-২৯ দ্বিজ চণ্ডীদাসে, নী, তরু, ২৮৯, ২৯১-৩

[৮৬০]

শ্রী

পীরিতি পীরিতি পীরিতি মূর্তি
হৃদয়ে লাগয়ে° সে ।°
পরাণ ছাড়িলে° পীরিতি না ছাড়ে°
পীরিতি গঢ়ল° কে ॥°
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না° জানি আছিল কোথা° ।
পীরিতি-কণ্টক হৃদয়ে° ফুটিল°°
পরাণ-পুতল যথা ।
পীরিতি পীরিতি পীরিতি আনল°°
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল ।
পীরিতি°° আনল নিভাইলে°° নহে°°
হৃদয়ে°° রহিল°° শেল ॥
চণ্ডীদাস°° বাণী°° শুন বিনোদিনী
পীরিতের°° না কও কথা ।°°
পীরিতি লাগিয়া |পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলয়ে°° তথা°° ॥°°

নী—৩৭৭ ; তরু, ৮৭৫ ; বিপু ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৮

১ বধারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩

২ কিরীতি, নী, তরু

৩ লাগল, তরু, ২৯৮ ; লাগিল, নী

৪ জে, ২৮৯ ; সেল, ২৯৮

৫ ছাড়িয়া পিরিতি কেমনে, ২৮৯

- * গড়ল, নী, ২৯৩; গড়িল, ২৯৮, ২৮৯
 ১ কেহ, ২৯৮; সে, ২৮৯
 ৮-৮ শ্রবণে স্থানিল কোথা, ২৯২, ২৯৩; শ্রবণে
 গুনিভাঙ কথা, ২৯৮, ২৮৯ (°স্থানিলাষ°)
 ২ হিয়ায়, তরু, ২৮৯
 ১০ ফুটল, তরু, ২৯২, ২৯৩
 ১১ অনল, তরু ১২ বিষম, তরু
 ১৩-১৩ নিভালে না নিভায়, নী, ২৯২, ২৮৯; নিভাইলে
 না নিভায়, ২৯৩; নিভাইল নহে, তরু; নিভাইতে না
 নিভায়, ২৯৮
 ১৪ হিয়ায়, তরু ১৫ রহল, ২৯৮, ২৮৯
 ১৬ চণ্ডীদাসের, নী, ২৯২, ২৯৩
 ১৭ বলে, ২৮৯
 ১৮-১৮ পিরিতি না কহে কথা, তরু, ২৯২, ২৮৯, ২৯৩
 ১৯-১৯ রহিবে কোথা, নী, ২৯২, ২৯৩, ২৮৯ (ধাকএ°)
 ২০ এই চারি পঙ্ক্তি ২৯৮ পুথিতে নাই

- অমিয়া হইত স্বাদ°° যে লাগিত°°
 হইল°° গরল ফলে।
 কামুর পীরিতি শেষে°° হেন°° রীতি
 জানিলু°° পুণ্যের বলে ॥
 যত মনে ছিল সকলি°° পুরিল
 আর°° না চাহিব°° লেহা।°°
 চণ্ডীদাস ভণে°° পরশন°° বিনে
 কেমনে ধরিবে°° দেহা ॥

নী—৩৫°; তরু, ৮৭৬; বিপু, ২৮৭, ২৯৮

১ শ্রীরাগ, তরু; বাদ, ২৮৭, ২৯৮

২ আনিমু, নী

৩ করিব, ২৮৭, ২৯৮

৪ সে, ঐ

৫ হইব, ঐ

৬ সাধিল, নী; সাধিব, ২৮৭, ২৯৮

৭-৭ মনের কাজ, ২৮৭, ২৯৮; মরম°, তরু

৮-৮ প্রেমের গাছ কেনে বা হইল, ২৮৭; প্রেমের
 গাছ কেবা বনাইল, ২৯৮

৯ সৈঁচিতে, ২৮৭

১০ বাদ, নী

১১ করিব, ২৮৭, ২৯৮

১২ শুনিমু, নী

১৩-১৩ খাইমু°, নী; খাইতে লাগিল মুখে, ২৮৭; খাইতে
 লাগিল মুখে, ২৯৮

১৪-১৪ স্বাহ লাগিত, নী, তরু; স্বাহ লাগিতে, ২৯৮

১৫ উপজিল, ২৮৭; উপজল, ২৯৮

১৬-১৬ এমন যে, ২৮৭; এমনতি জে, ২৯৮

১৭ জানিমু, নী

১৮ সকল, ২৮৭, ২৯৮

১৯-১৯ না চাব ও স্থা, ২৮৭; না ছারে ও কথা, ২৯৮

২০ নেহা, তরু

২১ কহে, নী, তরু

২২ সে পরস, ২৮৭

২৩ রহিবে, ২৮৭, ২৯৮

[৮৬১]

শ্রী°

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া

আনিল°° প্রেমের বীজ।

রোপণ করিতে°° গাছ যে°° হইল°°

সাধল°° মরণ°° নিজ ॥°°

সই, প্রেম°°-তরু কেন হৈল।°°

হাম অভাগিনী দিবস রজনী

সিঁচিতে°° জনম গেল ॥ ধ্রু°°

পীরিতি করিয়া°° সুখ যে পাইব

শুনিমু°° সখীর মুখে।

অমিয়া বলিয়া গয়ল কিনিয়া

খাইলু°° আপন মুখে ॥°°

[৮৬২]

: শ্রী:

কামুর পীরিতি চন্দনের রীতি

বসিতে সৌরভময় ।^২যাসিয়া আনিয়া^৩ হিয়ায়^৪ লইতে^৫দ্বিগুণ^৬ জ্বালা যে^৬ হয় ॥সই, কে বলে পীরিতি হীরা ।^৩সোনায়^৭ জড়িয়া^৮ হিয়ায়^৯ করিতেদুখ সে^{১০} লাগিল^{১০} ফিরা ॥পরশ-পাথর হয়^{১১} যে^{১১} শীতলবলে^{১২} যে^{১২} সকল লোকে ।আমি^{১৩} অভাগিনী পীরিতি^{১৩} না জানি^{১৩}এতেক^{১৪} পাইলু^{১৪} শোকে ॥^{১৪}

সব কুলবতী করয়ে পীরিতি

এমতি^{১৫} না হয়^{১৫} তারে ।^{১৫}এ পাড়া^{১৬}-পড়সী ডাকিনী^{১৬}-সদৃশী^{১৬}সকলি^{১৭} দোষয়ে মোরে ॥^{১৭}গৃহের গৃহিণী সঙ্গে^{১৮} ননদিনীবলয়ে^{১৯} বচন যত ।

কহিলে কি যায় কি করি উপায়

পরানে^{২০} সহিবে কত ॥^{২০}নানুরের^{২১} মাঠে গ্রামের নিকটে^{২১}

বাশুলী আছয়ে যথা ।

তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে

সুখ যে পাইবে কোথা ॥

নী—৩৪২ ; তরু, ৮৭৭ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

^১ বাদ, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮^২ সৌরভ কয়, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮^৩ আনিল, ঐ ^{৪-৫} হিয়াতে যে দিল, ঐ^{৬-৭} দহন বিগুণ, নী, তরু^৮ হিরা, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮^৯ সোনাতে, ঐ ^{১০} জড়িতে, ঐ^{১১} হিয়াতে, ২৮৭, ২৯২^{১২-১৩} উপজিল, তরু ; লাগিল, ২৮৭ ; যে লাগিল, ২৯৮^{১৪-১৫} বড়ই, তরু^{১৬-১৭} কহয়ে, তরু ; বলয়ে, নী ; বোলএ, ২৯৮^{১৮} মুই, তরু ; নী (পাঠান্তর)^{১৯-২০} লাগিল আশুনি, তরু^{২১-২২} কতেক পাইলু, নী ; পাইলু এতেক, তরু ; কতেক পাইল, ২৯৮^{২৩} দুখে, তরু ও নী (পাঠান্তর)^{২৪} এমত, তরু ^{২৫} হয়ে, ২৮৭, ২৯২^{২৬} কারে, তরু^{২৭} পাপ, নী ; পাট, ২৮৭ ; পাষ, ২৯৮^{২৮-২৯} ডাহিনী^{৩০}, তরু ; সকল ডাহিনী, নী ; জতেক ডাহিনী, ২৮৭ ; সকল ডাহিস, ২৯৮ ; সম্ভে বলে ছসি, ২৯২ ।^{৩০-৩১} এমত না যায় তারে, তরু, নী (পাঠান্তর), কলঙ্ক বলয়ে মোরে, ২৯২ ।^{৩২} আর, তরু^{৩৩} বোলয়ে, তরু ; বোলত, ২৮৭ ; বোলএ, ২৯২, ২৯৮ ^{৩৪} পরাগ, নী^{৩৫} ছই পঙ্ক্তি ২৯৮ পুথিতে নাই^{৩৬-৩৭} নানুরের মাঠে, সে প্রেমের হাটে, ২৮৭ ; নানুরের হাটে, গ্রামের মাঠে, ২৯২ ; নানোরের মাঠে, গ্রামের হাটে, ২৯৮, তরু (নানুরের) ; হাটে, নী (পাঠান্তর)

টীকা

পঙ্—১-৪ । বিরহাবস্থায় এইরূপ অনুভূতি জন্মে, ইহা কবিপ্রসিদ্ধি । তু—“নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমশু-বিন্দতি খেদমধীরম্” (গীতগোবিন্দ, ৪২) ।

এবং ইহারই অনুকরণে বড়ু চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

“সরস চন্দন-পঙ্কে ।

আল, দেহে বিষম শঙ্কে ।

দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥”

কৃঃ কী, ৩৭৮ পৃঃ

৮-১১। তু°—

“শীতল বলিয়া যদি পাষণ করি কোলে।

পীরিতি অনল-তাপে পাষণ যে গলে ॥”

নী—৩৬৩ সং পদ

১২-১৫। তু°—

“এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকূলে।

কলঙ্ক কেবল লেখা য়োর সে কপালে ॥”

নী—২৫০ সং পদ

এবং—

“গোকুল-নগরে কেবা কিনা করে

তাহে কি নিষেধ-বাধা।

সতী কুলবতী সে সব যুবতী

হাম কলঙ্কিনী রাখা ॥”

নী—৩৬৫ সং পদ

১৬-১৯। তু°—

“তার আগে কুকথা কর দারুণ শাণ্ডড়ী।”

নী—২৫০ সং পদ

এবং—

“গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জন,

কত না সহিব প্রাণে।”

নী—৩১৬ সং পদ

২০-২৩। চণ্ডীদাসের অত্রাণ পদের সহিত এই পদের ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। অতএব এই পদটির অন্তঃসাধারণ বিশেষত্ব কিছুই নাই। কেবলমাত্র বাণ্ডলী ও নাম্নুরের উল্লেখ করা এই ভণিতাটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বড় চণ্ডীদাস কোথাও বাণ্ডলীর আবাসস্থানের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু এই পদে নাম্নুরের হাতে মাঠে প্রভৃতির নির্দেশ রহিয়াছে, আবার ছাতনাতে এক বাণ্ডলীর আন্তানা গড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব এই নির্দেশের মূল্য কি, তাহা বুঝা যার না রাগান্বিক পদেও গ্রাম্যদেবী বাণ্ডলীর উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে বাণ্ডলী বলিতেছেন—

“হালিয়ে বাণ্ডলী কর, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।

সে গ্রামে দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,

জিজ্ঞাস সে যতনে তাহারে ॥”

নী—৭৬৮ সং পদ

এই বাণ্ডলী নাম্নুরের দেবী নহেন, তিনি রসিক-নগরে বাস করেন। রাগান্বিক পদে এই দার্শনিক ব্যাখ্যার সার্থকতা রহিয়াছে, কিন্তু এই পদে বাণ্ডলী দেবী নাম্নুরের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার ছাতনাতেও গ্রাম্যের নিকটে বাণ্ডলীর মন্দির প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অতএব কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের মনে হয় শেষ শব্দটি “কোথা” না হইয়া “তথা” হইলে অর্থগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। পদটিতে সহজ-সাধনার প্রভাব পড়িয়াছে।

[৮৬৩]

:শ্রী:

আপনা খাইলু° সোনা কিনি[তে]° দিলু°

ভূষণে ভূষিব ° দেহ।

সোনা সে ° নহিল পিতল হইল

এমতি কামুর লেহ। °

সই, মদন °-সোনার না চিনে সোনা। °

সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া °

গড়ি ° দিল যে গহনা ॥ ধ্রু ॥

পীরিতি°° ভাঙ্গিতে°° বলকে°° দেখিতে°°

হাসয়ে সকল লোকে।

ধন সব°° গেল কাজ না°° হইল°°

শেল যে°° লাগিল°° বুকে ॥

যেমতি°° যে মতি°° তেমতি°° সে গতি°°

ভাবিয়া দেখিলু°° চিত্তে।

খেলের কথায়°° পাথারে সঁতারি°°

উঠিতে নারিলু°° ভিত্তে ॥

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি মানে^{২২}
 না পুরেয়ে^{২৩} সব^{২৪} সাধ^{২৫} ।
 খাইতে^{২৬} নাই^{২৭} ঘরে সাধ বহু করে
 বিধি^{২৮} করে^{২৯} অনুবাদ ॥
 চণ্ডীদাসে কয়^{৩০} বাণুলী-কুপায়^{৩১}
 আর নিবেদিব কায় ।
 তবু^{৩২} ত পীরিতি নাহি^{৩৩} পায়^{৩৪} যদি
 পরাণে মরিয়া যায় ॥

নী—৩৪১ ; তরু, ৮৭৮ ; বিপু, ২২২, ২২৮

১ যথারাগ, ২২৮

২ খাইলু, নী ; খাইলু, ২২৮

৩-৩ যে কিনিলু, তরু ; যে কিনিলু, নী ; কিনি দিলু,

২২৮

৪ ভূষিত, ২২৮

৫ যে, তরু, নী

৬ নেহ, তরু (পাঠান্তর)

৭-১ মদন-সোনারে না চিনে সোনা, তরু, নী ; °নাহে°,

২২৮ ; °না চিনা°, ২২২

৮ ঝালিয়া, ২২২, ২২৮

৯ আনি, ২২২, ২২৮

১০-১০ প্রতি অকুলিতে, তরু ; পিরিতি অঙ্গেতে, ২২৮ ;
 পরিতে অঙ্গেতে, নী

১১ ঝালক, ২২৮

১২ সহিতে, ২২২, ২২৮

১৩ যে, নী, ২২৮ ; সে, তরু

১৪-১৪ না হৈল, ২২৮

১৫-১৫ রহি গেল, তরু, নী

১৬-১৬ যেন মোর°, তরু ; যেমত°, নী, ২২৮

১৭-১৭ তেমতি এ°, তরু ; তেমতি গতি, নী, ২২৮

১৮ দেখিলু, নী ; দেখিলু, ২২৮, ২২২

১৯ কথা যে, ২২৮

২০ ভাষায়, ২২২ ; সাতারে, ২২৮

২১ নারিলু, নী ; নারিলু, ২২২, ২২৮

২২ জানে, তরু, নী

২৩-৩ পুরে এ সব, নী, ২২৮

২৪ ইহার পর ৪ পঙ্কতি ২২২ পৃথিতে নাই

২৫ খাশে, ২২৮

২৬ নাহি, তরু, ২২৮

২৭ বিহি, তরু

২৮ কে কার, ২২৮

২৯ কহে, তরু

৩০ কুপারে, তরু

৩১ তরু, তরু, ২২২

৩২-৩২ না পাইলে, ২২২, ২২৮

টীকা

পঙ—১-৪। সোনা কিনিতে পিতল কেনা হইয়াছে, কারণ—“হুজন দেখিয়া, পীরিতি করিলু, পরিণামে এত জালা” (৩২৫ সং পদ)।

৫-৭। সোনার—স্বর্ণকার। মদনকে দিয়া সোনা কিনাইয়াছি, কারণ—“হুজকের মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ” ছিল, “অব সোই বিরাগে প্রেমক ঐছন রীতি” দেখিয়া বুঝিতেছি যে, স্বর্ণকার মদন সোনা না চিনিয়া পিতল আনিয়া গহনা গড়াইয়া দিয়াছে।

৮-২১। এখন পীরিতি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিলু লোকে টিটকারী দেয়। আমি সর্বস্ব হারাইয়াছি, অথচ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ইহা আমার মর্শাস্তিক যাতনার কারণ হইয়াছে।

১২-১৫। এখন বুঝিয়াছি যে, আমার মনোবৃত্তির অনুরূপ ফলই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। খলের কথায় বিশ্বাস করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া আর কূলে উঠিতে পারিলাম না।

দ্রষ্টব্য :—বাণুলীর উল্লেখ করা ভণিতা সন্দেহজনক ; ২২২ পৃথিতে নাই।

[৮৬৪]

: শ্রী

কাশুর পীরিতি

মরণের সাধি

বুঝিলু এতক দিনে।

মরিলে ছাড়িবে

সঙ্গে কি বাইবে

কহ না ইহার বিধানে ॥

সই, জীয়ন্তে এমন জ্বালা ।
 জাতি কুল নীল সকলি ছাড়িল*
 তবুত^১ না ছাড়ে কালা ॥ ফ্র ॥^২
 শয়নে স্বপনে না করিয়ে^৩ মনে
 ধরম গণিয়া থাকি ।
 আসিয়া মদন দেয় কদর্থন^৪
 অস্তুরে জ্বালায়ে^৫ উকি ॥
 সরোবর মাঝে মীন যেন^৬ থাকে^৭
 উঠে তপন^৮ দেখিবারে ।
 ধীবর^৯ যে কাল^{১০} হাতে^{১১} লয়ে^{১২} জাল
 তুরিতে^{১৩} ঝাঁপয়ে তারে ॥^{১৪}
 কামুর পীরতি শমন^{১৫} মুরতি^{১৬}
 যাহার হিয়ায়^{১৭} থাকে ।
 খলের গরলে^{১৮} জারে^{১৯} সেই জনে^{২০}
 কলঙ্কী^{২১} বলয়ে লোকে ॥^{২২}
 চণ্ডীদাস^{২৩}-মন বাশুলী-চরণ
 উপদেশ^{২৪} রজক^{২৫}-নারী ।
 সহিতে সহিতে^{২৬} কিছু না ভাবিবে
 রহিবে^{২৭} একান্ত করি ॥

১ কদর্থন, তরু (পাঠা)
 ২ জলয়ে, ঐ ; উঠয়ে, নী
 ৩-১৩ যে থাকয়ে, তরু ; জে থাকে, ২২২
 ৪ আনল, ২২২ ; অগ্নি, নী, তরু
 ৫-১৫ ধীবর কাল, তরু ; বিধী বড় কাল, ২২৮
 ৬ তাহে, তরু (পাঠা)
 ৭ লই, তরু ; লয়া, ২২২ ; লঞা, ২২৮
 ৮ তোরায়ে, ২২২ ; আড়িঞা, ২২৮
 ৯ ভীরে, নী ; তাকে, ২২৮
 ১০-২০ কালের বসতি, তরু, নী, ২২৮
 ২১ হৃদয়ে, ২২২, ২২৮
 ২২ ষলনে, তরু ; বচনে, নী (পাঠাস্তর)
 ২৩-২৩ জারিল সকলে, নী, ২২২, ২২৮ ; যারে সেই
 জানে, তরু (পাঠা)
 ২৪-২৪ কলঙ্ক ঘোষরে লোকে, তরু, নী (পাঠাস্তর)
 ২৫ চণ্ডীদাসের, নী
 ২৬ আদেশে, তরু, নী (পাঠাস্তর)
 ২৭ রজকী, নী ; রযক, রজুক, তরু (পাঠা) ; রহক,
 নী (পাঠাস্তর)
 ২৮ সহিবে, নী, তরু, ২২২, ২২৮
 ২৯ কহিবে, নী ; বলিবে, নী (পাঠাস্তর)

নী—৩৪৩ ; তরু, ৮৭৯ ; বিপু, ২২২, ২২৮

- ১ বাদ, ২২২, ২২৮
 ২ মরমে বেয়াধি, তরু, নী (পাঠাস্তর)
 ৩ হইল, তরু ; পাইল, নী (পাঠাস্তর)
 ৪ নাহি, ২২৮ ৫ বাদ, ২২২
 ৬ এই ছই পঙ্ক্তির স্থলে “তরুতে” আছে—“মৈলে

কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে, কিনা করিব বিধানে ।”
 পাঠাস্তর—“না যাইবে” স্থলে “নাহি যাইবে” ; “কিনা
 করিব” স্থলে “না করিব কি ” ; “মৈলে” হইতে “যাইবে”
 পর্যাস্ত, নী (পাঠাস্তর)

- ৭ ডুবিল, তরু, নী, ২২২
 ৮ ছাড়িলে, তরু, নী ; ছাড়িতে, ২২২
 ৯ বাদ, নী ১০ করিয়া, নী

টীকা

পঙ্—৬-৭। তু°—

“জনম হৈতে কুল গেল, ধরম গেল দূরে ।
 নিশিদিন যোর মন কাহ্ন লাগি বুঝে ॥”

নী—৩৬১ সং পদ

৮—১১। তু°—

“নিবেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার ।” ঐ

১২-১৫। তু°—

“যেন বেড়াঙ্কালে সফরী সলিলে
 তেমতি আশার ঘর ।”

প্রঃ খঃ, ১০৯ সং পদ

অথবা—

“আঁধুরা পুকুরে যে মীন থাকরে
বাঁপয়ে ধীর জালে।”

নী—২৬৯ সং পদ

দ্রষ্টব্য :—ভগ্নিতাতে স্পষ্ট সহজিয়া প্রভাব রহিয়াছে,

অন্তএব এই পদ বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

- ২ করমে, তরু, ২২২, ২২৮ ° অন্তর, ঐ
৪ হইব, ২২২ °-° বলহ, ২২৮
৫ কহিলু, নী, ২২২ ; কহিল, ২২৮
১ বাদ, নী, তরু ° পুরিল, ২২২, ২২৮
২-২ লই মাথে তুলি, ২২২ ° বাদ, নী, তরু, ২২৮
১১-১১ ঘূচিবে, তরু, ২২৮ ; °সে, নী
১২-১২ এ ছাড়, তরু ; এ ছাড় জে, ২২৮
১৩ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২২২ ° কহে, তরু
১৫-১৫ এমতি হইলে, তরু ° করিবে, নী, ২২৮
১৭ এই পঙ্ক্তির স্থানে তরুতে আছে—“মরিবে তাহারা
শোকে”

[৮৬৫]

: শ্রী :

যাবত জনমে কি তৈল মরমে^২
পীরিতি হইল কাল।
অস্তুরে^৩ বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে^৪ ভাল ॥
সই, বল^৫ না^৬ উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিলু^৭ তোরে ॥ ধ্রু ॥^৮
ননদী-বচনে জ্বলিছে^৯ পরাণে
আপাদমস্তকচুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায়^{১০} করিয়া^{১১}
পাথারে ভাসাব কুল ॥
ভাসিয়া যে^{১২} যায় ঘুচে^{১৩} সব^{১৪} দায়
না বলে ছাড়^{১৫} যে^{১৬} লোকে।
চণ্ডীদাসে^{১৭} কয়^{১৮} না^{১৯} করিহ ভয়^{২০}
কি করে^{২১} অধম লোকে ॥^{২২}

নী—৩১২ ; তরু, ৮৮° ; বিপু, ২২২, ২২৮

১ ষথারাগ, ২২৮ ; বাদ ২২২

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

“জনম অবধি পীরিতি-বেয়াধি
অন্তরে রহিল মোর।”

নী—৩১৯ সং পদ

৬। তু—

“জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।”

নী—৩৮৩ সং পদ

৭। কারণ—

“মরমের মরমী বিনে না জানে বেদনা।” ঐ

৮-৯। তু°—

“ননদী-বচনে পাজরে বিঁধে ঘুণ।” ঐ

১০-১১। তু°—

“ঘর তেয়াগিয়া, বাইব চলিয়া।”

নী—৩১৩ সং পদ

১২-১৩। তু°—

“যে সব কহিলে, করিতে পারিলে, তবে সে তাপ ছুটে।”

ঐ

[৮৬৬]

: সিঙ্কুড়া^১

আমরা সরল^২ পীরিত্তি গরল

লাগিল অমিয়াময় ।

মহানন্দ^৩ রীতি^৪ বিছুরিলু^৫ পতি

কলঙ্কী^৬ সকলে^৭ কয় ॥

সই, দৈবে হৈল^৮ হেন রীত ।^৯

অস্তুর^{১০} জলিল^{১১} পরাণ পুড়িল

ঐছন^{১২} কানুর^{১৩} প্রীত ॥^{১৪} ধ্রু

মাটি খোদাইয়া খাল বনাইয়া^{১৫}

উপরে দেয়ল^{১৬} চাপ ।

(আগে)^{১৭} আহার দিয়া

মারয়ে^{১৮} বান্ধিয়া^{১৯}

এমন^{২০} করয়ে পাপ ॥

নায়ে^{২১} চড়াইয়া^{২২} দরিয়ায়^{২৩} লৈয়া^{২৪}

চাড়য়ে^{২৫} অগাধ জলে ।

ডুগ ডুবু করে^{২৬} ডুরিয়া না^{২৭} মরে^{২৮}

উঠিতে না^{২৯} পারে^{৩০} কূলে ॥

এমতি করিয়া^{৩১} পরাণে মারিয়া

নিদয়^{৩২} হইল মোরে ।^{৩৩}

চণ্ডীদাসে^{৩৪} কয় এমতি কি^{৩৫} হয়

তুমি^{৩৬} সে ভাবহ তারে ॥^{৩৭}

নী, ৩৪৪ ; তরু, ৮৮১ ; বিপু, ২২২, ২২৮

^১ বধারাগ, ২২৮ ^২ সকল, ২২২

^৩ আনন্দ, ২২২, ২২৮ ^৪ মতি, ২২২

^৫ বিছুরি, ২২২ ; বিছুরিঞা, ২২৮ ; বিছুরল, নী

^৬ কলঙ্ক, নী, তরু, ২২৮

^৭ সবাই, নী ; সভাই, তরু

^{৮-৯} মতি, তরু, নী ; জে-এমত^৩, ২২২ ; সে করিল

এমন রিত্তি, ২২৮

^{১০} অস্তুরে, নী ^{১১} জারিল, ২২৮

^{১২} এমতি, ২২২ ; এমন, ২২৮

^{১৩} পীরিত্তি, নী, তরু

^{১৪} রীতি, নী, তরু ; পিরিত্তি, ২২৮

^{১৫} বনাইয়া, তরু

^{১৬} দেয়ই, ২২২, ২২৮ ; দেওল, নী

^{১৭} বাদ, তরু, ২২৮ ^{১৮} মারল, নী

^{১৯} বাধিয়া, ঐ ^{২০} জেমনে, ২২২

^{২১-২২} নোকায় চড়ায়ে, নী ; নোকাতে চড়াঞা, তরু ;
নোকায় চড়াইঞা, ২২৮

^{২৩-২৪} দরিয়াতে লয়ে, নী ; দরিয়াতে^৩, তরু ; "লয়া,
২২২ ; দরিয়ায় দিঞা, ২২৮

^{২৫} এড়য়ে, ২২২ ^{২৬} করি, তরু

^{২৭-২৮} মরি, তরু ; সে মারে, ২২৮ ; মরয়ে, ২২২

^{২৯-৩০} নারিয়ে, তরু ; নারয়ে, ২২২ ; না পায়, ২২৮

^{৩১-৩২} চলিল আপন ঘরে, তরু, নী

^{৩৩} চণ্ডিদাস, ২২২ ^{৩৪} সে, তরু

^{৩৫-৩৬} তুমি আন তারে, ২২৮ ; তুমি ভাব কার
তরে, ২২২

টীকা

পঙ্—১-২ । তু^৩

“আনিল অমিয়া-পানা ছুধে মিশাইয়া ।

লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া ॥”

(নী—৩৫৯ সং পদ)

৩-৪ । মহানন্দ বীতি—কারণ—“পরকীয়া ভাবে অতি
রসের উল্লাস ।” (১৫: ৮: আদির চতুর্থে) । এইজন্ত
বিছুরিলু পতি, অর্থাৎ—“কুলবর্তী হৈয়া, পতি তেয়াগিয়া,
পরপতি সনে প্রীতি” (নী—২২৩ সং পদ), অতএব—
“কলঙ্কী বলয়ে লোকে” (নী—৩৪৩ সং পদ) । পরকীয়াতে
আনন্দ অধিক, ইহার উল্লেখে পদটি যে চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে
রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

৫ । তু^৩—“সই, বিধি করিল এমত রীতি ॥”

(নী—২২৩ সং পদ)

৬-৭। তু°—

“কালার পীরিতি, গরল সমান, নাখাইলে থাকে স্নেহ।
পীরিতি-অনলে, পুড়িয়া যবে যে, জনম যার তার হুখে।”
(নী—৩৭৪ সং পদ)

১০-১১। তু°—

“ক্ষীর নাড়ু করি, বিবে মিলাইয়া, অবলা বালাকে দিল।
সুন্দাদ পাইয়া, খাইতে খাইতে, নিকটে মরণ ভেল।”
(নী—৩২৩ সং পদ)

১৪-১৫। তু°—

“হৃদিকে ভাসিল, উড়ু ডুবু দিতে, কিনারা নহিল দেখি।”
(নী—২২৩ সং পদ)

[৮৬৭]

:ধানশী:

সুখের লাগিয়া পীরিতি করিলু°
শ্যাম° বঁধুয়ার সনে।°
পরিণামে এত দুখ হবে° বলি°
কোন অভাগিনী জানে ॥
সই, পীরিতি° বিষম মানি।°
এত° স্নেহে এত দুখ হবে° বলি°
স্বপনে° নাহিক° জানি ॥ ধ্রু ॥°
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কিসের° লাগিয়া °° যেন।°°
দরশন-আশে°° যে জন ফিরিত°°
সে এত নিঠুর কেন ॥°°
বল°° না কি বুদ্ধি করিব এখন°°
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ°° পোড়নি°°
কি°° দিলে°° হইবে ভাল ॥

চণ্ডীদাসে কহে°° শুন°° বিনোদিনী°°
মনে না ভাবিহ আন।

তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥

নী, ৩৩৮; তরু, ৮৮২; বিপু, ২৮২, ২২১, ২২২,
২২৩, ইত্যাদি

১° বাদ, সকল পুথি

২° করিলু, নী; করিলাম, ২৮২

৩-৩° পরান বন্ধুর, ২৮২, ২২২, ২২৩

৪-৪° °বল্যা, তরু; হব বল্যা, ২২১; জে হবে, ২২২,
২২৩; হইবেক বল্যা, ২২৮

৫-৫° এ বড়ি আকুতি গণি, ২২১

৬° তত, নী (পাঠান্তর)

৭-৭° °বল্যা, তরু ৮-৮° স্বপনেতে নাহি, ২৮২

৯° বাদ, নী, ২৮২, ২২১, ২২২, ২২৩

১০° কি শেল, নী, তরু, ২২২, ২২৩, ২২৮

১১° লাগিল, ঐ ১২° জান, ২২১

১৩° লাগি, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৮

১৪° ফিরয়ে, নী, তরু; ঘুরয়ে, ২২২, ২২৩

১৫° এই চারি পঙ্ক্তি ২৮২ পুথিতে নাই

১৬-১৬° বলনা বলনা, কি বুদ্ধি করিব, তরু, ২৮২, ২২৮
(বলনা বলনা সহ°); বলনা কি বুদ্ধি করি, ২২১; সহ কি
বুদ্ধি করিব, ২২২, ২২৩

১৭-১৭° কি দিলে জুড়াব, ২৮২, ২২১ (°জুড়াএ), ২২৮;
কিসে জুড়াইব, ২২২, ২২৩

১৮-১৮° কেশনে, নী (পাঠান্তর), ২৮২, ২২১, ২২২, ২২৩,
২২৮

১৯° বলে, ২৮২, ২২১, ২২৮; কয়, ২২৩

২০-২০° °গো সজমি, ২৮২; শুনহ সন্দরি, ২২১; স্ননল
সুন্দরি, ২২২, ২২৩, ২২৮

[৮৬৮]

শ্রী

বিবিধ কুসুম^২ যতনে আনিয়া

গাঁথিলু^৩ পীরতি^৪-মালা ।

নীতল নহিল পরিমল গেল

জালাতে^৫ জ্বলিল গলা ॥

সই, মালী কেন^৬ হেন^৭ হৈল ।

মালায়^৮ করিয়া বিষ^৯ মিশাইয়া^{১০}

হিয়ার মাঝারে দিল ॥

জালায়^{১১} জ্বলিয়া উঠিল যে^{১২} হিয়া

আপাদমস্তকচুল ।

এমন^{১৩} না দেখি^{১৪} শুন^{১৫} ওলো সখি^{১৬}

আগুন^{১৭} হইল ফুল ॥

ফুলের^{১৮} উপরে^{১৯} চন্দন লাগল^{২০}

সংযোগ হইল ভাল ।

তুই^{২১} এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া

পাঁজর ধসিয়া গেল ॥

ধসিতে ধসিতে সকলি^{২২} ধসিল

নির্মূল^{২৩} হইল দেহ ।

চণ্ডীদাসে কয় কিছু^{২৪} নাহি ভয়^{২৫}

ঐছন কানুর^{২৬} লেহ ॥

নী, ৩৪৫ ; তরু, ৮৮৩ ; বিপু ; ২২১, ২২২ ইত্যাদি

^১ বাদ, ২২১, ২২২ ^২ কুশুদে, ২২১

^৩ গাঁথিলু, নী ; গাঁথিল, ২২১ ; গাঁথিলু, ২২২

^৪ রসের, ২২১, ২২২ ^৫ মালাতে, ২২২

^৬ কেনে, ঐ ^৭ এমন, ২২১, ২২২

^৮ মালাতে, ২২২

^{৯-১০} বিশ্ব জে আনিঞা, ২২১

^{১১} জালাতে, ২২১, ২২২ ^{১২} বাদ, ২২২

^{১৩-১৪} এমত^{১৩}, ২২২ ; কি কহিব সখি, তরু

^{১৫-১৬} শুনল সখি, ২২১, ২২২ (শোনল^{১৫}) ; না শুনি

না দেখি, তরু

^{১৭} আগুনি, ২২২

^{১৮} তাহার, ২২২

^{১৯} উপর, তরু, ২২২

^{২০} লাগএ, ২২১ ; পাইয়া, ২২২

^{২১} দোহে, ২২১ ; ছয়ে, ২২২

^{২২} অধিক, ২২২

^{২৩} নির্মল, নী, ২২১

^{২৪-২৫} কহিবে না হয়, তরু

^{২৬} মাছুব, নী

[৮৬৯]

শ্রী

সুখের লাগিয়া

রন্ধন করিলু^১

ঝালেতে^২ জ্বলিল^৩ দেহ ।^৪

স্বাছ^৫ সে^৬ নহিল^৭

জ্ঞাতি সে গেল

ব্যঞ্জন খাইবে কেহ^৮ ॥

সই, ভোজনে^৯ বিশ্বাস^{১০} ভেল ।^{১১}

কানুর পীরতি

রভস^{১২} এমত^{১৩}

কি^{১৪} জানি কেমন হল ॥^{১৫} প্রণ ॥

পীরতি-রসের

সায়র^{১৬} দেখিয়া

আরতি বাঢ়ালু^{১৭} তাতে ।^{১৮}

তবে^{১৯} সে^{২০} সজনি

দিবস^{২১} রজনী

আনল উঠিল চিতে ॥

উঠিতে উঠিতে

অধিক উঠিল

পীরিতে ডুবিল^{২২} দেহ ।

নিমে লুণে^{২৩} সূধা^{২৪}

একত্র করিয়া

ঐছন কানুর^{২৫} লেহ ॥

চণ্ডীদাসে কয়

প্রাণে^{২৬} এত সয়^{২৭}

সকলি গরল হৈল ।

কিছু কিছু সূধা

বিষ^{২৮} তাহে আধা^{২৯}

চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥

নী, ৩৩২; তরু, ৮৮৪; বিপু, ২৮৭, ২২১, ২২২,
২২৮ ইত্যাদি

[৮৭০]

: সূহই'

- ১ বধারাগ, ২২৮; বাদ, অত্ৰজ
২ করিমু, নী; করিলাঙ, ২৮৭, ২২১, ২২২;
করিঞা, ২২৮
৩ জালাতে, তরু, নী (পাঠান্তর)
৪ ঝালিল, নী, ২৮৭; জলিল, নী (পাঠান্তর)
৫ দে, নী, ২৮৭, ২২১, তরু
৬ স্বাদ, ২২১; আস্বাদ, ২২৮
৭-৯ নহিল, তরু, নী, ২২৮; না হৈল, ২৮৭; না
পাইল, ২২১
৮ কে, নী, তরু, ২৮৭, ২২১
৯ ভোজন, নী, তরু, ২২১, ২২৮
১০ বিশ্বাহু, ২৮৭
১১ হৈল, তরু, নী, ২৮৭, ২২১; হইল, ২২৮
১২-১২ রস এই মতি, নী; হেন রসবতী, তরু; এমন রস,
২৮৭; জানিলু এমতি, ২২২
১৩-১৩ স্বাদ গন্ধ দুরে গেল, তরু
১৪ নাগর, নী, তরু; সাগর, ২৮৭, ২২৮
১৫ বাড়াইলু, নী; বাঢ়াই, ২৮৭
১৬ তাথে, নী, ২২২, ২২৮
১৭-১৭ পরাণ, সকল পুথি
১৮ গনিঞা, ২৮৭, ২২২, ২২৮
১৯ পুড়িল, সকল পুথি
২০-২০ হুধ দিয়া, নী; স্নুধা দিয়া, তরু
২১ তাহার, ২৮৭, ২২১, ২২৮, ২২২
২২-২২ হিয়ায় সহয়, নী, তরু; হিয়ায় এত সয়, ২৮৭,
২২৮; হিয়া এত সয়, ২২২
২৩-২৩ বিষগুণা° নী; বিষগুণ°, তরু; বিস আধগুণা,
২৮৭, ২২১, ২২৮

টীকা

পঙ্—১৮। তু°—“বিষায়ুতে একত্রে মিলন”

(চৈ: চঃ, মথোর দ্বিতীয়ে)

পাপ-পর্যাণে কত সহিবেক জ্বালা :
শিশুকালে° মরি গেলে হইত° যে ভাল
জ্বালা° জঞ্জাল সহি° তবে° পরিহরি ।
ছেদন° করিয়া° দেও° পীরিতের ডুরি ॥
তেমতি নহিলে° যার° এমতি ব্যাভার ।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার ॥
চণ্ডীদাসে° কহে ইহা°° বাশুলী রুপায়
পীরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় ॥

নী, ৩১৩; তরু, ৮৮৫; বিপু, ২২২, ২২৮

- ১ তথারাগ, ২২৮; বাদ, ২২২
২ শিশুতে, ২২২; সিসুতে, ২২৮
৩ হইথ, ২২২
৪ এ জালা, তরু; জালা, ২২২°
৫-৬ সব, ২২২; সকল, ২২৮; °তবে সে, নী
৭-৮ ছেদনে ছেদিয়া, ২২২, ২২৮
৯ দেহ, তরু; দিলু, ২২৮; দাও, ২২২
১০ নহিল, তরু, ২২২; হইল, ২২৮
১১ এখন, ২২২
১২ চণ্ডীদাস, নী, ২২২
১৩ এই, নী, ২২৮; যেই, ২২২

[৮৭১]

: সূহই'

ধরম° করম° গেল° গুরু-গরবিত ।
অবশ করিল কাল।° কামুর° পীরিত ॥
যরে পারে কি না বলে কবির হাম° কি ।
কেবা না° করয়ে° শ্রেম আমি সে° কলঙ্কী

বাহির হইতে^১ নারি লোক-চরচাতে ।

হেন^২ মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে ॥^৩

একে নারী কুলবতী^৪ অবলা বলে লোকে ।

কানু^৫ -পরিবাদ হৈল^৬, পুড়িয়া^৭ মরি শোকে ॥

খাইতে নারি^৮ যে^৯ কিছু রহিতে নারি ঘরে ।

ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামালা^{১০} অন্তরে ॥

জারিলেক^{১১} তনু মন ব্যাপিমা শরীরে ।^{১২}

চণ্ডীদাসে বলে ভাল হইবে স্থস্থিরে ॥^{১৩}

নী, ৩৫৪ ; তরু, ৮৮৬ ; বিপু, ২২২, ৩৩০০ ইত্যাদি

^১ বাদ, ২২২, ৩৩০০

^২ ইহার পূর্বে ২২২ পুথিতে নারি ২৮২ সং পদটির প্রথম ১১ পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং ভগিতার ৪ পঙ্ক্তির পরিবর্তে ১২ পঙ্ক্তির এই পদটা সংযোজিত হইয়াছে

^৩ করম সরম ভরম কোথা গেল, ২২২ ; করম কোথাকারে গেল, ৩৩০০

^৪ মোরে, ২২২, ৩৩০০

^৫ কালার, ১৩০০

^৬ বাদ, ২২২, ৩৩০০

^৭ নাহি করে, ২২২

^৮ বাদ, ২২২, ৩৩০০

^৯ বেরাইতে, ২২২ ; বের্যাতে, ৩৩০০

^{১০} এমন করয়ে মন বিষ খাই জিতে, ২২২, ৩৩০০

(এমতি°)

^{১১} কুলের বৈরি, ২২২, ৩৩০০

^{১২} কানু-বাদ সদা বলে, ২২২, ৩৩০০ (‘সভাই°)

^{১৩} পুড়িয়া, নী, ৩৩০০ ; পুড়ে, ২২২

^{১৪} নারিয়ে, তরু, ৩৩০০

^{১৫} সাঁধাইল, নী ; সামাইল, তরু ; সস্তাইল, ৩৩০০

^{১৬} জারিল সে, তরু

^{১৭} শরীর, তরু, নী

^{১৮} স্থস্থির, ঐ

টীকা

পদটা তরুতে প্রেমের প্রতি আক্ষেপ, এবং নী-তে স্বগতকথন প্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীর অত্যন্ত পদের সহিত ইহার ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে, যথা—

পদ—১। তু—

“ধরম করম সকলি মজিল, ধাধসে পরাণ রাপি।”

(প্রঃ খঃ, ২৬১ সং পদ)

২। তু—

“বিষম হইল কালা কানুর পীরতি।”

(নী—৩৫৩ সং পদ)

৩। তু—

“কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়।”

(ঐ, ২৮২ সং পদ)

৪। তু—

“এতেক বৃষতীগণ আছয়ে গোকুলে।

কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে।”

(নী—২৫০ সং পদ)

৫। তু—

“বাহির হইতে, লোকচরচাতে, বিষ মিশাইল ঘরে।”

(ঐ, ২৭০ সং পদ)

৬। তু—

“হেন মনে করি, বিষ খেয়ে মরি”

(ঐ, ৩২২ সং পদ)

৭। তু—

“খাইতে না রুচে অন্ন, শুইনে না লয় মন।”

(নী—৩৬৬ সং পদ)

১০-১১। তু—

“পীরতি-গরলে মোর হেন দশা ভেল।

আছিল সোনার তনু কাল হৈয়া গেল ॥” (ঐ)

[৮৭২]

: শ্রী:

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিলু^২
অনলে^৩ পুড়িয়া গেল।

অমিয়া-সাগরে^৪ সিনান করিতে
সকলি^৫ গরল ভেল ॥

সখি^৬, কি মোর করম^৭-লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ^৮ সেবিলু^৯

ভানুর^{১০} কিরণ দেখি ॥^{১১} ধ্রু
উচল^{১২} বলিয়া অচলে চড়িলু^{১৩}

পড়িলু^{১৪} অগাধ জলে।
লছমি^{১৫} চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল^{১৬}

মাণিক হারালু^{১৭} হেলে ॥
নগর বসালাম^{১৮} সাগর বাঁধিলাম

মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল

অভাগীর করম দোষে ॥^{১৯}
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলু^{২০}

বজ্র^{২১} পড়িয়া গেল।^{২২}
কহে^{২৩} চণ্ডীদাস^{২৪} শ্রামের^{২৫} পীরিত্তি^{২৬}

মরণ^{২৭} অধিক শেল^{২৮} ॥

নী, ৩১১ ; তরু, ৮৮৭

১ ধানশী, তরু,

২ বাঙ্কিলু, তরু ; বাঁধিলু, নী

৩ আগুনে, নী ; আনলে, তরু

৪ হিম্মোলে, তরু (পাঠ) ৫ সুখই, ঐ

৬ সখি হে, তরু ; সহি, ঐ (পাঠ)

৭ কপালে, নী ; করমে, তরু

৮ চাঁদ সে, তরু (পাঠ) ৯ সেবিষু, নী

১০ রবিয়, তরু ১১ বাদ, নী

১২-১৩ নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে, তরু

১০ পড়িলু, নী

১১ লছিমী, তরু

১২ বেড়ল, বাঢ়ল, তরু

১৩ হারাম, নী

১৪ বসালেম, নী

১৫ এই চারি পঙ্ক্তি তরুতে নাই

১৬ সেবিষু, নী

২০-২০ পাইলু বরজ তাপে, নী (পাঠান্তর)

২১-২১ জ্ঞানদাস কহে, তরু, নী (পাঠ)

২২-২২ কানুর^{২৩}, নী (পাঠান্তর), তরু ; পীরিত্তি করিয়া
নী (পাঠান্তর)

২৩-২৩ মরণে রহল শেল, নী

শ্রুতব্য :—পদটি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই উভয়ের
ভণিতাতেই মিলিতেছে।

[৮৭৩]

. সিন্ধুডা .

এ দেশে না রব^১ সহি দূরদেশে যাব।

এ পাপ-পীরিতের কথা শুনিতো না পাব ॥

না দেখিব নয়নে পীরিত্তি করে যে।

এমতি বিষম চিতা^২ জ্বালি^৩ দিবে সে ॥

পীরিত্তি আঁখর তিন না দেখি নয়ানে।

যে কহে^৪ তাহার আর না দেখি বয়ানে ॥

পীরিত্তি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।

দ্বিজ^৫ চণ্ডীদাসে^৬ কহে ইহার গুরু তুমি ॥

নী, ৩১০ ; তরু, ৮৮৮

১ রহিব, তরু

২ বেধা, ঐ

৩ জ্বালি, ঐ

৪ করে, নী

৫-৬ চণ্ডীদাসে কহে রামী, ঐ

শ্রুতব্য :—রামী-চণ্ডীদাস-বচিত প্রেমের কাহিনী
সহজিয়াদের করনাপ্রসূত, কিন্তু পাঠান্তরে রামীর উল্লেখ
নাই।

অতএব এই পদ অবলম্বন করিয়া রামীর অস্তিত্ব-স্বাক্ষরীয়
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না।

[৮৭৪]

ঃ ধানশীঃ

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
সিরজিল কোন্ ধাতা।

অবধি জানিতে শুধাবঃ কাহাকেঃ
ঘুচাবঃ মনের ব্যথা ॥

পীরিতি-মূরতিঃ পীরিতি-রতনঃ
যার চিতে উপজিল।

সে ধনী কতেক জনমেঃ জনমেঃ
কিঃ ভাগ্য করিয়াছিল ॥
সই, পীরিতি না জানে যারা।

এ তিন ভুবনে মানুষঃ জনমে
কি স্মৃখেঃ আচরেঃ তারা ॥ প্রু ॥

যে জনাঃ যা বিনে না জীয়েঃ পরাণে
সেইঃ তার কুল বাসি।ঃ

তবে কেনেঃ তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥

গোকুল-নগরে কেবা কিনা করে
অবোধ সেঃ মূঢ়ঃ লোকে।

চণ্ডীদাসঃ ভণেঃ মরুক সে জনেঃ
পরচরচায় থাকে ॥

নী, ৩৩৭ ; তরু, ৮৮৯ ; বিপু ২২২, ২২৩ ইত্যাদি

১ বালা ধানশী, তরু ; বাদ, ২২২, ২২৩

২ শুধাই, নী ; সোধাই, তরু

৩ কাহাতে, তরু

• ঘুচাই, নী, তরু

• রতন, নী

• যতন, ঐ

১-১ জনম ভরিয়া, ২২২, ২২৩

২ বাদ, তরু, ২২২, ২২৩

৩ জনমে, তরু

৪ সুখ, তরু, ২২২, ২২৩

৫ জানয়ে, ঐ

৬ জন, নী, তরু

৭ রহে, নী, তরু

৮-৯ সে যে হয় কুলনাশী, নী, তরু (°হেল°)

১০ কেন, নী

১১-১২ মূঢ় যে, নী ; মূঢ় সে, তরু

১৩-১৪ চণ্ডীদাসের মন, নী, ২২২, ২২৩

১৫ জন, ঐ

টীকা

পঙ্—:২-১৫। কোন রমণী যদি কোন পরপুরুষকেও
এমন গভীরভাবে ভালবাসে যে, ঐ পুরুষকে না পাইলে
তাহার জীবনান্ত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকেই ঐ
রমণীর কুল বলা হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ঐ
রমণী কুলবতী হইতে পারে, ইহাই সহজিয়া পীরিতির
মূলতত্ত্ব।

তু°—°ও যেন মো বিনে, মজল অমনি, এষতি
দোহার ভাষ।" (নী—৭৮৩ সং পদ)। ইহাকেই বলে—
"কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে" (নী—৭৯৮ সং পদ)।

রাধা বলিতেছেন,—"আমি এই ভাবে কুল রক্ষা
করিতেছি, কিন্তু মূর্খ গোকুলবাসীরা এই পীরিতি-তত্ত্ব জানে
না বলিয়া আমাকে কলঙ্কিনী বলে।" তু°—"রসিক
জানয়ে, রসের চাতুরী, আনে কহে অপঘণ।" (নী—
৩৩৫ সং পদ)।

দ্রষ্টব্য:—পদটা সহজিয়া প্রভাবাধিত, অতএব
অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

[৮৭৫]

: শ্রী:

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর

এ তিন ভুবনে সার* ।

এই মোর মনে হয় রাত্তি দিনে

ইহা বই নাহি আর ॥

বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে

নিরমাণ কৈল পী ।

সুধার সায়র মখন করিতে

তাহে উপজিল রি ॥

পুন যে মথিয়া অমিয়া হটল

তাহে ভিয়াইল তি ।

সকল সুখের এ তিন আঁখর

উপমা দিন যে কি ॥

যাহার মরমে পশিল যতনে

এ তিন আঁখর সার ।

ধরম করম সরম ভরম

কিবা জাতি কুল তার ॥

এ হেন পীরিতি না জানি কি রীতি

পরিণামে কিবা হয় ।

পীরিতি-বন্ধন না বায় শগুন

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কর ॥

নী—৩৭৯ ; তরু, ৮৯০ ; বিপু ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬,

ইত্যাদি

১ বাদ, সকল পুথি

২-১ ভুবন, নী, তরু ; ভুবনে আনিল, ২৩৯৬

৩ এই ছই পঙ্ক্তি নী ব্যতীত সর্বত্রই পরবর্তী ছই
পঙ্ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ।

৪ রাজি, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬

৫ বহি, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; বৈ, ২৩৯৬

৬ বিধি, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬

১ চিত্তে, ২৯২, ২৯৩

২ রসের, তরু ; সুখের, ২৯২, ২৯৩

৩ সায়রে, নী

১০ মখন, তরু, ২৯২, ২৯৩ ; মথিতে, ২৩৯৬

১১ করিয়া, নী, ২৯২, ২৯৩ ; মথিতে, ২৩৯৬

১২ তাতে, তরু

১৩-১৬ পীরিতি রসের সায়র মথিয়া, নী, ২৩৯৬
(মথিতে) ; অমিয়া মথিয়া তাহে জে হইল, ২৯২, ২৯৩

১৭ তাহা, ২৯২, ২৯৩

১৮ উপজিল, নী, ২৩৯৬

১৯-২০ সায়র মথিয়া, ২৩৯৬

২১ তুলনা, তরু, ২৯২, ২৯৩

২২-২৬ বলিষ, ২৯২, ২৯৩ ; বলিতে, ২৩৯৬

২৩-২৪ ভেদিয়া জনমে, ২৩৯৬

২৫-২৬ কি তার জিবনে আর, ঐ

২৭-২৮ এই জে, ২৯২, ২৯৩, ২৩৯৬

২৯ জানি, নী ; কি জানি, ২৩৯৬

৩০-৩১ বড়ই বিবম, তরু, ২৯২, ২৯৩*

টীকা

পঙ্—৫-১০ । পীরিতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গ্রন্থের
প্রথমভাগেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সুখের সাগর হইতে পী,
রসের সাগর হইতে রি, এবং প্রেমের সাগর হইতে তি-র
উৎপত্তি হইয়াছিল (৪৩০-২ সং পদত্রয় দ্রষ্টব্য) ।

[৮৭]

: শ্রী:

পীরিতি বলিয়া

একটা কমল

রসের সায়র-মাঝে ।

প্রেম-পরিমল

লুবধ ভ্রমর*

ধায়ল আপন কাজে ॥

ভ্রমর* জানয়ে কমল-মাধুরী
 তেত্রিশ* সে তাহার* বশ ।
 রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
 আনে কহে* অপযশ ॥
 সেই, এ কথা বুঝিবে* কে ।
 যে জনা*^{১০} জানয়ে সে*^{১১} যদি না কহে*^{১২}
 কেমনে ধরিব দে ॥ প্র ॥^{১২}
 সূজন*^{১৩} কুজন যে জন না জানে
 তাহারে কহিব কি ।
 পরাণে পরাণে যে জন মিলয়ে
 তাহারে পরাণ দি ॥^{১৩}
 ধরম করম লোক-চরচাতে*
 এ কথা বুঝিতে নারে ।*
 এ তিন ঔঁখর যাহার মরমে*
 সেই সে বুঝিতে পারে ॥*
 হেমের*^{১৬} গাগরি যেন বিষে ভরি
 দুখে ভরি তার মুখ ।
 বিচার করিয়া জে জন না পিয়ে
 পরিণামে পায় দুখ ॥^{১৬}
 কহে*^{১৭} চণ্ডীদাস*^{২০} শুনগো*^{২১} সুন্দরি*^{২২}
 পীরিতি রসের সার ।
 পীরিতি রসের রসিক নহিলে
 কি*^{২৩} ছার*^{২৪} জীবন*^{২৫} তার ॥

* তেঁই, নী ; জেদি, ৩৪৩৬
 ১ তাহারি, ২৩৮৬
 ২ করে, নী, ৩২৭ ; গাত্ৰ, ২৩২৬
 ৩ কহিব, ৩২৭, ২৮৯
 ১০ জন, নী, তরু. ৩২৭
 ১১-১১ সে জনা কহয়ে, ২৮৯ ; সেই সে কহিব, ৩২৭
 ১২ এই ৩ পঙ্ক্তি, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ৩৪৩৬ পুথিতে
 নাই ।
 ১৩-১৩ বাদ, ২৩৮৬ পুথি ভিন্ন সৰ্ব্বত্র
 ১৭ চরচাঞে; ৩২৭ ; চরাচর, ২৮৯, ২৩৮৬, ৩৪৩৬
 ১৬-১৬ জে জনা ছাড়িতে পারে, ২৮৯, ২৩২৬
 ১৬ অন্তরে, ৩২৭, ২৩৯৬ ; রিদয়ে, ৩৪৩৬, ২৫৮৬
 ১৭ এই দুই পঙ্ক্তির স্থানে ২৮৯ পুথিতে আছে—
 'পিরিতি বলিয়া, এই জে বচন, সেই সে কহিতে
 পারে ।'
 ১৮-১৮ এই ৪ পঙ্ক্তি ২৩৯৬ ভিন্ন অত্র নাই ।
 ১৯ ভণে, ৩২৭ ।
 ২০ নরহরি, ৩২৭, ৩৪৩৬, ৪২০২, ২৩৮৬, ২৩৯৬,
 তরু (পাঠা) ।
 ২১ শুনহে, নী ; শুনল, তরু ; শুনহ, ৩২৭
 ২২ নাগরি, নী
 ২৩-২৩ বুধাই, ২৩৯৬
 ২৪ পরাণ, তরু; জনম, ২৩৯৬

টীকা

পঙ্—১-৪ । রসের সাগরে পিরীতি কমল প্রস্ফুটিত
 রহিয়াছে; তাহার প্রেমরূপ পরিমলে প্রলুক হইয়া ভ্রমর
 আশন কাজে অর্থাৎ মধুপান করিবার জন্ত তাহার প্রতি
 ধাবিত হইয়াছে ।

৫-৬ । কমলের মাধুর্য্য যে তাহার বাহ সৌন্দর্য্যে
 নহে, কিন্তু অন্তর্নিহিত পরিমলে, ইহা ভ্রমর জানে, এবং
 এইজন্তই কমলের প্রতি আকৃষ্ট হয় । প্রকৃত রসিকেরাও
 সেইরূপ রসের লীলা বুঝিতে পারে, অর্থাৎ কাম পরিত্যাগ
 করিয়া তাহার প্রেমের জন্ত উন্মত্ত হয়, কিন্তু সাধারণ লোকে

নী—৩৩৫ ; তরু, ৮৯১ ; বিপু, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ২৮৯,
 ৩২৭, ৩৪৩৬, ৪২০২

১ বাদ, সকল পুথি

২-২ ফুটিল সাএর, ২৮৯ ; রূপীন্ড হিয়ার, ২৩৮৬,
 ৩৪৩৬ ; ফুটিল সাএর, ২৩৯৬

৩-৩ লহ ২ করে, ২৮৯ ; লোভিত ভ্রমর, ২৩৮৬ ;
 বুধন*, ২৩৯৬ ; লোভিত ভ্রমর, ৩৪৩৬

৪ ধাওল, নী, ৩২৭ ; ধাইল, ২৮৯

৫ ভ্রমরা, ২৩৮৬, ২৩৯৬, ৩৪৩৬

ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহাদের অপবশ বোষণা করে।

তুঁ—“ও রূপ দেখিয়ে মরম করয়ে
রসিক কহার সে ?”

(নী—৭২০ সং পদ)

আর এই রূপ কিরূপ ?

“বেমন দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনলশিখা।

পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥

জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।

রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥”

(নী—৮০৫ সং পদ)

১২-১৫। কুজন পরিত্যাগ করিয়া সূজন বাছিয়া লও,

যথা—

“আপনা বুঝিয়া সূজন দেখিয়া
পীরিত্তি করিব তার।”

(নী—৭৮৩ সং পদ)

ইহা যে বুঝিতে পারে না, তাহাকে আর কি বলিব ?
সূজন পাইলে তাহাকে প্রাণ দেই, কারণ—

“যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিত্তি দঢ়।”

(নী—৭৮৩ সং পদ)

১৬-১৯। সাধারণ লোক, বাহারা ধর্ম, কর্ম এবং
লোকাচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহারা ইহা বুঝিতে পারে
না, বাহারা পী-রি-তি-পাগল, তাহারা ই বোঝে।

২০-২৩। তুঁ—

“বিষের গাণ্ডি কীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে।

করিমু আহাৰ ণা করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে ॥”

(নী—৩২৩ সং পদ)

এইরূপ বিচার না করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হওয়াতে
এখন আমাকে এই কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

২৪। নী, তরু, ও ২৮২ সং পুঁধিতে চণ্ডীদাসের
ভগিতা আছে, কিন্তু পাঁচখানা পুঁধিতে এবং তরুর পাঁঠাস্তরে
নরহরির ভগিতা পাওয়া যাইতেছে। সহজিয়া প্রেমের
এইরূপ অভিব্যক্তি চৈতন্যদেবের অনেক পরবর্তী যুগে
হইয়াছে বলিয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরকে এই পদ
আরোপ করা সম্ভব নয়। নরহরি নামধারী পরবর্তী
কোন কবি এই সহজিয়া পীরিত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া
মনে হয়।

দ্রষ্টব্য:—১৯২৭ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
আর্ট জার্নেল নামক পত্রিকায় এই পদের নরহরি-ভগিতা
সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। (ঐ, ৫৫-৫৭ পৃঃ
দ্রষ্টব্য।)

[৮৭৭]

শ্রীঃ

সুখের পীরিত্তি আনন্দের^২ রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।

কাঞ্চন^৩ পীযুষে মদন সহিতে
মাখিলে^৪ সে রসময় ॥^৫

সই, কেমন^৬ কারিগর^৭ সেহ।^৮

এ^৯ সব সংযোগ কেমনে করিলে^{১০}
কেমনে^{১১} গড়িলে দেহ ॥^{১২} ১৩

সিঙ্গুর^{১৪} ভিতরে অমিয়া থাকয়ে
কেমনে পাইল^{১৫} সেহ।^{১৬}

মাটির ভিতরে কাঞ্চন গড়য়ে
সন্দেহ এ^{১৭} বড়ি এহ ॥^{১৮}

মদন-মাদন থাকে কোন স্থানে

বুঝিতে সন্দেহ এহ ।^{১*}

এ তিন আনিয়া একত্রে ছানিয়া

গড়িল কেমন দেহ ॥^{১*}

তিন তিন গুণে বিদ্বিল^{১*} পরাগে^{১*}

পাঁজর^{১*} ধসিয়া^{১*} গেল ।

যতন করিয়া অবলা বধিতে

আনিল^{১*} এমতি শেল ॥

এমতি অকাজ করে কোন্ রাজ

বুঝিতে পারিলু^{১*} মোরা ।

কুলের ধরমে ভেজিলু^{১*} মরমে

এমতি হউক তারা ॥

চণ্ডীদাসে কয় মিছা^{১*} গালি হয়

না দেখি জনেক লোকে ।

আপনা আপনি বলয়ে^{১*} কুবাপী^{১*}

আপন মনের^{১*} সূখে ॥

নী, ৩৪০ ; তরু, ৮৯২ ; বিপু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

^১ বধারাগ, তরু, ২৯৮ ; বাদ, অশু পুথি

^২ আনন্দ বে, তরু, নী

^৩ মধুর, তরু

^{৪-৪} মাথিলে এমতি লয়, নী, ২৯৮ ; মাথিতে এ তিন

হয়, ২৮৭ ; মাথি যেমন মনেতে লয়, ২৯২

^৫ কিবা, তরু ; যেমন, ২৯২

^৬ কারিকর, নী, ২৮৭, ২৯২

^৭ সে, তরু, ২৮৭, ২৯২

^{৮-৮} এমত সংযোগে, করি অমুরাগে, তরু ; কেমতে করিল, ২৯২

^৯ কেমতে, তরু

^{১০} দে, তরু, ২৮৭ ; সে, ২৯২

^{১১} বাদ, নী, ২৯২

^{১২} পরবর্তী ৮ পঙ্ক্তির পরিবর্তে তরুতে এই ৪

পঙ্ক্তি আছে :—

“সাগর-মাঝারে

ধাকরে আমিরা

কেমনে পাইবে সেহ ।

মদন-মাদন

পাইল কোন স্থান

রসে নিরমিল দেহ ॥”

এই ৪ পঙ্ক্তিই নী-তে ১২-১৫শ পঙ্ক্তির পাঠান্তর-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

^{১*} - ^{১*} পাইবে লেহা, ২৮৭ ; ^{১*} জে, ২৯৮

^{১*} - ^{১*} হয় বড়ি এ, ২৯৮

^{১*} হয়, নী, ২৮৭, ২৯৮

^{১*} দেয়, ২৮৭

^{১*} - ^{১*} বিদ্বিলেক ঘুণে, তরু, নী, ২৯৮

^{১*} পাঞ্জরে, নী, ২৯২

^{১*} পশিয়া, নী, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

^{১*} আনিলে, তরু

^{১*} নারিল, নী

^{১*} ত্যজিলু, ঐ

^{১*} অশু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

^{১*} বোলহ, তরু ; বলে জে, ২৯৮ ; বলায়, নী

^{১*} কাহিনী, তরু, ২৮৭, ২৯২, ২৯৮

^{১*} মরম, নী

টীকা

পঙ্—১-২ । প্রেম, রূপ ও আনন্দের স্থিতি একাধারে ।

৩-৪ । কাঞ্চন রূপের, পীযুষ আনন্দের, এবং মদন আকর্ষণ বা প্রেমের স্বরূপ । এই তিনটির সংমিশ্রণ রসময় বা আশ্বাদনীয় হয় ।

৫-৭ । এই তিনটির সংযোগে অদ্ভুত দক্ষতার সহিত বিধাতৃ-কর্তৃক সৃষ্টি নিশ্চিত হইয়াছে ।

৮-১৫ । এখন এই তিনটির অবস্থান সৰ্ব্বত্র বলা হইতেছে । সিদ্ধিতে অমৃত থাকে (কারণ সমুদ্রমহানে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছিল), মাটির ভিতরে অর্থাৎ খনিতে কাঞ্চনের অবস্থিতি, আর মদন মাদন প্রকৃতির আকর্ষণ ভাববাক্যে । এই তিনটা সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টি নিশ্চিত হইয়াছে ।

[৮৭৮]

: শ্রীঃ

সই, পীরিতি আখর তিন ।

জনম অবধি ভাবি নিরবধি

না^২ জানি রাতি কি দিন ॥^২ধ্রু^৩পীরিতি পীরিতি সব জন^৩ কহে

পীরিতি কেমন রীত ।

রসের^৪ স্বরূপ পীরিতি মুরতিকেবা করে পরতীত ॥^৪সই, কি আর কুল^৫-বিচারে ।শ্যাম বঁধু বিনে তিলেক না জীব^৬কি মোর সোদর^৬ পরে ॥^৬পীরিতি মন্তর^৭ জপে^৭ যেই জন^৭

নাহিক তাহার মূল ।

বঁধুর পীরিতে আপনা বেচিলু^৮নিছি^৮ দিলু^৮ জাতিকুল ॥সে রূপ-সাগরে^৯ নয়ান^৯ ডুবিল^৯সে গুণে বাঁধিল^৯ হিয়া ।সে সব চরিতে ডুবিল^{১০} যে চিতে^{১০}নিবারিব^{১০} কিবা^{১০} দিয়া ॥খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি^{১১}আছিতে আছিযে^{১১} ঘরে ।চণ্ডীদাসে^{১২} কয়^{১২} ইঙ্গিত পাইলেআগুন^{১২} ভেজায় ঘরে^{১২} ॥

নী—৩৩৬ ; তরু, ৮৯৩ ; বিপু ২৯২, ২৯৮

১ বধারাগ, ২৯৮ ; বাদ, ২৯২

২-২ না জানিয়ে রাতিদিন, তরু ; না জানি কি
রাতিদিন, ২৯৮

৩ বাদ, নী, ২৯২

৪ জনা, তরু

৫-৫ রসের পীরিতি, রসের স্বরূপ, কেনা করে পরতীত,
নী ; রসের স্বরূপ, ভাবিতে ২, কেনা করে পরতীত, ২৯২ ;
রসের স্বরূপ ভাবিতে পিরিতি^৩, ২৯৮

৬ কুলের, ২৯২, ২৯৮

৭ জিয়ে, ২৯২

৮ দোশর, ২৯২ ; দোষর, ২৯৮

৯ এই তিন পঙ্ক্তি তরুতে নাই

১০ মন্ত, ২৯২

১১-১১ জপি নিরস্তর, নী

১২ বেচিলু, নী, ২৯২ ; বেচলু ২৯৮

১৩ নিছিয়া, নী, ২৯২ ; নিছিঞা, ২৯৮

১৪ দিলু, নী, ২৯২ ; দিলু ২৯৮

১৫ সায়রে, ২৯২

১৬ নয়ন, তরু, ২৯২

১৭ ডুবল, তরু (পাঠা^{১০}) ।

১৮ বাকুল, তরু ; বাকিল, ২৯২ ; বাকলু ২৯৮

১৯-১৯ ডুবল মন, ২৯২ ; ডুবল মন যে, ২৯৮

২০-২০ আনিব কি গুণ, ২৯২, ২৯৮

২১ ছিলু, ২৯৮

২২ আছরে, নী

২৩ চণ্ডীদাস, তরু, ২৯২

২৪ কহে, তরু, ২৯২

২৫-২৫ অনল দি ঘর ঘারে, তরু ; অনল দিয়ে ছয়রে,
তরু (পাঠা^{১০}) ; আগুনি মিটাঘ ঘরে, ২৯২ ; আগুন মেটাঘ
ঘরে, ২৯৮

টীকা

পঙ্—৬-৭। পীরিতি পূর্ণরসময়, ইহা অনেকেই
বুঝিতে পারে না ।

১৯-২২। আমি খাইবার কালে খাই, শুইবার সময়
শুই, এবং ঘরেও আছি, কিন্তু আমার প্রাণ সর্বদাই শ্রামের
প্রতি নিবিষ্ট রহিয়াছে, এই সকল কাজে আমার মন নাই ।
চণ্ডীদাস বলিতেছেন, রাখার অবস্থা এমন হইয়াছে যে,
একটু ইঙ্গিত পাইলেই সে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ।

[৮৭৯]

শ্রীরাগঃ

শ্যামের পীরিতি হইল^২ মিরিতি^২
তবে কি পরাণ^৩-বন্ধল ।

পীরিতি^৩ পরাণ করিলে সমান^৪
কে^৫ তারে জীয়ন্ত বলে ।

যদি^৬ হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাঙ^৬
তবে সে এ দুখ টুটে ।^৭

আন^৮ মত^৮ শূনি মনের আশুনি
বলকে বলকে উঠে ॥

পরাণ^৯-রতন পীরিতি-পরশ^৯
জুখিলু^{১০} হৃদয়^{১১}-তুলে ।

পীরিতি পরশ^{১২} দ্বিগুণ^{১৩} হইল^{১৪}
পরাণ উঠিল চূলে ॥^{১৫}

জাতি কুল বলি^{১৬} দিলু^{১৭} তিলাঞ্জলি^{১৮}
আর^{১৯} সতী^{২০}-চরচাতে ।

তনু ধন^{২১} জন^{২২} জীবন যৌবন
নিছিলু^{২৩} কালা^{২৪}-পীরিতে ॥^{২৫}

হিয়ায়^{২৬} হিয়ায় লাগিয়া রহিব^{২৭}
পরাণে পরাণ^{২৮} জোড়া ।^{২৯}

না^{৩০} জানি কি খেনে^{৩১} কি^{৩২} দিয়া কি কৈল^{৩৩}
মরিলে^{৩৪} না যায় ছাড়া ॥

তিলেক^{৩৫} মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে^{৩৬} স্বপনে^{৩৭} বন্ধু ।

কহে^{৩৮} চণ্ডীদাস^{৩৯} মরমে রহল^{৪০}
পীরিতি অমিয়া-সিদ্ধু ॥

নী—৩৮১ ; তরু, ৮৯৫ ; বিপু-২৯১, ২৯২, ২৯৮ ;
সাপ^৩, ২০১

গান্ধার, ২৯২ ; বাদ, ২৯১

২-২ মূর্তি হইল, তরু, নী ; নিরিত্তি হইলে, ২৯১ ;
হইলে মিরিতি, ২৯২ ; হইল মিরিতি, ২৯৮ ; মিরিতি হইলে,
সাপ, ২৯১

* পরাণে, তরু

৪-৪ পরাণে শিরিতে সমান করিলে, তরু ; পরাণ
পীরিতি সমান করিলে, নী, ২৯১, ২৯৮ (°সম করিল) ।

৫ কি, ২৯২

৬-৬ 'পাউ, নী ; সহ যদি শে শ্রাম বন্ধুর লাগলি পাঙ,
২৯১ ; জদি সেই^৩, ২৯২ ; সহ জদি শ্রামের লাগি পাঙো,
২৯৮

৭ ছুটে, ২৯২

৮-৮ আন উপায়, নী, ২৯১, ২৯৮ ; আনোপায়, ২৯২

৯-৯ পরাণ সমান পিরিতি রতন, তরু, নী, (পাঠান্তর) ;
°পিরিতি পরেশ, ২৯১ ; পিরিতি পরাণ করিল জতন, ২৯২

১০ জুখিলু, নী ; লাগিল, ২৯২

১১ হৃদয়ে, তরু (পাঠা°)

১২ রতন, তরু, নী ; বেয়াধি, নী (পাঠান্তর), ২৯১

১৩ অধিক, তরু, নী ; না হলা, ২৯২

১৪ সমাধী, ২৯২

১৫ তুলে, তরু (পাঠা°)

১৬ বতি, ২৯১

১৭ দিয়ে, নী ; দিল, ২৯২

১৮ জলাঞ্জলি, নী (পাঠান্তর)

১৯ কি আর, নী, ২৯১, ২৯২, ২৯৮

২০ সে, ২৯২

২১-২১ মন ধন, ২৯৮

২২ নিছিলু, নী ; নিছোলাম, ২৯৮ ; নিছিলি, ২৯২

২৩ শ্রামের, ২৯১, ২৯৮ ; শ্রাম, ২৯২

২৪ পুতে, ২৯১

২৫-২৫ হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব, তরু, নী ; হীয়ায়ে
হীয়া রাখিব লাগিয়া, ২৯২ ; হিয়ায়ে ২ লাগিয়া রাখিব, ২৯৮

২৬ পরাণে, তরু, ২৯১, ২৯২

২৭ জড়া, তরু

২৮ কি, তরু, নী

২৯ ক্ষেণে, নী

৩০-৩০ কি কৈল কি জানে, ২৯২

- ৩১ মল্যোহ, ২৯৮ ৩২ তিলেক, নী
 ৩৩-৩৩ সপনে সে শ্রাম, ২৯১, ২৯২, ২৯৮
 ৩৪-৩৪ চণ্ডীদাসে কহে, ২৯১, ২৯২ (°কয়), ২৯৮
 ৩৫ রছিল, নী; হানএ, ২৯১; হানয়, ২৯২, ২৯৮

টীকা

পঙ্—১-২। শ্রামের পীরিতি আমার যুতাসম হইল,
 এখন তাহার বিরহে আর প্রাণে কাজ কি? তু—
 “পীরিতি-বিচ্ছেদে, জীবন না রহে।” (নী—৩২৫ সং পদ)।
 মিরিতি—যুতাসম।

৩-৪। বাহারা পীরিতি ও প্রাণ সমান ভাবে, তাহারা
 বিচার-বুদ্ধিহীন, কারণ প্রাণ হইতে পীরিতি বড়। তু°—

“পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায়
 পীরিতি ছাড়িতে পারে।”
 (প্রঃ খঃ, ৩৯১ সং পদ)

৯-১২। তু°—

“পীরিতি মিরিতি তুলে তোলাইলুঁ
 পীরিতি গুরুয়া ভার।”
 (তরু, ৯১৯ সং পদ)

পীরিতি-পরশ—পীরিতিরূপ স্পর্শমণি।

[৮৮০]

শ্রীঃ

কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ

সফল করিল ২ বিধি।

কুজন °-বচনে ° ছাড়িব ° কেমনে °

সেহেন গুণের নিধি ॥

বঁধুর ° পীরিতি শেলের স্মান °

পহিলে পশিল ° বুকে।

দেখিতে ° দেখিতে ° ব্যাশাটি বাটিল °

এ দুখ কহিব কাকে ॥

হিয়া দরদর ° করে নিরন্তর

যারে ° না দেখিলে মরি। °°

হিয়ার ভিতরে কি শেল সামা'ল °°

বল না কি বুদ্ধি °° করি ॥

অশ্র ব্যথা নয় বোধে শোধে রয় °°

হিয়ার মাঝারে °° থুয়া। °°

কোন্ °° কুলবতী কুল মজাইয়া °°

কেমনে রয়েছে °° সয়া ॥ °°

আমরা °° অখল হৃদয় সরল °°

কথায় °° জুলিয়া গেলুঁ ॥ °°

পরের কথায় °° পীরিতি করিয়া

জনম কাঁদিয়া °° মলুঁ ॥ °°

সকল ফুলে ভ্রমরা °° বুলে

কি °° তার আপন °° পর।

চণ্ডীদাস °° কহে °° কানুর পীরিতি

কেবল °° দুখেব ঘর ॥

নী, ২৮১; তরু, ৮৯৬; বিপু, ২৮৯, ২৯১, ২৯২,
 ২৯৮ ইত্যাদি

১° বাদ, সকল পুধি

২° করল, ২৯১, ২৯২

৩-৩° কুজনের°, ২৮৯, ২৯১; কুজনার°, ২৯৮;

কুজনের বোলে, ২৯২

৪-৪° ছাড়িতে নারিব, তরু, ২৯২

৫° বজুর, তরু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮; এই চারি পঙ্ক্তি
 ২৯২ পুধিতে পরবর্তী চারি পঙ্ক্তির পরে আছে।

৬° ষা, নী, তরু, ২৯১, ২৯৮; ষাতক, ২৮৯

৭° সহিল, নী, ২৮৯, ২৯১, ২৯৮; সহিলুঁ, তরু

৮-৮° ভাবিতে ভাবিতে, ২৯১

৯° বাড়ল, নী; বাড়এ, ২৮৯; বাড়ীল, ২৯৮;
 বাটল, ২৯২

১০° দগদগ, তরু; দগদগি, ২৯২; জর ২, ২৯৮

১১-১১° মোরে জারে না দেখিলে তারে মরি, ২৯২;
 °শেখিলে°, ২৮৯

- ১২ সাঁথাইল, নী ; সন্তাইল, তরু ; সন্তাল্য, ২৮২ ;
সান্তাইল, ২২১ ; সামাইল, ২২২, ২২৮
- ১০ বুধি, ২৮২, ২৯৮
- ১৪ বায়, নী
- ১৫ ভিতরে, ২২১, ২২২
- ১৬ থুইয়া, তরু ; থুঞা, ২২১ ; থুয়া, ২৯৮
- ১৭-১৯ কুলবতী হৈয়া কুল ভেয়াগিয়া, নী, ২২২, ২২৮
- ১৮ আছয়ে, ২২২
- ১৯ সইয়া, তরু ; সঞা, ২২১ ; সয়া, ২২২, ২২৮
- ২০-২০ অবলা অখল^১, তরু ; আমরা অবলা সরল রিদয়,
২৮২ ; আমরা অবলা অখল রিদয়, ২২১ ;
আমরা অখল সরল রিদয়, ২২২, ২২৮ (^১রিদয়
সরল)
- ২১ কথায়, তরু, ২২১ ; অলপে, ২৮২ ; কথাত্তে,
২২৮
- ২২ গেহু, নী
- ২৩ কথ্যে, ২২১
- ২৪ কান্দিয়া, তরু, ২২২ ; কান্দিএ, ২৮২ ; কান্দিআ,
২২১ ; কান্দিতে, ২২৮
- ২৫ মনু, নী
- ২৬ ভয়, ২৮২, ২৯৮
- ২৭ কে, ২২২
- ২৮ আপনা, তরু, ২২১
- ২৯ চণ্ডীদাস, নী, তরু, ২৮২, ২২২
- ৩০ বলে, ২৮২, ২২২, ২২৮ ; বাদ, ২২১
- ৩১ সদাই, ২২৮

টীকা

দ্রষ্টব্য :—এই পদের ১-১২, এবং ১৭-২০ এই আট
পঙ্ক্তি অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায় না (তরু, পাঠান্তর
দ্রষ্টব্য) ।

পঙ.—১-২ । তু°—

“বিহি নিকরণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর ।”

৩৫২ সং পদ

৩-৪ । তু°—

“তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা ।”

নী—২৮৫ সং পদ

৫-৮ । তু°—

“ছির হৈতে নারী প্রাণের সখী গো
বুকে খেয়েছি ষা ।”

নী—২৭৩ সং পদ

[৮৮১]

ধানশী^১

নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে সাইথু^২ সাথে ।

গুরু-গরবিত^৩ বসতি আমার
পর্যণ লইয়া^৪ হাতে ॥^৫

সই, কি^৬ আর বলিব তোরে ।^৭

আপন অন্তর না করে^৮ বেকত
তবে সে কহি যে^৯ তারে^{১০} ॥ প্র^{১১} ॥

মনের^{১২} মরম যে জনা না জানে^{১৩}—
মরম^{১৪} জানিবে কে ।

সেই সে জানয়ে^{১৫} মনের মরম
এ রসে মজিল যে ॥

চোরের রমণী^{১৬} যেন^{১৭} অনাথিনী^{১৮}
ফুকরি কাঁদিতে পারে ।

কুলবতী হৈয়া পীরিতি^{১৯} করিলে^{২০}
তেমতি^{২১} সঙ্কট তারে ॥

কে আছে ব্যথিত যাবে^{২২} পরতীত^{২৩}
এ দুখ কহিব^{২৪} কারে ।^{২৫}

হয়^{২৬} দুখ^{২৭}-ভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে ॥

নী, ৩৭৮ ; তরু, ২৫৬

১ বরাড়ী, তরু	২ কৈয়, নী
৩ পাইল্ল, ঐ	৪ বাদ, ঐ
৫ জানিতু, ঐ	৬ করিতু, তরু (পাঠা°)
৭ ভুলিছ, নী	৮ রইল, ঐ
৯ তাহে, ঐ	১০ বা, তরু (পাঠা°)
১১ চায়, নী	১২ সব, ঐ

[৮৮৩]

ধানশী

সই, কাহারে করিব রোষ ।

না জানি না দেখি সরল লইশু

সে পুনি আপন দোষ ॥

বাতাস বুঝিয়া ফেলাইতু পা

বাড়াই বুঝিয়া থেহ ।

মানুষ বুঝিয়া কথা সে কাহিয়ে

রসিক বুঝিয়া লেহ ॥

মরক বুঝিয়ে ধরিয়ে ডাল

ছায় সে বুঝিয়ে মাথা ।

গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে

ব্যথিত বুঝিয়া ব্যথা ।

অবিচারে সই করিল পীরিত

কেন কৈল হেন কাজে ।

চণ্ডীদাস কহে ধী রহ সুন্দবি

কহিলে পাইবে লাঞ্জে ॥

নী—৩৪৭

[৮৮৪]

ধানশী

হিয়া |ঝারে বিরলে^২ রাখিহ°
বিরল মনের কথা ।

মরম জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥

যারে° নাহি দেখি° শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়ন-কোণে ।

তবু° সে সজনি দিবস-রজনী
সদাই পড়িছে মনে ॥

হাম অভাগিনী পরের অধিনী
সকলি পরের বশে ।

সদাই এমনি° পুড়িছে পরাণী°
ঠেকিয়া পীরিত-রসে ॥

অনুখন মন করে উচাটন
না° সরে মুখেতে° কথা ।

চণ্ডীদাসের মন অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥

নী, ৩৪৮ ; বিপু, ২২২ ইত্যাদি

১ বাদ, ২২২ ২ ষতনে, নী

৩ রাখিব, ঐ ৪ না দেখি জনমে, ২২২

৫ ষোর, ঐ ৬ জেমন, ঐ

৭ পরাণ, ঐ ৮ মুখে নাহি সরে, ঐ

[৮৮৫]

শ্রী°

পীরিত-আনল ছুঁইলে মরণ

শুনহ° কুলের° বধু ।

আমার° বচন না শুন এখন°

(পাছে°) জানিবে কেমন° মধু ॥

সই,^১ ও বোল না বল মুখে ।^২

[৮৮৬]

পীরিতি-আনলে পুড়িয়া মরিবে

জনম যাইবে দুখে ॥৬^৩॥

সদা ছটফট মুরলী বিকট

নট-পটী তার বেশ ।

বিষের^১ করণ^২ তখনি মরণ

এ বিবে জীবন শেষ ॥

নয়ানের কোণে চাহে যার^১ পানে

সে ছাড়ে জীবন-আশ ।

কানুর^১ পরশে অমিয়া বরিশে^২

কহে^৩ বড়ু^৪ চণ্ডীদাস ॥

নী, ৩৫১ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৮, ৩৩০০ ইত্যাদি

তু—নী-৩৭৪

^১ যথারাগ, ২৯৮ ; বাদ, অতপুথি

^২ সুনল, ২৯২, ৩৩০০ ; শুনলো, ২৯৮

^৩ বড়ুয়ার, ২৯২

^{৪-১} এখন না শুন আমার বচন, ২৯১ ; এখন আমার
না সুন বচন, ২৯২ ; আমার এখন শুনল বচন,
২৯৮ ; আমার এখন না সুন বচন, ৩৩০০

^৫ বাদ, নী, ২৯২

^৬ জেমন, ২৯১, ২৯২ ^১ বাদ, ২৯২

^৮ মোকে, নী, ২৯২ ^২ বাদ, নী, ২৯১, ৩৩০০

^{১০-১} আর বিষ খাইলে, নী, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০

^{১১} যাহা, নী, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০

^{১২-১২} পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলে, নী, ২৯৮, ২৯১,
৩৩০০ (০রহিলেন)

^{১৩-১৩} বড়ু দ্বিজ, ২৯১, ২৯৮, ৩৩০০

উপস্থ্য :—নী—৩৭৪ সং পদের সহিত (এই গ্রন্থের

৮৯২ সং পদ) এই পদের শেষ দশ পঙ্ক্তির মিল রহিয়াছে ।

একটা পদই এইভাবে পরিবর্তিত হইয়া দুইটা পদ উৎপন্ন
করিয়াছে । তিনখানা পুথিতে “বড়ু দ্বিজ” ভগিতা পাওয়া
যায় । পদটা সন্দেহজনক বলিয়াই বোধ হয় ।

• ত্রী^১

সই, মরম^২ কহিয়ে তোকে ।^২

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর

কভু না আনিব মুখে ॥

পীরিতি-মুরতি^৩ কভু^৪ না হেরিব^৫

এ দুটী^৬ নয়ান-কোণে ।

পীরিতির^৭ কথা আর না বলিব^৮

মুদিয়া রহিব^৯ কাণে ॥

পীরিতি-নগরে বসতি ত্যজিয়া

থাকিব^{১০} গহনবনে ।

পীরিতি বলিয়া এ^{১১} তিন আঁখর

যেন না পড়য়ে মনে ॥^{১২}

পীরিতি-পাবক^{১৩} পরশ করিয়া

পুড়িছি এ নিশি দ্বিবা ।

পীরিতি-বিচ্ছেদ সহনে না যায়

কহে চণ্ডীদাস কিবা ।^{১৪}

নী, ৩০৫ ; বিপু, ২৯৮

^১ যথারাগ, ২৯৮

^২ আর কি বলিব তোয়ে, ২৯৮

^৩ বলিঞা, ঐ

^{৪-৪} আর না দেখিব, ঐ ^৫ ছই, ঐ

^{৬-৬} পীরিতি বলিয়া, নাম শুনাইতে, নী

^৭ ধোব, ২৯৮

^৮ রহিব, ২৯৮

^{৯-৯} আর না স্বোরব, সন্ন সপন মোনে, ২৯৮ ; এই
পুথিতে এই দুই পঙ্ক্তির পূর্ববর্তী দুই পঙ্ক্তির পূর্বে সন্নসিষ্ট
আছে ।

^{১০-১০} পিরিতি পবন পরস লাগিঞা

উড়িএ বসন্ত বায় ।

পিরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ২৯৮ পুথিতে

[৮৮৭]

: শ্রী:

পীরিতি বলিয়া এত তিন^২ আখর
বিদিত জুবন মাঝে ।

যাহারে^৩ পশিল সেই সে মজিল^৪
কি তার কলঙ্ক^৫ লাঞ্জে ॥

বেদ-বিধি-পর সব অগোচর
ইহা^৬ কি জানিবে^৭ আনে ।

রসে গর গর রসের অস্তুর
সেই সে মরম জানে ॥^৮

ছ'ছক^৯ অধর সুধারস পানে^{১০}
তাহে উপজিল পী ।

নয়ানে^{১১} নয়ানে বাণ বরিখনে
তাহে উপজিল রি ॥^{১২}

হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে^{১৩} উপজিল তি ।^{১৪}

এ তিন^{১৫} আখর মুনি-মনোহর^{১৬}
তাহার^{১৭} তুলনা কি ॥

কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর ।

পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর ॥^{১৮}

নী, ৩৮৫ ; ষিণু, ১১১১, ২৮৬৫

^১ বাদ, সকল পুধি

^{২-২} তিনটা, ১১১১ ^৩ তাহে যে, নী

^৪ জানিল, ঐ ^৫ কুলভয়, ঐ

^৬ ইথে, ২৮৬৫ ^৭ জানে, নী

^৮ এই ৪ পঙ্ক্তি ১১১১ পুথিতে নাই

^৯ ছহার, ১১১১ ; দোহার, ২৮৬৫

^{১০} বাণী, নী ^{১১-১১} বাদ, নী

^{১২-১২} বাদ, নী- ^{১৩-১৩} বাদ, ঐ

^{১৩} ইহার, ২৮৬৫

^{১৪-১৪} তাহে ছ'ছক হয় পরতেক

সদাই সুখের পারা ।

ভরণীরমণ করে নিবেদন

মবিলে না যায় ছাড়া ॥

ষিণু—১১১১, ২৮৬৫

[৮৮৮]

: শ্রী:

পীরিতি-নগরে বসতি করিব
পীরিতে বাঁধিব ঘর ।

পীরিতি^১ দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনু সকল পর ॥^২

পীরিতি^৩ ঘরের কপাট করিব^৪
পীরিতে^৫ বাঁধিব চাল ।^৬

পীরিতি^৭ আসকে সদাই থাকিব^৮
পীরিতে গোঁয়াব কাল ॥

পীরিতি-পালকে^৯ শয়ন করিব
পীরিতি বালিশ^{১০} মাথে ।

পীরিতি-বালিশে আলিস ত্যজিব^{১১}
থাকিব^{১২} পীরিতি সাথে ॥

পীরিতি-সরসে^{১৩} সিনান করিব
পীরিতি^{১৪}-অঞ্জন লব ।^{১৫}

পীরিতি^{১৬} ধরম পীরিতি করম
পীরিতে পরাণ দিব^{১৭} ॥^{১৮}

পীরিতি-বেশর^{১৯} নাসাতে পরিব^{২০}
তুলিবে^{২১} নয়ান-কোণে^{২২} ।

পীরিতি^{২৩}-অঞ্জন লোচনে পরিব^{২৪}
দীন^{২৫} চণ্ডীদাস ভণে ॥

নী, ৩৮৬ ; বিপু, ২৮২, ৩৪৩৬ । তু°—নী, ৩২০

১ বাদ, সকল পুথি

২-২ বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিত্তি পড়সী, পীরিত্তি প্রেয়সী, অশ্রু সকলি পর, নী (৩২০) ; পিরিত্তি পড়সি, করিব সজনি, তা বিনা সকলি পর, ২৮২

৩-৩ পীরিত্তি কপাট ছয়ারে বসাব, ৩৪৩৬ ; পীরিত্তি সোহাগে এ দেহ রাখিব, (নী ৩২০) ; পিরিত্তি সোহাগে সে ঘর ছআর, ২৮২

৪-৪ বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিত্তি করিব বল, নী (৩২০) ; পিরিত্তে ছাঅব চাল, ২৮২

৫-৫ বাদ, ৩৪৩৬ ; পীরিত্তির কথা সদাই কহিব, নী (৩২০) ; পিরিত্তি কপাট ছয়ারে রাখিব, ২৮২

৬ উপরে, ৩৪৩৬ ৭ শিখান, নী (৩৮৬)

৮ করিব, নী (৩২০) ; ছাড়িব, ৩৪৩৬, ২৮২

৯ রহিব, নী (৩২০), ২৮২

১০ সায়রে, নী (৩২০)

১১-১১ পীরিত্তি জল যে খাব, ঐ

১২-১২ পীরিত্তি ছুথের ছুথিনী সে জন, পরাগ বাধিয়া দিব, নী (৩২০)

১৩ এই ৪ পঙ্ক্তি বাদ, ৩৪৩৬, এবং হইহার পরিবর্তে ২৮২ পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ আছে—

পিরিত্তি বসন অঙ্গেতে পরিব, পিরিত্তি ভুসন অঙ্গে ।

পিরিত্তি আলাপে সদাই থাকিব, রহিব পিরিত্তি সঙ্গে ॥

পিরিত্তি অঙ্গন, নয়ানে পরিব, মরম কাহারে কব ।

পিরিত্তি বেদনা, জে জন জানএ, তাহারে বাটআ দিব

১৪-১৪ নাসার বেশর করিব, নী (৩৮৬) ; °পরিব নাসীকা, ৩৪৩৬

১৫-১৫ রহিব বজ্রয়া সনে, নী (৩২০) ; ছলাব°, ৩৪৩৬

১৬-১৬ হৃদয় পিঞ্জরে পীরিত্তি থুইব, নী (৩২০) ; পিরিত্তি পঞ্জরে পরাগ রাখিব, ২৮২ ; জসদানন্দনে জনএ পীরিত্তি, ৩৪৩৬

১৭-১৭ বিজ,° নী ; পীরিত্তি কেহ না জানে, ৩৪৩৬

দ্রষ্টব্য :—৩৮৬ এবং ৩২০ সংখ্যক পদদ্বয় একই পদের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া উভয়ের পাঠান্তর এই

স্থানে প্রদত্ত হইল। একখানি পুথিতে জসদানন্দনের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে ।

[৮৮৯]

• ক্রী°

কুলের ধরম° ভরম° সরম°

সকলি° হইনু° ছাড়া ।

হাসিতে হাসিতে পীরিত্তি করিনু

এবে° সে হইল গাঢ়া ॥°

কে জানে এমন পরিণামে হবে°

পাইব° এমনি° দুখ ।

তবে কি পীরিত্তে°° করিতাম রতি°°

এহেন প্রেমের°° স্মৃথ ॥

যা°° দেখি যা°° ধারা প্রাণ°° হব°° হারা

বাঁচিতে সংশয় ভেল ।

আছিল আমার সোনার বরণ

কালি যে°° হইয়া°° গেল ॥

চণ্ডীদাসে°° বলে শ্যামের পীরিত্তি

যে ধনী করিয়া°° আছে ।°°

পীরিত্তি°° আদর°° করিয়া°° সে জন°°

কেবা কোথা ভাল আছে ॥

নী, ৩৮৮ ; বিপু, ২৮২, ২২২, ২২৩, ২৩২৪ ইত্যাদি

১ ক্রীরাগ, ২২২ ; বাদ, ২৮২, ২২৩ ; জধারাগ, ২৩২৪

২ ভরম, ২৩২৪

৩-৩ সরম ভরম, ২২২, ২২৩ ; সরম ধরম, ২৩২৪

৪ সকল, ২৩২৪

৫ হৈল, নী ; হইবে, ২৮২ ; হইল, ২২২, ২২৩

৬ হইবে, ২৮২

৭ বড়া, ২৩২৪

৮ হব, নী, ২৮২

- ৯-৯ এখন পাইব, নী ; °এমন, ২৮২, ২৩৯৪ ; °এমতি,
২৯৩
১০-১০ পিরিতি বাড়াতাম আরতি, ২৮৯ ; পিরিতি করিমু
আরতি, ২৯২, ২৯৩, নী
১১ পিরিতেৱ, ২৩৯৪
১২-১২ এই দেখি, নী, ২৮৯ ; এই দেখ, ২৯২, ২৯৩
১৩-১৩ °হৈল, ২৮৯ ; প্রেম হৈল, নী ; প্রাণ হলা, ২৯২,
২৯৩ (°হইল)
১৪-১৪ ভাবিতে কালিঞা, ২৮৯ ; কাল হৈয়া, নী ;
কালিয়া°, ২৯২, ২৯৩
১৫ চণ্ডীদাস, নী
১৬-১৬ করিএ আছে, ২৮৯ ; করিছে, ২৩৯৪ ; করিয়াছে
নী, ২৯২, ২৯৩
১৭-১৭ আদরে পিরিতি, ২৩৯৪
১৮-১৮ সে জন করিয়া, নী, ২৯৩ ; জে জন°, ২৮৯ ; °জে
ধনি, ২৩৯৪

[৮৯০]

গাঙ্কার

যদি বা পীরিতি খানি স্নজনের হয় ।
নয়নে নয়নে মিলন হইলে
তবে সে ফিরিয়া লয় ॥
যে মোর পরাণের মরম বেথিত
তারে বা কিসের ভয় ।
অতি ছুরস্তুর বিষম পীরিতি
সকলি পরাণে সয় ॥
অবলা হইয়া বিরলে রহিয়া
না ছিল দোসর জনা ।
হাসিতে বাঁশীতে গীতের বামরু
এ বড় স্নগড় পণা ॥

যেন মলয়জ শিলায় ঘষিতে
অধিক সৌরভ হয় ।
শ্যাম বঁধুয়ার ঐছন পীরিতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

নী—৩৩৮

[৮৯১]

ধানশী

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিমু
সহজ পীরিতি কথা ।
সেই হৈতে মোর তমু জর জর
ভাবিতে অস্তরে ব্যথা ॥
দৈবের ঘটতে বঁধুর সহিতে
মিলন হইবে যবে ।
মান অভিমান বেদের বিধান
ধৈরজ ভাস্বিবে তবে ॥
জাতি কুল বলি দিতাম তিলাঞ্জলি
ছাড়িমু পতির আশ ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিমু নাশ ॥
কুলে কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজন মেলি ।
কাতর হইয়ে আদর করিয়ে
লইনু কলঙ্কের ডালি ॥
চোরের মা যেমন পোয়ের লাগিয়ে
ফুকরি কাঁদিতে নায়ে ।
কুলবতী হয়ে পীরিতি করিলে
এমতি ঘটবে তারে ॥

মুই অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে ।
আপনা খাইয়া পীরিত্তি করিমু
লোক শুনি কেন হাসে ॥
চণ্ডীদাস বলে পীরিত্তি-লক্ষণ
শুনগো বরজ্ঞ নারি ।
পীরিত্তি বুলিটি কাঁথেতে করিয়া
পীরিত্তি নগরে ফিরি ॥

নী—৩৭৩

[৮৯২]

. ত্রী

কালার পীরিত্তি গরল সমান
না খাইলে থাকে লুখে ।
পীরিত্তি-অনলে পুড়িয়া মরে যে
জনম যায় তার দুখে ॥
আর বিষ খেলে তখন মরণ
এ বিষে জীবন শেষ ।
সদা ছট্ ফট্ ঘুরুণি নিপট
লট পট তার বেশ ॥
নয়নের কোণে চাহে যাঁহা পানে
সে ছাড়ে জীবনের আশ ।
পরশ পাথর ঠেকিমু রহিল
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

নী—৩৭৪

ঐষ্টব্য :—তু°—৮৮৫ সং পদ

[৮৯৩]

. সিদ্ধুড়া

যে জন না জানে পীরিত্তি-মরম
সে কেন পীরিত্তি করে ।
আপনা না বুঝে পরকে মজায়
পীরিত্তি রাখিতে নারে ॥
যে দেশে না শুনি পীরিত্তি মরম
সেই দেশে হাম যাব ।
মনের সহিত করিয়া যতন
মনকে প্রবোধ দিব ॥
পীরিত্তি-রতন করিয়া যতন
পীরিত্তি করিব তায় ।
দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পীরিত্তি রয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে মনের উল্লাসে
এমতি হইবে যে ।
সহজ-ভজন পাইবে সে জন
সহজ মানুষ সে ॥

নী—৩৭৫

ঐষ্টব্য :—এই পদে সহজভজনের স্পষ্ট উল্লেখ
রহিয়াছে ।

[৮৯৪]

. সিদ্ধুড়া

পীরিত্তি বিষম কাল ।
পরানে পরানে মিশাইতে জানে
তবে সে পীরিত্তি ভাল ॥

ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে শ্রীত ।

মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত ॥

হেন ভ্রমরার সাধ নহে কভু
সে মধু করিতে পান ।

অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥

মনের সহিত যে করে পীরিতি
তারে প্রেম-কৃপা হয় ।

সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায় ॥

মনের সহিতে পীরিতি করিয়া
থাকিব স্বরূপ-আশে ।

স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী—৩৭৬

দ্রষ্টব্য :—তু°—নী—৭৮৩, ৮০৯ ইত্যাদি ।

[৮৯৫]

: শ্রী

পীরিতি পীরিতি মধুর পীরিতি
এ তিন ভুবনে কয় ।

পীরিতি করিয়ে দেখিলাম ভাবিয়ে
কেবল গরলময় ॥

পীরিতের কথা শুনিব হে যেথা
তথায় নাহিক যাব ।

মনের সহিত করিয়া পীরিত
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥

এমতি করিয়া স্মৃতি হইয়া
রহিব স্বরূপ আশে ।

স্বরূপ-প্রভাবে সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী—৩৮০

[৮৯৬]

: শ্রী

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি সহজ কথা ।

বিরিখের ফল নহে ত পীরিতি
নাহি মিলে যথা তথা ॥

পীরিতি অন্তরে পীরিতি মস্তুরে
পীরিতি সাধিল যে ॥

পীরিতি-রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে ॥

পীরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে ।

পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে ॥

দুই যুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি-আশ ।

পীরিতি-সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

নী—৩৮৪

দ্রষ্টব্য :—উদ্ধৃত পদগুলি রাগাঙ্গিক পদ-পর্যায়ভুক্ত ।
সহজিয়া তবের অভিব্যক্তিই এই সকল পদে দৃষ্ট হয় । মূল
গ্রন্থে ইহারাই ছিল কিনা সন্দেহজনক ।

যুগলমধুররস

দ্বিতীয় পল্লব

প্রবেশিকা

রসশাস্ত্রে আট প্রকার নায়িকার উল্লেখ
রহিয়াছে, যথা—

অথাবস্থায়টকং সর্বদনায়িকানাং নিগন্ততে ।

তত্রাভিসারিকা বাসকসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা ॥

খণ্ডিতা বিপ্রলঙ্কা চ কলহাস্তুরিতাপি চ ।

প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভট্টকা ॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, ১৯২ পৃঃ) ।

অর্থাৎ—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলঙ্কা, কলহাস্তুরিতা, প্রোষিতপ্রেয়সী এবং স্বাধীনভট্টকা এই অষ্টবিধ অবস্থা নায়িকা-দিগের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বাধীনভট্টকাকে স্বাধীনপতিকা, বাসকসজ্জাকে বাসকসজ্জিতা এবং বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা, কলহাস্তুরিতাকে অভিসন্ধিতা এবং কোপিতা, প্রোষিতপ্রেয়সীকে প্রোষিতভট্টকা, প্রোষিতপ্রিয়া, প্রোষিতনাথ প্রভৃতি নামেও বিভিন্ন রসশাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে স্বাধীনভট্টকা ও প্রোষিতভট্টকা পদদ্বয়ে “ভট্ট” শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কিনা, তাহা লইয়া আলোচনা দৃষ্ট হয়। অবশেষে টীকাকার লিখিয়াছেন—“সর্ববৈবালঙ্কারশাস্ত্রে প্রাচীনে অর্কবাচীনে বা পত্ন্যপপত্যোরব ভট্টশব্দ-

প্রয়োগো দৃষ্ট এব” (ঐ, ২০৩ পৃঃ)। বোধ হয় এই প্রকার আপত্তির খণ্ডনার্থে কোন কোন রসশাস্ত্রে প্রোষিতভট্টকা শব্দের পরিবর্তে প্রোষিতপ্রেয়সী, প্রোষিতপ্রিয়া প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই আটপ্রকার নায়িকার মধ্যে স্বাধীনভট্টকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা এই তিন নায়িকা সতত জুটচিত্তা এবং ভূষণাদি-দ্বারা মণ্ডিতা হয়, অবশিষ্ট পাঁচ নায়িকার ভূষণশূণ্ণ, খেদাঘিত ও চিন্তাক্রিম্ভ অন্তঃকরণ হয়। (উজ্জ্বল^০, ২০৬ পৃঃ)। মতান্তরে কেবলমাত্র স্বাধীনভট্টকা ও বাসকসজ্জিকাই হর্ষযুক্তা হয় (দশরূপ, ২।৪০)।

এই সকল নায়িকার বিশেষত্ব-অবলম্বনে রচিত পদগুলি এই পল্লবে সঙ্কলিত হইল। নী-তে প্রোষিতভট্টকা ও স্বাধীনভট্টকার পদ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের :৫৪ সংখ্যক “পিয়া গেল দূরদেশে হাম অভাগিনী” ইত্যাদি পদটীকে প্রোষিতভট্টকা পর্যায়ে, এবং এই গ্রন্থের ৫৯২ সংখ্যক “বেশ বনাইছে শ্যাম” ইত্যাদি পদটীকে স্বাধীনভট্টকা পর্যায়ে স্থাপন করা যায়। ইহা ব্যতীত নায়িকাদিগের অগ্ৰাণ্য অবস্থার বর্ণনা-বিষয়ক পদ এই গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাসকসজ্জিকা

[৮৯৭]

গান্ধার

রাধিকা আদেশে মনের হরষে

কুসুম রচনা করে ।

মল্লিকা মালতী আর জাতি যুথী

সাজাইছে থরে থরে ॥

আজ রচয়ে বাসকশেজ ।

মুণিগণচিত্ত হেরি মুরচ্চিত

কন্দর্পেরি যুচে তেজ ॥

ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর

ফুলের হইল ঘর ।

ফুলের বালিশ আলিস কারণ

প্রতিকূলে ফুলশর ॥

শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী

ভ্রমর বন্ধারে তায় ।

ছয়-ঝু মন্ত সন্তিত বসন্ত

মলয়-পবন বার ॥

উজরোল রাত্তি মনিময় বাত

কর্পূর তাম্বুল বারি ।

চণ্ডীদাস ভণে— রাধি স্থানে স্থানে

শয়ন করল গোরী ॥

টীকা

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্টি নিজ্ঞং বপুঃ ।

সজ্জীকরোতি গেরুঞ্চ বা সা বাসকসজ্জিকা ॥

(উজ্জলনীলমণি, ১২৫-৬ পৃঃ)

এই শ্লোকের টীকায় বাসক শব্দ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—“স্বং বাসয়তীতি স্ববাসকঃ” অর্থাৎ যে বাস করায় সে বাসক । “স্বং কুঞ্জে তাবৎস অহং শীঘ্রমেষ্টিমীতি নায়কশ্চেচ্ছৈত নায়িকাং কুঞ্জে বাসয়তীত্যর্থঃ,” অর্থাৎ তুমি অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি, এই বলিয়া যে নায়ক নায়িকাকে কুঞ্জে বাস করায়, সে বাসক । তাহার ইচ্ছামুসারে যে নায়িকা কুঞ্জে বসিয়া নিজের দেহ ও গৃহ সজ্জিত করে, তাহাকে বাসকসজ্জিকা বলে । বাসক-সজ্জিকা নায়িকার হৃদয় মিলনের আশায় উৎকুল থাকে, এই জন্তই পদটির প্রথম পঙ্ক্তিতেই রহিয়াছে—“রাধিকা আদেশে, মনের হরষে” ইত্যাদি, অর্থাৎ কান্তের আদেশামুসারে আনন্দিত চিত্তে রাধিকা কুসুম রচনা করিতেছেন, তারপর পদমধ্যেও বিবিধ সাজসজ্জার উল্লেখ রহিয়াছে :

বাসকসজ্জিকার এই একটি মাত্র পদ নী-তে মুদ্রিত হইয়াছে । আমরা কোন পুথিতে ইহার সন্ধান পাই নাই । উড়িষ্যায় প্রাপ্ত একখানি পুথিতে চণ্ডীদাস-রচিত অভিসারিকা ও বাসকসজ্জিকার পদ পাওয়া গিয়াছে । পদগুলি এই গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত হইল । ঐ পালার অন্তর্গত কোন পদের সহিত এই পদের মিল নাই । আমাদের মনে হয় চণ্ডীদাস ঐরূপ আখ্যায়িকামূলক পালার আকারে অষ্টনায়িকার অবস্থা

বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই জন্ত এই পদটি সম্বন্ধে আমাদের
সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

হয়। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহারাসকালীন রাখার মান ইহার
দৃষ্টান্তস্বরূপ। উৎকণ্ঠিতা অর্থে বিরহোৎকণ্ঠিতা।

হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন, কারণের প্রাতি বিতর্ক, আপনার
অবস্থাদি বর্ণন উৎকণ্ঠিতা নামিকার চেষ্টা।

বাসকসজ্জা দশার শেষে, কলহাস্তরিতা অবস্থায়, এবং
পরাদীনস্ব-প্রযুক্ত মিলনের অভাব হইলে উৎকণ্ঠিতা অবস্থার
উদ্ভব হয়। আলোচ্য পদে বাসকসজ্জা দশার শেষে
উৎকণ্ঠিতা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

উৎকণ্ঠিতা

[৮৯৮]

কিশলয় শেজ করি কেন জাগি রাত্তি ।
মদন-দুরজন তাহে সঙ্গ হইল ভাতি ॥
চন্দ্রকিরণ তাহে বৈরি মোর ভেল ।
দক্ষিণ-পবন মোয় সমূহ দুঃখ দিল ॥
অবছ এখন বঁধু না আইল ইহা ।
কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুখ সয়া ॥
কালরাতি কাল মোর দংশিল শরীরে ।
কি আর ঔষধ আছে বল না আমারে ॥
ধন্বন্তরি কাছে গিয়া সাধিব সব তন্ত্র ।
যুচাব সকল জালা, কাল সে ভুজঙ্গ ॥
মৃতমণিমন্ডে যেন মৃত হয়ে যায় ।
তাহার অধিক যেন হৈল সব কায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এই সময়ের দোষ ।
বিরস না ভাব তুমি না করিহ রোষ ॥

নী, ২০২; কোন পুথিতে পাওয়া যায় নাই।

টীকা

অনাগসি শ্রিয়তমে চিরয়ত্যাংসুকা তু বা ।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরতা ॥

(উজ্জলনীলমণি, ১২৭ পৃঃ)

এই শ্লোকের টীকায় বলা হইয়াছে যে, নায়ক অপরাধী
হইলেও তাহার নিরপরাধ-জ্ঞানে উৎকণ্ঠার উদয় হয়,
কিন্তু নিরপরাধ নায়ককে অপরাধী ভাবিলে মান-বিপ্রলভ

[৮৯৯]

শ্রীঃ

দুয়ারের^২ আগে ফুলের বাগান^৩
কিসের^৪ লাগিয়া কলু^৫ ।^৬
মধু খাই^৭ খাই ভ্রমর মাতল
বিরহ-জ্বালাতে^৮ মল্লী^৯ ॥^{১০}
জাতি^{১১} রুইনু যুথি^{১২} রুইনু
রুইনু স্ফগন্ধ^{১৩} মালতী ।
ফুলের বাসে নিদাঁ নাহি^{১৪} আসে^{১৫}
পুরুষ নিঠুর জাতি ॥
কুসুম^{১৬} তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া^{১৭}
শেজ বিছাইনু কেনে ।
যদি শুই তায়^{১৮} কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে ॥
চান্দ^{১৯} বলমল দিক্ নিরমল
পিককুল তারা বোলে ।
কোন গুণবতী অধিক গুণেতে
পিয়া ভুলাইয়া নিলে ॥^{২০}
আপনা^{২১} খাইয়া^{২২} সখীর বচনে^{২৩}
তা সনে করিনু প্রেম ।
চণ্ডীদাস কহে— কাশুর পীরিত্তি
যেন দরিত্রের হেম ।

নী, ২১০; বিপু, ২২২

[৯০১]

- ১ বাদ, ২৯২ ২ ঢারের, নী
 ৩ বাগ, ঐ ৪ কিস্বথ, ঐ
 ৫ রুইহু, ঐ ৬-৬ খাইতে খাইতে, ঐ
 ৭ আলায়, ২৯২ ৮ মৈনু, নী
 ৯ জুই, ২৯২ ১০ জাই, ঐ
 ১১ গন্ধ, নী ১২-১২ না এসে, ২৯২
 ১৩ কুল, ঐ ১৪ তেঙ্গিয়া, ঐ
 ১৫ তাই, নী ১৬-১৬ বাদ, নী

১৭-১৭ রতন মন্দিরে, নী, ২৯২ ১৮ সহিতে, ঐ

[এই পঙ্ক্তির পাঠ নচ হইতে গৃহীত ।]

কামোদ

নাহ নিঠুরচিত ভেল কাহার চিত
 তাঁহি রহল আজু রাতি ।
 প্রাণ গুণি গুণি খোয়াসু রজনী
 সহজে অবলা নারীজাতি ॥
 চণ্ডীদাস ভণে মরম সমানে
 না মিলল আর কান ।
 জীবন যৌবন বৃথা অকারণ
 কেমনে ধরিব প্রাণ ॥

নী, ২১২

পঙ্—১ । নাহ—নাথ ।

[৯০০]

পটমঞ্জরী

আর কি মিলব মোরে পিয়া গুণনিধি ।
 কি রাতি সুরাতি হবে অনুকূল বিধি ॥
 গগনে আছিল চাঁদ সেহ অতি মন্দ ।
 হিয়া জরজর হৈল খসিল পাঁজরের বন্ধ ॥
 এখনে না আইল পিয়া কে কৈল আটকে ।
 নিজ ঘরে রৈল কিবা পড়িয়া বিপাকে ॥
 শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে ।
 পরাণ গেলে কি করিবে পিয়াদরশনে ॥
 চণ্ডীদাস কহে—প্রাণ যাইবেক কেনে ।
 চিত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে ॥

নী, ২১১

দ্রষ্টব্য :—এখানে “কারণের প্রতি বিভর্ক” বর্ণিত
 হইয়াছে ।

[৯০১ ক]

কামোদ

আমার বসনা না হৈল ভোষণা
 আঁখের হইল আড় ।
 নিরবধি বিধি এমতি করিলে
 কেমন ব্যাপার তার ॥
 সায়র নিকটে চাঁদ মিলিব
 ঘুচিব মনের দুখ ।
 সূধা যে ফরিবে অঙ্গ জুড়াইবে
 পাইব পরম সুখ ॥
 পাপ নারী করি জনমিলে হরি
 পরের পতির আশে ।
 কহে চণ্ডীদাসে— না মিলল শেষে
 আপন করম দোষে ॥

নী, ২১৩

ক্রমবৃত্তান্ত্য:—একই ভাবের পুনরুক্তি করিয়া এতগুলি পদ বিচ্ছিন্ন ভাবে একই কবি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা যায় না। সম্ভবতঃ বিভিন্ন পুথি হইতে পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। খণ্ডিতাপর্যায়ের পদগুলির স্থায় এই পদগুলিও সন্দেহজনক।

বিপ্রলক্ষা

১. [৯০২]

নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে ।
হেদে রে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে ॥
অঙ্কুর চন্দন চূয়া দিব কার গায় ।
জরজর হৈল তনু নিশি না পোহায় ॥
কপূর চন্দন চূয়া দিব কার মুখে ।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে স্তখে ॥
নাহ নিঠুর যদি না আইসে ইহা ।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া ॥
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া ।
চণ্ডীদাস কহে—তবে মিলিব আসিয়া ॥

নী, ২১৪

টীকা

সঙ্কেত করিয়া যদি নায়ক সমাগত না হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যথিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলক্ষা কহেন (উজ্জলনীলমণি, ২০০ পৃ:)। কৃষ্ণ রাত্রে আসিবেন বলিয়াছিলেন, রাখা সারারাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, তৎপরে প্রভাতে এই বিপ্রলক্ষা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

বৈরাগ্য, চিন্তা, খেদ, অশ্রু প্রভৃতি বিপ্রলক্ষা নায়িকার চেষ্টা।

পদটি নির্দোষ নহে। প্রভাতেই বিপ্রলক্ষা দশায়

উদ্ভব হয়। এই পদের প্রথম পঙ্ক্তিভেদে আছে—“নিশি প্রভাত হৈল”, কিন্তু চতুর্থ পঙ্কতিতে “নিশি না পোহায়”, এবং ষষ্ঠ পঙ্কতিতে “রজনী বঞ্চিব হাম” ইত্যাদি রহিয়াছে। এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তি আপত্তিকর সন্দেহ নাই। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী হইতে গোপালদাসের ভণিতার একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া নচ-তে বলা হইয়াছে—“চণ্ডীদাস ভণিতার প্রাপ্ত পাঠ গোপালদাসের পদেরই বিকৃতি বলিয়া মনে হয়” (ঐ, ১৭৪ পৃ:)। পদটি যে সন্দেহজনক তাহা উল্লিখিত দোষ-দৃষ্টে আশাদেরও ধারণা জন্মিয়াছে। পরবর্তী পদটির সহিত তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। একই কবি এই দুইটি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

[৯০৩]

ধানশী *

দু-কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু-পথপানে চাই ।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী ।—
“বাহির হইয়া দেখলো সজনি,
বঁধুর শব্দ শুনি ॥”
পুনঃ কহে রাই— “না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা ।
কি বুদ্ধি করিব পাষণে বাড়িয়া
ভাজিব আপন মাথা ॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইমু ফুলে ।
সব হৈল বাসি আর কেন সই
ভাসা গে যমুনা-জলে ॥

কুম্ভকুম কঙ্করী চুবক চন্দন
 লাগিছে গরল তেন ।
 তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী
 দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥
 সকল লইয়া যমুনায় ডার
 আর ত না যায় দেখা ।
 ললাটের সিন্দূর মুছি কর দূর
 নয়ানের কাজর-রেখা ॥
 আর না রাখিব এ ছার পরাণ
 না যাব লোকের মাঝে ॥
 স্থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
 আনিত্তে নিষ্ঠুর রাজে ॥

বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব ।
 হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
 সদাই দেখিতে পাব ॥
 শুন সখীগণ, করিয়া যতন
 লয়ে চল নিকেতনে ।
 আজুকর নিশি রাখিকা রূপসী
 বঞ্চুক নাগর বিনে ॥
 এতেক শুনিয়া করেতে ধরিয়া
 লইয়া চলিল বাস ।
 রাখা-ভয়ে হরি কাঁপে থরথরি
 ভণে বিজ চণ্ডীদাস ॥

নী, ২১৭

নী, ২১৬

টীকা

পূর্ববর্তী পদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই পদটি অপেক্ষা-
 কৃত নির্দোষ বলিয়া সন্তোষজনক।

দ্রষ্টব্য :—পূর্বের সঙ্কেত উল্লেখন করিয়া কোন রমণীর
 প্রিয়তম যদি অস্ত্র রমণীর সহিত রাজি যাপন করিয়া
 তাহার ভোগচিহ্ন অঙ্কে ধারণ করত প্রাতঃকালে সমাগত
 হয়, তাহা হইলে তদর্শনে পূর্ব নায়িকা ঋণিতা অবস্থা
 প্রাপ্ত হয়।

এই পদে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ সঙ্কেত অনুসারে রাখার
 কুঞ্জে বাইতেছিলেন, পথে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণকে নিজের
 কুঞ্জে লইয়া গেলেন। এই পদ হইতে পালার আকারে
 ঋণিতা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

রাজির প্রথম প্রহরে আসিব বলিয়া দ্বিতীয় প্রহরে
 আসিলে ঋণিতা হয় না, প্রাতঃকালে আসা চাই, এবং
 অস্ত্র রমণীর ভোগচিহ্নও অঙ্কে থাকি চাই। (উজ্জল-
 নীলমণি, টীকা, ১২৮ পৃঃ)

অষ্টনায়িকাবর্ণনায় এই ঋণিতা প্রকরণে ধারাবাহিক
 পালাগানের সন্ধান পাওয়া বাইতেছে। কিন্তু ইহা পালাটির
 শেষের অংশমাত্র। আমার বোধ হয়, এই সকল বিষয়
 অবলম্বন করিয়াও চণ্ডীদাস সুকৌশলে আখ্যায়িকামূলক
 পালা রচনা করিয়াছিলেন।

ঋণিতা

চন্দ্রাবলীর উক্তি

[৯০৪]

কামোদ

“এই পথে নিতি কর গতায়তি
 নুপূরের ধনি শুনি ।
 রাখা সঙ্গে বাস আমারে নৈরাশ
 আমি বঞ্চিত একাকিনী ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯০৫]

শ্রী

“চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে ।

শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে
এই নিবেদন তোরে ॥কালি আসি হাম পূরাইব কাম
ইথে নাহি কর রোষ ।চন্দ্রাবলীনাথ ভুবনে বিদিত
জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥তুমি যে আমার আমি যে তোমার
বিবাদে কি ফল আছে ।লোক জানাজানি কেন হয় ধনি
পৌরিত্তি ভাঙ্গিবে পাছে ॥দাদা বলরাম করে অঘেষণ
ভ্রময়ে নগর মাঝে ।”চণ্ডীদাসে কয়— সে যদি জানয়
সবাই পড়িবে লাজে ॥

নী, ২১৮

চন্দ্রাবলীর প্রত্যুত্তর

[৯০৬]

বিহাগড়া

“কে বলে আমার তুমি সে রাধার
তাহার দুখের দুখী ।করিয়া চাতুরী বাবে বুঝি হরি
রাধারে করিতে সুখী ॥

বঁধু হে, তুমিত রাধার নাথ ।

তব ভারিভূরি ভাজিব মুরারি
রাখিব আপন সাথ ॥”এতেক বলিয়া করেতে ধরিয়া
চুম্বয়ে বদন-চাঁদে ।রসিক নাগর হইয়া কাঁপর
পড়িল বিষম কাঁদে ॥হেথা সুবদনী সখী সনে বাণী
কহয়ে কাতর-ভাষে ।“নিশি পোহাইল পিয়া না আইল”
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

নী, ২১৯

[৯০৭]

ধানশী

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম-শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম ।প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম ॥গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াইল রাইএর আগে ।দেখে ফুলমালা তাম্বুলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥নাগরে না দৈধি মানিনী না চান
আছেন আপন কোপে ।ভয়ে সে ভুরুর ভজিমা দেখিয়া
নাগর ভরাসে কাঁপে ॥

রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরেরে পাড়ে গালি ।
চণ্ডীদাস বলে— লম্পটের সনে
কথা কৈলে তবু ভালি ॥

নী, ২২০

টীকা

ইহার পরে শ্রীরাধিকার উক্তি রহিয়াছে। ঐ পদগুলি রসশাস্ত্রোক্ত ঋণ্ডিতার সূত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহাতে একই কথারই পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস এই জাতীয় সাতটি পদই রচনা করিয়াছিলেন কি না, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। পরবর্তী অনেকগুলি পদ অশ্লের ভণিতায় অশ্লত্রও পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই সকল পদ সন্দেহজনক বলিয়াই আমরা ধারণা করিতে বাধ্য হইতেছি।

শ্রীরাধার ক্রোধোক্তি

[৯০৮]

১. ললিতঃ

“ভাল হৈল আরে^১ বঁধু^২ আসিলা^৩ সকালে ।
প্রভাতে^৪ দেখিলু^৫ মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বঁধু^৬ তোমারে^৭ বলিহারি যাই ।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই ।^৮ ৫ ॥^৯
আই আই পড়েছে^{১০} মুখে^{১১} কাজরের আভা ।^{১২}
ভালে সে সিন্দুর-দাগ^{১৩} মুনি^{১৪} মনোলোভা ॥
খর-নখ-দশনে^{১৫} অঙ্গ জরজর ।
কিবা^{১৬} সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ।
নীলপাটের শাটী^{১৭} কৌটার বলনি ।
রমণী-রমণ হৈয়া বকিলা রজনী ॥

সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে ।
এখন কহ মনের কথা আইলে^১ কোন্^২ কাজে ॥
চারিদিকে^৩ চায় নাগর আঁচলে^৪ মুখ মুছে ।^৫
চণ্ডীদাস^৬ কহে^৭ লাজ ধুইলে না^৮ যুচে ॥

নী, ২২১ ; বিপু, ২২২ ; তরু, ৪০৩ সং পদ । ভূ°—
রসমঞ্জরী, ৩২ পৃঃ ।

- ১ কেদার, তরু ; বাদ, ২২২
- ২ এলে, ২২২ ° বন্ধু, তরু, ২২২
- ৩ আইলা, তরু^১ ; আইলে, ২২২
- ৪ বিহানে, ২২২ ° দোখলাম, নী, ২২২
- ৫ বন্ধু তোমার, তরু ° বাদ, নী
- ৬ এই ছই পঙ্ক্তি ২২২ পৃথিতে নাই
- ৭ পড়িছে, তরু
- ৮ রূপ. তরু ; রূপে, ২২২
- ৯ শোভা, নী, তরু
- ১০-১১ তোমার মুনির, ঐ
- ১২ দংশনে, ২২২ ° ভালে, তরু, নী
- ১৩ শোভা, তরু
- ১৪-১৫ আইলা কিবা, তরু ; এলে^১, ২২২
- ১৬ পানে, তরু, ২২২ ° আচারে, নী, ২২২
- ১৭-২০ চণ্ডীদাসের, তরু, ২২২
- ২১ কি, ২২২

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় এই পদটি লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন (ঐ, ৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পদটি পীতাশ্বরদাসের রসমঞ্জরীতে গোপালদাসের ভণিতায় উদ্ধৃত রহিয়াছে (ষণা—গোপালদাসের লাজ ধুইলে না যুচে)। গোপালদাস ১৫৬৫ কি ১৫৮৫ শকে রসকল্পবল্লী রচনা করিয়াছিলেন। ঐহার পুত্র পীতাশ্বরদাসের “রসমঞ্জরী ও পদকল্পতরুর সংকলন-কালের মধ্যে ৫০ বৎসরের অধিক পার্থক্য ছিল না” (তরুর ভূমিকা) (৪৭ পৃঃ)। অতএব পদকল্পতরুর পূর্ববর্তী রসমঞ্জরীতে পদটি গোপালদাসের ভণিতাতেই পাওয়া যাইতেছে। পরবর্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে পদটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রচারিত হইয়া

ধাকিবে। এই জাতীয় সাতটি পদ এক চণ্ডীদাসের
ভণিতাতেই পাওয়া যাইতেছে বলিয়া পদকল্পতরুর পূর্ববর্তী
রসমঞ্জরীর সাক্ষ্যই আমরা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি।

[৯০৯]

: রামকেলী

“ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক ।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল ।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল ॥
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে ।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব গায়
মোরা হলে মরি লাজে ॥
নীল কমল বামর হয়েছ
মলিন হয়েছে দেহ ।
কোন রসবতী পেয়ে সুখানিধি
নিঙরে লয়েছে স্নেহ ॥”
কুটিল-নয়ানে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া ।
কহে চণ্ডীদাস— আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥

নী, ২২২। ছুঁ—বিপু ৬১৪৭
নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, এই পদটি ঢাকা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ১১৫৪ ও ১১৫৫ সংখ্যক পুঁথিঘরে নরহরির
ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
৬১৪৭ সংখ্যক পুঁথিতে নরহরি ও চণ্ডীদাসের ভণিতায়
নিম্নোক্ত পদ দুইটি পাওয়া যায়—

নীল বরণ বামর হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ ।
কোন কলাবতী রসনিধি পারে
নিঙ্গুড়ে লয়েছে সেহ ॥
তায়ূলের দাগ অধরে লেগেছে
কালার উপরে কাল ।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিলাম
দিবস যাইবে ভাল ॥
ভালের উপরে সিন্দুরের বিন্দু
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
ভাল করে তোমায় দেখি ॥
ছি ছি পুরুষ হইয়া এমন করহ
নারী হইয়া সহি যোরা ।
চণ্ডীদাস কয় আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥
(ঐ, ১৪৯ পৃঃ)

ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক ।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
ঢুলু ঢুলু করে তোমার অক্ষয় হুঁটা আঁখি ।
সুরঙ্গ অধর তোমার বিরঙ্গ কেন দেখি ॥
অলকা তিলক মুখ কেনা কৈল দূর ।
কোন রসবতী তোমার ভাবন কৈল চূর ॥
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু কাজলের রেখা ।
ভাল পূণ্যবতী তোমায় পেয়েছিল দেখা ॥
চোরের পারা বন্ধু তোমার সকল অঙ্গ দেখি ।
হয় নয় প(পু)ছ দাস নরহরি সাখি ॥
(ঐ, ১৪৯ পৃঃ)

বোধ হয় এইরূপ দুইটি পদ মিলিত হইয়া নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে উদ্ধৃত পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। দেখিতেও পাওয়া যাইতেছে যে, তাহার প্রথম দুই পঙ্ক্তির ছন্দের সহিত পরবর্তী অংশের ছন্দের মিল নাই। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিঘরেও নী-তে উদ্ধৃত পদের অমুরূপ পদই পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বোধ হয় যে, বিভিন্ন ছন্দের দুইটি পদ মিলিত হইয়া একটি পদ গঠিত ও প্রচারিত হইবার পরে নীলরতনবাবুর আদর্শ পুথি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিঘর লিখিত হইয়াছিল।

পদ আছে। পদরসসারেও অমুরূপ একটি পদ গোবিন্দ-দাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

[৯১১]

• সিন্দুড়া

“বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি।

কেমন কামিনী-সঙ্গে যাপিলা যামিনী রঙ্গে
কত সুখে পোহালা রজনী ॥

নীল-নলিনী-আভা কে নিলে অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।

চিকণ চূড়ার ছাঁদ কে নিল বরিহা কাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেগী ॥

ধন্য সে বরজ-বধু যে পিয়ে অধর-মধু
পাষণে নিশান তার সাধী।

রক্ত উৎপল ফুলে যৈছন ভ্রমর বুলে
ঐছন ফিরয়ে দুটি আঁখি ॥

রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু কে নিল চন্দন ইন্দু
নাসা ছলে নাকের মুকুতা।

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় একথা অশুধা নয়
ভাল জানে বৃষভামুসুতা ॥”

নী, ২২৪

স্রষ্টব্য :—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫৪ সং পুথিতে নরহরিদাসের ভণিতায় এইরূপ একটি পদ পাওয়া যায় (নচ—১৮৩ পৃঃ)।

পরবর্তী তিনটি পদ অস্ত্রের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, ইহাদের একটি চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন। অথ দুইটি প্রাচীন পুথি খুঁজিলে অস্ত্রের ভণিতায় পাওয়া যাইতে পারে।

[৯১০]

: বিভাষ

“হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস ॥’
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী^২ আজ পেয়েছিল লাগ ॥
নখপদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা হয়েছে^৩ ভূষিত ॥
কপোলে^৪ সিন্দূর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে^৫ তোমার আঁখি ছলছল ॥”
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও, আমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥

নী, ২২৩ ; তরু, পদ সং ৩৯৩। তু°—নচ, ১৮° পৃঃ

১ এস, নী ; আইসো, তরু

২ কুলবতি, তরু (পাঠান্তর)

৩ করিলে, তরু

৪ কপালে, ঐ

৫ বিরহে, ঐ

নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাখানি পুথিতে নরোত্তমদাসের ভণিতায় এইভাবে একটি

[৯১২]

. রামকেলী

এস এস বন্ধু করুণার সিন্ধু
 রজনী গোড়ালে ভালে ।
 রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি
 ভালত স্নেহেতে ছিলে ॥
 নয়ানে কাজর কপালে সিন্দুর
 দ্রুতবিন্ধিত হে হিয়া ।
 আঁধি চর চর পরি নীলাম্বর
 হরি এলে হর সাজিয়া ॥
 ধিক্ ধিক্ নারী পর-আশাধারী
 কি বলিব বিধি তোয় ।
 এমত কপট খুফ লম্পট শঠ
 হাতেতে সঁপিলি মোয় ॥
 কাঁদিয়া যামিনী পোহালাম আমি
 তুমি ত স্নেহেতে ছিলে ।
 রতিচিহ্ন সব লইয়া মাধব
 প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
 এ মিনতি রাখ ঐখানে থাক
 আঙ্গিনাতে না আইস ।
 ছুঁইলে তোমারে ধরমে আমারে
 না করিবে পরশ ॥
 লোক-মুখে কত শুনিতাম যত
 প্রতীত আজি হল সব ।
 চণ্ডীদাস কয় নাগর দয়াময়
 এত দয়ার স্বভাব ॥

নী—২২৫

[৯১৩]

. ললিতা

আরে মোর আরে^১ মোর সোণার বঁধুর ।^২
 অধরে^৩ কাজর দেখি^৪ কপালে সিন্দুর ॥
 বদন-কমলে কিবা^৫ তাম্বুল^৬ শোভিত ।
 পায়ের নখের ঘায়ে^৭ হিয়া^৮ বিদারিত ॥^৯
 এস^{১০} না এস না বঁধু^{১১} আঙ্গিনার কাছে ।
 তোমারে ছুঁইলে^{১২} মোর ধরম যায়^{১৩} পাছে ॥
 শুনিয়া পরের মুখে নহি^{১৪} পরতীত ।
 এবে^{১৫} সে দেখি^{১৬} তোমার এই^{১৭} সব রীত ॥^{১৮}
 সাধিলে^{১৯} মনের কাজ^{২০} কি আর বিচার ।^{২১}
 দূরে রহ^{২২} দূরে রহ^{২৩} প্রণাম^{২৪} আমার ॥
 চণ্ডীদাস বলে^{২৫} ইহা বলিলে কেমনে ।
 চোরেরে^{২৬} না কহে কেহো এতেক^{২৭} বচনে ॥

নী—২২৬ ; তরু, ৩২১ ; বিপু, ২২২

১-১ শোনার চান্দ বন্ধুর, ২২২

২ নয়নে, ২২২

৩ দিল, নী, ২২২

৪ তোমা, ২২২

৫ তাম্বুলে, ২২২

৬ ঘায়, নী ; স্বাত, ২২২

৭ হিয়ায়, তরু ; হিয়ায়ে, ২২২

৮ বিন্ধিত, তরু ; বিদিত, ২২২

৯-১ না আইস না আইস বন্ধু, তরু ; না এস্ত ২ বন্ধু, ২২২

১০ দেখিলে, তরু ১১ যাবে, তরু

১২ নহে, নী ; না হই, ২২২ ১৩ আশিত, ২২২

১৪ দেখিলাম, তরু, ২২২

১৫-১৬ সব বিপরীত, তরু (পাঠান্তর)

২২২ পুথিতে এই চরণের পরে “শুনিয়া পরের মুখে”

ইত্যাদি চরণটি আছে ।

১৭ সাধিলা, তরু

১৭ সাধ, ঐ (পাঠান্তর)

১৮ ভোমার, ২২২

১৯ রহ, নী

২০ রহ, নী

২১ প্রণতি, তরু

২২ কহে, ২২২ ; বোলে, তরু

২৩-২৪ চোর ধরিলে এত না কহে, নী ; চোর ধরিলেহ
এত না কহে, তরু ; (ধরিলেহ স্থলে ধরিলেও, পাঠান্তর)

[৯১৪]

ললিতা

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কঙ্কণ-দাগ আহা মরি মরি ।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোড়ারি ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে ।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীলসর-মাঝে ॥
কেমন পাষণী বার দেখি হেন রীতি ।
কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি ॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই ।
কাছে বশ আচলেতে মু'খানি মুছাই ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া ।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥

নী—২২৭

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯১৫]

রামকেলী'

শুন শুন সুনয়ানি' আমার যে রীত ।
কহিলে' প্রতীত নহে' জগতে বিদিত ॥
তুমি না' মানিবো' তাহা আমি ভালো' জানি ।
এতেক' না কহ ধনি' অসঙ্গত' বাণী ॥
সঙ্গত' কহিলে' ° ভাল শুনিতে হয় সুখ ।
অসঙ্গত' কহিলে' ° পাইব' ° বড় দুখ ॥ ° °
মিছা কথায় কত' ° পাপ' ° জানত' ° আপনি । ° °
জানিয়া না' ° মানে যেই সেইত' ° পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরম' ° সবে কেনে ।
তাহার এমত' ° বাদ' ° হইবে' ° তখনে ॥ ° °
চণ্ডীদাস বলে' ° যদি ° মিছা বলে থাকে । ° °
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার' ° কি যাবে ॥ ° °

নী—২২৮ ; তরু, ৩২২ ; বিপু, ২২২

১ বাদ, ২২২ ২ কুল্লরী, নী, ২২২

৩ কহিতে নী ৪ হয়, ২২২

৫-৬ নাহি যান, ২২২

৭ ভাল, তরু (পাঠান্তর)

৮-৯ কহিছ যেতেক কেন, ২২২

১০ অসঙ্গত, নী

১১ সঙ্গতি, তরু (পাঠা°)

১২ হইলে, তরু

১৩ অসঙ্গতি, ঐ (পাঠা°)

১৪ হইলে, তরু, নী (পাঠা°)

১৫-১৬ শুনিতে পাই দুখ, নী ; পাইয়ে বড় দুখ, তরু ;

যনে পাই বড় দুখ, ২২২

১৭ যত, তরু, ২২২

১৮ দোষ, তরু (পাঠা°)

১৯ জানহ, তরু

- ১৭ আপুনি, তরু
 ১৮-১৯ যে না জানে সে অধম, নী ; নাহি মানে অধম,
 ২০২ ; °সেই সে, তরু (পাঠা°)
 ২১ ধরনে, তরু
 ২০-২০ এমন রীত, নী, ২০২
 ২১-২১ °কখনে, নী ; না হয় কখনে, ২০২
 ২২ বোলে, তরু ; কহে, ২০২
 ২৩-২৩ যেবা মিছা কথা কবে, তরু ; °বলে সবে, ২০২
 ২৪-২৪ নহে কার কিবা জাবে, ২০২ ; তোমার কিবা°, নী

কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে
 পাপেতে ডুবিবা পাছে ।”
 কহে চণ্ডীদাস— “যাও চলি যথা
 ধরমের থলী আছে ॥”

নী—২২৯

সখীর উক্তি

[৯১৭]

ধানশী

শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর

[৯১৬]

রামকেলী

“ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর
 শুনালে ধরম-কথা ।
 পরের রমণী মজালাে যখন
 ধরম আছিল কোথা ॥
 চোরের মুখেতে ধরম-কাহিনী
 শুনিতে পায় যে হাসি ।
 পাপপুণ্য-জ্ঞান তোমার যতেক
 জানয়ে বরজবাসী ॥
 চলিবার তরে দাও উপদেশ
 পাথর চাপিয়া পিঠে ।
 বৃকেতে মারিয়া চাকুর যা
 তাহাতে মূনের ছিটে ॥
 আর না দেখিব ও কালমুখ
 এখানে রহিলে কেনে ।
 যাও চলি যথা মনের মানুষ
 যেখানে মন যে টানে ॥

ললিতা কহয়ে—“শুন হে হরি ।
 দেখে শুনে আর রঞ্জিতে নারি ॥
 শুন শুন ওহে রসিকরাজ ।
 এই কি তোমার উচিত কাজ ॥
 উচিত কহিতে কাহার ডর ।
 কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥
 শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি ।
 সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি ॥
 এক ঘরে যদি না পোষে তায় ।
 ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায় ॥
 সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে ।
 চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে ॥”
 এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ।
 চোরের কখন মন শুদ্ধ নয় ॥

নী—২৩১

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[৯১৮]

ধানশী

“না কর না কর ধনি এত অপমান ।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥
বংশী পরশি আমি শপথ^১ করিয়ে ।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগুবিন্দু দেখিয়া^২ সিন্দূরবিন্দু কহ ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ ॥”
এত কহি বিনোদরায়^৩ চলি^৪ যায়^৫ ঘর ।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

নী—২৩০ ; ভক, ৩২৪

^১ শপতি, তরু

^২ দেখি, নী

^৩ নাগর, তরু

^{৪-৫} চলিতে চায়, তরু

শ্রীরাধার মানে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা

[৯১৯]

ধানশী

কনক বরণ করিয়া মনে ।
ভ্রমই মাধব গহন বনে ॥
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি ।
ধূলায় ধূসর যাওত পড়ি ॥
“অপরোধী আমি কোথায় যাব ।
রাই স্খামুখী কেমনে পাব ॥”

এতেক কহিলে মিললি রাই ।
চণ্ডীদাস ভবে জীবন পায় ॥

নী—২৩২

রাধার প্রতি কোন সখার সাস্তুনা

[৯২০]

ভাটিয়ারী

রামা হে, কি আর বলিব আন ।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবল^১ না মিটে মান ॥
গোবর্দ্ধন-গিরি নাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার ।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার ॥
কালীয় দমন করল যে জন
চরণযুগলবরে ।
এবে সে ভুজঙ্গ ভরমে ডুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে ॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে শ্রীত
না বৈসে নদীর তীরে ।
নব জলধর বরিখণ বিনে
না পিয়ে তাহার নীরে ॥
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে
পিবয়ে হেরিয়ে খোর ।
তবহ^২ তাঁহারি নাম সোডরিয়া
গলয়ে শতগুণ লোর ॥

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
কি আর করহ মান ।

[৯২২]

তুয়া অশুগত শ্যাম-মরকত
তো বিস্মু ভাবে না আন ॥

ধানশী

নী—২৩৩

[৯২১]

ধানশী

তোদের দৌহার দৈবের ঠাম ।

নিতি নিতি তোরা কলহ করিবি
কত না সাধিব হাম ॥

নিতি নিতি তোদের এমতি করিয়ে
কথাতে কথাতে দ্বন্দ্ব ।

সে বলে—“রাই রসিক নহে”
তু বলিস—“উহ মন্দ ॥”

সে হেন নাগর গুণের সাগর
জগৎ-দুর্লভ লেহা ।

তু হেন নাগরী প্রেমের আগরি
কেন বাড়াইলি লেহা ॥

নিতি নিতি তোরা এমতি করিবি
ইথে কি পরাণ রয় ।

চণ্ডীদাস কহে— অবলা-পরাণে
এত কি বেদনা সয় ॥

নী—২৩৬

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
গলে পীতবাস লৈয়া ।

সে চাঁদ-বদনে ফিরি না চাহলি
তু বড় কঠিন মেয়া ॥

সো শ্যাম নাগর জগৎদুর্লভ
কিসের অভাব তার ।

তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে যার ॥

তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ুরের পাখা ।

তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥

অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে ।

আপনার শেল যতনে আপনি
হানিলি আপন বুক ॥

মনের আশুনে মরহ পুড়িয়া
নিভাইবে আর কিসে ।

শ্যাম-জলধর আর না মিলিবে
কহে বিজ্ঞ চণ্ডীদাসে ॥

নী—২০৭

তোরা সখীগণ	করাহ সিনান	মনে আছে ভয়	মানের সঙ্কয়
আনিয়া যমুনা-নীরে ।		সাহস নাহিক হয় ।	
আমার বঁধুর	যত অমঙ্গল	অতি সে লালাসে	না পায় সাহসে
সকল যাউক দূরে ॥		দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥	
শ্রীমধুমঙ্গলে	আনহ সকলে		
ভুঞ্জাহ পায়স দধি ।		নী—২৪৬	
বঁধুর কল্যাণে	দেহ নানা দানে	দ্রষ্টব্য :—লজ্জা বা ভয়-হেতু যুবক-যুবতীর অন্নমাত্র	
আমারে সদয় বিধি ॥		সম্ভোগকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে (উজ্জলনীলমণি,	
কহে চণ্ডীদাস—	শুনহ নাগর	২৪২ পৃঃ) ।	
এমন উচিত নয় ।		পূর্ববর্তী পদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই	
না দেখিলে যুগ	শতেক মানয়ে	পদগুলি পালার আকারেই রচিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ	
ইথে কি পরাণ রয় ॥		পালাটি পাওয়া যায় নাই ।	

নী—২৪৪-৫

মান-বিপ্রলুপ্ত

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

[২২৭]

কামোদ

রাইয়ের বচন	শুনি সখীগণ
আনল যমুনা-বারি ।	
নাগর সুন্দর	সিনান করিল
উলসিত ভেল গোরী ॥	
ললিতা আসিয়া	হাসিয়া হাসিয়া
পরাইল পীতবাস ।	
পরিয়া বসন	হরষিত মন
বসিলা রাইক পাশ ॥	
রাই বিনোদিনী	তেরছ চাহনি
হানল বঁধুর চিতে ।	
নাগর সুন্দর	প্রেমে গরগর
অজ চাহে পরশিতে ॥	

হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত ।
 কি হেতু দেখিয়ে মান অতি অশুচিত ॥
 তোমা বিনা নাহি জানি মরম কি বাত ।
 কেন বা মলিন মুখ অবনত মাথ ॥
 স্বপনক বাত নাহি কর পরতীত ।
 নয়নে দেখিলে কর যে হয় উচিত ॥
 কোন রমণী দেখে রহল ছাপাই ।
 চণ্ডীদাস কহে বঁধুর কোন দোষ নাই ॥

নী—২৪৭

দ্রষ্টব্য :—এই পদটি পড়িলে বুঝা যায় যে, রাধিকা
 স্বপ্নে কৃষ্ণকে কোন রমণীর সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া

অভিমান করিয়াছিলেন, আর স্বপ্ন যে বিশ্বাসযোগ্য নহে
ইহা বলিয়া কৃষ্ণ রাধার মানভঙ্গন করিতেছেন। উজ্জল-
নীলমণিতে আছে—“নিরপরাধত্বেহপি সাপরাধত্বজ্ঞানে
মানবিপ্রলভ ইতি বিবেচনীয়ম্” (ঐ, টাকা, ১২৭ পৃঃ)।

[৯২৯]

ধানশী

নাপিতিনী-কবে ধরি রাই চক্ষুমুখী ।
কেমন নাপিতিনী তুমি হের এক দেখি ॥
অঙ্গের বসন শরি পাড়িয়া ফেলে দূরে ।
রমণীর বেশ গেও রসিক গোচরে ॥
পড়িল কল্পিত কুচ ভ্রম গেল দূরে ।
সখীগণ সচকিত হেরিয়ে নাগরে ॥
কি ছার মানের লাগি রমণী সাজিল ।
এক বলি স্তুন্দরী বামে দাঁড়াইল ॥
মানজনিত দুখ দূরে পরিহরি ।
চণ্ডীদাস বলে—দৌহার প্রেমের বলিহারি ॥

নাপিতিনী-বেশে মিলন

[৯২৮]

ধানশী

না ভাজিল মান দেখি চুর নাগর ।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর ॥
“শুনহ আমার কথা বিশাখা স্তুন্দরি ।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারা ॥”
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল ।
নাপিতিনী-বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল ॥
‘জয় রাধে শ্রীরাধে’ বলি করিল গমন ।
রাইএর মন্দিরে আসি দিল দরশন ॥
“কি লাগিয়ে ধুলায় প’ড়ে বিনোদিনী রাই ।
এস এস তুয়া পদে যাবক পরাই ॥”
চরণমুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে ।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে ॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায় ।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায় ॥
ইঙ্গিতে কহিলা তখন বিশাখা স্তুন্দরী ।
“নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী ॥”
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে ।
আর না করিব মান চণ্ডীদাস বলে ॥

নী—২৪৮

নী—২৪৯

অভিসারিকা

[৯৩০]

সুহই

কহে সুবদনী— “শুন গো সজনি
দুখ কি বলিব আর ।
কি করি এখন জুড়াই জীবন
বদন দেখিব তার ॥
তাহার আরতি কিবা দিবারাতি
ভুলিতে নাহিক পারি ।
মনে হলে মুখ ফেটে যায় বুক
গুমরে গুমরে মরি ॥
সহে নাক আর করি অভিসার
আজি হই বলরাম ।
যশোদা-মন্দিরে যাইব সত্বরে
ভেটিব নাগর কান ॥”

শুনিয়া ললিতা হাসি কহে কথা
 বলাই সাজিলে পরে ।
 চণ্ডীদাস ভণে— যশোদা যতনে
 সঁপিবে তোমার করে ॥

নী—২০৫

দ্রষ্টব্য :—“সে নারিকা কাস্তকে অভিসার করায়, অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে । ঐ অভিসারিকা জ্যোৎস্নায় এবং অন্ধকারে গমনযোগ্য বেষ দ্বারা জ্যোৎস্না ও তামসীভেদে দুই প্রকার হয় ।” এখানে জ্যোৎস্নাভিসারের বর্ণনা করা হইয়াছে । চন্দ্রকিরণে রাধা বাহির হইতে পারিতেছেন না বলিয়া চন্দ্রের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন । তমোভিসারের পদ পরে স্থাপিত হইল ।

জ্যোৎস্নাভিসারিকা

চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ

[৯৩১]

চন্দন-গঞ্জনা চাঁদ গগনে
 যদি তোর পাই লাগি ।
 লোহার মুনলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
 করিমু শতেক ভাগি ॥
 শিখি সব তত্ত্ব রাজ-গ্রহ-মন্ত্র
 সাধন করিয়া আগে ।
 উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
 তবেই গরব ভাজে ॥
 পূজি দেবরাজ সাধিব এ কাজ
 ঢাকিয়া রাখিব মেঘে ।
 অমাবস্তা তিথি আঁধারিয়া রাত্তি
 তেমতি সদাই লাগে ॥
 পরাশর তাথে মন্ত্রগন্ধা সাথে
 কুহায়ে সুরতি-রঙ্গ ।
 চণ্ডীদাস ভণে রাধিকার সনে
 ঐছন শ্যামের রঙ্গ ॥

নী—৮৬

চন্দ্রের উক্তি

[৯৩২]

যতি
 শুন গো রাধিকা চাঁপার কলিকা
 অধিক উজর কে ।
 কত কোটা চাঁদ উদয় করেছে
 একলা তোমার দে ॥
 তুয়া একপদে চাঁদ শত নিন্দে
 দম্ব অধিক শোভা ।
 তোমার তরাসে উছলি আকাশে
 দেখিয়া ও রূপ আভা ॥
 কেবা তোমার অধিক উজর
 তোমার অঙ্গের মলা ।
 বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
 ধরে মোর ষোল কলা ॥
 সিন্দূর-কোঁটা অধরের ছটা
 অরুণ কাঁপিতে থাকে ।
 অরুণ সাহসে লক্ষাস্তরে থাকে
 আমি পক্ষাস্তর নাথে ॥

খঞ্জন-গঞ্জন ও যুগ নয়ন
 নাসা জিনি তিল ফুল ।
 হেরিয়া বদন আকুল মদন
 কি আর দিব সে ভুল ॥
 গৃধিনী জিনিয়া শ্রাবণ যুগল
 নয়ান বয়ান ভ্রসা ।
 রূপের কথন নহে নিরীক্ষণ
 চণ্ডীদাস করে আশা ॥

নী—৮৭

[৯৩৩]

ধানশী

কহিও তাঁহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
 অফুরাণ হল গৃহ-কাজে ।
 শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে
 তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥
 স্বজন, কোপ করেন দুরন্ত ।
 গৃহকর্ম করি চলে বিপিনে যাইবার বেলে
 আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥
 যে কুলে বিচ্ছেদ ভয় এ কুলে নহিলে নয়
 স্তসারিতে নিশি গেল আধা ।
 আসিয়া মদন-সখা হেন বেলে দিল দেখা
 কহ দূতি, কি করিবে রাধা ॥
 লোহার পিঞ্জরে থাকি বেড়াইতে চাহে পাখী
 তার হৈল আকুল পরাণ ।
 দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় আর কি বিরহ সয়
 তুরিতে মিলব বর কান ॥

নী—৮৯

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে কবির ভণিতা পাঠেও বুঝা যায় যে, রাধা কুলে যাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । সেই পদগুলি অনাবিকৃত রাখিয়া গিয়াছে ।

এই পদটি পাড়িয়া মনে হয় যে, রাধার যাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বোধ হয় কোন দূতীকে রাধার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন । রাধা তাহাকে বিলম্বের কারণ বলিতেছেন ।

সখীর প্রতি উক্তি

[৯৩৪]

পটমঞ্জরী

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে ।
 গমন-বরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
 গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভাতি ।
 নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি ॥
 যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি ।
 তবেত পাইব আমি বঁধুর সংহতি ॥
 অমাবস্তা প্রতিপদে চাঁদের মরণ ।
 সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন ॥
 চণ্ডীদাস বলে—তুমি না ভাবিহ চিতে ।
 সহজ এ কথা বটে, কেন পাও ভীতে ॥

নী—৮৮ । তু°—নচ-৬৩-৪ পৃঃ ।

নচতে বলা হইয়াছে যে, এই পদটির কতকাংশ বাঙ্গালী বিজ্ঞাপতির ভণিতাতেও অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায় । কিন্তু এই পদটির প্রতি আমাদের সন্দেহের উদ্দেশ্য হইয়াছে প্রধানতঃ এইজন্য যে, এই পদের অনুরূপ আর একটি পদ (পূর্ববর্তী পদ দ্রষ্টব্য) দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে । উভয় পদেই সখীর প্রতি রাধার উক্তি মিলিতেছে । এই জাতীয় দুইটি পদ একই কবি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না ।

তমোভিমারিকা

[৯৩৫]

: মল্লার

সই, কিং আরং বলিব তোরে ।

বহু° পুণ্যফলে° সেহেন বঁধুয়া°
বিধি° মিলায়ল° মোরে ॥ ধ্রু° ॥

এ ঘোর রজনী° মেঘ°-ঘটা বঁধু°
কেমনে আইল°° বাটে ।

আঙ্গিনার কোণে°° বঁধুয়া তিত্তিচে°°
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

নহি°° স্বতন্তর গুরুজন৷ ডর°°
বিলম্বে বাহির হলু°° ।°°

আহা°° মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত°° না যাতনা দিলু°° ।°°

বঁধুর পীরিতি আরতি°° দেখিয়া°°
মোর°° মনে হেন করে ।°°

কলঙ্কের ডালি°° মাথায়°° করিয়া
আনল°° ভেজাই°° ঘরে ॥

আপনার°° দুখ সুখ করি মানি°°
আমার দুখের°° দুখী ।

চণ্ডীদাসে°° কহে°° কামুর°° পীরিতে°°
জগৎ°° হইল°° সুখী ॥

নী—১২১ ; তরু, ৭১৫ ; বিপু, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৭

১° বাদ, সকল পুথিতে

২-২° আর কি, ২২১

৩° কোন, তরু ; অনেক, নী, ২২১-৩, ২২৭

৪° পুণ্যের ফলে, ২২৭

৫° কালিয়া, ২২১

৬-৬° আসিয়া মিলল, নী ; আনি°, ২২১, ২২২, ২২৩

১° বাদ, নী, সকল পুথিতে । এই তিন পঙ্ক্তি
“তরুতে” পরবর্তী চারি পঙ্ক্তির পরে সন্নিবিষ্ট আছে ।

২° বামিনী, ২২৭ ; বাদর, ২২১

২-২° যেথের ঘটা, তরু

৩° আইলা, ২২২, ২২৩ ; আইলে, ২২৭

৪° মাখে, তরু (পাঠান্তর)

৫° ভিজিছে, ঐ

৬-৬° ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, তরু ; গুরুজনার ঘর,
নহে সতন্তর, ২২৭

৭° হৈলু, নী ; হলু, ২২২

৮° হাহা, তরু (পাঠান্তর)

৯-৯° জতেক জন্তনা°, ২২১ ; জন্তনা দিমু, ২২২ ;
যন্তনা°, ২২৩ ; ককে জন্তনা দিমু, ২২৭

১০-১০° আদর দেখিতে, নী ; দেখিতে, সাপ ২০১

১১-১১° মন যেবা ২২১, ২২২, ২২৩ ; হেন যার মনে°,
২২৭

১২° ডালা, ২২৭

১৩° মাথায়, ২২১, ২২২, ২২৩°

১৪° আশুনী, সাপ ২০১

১৫° ভেজাব, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৭

১৬° বন্ধু আপনার, ২২২, ২২৩, ২২৭

১৭° যানে, নী, তরু, ২২২, ২২৩, ২২৭

১৮° দুখেতে, নী

১৯° চণ্ডীদাস, নী, তরু

২০° কয়, ২২৭

২১° বন্ধুর, তরু, ২২৭

২২° পীরিতি, নী, তরু, ২২১, ২২২, ২২৩

৩০-৩০° শুনিতে জগৎ, নী ; শুনিয়া জগৎ, তরু ; সুনিতে
জগৎ, ২২১, ২২২, ২২৩

অন্তব্য :—পদটি নীলরতনবাবুর “সন্তোাগ-স্বতি”তে
এবং তরুতে “রসোপহার, দিনান্তরস্থ বার্ভী” পর্যায়ে স্থাপিত
হইয়াছে। নচ-তে ইহা “সঙ্কেতকুঞ্জে মিলন” বলিয়া
মুক্তি হইয়াছে। কিন্তু পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য
করিলে, ইহাকে কুঞ্জে মিলনের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়
না। আমাদের বোধ হয়, এই মিলন রাধার ষাড়ীতেই

হইয়াছিল। পূর্বে সঙ্কেত ছিল, কিন্তু রাধা সময় মত বাহির হইতে পারেন নাই, কৃষ্ণ আশ্রয় স্থানের অভাবে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছেন, এমন সময় রাধা বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া এই কথা বলিতেছেন। ইহা তমোভিসারের পদ। পূর্বে জ্যোৎস্নাভিসার বর্ণিত হইয়াছে, এখন তমোভিসারের পালা। উজ্জলনীরমণিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এইরূপ অভিসারে “একটি যাত্র সখী সঙ্গে থাকে।” রাধা তাহাকেই সম্বোধন করিয়া এই উক্তি করিতেছেন। এই জন্তই বোধ হয় “সই, কি আর বলিব তোরে” প্রভৃতি তিন পঙ্ক্তি অনেক পুথিতেই পদের প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদে দেখা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে অভিসার করাইয়াছেন। নচ-তে লিখিত হইয়াছে মুকুন্দদাসের গিন্ধাসুচন্দ্রোদয়ে পদটি নিম্নলিখিত আকারে উদ্ধৃত রহিয়াছে—

এ ঘোর বজ্রনৌ মেঘের ঘটা, বঁধু কেমনে আইলে ষাটে।
আঙ্গিনাব কোণে গাখানি তিতিক্রাছে দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
নহি স্বতন্তর গুরুজন্যার [ডর] বিলম্বে বাহির হনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া এতেক যন্ত্রণা দিনু ॥
বঁধুর পীরিতি দেখিয়া আমার পরাণ কেমন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া অনল ভেজাব ঘরে ॥
‘আঙ্গিকা’র ছুথ স্মুথ করি মান যৌবন মোর দুঃখের দুঃখী।
চণ্ডীদাসে বলে বঁধুর পীরিতি ভাবিতে ভগৎ স্মখী ॥

নচ—৬৮ পৃঃ।

দ্রষ্টব্য:—পরবর্তী পরিশিষ্টে বড় চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় পল্লবের পরিশিষ্ট

[৯৩৬]

সুহই

শুন লো' রাজার' ঝ।
লোকে না বলিবে কি ॥
মিচাই' করসি' মান।
তো বিম্বু আকুল' কান ॥
আনভ সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলা' হরি ॥
উলটি কবলি মান।
বড় চণ্ডীদাস' গান ॥”

নী—২০৪ ; তরু, পদ সং ৫৭৫ ; তু—নচ—৭৯ পৃঃ

- ১ হ, তরু ২ রায়ান, ঐ (পাঠা)
৩ মিচাই, তরু ৪ করালি, তরু
৫ জাগল, না ৬ জাগাইলে, তরু
৭ চণ্ডীদাসে, ঐ (পাঠা) ৮ ভান, ঐ

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রহিয়াছে। নীলরতনবাবু বোধ হয় তাহা হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস কোথায় পদটি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। পদটি পড়িলে বোধ হয়, রাধা কোন প্রকার সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে আনাইয়াছিলেন, এবং পরে মান করিয়াছেন। এইরূপ কোন ঘটনার আভাস শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকনের মুদ্রিত অংশে নাই। কিন্তু আর একটি পদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা পদ-কল্পতরুর ২১৫ সং পদ, যথা—

শুনলো রাজার ঝ।

তোরে কহিতে আসিয়াছি।

কান্ন হেন ঘন

পর্যাণে বধিদি

এ কাজ করিলা কি ॥

বেলি অবসান কালে
 কবে গিয়াছিল জলে ।
 তাহারে দেখিয়া ঈসত হাসিয়া
 ধরিল সখীর গলে ॥
 দেখাইয়া বয়ানচান্দে
 তারে ফেলিলি বিষম কান্দে ।
 তুর্হ তুরিতে আঙলি লখিতে নারিল
 ওই ওই বলি কান্দে ॥
 হৃদয় দরশি ধোর
 তার মন করি চোর ।
 বিছাপতি কহ শুনল সুন্দরি
 কান্নু জিয়ায়বি মোর ॥

এই দুইটি পদ একই সুরে বাধা, এবং রচনাও কিছু কিছু মিলিয়া হইতেছে। সঙ্কেত করার ঘটনাটি বিছাপতির পদে বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত রহিয়াছে। “তাহা জাগাইলা হরি” অর্থে বোধ হয়—“সঙ্কেত দ্বারা তোমার প্রতি কৃষ্ণকে জাগরিত করিয়াছিলে।” আমাদের মনে হয়, এই দুইটি পদের মধ্যে একটি পূর্বরাগের এবং অপরটি মানের পদ বলিয়া স্বর্ণনার কিছু বৈষম্য রহিয়াছে মাত্র। তরুর পদটি যেমন আসল বিছাপতির নহে, আলোচ্য পদটিও তেমনি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই জাতীয় পদে ভগিনী অপেক্ষা ভাবের মূল্যই বেশী।

[৯৩৭]

. ধানশী°

বঁধুর° লাগিয়া শেজ বিছায়লু°
 গাঁথিলু° ফুলের মালা ।
 তাম্বুল সাজানু° দীপ উজারলু°
 মন্দির হইল আলা ॥

সই, পাছে এ সব হবে° আন ।
 সে হেন নাগর গুণের সাগর
 কাহে না মিলল কান ॥ ৫° ৬°
 শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
 আইলু° গহন বনে ।
 বড় সাধ মনে এ রূপ-র্যোবনে
 মিলিব বঁধুর সনে ॥
 পথ পানে চাহি কত বা রহিব
 কত প্রবোধিব মনে ।
 রসশিরোমণি আসিবে°° এখনি
 বড়ু চণ্ডীদাসে°° ভণে ॥

নী, ২০৮; তরু, পদ সং ২৮২

- ১ তথা রাগ, তরু
 ২ বজুর, ঐ, এবং পরে ° বিছাইলু, নী
 ৩ গাঁথিলু, ঐ ° সাজিলু, ঐ
 ৪ উজারিলু, ঐ ° হইবে, তরু
 ৫ বাদ, নী ° আইলু, ঐ
 ৬ আসিব, তরু °° চণ্ডীদাস, নী

প্রস্তাব্য:—পদটি বোধ হয় পদকল্পতরু হইতে নীলরতন-
 বাবু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের ভগিনী সখী
 সোধোনের পদমাত্রই সন্দেহজনক। বিশেষতঃ কৃষ্ণকীর্তনে
 বাসকসজ্জিকা ও তৎপরবর্তী উৎকণ্ঠিতা পর্যায়ের পদের
 কোনই স্থান নাই। অতএব এই পদটি সন্দেহজনক
 বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে।

[৯৩৮]

সুহিনী

সে যৈ বুঝভানু-সুতা ।
 মরমে পাইয়া ব্যথা ॥
 সজল নয়ান হৈয়া ।
 রহে পথ পানে চাঞা° ।

ফুল-শেজ বিছাইয়া ।

রহয়ে ধৈয়ানী হৈয়া ।^১

উজ্জর চাঁদনী রাতি ।

মন্দিরে রতন-বাতি ॥

কহে সব ভেল আন ।

কাহে না মিলল কান ॥

সকল বিফল হৈল ।

আধ রজনী গেল ॥

শ্যাম বঁধুয়ার* পাশ ।

চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥

৭। তু°—“প্রসরতি শশধরবিধে ।”

(ঐ, ৭১২)

২ এবং ১১। তু°—

“মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্ ।”

(ঐ, ৭১৩)

১০। তু°—“স্মরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্ ।

(ঐ, ৬৬)

[২৩৯]

নী, ২১৫; তরু, ৩৩১

১ চাইয়া, নী; চাহিয়া, তরু (পাঠা°) ।

২ হইয়া, নী ° বন্ধুর, তরু

টীকা

দ্রষ্টব্য:—বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেও বৃষভানু-সুতা যে রাখা, এই উক্তি বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। বিশেষতঃ বাসকসজ্জা-পর্যায়ের এইরূপ পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে নাই। গীতগোবিন্দ হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া এই পদ রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, যথা—

পঙ—২-৩। তু°—

বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা ।

বিরচিতবিবিধবিলাপম্

সা পরিভাপং চকারোচ্চৈঃ ॥

(গীতগোবিন্দ, ৭১২)

৪। তু°—“মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা ।”

(ঐ, ৬৫)

৫-৬। তু°—

“বিতমুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি ।”

অর্থাৎ—শয্যা রচনা করিতেছেন, এবং দীর্ঘকাল তোমার ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন ।

(ঐ, ৬১১)

বিভাষ

উঁহার নাম করো না, নামে মোর নাহি কাজ ।

উনি করেছেন ধর্ম্য নষ্ট, ভুবন ভরি লাজ ॥

উনি নাটের গুরু, সেই, উনি নাটের গুরু ।

উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥

এনে চন্দ্র হাতে দিলে যখন ছিল উঁহার কাজ ।

এখন উঁহার অনেক হল, আমরা পেলাম লাজ ॥

কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে ।

উঁহার সনে লেহ করে তমু হৈল শেষে ॥

নী, ২৩৫; তু°—নচ, ৭২ পৃঃ

দ্রষ্টব্য:—সখী সোধোনের এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই জাতীয় মানের পরিকল্পনা কৃষ্ণকীর্তনে নাই। পদের ভাষা এবং ভাব নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয় (নচ, ৮০ পৃঃ)। এই সকল কারণে ইহাকে সন্দিগ্ধ পদ-পর্যায়ের স্থাপন করা হইল ।

পঙ—৪। তু°—

তুরু নাচাইয়ে

মুচকি হাসিয়ে

অবলা ভূলালে কত ॥

(প্রঃ ৬২, ৩২১ সং পদ)

৫। তু°—

তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা
অনেক কহিলা মোরে ।
(ঐ, ২৪০ সং পদ)

কলহাস্তরিতা

(রাধিকার উক্তি)

[৯৪০]

ধানশী

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান ।
শ্যাম স্নানাগর নটবর শেখর
কাঁধ সাখ করল পয়ান ॥
তপ বরত রত করি দিন যামিনা
যে কানু কো নাথি পায় ।
হেন অমূল্য ধন মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুই ঠেলিনু পায় ॥
আরে সেই, কি হবে উপায় ।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সেহেন পিয়া
অতি ছার মানের দায় ॥
জনম অবাধ মোর এ শেল রহিবে বুদ্ধে
এ পর্যাণ কি কাজ রাখিয়া ।
কহে বড় চণ্ডীদাসে কি ফল হইবে বল
গোঁড়া কেটে আগে জল দিয়া ॥

নী, ২৩৮

প্রস্তাব্য:—পূর্ববর্তী পদগুলির পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এই পদটি প্রকৃতপক্ষে কলহাস্তরিতা পর্যায়ের। “কলহেন

অস্তরং ভেদো জাতো যশা ইত্যর্থো ত্যক্তকলহেতার্থঃ”
(উজ্জলনৌলমণি, টীকা, ২০১ পৃ:), অর্থাৎ কলহের পর
মান-বিরতিতে সস্তাপিতা নায়িকার নাম কলহাস্তরিতা। “যে
নায়িকা পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয়
তাপ অনুভব করে, তাকে কলহাস্তরিতা কহা যায়।”
(ঐ)

এই পদেও পদানত কাস্তকে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাধার
সস্তাপ বর্ণিত হইয়াছে।

[৯৪১]

শ্রী:

রাই মুখে শুনলহি^২ ঐচন বোল ।
সখীগণ কহে—“ধনি, মত উতরোল ॥
তুয়া মুখ দরশন পাওল সেই ।
কৈছে আছয়ে^৩ কছু না^৪ বুঝাল^৫ এহ ॥
“হুই^৬ কাঁথে এত উৎকণ্ঠিত ভেল ।
তোহে গেরি সো আকুল ভৈ গেল ॥”
ঐছে বিচার করত^৭ যাঁহা রাই ।
রত হি এক সখী মিলল তাই ॥
“এ ধনি, পতুমিনি, কর অবধান ।
তোহারি নিয়রে মুখে ভেজল কান ॥”
চণ্ডীদাস কহে নিধুমুখী রাই ।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই ॥

নী, ২৫৯; তরু, ১২৬

১. ধানশী, তরু ২. শুনল, নী

৩. আছল, ঐ^৭ ৪-৫. সমুঝাল, ঐ

৬. কহত, ঐ

প্রস্তাব্য:—পদকল্পতরুতে এই পদটি ভণিতাহীন
অবস্থায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু নী-তে এবং রমণীবাবুর

গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভণিতা-মিলিতেছে। তরুতে ইহা পূর্বরাগে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু পদটি বিবহোৎকৃষ্টিত পর্যায়েও স্থাপন করা যায়। ব্রজবুলির এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত হইতে পারে না। পদটি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, কোন পালা হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

অভাব রহিয়াছে, অথচ পূর্বে এবং পরে রসিকদাস (৫৪১), বংশীবন্দন [৫৪৩, ৫৪৪ ভণিতাস্তরে গোবিন্দ-দাস] প্রভৃতির ব্রজবুলির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রজবুলির এই পদদ্বয় যে বড়ু চণ্ডীদাসের নহে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

[৯৪২]

ধানশী^১

রাইক ঐছন সকরুণ^২ ভাষ ।
শুনি সখী আওল কানুক পাশ ।
কহইতে^৩ ঐছন^৪ সকল সংবাদ ।
গদগদ কহইতে^৫ করই^৬ বিষাদ ।
নাগর^৭ শুনিয়া অছু বাণী ।
“কহ সখী কি করয়ে কমল-নয়ানী^৮ ॥”
“চল^৯ চল নাগর রসশিরোমণি ।
তুয়া বিম্বু রাধিকা অধিক তাপিনী ॥”
চণ্ডীদাস কহে—বিনোদ রায় ।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয় ॥^{১০}

নৌ, ২৪০ ; তরু, ৫৪২

^১ সুহিনী বা গান্ধার, পাঠান্তর

^২ অকরুণ, তরু

^{৩-৪} কহই না পারই, তরু ; কহইতে, নৌ

^{৫-৬} কহই, নৌ “-” বাদ, ঐ

^{৭-৮} বাদ, তরু

দ্রষ্টব্য:—পূর্ববর্তী পদটির সহিত এই পদের ভাব ও ভাবার মিল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়, এই ছইটি পদ একই কবি রচনা করিয়াছিলেন, এবং ইহারা কোন পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তরুতে এই ছইটি পদেই ভণিতার

[৯৪৩]

শ্রী

হাত দিয়া দেখে বাড়াই মোর কলেবরে ।
ধান দিলে খৈ হয় বিরহ-অনলে ॥
জিতা খণ্ড খণ্ড হৈল রাধা রাধা বলি ।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুকে হৈল সলি ॥
আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি দায় ।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কূলে ।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে ॥
মরিবার বেলে রাধা সোঁওরাইও রাধা ।
জনমে জনমে বেন মিলায় বিধাতা ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুনহ বচন ॥
দরশন দিয়ে রাধে রাখহ জীবন ॥

নৌ, ২৪১ । তু—নচ, ৮ পৃঃ । নৌর ও নচ-র পাঠ
অবলম্বনে উদ্ধৃত পাঠ প্রদত্ত হইল ।

দ্রষ্টব্য:—পদটিতে কৃষ্ণকীর্তনের স্মরণ বর্তমান
রহিলেও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতার পদ বড়ু চণ্ডীদাসের
রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। নচ-তে শেষের
ছইটি পয়ারের প্রাচীনত্ব সন্দেহ করিয়া বলা হইয়াছে যে,
হয়ত বড়ু চণ্ডীদাসের পদে দ্বিজ ভণিতা আরোপিত হইয়াছে ।
কিন্তু অত্র প্রকার সিদ্ধান্তই সম্ভবপর। বড়ু চণ্ডীদাসের
পরবর্তী কোন কবির পক্ষে কৃষ্ণকীর্তনের অঙ্গকরণে পদ-

রচনা অসম্ভব নহে। সন্তোষজনক প্রমাণের অভাবে
আবরা ইহাকে সন্দিক্ত পদ-পর্যায়েরই স্থাপন করিতেছি।

অভিসারিকা

[৯৪৫]

তুড়ী^১

একদিন বর নাগর-শেখর^১
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু-সুতো^২ সখীগণ সাথে^৩
যাইতে যমুনা জলে ॥
রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সক্কেত করিল^৪ তাপে ॥^৫
গোধন চালায়ে^৬ শিশুগণ লয়ে^৭
গমন করিলা^৮ ব্রজে।
নীর ভারি কুন্তে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে ॥^৯
কহে চণ্ডীদাস বাণুলী আদেশে
শুনলো^{১০} রাজার বিয়ে।
তোমা অনুগত^{১১} বঁধুর^{১২} সক্কেত
না ছাড়া^{১৩} আপন হিয়ে ॥

[৯৪৬]

ঐ

হেদে হে বঁধুয়া আসিগা আমি।
পথে আন ছলে দেখা হল ভালে
কি আর বলিবে তুমি ॥
ভাল না হইবে কাজ।
চন্দ্রাবলীর স্থানে যদি কেহ কহে
শুনিলে পাইবে লাজ ॥
সে যে করিবে দারুণ মান।
একুল ওকুল দুকুল যাইবে
পাথারে ভাসিবে শ্যাম ॥
ইথে তোমার ভাল না হইবে।
চণ্ডীদাস ভণে— রাই যদি শুনে
কুঞ্জে উঠিতে না দিবে ॥

নী—২৪১(ক)

প্রস্তাব্য:—সখীর সহিত কৃষ্ণের দেখা হইবার ঘটনা
লইয়া এই পদটি রচিত হইয়া থাকিবে। পদটি বোধ হয়
খণ্ডিতা পরিবারভুক্ত। এই সকল বিচ্ছিন্ন পদের অন্তরালে
যে একটা পালাবদ্ধ রচনার আভাস রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই
বোধগম্য হয়।

নী, ৮৫; তরু, ৩৫৩

^১ বাদ, নী

^২ বৃকভানু°, নী; °সুতা, তরু (পাঠা°)

^৩ তাপে, তরু (পাঠা°) ° কয়ল, তরু

^৪ তাতে, নী ° চালাঞা, তরু

^৫ লৈয়া, তরু ° করিল, তরু (পাঠা°)

^৬ গৃহের মাঝে, ঐ ° °ল, তরু

^৭ তনুগত, ঐ (পাঠা°)

^৮ বন্ধুর, তরু ° ° ছাড়, নী

প্রস্তাব্য:—এই পদটি পদকল্পতরুতে “অভিসারিকা”
পর্যায়ের উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলরতনবাবু বোধ হয় ঐ গ্রন্থ

ইহাতে পদটি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার চণ্ডীদাসে স্থাপিত করিয়াছেন। এই পদটি আমরা কোন পুথিতে পাই নাই। পদটির ভাষা, রচনারীতি, এবং পরিকল্পনা পরবর্তী চণ্ডীদাসের বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ সঙ্কেতের কথা দানলীলার প্রথম পদেও (পদ সং ১০৩) দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভণিতাতে বাণুলীর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা বড় চণ্ডীদাসের ভণিতার আংশিক বিশেষত্ব বটে, অথচ পদটিকে কৃষ্ণ-

কীর্তনের কোথায়ও স্থাপন করা যায় না, এবং ভাষাও ভাবের দিক দিয়াও ইহা বড় চণ্ডীদাসের রচনার অচরুপ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই পদে বাণুলীর উল্লেখ-করা ভণিতাটি আরোপিত হইয়াছে যাত্র। এ অল্প ইহাকে সন্দিক্ত পদপর্যায়ের স্থাপন করা হইল। বৈষ্ণবদাস কোথা ইহাতে পদটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া রাখিয়া গেলে এই গোলমালের সৃষ্টি হইত না।

যুগলমধুররস

তৃতীয় পল্লব

সন্তোগ

প্রবেশিকা

মুখ্য ও গোণভেদে সন্তোগ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থায় মুখ্য সন্তোগ, এবং স্বপ্নাবস্থায় হরির প্রাপ্তিবিশেষকে গোণ সন্তোগ বলে (উজ্জলনীলমণি, ৯৬৪ পৃঃ)। মুখ্য সন্তোগ চারি প্রকার, যথা— সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। তন্মধ্যে পূর্ববরাগানস্তর সংক্ষিপ্ত, মানানস্তর সঙ্কীর্ণ, কিয়দূর প্রবাসানস্তর সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসানস্তর সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ হইয়া থাকে (ঐ, ৯৩১-২ পৃঃ)। এই গ্রন্থের পূর্ববরাগ-পালাতে (৪২-৩ সং পদে) সংক্ষিপ্ত, রাসকালীন মানানস্তর (৫৮৩-৪ সং পদ দ্রষ্টব্য) সঙ্কীর্ণ, রাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্বানের পর পুনরাগমনে (৬৬৮-৯ সং পদ দ্রষ্টব্য) সম্পন্ন, এবং মথুরা হইতে আগমনানস্তর ভাবোল্লাসে (৮৮-৩৯১ সং পদ দ্রষ্টব্য) সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ বর্ণিত হইয়াছে। এখন যুগলমধুররস-পর্যায়ে বিপ্রলস্তের পরে এই তৃতীয় পল্লবে বিভিন্ন জাতীয় সন্তোগের কতকগুলি পদ সন্নিবিষ্ট হইল। এই সকল পদ নী-তে সন্তোগস্মৃতি পর্যায়ে-সংগৃহীত রহিয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সন্তোগ

বহ্নীরোধন

[৯৪৬]

ধানশী

যাইতে জলে

* কদম্ব-তলে

চালতে গোপের নারী।

কালিয়া বরণ

হিরণ পিঙ্কন

বাঁকিয়া রহিল ঠারি ॥

মোহন মুরলী হাতে।

যে পথে যাইবে

গোপের বালা

দাঁড়াইল সেই পথে ॥

“যাও আন বাটে

গেলে এ যাটে

বড়ই বাধিবে লেঠা।”

সখী কহে—“নিতি

এই পথে যাই

আজি ঠেকাইবে কেটা।”

হয় বলাবলি

করে ঠেলাঠেলি

হৈল অরাজক পারা।

চণ্ডীদাস কহে

কালীয়া নাগর

ছি ছি লাজে মরি মোরা ॥

দ্রষ্টব্য:—চারি প্রকার সন্তোগের মধ্যে বর্জরোধন সংক্ষিপ্তসন্তোগ বিভাগের অন্তর্গত। এখানে সেই জাতীয় একটিমাত্র পদ পাওয়া যাইতেছে। মহারাস, জলক্রৌড়া, দানদীলা প্রভৃতি সন্তোগের কয়েকটি পালা পূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

এই পদটি পদকল্পতরুতে অষ্টকালীয় নিত্যালীনার অন্তর্গত রসোদগার পর্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। নীলরতন-বাবু ইহাকে “সন্তোগ-স্মৃতি” বিভাগে স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

সখী-সমাগমে

[৯৫৭]

বিভাষ

শ্যামলা বিমলা মঞ্জলা অবলা
আইলা রাইয়ের পাশে ।
যদি স্বতন্তুরে তথাপি রাধারে
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী উঠিলা অমনি
মিলিলা গলায় ধরি ।
কত না যতনে রতন আসনে
বসায়^১ আদর করি ॥
রাই-মুখ দেখি হই^২ মহাসুখী
কহয়ে কৌতুক-কথা ।
রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয়া অধিক গাথা ॥
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগন হইল রাধা ।
চণ্ডীদাস-বাণী নিশির কাহিনী
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥

নী, ১৮৬ ; তরু, ২৫২১

পাঠান্তর :—

^১ বৈসামে, তরু

^২ হৈয়, নী

[৯৪৮]

ধানশী

রজনী বিলাস কহয়ে রাই ।
সব সখীগণ বদন চাই ॥
অঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে ।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোড়ে ॥
নয়নের জলে ভাসয়ে বুক ।
দেখি সখী কহে কহনা দুখ ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা ।
কহে চণ্ডীদাস নাগর-খান্দা ॥

নী—২০২

দ্রষ্টব্য:—এই পদটিতে দেখা যাইতেছে যে, রজনী-বিলাস কহিতে যাইয়া রাধা নয়নের জলে বুক ভাসাইতে-ছেন। ইহার কারণ কি? সখীগণের নিকট সন্তোগ-বর্ণনায় সাধারণতঃ আনন্দেরই উদয় হইয়া থাকে, তৎ-পরিবর্তে রাধার ক্রন্দনের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কবি নিজেই পদের শেষ পঙ্ক্তিতে বলিয়াছেন যে, ইহা “নাগর-খান্দা”-জাত, অর্থাৎ (পরবর্তী একটি পদে যেমন রাধা নিজেই বলিতেছেন যে) রাত্রিতে তিনি কৃষ্ণের ভ্রমে নন্দিনীকে কোলে লইয়া অপদস্থ হইয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ববর্তী পদসহ এই পদ এবং পরবর্তী কয়েকটি পদ একই করনাপ্রসূত পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৯৫৩ সং পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

সখীর উক্তি

[২৪৯]

: সিন্ধুড়া

“রাই, আজু কেন হেন দেখি ।

স্বরূপ করিয়া কহনা আমারে

মনের মরম সখি ॥

অঁখি তুলু তুলু ঘুমেতে আকুল

জাগিয়াছ বুঝি নিশি ।

রসের ভরেতে অঙ্গ নাহি ধরে

বসন পড়িছে খসি ॥

এক কহিতে আর কহিতেছ

বচন হইয়া হারা ।

রসিয়ার সনে কিবা রসরঙ্গে

সাজ হয়েছে পারা ॥

ঘন ঘন তুমি মুড়িতেছ অঙ্গ

সঘনে নিশ্বাস ছাড় ।

স্বরূপ করিয়া কহনা কহসি

কপট কেন বা কর ॥

ভালের সিন্দুর আধেক আছয়ে

নয়নে আধ কাজল ।

চাঁদ নিছাড়িয়া এমন করিয়া

কেবা নিল এ সকল ॥”

চণ্ডীদাস কয়— যেবা সেই তয়

ভালে ভুলাইলে কাজ ।

সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিত নাহিবে

কিবা কর আর লাজ ॥

নী—২০৩

[২৫০]

ধানশী

ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী ।

সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নী ॥

লাজে বচন নাহি করে পরকাশ ।

সখীগণে কহইতে প্রিয়তম ভাষ ॥

“কহইতে না কহসি রজনীক কাজ ।

আমার শপথি তোরে, যদি কর লাজ ॥

পহিল সমাগমে হইল যত সুখ ।

পুনহি মিলনে পাওব কত দুখ ॥”

ঐছন বচন শুনি কহে মৃদু ভাষি ।

চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি ॥

নী—২০৪

রাধার উক্তি

[২৫১]

ললিতা,

“আজুক শয়নে ননদিনী সনে

শুতিয়া আছিল সই ।

যে ছিল করমে বঁধুর ভরমে

মরম তোমারে কই ॥

নিদের আলসে বঁধুর ধাধসে

তাহারে করিলু কোরে ।”

ননদী উঠিয়া বলিছে কুধিয়া—

“বঁধুয়া পাইলি কারে ॥”

এত টাটপনা^{১০} জানে কোন্ ক্রমা
 বৃঞ্চিলু^{১১} তোহারি রীতি ।
 কুলবতী হৈয়া পরপতি লয়া
 এমতি করহ নিতি ॥^{১২}
 যে শুনি শ্রবণে পরের^{১৩} বদনে
 নয়নে দেখিলু^{১৪} তাই ।
 দাদা ঘরে এলে^{১৫} করিব গোচরে
 ক্রণেক^{১৬} বিরাজ^{১৭} রাই ॥^{১৮}
 “নিঠূর^{১৯} বচনে কাঁপিছে^{২০} পরাগে
 মরিয়া রহিলু^{২১} লাজে ।
 ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে^{২২} থাকি^{২৩}
 সঘনে আমারে ত্যজে ॥^{২৪}
 এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি
 নয়ানে^{২৫} দেখি সে^{২৬} আর ।”
 চণ্ডীদাস^{২৭} কয়— কিবা^{২৮} কুলভয়^{২৯}
 কানুর পীরিতি যার ॥

১৮-১৮ খানিক ধোয়াও, সাপ-২০১
 ১৯ নিয়স, ঐ । ২০ কাশিমু, ঐ
 ২১ আকুল, ঐ ; রহিলু, নী
 ২২-২২ গরবাখানিক, তরু, সাপ-২০১ । ২৩ যজে, নী
 ২৪-২৪ প্রভাতে দেখিলু, সাপ-২০১ ; দেখিয়ে, তরু
 ২৫ জ্ঞানদাস, সাপ-২০১
 ২৬-২৬ তার কিবা হয়, ঐ

দ্রষ্টব্য:—এই পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের
 ৯৬ পৃষ্ঠায় সন্তোষ-স্মৃতি পর্যায়ে, পদকল্পতরুতে রসোদগার
 পর্যায়ে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৯১১ সং পুথিতেও
 পাওয়া যায় । শেখোক্ত পুথিতে ইহা জ্ঞানদাসের ভণিতার
 উদ্ধৃত রহিয়াছে, কিন্তু এই পদটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী
 পদগুলির সহিত ঘটনাপরম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া আশঙ্কের
 সিদ্ধান্ত এই যে, চণ্ডীদাসের এই পদে পরবর্তীকালে জ্ঞান-
 দাসের ভণিতা আরোপিত হইতে পারে । কিন্তু পদটি
 প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানদাসের হইলে, এখানে চণ্ডীদাসের এইরূপ
 একটি পদের লভাব লক্ষিত হয় । ১৫৩ সং পদের টীকা
 দ্রষ্টব্য ।

নী, ১৮৭ ; তরু, ৭৪১ ; সাপ-২০১

পাঠান্তর :—

- ১-১ আজুকার রাতে, সাপ-২০১
 ২-২ ননদী সহিতে, ঐ
 ৩ স্বপনে, ঐ
 ৪ আছিলু, নী ; দেখিলু, সাপ-২০১
 ৫ তোহারে, তরু । ৬ নিন্দের, ঐ ; সাপ-২০১
 ৭ আলিসে, নী, সাপ-২০১
 ৮ যতনে, সাপ-২০১ ৯ করিলু, ঐ, নী
 ১০ কোড়ে, নী ১১ পার্বল, তরু
 ১২ এই দুই পঙ্ক্তি সাপ-২০১তে এই ভাবে আছে—
 তখনি রুখিয়া, উঠিছে বলিয়া, এমন করহ ভোরে
 ১৩ টাট, তরু
 ১৪ এই চারি পঙ্ক্তি বাদ, সাপ-২০১
 ১৫ লোকের, সাপ-২০১ । ১৬ দেখিলু, ঐ, নী
 ১৭ আইলে, তরু, সাপ-২০১

[৯৫২]

তথ্যারাগ

আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলু ।^১
 বন্ধুর^২ ভরমে ননদিনী^৩ কোলে^৪ নিলু ॥^৫
 বন্ধু^৬ নাম শুনি সেই উঠিল রুখিয়া ।
 কহে^৭ তোর বন্ধু কোথা গেল পলাইয়া ॥
 সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি ।
 আছিল আমার ভালে তোর বধ-ভাগি ॥
 শুনিয়া বচন তার অথির পরাগি ।
 কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি ॥
 কেমনে^৮ এড়াব^৯ সখি, সে পাপিনীর^{১০} হাখে ।
 বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরিতি এমতি ।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরিতি ॥

নী, ১৮৮ ; তরু, ৭৪২

- ১ আছিহু, নী ২ বঁধুয়া, ঐ
৩ ননদী কোড়ে, ঐ ৪ নিহু, ঐ
৫ বঁধু, ঐ, এবং পরে ৬ বলে, ঐ
৭ এমত, ঐ ৮ যে ডরি, ঐ
৯ তাপিনীর, তরু এবং নী (পাঠান্তর)

দ্রষ্টব্য :—নচ-তে লিখিত হইয়াছে যে, পদটি “এই পদটিরই ভিন্ন ছন্দে (ত্রিপদীতে) অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়” (ঐ, প্রথম খণ্ড, ৬৯, এবং ১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আমরা এই মত সমর্থন করিতে পারি না। পূর্ববর্তী পদটিতে এক রাত্রির ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, আর এই পদটিতে যে তাহার পূর্ববর্তী আর এক রাত্রির ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে তাহা পদের প্রথম পঙ্ক্তি পড়িলেই বুঝা যায়।

পঙ্—৫-৬। তুই সতী স্ত্রীগণের কুলধর্মে আঙন দিয়াছিস, অর্থাৎ সতীকুলকলঙ্ক হইয়াছিস ; আমার ভ্রাতৃ-জায়র এই ব্যবহার আমার পক্ষে সহ করা অসম্ভব, কাজেই তোকে বধ করাই সম্ভব ; আমার অদৃষ্টগতিকে তোর বধভাগী হইতে হইল।

৮। আঁধির তাজনি—আঁধির তর্জনি

১১-১২। প্রেমের জন্ম যে যত জ্বালা সহ করিতে পারে, তাহার প্রেমও তত উচ্চ অঙ্গের

পিয়ল* বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মুছে ।

শিখান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে ॥

মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল* কোলে ।*

চরণ-উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইলু* -বলে ॥*

অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কম কস্তুরী পারা ।

পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া* হইলু* হারা ।

কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয় ।

চণ্ডীদাস কহে এমতি* হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥*°

নী, ১৮৯ ; তরু, ৬৯৬

- ১ বন্ধুকে, তরু ২ দেখিহু, নী
৩ শিঙ্গল, নী ৪ করল, তরু
৫ কোরে, ঐ ৬ পাইহু, নী
৭ বোলে, তরু ৮-৯ জাগিয়ে হইহু, নী
১০ এমন, ঐ
° পদরত্নাকরে “চণ্ডীদাস” স্থলে “বহুনাথ” আছে

অন্তত্বে শেবে চারি পঙ্ক্তির স্থলে—

চণ্ডীদাসে বোলে শুন বিনোদিনি
তোয়ে কি বলিব আর ।

মুঞি অভাগিনী জনম-হুঃখিনী
পুনী কি দেখিব আর ॥

তরু (পাঠান্তর)

দ্রষ্টব্য :—বহুনাথের ভণিতা সঙ্কেত সতীশঙ্কর রায় মহাশয় এই পদটি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত

[৯৫৩]

বিভাষ

পরাণ-বঁধুকে* স্বপনে দেখিলু* ২

বসিয়া শিয়র-পাশে ।

নাসার বেশর ১ পরশ করিয়া

ঈষৎ মধুর হাসে ॥

করিয়াছেন। নচ-তে বলা হইয়াছে “কোনও কোনও পুঁথিতে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায়ও পাওয়া যায়।”

এইরূপ স্থলে সত্য-নির্ণয় সহজসাধ্য নহে, কিন্তু অধিকাংশ পুঁথিতেই যখন ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে তখন সতীশংকর পদাক অঙ্গসরণ করিয়া আমরা ইহাকে চণ্ডীদাসের বলিয়াই আপাততঃ গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু সন্দেহের হেতু রহিয়া গেল। পূর্ববর্তী ১৪৮ সং পদে রাধার ক্রন্দনের উল্লেখ রহিয়াছে। ১৫১ সং পদের স্থানে এই পদটি স্থাপন করিলেও ক্রন্দনের হেতু নির্দেশিত হইতে পারে। কিন্তু এই দুইটি পদই অস্ত্রের ভণিতায় পাওয়া যায় বলিয়া আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না।

[১৭৪]

সিঙ্কুড়াঃ

“যাইঃ যাই বলি পিয়া বলে তিন বোল।”

কত না চুম্বন দেইঃ কতঃ দেইঃ কোল ॥

করেঃ কর দিয়া পিয়া শপথ দেই মাথ।”

পুনঃ দরশন লাগিঃ কহেঃ কত বাত ॥”

পদঃ আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।”

বদনঃ নিরিখে মোর অখির হইয়া ॥”

নিগূঢ় পীরিতি পিয়ারঃ আরতিঃ বহুক।”

চণ্ডীদাসেঃ কহে হিয়ারঃ ভিতরেঃ রহুক।”

নী, ১১২ ; তরু, ৬৭১। ইহা ব্যতীত পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১১, ২১২, ২১৭ সং পুঁথিতেও পাওয়া গিয়াছে।

১ পঠমঞ্জরী, তরু (পাঠান্তর) ; কৌ রাগিনী, তরু ; বাদ ২১১, ২১২, ২১৭ ;

২-২ আশি যাই যাই বলি বলে, তরু, নী ; আই ২

প্রিয়া বলে তিন, ২১৭ ; আশি যাই যাই পিয়া বলে, তরু (পাঠান্তর)।

৩ দিছে, ২১৭

৪-৪ কতবার, ২১৭

৫-২ ংখরি পিয়া শপথি দেয় মোরে, নী ; ংখরি পিয়া শপথি দেই মোরে, তরু ; ংখরি প্রিয়া সপতি দেই মোর, ২১১ ; ংখরিয়া সপতি দেই মোরে, ২১৭ ; করে ংখরি পিয়া সপতি দেই মোরে, ংখরি পিয়া শপথি দেই মোর, তরু (পাঠান্তর)

৬ নাহি, ২১১

৭-১ কত চেষ্টা করে, নী ; কত চাটু বোলে, তরু ; কত চাটু বোল, ২১১ ; করে প্রিয়া মোরে, ২১৭ ; পুন দেই কোরে, তরু (পাঠান্তর)

৮ তরুতে এই দুই চরণের পরে উপরের দুই চরণ স্থাপিত হইয়াছে

৯ উলটিয়া, নী, ২১২, ২১৭

১০-১০ বদান নিরিখে কত কাতর, নী, তরু ; নিরিখে, ২১২ ; বদান নিরিখে কত কাতর, ২১১ ; নিরিখে কত কাতর হইয়া, ২১৭

১১ পিয়া, নী ; এই, ২১২ ; প্রিয়া, ২১১

১২ করেন, নী, ২১১ ১৩ বহু, তরু ; বহুত, ২১১

১৪ চণ্ডীদাস, তরু, নী ১৫ পিয়া, ২১২

১৬ মাঝারে, তরু ; হিয়ায়ে, ২১২

১৭ রহু, তরু

শেষে চরণটি ১১১ পুঁথিতে এইভাবে আছে—চণ্ডীদাসে কহে প্রিয়ার শিরিতি হিয়ার ভিতরে রহুক।

শেষ পঙ্ক্তিষয় ২১৭ পুঁথিতে এই ভাবে আছে—

প্রিয়ার শিরিতি হিয়ার আগিয়া রহিল।

চণ্ডীদাস কহে সে কুলসিল গেল ॥

দ্রষ্টব্য :—পদটিতে বোধ হয় গৌণরাসের অন্তর্গত মিলনের পরে বিদায়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত এই পদসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

[৯৫৫]

সুহই

এমন পীরিতি কভু দেখি^১ নাই^২ শুনি ।
 পরাণে পরাণ বাঁধা^৩ আপনা^৪ আপনি ॥
 দুঁছ কোড়ে দুঁছ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ।
 তিল^৫ আধ^৬ না দেখিলে যায় যে^৭ মরিয়া ॥
 জল বিনু^৮ মীন জমু^৯ কবছ^{১০} না জীয়ে ।
 মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
 ভানু কমল বলি, সেও^{১১} হেন নহে ।^{১২}
 হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে ॥^{১৩}
 চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা ।
 সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
 কুসুমে মধুপ কহি, সেহো^{১৪} নহে তুল ।
 না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
 কি ছার চকোর চাঁদ দুঁছ সম নহে ।
 ত্রিভুবনে হেন নাহি^{১৫} চণ্ডীদাস^{১৬} কহে ॥

নী, ১২৩ ; তরু, ২১২

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ১- ^১ নাহি দেখি, তরু | ২- ^২ বান্ধা, ঐ |
| ৩- ^৩ আপনি, নী | ৪- ^৪ আধ তিল, তরু |
| ৫- ^৫ কি, নী | ৬- ^৬ বিনে, ঐ |
| ৭- ^৭ যেন, তরু । | ৮- ^৮ সেহো, ঐ । |
| ৯- ^৯ নয়, ঐ | ১০- ^{১০} রয়, ঐ |
| ১১- ^{১১} সে, নী | ১২- ^{১২} নাই, ঐ |
| ১৩- ^{১৩} চণ্ডীদাসে, তরু | |

ট্রিষ্টব্য:—প্রথমেই প্রশ্ন আসে, এই পদটি কাহার উক্তি? কৃষ্ণের নহে, রাধিকারও নহে। আমাদের মনে হয়, যুগলযুগরসের অন্তর্গত বিপ্রলস্তের পরে সন্তোষ বর্ণনায় ইহা কবির বা কোন সখীর উক্তি। কিন্তু পূর্বাণর লক্ষ্যবিহীন এই পদ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

[৯৫৬]

সিঙ্কুড়া

এমন পীরিতি কভু নাহি^১ দেখি শুনি ।^২
 নিমিখে মানয়ে যুগ কোড়ে দূর মানি ॥
 সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা ।^৩
 মুখ ফিরাইলে^৪ তার ভয়ে কাঁপে গা ॥^৫
 একতমু হৈয়া মোরা রজনী গোড়াই ।
 সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
 রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায় ।
 দেহ ছাড়ি মোর^৬ যেন^৭ প্রাণ চলি যায় ॥
 সে কথা বলিতে সই^৮ বিদরে পরাণ ।
 চণ্ডীদাস কহে ধনি^৯ সব পরমাণ ॥

নী, ১২৪ ; তরু, ৬৭০

- ১-^১ দেখি নাই শুনি, নী ; দেখি নাহি শুনি, তরু
 ২-^২ বাও, তরু (পাঠান্তর) ৩-^৩ ফিরাইতে, ঐ
 ৪-^৪ গাও, ঐ ৫-^৫ যেন মোর, তরু
 ৬-^৬ সেই, ঐ (পাঠান্তর) ৭-^৭ সই, নী

[৯৫৭]

সুহই

একদিন যাইতে ননদিনী সনে ।
 শ্যাম বধুর^১ কথা পড়ি গেল মনে ॥
 ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি ।
 অবশ হইল তমু কাঁপে^২ থরথরি ॥
 কি কহিব সখি, সে হইল বিষম^৩ দায় ।
 ঠেকিলু^৪ বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥
 ননদী বলয়ে^৫ হে লো^৬ কিবা^৭ ভোর হৈল ।^৮
 চণ্ডীদাস^৯ বলে^{১০} উহার কপালে যা^{১১} ছিল ॥

নী, ১২৫ ; তরু, ৭৩২

১-^১ বধুর, তরু

- ২ কাশি, ঐ (পাঠান্তর)
 ৩ বড়, তরু ৪ ঠেকি, নী
 ৫ ষোলয়ে, তরু ৬ হেঁলো, নী
 ৭ কি না, তরু ৮ হইল, নী
 ৯ কহে চণ্ডীদাস, তরু
 ১০ যে, ঐ

দ্রষ্টব্য:—এইরূপ আখ্যায়িকা কোন পালাতেই
 পাওয়া যায় নাই।

[৯৫৮]

গান্ধার'

সাত^২ পাঁচ^২ সখী সঙ্গে বসিয়াছিলাম^৩ রঙ্গে
 পাপমতি^৪ ননদিনী ।

দেখিয়া আমাকে আক্রোশিয়া^৫ ডাকে
 "আশু^৬ শ্যাম-সোহাগিনী ॥

রাধা,^৭ তোমারে বলিব^৮ কি^৮

ঠাণ্ডি^৯ দুই তিন সে সকল কথা^{১০}
 কানেতে^{১১} শুনিয়াছি ॥ প্রু ॥^{১২}

তুমি কোন দিনে যমুনা-সিনানে
 গিয়াছিলে নাকি^{১৩} একা ।

সে^{১৪} শ্যাম^{১৫} সহিতে কদম্বতলাতে
 হয়াছিল নাকি দেখা ॥

সে^{১৬} দিন হইতে^{১৭} কামু^{১৮} এই পথে^{১৯}
 নিতি করে আনাগোনা ।

রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী
 তেঞি^{২০} হল জানা শুনা ॥

বে^{২১} দিন দেখিব আপন নয়ানে
 তা সনে কহিতে কথা ।

কেশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
 ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা^{২২} ॥"

"এ^{২৩} কি পরমাদ^{২৪} দেয় পরিবাদ
 এ^{২৫} ছার পাড়ার লোকে ।

পর চরচায়^{২৬} যে থাকে সদায়^{২৭}
 সাপে খাউ^{২৮} তার বুকে ॥

গোকুল-নগরে গোপের মাঝারে^{২৯}
 এত^{৩০} দিন বসি মোরা ।

কভু নাহি জানি কভু নাহি শুনি
 কামু কাল^{৩১} না কি^{৩২} গোরা ॥

বড়র^{৩৩} বিয়ারি বড়^{৩৪} নাম ধরি^{৩৫}
 বোলাই^{৩৬} বড়ুয়া^{৩৭}-বউ^{৩৮} ॥

নিরমল কুলে কলক^{৩৯} যে তুলে^{৪০}
 সে নারী গরল খাউ ॥"

চিত থির^{৪১} করি থাকহ সুন্দরি
 যেন মন নাহি টলে ।

কাহার কথায় কার কিবা যায়^{৪২}
 দ্বিজ^{৪৩} চণ্ডীদাসে বলে ॥

নী, ১৯৬ ; বিপু, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭

১ বাদ, নী ভিন্ন অণ্ড্র

২-২ সাধ করি, ২৯১

৩ বসিলা জে নানা, ২৯১ ; বসি নানা, ২৯২, ২৯৩ ;
 বসিয়াছিলাও, ২৯৭

৪ হেন কালে পাপ, নী ; পাপমতি দেখে, ২৯৭

৫ তার কাছে, নী ; আর কাছে, ২৯১, ২৯২, ২৯৩

৬ আইস, নী ; বলে এশু, ২৯২ ; এশু ২, ২৯৩

৭ রাধা বিনোদিনী, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৭, নী

(পাঠান্তর)

৮-৮ কহিতে^{৪৪}, নী ; কহিতে আসিয়াছি, ২৯১ ;

বলিতে^{৪৫}, নী (পাঠান্তর)

৯-৯ ছই চারি দিন, আমিহ ও কথা, নী ; চাই ছই
 তিন কথা, যে কথা তোমার, নী (পাঠান্তর) ; ও কথা
 আমি, ২৯২, ২৯২ ; তোমার ও কথা, ২৯৭

- ১০ আপন কানেতে, ২১১ ; লোক মুখে, ২২৭ ;
 বড়ই, নী (পাঠান্তর)
 ১১- বাদ, নী ১২ ধনি, ২২৭
 ১৩-১৩ শ্রামের, নী
 ১৪-১৪ সেই দিন হৈতে, নী ২২২ ; সেই দিন হতে, ২২৭
 ১৫-১৫ এই পথে পথে, নী
 ১৬-১৬ বাদ, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৭
 ১৭-১৭ মিছা অপবাদ, ২২১, ২২৭ ; মিছামিছি করি,
 ২২২, ২২৩
 ১৮ কি, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৭
 ১৯ চরচাতে, ২২১ ২০ ইহাতে, ঐ
 ২১ থাক, নী, ২২৭ ২২ সমাবে, ২২২, ২২৩
 ২৩ জত, ঐ
 ২৪-২৪ কি কালিয়া, নী ; কাল কিএ. ২২২, ২২৩ ;
 কাল সে, ২২৭
 ২৫ বড়ুয়ার, নী, ২২১, ২২২, ২২৩
 ২৬-২৬ বড়র বছরি, ২২৭
 ২৭ বলই, নী ; বড়ই, ২২২, ২২৩ ; বলাইতে, ২২৭
 ২৮-২৮ বড়ুয়ার বছ, ২২১, ২২২ ২২৩ ; বড় বছ, ২২৭
 ২৯-২৯ এ কথা সে বলে, নী, ২২২, ২২৩, ২২৭
 ৩০ দড়, ২২১, ২২২, ২২৩ ; পিত, ২২৭
 ৩১ হয়, নী, ২২২, ২২৩
 ৩২ বড়ু, নী, ২২১, ২২২

দ্রষ্টব্য:—এই পদের পাঠান্তরে বিজ্ঞ এবং বড়ু উভয় প্রকার ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তন পদ রচিত হইবার পরে সংঘটিত হইয়াছে।

[৯৫৯]

শ্রীরাগ*

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।

যে হয় তাহার* (চিতে তাঁহাই* করি*)

স্বতন্ত্ররী নই ॥

- তাহার* গলার ফুলের মালা
 আমার গলায় দিল।
 তার মত* মোরে করি
 সে মোর মত হইল ॥
 তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
 তেঁই সে তোমারে* কই।^৮
 এই* যে কাজ কহিতে^{১০} লাজ
 আপন মনেই রই ॥^{১১}
 তাহার প্রেমের বশ হইয়া
 যে কহে তাহাই করি।
 চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ
 বালাই লইয়া মরি ॥

নী, ১২৭ ; তরু, ১০২৭

- ১ শ্রী, নী ২ বাদ, তরু
 ৩ তার, ঐ ৪-৫ বাদ, নী
 ৬ আপনার, তরু (পাঠান্তর)
 ৭ তাহার, তরু
 ৮ তোমার, তরু ; তোমারি, ঐ (পাঠান্তর)
 ৯ কহি, তরু
 ১০ এ, নী, তরু (পাঠান্তর)
 ১১ কহইতে, তরু (পাঠান্তর)
 ১২ রহি, তরু

[৯৬০]

সওয়ারি

নিতিই* নূতন*

পীরিতি দুজন

তিলে তিলে বাঢ়ি* যায়।

ঠাই নাহি পায়

তথাপি বাঢ়য়*

পরিণামে নাহি থাক ॥*

সখি হে, অদভুত দুঁছ প্রেম ।
 এত দিন চাই° অবধি না পাই,
 ইথে কি কবিল হেম ॥ ৬° ॥
 উপমার গণ সব হৈল° আন
 দেখিতে শুনিতে ধন্দ ।
 এ কি অপরাপ তাহার স্বরূপ
 সবারে° করিল অন্ধ ॥
 চণ্ডীদাসে কহে দুঁছ° সম নহে°°
 এখানে সে বিপরীত ।
 এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
 শুনি না দরবে চিত ॥

নী, ১৯৮ ; তরু, ২১৩

- | | |
|--------------------|----------------|
| ১ নিতুই নোতুন, তরু | ২ বাড়ি, নী |
| ৩ বাড়ায়, ঐ | ৪ ক্ষয়, ঐ |
| ৫ ঠাই, ঐ | ৬ বাদ, ঐ |
| ৭ কৈল, তরু | ৮ স্বভাবে, তরু |
| ৯ দোহ, ঐ | ১০ হয়ে, তরু |

টীকা

দ্রষ্টব্য:—চৈতন্যচরিতামৃতের আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে
 রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই ভাব
 লইয়া এই পদটি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

পঙ—১-৪।—তু°—

“রাধা প্রেম বিছু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি ।
 তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥

অনুব্র—

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয় ।

এবং—

মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দৌহে হোড় করি ।
 ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দৌহে কেহো নাহি হারি ॥
 ঐ, আদির চতুর্থে ।

কৃষ্ণের এইরূপ অপূর্ণ মাধুর্য্য যে, “মাধুর্য্যামৃত” পান
 করিয়া কখনও তৃষ্ণার শাস্তি হয় না, তৃষ্ণা অতৃপ্তই রহিয়া
 যায়। কৃষ্ণ এই মাধুর্য্যের বলে বিশ্বচরাচর আকর্ষণ
 করিতেছেন। রাধার চিত্তও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে,
 কিন্তু কৃষ্ণের মাধুর্য্য নিত্য “নবনব হয়”, আর রাধা-প্রেমও
 যেন তাহার সহিত “হোড়” করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে,
 অতএব উভয়ই ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু
 কৃষ্ণমাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম উভয়ই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়,
 কারণ বর্দ্ধিত হইবার স্থান না থাকিলেও ইহারা বাড়িয়াই
 চলিয়াছে।

৫-৬। কৃষ্ণের কথায় বলিতে হয়—

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল ।
 যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা চঞ্চল ॥ ঐ

এই প্রেম অতিশয় অদ্ভুত, কারণ আমি এত দিন অমুসন্ধান
 করিয়াও ইহার তত্ত্ব জানিতে পারি নাই।

৭। ইহা কবিত কাঞ্চনের ছায় নির্মল। প্রেমের
 নির্মলতা কামবর্জিত হওয়া।

আয়েঞ্জিয় প্রীতি-ইচ্ছা, তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেঞ্জিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ঐ

“অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ” বলিয়া রাধার
 প্রেম নিকষিত হেমতুলা, “যাহা হৈতে সুনির্মল ষড়ীয়
 নাহি আর।” (ঐ)।

৮। যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী একটি পদে কতকগুলি উপমা-
 দ্বারা রাধাপ্রেম বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, যথা—

ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে ।

চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা ।

কি ছার চকোর চাঁদ হুঁ সম নহে । ইত্যাদি ।

২৫৫ সং পদ

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রকৃতি বুঝাইতে এই সকল উপমা
 ব্যর্থ হইয়া যায়।

১২-১৫। ঐ সকল উপমায় ভানু ও কমল, চাতক ও
 জলদ, চাঁদ ও চকোর যুগলের মধ্যে একে অপরের সমান
 নয়, কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই সমান। ত্রিভুবনে এই
 প্রেমের তুলনা হয় না।

[৯৬১]

সুহই^১

বিরলে নিশিতে^২ আছিলু^৩ শুতিয়া^৪
শুনগো পরাণ^৫-সখি ।

নিশিথে আসিয়া দিল দরশন
সে^৬ শ্যাম কমল^৭-আঁখি ॥

পায়া^৮ বহু ধন অমূল্য রতন
থুইতে^৯ নাহিক ঠাই ।

কোন্খানে খোব সে^{১০} হেন সম্পদ^{১১}
মনে^{১২} পরতীত নাই ॥

যত ছিল তাপ দূরে গেল পাপ
বিরহ বেদনা জাতি ।^{১৩}

বাটে^{১৪} পায়া^{১৫} ধন আমার তেমন
তাহা না^{১৬} রাখিব কতি ॥^{১৭}

আজি^{১৮} নিশি দিন ভেল শুভক্ষণ
বধুয়া^{১৯} মিলল কোলে ।

হাসি^{২০} বিনোদিনী অমিয়া^{২১} নিছনি^{২২}
আধ^{২৩} আধ বাণী^{২৪} বলে ॥

না পাই কহিতে বিরলে^{২৫} বসিয়া^{২৬}
মনে মোর যত আছে ।

চণ্ডীদাসে^{২৭} বলে^{২৮} আসি প্রিয়া^{২৯} মিলে^{৩০}
সে কথা কহিবে পাছে ॥

নী, ২০০ ; বিপু, ২২২, ২২৩, ২৮২ ইত্যাদি

^১ বাহ, ২৮২

^২ বসিয়া, নী

^৩ আছিল, ঐ

^৪ সুতিএ, ২৮২

^৫ সজনী, ২২২, ২৮২

^{৬-৭} কমল-নয়ান, ২৮২, নী ; কমল-বরন, ২২২

^৮ পেয়ে, নী

^৯ গৃহেতে, ২৮২

২-৩ শ্যাম সুনামর, ঐ

১০ মোর, নী, ২২২

১১ যতি, নী, ২৮২ ; জত, ২২৩

১২ রাখে, নী ; লোকে, ২৮২

১৩ পেয়ে, নী ; পেএা, ২৮২

১৪ ইহা নী, ২২৩, নী

১৫ কত, ২২৩

১৬ আসি, ২২২, ২২৩

১৭ বধুয়া, ২৮২, ২২২, ২২৩

১৮ রাই, ২৮২

১৯-২০ কহে আধ বাণী, নী, ২২২, ২৮২

২০-২১ হাসিয়া হাসিয়া, নী, ২৮২ ; প্রেমে আধ আধ, ২২২

২১-২২ বিরল হইয়া, নী, ২২২, ২২৩

২২-২৩ চণ্ডীদাস কহে, নী

২৪ পিয়া, ২২২, ২২৩

২৫ মোরে, নী

[৯৬২]

আশাবরী

চলহ সই জল ভরিতে যাই

যে ঘাটে চন্দন চূয়া ভাসে ।

কলসী ভাঙ্গিয়া বিকটি খেলিব

যাবত কৃষ্ণ না আইসে ॥

এসহ সকল সখী বৈসহ আমার কাছে

স্বপন কহি যে তোমার আগে ।

নিশি দুপহরে স্বপন দেখিনু

বঁধুয়া শিয়রে জাগে ॥

শিয়রে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া

গায়েতে বুলায় হাত ।

সূতার সঞ্চার ঘর নাহি নড়ে

কোন পথে গেলা প্রাণনাথ ॥

ডাহকী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকোর ছাড়য়ে নিশাস ।
বাণুলী-চরণে শিরেতে বন্দিয়া
কহে বড় চণ্ডীদাস ॥

অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী স্তমধুরে ।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে ॥

তৃতীয় প্রহর নিশি মূই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিলু সে চাঁদবদনে ।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে ॥

চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে ।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিদে
রস গাইল বড় চণ্ডীদাসে ॥

নী, ১২২ । রমণী মল্লিক মহাশয়ের চণ্ডীদাস (৩য় সং) ৫২২ পৃঃ, এবং নচ ২ পৃঃ দ্রষ্টব্য ।

দ্রষ্টব্য:—ভণিতাট বড় চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুরূপ বটে, কিন্তু পদটি সন্দেহজনক । মনে হয় যেন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদাংশ এক সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । জল ভরিবার প্রসঙ্গ লইয়া পদের আরম্ভ, পরে স্বপ্ন বর্ণনা, ইহাতে প্রথম চারি পঙ্ক্তির পরেই মনে হয় যেন আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে । পঞ্চম পঙ্ক্তিতে “সকল সখী”কে সম্বোধন করার পরে ষষ্ঠ পঙ্ক্তিতে “তোমার” সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে, পড়িলেই পরবর্তী পদের দ্বিতীয় পঙ্ক্তি মনে পড়ে । পদটি মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই, এবং বিরহ খণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়াও ধারণা করা যায় না । জল ভরিতে গিয়া কৃষ্ণের অপেক্ষায় ঝিকটি খেলিবার প্রস্তাবে বুঝা যায় যে, এই পদ কৃষ্ণের মথুরায় গমন লক্ষ্য করিয়া রচিত হয় নাই, রাধা যেন অচিরে কৃষ্ণের দর্শন পাইবেন, এই রূপ সঙ্কেত করিতেছেন । অতএব সখী সম্বোধনের এই জাতীয় পদকে কৃষ্ণকীর্তনের বিরহখণ্ডে স্থাপন করা যায় না, কারণ বিরহখণ্ডে কৃষ্ণের মথুরায় গমনের পরবর্তী অংশই অপ্রাপ্ত রহিয়াছে । পরবর্তী পদের টীকা দ্রষ্টব্য ।

পদটি নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে ২০১ সং পদরূপে মুদ্রিত হইয়াছে । এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে “রাধাবিরহ” খণ্ডে পাওয়া গিয়াছে (প্রথম সংস্করণ, ৩৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) । অতএব ইহা যে বড় চণ্ডীদাসের পদ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । কৃষ্ণকীর্তন হইতে সংগৃহীত হইয়া ইহা সংগ্রহগোষ্ঠের-সাহায্যে প্রচলিত পদাবলীতে স্থানলাভ করিয়াছে । কৃষ্ণকীর্তনে ইহা নিম্নলিখিত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে—

বেলাবলীরাগঃ । কুড়ুকঃ ॥
দেখিলোঁ প্রথম নিশা সপন সুন তৌ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোআরে হে ।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুঁষিল বদন আআরে হে ॥

এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল ।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ৬ ॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবে বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে ।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আহমতী
দেখিলোঁ মো হৃদয় পহরে ॥

[২৬৩]

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে ।
বসিয়া কদমতলে সে কানু করেছে কোলে
চুষ দিয়া বদন উপরে ॥

তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহাঞঁর কোলে বসী
নেহানিলৌ তাহার বদনে ।

দ্রসত বদন করী মন যোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলৌ মদনে ॥

চউঠ পহরে কাহু করিল আখর পান
যোর ভৈল রতি রস আশে ।

দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আন্ধার নিদে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

দ্রষ্টব্য :—আমাদের মনে হয়, এই পদের ভিত্তির উপরে পূর্ববর্তী অর্থাৎ ২৬২ সং পদটির অধিকাংশ রচিত হইয়াছে। এই জন্তই উহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

[৯৬৪]

বিভাষ^১

একলি^২ মন্দিরে আছিল^৩ সুন্দরী
কোড়হি শ্যামর^৪ চন্দ ।^৫

তবহু^৬ তাহার^৭ পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে খন্দ ॥

সজনি পাওল^৮ পীরিতিক^৯ ওর ।

শ্যাম সুনাগর^{১০} পীরিতি^{১১}-শেখর^{১২}
কঠিন হৃদয় তোর ॥

কস্তুরী চন্দন অঙ্গের^{১৩} ভূষণ^{১৪}
দেখিতে^{১৫} আধক জোর ।^{১৬}

বিবিধ কুসুমে বাঁধিল^{১৭} কবরী
শিখিল না ভেল তোর ॥^{১৮}

অমল^{১৯} কমল বদন-মাধুরী^{২০}
না ভেল মধুপ^{২১} সাথ ।^{২২}

পুছইতে^{২৩} ধনি^{২৪} হেরসি ধরণী
হাসি না কহসি^{২৫} বাত ॥^{২৬}

কিয়ে^{২৭} রতিপতি^{২৮} বসতি^{২৯}-সময়ে^{৩০}
তেজিয়া^{৩১} দেয়লি^{৩২} ভঙ্গ ।

চণ্ডীদাসে^{৩৩} কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে^{৩৪} না ভেল^{৩৫} সঙ্গ ॥

নী, ১১০ ; তরু, ৩৩৭। ইহা ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২২, ২৩৯৬ সং পুথিতেও পদটি পাওয়া গিয়াছে।

^১ ধানশী, তরু ; বাদ, ২২২, ২৩২৬

^২ একই, ২২২ ; এক, ২৩২৬

^৩ শুভলি, তরু ^৪ শ্যামর, ঐ

^৫ চন্দ্র, ২২২ ^৬ তবহি, ঐ

^৭ তাকর, তরু ; তা সনে, ২৩২৬

^৮ পাওলু, তরু ^৯ পীরিতি, নী

^{১০} সুন্দর, ঐ

^{১১-১১} রসের সাগর, তরু

^{১২-১২} অঙ্গে বিলেপন, তরু

^{১৩} দেখিয়ে, ঐ

^{১৪} জোরি, ২২২

^{১৫} বাকুল, তরু ; বাকিল, ২২২

^{১৬} তোরি, ২২২

^{১৭-১৭} বয়ান কমল, বিমল মধুর, নী ; বদন কমলে, বিমল অধরে, ২৩২৬

^{১৮-১৮} পুলক সাথ, নী

^{১৯-১৯} হেঁট মাথা করি, ২৩২৬

^{২০} কহিল, ঐ

^{২১} এই পঙক্তির স্থানে ২২২ পুথিতে "হেরি রহইতে ধনি, করে কর বায়সি, হাসিয়া না কহে লাজে" পাঠ আছে।

অন্ত—

অমল কমল, বিমল মধুর, না ভেল পুলক সাজ ।

হেরইতে বলি, কবরী হেরলি, বুঝি না করিলি কাজ ॥

নী (পাঠান্তর)

- ২২ কিবা, তরু, ২৩৯৬
- ২৩ ঋতুপতি, ২২২, নী (পাঠা°); গৃহবতী, ২৩৯৬
- ২৪-২৪ °বিষয়ে, তরু ; আগমন তর্ষি, ২৩৯৬ ; °বিষয়,
- ২৯২
- ২৫ দেখিয়া, তরু, ২৩৯৬
- ২৬ দেখিলি, নী
- ২৭ চণ্ডীদাস, নী ; জ্ঞানদাস, তরু (এবং ইহার পাঠান্তরে)
- ২৮-২৮ না ভেল, নী ; না ভেলই, ২২২
- দ্রষ্টব্য.—পাঠান্তরে জ্ঞানদাসেরও ভণিতা গাওয়া যাইতেছে, অতএস পদটি সন্দেহজনক পদপর্যায়ে গ্রহণ করা হইল।

পরিশিষ্ট (১)

দ্রষ্টব্য :—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পুথিতে নিম্নোক্ত
পদগুলি পাওয়া গিয়াছে ।

(১)

আজি গিআছিলাম জমুনা-সিনানে
সুনগো মরম সহৈ ।
মরম কথাটি ভরম রাখিহ
আপনা বলিআ কই ॥
সখি, ঘাটের নিকটে হের ।
কাল জলে কাল অঙ্গ মিসাইয়া
বন্ধুয়া আছিল মোর ॥
হিসুর বরণ অধর সুন্দর
কাজল বরণ আখি ।
কমল বলিয়া আনিবারে গেহু
লখিতে নারিনু সখি ॥
নিলবাস পরি সাতুরি সাতুরি
তাহার নিকট গেহু ।
মনের ভরমে আপনার ভুজ
তাহার শ্রাম-অঙ্গে দিহু ॥
সেই ক্ষণে হরি ভুজে ভুজে ধরি
আলিঙ্গন মাগে নিধি ।
সে হেন সঙ্ঘটে রাহর নিকটে
ভাগ্যে সে রাখিল বিধি ॥
নেহ কত কাল গুএ্যাইব
হেন বেবহার আর ।
চণ্ডিদাস বলে জমুনা-সিনানে
একলা না জায় আর ॥ ২ ॥

বিপু—২৮৯

(২)

জমুনা আইআ কদম্ব-তলাতে
দেখিয়া আইনু কানু ।
সে হইতে মন করে উচাটন
বর জালা ধরে তহু ॥
সখি, মরে কিছু বলনা উপাঅ ।
ভোজন সঅনে সদা পড়ে মনে
কেমতে পাসরি তাঅ ॥
মদন-মোহন মুকুতি চিকন
ত্রিভঙ্গ ভঞ্জিম ঠাম ।
হাসিঞা হাসিঞা নয়ান বাকাঞা
হানিল নয়ান বাণ ॥
গৃহকাজগণ লাগে উচাটন
তারে না দেখিলে মরি ।
চণ্ডিদাস কয় উপাঅ আছর
ধাকহ ধৈরজ ধরি ॥ ৪ ॥

বিপু—২৮৯

(৩)

সেই পিরিতি বিসম বড় ।
আমার কপালে জে হব তো হৈল্য
ভোমরা থাকিহ দড় ॥
কানুর পিরিতি বড়ই বিসম
ছাড়িলে না জাঅ ছাড়া ।
আমি সে ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ হুখ হএছে বাড় ॥

পিরিত্তি বলিয়া কিবা সে সজনি

ভুবনে আনিল কে ।

মধুর বলিয়া জতনে খাইছ

তিতাসে ভরিল দে ॥

বহুত পিরিত্তি বহুত হুঃখ

অলপ পিরিত্তি ভাল ।

হাসিতে হাসিতে পিরিত্তি করিয়া

কান্দি জনম গেল ॥

না জানি কপট জেই সে নিপট

পিরিতে হইছ ভোর ।

চণ্ডিদাস বলে কালার পিরিত্তি

হুখের নাহিক আঁর ॥ ১৯ ॥

বিপু—২৮৯

(৪)

বধু, কি দিলে সুখার বান ।

তরঙ্গ করিলে রাখার অন্তর

জর জর কৈলে প্রাণ ॥

আছে কামান গুণ নাই তাথে

যুজিলে বিসম পাসি ।

কি খেনে হইল শ্রাম-দরসন

প্রাণ হারাইছ বসি ॥

আনচান করে রাখার পরাণে

দেখিয়া কামুর রিত ।

স্বন সখি সব কর অমুভব

কিসে হব মর হিত ॥

বনের আশুন পুড়এ জখন

দেখএ জগত লোকে ।

অন্তর আশুন দেখে কোন জন

জলি উঠে বিনি ফুকে ॥

জেন ব্যাধ-বাগা রাখে জালমালা

কুরঙ্গ পড়এ তাঅ ।

তেন আসি দেহে বেরিল অবাধে

দিন চণ্ডিদাস গাঅ ॥ ২৬ ॥

বিপু—২৮৯

(৫)

মন দড়াইছ পিরিত্তের কথা

আর না সুনিব কানে ।

তবে জদি সুনি এ পাশ পরানি

তখনি করিব দানে ॥

সখি পিরিত্তি এমনি কাজে ।

হাটে বাটে ঘাটে কুলটা খেয়াতি

জগত ভরিল লাজে ॥

এসব কলঙ্ক মলয় পঙ্কজ

হিয়াতে রাখিয়া নিলু ।

পিরিত্তি করিএ পরাণ বিকল

ঝুরিয়া ঝুরিয়া মলু ॥

বশা মাটি খুটি হেসে কান্দা উটি

কি বলিতে কি না বলি ।

গুরুজন দেখি হিজ্ত করিএ

হুকুলে লাগিল কালি ॥

এতেক করিএ জদি না পাইছ

তাঁরা কি রাখিল মনে ।

চণ্ডিদাস বলে সকলি সহিলে

পরাণ করহ দানে ॥ ৩১ ॥

বিপু—২৮৯

(৬)

বধু, এ বোল না বল মোরে ।

না দেখিলে মুখ হয় জত দুখ

কে আছে কহিব কারে ॥

ঘর নহে ঘর সব বাসি পর

জখন না থাক কাছে ।

পরম লালস চিত্ত ব্যাকুল

পুন পুন জাই নাছে ॥

নাগাইএ থাক জদি বা না দেখি

মনের দুখেতে মরি ।

না জানি কি খেনে হল্য দরসনে

তিলে পাসরিতে নারি ॥

উরে করাঘাত কহিব সভারে
 তুমি মোর প্রাণপতি ।
 জারে না দেখিলে না রহে পরাণ
 সেই তার কুলজাতি ॥
 জাউক কুরব দেসে দেসে সব
 তাহে সু বাকিলু বুক ।
 চণ্ডীদাস বলে এমত না হলে
 পিরিতি কেমন স্থখ ॥ ৪৬ ॥

বিপু—২৮৯

(৭)

স্নহে লম্পট দানি ।
 চরিত্র তোমার বেদে অগোচর
 তাহা ভালে আমি জানি ॥
 আজু সে শ্রভাতে চলিলা গোঠেতে
 হইএ খেহুর পাল ।
 হৈ হৈ রবে চলি গেলা সভে
 সঙ্গি লএ রাখ পাল ॥
 বেড়াইতে বনে লএ খেহুগনে
 করিথে মুকলি ধনি ।
 সে সব ছাড়িএ এখানে আসিএ
 ঘাটে হৈলে মহাদানি ॥
 পাতি দানছলা ভূলাতে অবলা
 পরেছ বনের ফল ।
 এতেক চাতুরি সিখেছ শ্রীহরি
 মজাতে রাখার কুল ॥
 গোপিগণ সাথে বড়াই তাহাতে
 জাইতে মথুরা ছলে ।
 পথে জদি দান দিএ আমি প্রাণ
 কলঙ্ক থাকিবে কুলে ॥
 বচন রাখার স্ননি স্ননাগার
 হাসিএ কহিছে বানি ।
 চণ্ডীদাস কয় কারে করে ভাষ
 সখা জার চক্রপার্নি ॥ ৬৪ ॥

বিপু—২৮৯

(৮)

রাই লএ রাখে কদম্ব-কাননে
 দাণ্ডালা রসিক হরি ।
 রাহ জেন আসি গরাসিল সসি
 ভেমেতি রাখারে হেরি ॥
 শেষ হল হরি রাখিকা বিজুরি
 নবঘনে বেড়ি আসি ।
 হুহার তুলনা দিতে নাহি সিয়া
 নখপরে কত সসি ॥
 নবঘন দেখি ভিসিত চাতকি
 রসমই হল্য তাঅ ।
 চাতকির আসা মিটাতে পিপাসা
 নবঘন শ্রাম রাঅ ॥
 রাখা লঞা কোরে নিভূতে নিঅড়ে
 রসমঅ রসে ভোর !
 চান্দ পরে চান্দ ভুজে ভুজ বেড়ি
 লালসে পিএ চকোর ॥
 মনে মন মিলে রিদএ রিদঅ
 আধিতে মিলএ আধি ।
 হুহার মিলন নহে সাধারণ
 দেখি চণ্ডীদাস স্থখি ॥ ৬৬ ॥

বিপু—২৮৯

(৯)

কেনে বা কামুকে আমি উপেখিয়া আছ ।
 আপনা আপনি আমি গরল খাইছ ॥
 হায় হায় কিবা খেয়া যেমতি করিছ ।
 হাথের রতন কেনে পায় পেলাইছ ॥
 সূধা শিবহিতে গেলু ডুবলাম বিবে ।
 হিয়া দগদগী হৈল্য জুড়াইব কিসে ॥
 চন্দন তরুর গাছ সেবিলাম ভালে ।
 আমিয়া বিরিধ বিধ হৈল দৈব বলে ॥

কি জানি ললাটে মোর এমতি আছিল ॥
চণ্ডিদাস বোলে সেই উদয় করিল ॥ ৩৩ ॥

বিপু—২২২ । তু°—নচ—৮১ পৃঃ

দ্রষ্টব্য:—এই পদে “কাহু” রহিয়াছে বলিয়াই ইহাকে বড় চণ্ডীদাসে আরোপ করা যায় না। ভাব সাদৃশ্যেও নয়, কারণ পরবর্তীকালে যে কেহ কৃষ্ণকীর্তনের অশুকরণে পদ রচনা করিতে পারে। এই জন্তই বোধ হয় ভণিতায় “বড়” শব্দের অভাব রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাখা বহুবার কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার এইপ্রকার আত্মমানি উপস্থিত হয় নাই। তৎপর বংশী ও বিরহখণ্ডে রাখার পক্ষে এইরূপ উপেক্ষার কোনই প্রসঙ্গ নাই। অতএব পদটি সন্দেহজনক।

(১০)

অথ দান । বড়ারি ॥

নিসেধ নিলজ বনমালি ।
রাখালে না ভঞ্জে চন্দ্রাবলি ॥
হেম ঘট দেখিয়া পাউ উরে ।
এচারার মন শাত পাচ করে ॥
মাকড়ের হাথে নারিকল ।
খাইতে করে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥
সাপের মাধায় মগি জলে ।
তাহা কি লইতে পারে বলে ॥
বড়ু কহে বাসলির বরে ।
চান্দ কি ধরিতে পারে বলে ॥ ৪১ ॥

বিপু—২২২ ; নী—পরিশিষ্ট—।০ পৃঃ ; তরু, ১৩৯৮ ;
নচ—২ পৃঃ

তরুতে সতীশ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—“পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধা হইতেছি।” তৎপর—“পদটি নিঃসন্দেহভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের” (নচ—২ পৃঃ)। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন

—“ভাব নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের অশুকরণ। কিন্তু ইহার ভণিতা নিঃসন্দেহ বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। পদটি জাল।” (ব-সা-প-প, ১৩৯৩ সাল, ২২ পৃঃ)। বস্তুতঃ জাল পদ ধরিবার ইহাই একমাত্র উপায়—কখনও ভাব-সাদৃশ্য থাকে, কিন্তু ভণিতার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না, আবার কখনও ভণিতা মিলে বটে, কিন্তু ভাব মিলে না। অতএব এই পদ-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে।

(১১)

যথারাগ

সয়নে স্মৃতিয়া থাকি ননদীর সনে গো ।
ভরমে তাহার নাম জিহ্বা কেনে লয় গো ॥
পথে জাই যদি না চাই লোক পানে গো ।
তার কথায় না রয় মন তারে কেনে টানে গো ॥ -
খেতে জদি বসি তবে খেতে কেনে নারি গো ।
কেশপানে চাহিলে নয়ন কেনে বুঝে গো ॥
বসন পরিয়া থাকি জদি চাহি বসন পানে গো । -
সমুখে তাহার রূপ সদা মোরে বাঁপে গো ॥
না জানি কি হল্য মর কোথা আমি জাব গো ।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥
চণ্ডিদাস কহে মন নেবারিয়া রহ গো ।
সে জন তোমার চিতে লাগিয়া রয়েছে গো ॥

বিপু—২২২ ; তু°—নী—২৭৭, এবং এই গ্রন্থের ৭২৯
সং পদ

দ্রষ্টব্য:—সখীর প্রীতি আক্ষেপ-পর্যায় ৭২৯ সংখ্যক
যে পদটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার প্রথম
ছই পঙ্ক্তির মাত্র বৈষম্য দৃষ্ট হয়, অবশিষ্টাংশ প্রায়
একরূপ। এতাদৃশ উদ্ভ্রান্ত বিকলতা পদদ্বারা প্রকাশ
অতীব বিরল। ইহা ভাবসম্পদে প্রেষ্ঠস্থানীয় বলিয়াই
বোধ হয়। কিন্তু ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসে আরোপ করা
যায় না, কারণ প্রথমতঃ ভণিতায় “বড়ু” শব্দের
অভাব রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আক্ষেপাত্মক হইলে
রচিত কবিতামাত্র, তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহার স্থান

নাই, চতুর্থতঃ ৭৯৯ সং পদের সহিত সামঞ্জস্য হেতু
ইহাকে পৃথক পদরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্তরায়
রহিয়াছে।

(১২)

তথ্যরাগ

একতরুবর দেখ উপজল
চারু সাখা ভেল তার।
ছটি চান্দ তাহে ফলল সুন্দর
ছই ফল দেখ প্রায় ॥
ফলের উপরে পাঁচ সসৌধর
আচম্বিতে আসি রয়।
ফলে ফলে ফুলে ফিরি ফিরি ফেরি
খগে চান্দে আসি রয় ॥
ফণিতে মউর দেখয়ে রুপুর
মেখে মেখে আছাদিমা।
করিয়া করিনি ডাকিছে বেকত
উঠহ প্রাণের পিয়া ॥
দাকন ননদি সানুড়ি অবোধি
অবোধ পাড়ার লোকে।
নানা কথা কয়্যা দিবেক আসিয়্যা
গঞ্জনা দিবেক মোকে ॥
কি বলিব ছটি ও রাংগা চরণে
সকল গোচর আছে।
চণ্ডিদাসে বলে তুরিত গমন
লোকে য়াসি দেখে পাছে ॥

বিপু—২২২, ২২৫

- ১-১ বেদ ফল, ২২২
২-২ ফলের উপরে খগে খগে চান্দে চান্দে অতিসয়, ঐ
৩-৩ দেখ এক পর, ঐ ৪-৪ কোকিল কুছুট, ঐ
৫ রসের, ঐ ৬ অবোধ, ২২৫

দ্রষ্টব্য :—১৪৩ এবং ৬১৭ সং পদের সহিত ইহার
ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। পদটি বোধ হয় গৌণরাসের পর্যায়-
কৃত্ত। ৫১৫ সং পদের সহিত ইহার শেষের অংশ তুলনীয়।

(১৩)

তোমার বরন না দেখি এখন
জবে না দেখিএ তোয়।
ভুলি সে চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আখি রোয় ॥
তোমার বেণির চাঁচর চিকুর
জদি বা পড়এ মনে ॥
কালজলে আখি আবাঞ দেখিএ
আপন মনের সনে ॥
জবে মনে পড়ে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-সসি।
তার পানে চাঞা তারে নিরখিঞা
তবে নিবারণ বাসি ॥
তোমার নয়ান চঞ্চল সঘন
সেই সদা পড়ে মনে।
তবে মন দিঞা নিবারন বাসি
খঞ্জন পাখিআ সনে ॥
চণ্ডিদাস বলে * হেন মনে লম্ব
সুন রসময় কান।
ছই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে সে কা সনে মান ॥

বিপু—২৩৮২

দ্রষ্টব্য :—পদটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, এবং শেষ পঙ্ক্তি
পাঠে বোধ হয়, ইহা মানের পর্যায়কৃত্ত। ৪১৯ সং পদরূপে
ইহা ভাবসাম্মিলনে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৪)

সোই, মরম কহিএ তোরে।
উভাবে জঙ্কর জাহার অন্তর
এ কথা কহিব কারে ॥
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলাম
সরির জারিল বিসে।
জাহার পরসে নিশির সপনে
তা বিম্ব জিবন কিসে ॥

পাইয়া মাগিক আচলে রাখিলাম
 কখনে হইল হারা ।
 দিবস রজনী দিন গুনি গুনি
 পঞ্জর হইল সারা ॥
 অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
 তাহে পড়ি গেহু চরে ।
 চণ্ডিদাস বলে শ্রামের পিরিত্তি
 সদাই ছুথের বরে ॥

বিপু—২৮৯

[১৫]

নাঞি জানি নাঞি স্থনি মনে পাই তাপ ।
 পরবস পিরিত্তি আন্ধিআ বরে সাপ ॥
 স্তন ল সৈ বড়ই পিরিত্তি বিসম ।
 না পাই মরমজন কহিএ মরম ॥
 গৃহে গুরু-গঞ্জন কুৰচন জা [লা] ।
 কতনা সহিব ছুথ পরাধিন বালা ॥
 পিরিত্তি বেআধি যদি অন্তরে সামাইল
 ওসখ খাইতে জদি প্রাণ জদি গেস ॥
 চণ্ডিদাস বলে পিরিত্তি বিসম ।
 জিঅন্তে জেমন করে নেউক মযন ॥

বিপু—২৯১

পরিশিষ্ট (২)

দ্রষ্টব্য:—এই পদগুলি বরিশাল জিলার অন্তর্গত রহমৎপুরে প্রাপ্ত একখানা পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশবাবু অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে চণ্ডীদাস-ভণিতার ২৭টি পদ মুদ্রিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮টি পদ এই পুঁথিতে অত্রাধিক পাঠ-বিভিন্নতার সহিত পাওয়া যাইতেছে (১-১৮ লং পদ দ্রষ্টব্য)। এই পুঁথির অবশিষ্ট ৩টি পদ নূতন বলিয়াই বোধ হয়। পদমধ্যে অনেক প্রাদেশিকতার নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে, সেইগুলি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া পুঁথির পাঠ পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম এবং তৃতীয় পদে যে “দ্বিজ” পাঠ রহিয়াছে, তাহা অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে পাওয়া যায় না। প্রথম পদের দ্বিজ পাঠ যে পরবর্তী বোদ্ধনা তাহা চন্দের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(১)

বিরলে বলিআ সখির সহিতে
কহিতে রসের কথা ।
প্রাণর তুলব মথুরাএ জাইবে
যুনিআ পাইলাম বেধা ॥
অহুফনে মন করে উচাটন
কেবা পরতিক ভায়ে ।
ভাবিতে ২ দেখিতে ২
পরান ফাটিয়া জায়ে ॥
রজন দিবসে মনের আবেসে
কি হইল দারুন বেধা ।
লোক চরচায়ে করি লাজ ভয়ে
কাহারে কোহিব কথা ॥

বিসম সংসারে আনল পাথারে
আকুল হৈইল চিত ।
[দ্বিজ^১] চণ্ডিদাষে কহে এমতি না করিও
সেবে হবে বিপরীত ॥ ১ ॥

^১ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে “দ্বিজ” ভণিতা নাই।

(২)

সই কি আর বোল মোরে^১ ।
রসিক-সিখর^২ ছারিআ জাইবে
কে [ম]তে রহিব ঘরে ॥
কাহারে কহিব মনের বেদনা
প্রাণ মুর রহিবে কিষে ।
আম্রত বলিআ গরল ভক্ষিলাম
তহু জর জর বিবে ॥
কে আছে এমন বুধি [জ । বে মরম
জানিবে মনের দুখ ।
যে বজু লাগিআ পরান যে রোয়
মলিন হইল মুখ ॥
পিরিতি লাগিআ মরিয়াে ঝুরিয়া
সরিল করিলাম কালা ।
চণ্ডিদাসে-কহে শুনলো যুবতি
বারিবে বিসম জালা ॥ ২ ॥

^১ মর

^২ সিকর

(৩)

কুলবতি হইয়া পিরিত্তি করিলাম
জাহারে পাইবার আবে ।
সে বন্ধু নাগর আমারে ছারিবে
হারাইলাম করম দোসে ॥
বিধি কি আর বলিব তোরে ।
রসিক-সিকর পরম হ্রল্ব
পুননি মিলিবে মরে ॥

আমি তো অবলা^১ কুলবতি দালা
ভালমন্দ নহে জানি ।

এমত নাগর রসিক-সিকর
কেবা মিলাইবে আনি ॥

জাহার কারন আমার পরান
আর কিছু নহে আবে ।

অনেক যতনে পাইবে^২ নাগর
কহে^৩ দিজ চণ্ডিদাসে^৩ ॥ ৩ ॥

^১ অভলা ^২ পাইব

^৩- কহে চণ্ডীদাস রায়, অপ্ৰকাশিতপদরছাবলী,
১৬ পৃ:

(৪)

কাহারে কহিব হৃদয়ের কাহিনি
কহিতে নাহিক ঠাই ।

খির স্বর দধি করি নানাবিধি
বন্ধুরে না দিলাম তাই ॥

সই, কি আর তোমাতে কহি ।

* * * * *
* * * * *

* * * * *
* অকাজ কৈলাম ।

বন্ধুর পিরিত্তি ঝোরে^১ দিবারাতি
জলন্ত আনলে রৈলাম ॥

ফেনে ফেনে মন করে উচাটন
বিসম কুম্ভ-সরে ।
কাহাতে কহিব কে আছে বান্ধব
পরান কেমন করে ॥
কহে চণ্ডিদাস করহ বিশ্বাস
সে গো রাজার ষি ।
বিধির বিপাকে আপনা পর হয়ে
পরেরে বলিবে কি ॥ ৪ ॥

^১ জোরে

(৫)

সেই ক্ষে কালিআ বলিআ বলিআ
সদায় ঝোরে^১ ছুটি আখি ।

কি করি কি হয় না বৃষ্টি^২ নিশ্চয়
সোন গো বিসাখা সখি ॥

সই, কি আর বলগো মরে ।

গরল ভক্ষিআ ছারিব পরান
মোন জেমতি করে ॥

জখনে মোর সঙ্গে মিলন না ছিল
আমি তারে নহে চিনি ।

চিত্রপট করি লেখা সহচরি
বিসাখা দেখাইল আনি ॥

জাহার লাগিআ তমু জর জর
দেখিতে মোনের আখি ।

অতি অভিলাষে^৩ ভাটারে পাইব
কহে দিজ চণ্ডিদাস ॥ ৫ ॥

^১ জোরে ^২ বৃষ্টি

^৩ অবিলাষে

(৬)

কাঞ্চন বরন দেহের গঠন
তাহারে করিলাম কালা ।

সে পরপুরুষ লাগি করি আঘ
হইয়া কুলবতি বালা ॥

পিরিত্তি করিআ মরিএ মরিআ

(৮)

আনলে বেরিল মরে ।

মন জে পায়র ভাবে নিরাস্তর

সে কান্নু নাগিআ ধোরে' ॥

কে আছে এমন করে নিবারন

আনিয়া মিলাবে মোরে ।

* * * * *

* * * * *

চণ্ডিদাষে কহে মনের আনন্দে

সোনগো অদ্ভুত কথা ।

সে বজ্জু নাগর তোমা ছারা নহে

অস্তুরে না ভাবিও বেথা ॥ ৬ ॥

' জোরে ।

(৭)

পিরিত্তি বলিআ এ তিন আখর

আর না বলিও মুখে ।

শ্রামের সাদে পিরিত্তি করিআ

জনম গোআইলাম দুখে ॥

আমি তো অথলা কুলবতি বালা

দিন গেল তার সোকে ।

* * * * *

* * * * *

আগে না জানিআ পাছে না গুনিআ

পিরিত্তি মোনের সাদে ।

মোনের ভরমে রতন হারাইলাম

বিধি লাগিল মরে বাদে ॥

* * * জন বলে কুবচন

ঘরে মোন নহে বান্দে ।

চণ্ডিদাসে কহে বিরহ-আকুল

ঠেকিআ কালিআর ফান্দে ॥ ৭ ॥

এ তিন আখর

নামটি জাহার

আপনা বলিবে জে ।

চাতক হইয়া

চাহিতে চাহিতে

পাগল হইবে সে ॥

সই, পিরিত্তি জানিবে জারা ।

পরান পুতলি

হইবে পাগলি

অশ্রু বহে নয়নে ধারা ॥

দৈবের নিরবন্দে

এমতি হইল

বিধিরে বলিব কি ।

কান্নুর প্রেমতে

ঠেকিআ রহিলাম

হইআ রাজার ঝি

কুলের ক্ষেকার

না কৈল্যাম বিচার

সোনলো বচন মর ।

চণ্ডিদাসে কহে

পিরিত্তি-রতন

জাহার নাইক ওর ॥ ৮ ॥

৫

(৯)

পিরিত্তি বলিআ এ তিন আখর

আর না বলিও মুখে ।

শ্রামের সাদে পিরিত্তি করিআ

জনম গোআইলাম দুখে ॥

আমি তো অথলা কুলবতি বালা

দিন গেল তার সোকে ।

* * * * *

* * * * *

আগে না জানিআ পাছে না গুনিআ

পিরিত্তি মোনের সাদে ।

মোনের ভরমে রতন হারাইলাম

বিধি লাগিল মরে বাদে ॥

* * * জন বলে কুবচন

ঘরে মোন নহে বান্দে ।

চণ্ডিদাসে কহে বিরহ-আকুল

ঠেকিআ কালিআর ফান্দে ॥ ৭ ॥

কোকিলার' মুখেতে

সুনিতে পাইলাম

বজ্জুর স্তথের কথা ।

মথুরা নাগরি

পাএ নিল হরি

পুন কি আসিবে এথা ॥

সই, পিরিত্তি * জারা ।

কুল জে জাইবে

পরান হারাবে

জিওতে হইবে মরা ॥

আমি তো অথলা

কুলবতি বালা

আপনা বৃষ্টিতে নারি ।

চণ্ডিদাস কহে

সোনগো সন্দরি

পিরিত্তি হইল বৈরি ॥ ৯ ॥

' কুখিলার

(১০)

অন্ধের অবরন হাতের কঙ্কন
 গলার মুকুতাহার ।
 চিন্তার আবেসে তনু ষুখাইল
 সেই লাগে মোর ভার ॥
 সই, এ ছক্ক কহিব কারে ।
 জতনে জে জন আমারে ষটাইছে
 সেই সে বুঝিতে পার ॥
 পর-মন-ছক্ক পরে নাহি জানে
 স্ননি করে উপহাস ।
 আপনা বলিআ পিরিত্তি করিলাম
 জাতি প্রান করিলাম নাস ॥
 চণ্ডিদাস কহে বিরহ দেখিআ
 সোন গো রাজার ষি ।
 রাধা রাধা বলি বংসিটী বাজাএ
 বিচ্ছেদে ঠেকিআছে কি ॥ ১০ ॥

(১১)

কালিয়া বরন নিরমিল জার
 অন্তরে বাহিরে কালা ।
 নয়ন-হিলুনে কিরুপ দেখিলাম
 আমাকে বাড়িল' জালা ॥
 সই, গদ ২ হিআর মাঝে ।
 আমার অন্তরে দহে কলেবরে
 কান্দিতে নারি লোকলাজে ॥
 নগর মাঝারে^২ লোক বলে মোরে
 আসিল শ্রামের রাই ।
 সেহ জে কলঙ্কে জগত ভরিল
 দেখিতে না পাইলাম ভাই ॥
 সাযুরি ননদি কাহু-পরিবাদি
 বিনে নাহি বলে আর ।
 চণ্ডীদাস কহে কালিআ রতন
 তোমার গলার হার ॥ ১১ ॥
 বারিল ^২ মাজার

• (১২)

গকুল-নগরে কেবা কি না করে
 আর জে ষথুরাবাসি ।
 পিরিত্তি মরম কেবা নাহি জানে
 আমরা হইলাম হুসি ॥
 সই, কহিতে দগদে হিরা ।
 ষরে গুরু জোন বোলে কুবচোন
 কাহুরে হেলান দিআ ॥
 চোরের রমনি চাতকি চাহনি
 ফুকারি কান্দিতে নারি ।
 সরির' ভিতরে প্রাণ অর অর
 জালায়ে জলিয়া মরি ॥
 সই, রহিতে নারি মুই ষরে ।
 গরল ভকিআ^২ ছারিব পরান
 নিশ্চয়ে কহিলাম তোরে ।
 চণ্ডীদাস কহে এমতি করিলে
 লোকে অপজস করে ॥ ১২ ॥

^১ সসির ^২ বকিআ

(১৩)

মোনের' দোয়ার বারটা আমার'
 সদায়ে ভাবে চিত ।
 নিঠুরের' সজে পিরিত্তি করিআ
 না বুজি তাহার রিত ॥
 সইগ, আর না বলিও মোরে ।
 সয়নে সপনে পাসরিতে নারি
 বান্দিআছে প্রেমের ডোরে ॥
 এমন না জানি নবিন পিরিত্তি
 মোরে হইল প্রমাদ ।
 সে হেন গুননিধি আমারে বকিআ
 গুল বিধি[র] সাদ ॥

পিরিতি-বেয়াধি° দিগু [ন] বাড়িল
না জানি আপনা হিত ।

চণ্ডিদাষে কহে বেস্তু না কর
ধৈরজ্ঞ কর চিত ॥ ১৩ ॥

১-১ মনের ছেতে বারটি আখর অ-প-র

২ নিটরে ° বেহ্বাদি ° ধৈজ

(১৪)

গৃহেতে বসিআ মোনেরে কহিলাম
আর না বলিয় কালা ।

ভবুত পরানে আন নাহি জানে

* কান্ন জপমালা ॥

সইগ, আর না বলিও য়োরে ।

কালিআ বরন মোনেতে পরিলে
সে বর প্রমাদ করে ॥

কালিআ কাজল নয়নে পরিতে
মোর মোনে নাহি লয়ে ।

কালিয়া বরনে পরান পাগলি
না জানি আর কত হয়ে ॥

জমুনার জল না পারি ভরিতে
দেখিয়া কালিয়া চাঁদ ।

চণ্ডিদাষে কহে রহিতে নারিবে
অস্তুরে বাহিরে ফান্দ ॥ ১৪ ॥

(১৫)

বেলা অবসেসে সখির সহিতে
ভরিতে জমুনার জল ।

নয়ন হিলনে কিরূপ দেখিলাম
পরান হইল চল ॥

সইগ, একথা কহিব কারে ।

সাপিনি ডংসিলে বিবের ছাআনি
তোহু জর ২ করে ॥

আপনার হুখ আপন অস্তুরে
কেবা করে প্রত্যএ ।

সায়ুরি ননাদি ° কথা কহি জদি
গরল বচন হিয়ায় ॥

অঙ্গের অঙ্গিনি সঙ্গের সঙ্গিনি
হুখ সুখ সেই জানে ।

চণ্ডিদাষে কহে হুখ লাজ জত
না জানে কালিআ বিনে ॥ ১৫ ॥

(১৬)

কালিয়া চঞ্চল * * *
চাহিল জাহার পানে ।

সেই সে জানিল নিকটে মরন
পরানে হানিল পাচবানে ॥

সইগ, আর কিছু নাহি রএ ।

সয়ন ভোজন পরানী ছারিআ
কদম্বতলাতে জাহে ॥

বসন ভূসন অঙ্গের অভরন
তাহাতে কিছু নাহি কাজ ।

উন্নত^১ হইয়া ঘাত নিষাতে
তেজিয়া ভয় লাজ ॥

অপজব কথা লোকে জে কহিবে
তাহা কিছু নহে মনে ।

চণ্ডিদাষে কহে তাহার পরান
হানিল কালিআ বিনে ॥ ১৬ ॥

১ গুঁমতা

(১৭)

ভাবিতে ২ ক্ষিন কলেবর
আবেষ হইয়া চিত ।

* * *

* * *

নয়নে আইল নিঁদ ॥

নিল বসন পাতিআ বুইলাম
যই, সোনগ সপন-কথা ।

নাগর আসিল মন্দিরে মোর
ঘুচিল মোনের বেথা ॥

তাহার কারণে^২ আমার পরানে
[জত] পাইআছি যোন হুখ ।

তাপ জালা যত সব পাসরিল
দেখিআ* চাদমুখ ॥

সেই জে নাগর আমাদের তুসিতে
বসিল মন্দিরে মোর ।

চণ্ডিদাষে কহে সপনে পাইল
তোমার পিরিত্তি, জোর ॥ ১৭ ॥

যুই ২ কানে

(১৮)

নিল উৎপল বরন নিরমল
ভালে^১ বিরাজিত শসি ।

আধির হিল্লোলে^২ বঙ্কিম চাহনি
অন্তরে লাগল^৩ পসি ॥

সই, ঠেকিলাম প্রেমের জোরে ।

রতন^৪ পালঙ্কে বসিল নাগর
আমারে লইআ কোরে^৫ ॥

যুগন্ধি চন্দন^৬ অশ্বেতে লেপন
করিল সয়ন দান ।

ভুজলতা দল^৭ তুরিতে বেরল
সিতল করিল প্রান ॥

বয়ন উপরে বয়ন রাখিআ
খণ্ডিল মনের হৃথ ।

চণ্ডিদাষে কহে পরষে সিতল
পাইল পরম সুখ ॥ ১৮ ॥

১ ভাল ২ হিল্লোলে ৩ লাগর

৪ রতন ৫ কোলে ৬ চন্দ্যান

৭ ধল

(১৯)

* * * * সয়নে আছিলাম
পুরিআ মোনের সাদ ।

সপন ভাঙ্গিল জাগিআ বসিলাম
না দেখিআ প্রাননাথ ।

* * খিলাম সপন রঙ্গ ।

নিবিল আনল দিগুন ঝারিল
ভাপিত হইল অঙ্গ ॥

তাপের তাপিনি আলায়ে জরিত
করিআ রাখিল বিধি ।

সয়নে সপনে দেখিআ নয়নে
হারাইলাম গুননিধি ॥

* * *

* * *

* * *

চণ্ডিদাষে কহে সপন না কহ
ধাকিআ এলোক পার ॥ ১৯ ॥

(২০)

কোন বিধাতা মুরতি করিআ
কেনে বা সিঁজিল নারি ।

মোনের আনন্দে পাই তবে *
ধৈরজ ধরাইতে নারি ॥

বিধি, ঠাক আর বলিব তোরে ।

পরষ রতন রিদয়ে রাখিতে
কেনে বিরশিল মোরে ॥

এ রূপ জৈবন মোহন মোনহর
করিলা গোআল আতি ।

কুলের ধরম করম ছারিলাম
হইআ কুলবতি সতি ॥

অবলা অখলা কুলবতি বালা
জে জনে পিরিত্তি করে ।

চণ্ডিদাষে কহে মরমে লাগিলে
সে কি পাসরিতে পারে ॥ ২০ ॥

(২১)

নারীর জনম জে জোনে চাছিল
রহিল অপন ঘরে ।

ব্যাধ^১-মন্দিরে হরিনি জেমন
পরান ভেঙতি করে ॥

বিশি, তোমার কঠিন হিঁসা ।
 বৃষ্টিতে^২ নারিল^২ আঘারে বান্ধিল^৩
 কোন প্রেম-ডোর দিআ ॥
 ছারিতে চাহিএ ছারা [ন] না জায়ে
 পিরিতি প্রেমের ফান্দে ।
 এ ছটি নয়নে চাহে পথ পানে
 ফুকারি ২ কান্দে ॥
 শ্রাবের পিরিতি জে জনে জানিল
 জনম-তাপিনি সেই ।
 চণ্ডিদাসে কহে জালায়ে জড়িত^৩
 পিরিতি করিল সেই ॥ ২১ ॥

- ১ বাদ ২-২ ভূজিতে নাল
 ৩ বান্ধিল
 ৩ জরিত

সমাপ্তি-বাক্য

চণ্ডীদাসের পদাবলী সোমাপ্ত । ইতি সন ১২৫৯ সাল ।
 তারিখ ৬ বৈশাখ । লিখিতঃ—সম্বন্ধ—শ্রীউদয়মানি
 বৈষ্ণবি, সাং রোহনগপুর ।

দ্রষ্টব্য :—১৯-২১ সং পদত্রয়ও শ্রীহট্ট জেলার
 অন্তর্গত সিদ্ধেশ্বরকাছ নামক স্থানের সদানন্দ ও জয়হর্গা ১৯ আশ্বিন ।

গ্রন্থাগারে রক্ষিত সচ্চিদানন্দ সংগ্রহের $\frac{১৬ক}{১৭}$ সং পুথিতে
 ঠিক এইরূপ সংখ্যায় চিহ্নিত অবস্থায় পাওয়া যায় (ঐ, ১৯-
 ২১ সং পদ) । এতদতিরিক্ত উক্ত পুথিতে ২২ সংখ্যক
 যে পদটি পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গনি এক মনে সাহুড়ি গুরুজনে
 ঘরে নন্দি বৈরি ।
 পাপ পরাণে আন নাহি জানে
 সে যার জালাএ মরি ॥
 সেই, না বৃষ্টি বিধির বিধান ।
 জলে জরজর কান্তি কলেবর
 কেনে বা রহিল পরান ॥
 কিবা সে গরল সহেত আনল
 জালায় ঔসদি এই ।
 পিরিতি করিআ নিষ্ঠুর হইল
 পাছে সে বুঝিবে সেই ॥
 কুলের খাখার কলক রহিবে
 লাজ যুসিব মুখে ।
 চণ্ডিদাসে কহে পিরিতে ঠেকিআ
 পরাণ হারাবে ছুখে ॥ ২২ ॥

ইতি চণ্ডীদাসের পদ সমাপ্ত । সন ১২৫৫ সাল,
 ১৯ আশ্বিন ।

পরিশিষ্ট (৩)

চণ্ডীদাসের অভিসারিকা ও

বাসকসজ্জিকার পালা

দ্রষ্টব্য :—এই পালাটি ১৩৪২ সালের “ভাবতবর্ষে”
প্রকাশিত হইয়াছিল। (ঐ, ৫৮৯-৫৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

(২)

(১)

সায়ংকাল গেল প্রদোষ হইল
ভোজন সারিল কাহ্ন।
তাম্বুল যোগান করিয়া বহন
কৈল পালঙ্কে শয়ান ॥
রাধাগুণ-গান সদা মনে ধ্যান
অহুঙ্কণে বলে রাধা।
ছন ছন মন আকুল পরাণ
নয়ানে না আসে নিদ্রা ॥
সঙ্কেতের কথা হেজি (ভাবি) কালা কাহ্ন
চিত্তে নাই আর সুখ।
অট্টালিকা পরে জাগিছিল রাই
তেঁই মনে বড় হুখ।
কন্ন-কমলকে জোড়ি করি রাই
নয়ানে সম্পাদি জল।
সে কথা স্মরণি নাগর শ্রীহরি
কামে তনু ক্ষীণ কৈল ॥
নিশি বারদণ্ড বুঝিয়া নাগর
বোলে এ সঙ্কেত বেলা।
চণ্ডীদাস বোলে চল এহি কালে
বানায়্যা সুবেশ মালা ॥

নির্জন দেখিয়া কালা বানাইল বেশ।
নানা বেশে বান্ধে চূড়া মনেতে হরেষ ॥
আগে পাছে ডোলে বুস্পা ভূমিতে লোটার।
বহি পিচ্ছবর-চূড়া বামেতে ডোলায় ॥
ভারপরে শোভে মাল সেমতি পাখুড়ি।
যুবতী কে বহি যাব দেখি তা মাধুরী ॥
(অদুলী অঙ্গতে কাল পূরিয়াছে পায় ?)
একেত রঙ্গিয়া নাগর যুবতী তুলায় ॥
অগুরু চন্দন আর পায়েতে লেপিল।
মৃগ মদ * * লঞা ললাটে লিখিল ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল মালি হু করে কঙ্কণ।
পয়রে (পায়েতে) হুপূর খঞ্জি চলে রহু বুন।
পীত হুকুলের ঝটা কি কহিতে পারি।
নবীন ঘনেতে কিবা জড়িত বিজুরী ॥
শ্রীবিষ অধরে করে তাম্বুল চর্কণ।
চণ্ডীদাস বলে নাগর চলহ গহন ॥

(৩)

বাহিরিল শ্রাম নাগর রাধা নাম স্মরি।
স-ধীরে গমন করে বামেতে বাশরী ॥
ইতি উতি চাহে শ্রাম কোই নাহি আর।
বুলা বিপিনেতে চলে সে নাগরবর ॥
বাইতে বাইতে পথে চিন্তে নীলমণি।
কুথানে ভেটিব আমার রাই বিনোদিনী ॥

আমাকে চাহিঞা বসিধিবে রসময়ী ।
 অতেক ভাবিয়া নাগর সত্বরে চলই ।
 মদনের কুঞ্জে তবে সঙ্কেতের স্থান ।
 তথা প্রবেশিল গিঞা মুরলী-বদন ॥
 দেখিল নাগর-রায় ধনী নাই আর ।
 বিরসিত মন হঞা বসে পালঙ্কের ॥
 বিচারয়ে অখনে আসিবে গুণমণি ।
 চণ্ডীদাস বলে নাগর না কর ভাবনি ॥

(৪)

পালঙ্কে বসিঞা চাহিঞা চাহিঞা
 ধনী না আইলে কেনে ।
 খনে উঠে খনে ইতি উতি চাহি
 রাই নাচে ছনয়নে ॥
 বহু বেলা হৈল রাধে না আইল
 কাতরে বসেন শ্রাম ।
 ভাবে পুন তবে অখনি আসিবে
 সঙ্কে লঞা সখীগণ ॥
 কুসুম পালঙ্ক পরে শ্রাম বন্ধ
 বসিঞা গাঁথয়ে মালা ।
 অত যতনেরে মালা গান্ধা করে
 পইরাইব ধনী-গলা ॥
 সুবাস চন্দন রাইর ভূষণ
 আভরণ যত আর ।
 রাইরে পরাব সুখে কাল নিব
 এমনি ভাবি নাগর ॥
 রাই না দেখিঞা আকুলিত হঞা
 কাম জলে অতিশয় ।
 চণ্ডীদাস বলে তবে কি করব
 না আইল ধনী রাই ॥

(৫)

কুসুম পালঙ্ক তেজিয়া শ্রাম ।
 রাই প্রেম হেজি (ভাবি) করে গমন ॥

আহা রসময়ী প্রেমের তরী ।
 কি লাগি না আসে নবীন গৌরী ।
 পথ নিবারই নবীন ভান (?)
 একা রাধা বিনা অথয়ে প্রাণ ।
 কোন দিগু ধনী আসে কি চাহে ।
 ছন ছন চিত্ত সে শ্রামরায়ে ॥
 চণ্ডীদাস বলে মদনে ভূর ।
 একা রাই বিনা মন আকুল ॥

(৬)

বিরহ-অনল তাপেতে মাধব
 এদিকে সেদিকে চাহে ।
 যত তরুগণ লতাди কানন
 রাধা রূপ দিশে তাহে ॥
 ঝিকারির (খিল্লী ?) স্বন শুনিত্তে দিগুণ
 জ্বলয়ে তাহার গায় ।
 বোলে কিবা বিধু- বদনী সে ধনী
 তরাবার * * লা'য় ॥
 যেদিকে নয়ন ফিরাইল কান
 সেদিকে রাইর রূপ ।
 চিত্র প্রতিমার প্রীয় দৃষ্ট হয়
 রসময়ীর স্বরূপ ॥
 ক্ষণেকে নাগর হইয়া স্থস্থির
 মিলিল মাধবীতলা ।
 ভ্রমরর ধ্বনি শুনি নীলমণি
 বলে তবে রাই আইলা ॥
 চাহে চৌদিকে কোই নাহি আগে
 আর তে খোঁজে মোহন ।
 রাই-পদচিহ্ন দেখিয়া ছুখানি
 নিহারয়ে বসি পুন ॥
 চিহ্ন পদধূলি অঙ্গে লয়ে বুলি
 লাগিল কিবা নীতল ।
 ধনী রসময়ী ধনী প্রাণ বন্ধ
 তুমি আমার কণ্ঠমালা ॥

বিরহ-অনল তাপেতে মাধব
খোঁজে বিপিনহি তথা ।
চণ্ডীদাসে বোলে তবে কি করব
সে ধনী পায়ব কোথা ॥

(৭)

রাইরূপ মনসিয়া বলে বন বন
কিবা কোথা লুচি(কি)য়াছে যোর প্রাণধন ॥
কামে ধরহর নাগর চলিতে না পারে ।
রাধাকুণ্ড-তীরে থাকি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কোথানে আছগো ধনি দিও আমারে দেখা ।
অনুকণে ডাকে শ্রাম রাধিকা রাধিকা ॥
ছনয়ানে বহে বারি রাইরূপ চিন্তি ।
রাই না দেখিয়া শ্রাম ধৈর্য্য না ধরন্তী ॥
ধৈর্য্য না ধরে শ্রাম বলে হাই হাই ।
চণ্ডীদাস বলে কিবা বিহিল এ বিহি ॥

(৮)

নিরবধি বুঝে সে শ্রাম-নাগরে
রাধারে করে বিলাপ ।
জিহ্বা-অগ্রে নাম নেত্র অগ্রে ধ্যান
ভজিল সকলি আপ ॥
সো ধনীর কৌর্তি সুনাই শ্রবণে
শুচাবে কে ব্যথা যোর ।
মন ধ্যানে তহু লাগিঞা রহল
কে আনি দিবে তৎপর ॥
বিধু জিতাননী মুকুল বদনী
আমার হিত প্রাণমিত ।
আরে বিষাধরী সুকনক গোরী
গলি মোএ বিসরিত ॥
খগ মৃগগণ তরু লতাধন
গউর বরণ দিশে ।
মনমথ বাণ তাপে নীলমণি
সচকিত হঞা বসে ॥

ভাবিতে ভাবিতে সে নাগররার
ভূমে অচেতন পড়ল ॥
চণ্ডীদাস বোলে ধনী না আইলে
কিবা সে প্রমাদ ভেল ॥

(৯)

জাবট মন্দিরে ধনী ললিতারে কহে বাণী
শুনগো পরাণ সহচরি ।
কৃষ্ণ আমার পরাণ তারে করি সদা ধ্যান
অবে আমি কেমনে কি করি ॥
আজ আমি তার মুখ হেজি পাইলই ছুখ
শান্তি ববে করয়ে ভৎসনা ।
অপবাদ দিঞা য়োরে নানা কুঙ্কণনা করে
সদা হেরি নন্দপোয়ে কাহা ॥
যে বলে সে বলু য়োরে না ছাড়িব সে নাগরে
সে কালা য়ো পরাণের মিত ।
জাতিকুল যাব পিছে খিবি (খাকিব) তার কাছে কাছে
আর য়োরে সবহি আঁচত ॥
চল সহচরি অবৈ কুণা আছে সে মাধবে
সঙ্কত লই আবাহন ।
বিজ চণ্ডীদাস কহে কোথা আছে শ্রামরায়ে
হেরি আস মদনমোহন ॥

(১০)

শুনি দূতী বোলে শুন শুন গুণো ধনি ।
তোমাকে নিশ্চয় কৃষ্ণ মিলাইব আনি ॥
রাইকে প্রবেশি সহচরী চলি গেলা ।
কোথা আছে শ্রামরায়ে খুঁজিতে লাগিলা ॥
প্রতি কুঞ্জে হেরি হেরি না পাইল শ্রাম ॥
তথাপি চলিল দূতী শ্রামকুঞ্জ-ধাম ॥
সেখানে না দেখি দূতী রাধাকুণ্ডে চলে ।
দেখিল শ্রাম-নাগর শূতে ভূমিতলে ॥
কৃষ্ণকে দেখিল দূতী বিরহ হৈয়াছে ।
শয্যা ত্যজি নটবর ভূমিতে পড়িছে ॥

কৃষ্ণ-দশা দেখি দূতী আকুল হৈল ।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ কর্ণে ফুকানিল ॥
রাই নাম শুনি শ্রাম নয়ানে চাহিল ।
চণ্ডীদাস বোলে শ্রাম চেতনা পাইল ॥

শুনিঞা ভারতী শীঘ্র যায় দূতী
মিলিল কিশোরী পাশ ।
বেণী (ছই) কর জুড়ি কহে পাদে পড়ি
বোলে বিজ চণ্ডীদাস ॥

(১১)

দূতী রূপ হেরী চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল ।
বিরহ-অনল তাপরে পুড়িছে
পরায় রাধ কেবল ॥
শুন অগো ধনি আমার যে বাণী
তোমার লাগিঞা এথা ।
তোমা না দেখিঞা জলই অন্তর
পাইয় এমনি ব্যথা ॥
কি কারণে সহই অত দশা (হুঃখ) দিল
দশদিগ দিশে শূন্য ।
তোমাতে না পেঞা অতি দুখী হঞা
পিণ্ডে (দেহে) না রহে পরায় ॥
অত বলি শ্রাম রাই বলি করে
বসন বিভরণ কৈল ।
অলকা টুটিল কবরী খসিল
অধরে অধর দিল ॥
সহচরী বলি চিনিতে মাধব
লজ্জিত হইঞা রহল ।
সকুচিত হঞা প্রিয় সহচরী
শ্রাম-বাস পহিরল ॥
শ্রোমের বিভলে বসন পালট
ছ'হা না পারল বারি (চিনিতে) ।
বেণী (ছই) কর জুড়ি কহে সহচরী
শুনহে মুরলী-বারি ॥
বুঝিঞা সঙ্কেত কহিঞা ত্বরিত
সে নব রসিক রাজে ।
শুনি শ্রাম ভূমি আন গুণমণি
এহি মনোহর কুঞ্জে ॥

(১২)

একালে সঙ্কেত পুছিয়া ত্বরিত
প্রাণ সহচরী গিল ।
লতাতলে লুচি (লুকাইয়া) চন্দ্রাবলী-সখী
শৈব্য্য পদ্মা শুনিটিল (শুনিয়াছিল)
সেহি খরতরে বাইঞা সত্বরে
মিলি চন্দ্রাবলী-পাশে ।
এ সব বিধান কহিঞা বহন
অনাইল কুঞ্জদেশে ॥
খণ্ড দেশ শুনি নুপুরের ধ্বনি
শ্রুতি মুখে শ্রামরাজে
বিচারই চিন্তে জানি আমার হুঃখ
রসনিধি (রাধা) কৈল বিজে (বিজয়, আগমন)
অতক ভাবিঞা কুঞ্জ তাজি হরি
সত্বর পাছুটা গেল ।
ঘোর আন্ধারেতে বারি না পারিতে
ধাঞি কোলাগ্রত কৈল ॥
বোলে চন্দ্রাবলী শুন বনমালী
কি কারণে ফির বনে ।
নীলমণি ভাবে তোমারি উদ্দেশে
বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

(১৩)

অত শুনি চন্দ্রাবলী আনন্দিত হইঞা ।
শ্রাম-কর ধরি চলে সখীগণ লঞা ॥
আপনার কুঞ্জতরে প্রবেশ হইল ।
কুন্ডম পালকে ছ'হা আনন্দে বসিল ॥
জানি সখী শৈব্য্য পদ্মা অন্তর হৈতে ।
যায় যেই কুঞ্জে গিয়া রহিল জাগ্রতে ॥

একে হাস পরিহাস কৌতুক বচন ।
প্রেমোন্মত্তে মস্ত প্রিয়া প্রিয় আলিঙ্গন ॥
ছইজনে লীলা করে আনন্দিত মনে ।
চণ্ডীদাস বোলে কালা পড়িল বিষমে ॥

(১৫)

রাই বলে শুন এগো প্রাণ সহচরি ।
আজ একু অপরূপ রীতি গো তোমারি ॥
খরতর নিঃশ্বাসত বহিছে সত্বরে ।
সত্য কহ কপট না রাখিয় অন্তরে ॥
দুতী কহে শুন রাধে আসিবার তরে ।
সেহি লাগি নিঃশ্বাস বহিছে খরতরে ।
অধরত শুখিয়াছে শুন গো দুতীকে ॥
দস্তে তৃণ লইয়া জত বিনিয়ি কহিতে ॥
কেমনেতে ভ্রষ্ট হৈছে তোমার অলকা ।
তোমার লাগি কৃষ্ণপদে পড়িল রাখিকা ॥
বেশ কেমনে মলিন হয়ে সহচরি ।
ঝটিতি আসিবা তরে সব গেল ফিরি ॥
কৃষ্ণের পিন্ধিবা বাস কেমনে পিন্ধিল ।
দুতী বলে তোমার খানে সঙ্কত আনিল ॥
সঙ্কত দেখিয়া ধনী আনন্দ হৈল ।
চণ্ডীদাস বলে বহু সুখ সে পাইল ॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে প্রকাশক মহাশয় যে মন্তব্য
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পরে উদ্ধৃত হইল ।

(১৪)

চিনি সহচরী বল গো কিশোরী
তোমা বিনে শ্রামরায় ।
বিরহ ছুখেতে কানন ফিরিতে
তোমার আগমন ধায় ॥
মদন-রাজন করিছে কর্দন
শ্রীঅঙ্গে আভাষ নাই ।
একালে তোমার সঙ্কত লইয়া
মিলিলাম আমি যাই ॥
আমার বদনে তোমার দশা শুনি
দ্বিগুণ বিচেষ্ট হৈল ।
হৃদে কর মারি আহা বজ্র বলি
বিধি এহা শুনাইল ॥
ধরিয়া যো কর বোহৈল নাগর
মো বাইতে শক্তি (শক্তি) নাই ।
নিবেদন মোর এহি মনোহর
কুঞ্জে আন রসমই ॥
এমনি সঙ্কত কহি প্রাণনাথ
বসি নিরখয়ে পথ ।
কাম মনোহর বেশে তার পাশে
চল লঞা সখীযুথ ॥
রতি সুখ এই সংসারের সার
বিলম্ব না কর ইথে ।
চণ্ডীদাস বোলে শুনি কহে ধনী
দুতীরূপ হেরি নেজে ॥

(১৬)

শ্রামের সন্দেহ পায় মনে আনন্দিত হঞা
সুবেশ হইলা ধনী রাধে ।
চিরণী ধরিঞা করে কেশ বিরলিঞা ধীরে
কুস্তল কবরী বামে বাঁধে ॥
কনক মুকুর ধরি কপালে চন্দন চারি
সিন্দূরের বিন্দু তার মাখে ।
নয়নে কজ্জল দিল নাসারে মুকুতা ফল
কনক তাঁটক গণ্ডে সাজে ॥
হস্তে নানা রত্ন চুড়ি তাহে বাজুবন্ধ ভঙ্কি
অঙ্গুলয়ে মুদ্রিকা বিরাজে ।
নানা রতনের ঝিলি দিশই কি শোভা বলি
নখপংক্তি আদরশ গজে ॥
কণ্ঠে কর্ণমাল ভরি আর লম্বে উন্নসরি (?)
রূপে নাহি আর তুলিবারে ।
কনক কুচ উপরে নীল কাঞ্চলি পহিরে
তাহে দিল মুকুতার হারে ॥

নীল ধটি শোভে কটী তাহে বান্ধে সোনাকণ্ঠী
 পায় দিল কনক নুপুর ।
 ললিতা ভাদ্রি তাহুল শ্রীমুখেতে জোগাইল
 কুঞ্জে যাইতে উদ্বিগ্ন মনর ॥
 সব আভরণ ভরি দাণ্ডাইল সুন্দরী
 ঘেনি (?) লীলাকমলমঞ্জরী ।
 বৃন্দাবন বাপাইল (?) মনোহর কুঞ্জে গেল
 চণ্ডীদাস বাও বলিহারি ॥

(১৭)

মনোহর কুঞ্জে রাই যাইঞা প্রবেশিল ।
 সব সখী লইঞা ধনী পালঙ্কে বসিল ॥
 কুঞ্জেতে রহিল রাই শ্যামের আবেশে ।
 মাণিকের দীপাবলী জলে চৌপাশে ॥
 কান্তে গিলিবারে ধনী হইল উল্লাসে ।
 নানা পুষ্পমালা তবে শয্যাতে বিলাসে ॥
 নানা বেশভূষা রাই সখীর সহিতে ।
 কান্ত আগমন ভাবি রহিল স্মৃতিতে ॥
 এ ঠাকু এখানে অভিসারিকা হইলাক শেষ ।
 এ অন্তে বাসকসজ্জা কহে চণ্ডীদাস ॥

(১৮)

কৃষ্ণের সঙ্কেতে রাই কুঞ্জেতে রহিল ।
 বহু রাত্র হৈল তবে শ্যাম না আইল ॥
 শুন প্রাণদূতী অবে কি কহব ভলে ।
 সঙ্কেত করিয়া কোনখানে গলে ॥
 নক্তকাল হৈল কৃষ্ণ কেন না আইল ।
 কুন নাগরী-ফান্দে নাগর ভুলিয়া রহিল ॥
 অত কহি রাই মনে আকুলিত হুএ ।
 চণ্ডীদাস বোলে রাই বহু হুঃখ পাএ ॥

(১৯)

শুনগো পরাণদূতি অবে কি করব ।
 কালা যদি না আইল নিশ্চয় মরব ॥
 এ বেশ-ভূষণ আমি না রাখিব গাএ ।
 যদি না পাই অব শ্যাম হত্যা দিব তাএ ॥

তাহার মিলিবা আশে সেজাইলুঁ শেজ ।
 অবে কেন না আইল সে নাগররাজ ॥
 জানিলুঁ জানিলুঁ সখি সে শঠ-পিরীতি ॥
 আমাকে কহিঞা গিল কোন্ নাগরী কতি ॥ (কাছে ?)
 সে কালিয়া চান্দ সঙ্গে যে পিরীতি কএ ।
 চণ্ডীদাস বোলে সখি অত দশা দিএ ॥

(২০)

কুন রসবতী প্রেমরসে মাতি
 ভুলাই নিল শ্যামরে ।
 আমি না জানিল কুন হরি নিল
 বিধি বাম হৈল যোরে ॥
 সে রসিয়া নারী রসের চাতুরী
 রসিল যোহন মনে ।
 রসে পরিচার রসে নিশাধর (?)
 অসর নাহি কখনে ।
 বিবিধ বিনোদে নিশি পোহাইব
 প্রেমরসে মাতি মনে ।
 বাহু আলিঙ্গিয়া অধর চুঁষিঞা
 লগালগি ছই জনে ॥
 অতি যতনরে কুসুম পালঙ্কে
 হংস-ভুলি বিছাইঞা ।
 জাতি যুথী মালি বকুল মালরি
 নিকুঞ্জ ধিব মণ্ডিঞা ॥ (?)
 কমলে ভ্রমর চুঁষিঞা মধুর
 হএ সখি যেন সুখী ।
 চণ্ডীদাস বোলে কাণার পিরীতি
 যে করে হএ হুখী ॥

(২১)

নবখন শ্যাম বিলম্ব দেখিঞা
 বিলাপ করই রাধা ।
 দূতীমুখ হেরি নেত্র বহে বারি
 কহে লতি কামবাধা ॥

কুখা গিল নাথ করিয়া অনাথ
আমি হবে কি করব।
এ চাঁদ নিশীথে বন্ধু রৈলা পথে
কেনে পরাণ ধরব ॥
দেখ ফুলবনে মাতি মধুশানে
মধুকর করে কেলি।
মাতোয়াল হঞা ঝঙ্কার করএ
বিরহী বধিব বলি ॥
নন্দমুত-বাণী বজ্রাঘাত জানি
কানে পশি প্রাণ হরে।
মলয় পবন বহে ঘনেঘন
বিরহী বধিবা তরে ॥
একালে একান্ত হয়ে আমি কান্ত-
মুখপদা না দেখিল।
মনোহর কুঞ্জে নানা পুষ্পপুঞ্জে
শেখর সেজাইয়া ছিল ॥
মল্লিকা কুমুমে অতি মনোরমে
সেজাইল সুপতি শেজ।
তথিপর পীত পতনি পকাই
সিঞ্চিল কস্তুরী রজ ॥

এই পদগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই :—

প্রথমতঃ ১৭ সংখ্যক পদটির প্রতি আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাহার শেষ দুই পঙ্ক্তিতে রহিয়াছে যে, কবি অভিসারিকার বর্ণনা শেষ করিয়া বাসকসজ্জার বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। অতএব ১৭ সংখ্যক পদে যদি অভিসারিকা-বর্ণনা শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ১ হইতে ১৭ সংখ্যক পদ এই অভিসারিকা-পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং ১২ সংখ্যক পদের পরে প্রকাশক মহাশয় যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। তিনি লিখিয়াছেন—“দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী-মিলনের পদের সঙ্গে ইহার ঐক্য নাই। দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী—‘এই পথে নিতি কর গতাগতি নৃপূরের ধনি গুনি’ এই বলিয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিলে, তিনি শ্রীদাম ডাকিতেছে এইরূপ ছল করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাইতে না পারিয়া চন্দ্রাবলীর

কুঞ্জে নিশি-যাপন করিতে বাধ্য হন, এবং প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে দর্শন দিলে তিনি অভিমান-ভরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন।” এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ পদগুলি খণ্ডিতা পর্যায়ের অন্তর্গত। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসেও ঐ সকল পদ খণ্ডিতা-পর্যায়েরই মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অভিসারিকা-পর্যায়ের পদের সহিত প্রকাশক মহাশয় খণ্ডিতা পর্যায়ের পদ তুলনা করিয়া তাহার মত্ববা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১১ সং পদে কৃষ্ণ সখীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে প্রকাশক মহাশয় উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সখীর এইরূপ মিলন বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। পূর্ববর্তী পদটি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, কৃষ্ণ তখন বিরহে অভিভূত হইয়া ভ্রমিতলে গুহিবাছিলেন, এমন সময়ে সখী বাইয়া ক্রমের কর্ণে “রাধা, রাধা ফুকারিল”, তখন কৃষ্ণ—

দূতীরূপ হেরি চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল।

এবং যখন চিনিতে পারিল, তখন—

সহচরি বলি চিনিতে মাধব
লজ্জিত হইঞা রহল।” (১১ সং পদ)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কৃষ্ণ সখীকে সখী বলিয়া চিনিয়া তাহার সহিত মিলিত হন নাই, সখীও কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় আগমন করেন নাই, রাধাও সখীকে অভিসারিকা করান নাই, অতএব উজ্জলনীলমণি হইতে যে সকল উল্লেখ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এখানে সম্পূর্ণই অপ্রাসঙ্গিক। “সখী যদি দৌত্যকার্যে আসিয়া নির্জনে প্রদেশে মিলিতা হন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট সুরত-প্রার্থনাও করেন, তথাপি তিনি কদাপি তাহাতে সম্মত হন না”, হই উজ্জলনীলমণিতে আছে বটে, কিন্তু ইহাও ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সকল সখীরাই নানা কার্যে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। পদ্মাবলী হইতে সংকলিত একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—
“কোন এক সখী শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সম্বুদ্ধ হইয়া আপন

রতিচিহ্নসকল গোপন করত স্বীয় যুগ্মধরীকে আক্ষেপ করিয়া কহিল—“প্রিয় সখি, তোমার কৰ্ম ভালরূপে বিদিত হইলাম, তুমি আমাকে চক্ষুর্দ্বারা আজি অঘদমনে প্রেরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলে। হা কষ্ট! যতপি সেখানে কণ্টকিনী লতাসকল না থাকিত তবে ঐ অঘদমনের হস্ত হইতে আমার যে কি গতি হইত তাহা বলিতে পারি না।” (উজ্জলনৌলমনি, ৩৩৫ পৃ:)। আমাদের আলোচ্য ১৫ সং পদেও সখী এই ভাবে রতি গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত উজ্জলনৌলমণির এক সখী-প্রকরণে সখীকে অভিসার করান, কৃষ্ণকে সখীর প্রতি প্রেরণ, সখীদ্বারা সখী-প্রেরণ প্রভৃতি নানা প্রকার লীলা বর্ণিত রহিয়াছে। মোটকথা সখীগণের যখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইতে সমুৎসুক নহেন, (প্রকাশক মহাশয় কর্তৃক উদ্ধৃত চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ এবং গোবিন্দদাসের পদে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে), কিন্তু লীলা-বর্ণনায় রসশাস্ত্রে অশ্লীল দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

আলোচ্য পদগুলিতে কবি স্ক্রকোশলে আখ্যায়িকা বিস্তার করিয়াছেন। সখী রাধার অনুমতি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন অথচ রাধা তাঁহাকে অভিসারে পাঠান নাই, সখীও অভিসারের উদ্দেশ্য লইয়া গমন করেন নাই, কৃষ্ণও ভ্রাস্ত্রবশতঃ সখীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহাতে অভিসার ও মিলন সংঘটিত হইল বটে, অথচ তাহা কাহারও পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক নহে। কবির পরিকল্পনার ইহাই নূতনত্ব।

তারপর ১৭ হইতে ১৭ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত অভিসারিকা-পর্যায়ভুক্ত। উজ্জলনৌলমণিতে অভিসারিকার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—“যে নায়িকা কাস্তকে অভিসার করায়, অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহা যায়।” প্রথম পদটিতেই বর্ণিত হইয়াছে যে, রাধার সঙ্কেতের কথা মনে পড়াতে শ্রীকৃষ্ণ মথ্যরাত্রিতে বাহির হইয়াছিলেন। অন্তএব রাধা কাস্তকে অভিসার করাইতেছেন বলিয়া

এই পদটিও অভিসারিকা-পর্যায়ভুক্ত। তৎপর রাধার অপ্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব হস্তাপ, অস্বাস্থ্য, বাষ্পমোচন প্রভৃতি। ইহার পরে রাধারও বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহা প্রশমনার্থে সখী কৃষ্ণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রাবলী আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। অপরদিকে সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অবগত হইয়া রাধা সাজসজ্জা করিয়া অভিসারে বাহির হইলেন, এবং কৃষ্ণে বসিয়া কৃষ্ণের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাই হইল পদগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন—“তথাপি সাধারণের অবগতির জন্ত বলিয়া রাখা ভাল যে এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের নহে।” এই কথা বলিবার পূর্বে তিনি কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের মতে এই পালাটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। প্রথমতঃ দীন চণ্ডীদাস পালার আকারেই সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকাও পালার আকারে রচিত হইয়াছে। অতএব দীন চণ্ডীদাসের রচনার ধারা এখানেও বর্তমান রহিয়াছে। তারপর আমরা দেখাইয়াছি যে দীন ও দ্বিজ ভণিতায় একই কবিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আট প্রকার নায়িকা-বর্ণনার যে সকল পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহাতে অভিসারিকার পদ পাওয়া যায় না। বাসক-সজ্জিকার যে দুইটি পদ রহিয়াছে তাহাও পালার আকারে নহে। অতএব তাহাদের প্রামাণিকতা সন্দেহের অতীত নয়। অপরদিকে আবার ইহাও দেখা যায় যে, খণ্ডিতা-পর্যায়ের পদগুলি পালার আকারেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব চণ্ডীদাস যে পালার আকারে এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণেরও অভাব নাই। এইজন্ত এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

পরিশিষ্ট (৪)

রাই-রাখাল

দ্রষ্টব্য:—পরবর্তী পদগুলি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে (ঐ, ১২-১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিনি পালাটিকে “রাই-রাখাল”-পর্যায়েই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এই নামীয় একটি পালা নীলরতনবাবু কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও মুদ্রিত হইয়াছে (ঐ, ৯৯-১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডেও ঐ পদগুলি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে (ঐ, ১৭৮-১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পদগুলি পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে, সমগ্র পালাটি পাওয়া যায় নাই। এইজন্ত ১৮৮ সং পদের পাদটীকায় আমরা লিখিয়াছিলাম—“এই পদের প্রথম পঙ্ক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, এই পালাটি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কারণ কোন্ ছলে যে ক্লৃষ্ণ পুনরায় গোষ্ঠে গিয়াছিলেন তাহা যে পদে বর্ণিত হইয়াছিল তাহা এই পদের পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয় নাই, অতএব পুরস্পর সংযোজক সূত্রের অভাব রহিয়াছে” (ঐ, ১৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পালার শেষ পদের টীকাতোও আমরা লিখিয়াছিলাম—“এখানেও দেখা যাইতেছে যে, এই পালার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই” (ঐ, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে পালার প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তিসূচক পদ রহিয়াছে, এবং অনেক পদে প্রথমখণ্ডে মুদ্রিত পালার সহিত ইহার আশ্চর্যজনক রচনা-সাদৃশ্যও দৃষ্ট হয়। পরবর্তী পদগুলির টীকায় ইহা প্রদর্শিত হইল।

ধানশী

(১)

দেখি নটবর ধনী গৃহেতে আইলা।

গোষ্ঠের ভাবের কথা মনেতে পড়িল। ॥ ৫ ॥

তবে বিনোদিনী লইয়া সঙ্গিনী
আপন মন্দিরে গিয়া।
লালতা বিশাখা তারা দিল দেখা
আনে সভে ডাক দিয়া ॥
বোলে বিনোদিনী শুনলো সঙ্গিনী
বচন রাখ গো তোরা।
সব সখী লয়া রাখাল সাজিয়া
বুন্দাবনে যাব মোরা ॥
ছিদাম সুদাম কেহ হব দাম
সুবলাদি যত সখা।
দেপি বুন্দাবনে নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা ॥
যত সখীগণে আনয়ে তখনে
যতনে করয়ে সাজ।
যে জন যেমন সাজয়ে তেমন
আপন অঙ্গন-মাঝ ॥
কারো রাজ্য দটা তাহে বেড়া কটা
হুলিছে পাটের ডুরি।
করে নিরাক্ষণ মাথয়ে চন্দন
যেই সে যেমন গোরি ॥
বাগুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতি কুল।
আজুকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে তুল ॥

টীকা

পঙ--১-২। এই হই পঙ্ক্তি পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, রাধা গোষ্ঠ-লীলা দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তৎপর তাঁহার মনে রাখাল সাজিবার বাসনার উদয় হইয়াছে।

ঐ পদগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথমখণ্ডের ১৮৭ সং পদে এই রাই-রাখাল-লীলার সূচনা দৃষ্ট হয়, ইহার পরে বোধ হয় রাখার গোষ্ঠ-লীলা-দর্শনের পদ ছিল, তৎপর আলোচ্য পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। পরায়ের এই প্রথম দুই পঙ্ক্তি ত্রিপদীতে রচিত পরবর্তী অংশের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পঙ্—১১-১৪। তু°—

কেহ হও দাম শ্রীদাম সূদাম
সুখলাদি যত সখা।
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা ॥”

(প্রথম খণ্ড, ১৮৯ সং পদ)।

(২)

ধানশী

সুচিত্রায় ছিদাম করিয়া বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি ॥
প্রিয় বিশাখারে করে সুবল কিশোর।
বসুদাম চম্পকলতা সুচান্দ অধর ॥
যোগমায়া পূর্ণমাসী সাক্ষাত আনিয়া।
লইল হরের শিক্ষা আপনে মাগিয়া ॥
বলরামের হৈল শিক্ষা বলে রাই-কানু।
আমার না হৈল ভালো কোথায় পাইব বেণু ॥
শিক্ষা বেণু মুরলীহ বাজায় রাখাল।
বাঁশীটি নহিলে কেনে ফিরিবেক পাল ॥
চণ্ডীদাসেতে বোলে হৈলে বনমালী।
সলিলে আনিয়া পদ করহ মুরলী ॥

টীকা

পঙ্—১-২। তু°—

“সাজল রাখাল-বেশে রাখা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি ॥”

(প্রথম খণ্ড, ১২০ সং পদ)।

৫-৬। তু°—

“যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিক্ষা আপনি মাগিয়া ॥” ঐ

৭-৮। তু°—

“বলরামের হেলে শিক্ষা বলে রামকানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে বেণু ॥” ঐ

১১-১২। তু°—

“চণ্ডীদাস বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পদে করহ মুরলী ॥ ঐ

ট্রিপ্তব্যঃ—প্রথম খণ্ডের ১২০ সং পদের সহিত এই পদের ৮ পঙ্ক্তির রচনা-সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, এই পদের ১২ পঙ্ক্তির স্থানে ১২০ সং পদে মাত্র ৮ পঙ্ক্তি উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব উহা যে এই পদের সংক্ষিপ্ত রূপ তাহাও বুঝা যাইতেছে।

(৩)

ধানশী

সুচিত্রা ছিদাম তখন পছ পাঠাইল।
নবীন কুঁড়ির পদ পছ আনি দিল ॥
মৃগালেতে সারি সারি রক্ত বানাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাধে ফুক দিয়া ॥
সুন্দর বাঁশীর ধ্বনি সুস্বর উঠিল।
বৃকভানু পুর হৈতে ধেঙ্ক আনাইল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী গিয়া।
নবীন নবীন বচ্ছ আনিল বাছিয়া ॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ কানু হৈল রাই।
বিপিনে বিনোদ শোভা দেখিবারে যাই ॥

টীকা

পূর্ববর্তী পদে পদ আনিয়া মুরলী প্রস্তুত করার কথা বলা হইয়াছে। এই পদে তাহাই করা হইল। অতএব এই পদটি পূর্ববর্তী পদের পরেই সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

কিন্তু প্রথমথণ্ডে উদ্ধৃত রাই-রাখাল নামক পালার এই পদটি মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ পালাটি সম্পূর্ণ পালার সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র।

ইহার পরে বোধ হয় প্রথমথণ্ডের ১৯১ সং পদটি সন্নিবিষ্ট ছিল।

(৪)

ধানশী

রাখালে রাখালে দেই হৈ হৈ রব ।
মাধব-মন্দিরে বাই উত্তরিল সব ॥
খীর ননৌ দধি ছানা ধড়াতে বাঙ্কিয়া ।
খাইবার তরে রাই লইল মাগিয়া ॥
যত সখীগণ সব হইল রাখাল ।
শ্রীহরি বলিয়া সভে চালাইল পাল ॥
শিক্ষা-বেণু কলরব গগনে উঠিল ।
যমুনার তটে কৃষ্ণ বলি উত্তরিল ॥
গোকুলের মধ্যে যোগা গাভীর রাখাল !
আচম্বিতে শিক্ষা-বেণু বাহিরাইল পাল ॥
সুবেলে ডাকিয়া তখন কহিছে কানাই ।
হেন শিক্ষা-বেণু হে কখন শুনি নাই ॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ পরমাদ হৈল ।
আচম্বিতে বনে আইজ রাখাল আইল ॥

দ্রষ্টব্য:—এই পদ হইতে পরবর্তী অংশ প্রথমথণ্ডে মুদ্রিত হয় নাই। চণ্ডীদাসের মূল পরিচয়না অনুযায়ী এখানেও সখীগণের মধ্যে সুবলের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

(৫)

ভাটায়ারী

সায়ি সায়ি পাল পিছেতে রাখাল
সকলে সাক্ষিয়া যায় ।
যমুনার ভীরে ফিরিয়া ফিরিয়া
দেখে নটবর রায় ॥

একি আচম্বিতে দেখি বিপরীতে
গোকুল মজিল পারা ।

এত দিন বাস ঘুচিল সে আশ
না দেখি এমন ধারা ॥

এক শিক্ষা মাতে বলাইর হাতে
আমার আছয়ে বাঁশী ।

এই চুই বিনে না শুনি কখনে
কোথা হৈতে বাজে বাঁশী ॥

জয় কলরব ঘন ঘন রব
দেখি বিপরীত পারা ।

চণ্ডীদাস কহে রোহিণী-নন্দন
ভয়েতে হইল ভোরা ॥

(৬)

শ্রীরাগ

বলরামের নিজ ধেমু বাছিআ লইল ।
ছিদাম বোলেন তবে মুঞি বাইতে হৈল ॥
বসুদাম বোলে ভাই শুন রে রাখাল ।
ধেমু রাখ এক ভাই ঘরে বাই চল ॥
শ্রীমতীর রাখাল ধায় যমুনার তীরে ।
সুবলের সতিতে কাহু যায় ধীরে ধীরে ॥
শ্রীমতীর বলরাম ঘুরায় পাঁচনি ।
ঘন ঘন গগনে গরজে শিক্ষা ধনি ॥
চণ্ডীদাস কহে তখন শুনহ কানাই ।
ঠেকিলে দারুণ বনে যেতে পাবে নাই ॥

(৭)

শ্রীরাগ

কিবা নাম কোথায় থাকো কাহার রাখাল ।
কাহার নন্দন তুমি রাখো কার পাল ॥
নব বৃন্দাবনে থাকো না শান লোহাই ।
আমার সাক্ষাত দিয়া কেন বাও নাই ॥
আপনার নাম রাখো নহে যাও ফিরি ।
তোমার গৌরব আমি ভেদিতেহ পারি ॥

চণ্ডীদাস কহে স্তন আমার বচন ।
তোমার লাগিলা ফিরি গহন কানন ॥

যত সখীগণ হেরে আনন্দ অন্তর ।
চণ্ডীদাস কহে হেঁন সুখের সাগর ॥

দ্রষ্টব্য:—ইহার পরে বোধ হয় রাখার প্রত্যুত্তর ছিল।

(৮)

তীরাগ

যত্নহ বনের কথা সকল কহিল ।
যত্নক বনের সাধ সকল পূরাইল ॥
ললিতা কহয়ে ধনি গুনহ বচনে ।
রাখালের বেশে ধনি দাঁড়াও শ্রামের বামে ॥
গুনিয়া ললিতার কথা হরষিত হিয়া ।
শ্রামের বামে দাঁড়াইল তিরিভঙ্গ হৈয়া ॥

দ্রষ্টব্য:—প্রথমথণ্ডে ১২২ সং পদের পরে আমরা
লিখিয়াছিলাম—“এই লীলার পরিসমাপ্তি বর্ণিত হয় নাই।”
কিন্তু এই পদে ইহার সন্ধান মিলিতেছে। একটা পালাই
এইভাবে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে কেন? একজন কীর্তনোয়া
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—“আমরা আসর বুঝিয়া গান
গাই। যে পালা সারারাত্রি গাহিলেও শেষ হয় না, তাহাই
আসর বুঝিয়া আমরা দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়া দিই।” ইহা
সঙ্গত কথাই বটে। আমাদের মনে হয়, একটি পালারই
সংক্ষিপ্তরূপে এইভাবে দুইটি আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে।

আলোচিত গ্রন্থ-সূচী

(গ্রন্থের নাম ও পত্রাঙ্ক)

দ্রষ্টব্য : - প্রথম পণ-চিহ্ন প্রথম খণ্ডের ভূমিকার, এবং শেষের পণ-চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পত্রাঙ্ক নির্দেশ করে ।

অধর্কবেদ—৩৩, ৫৬	কুমারসম্ভব—১১৬, ১৩৮, ৫২২
অধৈতমঙ্গল—১০/০	কৃষ্ণমঙ্গল (দ্বিজবাধবাচার্য্য)—১১১
অন্নদামঙ্গল—১৬, ২৬, ৩০, ৩৭, ৪১, ৫৪	“ (পরশুরাম)—১১২
অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—৬১২, ৬৯৮, ৭৪২, ৭৫৭	কর্ণদাগীতচিন্তামণি—১/০, ৩০, ৩১/০
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—৫৪৪	গীতকল্পভঙ্গ—১/০, ১৫০/০
অভিধান (জ্ঞানেন্দ্র)—৩৯, ৪১, ৪৮, ৭৩, ১২৩, ১৪৮, ২৫৯, ৫৫৫, ৫৬৪	গীতগোবিন্দ—৫২/০, ১১/০, ১১০, ১, ৩৮৬, ৪২৫, ৪৩৬, ৫৩৬, ৫৭৮, ৬৬৬, ৭১৭, ২১১/০, ৩১০/০, ৩/০
অভিধানচিন্তামণি—১৫৬	গীতরত্নাবলী—১/০, ১৫০/০
অমরকোষ—১৬, ১৯, ৪১	গীতা—৭৬, ৭৭, ২৫৫, ২৫৮, ১১০/০
অমৃতরসাবলী—৩৪২	গোবিন্দচন্দ্রের গীত—২০৯
অশোকলিপি—১৮	গোবিন্দমঙ্গল (শঙ্কর কবিচন্দ্র)—১/০
আগম—২, ৩, ৩৭	গোবিন্দলীলামৃত—৩৮৫, ৪১৭, ৪১৯, ৪৪৬, ৪৫৪, ৪৭৮, ৪৭৯, ৫০৬, ৫১৯, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৬০, ২১০
আর্ট-জার্নাল—১১/০, ৬৮০	গৌরপদন্তরঙ্গিনী—১/০
উজ্জলনৌলমণি—৩০, ৩২৯, ৩৩০, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮১, ৪০৫, ৪১৫, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৫৪, ৪৮৯, ৫০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫১১, ৫১২, ৫২৩, ৫২৮, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮৩, ৬২১, ৬৬০, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭১০, ৭১১, ৭১৫, ৭১৮, ৭২২, ৭৫৫, ৭৫৬, ১৫০/০, ২০/০, ২১/০, ২১০/০, ২১/০	চণ্ডী (কবিকঙ্কণ)—২২, ৩১, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৫২, ১১৮, ১৩৩, ২০৭, ২১১, ২৫৫, ৩৫৭
উদ্ধব-সন্দেশ—৪৪৪	চণ্ডীদাস (নীলরতন)—১/০, ১১০, ১০, ১৮, ১৯, ২৯, ৩০, ৩১, ৪১, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৭৬, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৭, ১১৯, ১৩৭, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫৬, ১৬৫, ১৭৮, ১৮২, ১৮৮, ২০৭, ২১১, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৮, ২৩০, ২৩২, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৫০, ২৫৪, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৬, ৩৩০, ৩৩২, ৩৪২, ৩৬১, ৩৬২, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৭, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪২১, ৪২৩, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৪৯, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৮৬, ৫০১, ৫০৭, ৫০৮, ৫২৫, ৫৩১, ৫৩২, ৫৪০, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৪, ৫৫৯, ৫৬১, ৫৬৭, ৫৭৫, ৫৮৫, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৫, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৭, ৬২০, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৮, ৬২৯,
উপনিষৎ—	
কঠ—৭৭	
ছান্দোগ্য—৭৭	
কড়চা (স্বরূপ দামোদর)—১	
কর্ণানন্দ—৫০	
কর্ণামৃত—৫০/০	
কাব্যপ্রকাশদীপিকা—৩১/০	
কীর্ত্তনানন্দ—১/০, ১/০	
কীর্ত্তনামৃত—১/০	

৬৩০, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪৩, ৬৪৮, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২,
৬৫৭, ৬৫৮, ৬৬৭, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৫,
৬৭৭, ৬৮০, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৮, ৭১৪, ৭১৮,
৭২২, ৭২৫, ৭২৩, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ১১০/০,
১১১/০, ২।০

চণ্ডীদাস (রমণীমোহন মল্লিক)—১২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫,
৭১৮

চণ্ডীদাস (শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং ডাঃ সুনীতি-
কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)—৫৬৫, ৫৬৭,
৬০৬, ৬১১, ৬১২, ৬১৬, ৬২৯, ৬৫৮, ৬৯৮, ৭০২,
৭০৩, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৭, ৭১৯, ৭২৬, ৭২৭,
৭৩৯

চর্চাপদ (বৌদ্ধগান ও দোহা)—২১, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৬,
৪১, ১১৪, ১২৩, ১৯৮, ৪৭১

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক—৩৭, ৫২

চৈতন্যচরিতামৃত—১১/০, ১০, ১১/০, ১০/০, ১১, ১১/০, ১১/০,
১১/০, ১১/০, ১১/০, ৩।০, ১, ৫, ৮, ১৪, ১৭,
২২, ২৮, ৩৭, ৪৬, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৮৩, ৯১, ৯৬,
১১২, ১৩৭, ১৬৩, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৮৯, ২১৩,
২৩২, ২৫৭, ৩১২, ৩২৯, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২,
৩৯৪, ৪৩৪, ৪৩৯, ৪৫৪, ৬৭১, ৬৭৪, ৭৩১, ৭৫৬,
২।০, ২।০, ২।০, ৩।০

চৈতন্যভাগবত—১০, ১১/০, ৩।০, ৪৯

চৈতন্যমঙ্গল—১০

দশরূপ—৫০৯, ৬৯৪

দানকেলিকৌমুদী—১, ১১২, ১২৩, ১২৮, ১২৯, ২১৭

দানকেলিচিন্তামণি—১১১

ধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)—১৩৯, ১৯১

ঐ (মাণিক গাঙ্গুলী)—১৫২, ১৭৮, ২২২, ৩০৭

ধ্বনিসিদ্ধাস্তসংগ্রহ—৩।০

নরোত্তমাবলাস—৩।০

নৈষধচরিত—৪৭৭, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৯, ৫২২,
৫৫০, ৫৫৪, ৫৬৯

পঞ্চপুষ্প (পত্রিকা) ১১/০, ৩।০

পদকল্পতরু—১১/০, ১১/০, ১১/০, ১১/০, ১১/০, ১, ১১/০,
১১/০, ২।০, ৩।০, ৩।০, ৩।০, ১৮, ২০, ২২,
২৩, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩,
৪৫, ৪৬, ৭১, ৯২, ৯৮, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১২৩,
১২৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৭৯, ১৮২, ২৭৭, ৩২১, ৩২২,
৩২৫, ৩৭৫, ৩৮২, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯০,
৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪০০, ৪০৬, ৪০৯, ৪১২,

৪১৩, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৮, ৪২১, ৪২৫, ৪২৮, ৪৩১,
৫১৪, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২১, ৫২২, ৫২৫,
৫৪৫, ৫৪৬, ৫৫০, ৫৫৪, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬৭,
৫৬৮, ৫৭৭, ৫৮১, ৫৮৩, ৫৮৬, ৫৮৮, ৫৮৯, ৬৯০,
৯২৬, ৬০৩, ৬০৬, ৬১৩, ৬১৭, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৯,
৬৪৬, ৬৫০, ৬৫১, ৬১৪, ৬১৫, ৬৫৭, ৬৫৯, ৬৬০,
৬৭৫, ৬৮০, ৬৮৪, ৭০১, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৮,
৭১৯, ৭২০, ৭২৫, ৭২৬, ৭৩৯, ১১/০, ১০, ১১/০,
১১/০, ১, ১/০, ১০/০, ১১/০, ১১/০, ১১/০,
২।০, ২।০, ২।০, ২।০, ২।০, ৩।০, ৩।০,
৩।০, ৩।০, ৩।০

পদকল্পলিতিকা—১১/০, ১১/০

পদ্মরত্নাকর—১১/০, ২।০

পদ্মরত্নমালা—৩০৯, ৩২১

পদ্মরত্নাবলী—১১/০

পদ্মসসার—১১/০, ২।০, ৭০৩

পদ্মসমুদ্র—১১/০, ১১/০, ১১২, ১২০

পদাবলী—

গোবিন্দদাস—৭২, ১১২, ১৪৯, ২৬০, ৪২২, ৪৮২,
৭৫৬

জ্ঞানদাস—৫, ৯, ১১২, ১৫২, ২০৬, ২০৮, ৩০০, ৩০১,
৩০২, ৪৭১

বাসুদেব—১, ১১২

বিষ্ণুপতি—১, ১৮, ২৯, ৬৬, ৯৮, ১৩৮, ১৮৪, ২৫,
৩৫৬, ৬৮৩, ৩৯৩, ৩৯৬, ৫৫৫, ৭১৬

সুরদাস—১১১

পদামৃতসমুদ্র—১১/০, ১১/০, ১১/০, ১/০, ৩২২, ৩২৫,
৩।০

পদার্ণবসারাবলী—১১/০

পদ্মাবলী—১, ১১, ১১২, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৯০,
৪১৫, ৪২৫, ৪২৬, ৪৮২, ৫৪৭; ৫৫০, ৫৫২, ৫৭৯,
৭৫৫

পুরাণ—

কালিকা—৯৬

কুর্শ—২৭

পদ্ম—১৬, ৩৬, ১৬০, ৩৬০

বিষ্ণু—১১, ৪, ৫, ৬, ৯, ১১, ১৪; ১৬, ১৭, ১৮, ২৪,
২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০,
৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫৫, ৫৭, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৬৮,
৭১, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৯, ৯৩, ৯৪,
৯৬, ২৪২, ৩৪১

ব্রহ্মবৈবর্ত—২, ৫, ৬, ৭, ১৭, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৬০,
৯৫, ৯৫

ভবিষ্যৎ—৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯
 মৎস্র—৯৬
 লিঙ্গ—২, ১৫, ৬০
 সিদ্ধ—২০
 স্বয়ং—৩৬০
 প্রবাসী (পত্রিকা)—১/০, ২/০, ৫৬৬, ৫৬৭. ৩
 প্রাকৃত প্রকাশ (বরফুচি)—৩, ৫, ৮
 প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ—১/০
 প্রেমবিলাস—৩১/০
 প্রেমামৃত (চম্পূকাব্য)—১
 বঙ্গসাহিত্যপরিচয়—৪৮, ১১২
 বিচিত্রা—১১২, ৩১/০
 বিদগ্ধমাধব—২/০, ২১/০, ৩১, ৪৪১, ৪৬১, ৫১১,
 ৫২৩, ৫২৫, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭,
 ৫৫০, ৫৫৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭,
 ৫৯৬, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬১০, ৬১০, ৬১০, ১৬১/০, ২১,
 ২১/০, ২৬০, ১৬১/০, ৩/০, ৩০/০, ৩১/০
 বিবর্তবিলাস—৬৪
 বিশ্বকোষ—৯২, ৯৬, ৫৫৫
 বীমস—৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৪, ৩০, ৪৩, ৪৫, ৪৬
 বৃহৎগণেশদীপিকা—১৭৯
 বৃহৎগোত্তমীতন্ত্র—৩৬০
 বৃহৎসংহিতা—৫১
 বৃহৎসংহার—৩১/০
 বেদ—
 ঋক্—৮২
 অথর্ক—৩৩, ৫৬
 বেণীসংহার—৪১৫
 বৈষ্ণবগীতাঞ্জলি—৩০
 বৈষ্ণবদিগদর্শনী—২৪
 বৈষ্ণবপদলহরী—১/০, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২৩,
 ১৪৯, ২৬০, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৭, ৩০৮, ৩২১,
 ৩২৪, ৪৫৭, ৪৫৯, ৫৩১, ৫২৯, ৫৪০
 ব্রজাঙ্গনা কাব্য—৫৯
 ব্রহ্মসূত্র—১৭, ৭৬
 ব্রহ্মসংহিতা—১
 ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—৩/০, ৩৩৯ ৫৫০, ১৬/০, ২১/০
 ভাগবত—৬/০, ১, ১/০, ১/০, ১১/০, ১১/০, ৩১/০,
 ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮,
 ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১,
 ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩,
 ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬৫, ৬৬,
 ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮১,

৮২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৪, ৯, ৯৬, ৯৯, ১০০,
 .০১, ১০৭, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৯,
 ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৮৭, ১৮৮,
 ১৯২, ১৯৬, ২০৩, ২১৩, ২২৮, ২২৯, ২৩৯, ২৪১,
 ২৪৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬,
 ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২২৭, ২২৮, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩,
 ৩৪১, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৬৪, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৭, ৪১৯,
 ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩,
 ৪৫৪, ৪১৯, ৪৭১, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯,
 ৪৯০, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫৯৯, ৫০০,
 ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫২৯, ১৭৪,
 ১/০, ১/০, ১১/০, ১১/০, ১১/০, ১৬০
 ভাগবত (টীকা)—৪, ৯, ৯৬, ১৩৭
 ঐ (জীবন চক্রবর্তী)—১/০
 ভাগবতামৃত—৩৬০
 ভারতবর্ষ (পত্রিকা)—১১০, ৭৪৯
 ভাবচঞ্জিকা—৩১/০
 ভাষাতত্ত্ব—৫, ৬, ৮, ১১, ১৩, ২৪, ২৮
 ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিভাষণ (ভাণ্ডারকর)—২৭
 মহাভারত—৫২, ৫৭
 যানসী ও ময়বানী—১/০, ৩১/০
 মায়িকচাঁদের গান—৪০
 মেঘনাদবধ—৩/০, ৩/০, ১৯, ৩০
 মেদিনী (অভিধান)—৫৩, ৬৬, ৩৬৩
 যোগসূত্র—৭৭
 রঘুবংশ—১০/০, ২৫৫
 রবীন্দ্রনাথের কাব্য—২০৭
 রসকল্পবল্লী—৫৬৫, ২৬১/০
 রসমঞ্জরী—৭০১, ৬০, ১
 রসসার—৫১১
 রানামণ (কৃষ্ণবিলাস)—১১/০, ১৪, ৭০
 লালিতমাধব—২/০, ৫১২, ২/০, ২/০
 লীলাসমুদ্র—১/০, ১৬১/০
 শঙ্ককোষ—৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮,
 ১৯, ২১, ২২, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২,
 ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৫৪,
 ৭১, ৭২, ৭৩, ৯২, ৯৮, ১১৪, ১১৫, ১২৮, ১৭৮,
 ১৮২, ২০৬, ২২১, ২৫৯, ৪০৮, ৫৫৪
 শান্তিল্যাসূত্র—১৬৯
 শিবায়ন (রামেশ্বর)—১৩৯
 শৃঙ্গপুরাণ—৫, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৬, ৩৪, ৭১

- শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম (ভাণ্ডারকর)—৫২
 শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—১০, ১১/০, ১২/০, ১৩, ১৪/০, ১৫, ১৬/০, ১৭, ১৮/০, ১৯/০, ২০/০, ২১/০, ২২/০, ২৩/০, ২৪/০, ২৫/০, ২৬/০, ২৭/০, ২৮/০, ২৯/০, ৩০/০, ৩১/০, ৩২/০, ৩৩/০, ৩৪/০, ৩৫/০, ৩৬/০, ৩৭/০, ৩৮/০, ৩৯/০, ৪০/০, ৪১/০, ৪২/০, ৪৩/০, ৪৪/০, ৪৫/০, ৪৬/০, ৪৭/০, ৪৮/০, ৪৯/০, ৫০/০, ৫১/০, ৫২/০, ৫৩/০, ৫৪/০, ৫৫/০, ৫৬/০, ৫৭/০, ৫৮/০, ৫৯/০, ৬০/০, ৬১/০, ৬২/০, ৬৩/০, ৬৪/০, ৬৫/০, ৬৬/০, ৬৭/০, ৬৮/০, ৬৯/০, ৭০/০, ৭১/০, ৭২/০, ৭৩/০, ৭৪/০, ৭৫/০, ৭৬/০, ৭৭/০, ৭৮/০, ৭৯/০, ৮০/০, ৮১/০, ৮২/০, ৮৩/০, ৮৪/০, ৮৫/০, ৮৬/০, ৮৭/০, ৮৮/০, ৮৯/০, ৯০/০, ৯১/০, ৯২/০, ৯৩/০, ৯৪/০, ৯৫/০, ৯৬/০, ৯৭/০, ৯৮/০, ৯৯/০, ১০০/০
- শ্রীকৃষ্ণবিজয়—১/০, ২/০, ৩/০, ৪/০, ৫/০, ৬/০, ৭/০, ৮/০, ৯/০, ১০/০, ১১/০, ১২/০, ১৩/০, ১৪/০, ১৫/০, ১৬/০, ১৭/০, ১৮/০, ১৯/০, ২০/০, ২১/০, ২২/০, ২৩/০, ২৪/০, ২৫/০, ২৬/০, ২৭/০, ২৮/০, ২৯/০, ৩০/০, ৩১/০, ৩২/০, ৩৩/০, ৩৪/০, ৩৫/০, ৩৬/০, ৩৭/০, ৩৮/০, ৩৯/০, ৪০/০, ৪১/০, ৪২/০, ৪৩/০, ৪৪/০, ৪৫/০, ৪৬/০, ৪৭/০, ৪৮/০, ৪৯/০, ৫০/০, ৫১/০, ৫২/০, ৫৩/০, ৫৪/০, ৫৫/০, ৫৬/০, ৫৭/০, ৫৮/০, ৫৯/০, ৬০/০, ৬১/০, ৬২/০, ৬৩/০, ৬৪/০, ৬৫/০, ৬৬/০, ৬৭/০, ৬৮/০, ৬৯/০, ৭০/০, ৭১/০, ৭২/০, ৭৩/০, ৭৪/০, ৭৫/০, ৭৬/০, ৭৭/০, ৭৮/০, ৭৯/০, ১০০/০
- শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা—১০
 শ্রীশ্রীধামশগোপাল—২৪
 শ্রীহট্টের পুঁথি—৩
 সঙ্কীর্ণনামৃত—৩০, ৩১/০
 সহজিয়া সাহিত্য—৭৭
 সাহিত্যদর্পণ—৩৪৪, ৫০৯, ৫৭৯, ৫৮০
 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১০, ১১/০, ১২/০, ১৩/০, ১৪/০, ১৫/০, ১৬/০, ১৭/০, ১৮/০, ১৯/০, ২০/০, ২১/০, ২২/০, ২৩/০, ২৪/০, ২৫/০, ২৬/০, ২৭/০, ২৮/০, ২৯/০, ৩০/০, ৩১/০, ৩২/০, ৩৩/০, ৩৪/০, ৩৫/০, ৩৬/০, ৩৭/০, ৩৮/০, ৩৯/০, ৪০/০, ৪১/০, ৪২/০, ৪৩/০, ৪৪/০, ৪৫/০, ৪৬/০, ৪৭/০, ৪৮/০, ৪৯/০, ৫০/০, ৫১/০, ৫২/০, ৫৩/০, ৫৪/০, ৫৫/০, ৫৬/০, ৫৭/০, ৫৮/০, ৫৯/০, ৬০/০, ৬১/০, ৬২/০, ৬৩/০, ৬৪/০, ৬৫/০, ৬৬/০, ৬৭/০, ৬৮/০, ৬৯/০, ৭০/০, ৭১/০, ৭২/০, ৭৩/০, ৭৪/০, ৭৫/০, ৭৬/০, ৭৭/০, ৭৮/০, ৭৯/০, ১০০/০

৪১৩, ৪৩৩, ৪৭৫, ৫০৭, ৫০৮, ৫১৫, ৫৩৩, ৬১১,
 ৭৩২ ১/০, ১১/০, ১২/০, ১৩/০, ১৪/০, ১৫/০, ১৬/০, ১৭/০, ১৮/০, ১৯/০, ২০/০, ২১/০, ২২/০, ২৩/০, ২৪/০, ২৫/০, ২৬/০, ২৭/০, ২৮/০, ২৯/০, ৩০/০, ৩১/০, ৩২/০, ৩৩/০, ৩৪/০, ৩৫/০, ৩৬/০, ৩৭/০, ৩৮/০, ৩৯/০, ৪০/০, ৪১/০, ৪২/০, ৪৩/০, ৪৪/০, ৪৫/০, ৪৬/০, ৪৭/০, ৪৮/০, ৪৯/০, ৫০/০, ৫১/০, ৫২/০, ৫৩/০, ৫৪/০, ৫৫/০, ৫৬/০, ৫৭/০, ৫৮/০, ৫৯/০, ৬০/০, ৬১/০, ৬২/০, ৬৩/০, ৬৪/০, ৬৫/০, ৬৬/০, ৬৭/০, ৬৮/০, ৬৯/০, ৭০/০, ৭১/০, ৭২/০, ৭৩/০, ৭৪/০, ৭৫/০, ৭৬/০, ৭৭/০, ৭৮/০, ৭৯/০, ১০০/০

সাহিত্য-পরিষৎ-পুঁথি—১/০, ৩, ৭২৫

সাংখ্য—৭৭

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—৭১৫

সুবলমিলন—৩০২

স্বরূপ গোবিন্দীর কড়া—১১/০

হরিবংশ—১১০, ৪, ৫, ১১, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৫,
 ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৫২, ৫৬,
 ৫৭, ৬১, ৬৫, ৭১, ৮০, ৯৫, ১৬০

হরিবংশ (ভবানন্দ)—১০/০, ১১/০, ১২/০, ১৩/০, ১৪/০, ১৫/০, ১৬/০, ১৭/০, ১৮/০, ১৯/০, ২০/০, ২১/০, ২২/০, ২৩/০, ২৪/০, ২৫/০, ২৬/০, ২৭/০, ২৮/০, ২৯/০, ৩০/০, ৩১/০, ৩২/০, ৩৩/০, ৩৪/০, ৩৫/০, ৩৬/০, ৩৭/০, ৩৮/০, ৩৯/০, ৪০/০, ৪১/০, ৪২/০, ৪৩/০, ৪৪/০, ৪৫/০, ৪৬/০, ৪৭/০, ৪৮/০, ৪৯/০, ৫০/০, ৫১/০, ৫২/০, ৫৩/০, ৫৪/০, ৫৫/০, ৫৬/০, ৫৭/০, ৫৮/০, ৫৯/০, ৬০/০, ৬১/০, ৬২/০, ৬৩/০, ৬৪/০, ৬৫/০, ৬৬/০, ৬৭/০, ৬৮/০, ৬৯/০, ৭০/০, ৭১/০, ৭২/০, ৭৩/০, ৭৪/০, ৭৫/০, ৭৬/০, ৭৭/০, ৭৮/০, ৭৯/০, ১০০/০

হরিভক্তিবিলাস—৩০

হংসদূত—৩১৪, ৩৫৫, ৩৭০, ৩৭৩

হেমচন্দ্র—৫, ১৫৬

An Introduction to Post-Caitanya Sahajiyā
 Cult—৩৪২

From Akbar to Aurangzeb by Moreland—১২৮

The Origin and Development of the Bengali
 Language by Dr. S. K. Chatterjee—৫,
 ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ২০,
 ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২,
 ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬,
 ৫২, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৭৩, ৯৯, ১১৪, ১১৫

শ্রীশ্রীধামশগোপাল—২৪
 শ্রীহট্টের পুঁথি—৩
 সঙ্কীর্ণনামৃত—৩০, ৩১/০
 সহজিয়া সাহিত্য—৭৭
 সাহিত্যদর্পণ—৩৪৪, ৫০৯, ৫৭৯, ৫৮০
 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১০, ১১/০, ১২/০, ১৩/০, ১৪/০, ১৫/০, ১৬/০, ১৭/০, ১৮/০, ১৯/০, ২০/০, ২১/০, ২২/০, ২৩/০, ২৪/০, ২৫/০, ২৬/০, ২৭/০, ২৮/০, ২৯/০, ৩০/০, ৩১/০, ৩২/০, ৩৩/০, ৩৪/০, ৩৫/০, ৩৬/০, ৩৭/০, ৩৮/০, ৩৯/০, ৪০/০, ৪১/০, ৪২/০, ৪৩/০, ৪৪/০, ৪৫/০, ৪৬/০, ৪৭/০, ৪৮/০, ৪৯/০, ৫০/০, ৫১/০, ৫২/০, ৫৩/০, ৫৪/০, ৫৫/০, ৫৬/০, ৫৭/০, ৫৮/০, ৫৯/০, ৬০/০, ৬১/০, ৬২/০, ৬৩/০, ৬৪/০, ৬৫/০, ৬৬/০, ৬৭/০, ৬৮/০, ৬৯/০, ৭০/০, ৭১/০, ৭২/০, ৭৩/০, ৭৪/০, ৭৫/০, ৭৬/০, ৭৭/০, ৭৮/০, ৭৯/০, ১০০/০

নাম-সূচী

দ্রষ্টব্য:—প্রথম পণ চিহ্ন প্রথম খণ্ডের ভূমিকার, এবং শেষের পন-চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার পত্রাঙ্ক নির্দেশ করে।

অকুর—১৫০/০, ২১০/০, ২১১/০, ১০৮, ১০৯, ১৮৫, ১৮৭,
১৮৮, ১৯২, ২১৬, ২৫৫, ২৫৯, ৫০৬, ১১০/০,
১১১/০, ১১২/০

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—১১০/০, ১১১/০

অঘাসুর—১০৮, ১১০, ১৩৩, ১১১/০

অচ্যুত—৫৬

অজামিল—৭৯

অদ্বিতী—৫, ৯৬

অদ্বৈতপ্রভু—১১০/০, ১১১/০

অনন্দেরাম—৫৩৪

অনন্ত (কৃষ্ণের নাম)—২৪, ২৫, ৫৭

অনন্ত (চণ্ডীদাস)—৩১০, ৩১১/০

অভিরাম ঠাকুর—১৫০/০

অমল্যচরণ বিদ্যভূষণ—৩১১/০

অর্জুন—২৪, ৫২, ৫৩০

অরিন্দ্র—১০৮

অরুন্ধতী—২৮৮

অবন্তীপুর—১৭৯

আলভার—১১০/০, ১১১/০

আদান ঘোষ—১২৩, ৩

ইন্দ্র—২১০/০, ২১১/০, ২৬, ১০৫, ১০৮, ১০৯, ৪১৭, ১১০/০,
১১১/০

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫০/০

উগ্রসেন—৪

উচ্ছৈধ—৩১১/০

উদগাধ—২৬

উদ্বাহ—২৫০/০, ২৫১/০, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৭০, ৪৪১, ৪৪২

উপেন্দ্র—৯৬

ঋজুদাস—২৭

কন্দর্প—৫১৭

কমলাকান্ত দাস—১১০/০

কর্ণাট—৫৬৫

কাম্বুজ—৫

কংস—১১০, ২১০/০, ২১১/০, ২৫০/০, ৩১০/০, ১, ৩, ৪, ৫, ৮,

১৫, ১৬, ২৫, ২৬, ২৮, ৪০, ৪৪, ৫২, ৬৫, ৬৭,

৭১, ৮৬, ১০৮, ১০৯, ১৩২, ১৩৬, ১৮৮, ২৬৬,

৩২৭, ১১০/০, ১১১/০, ১১২/০, ১৫০

কামদেব—৪৭৭, ৫১৭, ৫১৯, ৫২২, ৫৫০, ৫৬৮

কালনেমি—৪, ১৫, ২৬, ২৭

কালিদাস—১১০/০, ৩১০

কালিন্দী—২৫, ৪৫৩

কালীয়াগ—১০৮, ৪০৮

কিশোর—৬৫

কৌতিল্য—৫২৮

কৌতিল্য—২৭

কুটীলা—৩২৬, ৩১০

কুজা—২৬৪, ৩৬৪

কুবলয়াপীড়—২১০/০, ২৬৬

কুন্তিবাস—১১০/০

কৃষ্ণকিশোর—২১০/০

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—৫০, ১১১/০

কেশবনাথ দত্ত—১১০/০, ১১১/০

কেশব—৫৬

কেশবধ্বজ—৭৭

কেশী—১০৮

কিশোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৩১১/০

ফারোদ সাগর—১১

ফুডুফু—২৬

খগেন্দ্রনাথ মিত্র—৩১০/০

খগেন্দ্র শাস্ত্রী—৪

খাগিক্য—৭৭

গদাধর—৫০, ১০০/০, ১১২

গর্গ—২১০/০, ২, ৮৯, ৯৬, ২৬৭

গরুড়—৫৪৯

দীনেশচন্দ্র সেন—৪০, ৬/০, ২১/০, ৩৬/০, ৩৬০, ৭৬, ৪৭৪, ১।

দুয়ন্ত—৫৫৪

দেবক—৫

দৈবকী—২, ৩, ৫, ১৫, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২,
৩৩, ৩৪, ৩৮, ৬৬, ১০৮, ১০৯, ২৬৯, ৩৭৭, ১।

জ্যোৎ—৪১

ধ্বস্তরী—৪০৫

ধারা—৪১

ধেমুকাসুর—১০৮

ধ্রুব—১১১

নন্দ—১৬/০, ২৬/০, ৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৫০, ৫২, ৬৭, ৭৫,
৮২, ৮৯, ৯১, ৯৬, ১০৮, ১৭৫, ১৮৭, ১৯৬, ২০৩,
২০৮, ২১৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ৩২৭, ৩৪০, ৩৭৭,
৫১২, ১।/০, ১।।, ১।।/০

নবকুমার—১৯১

নবহরিন্দাস—৬৬/০, ১/০, ১।, ৬০৬, ৬৩২, ৭০৩, ১, ১,
৩/০, ৩।/০

নরোত্তমদাস—৩।, ৭০৩, ১, ৩।।/০

নল—৫১৭

নলিনীকান্ত ভট্টশালী—১।

নলিনীনাথ দাসগুপ্ত—১১২, ৩।/০

নলিনীমোহন সান্নাল—১১১

নান্দীমুখী—৫৫৬

নারায়ণ—৩।।, ৬৬৭, ৩।, ৫।।/০

নারদ—১৮০, ৩৩১, ১।।/০, ২

নারায়ণ—২, ৫, ৯, ১৬, ২৫, ৫৬, ৭৯, ৮১, ৮২, ৯৬, ১৩৭,
৩৩১

নিত্যানন্দ—৬০, ১/০, ১।/০, ১১২

নিয়ানন্দদাস—১।/০

নীলরতন মুখোপাধ্যায়—১।/০, ১।, ১।।/০, ১।।/০, ১।।/০, ৬৬/০,
১০, ১।/০, ১৬৬/০, ১৬৬/০, ২, ২/০, ২/০/০,
২।/০, ২।, ২।।/০, ২৬০, ২৬৬/০, ২, ৩/০, ৩।/০,
৩।।/০, ৫৬০, ১০৯, ১১৩, ১২০, ২৯৭, ৩৮২,
৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৭, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪,
৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪২১, ৪২৩, ৪৪১, ৪৭৯, ৪৭৫,
৪৯৬, ৫০১, ৫০৭, ৫০৮, ৫৩৯, ৫৫১, ৫৬১, ৫৮০,
৫৮৫, ৭০৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭২০, ৭২৩, ৭২৫,
৭৩৩, ৭৫৫, ১।/০, ১।, ১।।/০, ৬/০, ৬।/০, ১, ১,
১।/০, ১।, ১।।, ১।।/০, ২৬০

নৃসিংহ—৫৭, ৫২৯

পতঙ্গ—২৬

পঞ্চানন তর্করত্ন—৮

পরশুরাম (কবি)—১১২

পরিষদ—২৬

পরীক্ষিত—৭৬, ৮০, ৮৪, ২৪১, ৫৭৪

পীতাম্বর দাস—৭০১, ৬০

পূতনা—২।/০, ১, ৫৫, ৭১, ৭৫, ৮০, ৮২, ১০৮, ১০৯,
১১০, ২৪১, ১।/০, ১।/০

পূর্ণিমা দেবী—১৮০

পুন্নি—৫, ১৫

পৌর্ণমাসী—১, ১৭৯, ৫৪৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৭৬,
১৬।/০, ২

প্রতাপরত্ন—১।।/০

প্রাণু—৮৩

প্রমল—১৪

প্রবোধচন্দ্র বাগচি—৩।।/০

প্রলম্ব—১০৮

প্রহ্লাদ—১।।/০

বকাসুর—৭১

বজ্রদন্ত—২৭

বড়াই—১/০, ১/০, ১।/০, ১।, ২/০, ২৬০, ৩/০, ৩।।
১২৩, ১৩৪, ১৮০, ৩২২, ৩২৫, ৬৬৬, ১।/০
২।।/০, ৩।/০

বরকুচি—৫, ৮

বরাহ—৫৭, ৬৫

বরণ—৫

বলরাম—৫২৯, ৫৩০, ১।।

বলরামদাস—৬৬০, ৩।

বলরামের বিভিন্ন নাম—৯৫

বশিষ্ঠ—৩৬, ২৮৮

বসন্তরঞ্জন রায়—১।/০, ১।/০

বহুদেব—১৬/০, ২, ৫, ১৫, ২২, ২৬, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪০,
৪২, ৬৬, ৬৭, ৮২, ১০৮, ১০৯, ২৬৭, ২৬৯, ৩৭৭

বহুমতী—২, ৫, ৭, ১৬

বৎসাসুর—১০৮

বাগীশ্বরী—৩।

বামন—৫, ৮২

বামনদাস—২।/০

বাল্মীকি—৩।।/০

বাভুলী—১।/০, ১।/০, ৬০, ৬/০, ৬।/০, ২, ২/০, ২/০,
৩/০, ৩।, ৩।।/০, ৩।।/০, ৩২৫, ৩৮৩, ৪০৬,
৫৬৬, ৫৮৮, ৬৩০, ৬৫৭, ৬৬৭, ৬৬৮, ৭২১, ১।।
২৬।/০, ৩/০, ৩।/০, ৩।, ৩।/০

বাসুদেব—১৫, ৫৭, ৯৬, ৩৩১

বাসুদেব ঘোষ—১, ১১২

বাসুদেব সার্কভোম—১১৬

বিভাপতি—১৬, ১১, ১৬, ১১০, ১৬৬, ১, ১৮, ১১২,
১৩৮, ৩২৫, ৩৫৬, ৩৮৩, ৩৯৩, ৩৯৬, ৫১৫, ৫১৯,
৫৫৫, ৬১১, ৭১৩, ৭১৬, ১১০, ২১৬

বিরজা—৩৭

বিশাখা—১১, ২১, ৫৪৪, ৫৪৭, ৫৫৭, ১১৬, ১১৬,
২১০, ৩, ৩, ৩।

বিশ্বকর্মা—৩৭

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—১৬, ৪, ৯, ৯৬, ৪৫২

বিষ্ণু—৪, ১০, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২৪, ২৫, ২৭, ৩১, ৪১,
৫৬, ৭৬, ৮২, ১৬০

বিষকসেন—৯৬

বীমস—৫, ৬, ৭, ১১, ১৪, ৪৫

বুদ্ধদেব—৫২৯

বৃকাসুর—১০৮

বৃন্দাবনদাস—১০, ১১৬, ৩।

বৃষভাসুর—১৬, ২৬, ৩২৭, ৫০৭, ৫০৮, ৫১২, ৫৬৪,
৫৭২, ১১৬, ১১৬, ২১৬, ৩

বৃহস্পতি—৩৪৮

বৈষ্ণবদাস—১৬, ৩৮১, ৩৮২, ৪১২, ৪১৩, ৭১৫, ৭২১,
১১৬, ১১৬, ১৬

ব্যোমকেশ মুস্তফী—১১, ১৬, ৩, ১৬, ১১, ১১

ব্যোমাসুর—১০৮

ব্যাসদেব—৯, ৩৩১, ৫৭৪

ব্রহ্ম—৩৭৭, ৪৪২

ব্রহ্ম (দেশ)—৩

ব্রহ্মা—২, ৫, ৬, ৯, ১১, ১৪, ১৬, ১৮, ২২, ২৪, ২৬, ৪১,
৫৬, ১০৮, ১৬৪, ১৭০, ১৭৪, ১৮৮, ৩৩১, ৫৫৪,
৫৬৯, ১৬

বংশীবট—৫৪২

বংশীবন্দন—৫৫৮, ৭১৯

ভদ্রসেন—২৭

ভবানন্দ—১০, ১৬, ১১১, ১৫৩, ৫৮৮, ৩৬

ভাগ্যরকর—২৭, ৫২

ভারতচন্দ্র—৩

ভৃগু—১৫

মথুরা—৬১, ২৪৭, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৯৫,
৩২২, ৩২৯, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৯৪,
৬২২, ১০, ১১, ১১০, ১৬৬, ২৬, ২১, ২১,
২১৬, ৩৬

মদন—৫১৭, ৫৬৪, ৬৬৮

মদ্রসেন—২৭

মধুমঙ্গল—১০, ১৬, ২৬

মধুসূদন—৫৭

ময়ূ—৩৭

মনোহর দাস—১

মরীচি (ব্রহ্মপুত্র)—২৬

মহম্মদ ঘোরী—২৬

মহাদেব—১৬০, ২১০, ২, ৬২, ১৬

মহাবল—২৪

মহাবাহু—২৪

মহেশ্বর—১৮৯

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—৩৬, ৩৬

মাখনলাল মুখোপাধ্যায়—১৬

মাধবাচার্য—১১১

মানস সরোবর—৫৬৯

মাণিক গাঙ্গুলী—১৭৮

মালাধর বসু—১০, ১১১

মুকুন্দ—৫৪৭

মুকুন্দদাস—৭১৫

মুখরা—৫৫৬

মুন্সী আব্দুল করিম—১০, ১১

মুরারি—৫৭

মুষ্টিক—২৬, ৩, ৬৫

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—৭৩৯, ২১০, ৩, ৩।

মৃগাল সর্কাধিকারী—৫৫৪

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—৩, ৩৬

যত্নন্দন দাস—১০—২৬, ৫৪০, ৫৭৭, ১৬

যত্ননাথ দাস—৩০৯, ৬০৬, ৬৫৮, ৭২৬, ৩৬, ৩।

ষম—৩৭

যমলাজ্জুন—২১০, ১১০

যমুনা—৩৬, ৩৭, ২৮৬, ৩০৮, ৪১৫, ৫০২, ৫০৯, ৫১৩, ৫৩২,
৫৪২, ৫৪৪, ৫৪৯, ৫৫৬, ৫৬২, ৫৬৪, ৫৬৬, ৬২১,
৩

যশোদা—১৬০, ২৬, ২১০, ২, ৩, ১৭, ২৫, ৪০, ৪১,
৮০, ৮৬, ৮৮, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৯,
১১০, ১১১, ২০১, ২০৩, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ৩৪০,
৩৭৭, ৫৫৬, ১৬, ১৬

যোগমায়া—৬৫, ১৭৯, ১৮০, ১৬, ২

যোগেশচন্দ্র রায়—৬

রঘুনাথদাস—১০

রতিদেবী—৫৫০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১০, ১৫০, ২১০, ৩১০, ২০৭
 রমণীমোহন মল্লিক—১০, ১০, ১১০, ১১০, ১১০, ১৫০,
 ১৫০, ২১, ২১০, ৩১০, ১২০, ১২৯, ৩২৩,
 ৩২৪, ৩২৫, ৭১৮, ১১০, ৫০

রসিকদাস—৭১৯
 রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১১০, ১১০, ৩১০
 রাঘবেন্দ্র—৫৮৮, ৩১০
 রাজীবলোচন—৬২৩, ৩১০
 রাধামোহন ঠাকুর—১০—২১০
 রামচন্দ্র—৬১২
 রামাই পণ্ডিত—৯
 রামানন্দ রায়—৫১০, ২১০, ১১০, ১১০—২১০
 রামী—১১০, ৬৭৬, ১১০
 রামেশ্বরসুন্দর ত্রিবেদী—১১০, ১১০, ১১০
 রুদ্র—৬
 রূপগোষ্ঠী—৫০, ১১, ১১০, ১১০ ২১০, ২১০, ৩১০, ৩১০,
 ১১২, ৪১৫, ৫০৯, ৫৮০, ১৫০, ২১০, ২১০
 বোহিণী—৫ ২৪, ৯৫

লক্ষ্মী—২, ৭, ১১, ১৪, ২৩, ৫৪৬
 লবঙ্গ—২৪
 লবণ (দৈত্য)—৬১
 ললিতা—১১০, ১১০, ২১০, ১১৭, ৫৪৪, ৫৭৭, ৫১০, ১১০,
 ২১০, ২১০, ৩১০, ৩১০
 লাউসেন—১৭৮
 লাগচন্দ্র—৫১৬
 লাসেন—৮
 লোচনদাস—২০০, ৫৬৭, ২৫০

শকটাসুর—১০৯, ১১০
 শকুনি—৭১
 শকুন্তলা—৫৪৪
 শঙ্কর কবিচন্দ্র—১১০
 শঙ্করাচার্য—১৭
 শঙ্খচূড়—১০৮
 শঙ্কর—৬১
 শনি—৩৪৮
 শিব—১, ৯, ১১, ২২, ২৪
 শিবানী—১০
 শিশুপাল—৫২৪
 শুকদেব—৯, ৭৬, ৮০, ৮৪, ১৪৬, ২৪১, ৩৩২
 শুভনিস্ত—৩৫
 শ্যাম (দেশ)—৩

শ্রীমাদ্রসদ মুখোপাধ্যায়—৩১০
 শ্রীদাম—২৪,—১৫০
 শ্রীধর—৮৩
 শ্রীনিবাস আচার্য—১১০, ৫, ৩০
 স্বপ্নীধর দাস—৩৬৪
 সঙ্কষণ—২৪
 সঙ্কর কবিশেখর—১, ১১০, ১১২
 সতীশচন্দ্র রায়—১১০, ১১০, ১১, ১১০, ১৫০, ২১০,
 ৩১০, ৩৫০, ২৮৭, ৩৮১, ৩৯০, ৪১৮, ৫৫৮,
 ৫৭৭, ৭০১, ৭২৬, ৭২৭, ৭৩২, ৭৪২, ৭৫৭, ৫০,
 ১১০, ১১০, ১১০, ২১০, ২১০, ৩১০, ৩১০,
 ৩১০
 সনাতন গোস্বামী—৫১০, ১১, ১১০, ১১০, ১১০, ২৫০,
 ৩১০, ৩১০, ১১২
 সবস্বতী—৩১০
 স্বরূপ গোস্বামী—৫১০, ১৫০, ৩১০
 স্বরূপ দামোদর—১
 সাগর (গোপ)—১১০, ২০০, ৩১০
 সান্দীপনি—১৮০,—১৫০, ২১
 সুতপা—৫, ১৫
 সুদাম—২৪,—১৫০
 সুদামা—২৬৪
 সুন্দরানন্দ—১৫০
 সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—৩৫০, ৩২, ৫১৫, ৫৩৬, ৭৬২
 সুবল—২১০, ২১০, ২৫০, ২৫০, ৩১, ৩১০, ১১৯, ২৩৮,
 ৩০৮, ৩৫৩, ৩৭৮, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১১, ৫১৩,
 ৫১৪, ৫১৫, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৪, ৫৩৯, ৬৬২, ৫৬৬,
 ৬৬৭, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৩, ৫১০, ৫১০, ১১০,
 ১৫০, ১৫০, ১৫০, ১৫০, ২৫০, ২৫০, ২৫০
 সুবাহ—২৪
 সুভদ্রা—৫২৯
 সুমেরু—৬
 সুন্দরাম—১১১
 সুরভি (গাভী)—৫
 সুষণ—২৭
 সুধা—২৫০
 সুধামাস—১১
 সৈয়দ মর্্তুজা—৫৮৮
 সৌবীর—৭৭
 স্তোককৃষ্ণ—২৪
 স্মরণ—২৬

৭৭০

দান চণ্ডীদাসের পদাবলী

সংস্কা—৩৭

সিংহল—৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—১/০

হরিচরণ দাস—১০/০

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—৭৬২, ৪৫০

হলধর—২৪

হিরণ্যকশিপু—২৬, ৫২৯

হরীকেশ—৯৬

হেমচন্দ্র (অভিধানকার)—৫

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৯/০

হেমলতা দেবী—৫০

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী

প্রথমখণ্ড সম্বন্ধে অভিযত

From the late Mahāmahopādhyāya Hara Prasād Śāstrī, C.I.E., M.A.:—Manindra Babu has done a great service by showing that Dīna Caṇḍīdāsa was a different person from the old Caṇḍīdāsa so much admired by the great Reformer Caitanya, and that Dīna belonged to a much later age. This explains the great difference of language and thought in the songs which go under one name that of Caṇḍīdāsa.

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—মণীন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্যায় দীন চণ্ডীদাস শীর্ষক তিনটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করার ইত্যাদি—(ঐ, ৮৯ পৃঃ)

From Rai Bahadur Dr. Dinesh Ch. Sen, D. Litt.:—

লণ্ডন ইউনিভার্সিটির প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অধ্যাপক এল. ডি. বারনেট সাহেব তাঁহার ছাত্রগণকে কহিয়া থাকেন, ইতিহাসের আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহারা যেন প্রথমতঃ সমস্ত বিষয়ই সন্দেহের চক্ষে দেখেন, পূর্বের কোন সিদ্ধান্তই যেন তাঁহারা নির্বিচারে মানিয়া না লন। সন্দেহচিত্তে বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া প্রত্যেক কথার সপক্ষে এবং বিপক্ষে যতগুলি তর্ক উঠিতে পারে, তাহা উত্থাপন করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে শেষে উপস্থিত হইতে হইবে—ইহারই নাম বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এই ব্যাপারে ভাবাবিষ্ট হইয়া উচ্চাস দ্বারা পরিচালিত হইলে লেখাটা কবিত্বপূর্ণ ও চিন্তাকর্ষক হইতে পারে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণা হয় না।

আমাদের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বারনেট সাহেবের উপদেশ শুনিবার সুবিধা না পাইলেও তিনি তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে তিনি মোটেই ভাববাদী নহেন, একান্ত বাস্তবতার পক্ষপাতী। * * মণীন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি বা না করি, তিনি যে ভাবে তাঁহার যুক্তি ও অনুমানের বাহ সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে গবেষণা-ক্ষেত্রে তাঁহাকে আমরা একজন প্রকৃত যোদ্ধা বলিয়া মনে করি। এই যুগে হা হতাশ করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে পারিলেই সুসাহিত্যিক ও সমালোচকের স্থান কেহ দাবী করিতে পারিবেন না। এই যুগ-সঙ্কীর্ণ প্রথর সন্দেহের রশ্মিপাত করিয়া আমাদের পূর্বসিদ্ধান্তগুলির রন্ধে রন্ধে কি ভ্রম আছে তাহা বাহির করিতে হইবে। এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সময় হয় নাই; এখন যাহা মুকুরবৎ স্বচ্ছ ছিল—যাহা সরল ও সৰ্ব্বগ্রাহ্য ছিল—সেই সকল তত্ত্ব ঘোলাটে করিয়া দিয়া, একান্ত জটিল সমস্তার সৃষ্টি করা উচিত—ভিন্ন মত দেখিলেই দুর্জয় ক্রোধে আমাদের চিন্তা বিক্ষুব্ধ করা উচিত নহে। আগস্কক তথাকে সম্মানিত অতিথির আদর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তৎপরে বিচার চলিবে। এই হিসাবে মণীন্দ্রবাবুর এই গবেষণামূলক পুস্তকখানি আমাদের কাছে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত।

From Prof. Amulyacharan Vidyabhusan :—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া “দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী” সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর দেখা যাইতেছে যে, এতদিন ধরিয়া চণ্ডীদাস লইয়া যে বিচার-তর্ক চলিতেছিল, তাহার মীমাংসার একটা সূত্র বাহির হইবার মত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যে একাধিক ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। মণীন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, একজন চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ববর্তী। এই চণ্ডীদাসকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস বলেন, এবং ষথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে চেষ্টাও করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণগুলিও অস্বীকার করিবার আপাততঃ কোনও উপায় নাই। এই আলোচনায় যে সমস্ত উপাদান তিনি দিয়াছেন, তজ্জন্ম বাক্সালী মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রমাণ-সংগ্রহে তাঁহার আয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। তারপর তিনি চৈতন্য-পরবর্তী একজন চণ্ডীদাসের সন্ধান দিতে গিয়া যে চণ্ডীদাসের সংবাদ দিয়াছেন, তিনি “দীন চণ্ডীদাস।” এই দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে অভিন্ন তাহাও তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। অতঃপর প্রচলিত পদের চণ্ডীদাস যে তাঁহার প্রমাণিত দীন চণ্ডীদাস তাহারও তিনি যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি অবশ্য স্বীকার্য। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় এই সুন্দর গ্রন্থখানি ভাণ্ডার কাগজে ভাল করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হউক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

**From Charuchandra Bandyopadhyay, Esq., M.A., Lecturer,
Dacca University :—**

I have read the book from the beginning to the end with much interest and great benefit. The learned author has very ably and convincingly discussed the Chandidas-question, and I think he has been successful in establishing the identity of the authors of "Sri-Krishṇa-Kīrtan" and the "Padāvalis."

My hearty congratulation to the author for his erudite performance. I congratulate also the University and its present Vice-Chancellor for publishing this book, and doing a great service to the Bengali literature

**From Dr. Nalinikanta Bhattasali, M.A., Ph.D., Curator, Dacca
Museum :—**

To Manindra Babu belongs the unique honour and distinction of having separated "Dīna Chandīdāsa" from the "Older Chandīdās," and also from the confused mass of Padāvalis that usually go under the alluring name of the great poet. His edition of the lyrics of "Dīna Chandīdās" is a monument of patient industry, and it is gratifying to note that young, energetic and discriminating Vice-Chancellor could readily recognise the value of Manindra Babu's labours

From Dr. S. K. De, M.A., D. Lit.,

Professor, Department of Sanskrit and Bengali,

University of Dacca.

আপনি আপনার সুসম্পাদিত পুস্তক প্রকাশিত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা কতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা উচিত মনে করিতেছি। এখন মনে হইতেছে, বড়ু চণ্ডীদাস যিনিই হউন, এক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাগিরে অতি অল্প সংখ্যক পদই (যাহা চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত) তাঁহার রচিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাকী সমস্তই চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কোনও "দীন" বা "বিক্র" চণ্ডীদাসের। এই তথ্যের আবিষ্কার বহুদিনের অনেক বাদামুখাদের নিরাস করিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী যাহারা তাঁহার এই হিসাবে আপনার গ্রন্থের সমাদর করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

গ্রন্থ-সম্পাদনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন দেখিলাম। সাহিত্যচর্চায় আপনার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার কামনা করি।

From Sj. Basanta Ranjan Ray, Vidyavallabha :—

ভাই মণি, তোমার সম্পাদকতায় কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী আশ্চর্য অত্যন্ত আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। দীর্ঘ ভূমিকাভাগে জানিবার ও বুঝিবার অনেককিছু আছে। পড়িয়া যে আনন্দ পাইলাম বুঝিবা ততটুকু আশার কেহই পায় নাই। তুমি বড় এবং অপর চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অতি সুন্দররূপে এবং দক্ষতার সহিত প্রমাণিত করিয়াছ। বহুদিবসের সঞ্চিত অঙ্ককারে উজ্জল আলোকপাত করিতে পারিয়াছ। যে কাজ হাতে লইয়াছিলে তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছ। ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন।

From Rai Jaladhar Sen Bahadur, Editor, The Bhāratavarṣa :—

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত আপনার সংগৃহীত 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' আমি আগাগোড়া বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। আপনার লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা আমাকে একাধিক বার পড়তে হয়েছে।

মহাকবি চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহ অনেকেই করেছেন। সেগুলি পড়বার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। বলতে হবে না যে আমি সাধারণ পাঠকরূপেই সে সকল পড়েছি। ঝাঁরা বৈষ্ণব-সাহিত্য ও আচার্যগণের পদাবলী বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের মত অভিনিবেশ-সহকারে আমি পড়িনি, তা হলেও পূর্বতন মনীষীদের সংগৃহীত পদাবলী পড়তে বসে মাঝে মাঝে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। মনে হয়েছে, এই পদটা হয়ত চণ্ডীদাসের রচিত নয়, এ কোন নকল-নবীণের রচনা, কারণ রচনা-কৌশল, ভাব-মাধুর্য্য অল্প পদের সঙ্গে মেলে না বলে আমার মনে হয়েছে। আমার এ সন্দেহের সমাধানও করতে পারিনি।

তারপর পদাবলীর বিভিন্ন ভণিতাও আমাকে কম বিব্রত করে নাই। দীন চণ্ডীদাস-বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, ইত্যাদি বিভিন্ন ভণিতা দেখে আমার মনে নানা বিতর্কের উদয় হত। কয়েক বৎসর ধেকে এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে; আপনি এবং আরও কয়েক জন মনীষী এ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রাদিতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু সেগুলি পড়েও আমি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি, হয়ত সেটা আমারই ক্রটি।

কিন্তু এতদিন পরে আপনার 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী'র সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভূমিকা পড়ে আমার সকল সন্দেহের অবসান হয়েছে, আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এজন্য আপনাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার সংগৃহীত পদগুলিও আমি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পড়েছি; তাতে কোন পদসম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি, তথা উহার বর্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্রীমাংসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

Amrita Bazar Patrika, 4th August, 1935 :—

Prof. Bose has shown that Baḍu Chaṇḍidās, the author of the Srikrishna-Kirttana, flourished in the pre-Chaitanya period, and that he was a different person from Dīna Chaṇḍidāsa, the author of the popular Padāvalis, who belonged to the post Chaitanya period, and thus got an opportunity of incorporating the teachings of Chaitanya in his composition. Any one going through the introduction of the work will be convinced of the reasonableness of arguments put forth by Prof. Bose who has said nothing which he could not prove with references to earlier literature. The Padas of Chaṇḍidāsa as they have been treated so long in published works have created the impression that they were written at random by the poet, but Prof. Bose has proved that they were really incorporated in a big connected work consisting of more than 2,000 padas on different subjects mostly dealing with the love-amours of Rādhā and Krishna.

This is a performance of great credit, for which the literary public ought to be thankful.

Advance (21st July, 1935) :—

The work is a monument of patient labour and careful research undertaken by consulting volumes of old Bengali manuscripts preserved in the University of Calcutta, and we are not aware of any published work on the subject which can stand a comparison with this. There are two more instances which marked our progress of knowledge about Chaṇḍidāsa, first, the publication by the Bangiya Sāhitya-Parisad of the Padāvali by Chaṇḍidāsa edited by Nilratan Mukherjee, and second, the discovery of Srikrishna-Kirttana by Babu Basanta Ranjan Ray. But now comes the invaluable edition of Mr. Bose, whose importance can be judged by the fact that it has not added any new issue to the already existing complicated ones, but has solved them all in an admirable way with arguments, reasonings, and references to Old Bengali literature. This is a performance of great merit the value of which cannot be overestimated in any way.

We congratulate the University and the author on its publication.

Indian Culture (January, 1936) :—

The neatly printed publication with a dainty get-up is a valuable contribution and welcome addition to the Vaiṣṇavite literature in Bengali

available in print. The elaborate introduction of the volume extending over not less than 54 closely printed pages contains a vast amount of valuable information and readable matter.

It is gratifying to find that Mr. Bose has succeeded to prove conclusively that there was more than one Chāṇḍīdāsa., etc.

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪২ :—

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় চণ্ডীদাস-সমস্তার মীমাংসাকল্পে অনেক প্রয়োজনীয় মালমশলা উপস্থিত করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হেতু তিনি পশ্চিমবঙ্গের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। তিনি বলেন, “চণ্ডীদাস নামে দুই জন কবি বর্তমান ছিলেন। একজন চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল বদ্র, অথবা জন চৈতন্য-পরবর্তী যুগে, তাঁহার উপাধি ছিল দীন” (পৃ: ১৬০)। “একমাত্র দীন চণ্ডীদাসই প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা। তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন” (পৃ: ৩১, ৩২) এবং “চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলি এই বৃহৎ কাব্যের অংশ মাত্র” (পৃ: ৩১)। দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাসের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তিনি বলেন, “দ্বিজ ভণিতা পরবর্তী আরোপ মাত্র, কবি কখনও নিজেকে দ্বিজ ভণিতায় প্রচার করেন নাই” (পৃ: ৩১)। উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্তই মণীন্দ্রবাব যথাযোগ্য যুক্তিতর্ক-সহকারে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আমাদের মনে হয় যে, নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই তাঁহার সিদ্ধান্তনিচয় সম্বন্ধে অস্বকুল ভাব পোষণ করিবেন। স্থানাভাবে এস্থলে তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিতর্কের কোন সংক্ষিপ্ত উল্লেখও সম্ভবপর নহে, তবে এ কথা নিঃসন্দেহ বলি যে, তিনি এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রধান আধার প্রাচীন পুঁথি, এবং প্রকাশিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যাদি। পুঁথির প্রমাণ সর্বত্র দিতে না পারিলেও বহু স্থলে তাঁহার যুক্তি তাঁহার সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে স্থাপনায় সাহায্য করিয়াছে, এবং যে যে স্থলে এতজ্ঞাতীয় প্রমাণ অপ্রাপ্য সেই সেই স্থলে তিনি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-পদ্ধতির শরণ লইয়াছেন, এবং নিগূণতার সহিত সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৩১শে জুলাই, ১৯৩৫ :—

চণ্ডীদাস বাঙ্গলার প্রিয় কবি, কিন্তু তাঁহার পদাবলী এ পর্যন্ত যে ভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে এই ধারণাই জন্মিয়া গিয়াছে যে, চণ্ডীদাস পরম্পরসম্বন্ধবিহীন বিচ্ছিন্ন পদাবলীই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মণীন্দ্রবাব পাঁচখানি প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে স্পষ্টই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, দীন চণ্ডীদাস দুই সহস্রাধিক পদের একখানা বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, আর তাহারই কবিত্বপূর্ণ উৎকৃষ্ট পদগুলি বিবিধ সংগ্রহগ্রন্থের সাহায্যে

এ পর্য্যন্ত নানাভাবে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। চণ্ডীদাস-সমস্তা সমাধানের পক্ষে ইহা যে অতিপ্রয়োজনীয় নির্দেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের অনেক পদের পিছনেই যে এক একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহা “সই. কেবা শুনাইল শ্রাম নাম,” “মগন করিয়া গেল সে চলিয়া, সোনার পুতলি কায়া,” “তড়িৎ-বরণী হরিণী-নয়নী, পেখিলু আঙ্গিনা মাঝে,” ইত্যাদি পদগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মণীন্দ্রবাবু এই সকল পদের পূর্বাঙ্গের সঙ্কল্প প্রদর্শন করিয়া ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কাব্য আত্মদান করিবার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ধর্মপ্রবর্তক গুরু বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কতকগুলি অনন্তসাধারণ বিশেষত্ব আছে, চৈতন্য-পরবর্তী কোন কবির পক্ষেই এই সকল বিশিষ্টতা অবলম্বন করিয়া পদ বচনা করা সম্ভবপর। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীতে আমরা সর্বত্রই এই সকল বিশেষত্বের সন্ধান পাইয়া থাকি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহা পাওয়া যায় না, অতএব ঐতিহাসিকমাত্রই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। মণীন্দ্রবাবু প্রাচীন সাহিত্য হইতে বিবিধ উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের কবি ও লেখকগণ অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অনুসরণ করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থ সংলগ্ন হইবার কালেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বর্তমান ছিল। ইহাতে এক মহাসমস্তার মীমাংসা হইয়া গেল; এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, চণ্ডীদাস নামে দুইজন কবি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। একজন বড় চণ্ডীদাস তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে আর্বিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছিলেন; অপরজন দীন চণ্ডীদাস, ইনি চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি। শুদ্ধ-বুদ্ধিবনলাবিষয়ক চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত যাবতীয় পদাবলী যে দীন চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছেন ইহার নিদর্শন তাহার বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে বর্তমান রহিয়াছে। মণীন্দ্রবাবু ইহা প্রদর্শন করিয়া সাহিত্যসেবী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থের আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রত্যেক প্রতিপাত্ত বিষয় নানাপ্রকার যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ১৫ বৎসর গবেষণার পর এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কে সুধোজনসমাজে যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে তাহাতে গ্রন্থকারের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ সযত্নরচনা চণ্ডীদাস-ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিল, সন্দেহ নাই।

হিতবাদী, ২০শে ভাদ্র, ১৩৪২ :—

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ., মহাশয়ের সম্পাদকতায় ‘দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী’র প্রথমখণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। পরলোকগত শ্রীর আশুতোষ দেহের রক্ত জল করিয়া যে বৃক্ষটিকে পরম যত্নে রোপণ

করিয়াছিলেন, পুস্তকখানি তাহারই একটি স্মৃষ্টি ও উপাদেয় ফল। বইখানি পড়িয়া এই কথাটাই বার বার মনে হইতেছে যে, আজ ঐ মহাপুরুষ বাঁচিয়া থাকিলে কতই আনন্দের বিষয় হইত।

দীর্ঘদিন ধরিয়া যে প্রভূত পরিমাণ পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদক পুস্তকখানি শেষ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আছে উহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকার প্রতি ছত্রে, আর প্রত্যেকটি পদের শেষে টীকায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনা এইরূপ দীর্ঘ ভূমিকা বিরল না হইতে পারে, পদের ব্যাখ্যার এইরূপ চেষ্টাও অভিনব না হইতে পারে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ-সম্পাদনায় সম্পাদকের কৃতিত্ব অসাধারণ, একথা প্রত্যেকের স্বীকার্য। যে দিন স্বর্গীয় নীলরতনবাবুর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রকাশিত হইয়াছিল, বৈষ্ণবীয় পদাবলী চর্চার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। আর এক স্মরণীয় দিন, যে দিন শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্রূপ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবুর 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রকাশিত হওয়ার দিনটিও স্মরণীয় হইয়া রহিল। ইতিপূর্বে সম্পাদক 'Post-Chaitanya Sahajiyā Cult in Bengal' এবং অপরপর গ্রন্থ লিখিয়া যে বর্ষ: অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার 'দীন চণ্ডীদাস' সেই বর্ষ: অক্ষুণ্ণই রাখিবে।

মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থখানি আত্মোপান্ত পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি এইজন্য যে, কথাগুলি বলিতে তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতামতের সহিত অপরের মতবৈধ ঘটিতে পারে, যেমন প্রত্যেকের সহিতই প্রত্যেকের ঘটিতে পারে, কিন্তু মতামতগুলি প্রকাশ করিতে তিনি প্রয়োজনানুরূপ যুক্তি, তর্ক ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন সর্বত্র।

পদের টীকায় তুলনামূলক আলোচনায় সম্পাদক স্মৃষ্টি দক্ষতা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এই তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থের টীকাগুলির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং অনাগত কালে এই বৈশিষ্ট্য-বিবর্জিত হইয়া পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা অত্যন্ত চোখে বাধিবে। টীকায় শিথিলতার বহু উপাদান আছে, বহু নূতন অথচ প্রমাদশূন্য কথা আছে, যদ্বারা বৈষ্ণব পদাবলী বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে।

সম্পাদক সহজ ও সরল ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠাইয়া আর্টের দোহাই দিয়া হেঁয়ালি করিয়া উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা, অযথা কতকগুলি অবাস্তব কথার অবতারণা করিয়া মূল প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই। বিরুদ্ধবাদিগণের মত সমালোচনার খণ্ডন-প্রয়াসে তিনি যে সংযম ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আরও প্রশংসার্হ। উহা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বটে। বিষয়ের উপর যথেষ্ট অধিকার ও সম্যক জ্ঞান থাকিলে, তর্কে অসংযম ও রূঢ় ভাষার প্রয়োগের বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৪২ :—

বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্তৃক ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পর চণ্ডীদাসকে লইয়া যে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী হিসাবে তাহা ফরাসী বিপ্লবের চাইতে কম গুরুতর নয়, ফলে ‘চণ্ডীদাস’-সমস্যা একটা স্থায়ী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৈতন্য-পরবর্তী সহজিয়া-সাধক দীন চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবু গত কয়েক বৎসরে প্রভূত পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই গবেষণার ফল।

(অত্যাণ্ড) চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে এখনও নানারূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবুর আলোচনার ফলে আর কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার বাক্যই এখন এই বিষয়ে “অধরিটি” হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার ফল।

এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে সহজিয়া সাহিত্যসম্বন্ধে বিশদ আলোচনার আবশ্যিক—মণীন্দ্রবাবু স্বয়ং ইতিমধ্যে (১) An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiya Cult, (২) Post-Caitanya Sahajiya Cult, (৩) সহজিয়া সাহিত্য, (৪) রাগাঙ্গিক পদ, (৫) রাগাঙ্গিক পদের ব্যাখ্যা প্রভৃতি পুস্তক ও পুস্তিকা এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আমাদের আলোচনার পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল পুস্তকে ও প্রবন্ধে দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদের ব্যাখ্যা আছে। আলোচ্য পুস্তকান্তর্গত পদগুলির সহিত এই গুলিকে মিলাইয়া সহজিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিস্তৃততর আলোচনা শনিবারের চিঠিতে করিবার বাসনা আমাদের আছে। বাংলা সাহিত্যের একটা দিকে মণীন্দ্রবাবু যে কি অপরূপ মালমসলা সঞ্চিত করিতেছেন, সে সম্বন্ধে সেই প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাধিকার দশা পর্য্যন্ত ৪২১টি পদে সম্পূর্ণ একটি পালা আছে। পরিশিষ্টে আরও ১১টি পদ আছে। সমস্ত পদের প্রবেশিকা ও টীকা দেওয়াতে পড়িবার ও বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

“শান্তি”, ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, এম্. এ. বি. এল্.

সুপণ্ডিত অধ্যাপক বনু ৫৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা আমি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি।

অধ্যাপক বনু বলেন, বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের জন্মের (১৪৮৫ খৃঃ) পূর্বে “শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন” রচনা করেন, এবং দীন চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খৃঃ) পরে ২০০০ পদ-

পূর্ণ (যাহার মাত্র ১২০০ পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে) কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করেন। এ বিষয়ে আমি অধ্যাপক বসুর সহিত একমত।

১৯১৬ খৃঃ হইতে এই বিষয় লইয়া বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঐ বাদানুবাদ যিনি অবগত আছেন তিনি এক্ষণে বড়ু এবং দীন—এই দুই চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বড়ু যে চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি, আর দীন যে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি,—বিশেষজ্ঞেরা সকলেই এখন সে কথা স্বীকার করিতেছেন। অধ্যাপক বসু নিজে দীন চণ্ডীদাসকে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত সঙ্গত ও সত্য।

অধ্যাপক বসু দীন চণ্ডীদাসের তরু হইতে আরো অনেক কিছু দাবী করেন। তিনি বলেন—

(ক) দীন চণ্ডীদাস অধিকাংশ প্রচলিত চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। 'ধ্বজ' ভণিতার অন্তরালে দীন চণ্ডীদাস বিদ্যমান।

(খ) দীন চণ্ডীদাস রাগাঙ্গিক পদগুলিও রচনা করিয়াছেন। এই রাগাঙ্গিক পদগুলিতে তিনি নিজেকে রামী রঙ্গকিনীর প্রণয়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব অহুভবব করিয়াছেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং বড়ুই যদি একমাত্র চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাস হইলেন, তবে চৈতন্যদেব কেবল বড়ু-রচিত ১৯১৬ খৃঃ প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" মাত্র পাঠ করিয়াছিলেন। দীন বা আর কোন চণ্ডীদাস, যাহারা চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন রচনাই চৈতন্যদেব পাঠ করেন নাই, করা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক বসুর গবেষণার ইহাই প্রামাণ্য সিদ্ধান্ত, এবং যতক্ষণ না অত্র কোন নূতন আবিষ্কারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—ততক্ষণ এই সিদ্ধান্তের গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায়ই ত দেখা যায় না। প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর কিছুই চৈতন্যদেব পাঠ করেন নাই, ভক্তজনের কোমলপ্রাণে এইখানেই বাধা লাগিয়াছে।

অধ্যাপক বসুর গবেষণা হইতে বুঝিতে পারি, তিনি নিভীক সমালোচক। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসিতে তাঁহার ভয় ডর নাই। তাঁহার গবেষণামূলক দৃষ্টি সাহসে পরিপূর্ণ। যাহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই অংশ লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা অধ্যাপক বসুকে প্রশংসমান চকুতে দেখিবেন সন্দেহ নাই। আমিও তাহাই দেখিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিশেষত্ব—দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান। পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে এই বিশেষত্বগুলি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ও সুন্দররূপে অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন। দান, নৌকা ও বড়াই বুড়ীর প্রসঙ্গ যে আগাদের সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দ্বারাই সর্বপ্রথমে প্রচারিত ও পরে প্রচলিত হইয়াছে—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অধ্যাপক বসু এ সম্পর্কে সন্দেহ করিবার কোন সুযোগ রাখেন নাই।

যখন ১৮২২ খৃঃ অব্দে রাজা রামমোহন রায় "চারি প্রপ্নের উত্তর" লিখেন, তৎকালেও বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান পর্য্যাপ্তরূপে প্রচলিত ছিল, ["যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়া, দুর্জয়মানভঙ্গ যাত্রা, ও সুবল-সংবাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান, যাহা কেবল চিত্তশালিত্বের ও মন্দসংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙ্কে সম্মুখে নৃত্য করায় ।"]

ইহা স্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কেহ উপেক্ষা করে নাই, এবং ইহার রচনার পর হইতে এই গ্রন্থ সাধারণে অপ্রচলিতও ছিল না, যদিও কোন কোন ব্যক্তি আশাদিগকে উল্লিখিতরূপে বিশ্বাস করিতে বলেন। বরং দেখিতেছি, ১৮২২ খৃঃ পর্য্যাপ্ত এই গ্রন্থের প্রভাব আমাদের সাহিত্য ও ধর্ম্মাদি ক্রিয়া-পার্কণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিद्यমান ছিল, যাহাতে রাজা রামমোহন রায়ের মত উগ্র ও প্রচণ্ড সমাজসংস্কারকের মনে আতঙ্ক ও ঘৃণার উদ্বেক করিয়াছিল। অধ্যাপক বহু চণ্ডীদাসের নামের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন ভণিতাগুলির বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল ভণিতা (দ্বিজ, আদি, বড়ু, দীন, দীনহীন, দীনক্ষীণ, কবি, ইত্যাদি) পরবর্ত্তীযুগের সংযোজনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীর্ত্তনীয়ারা এরূপ করিয়া থাকিবে। বস্তুতঃ যিনি পদকর্ত্তা তিনি এ সকল বকমারি ভণিতা দেন নাই। এই সকল বিভিন্ন ভণিতার অন্তরালে বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা বিভিন্ন কবির অস্তিত্ব কল্পনা করিলে তাহা মিথ্যা কল্পনা হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল বিভিন্ন ভণিতা একজন মাত্র কবিকেই নির্দেশ করে। কাজেই এই সকল ভণিতা সত্য নহে। ইহা পণ্ডিতদিগেরও ভ্রম উৎপাদন করে। ধরুন, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বড়ু (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতা) কখনই এমন সব পদ লিখিতে পারেন না, যাহাতে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের স্পষ্ট চিহ্ন সকল দেদীপ্যমান। অথবা এই বড়ু কোনমতেই বাগাঙ্গিক পদগুলির একটাও লিখিতে পারেন না, যেহেতু এগুলি নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর পরবর্ত্তীকালে কোন বৈষ্ণব সহজিয়া কবির রচনা।

ইহা ছাড়া আরো একটা বিষয় আছে। অনেক প্রসিদ্ধ পদ বা গীত যাহা এতদিন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল তাহা এক্ষণে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের বিখ্যাত কবিগণের রচিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানদাস—লোচনদাস—রামগোপাল দাস—যত্নন্দন—গোবিন্দ দাস—এমন কি বিদ্যাপতি (বহুমতী সংস্করণ) রচিত বহু বিখ্যাত পদ চণ্ডীদাস-রচিত বলিয়া এতাবৎ সাধারণে প্রচলিত ছিল এবং আছে। এই সমস্ত প্রমাণাদি একত্র করিলে দেখা যায় যে, চণ্ডীদাস নামে কোন একজন মাত্র কবি এক সময়ে এই সকল পদ রচনা করিয়া যান নাই। এই পদগুলি, বতদূর দেখা বাইতেছে, চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের বলিয়াই মনে হয়। এ সম্পর্কে প্রমাণের অভাব নাই।

এক্ষণে শেষ-প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বাগাঙ্গিক পদগুলি দীন চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন কিংবা বহু অজ্ঞাত সহজিয়া বৈষ্ণব কবিগণ, চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে লিখিয়াছেন। আমি আশ্বাস পাইয়াছি যে, অধ্যাপক বহু তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিষয়ের

বিস্তৃত আলোচনা করিবেন। "চৈতন্য-পরমর্জী সহজিয়া কতের" (The Post-Chaitanya Sahajiya Cult) তিনি অবিস্বাদিতরূপে অভিজ্ঞ ও সুশক্তিত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার উপর অনায়াসেই আশ্রয় নির্ভর করিতে পারি।

পরিশেষে আমি সর্বাঙ্গতঃ করণে অধ্যাপক বহুরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার পরবেশা অভিশয় প্রশংসনীয়, এবং স্ববৃত্ত পরিপূষ্ট করিতে তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহার মূল্যও খুব বেশী। বাংলা সাহিত্যসেবী যাত্রাই অধ্যাপক বহুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন সন্দেহ নাই।
